কুরআন ও সুন্নার আলোকে

ইসলামি ফিকাহ

মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম আত তুআইজিরী

WWW.QURANERALO.COM

কুরআন ও সুন্নার আলোকে

ইসলামী ফিকাহ

(দ্বিতীয় খণ্ড)

للفقير إلى عفو ربه

محمد بن ابراهيم بن عبد الله التويجري

মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আত্তুওয়াইজিরী

أشرف على الترجمة والمراجعة

محمد سيف الدين بلال

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল

بسم الله الرحمن الرحيم
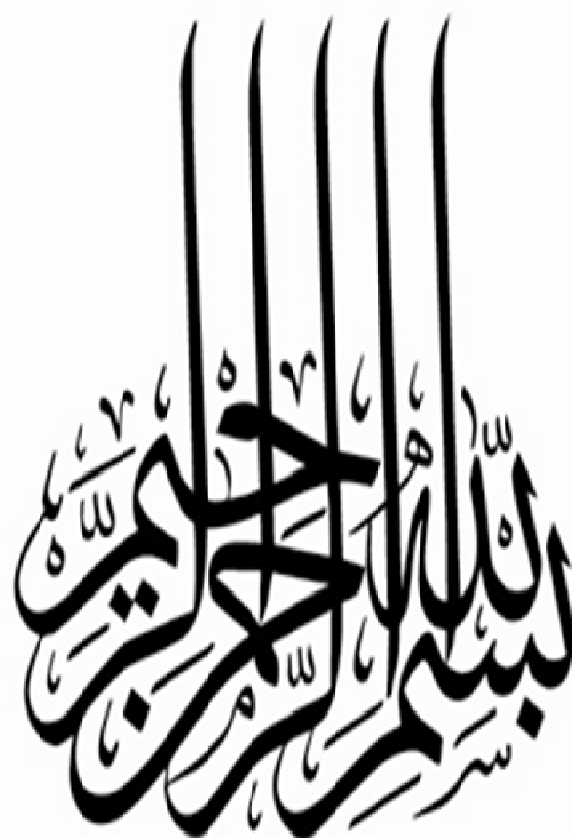
مُـخْتَصرُ الفِقْه الإسْلامِيّ

في ضوء القرآن والسنة

কুরআন ও সুন্নার আলোকে

ইসলামী ফিকাহ

(প্রথম খণ্ড)

للعبد الفقير إلى مولاه

محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري

মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত্তুওয়াইজিরী

أشرف على الترجمة والمراجعة

محمد سيف الدين بلال

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল

প্রথম প্রকাশ: ১৪৩১হি: ২০১০ ইং

أســــماء المترجــــمين

অনুবাদ পরিষদ

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার-হুফুফ লিসান্স-মদীনা ই: বি: হাদীস বিভাগ	محمد سيف الدين بلال المكتب التعاوني وتوعية الجاليات بالأحساء خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة–كلية الحديث
মুহাম্মদ আব্দুর রব আফফান গারবুদ্দীরা ইসলামিক সেন্টার-রিয়াদ লিসান্স-মদীনা ই: বি: দা'ওয়া বিভাগ	محمد عبد الرب عفان المكتب التعاوني وتوعية الجاليات بغرب الديرة-الرياض خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة–كلية الدعوة
মুহাম্মদ উমার ফারুক আব্দুলাহ আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার-হুফুফ লিসান্স-মদীনা ই: বি: হাদীস বিভাগ	محمد عمر فاروق عبد الله المكتب التعاوني وتوعية الجاليات بالأحساء خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة–كلية الحديث
আজমাল হুসাইন আব্দুন নূর নতুন সানাইয়া ইসলামিক সেন্টার-রিয়াদ লিসান্স-মদীনা ই: বি: শরিয়া বিভাগ	أجمل حسين عبد النور المكتب التعاوني وتوعية الجاليات بالصناعية الجديدة-الرياض خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة–كلية الشريعة
শহীদুলাহ খান আব্দুল মান্নান সৌদির পক্ষ থেকে বাংলাদেশে মুবাল্লেগ লিসান্স-মদীনা ই: বি: দা'ওয়া বিভাগ	شهيد الله خان عبد المنان المبعوث إلى بنغلاديش من وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة–كلية الدعوة

فهرس الموضوعات

সূচীপত্র

১১- সাহু সেজদা

◆ **সাহু সেজদা:** ফরজ বা নফল নামাজে বসে দুটি সেজদার পরে কোন বৈঠক ছাড়াই দুই দিকে সালাম ফিরানোকে বলে।

◆ **সাহু সেজদা বিধান করণের হেকমত:**

ভুলের লক্ষ্যবস্তু হিসাবেই আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। শয়তান কোন কিছু বাড়ানো বা কমানো বা সন্দেহের দ্বারা যে কোন ভাবেই হোক না কেন মানুষের নামাজ নষ্ট করার প্রচেষ্টায় সর্বদা প্রস্তুত। তাই আল্লাহ তায়ালা সাহু সেজদার এ বিধান দান করেছেন; যেন শয়তানের এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, অপূর্ণ নামাজ পূরণ হয় এবং পরম করুণাময় আল্লাহ রাজি হন।

◆ নবী [ﷺ] থেকে নামাজে ভুল হয়েছে; কারণ এটা মানুষের স্বভাবের চাহিদা। তাই যখন তিনি নামাজে ভুল করেছিলেন, তখন তিনি বলেন:

« إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي». متفق عليه.

"নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মতই এক জন মানুষ। তোমরা যেমন ভুলে যাও আমিও তেমন ভুলে যাই। সুতরাং যদি আমি ভুলে যাই, তাহলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও।"[১]

◆ **সাহু সেজদার কারণ ৩টি:** বেশি, কম ও সন্দেহ হওয়া।

◆ **সাহু সেজদার চার অবস্থা:**

১. যদি মুসল্লি নামাজের কোন কাজ ভুলে বাড়িয়ে ফেলে, তাহলে তার উপর সাহু সেজদা ওয়াজিব।

যেমন কিয়াম (দাঁড়ানো), বা রুকু বা সেজদা যেমন: দুইবার রুকু করা অথবা বসার সময় না বসে উঠে যাওয়া অথবা চার রাকাত নামাজ পাঁচ রাকাত আদায় করা ইত্যাদি। এ সকল কাজ ভুলে বেশি হয়ে গেলে নামাজের সালামের পরে সাহু সেজদা করতে হবে। ভুলের স্মরণ সালাম ফিরানোর আগে হোক বা পরে হোক, সাহু সেজদা সালাম ফিরানোর

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৪০১ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ৫৭২

পরেই করবে।

২. যদি মুসল্লি নামাজের কোন রোকন ভুলে যায় আর যদি পরের রাকাতে সেই রোকন আসার আগেই স্মরণ হয়, তাহলে পূর্বের রাকাতে ফিরে এসে উক্ত রোকন পূরণ করবে। আর যদি পরের রাকাতে সেই রোকন পর্যন্ত পৌঁছার পরে স্মরণ হয় তাহলে তার পূর্বের রাকাত বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি সালাম ফিরানোর পরে স্মরণ হয়, তাহলে সেই রোকন ও তার পরের কাজ গুলো পূরণ করে সালামের পর সাহু সেজদা কররে। আর যদি নামাজের মধ্যে কোন কাজ ছুটে যায় এবং সালাম ফিরিয়ে ফেলে। যেমন : চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজে যদি ভুলে এক রাকাত ছুটে যায় এবং তিন রাকাত আদায় করার পরে সালাম ফিরেয়ে ফেলে এবং সালামে পরেই তা বুঝতে পারে, তাহলে নতুন করে তকবিরে তাহরিমা ছাড়া শুধুমাত্র নামাজের নিয়তে বাকি রাকাতই আদায় করবে এবং শেষ বৈঠক করে আত্তাহিয়্যাতু ও দরুদ ইত্যাদি পড়ে সালাম ফিরাবে। তার পর সাহু সেজদা করবে।

৩. যদি মুসল্লির নামাজে ভুলক্রমে কোন ওয়াজিব ছুটে যায় যেমন: যদি কেউ প্রথম বৈঠক করতে ভুলে যায়; তাহলে সালামের পূর্বেই সাহু সেজদা করে নিবে।

৪. মুসল্লি যদি তার রাকাতের সংখ্যায় সন্দেহ করে। যেমন: তিন রাকাত, না চার রাকাত? তাহলে কম সংখ্যা অর্থাৎ তিন রাকাত ধরে বাকি রাকাত পূরণ করবে এবং সালামের পূর্বেই সাহু সেজদা করবে।

কিন্তু যদি সন্দেহের পাল্লা কোন এক দিকে ভারি হয়, তাহলে তার উপর ভিত্তি করে আমল করবে এবং সালামের পরে সাহু সেজদা করবে।

- যদি নামাজের কোন কাজ নামাজের অন্য কোন স্থানে বৃদ্ধি করে দেয়, তাহলে তার নামাজ বাতিল হবে না এবং এতে সাহু সেজদাও ওয়াজিব হবে না। তবে এক্ষেত্রে সাহু সেজদা করা উত্তম।

  যেমন: রুকুতে বা সেজদাতে কুরআন পাঠ করা, দাঁড়ানো (কিয়াম) অবস্থায় আত্তাহিয়্যাতু পড়া ইত্যাদি।
- ইমামের সঙ্গে নামাজ আদায় করার সময় কোন ওজরের কারণে যদি মুক্তাদী নামাজের কোন রোকন বা তার চেয়ে বেশি অংশ আদায়ে

ইমামের পিছে পড়ে যায়, তাহলে সে অপূর্ণ অংশ আদায় করে ইমামের সাথে মিলিত হবে।

◆ **সাহু সেজদায় কি বলবে:**

সাহু সেজদাতে নামাজের সেজদার মতই দোয়া পড়বে।

◆ নামাজ পরিপূর্ণ হওয়ার পূর্বে যদি ভুলে সালাম ফিরিয়ে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তা স্মরণ হয়, তাহলে বাকি অংশ পূরণ করে আবার সালাম ফিরাবে। অত:পর সাহু সেজদা করবে। আর যদি কখনো সাহু সেজদা করতে ভুলে যায় এবং সাহু সেজদা ছাড়াই সালাম ফিরিয়ে নামাজ বিরোধী কোন কাজ, যেমন: কথাবার্তা বলা ইত্যাদি করে ফেলে, তাহলে প্রথমে সাহু সেজদা করবে, তারপর সালাম ফিরাবে।

◆ যদি দু'টি সাহু সেজদা করা জরুরী হয় যার একটি সালামের পূর্বে আর অপরটি সালামের পরে তাহলে এমতাবস্থায় শুধু মাত্র সালামের পূর্বে সাহু সেজদা করবে।

◆ **মাসবূক (যার সালাতের কিছু অংশ ছুটে গেছে) মুসল্লি কখন সাহু সেজদা করবে:**

মুক্তাদি সর্বদা ইমামের সাথে সাহু সেজদা করবে। কিন্তু যদি মুক্তাদি মাসবূক হয় এবং ইমাম সাহেব সালামের পরে সাহু সেজদা করেন এমন হয়, তাহলে ইমাম সাহেব যে ভুলের কারণে সাহু সেজদা করছেন তা মাসবূক নামাজে প্রবেশ করার আগের ভুল না পরের ভুল? প্রবেশের পরের ভুলের কারণে সাহু সেজদা হলে সালামের পর মাসবূক সাহু সেজদা করবে। আর যদি প্রবেশের আগের ভুলের কারণে সাহু সেজদা হয়, তাহলে মাসবূক তার বাকি নামাজ পূর্ণ করার পর তার প্রতি সাহু সেজদা করা জরুরী নয়।

১২- জামাতে সালাত আদায়

◆ জামাতে সালাত বিধিবিধানের হেকমত:

জমাতে নামাজ আদায় ইসলামে অন্যতম মহান দৃশ্য যা ফেরেস্তাগণ সারিবদ্ধ হয়ে এবাদতের সাথে সাদৃশ্য রাখে। এটা মানুষের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, পরিচয় লাভ, সহনশীলতার একটি কারণ এবং মুসলমানদের সম্মান, শক্তি ও একতার একটি নিদর্শন।

◆ মুসলমানদের সবচেয়ে বড় জমায়েত:

আল্লাহ তা'য়ালা মুসলিমদের জন্য বিভিন্ন নির্দিষ্ট সময়ে সম্মিলিত হওয়ার বিধান দান করেছেন। সাপ্তহিক জমায়েত জুমার জন্য সমবেত হওয়া। কিছু জমায়েত আবার বছরে দুইবার প্রতিটি দেশেই হয়ে থাকে যেমন: দুই ঈদে। আর কিছু সম্মিলন আছে যা বছরে একবার সমগ্র বিশ্বের মুসলিমের জন্য। যেমন: আরাফার ময়দানে হাজিগণের বিশ্ব সম্মিলন। আবার কখনো কখনো সম্মিলিত হচ্ছে অবস্থার পরিবর্তনের সময়, যেমন বৃষ্টি প্রার্থনার ও চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণের নামাজে সমবেত হওয়া।

◆ জামাতে নামাজ আদায়ের বিধান:

প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মুসলিম যার মসজিদে যাওয়ার শক্তি আছে তার জন্য মসজিদে জামাতে নামাজ আদায় করা ওয়াজিব। আর এই জামাতে নামাজ আদায়ের বিধান পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য; তা সফর অবস্থায় হোক বা বাড়িতে থাকা অবস্থায় হোক, নিরাপদ অবস্থায় হোক বা ভয়ের মধ্যে হোক।

◆ মসজিদে জামাতে নামাজ আদায়ের ফজিলত:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً». وفي رواية : « بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً». متفق عليه.

১. ইবনে উমার থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [দ:] বলেন:"একাকী নামাজের চেয়ে জামাতের নামাজের ফজিলত সাতাশ গুণ বেশী।" অন্য বর্ণনাতে

"পঁচিশ গুণ বেশী।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً». أخرجه مسلم.

২. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [দ:] বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর কোন ফরজ আদায়ের জন্য ঘরে ওযু করে আল্লাহর কোন ঘরের (মসজিদ) দিকে রওয়ানা হয়, তার প্রতিটি দুই ধাপের প্রথমটি দ্বারা একটি গুনাহ মাফ হয়ে যায় এবং অপরটির দ্বারা তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়।"[২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال:«مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلًا كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ».متفق عليه.

৩. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [দ:] বলেছেন: "যে ব্যক্তি সকালে বা বিকালে মসজিদে গমন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে মেহমান দারির (অতিথির সেবার) ব্যবস্থা করেন যখন সে সকালে বা বিকালে গমন করে।"[৩]

◆ **কোথায় জামাতবদ্ধ সালাত আদায় করবে:**

নিজের আবাস স্থানের মহল্লার মসজিদে নামাজ আদায় করাই মুসলিমের জন্য উত্তম। এরপর যে মসজিদে বেশি বড় জামাত হয় সেখানে। এরপর যে মসজিদ বেশি দূরে সেখানে। এ ছাড়া মক্কা শরীফের মসজিদুল হারাম, নবী [দ:] -এর মসজিদ মসজিদে নববী ও মসজিদে আকসা (ফিলিস্তিনের বাইতুল মাকদিস মসজিদ)। এ তিনটি মসজিদে নামাজ আদায় করা সর্বাবস্থায় উত্তম।

◆ মসজিদে দ্বিতীয় জামাতে সালাত আদায় করা জায়েজ। সীমান্তের প্রহরীদের জন্য কোন এক মসজিদে সবাই মিলে সালাত আদায় করা উত্তম। তবে একত্রিত হওয়াতে যদি শত্রুদের আক্রমনের ভয় হয়,

---

[১] বুখারী হাঃ নং ৬৪৫মুসলিম হাঃ নং ৬৫০ হাদীসের শব্দ গুলো বুখারীর
[২] .মুসলিম হাঃ নং ৬৬৬
[৩]. বুখারী হাঃ নং ৬৬২ ও মুসলিম হাঃ নং ৬৬৯ হাদীসের হুবহু শব্দগুলো মুসলিমের

তাহলে প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থানে সালাত আদায় করে নিবে।

◆ **মহিলাদের মসজিদে গমনের বিধান:**

মহিলদের জন্য মসজিদে নামাজে হাজির হওয়া বৈধ, যদি তা পুরুষদের থেকে সম্পুর্ণ আলাদা ও পরিপূর্ণ পর্দার সাথে হয়। পুরুষদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে মহিলাদের জামাত করা জায়েজ। চাই ইমাম কোন মহিলা হোক বা কোন পুরুষ হোক।

عَنْ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ».متفق عليه.

ইবনে উমার (রা:) হতে বর্ণিত আছে , তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী বলেছেন:"যদি মহিলারা তোমাদের নিকট মসজিদে গমনের অনুমতি চায়, তাহলে তোমরা তাদেরকে অনুমতি দিয়ে দাও।"[১]

◆ **জামাতের জন্য সবচেয়ে কম সংখ্যা:**

জামাতের সবচেয়ে কম সংখ্যা হচ্ছে দুই জন। আর যখন জামাতের লোক সংখ্যা বেশি হবে তখন তার নামাজের জন্য অধিক পরিশুদ্ধকারী ও আল্লাহর নিকট অতি প্রিয় হবে।

◆ **যে একাকী সালাত আদায়ের পর জামাত পাবে তার বিধান:**

যে ব্যক্তি নিজ স্থানে ফরজ নামাজ আদায়ের পর মসজিদে প্রবেশ করে মুসল্লিগণকে নামাজরত অবস্থায় পাবে তার জন্য সুন্নত হলো: তাদের সাঙ্গে নামাজে শরিক হওয়া। এ নামাজ তার জন্য নফল হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে মসজিদে জামাত করে নামাজ আদায়ের পর অন্য কোন মসজিদে প্রবেশ করে মুসল্লিদের নামাজরত অবস্থায় পেলে তার বিধানও অনুরূপ।

◆ ফরজ নামাজের একামত হয়ে গেলে ফরজ নামাজ ছাড়া আর অন্য কোন সালাত পড়া যাবে না। যদি কারো নফল নামাজ আদায় করার সময় একামত হয়ে যায়, তবে হালকা করে নফল পূরণ করে তকবিরে তাহরিমা পাওয়ার জন্য জামাতে শামিল হবে।

---

[১] .বুখারী হাঃ নং ৮৬৫ মুসলিম হাঃ নং ৪৪২ হাদীসের শব্দগুলো মুসলিমের

◆ **জামাতে সালাত আদায় করা থেকে দূরে থাকার বিধান:**

কেউ যদি মসজিদে জামাতে নামাজ আদায় করা থেকে পিছে পড়ে যায় আর সে কোন মা'যূর ব্যক্তি তথা তার ওজর থাকে যেমন: রোগ কিংবা ভয় ইত্যাদি, তাহলে যে জামাতে নামাজ পড়েছে তার সমপরিমাণ তাকে সওয়াব দেওয়া হবে। আর যদি কোন ওজর ছাড়াই জামাত ত্যাগ করে একাকী নামাজ আদায় করে, তবে তার নামাজ সঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু সে বিশাল সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে এবং তার কবীরা গুনাহও হবে।

◆ **জামাত ও প্রথম তকবিরের ফজিলত:**

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنْ النِّفَاقِ». أخرجه الترمذي.

আনাস ইবনে মালেক (রা:) থেকে বর্ণিত তিনে বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে প্রথম তকবিরসহ চল্লিশ দিন জামাতসহ সালাত আদায় করবে তার জন্যে দু'টি নিস্কৃতি লিখা হবে। জাহান্নামের আগুন থেকে নিস্কৃতি ও মুনাফেকী থেকে নিস্কৃতি।"[১]

[১]. সমস্ত সনদসহ হাদীসটি হাসান, তিরমিযী হাঃ নং ২৪১, সিলসিলা সহীহা দ্রঃ হাঃ নং ২৬৫২

১৩- ইমামতির আহকাম

◆ ইমামতির ফজিলত:

ইমামতির ফজিলত অনেক বেশী। এ জন্য নবী নিজেই দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর পরে তাঁর চার খলিফা ইমামতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইমামের উপর অনেক বড় দায়িত্ব, তিনি জিম্মাদার। সুতরাং সঠিক ও সুন্দর ভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারলে অনেক বড় সওয়াবের অধিকারী হবেন। আর যত মুসল্লি তাঁর পিছনে সালাত আদায় করবে তাদের সমপরিমাণ সওয়াবও পাবেন।

◆ ইমামকে অনুসরণের বিধান:

সালাতের মধ্যে সকল ক্ষেত্রে ইমামের অনুসরণ ফরজ। কারণ রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:

«إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُــونَ». متفق عليه.

"ইমামকে তার অনুসরণের জন্যই নিয়গ করা হয়। অতএব, ইমাম যখন রুকু করে তখন তোমরাও রুকু কর, যখন 'সামিআল্লাহুলিমান হামিদাহ' বলে, তখন তোমরা 'রব্বানা ওয়ালাকাল হামদ' বল, যখন ইমাম দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে তখন তোমরাও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় কর, আর যখন ইমাম বসে সালাত আদায় করে (ইমামতি করে) তখন তোমরাও সবাই বসে সালাত আদায় কর।"[১]

◆ ইমামতির জন্য বেশী হকদার ও অগ্রাধিকার কে?

কুরআনুল কারীম যিনি সবচেয়ে বেশী মুখস্ত করেছেন এবং সাথে সাথে সালাতের আহকামও জানেন, এমন ব্যক্তিকে ইমামতির অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এরপর যিনি হাদীস ও সুন্নত সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞান রাখেন। তারপর হলেন আগে হিজরতকারী ব্যক্তি। এরপর আগে ইসলাম গ্রহণকারী। এরপর সার্বাধিক বয়স্ক ব্যক্তি। আর এতে সবাই

[১] বুখারী হাঃ নং ৭২২ ও মুসলিম হাঃ নং ২৬৫২ হাদীসের শব্দগুলো মুসলিমের

সমান হলে লটারীর মাধ্যমে ইমামতির অগ্রাধিকার নির্ণয় করা হবে। উপরোক্ত মাসয়ালা ঐ সময়ের জন্য যখন সালাতের সময় হয়ে যাবে এবং মুসল্লিগণ কাউকে সামনে ইমামতির জন্য পেশ করতে চাবে। কিন্তু যদি মসজিদে ইমাম নির্ধারিত থাকেন এবং সময়মত উপস্থিত হন তাহলে ইমাম সাহেবই ইমামতির অগ্রাধিকার রাখেন।

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا». أخرجه مسلم.

আবু মাসউদ আনসারী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"গোত্রের ইমামতি করতে সর্বাধিক কুরআন মুখস্থকারী, যদি তাতে সমান হয় তাহলে সুন্নত (হাদীস) সর্ম্পকে সবচেয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি, যদি তাতেও সমান পর্যায়ের হয়, তাহলে আগে হিজরতকারী। আর তাতেও সমান পর্যায়ের হলে আগে ইসলাম গ্রহণকারী।"[১]

◆ বাড়ির মালিক এবং মসজিদের ইমাম ইমামতির বেশী হকদার। ইসলামী সরকারের কোন প্রতিনিধি থাকলে তিনি বেশী অগ্রাধিকার পাবেন।

◆ **ফাসেক ব্যক্তির পিছনে সালাত আদায়ের বিধান:**

সর্বোত্তম ব্যক্তি ইমামের জন্য সামনে পেশ করা ফরজ। তবে যদি ফাসিক ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাউকে ইমামতির জন্য পাওয়া না যায়, তাহলে তার পিছনে সালাত (সহীহ) হয়ে যাবে। যেমন: দাড়ি মুণ্ডনকারী, ধূমপায়ী ইত্যাদি এমন ব্যক্তি।

◆ **ফাসেক হচ্ছে:** যে ব্যক্তি কুফুরি নয় এমন কবিরা গুনাহ বা বারবার ছগিরা গুনাহ ক'রে আল্লাহর আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেছে।

◆ বায়ু ইত্যাদি বের হয়ে কোন ইমামের ওযু নষ্ট হয়ে গেলে তার পিছনে সালাত সহীহ হবে না। তবে যে সকল মুসল্লি তা জানে না

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৬৭৩

তাদের সালাত হয়ে যাবে। কিন্তু ইমামকে অবশ্যই পুনরায় সালাত আদায় করে নিতে হবে।

◆ **ইমামের আগে কিছু করলে তার বিধান:**

সালাতে ইমামের আগে কোন কাজ করা হারাম। যে ব্যক্তি সালাতে কোন কাজ জেনে বুঝে ইমামের আগে করবে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে। ভুলে যাওয়া, অমনযোগী হওয়া বা ইমামের শব্দ শুনতে না পারা ইত্যাদি ওজরের কারণে যদি ইমামের অনুসরণ থেকে পিছনে পরে যায়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তা পূরণ করে পরে ইমামের অনুসরণ করবে। এতে তার সালাতের কোন অসুবিধা হবে না।

◆ **ইমামের সাথে মুক্তাদির চার অবস্থা:**

১. **ইমামের আগে কিছু করা:** আর তা হল তকবির, রুকু, সেজদা, সালাম ইত্যাদি মুক্তাদি ইমামের আগে করা। এ ধরনের কাজ নাজায়েজ। কেউ এমন করলে পুন:রায় ইমামের পরে আবার ঐ কাজটি করে নিবে। আর যদি না করে তাহলে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে।

২. **ইমামের সাথে সাথে করা:** আর তা হল তকবির, রুকু ইত্যাদি এক রোকন থেকে অপর রোকনে যাওয়ার সময় ইমামের সাথে চলে যাওয়া। এটা ভুল, এর দ্বারা সালাত ত্রুটিপূর্ণ হয়।

৩. **ইমামের অনুসরণ করা:** আর তা হল কোন আমল ইমাম সাহেব করার পর তার পিছনে পিছনে করা। আর এটাই মুক্তাদির কাজ এবং এর দ্বারাই শরিয়তের দৃষ্টিতে ইমামের অনুসরণ হবে।

৪. **ইমামের অনুসরণ না করা:** আর তা হল মুক্তাদির ইমামের অনুসরণ না করে এত বিলম্ব করা যে ইমাম অন্য রোকনে চলে যায়। এমনটি করা জায়েয নেয়; কারণ এতে অনুসরণ হয় না।

মসজিদে প্রবেশ করে যদি দেখে (নির্দিষ্ট) ইমাম প্রথম জামাত সমাপ্ত করে ফেলেছেন, তাহলে যারা পিছে পড়েছেন তাদের নিয়ে দ্বিতীয় জামাত করা জায়েজ। তবে এই দ্বিতীয় জামাতের ফজিলত প্রথম জামাতের ফজিলতের মত হবে না।

◆ মাসবূকের অবস্থা:

১. যে ব্যক্তি ইমামের সাথে এক রাকাত পেল, সে জামাত পেয়ে গেল। আর যে ব্যক্তি ইমামের সাথে রুকু পেল সে ঐ রাকাত পেয়ে গেল। সুতরাং মুক্তাদি প্রথম দাঁড়িয়ে তকবিরে তাহরিমার তকবির বলবে, পরে সম্ভব হলে রুকুর তকবির বলবে। আর তা সম্ভব না হলে উভয় তকবিরের নিয়ত করে মাত্র একবার তকবির বলবে।

২. যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে ইমামকে দাঁড়ানো কিংবা রুকু অথবা সেজদা বা বসা যে কোন অবস্থায় পাবে সে অবস্থাতেই ইমামের সঙ্গে সালাতে প্রবেশ করবে। তাতে যতটুকু ইমামের সঙ্গে সালাত পাবে ততটুকুর সওয়াব মুসল্লি পাবে। তবে রুকু না পেলে রাকাত পাওয়া ধরা হবে না। আর তকবিরে উলা (তাহরিমার তকবির) ইমামের সঙ্গে পেতে হলে মুসল্লিকে ইমামের সূরা ফাতিহা শুরু করার পূর্বে তকবিরে তাহরিমা বলে সালাতে প্রবেশ করতে হবে।

◆ সালাতে হালকা করার বিধান:

ইমামের জন্য সুন্নত হল দীর্ঘ না করে পরিপূর্ণ ভাবে সাথে সালাত আদায় করা; কারণ, মুসল্লিদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও থাকতে পারে যে, দুর্বল, অসুস্থ, বৃদ্ধ এবং এমন ব্যক্তি যার তাড়াহুড়া আছে ইত্যাদি। তবে একাকী কোন সালাত পড়ার সময় যত ইচ্ছা দীর্ঘ করতে পারে।

◆ সুন্নত তরিকায় সালাত হালকা করার পদ্ধতি:

সুন্নত তরীকায় সালাতকে হালকা ভাবে আদায় করার অর্থ হলো: সালাতের সকল রোকন, ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ঠিক ঠিক মত আদায়ের সাথে সালাত দীর্ঘায়িত না করা। যেমনভাবে নবী [ﷺ] সর্বদা আদায় করতেন এবং আদায়ের নির্দেশ দান করতেন। মুসল্লিদের ইচ্ছা মত ইমাম সালাত আদায় করবেন না। রুকু ও সেজদাতে যে ব্যক্তি নিজ পিঠ সোজা করে না তার সালাত হয়না।

◆ মুক্তাদিগণ কোথায় দাঁড়াবে:

১. মুক্তাদিদের ইমামের পিছনে দাঁড়ানো সুন্নত। তবে মুক্তাদি একজন হলে ইমামের বরাবর ডান পার্শ্বে দাঁড়াবে। আর মহিলা ইমাম হলে মহিলাদের সারির মধ্য ভাগে দাঁড়িয়ে ইমামতি করবে।

২. মুসল্লিরা ইমামের ডান দিকে দাঁড়াতে পারে, অথবা ইমামের ডান ও বাম উভয় পার্শ্বেও দাঁড়াতে পারে। তবে কোন ভাবে ইমামের সামনে দাঁড়ানো জায়েয নেই। এভাবে ইমামের শুধু বাম দিকে দাঁড়ানো যাবে না। কিন্তু অতি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বাম দিকেও দাঁড়ানো যেতে পারে।

◆ ইমামের পিছনে পুরুষ ও মহিলাদের লাইন হয়ে দাড়াঁনোর বিবরণ:

১. ইমামের পিছনে প্রথম সারিতে প্রথমে বড় পুরুষ ও ছোট বাচ্চারা দাঁড়াবে এবং পুরুষদের পিছনে মহিলাদের সারি হবে। মহিলাদের সারি পুরুষদের নিয়মেই হবে। প্রথম লাইন পূরণ হওয়ার পরে তার পরের লাইনসমূহ পূরণ করা, মুসল্লিদের মাঝখানের ফাঁক বন্ধ করা, লাইন সোজা করা ইত্যাদি পুরুষদের মতই করতে হবে।

২. যদি মহিলারা মিলে আলাদা জামাত করে, তাহলে পুরুষদের জামাতের মত তাদেরও সবচেয়ে উত্তম সারি প্রথম সারি এবং সবচেয়ে মন্দ সারি সবার পিছনের সারি। পুরুষের সরাসরি পিছনে মহিলার সারি বা মহিলাদের পিছনে পুরুষদের সারি অবৈধ। কিন্তু অতি ভিড় ইত্যাদির জন্য যদি অতীব প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে তা বৈধ হবে। কোন মহিলা যদি খুব ভিড় ইত্যাদির কারণে পুরুষদের সারিতে দাঁড়ায়ে সালাত আদায় করে নেয়, তাহলে তার সালাত বাতিল হবে না। তবে উক্ত মহিলার সরাসরি পিছনের ব্যক্তির সালাত হবে না।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:«خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا ». أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "জামাতে সালাতে পুরুষদের সবচেয়ে উত্তম সারি হলো প্রথম সারি এবং সবচেয়ে মন্দ সারি হলো শেষে সারি। আর মহিলাদের উত্তম সারি হলো শেষের সারি এবং সবচেয়ে মন্দ সারি হলো প্রথম সারি।"[১]

◆ জামাতে সালাতের কাতার সোজা করার নিয়ম:

১. সুন্নত হলো ইমাম সাহেব মুসল্লিদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলবেন:

[১] .মুসলিম হাঃ নং ৪৪০

«أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا». أخرجه البخاري.

"আপনাদের কাতার সোজা করুন এবং পরস্পর মিলে দাড়ান"[১]

২. অথবা বলবেন:

«سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ». متفق عليه.

"কাতার সোজা করুন, কারণ কাতার সোজা করা সালাত কায়েমের অন্তভুক্ত।"[২]

৩. অথবা বলবেন:

«أَقِيمُوا الصُّفُوفَ، وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ، وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، وَلاَ تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ، وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ». أخرجه أبو داود والنسائي.

"কাতার সোজা করুন, কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে সমান্তরাল করুন, কাতারের মাঝে ফাঁক বন্ধ করুন, হাতগুলো সহজ ও সাভাবিক ভাবে রাখুন, শয়তানের জন্য কাতারের মধ্যে খালি জায়গা রাখবেন না। যে ব্যক্তি কাতার মিলাবে, আল্লাহ তাকে মিলাবেন। আর যে ব্যক্তি কাতারের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করবে, আল্লাহ তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিবেন।"[৩]

৪. অথবা বলবেন:

« اسْتَوُوا اسْتَوُوا اسْتَوُوا». أخرجه النسائي.

"কাতার সোজা করুন, কাতার সোজা করুন, কাতার সোজা করুন ।"[৪]

◆ **জামাতের কাতার সোজা করার বিধান:**

সালাতে কাঁধে কাঁধ ও গিঁটে গিঁট লাগিয়ে দুই জনের মাঝে ফাঁক বন্ধ করা ও কাতারগুলো প্রথম থেকে সিরিয়াল অনুসারে পূরণ করা ওয়াজিব।

---

[১]. বুখারী হাঃ সং ৭১৯

[২] বুখারী হঃ নং ৭২৩ মুসলিম হাঃ নং ৪৩৩

[৩]. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৬৬৬ হাদীসের হুবহু শব্দ গুরো আবু দাউদের, নাসাঈ হাঃ নং ৮১৯

[৪]. হাদীসটি সহীহ, নাসাঈ হাঃ নং ৮১৩

রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:

«مَنْ سَدَّ فُرْجَةً بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً». أخرجه المحاملي والطبراني في الأوسط.

“যে ব্যক্তি দুই জনের মাঝের ফাঁক বন্ধ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন এবং এর দ্বারা তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন।”[১]

- পার্থক্য জ্ঞান সম্পন্ন বালকের আজান এবং ফরজ ও নফল সালাতের ইমামতি করা বৈধ এবং তা করলে আদায় হয়ে যাবে। যদি এমন কোন বালক পাওয়া যায় যে সবার মধ্যে উত্তম, তাকে ইমামতির জন্য সামনে পেশ করা ওয়াজিব।
- যে সকল ব্যক্তির সালাত সহীহ হবে, তার ইমামতিও সহীহ (শুদ্ধ) হবে। যদি সে দাঁড়াতে বা রুকু ইত্যাদি করতে অপারগ ব্যক্তি না হয়। কিন্তু কখনো কোন মহিলা পুরুষের ইমামতি করতে পারবে না। নফল সালাত আদায়কারীর সাথে ফরজ সালাত আদায় করা যাবে। আসরের সালাত আদায় কারীর সাথে যোহরের সালাত আদায় করা যাবে, তারাবীর সালাতের সাথে এশা বা মাগরিবের সালাত আদায় করা যাবে। ইমাম সালাম ফিরানোর পরে বাকি সালাত আদায় করবে।

◆ নিয়তে বিপরীত হওয়ার বিধান:

নামাজে ইমাম ও মুক্তাদির নিয়তে পার্থক্য থাকা জায়েজ আছে। তবে কার্যাদির মাঝে পার্থক্য জায়েজ নেয়। তাই মাগরিবের নামাজ আদায়কারী ইমামের পিছনে এশার নামাজ আদায় করা জায়েজ। যখন ইমাম সালাম ফিরাবেন তখন দাঁড়িয়ে এক রাকাত আদায় করে তাশাহহুদ করে সালাম ফিরাবে। আর যখন এশার নামাজ আদায়কারী ইমামের পিছনে মাগরিবের নামাজ আদায় করবে তখন চাইলে ইমাম যখন চতুর্থ রাকাতের জন্য দাঁড়াবেন তখন তাশাহহুদ করে সালাম

[১]. হাদীসটি সহীহ, আমালী মাহামিলিতে (ক্বাফ) ২/৩৬ ত্বরানী আওসাত হাঃ নং ৫৭৯৭, সিলসিলা সহীহ হাঃ নং ১৮৯২

ফিরাবে। অথবা ইমামের সঙ্গে সালাম ফিরানোর জন্য বসে অপেক্ষা করবে।

◆ **ছোট বাচ্চা ও মহিলাদের ইমামতির পদ্ধতি:**

যদি ইমাম সাহেব দু'জন বা তার অধিক বালকদের নিয়ে ইমামতি করেন যাদের বয়স সাত বছর হয়েছে তাদেরকে পিছনে দিবেন। আর যদি একজন হয় তবে ইমামের ডান পার্শ্বে দাঁড় করাবেন।

◆ স্বশব্দে কেরাত নামাজে মুক্তাদি যদি ইমাম সাহেবের কেরাত শুনতে না পায় তবে সে সুরা ফাতিহা ও অন্যান্য সূরা পাঠ করবে চুপ করে থাকবে না।

◆ **ইমাম সাহেবের ওযু নষ্ট হলে তার বিধান:**

যদি নামাজ অবস্থায় ইমাম সাহেবের ওযু নষ্ট হয়ে যায়, তবে মুক্তাদিদের নমাজ পড়ানোর জন্য একজনকে তার জায়গায় দাঁড় করিয়ে তিনি নামাজ থেকে বের হয়ে যাবেন। যদি কোন একজন মুক্তাদি সামনে যায় বা তারা কোন একজনকে সামনে করে দেয়, আর সে তাদেরকে নিয়ে নামাজ পূর্ণ করে, অথবা সবাই একাকী নিজ নিজ নামাজ পূর্ন করে তবে সকলের নামাজ সহীহ হয়ে যাবে।

◆ **মুক্তাদির ছুটে যাওয়া রাকাতসমূহের কাজার পদ্ধতি:**

১. যে ব্যক্তি ইমামের সাথে যোহর বা আসর কিংবা এশা নামাজের এক রাকাত পেল তার প্রতি ওয়াজিব হলো ইমামের সালাম ফিরানোর পরে বাকি তিন রাকাত কাজা করা। সে দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পাঠ করে এরপর প্রথম তাশাহহুদের জন্য বসবে। এরপর বাকি দু'রাকাতে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। কিন্তু যদি যোহরের নামাজ হয় তহলে ফাতিহার সাথে অন্য সূরাও পড়বে। আর কখনো কখনো শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। অত:পর শেষ বৈঠক করার জন্য বসবে ও বৈঠক শেষে সালাম ফিরাবে। আর মাসবূক ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে যেখান থেকে পেয়েছে তাই তার নামাজের প্রথমাংশ ধরে বাকি অংশ পুরা করবে।

২. যে ব্যক্তি ইমামের সাথে মাগরিবের নামাজের এক রাকাত পেল সে ইমামের সালাম ফিরানোর পর দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহা ও অন্য

একটি সূরা মিলিয়ে আদায় করে প্রথম তাশাহহুদের জন্য বসবে। অত:পর তৃতীয় রাকাত শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পাঠ করে আদায় করে শেষ তাশাহহুদের জন্য বসবে এবং পূর্বের নিয়মে সালাম ফিরাবে।

৩. যে ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে ফজর বা জুমার নামাজের এক রাকাত পেল সে ইমামের সালাম ফিরানোর পর দ্বিতীয় রাকাত সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা মিলিয়ে আদায় করে তাশাহহুদের জন্য বসে বৈঠক শেষে সালাম ফিরাবে যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

৪. যখন কেউ ইমামের শেষ বৈঠকের সময় মসজিদে প্রবেশ করে তখন সুন্নত হলো সে যেন নামাজে শরিক হয় এবং ইমামের সালাম ফিরানো পরে তার নামাজ পূর্ণ করে।

◆ **কোন ওজর ছাড়া লাইনের পিছনে সালাত আদায়ের বিধান:**

কোন ওজর ব্যতীত পুরুষ মানুষের নামাজের লাইন ছেড়ে পিছনে একাকী নামাজ পড়লে তার নামাজ হবে না। ওজর যেমন: যদি লাইনে কোন জায়গা না পায় তাহলে পিছনে একাকী নামাজ আদায় করবে এবং সামনের কাতারের কাউকে পিছনে টানবে না। আর মহিলার লাইনের পিছনে একাকী নামাজ সঠিক হবে, যদি পুরুষদের জামাতে হয়। কিন্তু যদি শুধুমাত্র মহিলাদের জামাত হয়, তবে তার বিধান পুরুষের বিধানের ন্যায় যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হলো।

◆ **নফল সালাতা জামাত করে আদায়ের বিধান:**

বাড়িতে বা অন্য কোথাও দিনে বা রাত্রে নফল নামাজ জামাত করে আদায় করা জায়েজ আছে।

◆ যদি কেউ দেখে যে কোন ব্যক্তি ফরজ নামাজ একাকী আদায় করছে, তাহলো সুন্নত হলো তার সঙ্গে নামাজে শরিক হয়ে নামাজ পড়া।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَـــلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ:« أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ». أخرجه أبو داود والترمذي.

আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [ﷺ] একজন মানুষকে একাকী নামাজ আদায় করতে দেখে বললেন: "এমন কোন মানুষ নেয়

যে এই ব্যক্তির সঙ্গে নামাজ আদায় করে তাকে সদকা করবে।”[১]

◆ মুস্তাহাব হলো ইমাম সাহেব মুক্তাদিদের দিক হয়ে না ফিরা পর্যন্ত তাদের না দাঁড়ানো।

◆ **মুক্তাদিগণের ইমামের অনুসরনের পদ্ধতি:**

তকবির শুনতে পেলে মসজিদের ভিতরে ইমামের অনুসরণ করা সঠিক হবে যদিও ইমাম বা তার সামনে যারা তাদেরকে দেখতে না পায়। অনুরূপ মসজিদের বাইরেও অনুসরণ করা ঠিক হবে যদি তকবির শুনতে পায় ও লাইনগুলো একটি অপরটির সাথে মিলে থাকে।

◆ **মুক্তাদিগণের দিকে ইমামের ফিরার পদ্ধতি:**

সুন্নত হলো সালাম ফিরানোর পর ইমাম মুক্তাদিদের দিক হয়ে বসবেন। যদি জামাতে মহিলারা থাকে তবে একটু অপেক্ষা করবেন যাতে করে মহিলারা চলে যেতে পারে। আর ফরজ নামাজের পর পরই সে স্থানে ইমাম সাহেবের জন্য নফল আদায় করা মকরুহ।

◆ যদি জায়গার সংকুলান না হয়, তবে ইমামে পার্শ্বে, তাঁর পিছনে, উপরে ও নিচে মুসল্লীরা নামাজ আদায় করলে জায়েজ হবে।

◆ ফরজ নামাজান্তে মুসাফাহা করা বিদ'আত। আর নামাজের পর ইমাম ও মুক্তাদিদের সবাই মিলে স্বশব্দে এক সঙ্গে দোয়া করাও বিদ'আত। সংখ্যা ও পদ্ধতিতে শুধুমাত্র বৈধ হচ্ছে ঐ সকল জিকির-আজকার যা সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যেগুলো পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

◆ **ইমামকে বাদ দিয়ে মুক্তাদির অবস্থাসমূহ:**

ইমামকে বাদ দিয়ে মুক্তাদির দু'অবস্থা:

প্রথম: ইমামকে বাদ দিয়ে একাকী হয়ে বাকি সালাত পুরা করবে। যেমন: যদি এমাম সালাত এমন দীর্ঘ করে যা সুন্নতের বহির্ভূত অথবা এমন দ্রুত আদায় করে যার ফলে ধীর-স্থিরতা ইত্যাদির বিঘ্নতা ঘটে।

দ্বিতীয়: সালাত ভেঙ্গে দিয়ে নতুন করে পুন:রায় আদায় করবে। মুক্তাদির এমন প্রয়োজন বা সম্যসা উপস্থিত হয় যার ফলে ইমামের অনুসরণ করা সম্ভব না। যেমন: পেশাব বা পায়খানা কিংবা বায়ুর চাপ অথবা নিজের

[১]. হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাঃ নং ৫৭৪ শব্দ তারই, তিরমিযী হাঃ নং ২২০

বা অন্যের প্রতি ভয় ইত্যাদি যার কারণে সালাতে অব্যাহত থাকা অসম্ভব।

◆ **সালাতে ইমামের শব্দ করার অবস্থাসমূহ:**

ইমাম নামাজে তকবির, আমীন, সামি'আল্লাহুলিমান হামিদাহ্ ও সালাম ফিরানো জোরে করে বলবে। তবে এ সবে অতিরিক্ত লম্বা করে টান দেওয়া থেকে বিরত থাকবে।

◆ **শিলককারী ব্যক্তির পিছনে সালাত পড়ার বিধান:**

যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহকে ডাকে বা গাইরুল্লাহকে বিপদ মুক্তির জন্য আহ্বান করে কিংবা কবরের পার্শ্বে বা অন্য কোথাও গাইরুল্লাহর জন্য জবাই করে অথবা কবরবাসীদেরকে ডাকে তার পিছনে নামাজ আদায় করা চলবে না; কারণ এসব কুফরি ও শিরক যার ফলে তার নামাজ বাতিল।

◆ **জুমার নামাজ ও জামাত ছাড়ার ওজরসমূহ:**

নিম্নের কারণগুলোর জন্য জুমার নামাজ ও জামাত ছাড়ার ওজর কবুল করা হবে যেমন:

এমন রোগী যার জামাতে নামাজ আদায় করতে কষ্ট হয়। যার পেশাব ও পায়খানার চাপ আছে এমন ব্যক্তি। সফরসঙ্গীদের চলে যাওয়ার ভয়। যে ব্যক্তি তার নিজের বা সম্পদের কিংবা সাথীর অথবা বৃষ্টি বা কাদামাটি কিংবা প্রচণ্ড বাতাসের ভয় করে। যার সামনে খানা হাজির ও তার প্রয়োজন আছে এবং খেতেও সক্ষম। কিন্তু যেন এমনটি অভ্যাসে পরিণত না করে নেয়। অনুরূপ ডাক্তার, প্রহরী, নিরাপত্তা বাহিনী, দমকল বাহিনী ইত্যাদি। এরা মুসলমানদের প্রয়োজনীয় কাজে ব্যস্ত আছে, তাই নামাজের সময় তাদের কাজে থাকলে তারা তাদের জায়গায় নামাজ পড়ে নিবে। তারা প্রয়োজন হলে জুমার নামাজের পরিবর্তে যোহরের নামাজ আদায় করবে।

◆ যে সকল বস্তু নামাজ থেকে ভুলিয়ে রাখে বা যার মাঝে সময়ের অপচয় রয়েছে কিংবা শরীর বা বিবেকের ক্ষতি রয়েছে তা হারাম। যেমন: তাস খেলা, ধূম পান করা, হুক্কা টানা, নেশা, মাদক দ্রব্য

ইত্যাদি। এ ছাড়া টিভি ইত্যাদির পর্দায় বসা যার মধ্যে কুফুরি ও নিকৃষ্ট জিনিসের প্রদর্শনী হয়।

◆ **অপবিত্র বস্তুসহ ইমামের সালাতের বিধান:**

যদি ইমাম অজ্ঞতাবশত অপবিত্র বস্তু নিয়ে ইমামতী করেন এবং জামাত শেষে জানতে পারেন তবে তাদের সকলের নামাজ সহীহ হয়ে যাবে।

আর যদি নামাজে জানতে পারে, তবে অপবিত্র বস্তু দূর করা বা পরিস্কার করা সম্ভব হলে তাই করবেন এবং নামাজ পূরণ করবেন। আর যদি সম্ভব না হয়, তবে একজনকে মুক্তাদিদের নামাজ পূরণ করার প্রতিনিধি বানিয়ে তিনি নামাজ ছেড়ে চলে যাবেন।

◆ যে ব্যক্তি কোন জনগোষ্ঠির জিয়ারত করতে যায় সে যেন তাদের ইমামতি না করে বরং তাদেরই একজন ইমামতি করবে।

◆ **সালাতের লাইনের যেসব স্থান ফজিলতপূর্ণ:**

জামাতের প্রথম কাতার দ্বিতীয় কাতারের চেয়ে উত্তম। আর লাইনের ডান দিক বাম দিকের চেয়ে উত্তম। আল্লাহ তা'য়ালা প্রথম কাতার ও লাইনের ডান দিকের উপর রহমত বর্ষণ করেন ও তাঁর ফেরেশতা মণ্ডলী তাদের জন্য ক্ষমা চান। আর নবী [ﷺ] প্রথম কাতারের জন্য তিনবার ও দ্বিতীয় কাতারের জন্য একবার দোয়া করেছেন।

◆ **প্রথম লাইনের হকদার কে:**

প্রথম লাইনে ও ইমামের নিকটে দাঁড়ানোর হকদার হচ্ছে আহলে ইলম তথা বিদ্বানদের মধ্যে যারা বিবেকবান ও তাকওয়ার অধিকারী। তাঁরাই মানুষের জন্য আদর্শ, তাই তাঁরা এটা করার জন্য অগ্রসর হবেন।

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ:« اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ».أخرجه مسلم.

আবু মাসউদ [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী [ﷺ] নামাজে আমাদের কাঁধগুলো স্পর্শ করে বলতেন: "তোমরা লাইন সোজা কর, আগে পিছে

হবে না; কারণ আগে পিছে হলে তোমাদের অন্তরও আগে পিছে হয়ে যাবে। তোমাদের মধ্যে যারা চালাক ও বিবেকবান তারা আমার নিকটবর্তী হবে। এরপর তাদের পরের দল, এরপর তাদের পরের দল।"[১]

◆ **সালাত লম্বা ও হালকা করার পদ্ধতি:**

সুন্নত হলো ইমাম যখন কেরাত লম্বা করবেন তখন বাকি রোকনসমূহকেও লম্বা করা। আর যখন কেরাত হালকা করবেন তখন বাকি রোকনগুলোও হালকা করা।

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: رَمَقْتُ الصَّلَاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ فَرَكْعَتَهُ فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالِانْصِرَافِ قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ.

متفق عليه.

বারা' ইবনে 'আজেব [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি মুহাম্মদ [ﷺ]-এর নামাজ পর্যবেক্ষণ করলে এমন পাই যে, তাঁর কিয়াম (দাঁড়ানো), রুকু, রুকুর পরে সোজা দাঁড়ানো, সেজদা, দুই সেজদার মাঝের বসা, দ্বিতীয় সেজদা, সালাম ফিরানো ও নামাজ শেষে চলে যাওয়া সবই সমান সমান।"[২]

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৪৩২

[২]. বুকারী হাঃ নং ৮০১ ও মুসলিম হাঃ নং ৪৭১ শব্দ তারই

১৪- মা'জুর (অক্ষম) ব্যক্তিদের সালাত

◆ **মা'জুর তথা যাদের ওজর আছে তারা হলো:**

রোগী, মুসাফির ও ভীত ব্যক্তি যাদের ওজর নাই এমন ব্যক্তিদের ন্যায়, এরা নামাজ আদায়ে অক্ষম। আল্লাহর রহমতের বহি:প্রকাশ হিসাবে এ ধরনের লোকদের প্রতি সহজ করে দিয়েছেন ও তাদের সমস্যা দূর করে দিয়েছেন। আর তাদের সওয়াব অর্জন থেকে মাহরুম-বঞ্চিত করে দেননি। তাই তাদেরকে তাদের ক্ষমতা অনুসারে সুন্নত মোতাবেক নামাজ আদায়ের জন্য নিদের্শ করেছেন।

(ক) অসুস্থ ব্যক্তির নামাজ

◆ **অসুস্থ ব্যক্তির নামাজের পদ্ধতি:**

রোগী ব্যক্তির দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করা জরুরী। যদি দাঁড়িয়ে না পারে তবে চতুষ্পদ (চারজানু) হয়ে বসে বা তাশাহহুদের বৈঠকের ন্যায় বসে। তাও যদি না পারে তবে ডান পার্শ্বের উপর হয়ে। এও যদি কষ্টকর হয় তবে বাম পার্শ্বের উপর হয়ে আদায় করবে। এ ভাবেও যদি না পারে তবে কিবলার দিকে পা করে চিত হয়ে শুয়ে মাথা দ্বারা বুকের দিকে ইশারা করত: রুক ও সেজদা করবে। সেজদাকে রুকুর চেয়ে বেশি নিচু করবে। আর বিবেক থাকা পর্যন্ত কোন ক্রমে নামাজ মাফ নেয়। রোগী তার অবস্থা হিসাবে উল্লেখিত পন্থায় নামাজ আদায় করবে।

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ:« صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ». أخرجه البخاري.

১. 'ইমরান ইবনে হুসাইন [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার অর্শ্ব রোগ ছিল তাই নবী [ﷺ]কে এ অবস্থায় সালাত কিভাবে আদায় করব তা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন: "দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় কর,

যদি না পার তবে বসে কর, তাও যদি না পার তাহলে এক পার্শ্বের উপর আদায় কর।"[১]

عَنْ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رضي الله عنه وَكَانَ مَبْسُورًا قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ: إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ». أخرجه البخاري.

২. 'ইমরান ইবনে হুসাইন [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি অর্শ্বরোগী ছিলেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে মানুষের বসে বসে নামাজ আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন: " যদি দাঁড়িয়ে সালাত কায়েম করে তবে সর্বোত্তম। আর যে ব্যক্তি বসে পড়বে তার সওয়াব দাঁড়িয়ে পড়া ব্যক্তির চেয়ে অর্ধেক। আর যে ব্যক্তি শুয়ে আদায় করবে তার সওয়াব বসে আদায়কারীর চেয়েও অর্ধেক।"[২]

◆ **অসুস্থ ব্যক্তির পবিত্রার পদ্ধতি:**

নামাজের জন্য রোগী ব্যক্তির উপর পানি দ্বারা ওযু করা ওয়াজিব। যদি না পারে তবে তায়াম্মুম করেবে। তাও যদি না পারে তবে পবিত্রতা অর্জন রহিত হবে এবং তার অবস্থার উপর ভিত্তি করে নামাজ আদায় করবে।

◆ **অসুস্থ ব্যক্তির সালাতের আহকাম:**

১. যদি অসুস্থ ব্যক্তি বসে নামাজ আদায় করা অবস্থায় দাঁড়াতে সক্ষম হয় অথবা বসে আদায় করতে ছিল অত:পর সেজদা করতে সক্ষম, অথবা পার্শ্বের উপর পড়তে ছিল এরপর বসতে সক্ষম, তাহলে যা করতে সক্ষম তাই করবে; কেননা তার উপর তাই ওয়াজিব।

২. বিশ্বস্ত ডাক্তারের পরামর্শে রোগীর চিকিৎসার জন্য দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করতে সক্ষম ব্যক্তির বসে বসে নামাজ আদায় করা জায়েজ।

[১]. বুখারী হাঃ নং ১১১৭

[২]. বুখারী হান নং ১১১৫

৩. যদি রোগী দাঁড়াতে ও বসতে সক্ষম হয় কিন্তু রুকু ও সেজদা করতে অক্ষম তাহলে দাঁড়ানো অবস্থায় ইশারা করে রুকু এবং বসা অবস্থায় ইশারা করে সেজদা করবে।

৪. যে ব্যক্তি জমিনের উপর সেজদা করতে অক্ষম সে বসে বসে রুকু ও সেজদা করবে। সেজদাকে রুকুর চেয়ে বেশি নিচু করবে এবং হাতদ্বয় হাঁটুর উপরে রাখবে। আর বালিশ ইত্যাদির উপর সেজদা কবে না।

৫. রোগী ব্যক্তি অন্যদের ন্যায়, তাই তার উপর কিবলামুখী হওয়া ওয়াজিব। যদি না পারে তবে তার অবস্থা হিসাবে যে দিকে সহজ হয়, সে দিকে হয়ে আদায় করবে। আর রোগীর কোন পার্শ্ব নড়িয়ে বা আঙ্গুল ইশারা করে নামাজ সহীহ হবে না। বরং যেমনটি উল্লেখ হয়েছে সে মোতাবেক আদায় করতে হবে।

◆ **রোগী কখন দুই ওয়াক্তকে জমা করে সালাত আদায় করবে:**

যদি প্রত্যেক নামাজ তার সময়মত আদায় করতে রোগীর প্রতি কষ্ট হয় বা অপারগ হয় তবে তার জন্য যোহর ও আসরকে এবং মাগরিব ও এশাকে কোন একটির সময়ে একত্রে জমা করে আদায় করা জায়েজ।

◆ নামাজে কষ্ট হচ্ছে: এমন কষ্ট যার দ্বারা নামাজের খুশু' নষ্ট হয়ে যায়। আর খুশু' হলো অন্তরের উপস্থিতি ও একাগ্রতা।

◆ **রোগী ব্যক্তি কোথায় সালাত আদায় করবে:**

যে রোগী মসজিদে যেতে সক্ষম তার জন্য মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করা জরুরী। সে সক্ষম হলে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করবে আর না পারলে ক্ষমতার অবস্থা বুঝে জামাতে সালাত আদায় করবে।

◆ **রোগী ও মুসাফিরের আমলের যা লেখা হবে:**

আল্লাহ তা'আলা অসুস্থ ও মুসাফির ব্যক্তির জন্য তাদের সুস্থ ও বাড়িতে অবস্থানের সময় যা আমল করত তা এ অবস্থায় না করতে পারলেও তার সওয়াব দান করবেন এবং রোগীকে ক্ষমা করে দিবেন।

عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا». أخرجه البخاري.

আবু মূসা আশ'আরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যখন বান্দা অসুস্থ হয় অথবা সফর করে তখন তার সুস্থ ও বাড়িতে থাক অবস্থায় যা যা আমল করত অনুরূপ তার সওয়াব লেখা হয়।"[১]

[১]. বুখারী হাঃ নং ২৯৯৬

(খ) মুসাফিরের সালাত

◆ সফর তথা ভ্রমণ হলো নিজ বসাবাসের স্থান ছেড়ে অন্যত্র গমন করা।

◆ সফর অবস্থায় নামাজ কসর (সংক্ষিপ্ত করণ) ও জমা তথা একত্রে আদায় করা জায়েজ করা ইসলামের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট; কারণ সফরে অধিকাংশ সময় কষ্ট হয়ে থাকে আর ইসলাম দয়া ও সহজের দ্বীন।

عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ:« صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ».أخرجه مسلم.

ইয়া'লা ইবনে উমাইয়া বলেন, আমি উমার ইবনে খাত্তাব [رضي الله عنه]কে যখন বললাম, আল্লাহর বাণী:"নামাজকে কসর করে আদায় করলে তোমাদের প্রতি পাপ নেয় যদি ভয় কর যে, যারা কাফের তারা তোমাদেরকে ফেৎনায় ফেলতে পারে।" [সূরা নিসা: ১০১]
তখন তিনি বললেন, তুমি যেমন আশ্চর্য হচ্ছ আমিও তেমনি আশ্চর্য হয়ে রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উত্তরে তিনি [ﷺ] বলেন:"ইহা একটি দান যা আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের প্রতি দান করেছেন। অতএব, আল্লাহর দান কবুল করে নেও।"[১]

◆ **কসর ও জমা করার বিধান:**

সফরে নিরাপদে বা ভয় উভয় অবস্থাতে কসর করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। কসর হচ্ছে চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজ যেমন: যোহর, আসর ও এশার নামাজ দুই দুই রাকাত করে আদায় করা। আর ইহা সফর ব্যতীত অন্য কোন অবস্থাতে জায়েজ নেই। আর মাগরিব ও ফজর

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৬৮৬

নামাজে কসর নেই। জমা তথা একত্রে নামাজ আদায় করা শর্ত মোতাবেক বাড়িতে ও সফরে জায়েজ।

◆ যখন মুসাফির হেঁটে বা যানবাহনে স্থল পথে বা জল পথে কিংবা পানি পথে সফর করবে তখন তার জন্য চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজকে কসর করে দুই রাকাত পড়া সুন্নত। আর প্রয়োজনে সফর শেষ হওয়া পর্যন্ত দুই ওয়াক্তের নামাজকে কোন একটির সময়ে একত্রে আদায় করাও জায়েজ।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ:الصَّلَاةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ. متفق عليه.

আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নামাজ প্রথমত: দুই রাকাত ক'রে ফরজ করা হয়। অত:পর সফরের নামাজ আসল তবিয়তে বহাল থেকে যায়, আর বাড়িতে থাক অবস্থার নামাজ (চার রাকাত) পূরণ করা হয়।"[১]

◆ প্রচলন ও প্রথা অনুযায়ী যাকে সফর বলা হয় তার সাথে সফরের বিধানসমূহ সম্পৃক্ত হয়। আর তা হলো নামাজের কসর ও জমাকরণ এবং রোজা না রাখা ও মোজার উপর মাসেহ করা।

◆ মুসাফির যখন তার জনপদের বসতি এলাকা থেকে বের হবে তখন থেকেই কসর ও একত্রে নামাজ আদায় করতে পারবে। আর সঠিক মতে সফরের জন্য নির্দিষ্ট কোন দূরত্ব নেই বরং এর ফয়সালা নিজ নিজ দেশ ও এলাকার প্রথা মোতাবেক হবে। অতএব, যখনই সফর করবে এবং অবস্থান কিংবা বসবাসের নিয়ত করবে না সে মুসাফির, তার উপর সফরের সকল বিধান অর্পিত হবে যতক্ষণ সে তার শহরে ফিরে না আসবে।

◆ সফরে কসর করা সুন্নত, তাই সফর যাকে বলে তাতেই কসর করবে। কিন্তু যদি কসর না করে পূর্ণ নামাজ আদায় করে, তবে তার নামাজ সঠিক হবে।

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ১০৯০ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ৬৮৫

- যখন মুসাফির মুকিম (বাড়িতে অবস্থানকারী) ব্যক্তির পিছনে নামাজ আদায় করবে, তখন সে পূর্ণ নামাজ পড়বে। আর যদি মুকিম মুসাফিরের পিছনে নামাজ আদায় করে, তবে সুন্নত হলো মুসাফির কসর করবে আর মুকিম সালামের পরে তার নামাজ পূর্ণ করে নিবে।
- সুন্নত হলো মুসাফির যখন সে স্থানের মুকিমদেরকে নিয়ে নামাজ পড়াবেন তখন দুই রাকাত আদায় করে সালাম ফিরিয়ে বলবে: "আতিম্মু সলাাতাকুম ফাইন্নাা কাওমু সাফার" অর্থ: তোমরা তোমাদের নামাজ পূর্ণ করে নেও আমরা মুসাফির জাতি।
- সফরে তাহাজ্জুদ, বিতর ও ফজরের সুন্নত ছাড়া সুনানে রাওয়াতিবা তথা নামাজের আগে ও পরের নামাজগুলো ছেড়ে দেওয়াই সুন্নত। আর সাধারণ নফল নামাজগুলো সফরে ও বাড়িতে আদায় করা জায়েজ। অনুরূপ কারণের সঙ্গে সম্পৃক্ত নামাজ যেমন: ওযুর সুন্নত, কা'বা ঘরের তওয়াফ শেষে সুন্নত, তাহিয়্যাতুিল মসজিদ ও চাশত ইত্যাদি নামাজ।
- পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পরের জিকিরগুলো নারী-পুরুষ ও সফরে ও বাড়িতে পড়া সুন্নত।
- বিমানের পাইলট বা গাড়ির চালক কিংবা পানি জাহাজের নাবিক কিংবা রেলগাড়ির ড্রাইভার এবং যাদের সফর সর্বদা লম্বা সময় ধরে চলতে থকে, তাদের জন্য জায়েজ হলো সফরের রোখসত গ্রহণ করা। যেমন: নামাজের কসর ও একত্রে আদায় এবং রমজান মাসে রোজা না করা ও মোজার উপর মাসেহ করা।
- মুসাফিরের জন্য সুন্নত হলো যখন সে তার বাড়িতে ফিরে আসবে তখন প্রথমে মসজিদে গিয়ে দু'রাকাত নামাজ আদায় করে তারপর বাড়িতে প্রবেশ করা।
- কসরের ব্যাপারে লক্ষণীয় হচ্ছে স্থান সময় নয়। তাই যদি মুসাফির বাড়ির নামাজ ভুলে যায় এবং সফরে স্মরণ হয় তবে তা কসর করে আদায় করবে। আর যদি সফরের নামাজ বাড়িতে আসার পর স্মরণ হয় তবে পূর্ণ নামাজ আদায় করবে।

◆ যদি মুসাফিরকে আটক করা হয় আর সে অবস্থানের নিয়ত না করে অথবা অবস্থানের নিয়ত ছাড়াই কোন প্রয়োজনে অবস্থান করে তবে সে কসর করবে যদিও তার সফর লম্বা হউক না কেন।

◆ যদি নামাজের সময় হওয়ার পর সফর করে তবে কসর ও একত্রে আদায় করা জায়েজ। আর যদি সফর অবস্থায় নামাজের সময় হওয়ার পর নিজ শহরে প্রবেশ করে পূর্ণ নামাজ আদায় করবে এবং একত্রে ও কসর কবে না।

◆ যদি বিমানে হয় আর নামাজ পড়ার কোন স্থান না পায়, তবে তার স্থানে দাঁড়িয়ে কিবলামুখী হয়ে নামাজ আদায় করবে। আর শক্তি অনুসারে রুকুর জন্য ইশারা করবে। এরপর সিটে বসবে ও শক্তি হিসাবে সেজদার জন্য ইঙ্গিত করবে।

◆ যে ব্যক্তি মক্কা বা অন্য কোথাও সফর করবে সে ইমামের পিছনে পূর্ণ নামাজ আদায় করবে। আর যদি ইমামের সঙ্গে নামাজ না পায়, তবে সুন্নত হলো সে কসর করে পড়বে। আর যে ব্যক্তি কোন জনপদের পাশ দিয়ে সফররত অবস্থায় অতিক্রম করার সময় আজান বা একামত শুনতে পায় আর সে নামাজ পড়ে নাই, তাহলে চাইলে সে অবতরণ করে জামাতে নামাজ পড়তে পারে অথবা তার সফরকে অব্যাহত রাখতে পারে।

◆ যে ব্যক্তি যোহর ও আসর কিংবা মাগরিব ও এশার নামাজ একত্রে আদায় করতে চায়, সে আজান দিবে অত:পর একামত দিয়ে প্রথম ওয়াক্ত পড়ে আবার একামত দিয়ে দ্বিতীয় ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে। আর মুসল্লীরা সকলে জামাত করে আদায় করবে। যদি ঠাণ্ডা বা বাতাস কিংবা বৃষ্টি হয়, তবে তাদের বাড়িতেই নামাজ আদায় করবে।

◆ **সফরে একত্রে নামাজ আদায়ের পদ্ধতি:**

মুসাফিরের জন্য যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও এশার নামাজ কোন একটির সময়ে তরতিব সহকারে একত্রে আদায় করা জায়েজ। অথবা দুই নামাজের মধ্যবর্তী সময়ে। যদি কোথাও অবতরণ করে তবে যা সহজ হয় তাই করবে। আর যখন চলন্ত অবস্থয় থাকবে তখন সুন্নত

হলো সূর্য ডুবে গেলে চলার আগে মাগরিবের সময় এশাকে আগিয়ে নিয়ে একত্রে পড়ে নিবে। আর সূর্য ডুবার পূর্বে চলতে আরম্ভ করলে মাগরিবকে পিছিয়ে নিয়ে এশার সময় একত্রে আদায় করবে।

◆ আর যদি সূর্য ঢলার পরে সফর আরম্ভ করে তবে আসরকে এগিয়ে নিয়ে যোহরের সময় একত্রে আদায় করবে। আর যদি সূর্য ঢলার পূর্বে সফর শুরু করে তবে যোহরকে পিছিয়ে নিয়ে আসরের সময় একত্রে আদায় করবে।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْـــرِبِ وَالْعِشَاءِ. أخرجه البخاري.

১. ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] চলন্ত অবস্থায় থাকলে যোহর ও আসরকে জমা তথা একত্রে আদায় করতেন। অনুরূপ মাগরিব ও এশার নামাজও একত্রে আদায় করতেন।"[১]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَاغَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ. متفق عليه.

২. আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] সূর্য ঢলার পূর্বে সফর করলে যোহরকে আসরের সময় পর্যন্ত দেরী করতেন। অত:পর অবতরণ করে যোহার ও আসর একত্রে আদায় করতেন। আর সফরের পূর্বে সূর্য ঢলে গেলে যোহর আদায় করে নিয়ে বাহনে আরোহন করতেন।"[২]

◆ হজ্বরত অবস্থায় আরাফাতে যোহর ও আসরকে যোহরের সময় একত্রে কসর করে আদায় করা সুন্নত। অনুরূপ মুযদালিফায় কসর

[১]. বুখারী হাঃ নং ১১০৭

[২]. বুখারী হাঃ নং ১১১২ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ৭০৪

করে মাগরিবকে দেরী করে এশার সময় একত্রে আদায় করাও সুন্নত। যেমনটি মহানবী [ﷺ] করেছিলেন।

- সহজ সাধ্য হলে সফরকারীদের উপর জামাত করে নামাজ আদায় করা ওয়াজিব। আর তা না হলে সামর্থ হিসাবে একাকী আদায় করবে। বিমানে বা পানি জাহাজে কিংবা রেলগাড়ি ইত্যাদিতে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বে। যদি না পারে তবে বসে বসে আদায় করবে এবং রুকু ও সেজদা ইশারায় করবে। ফরজ নামাজ হলে কিবলামুখী হয়ে পড়বে এবং তার জন্য আজান ও একামত দেওয়া সুন্নত যদিও একাকী হয় না কেন।
- মুসাফিরের জন্য বাহনের পিঠে নফল নামাজ পড়া জায়েজ। আর সুন্নত হলো তকবিরে তাহরিমার সময় কিবলামুখী হওয়া যদি সহজ সাধ্য হয়। আর তা না হলে যে দিকেই বাহন যাক সেদিক হয়ে নফল নামাজ পড়বে তাতে কোন অসুবিধা নেয়। দিনের প্রথম ভাগে সফরের জন্য বের হওয়া সুন্নত। আর মুস্তাহাব হচ্ছে সহজ হলে বৃহস্পতিবারে সফর করা। একাকী সফর না করাও সুন্নত। যদি তিন জন বা এর অধিক হয় তবে একজনকে তাদের আমির বানাবে।

◆ মুকিম অবস্থায় বাড়িতে একত্রে নামাজ আদাযের বিধান:

বাড়িতে থাকা অবস্থায় যোহর ও আসর অথবা মাগরিব ও এশার নামাজ এমন রোগী যার যথা সময়ে পড়তে কষ্ট হয়, তার জন্য একত্রে আদায় করা জায়েজ। অনুরূপ বৃষ্টিময় রাত্রিতে অথবা ঠাণ্ডা রাত্রিতে কিংবা কাদামাটি হলে বা প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস বইলে। ঐরূপ মুস্তাহাযা (প্রদর রোগিণী) মহিলা ও বহুমূত্র রোগী এবং যার নিজের বা পরিবার কিংবা সম্পদ ইত্যাদির উপর ভয় হয় তার জন্যেও জায়েজ।

(ক) ভয়-আতঙ্ক অবস্থার সালাত

◆ ইসলাম উদারতা ও সহজের দ্বীন আর ফরজ নামাজসমূহের গুরুত্ব ও উপকারিতার দিক থেকে কোন অবস্থাতে তা বাদ পড়ে না। তাই যখন মুসলমানরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে থাকেন এবং তাদের শত্রুদের ভয় করেন, তখন তাদের জন্য বিভিন্ন ভাবে ভয়ের নামাজ আদায় করা জায়েজ আছে। এ নামাজের প্রসিদ্ধ পদ্ধতিগুলো হচ্ছে:

◆ **ভয়-ভীতির সময় সালাতের পদ্ধতি:**

১. যদি শত্রু পক্ষ কিবলার দিকে থাকে তবে নিম্নের পদ্ধতিতে আদায় করবে:

ইমাম তকবিরে তাহরিমা দিবেন আর সেনাদল তাঁর পিছনে দুইটি কাতার হয়ে দাঁড়াবে। সকলে এক সঙ্গে তকবির দিবে ও একই সঙ্গে রুকু করবে এবং একই সাথে উঠবে। এরপর ইমামের সাথের কাতারটি তাঁর সঙ্গে সেজদা করবে। এরা দাঁড়ালে দ্বিতীয় কাতার সেজদা করবে অত:পর দাঁড়াবে। এরপর দ্বিতীয় লাইন সামনে আগাবে আর প্রথম লাইন পিছনে পিছাবে। অত:পর ইমাম সাহেব এদেরকে নিয়ে প্রথম রাকাতের ন্যায় দ্বিতীয় রাকাত আদায় করবেন। এরপর সকলকে নিয়ে এক সঙ্গে সালাম ফিরাবেন।

২. যদি দুশমনরা কিবলার বিপরীত দিকে হয় তবে নিম্নের পদ্ধতিতে নামাজ পড়বে:

(ক) ইমাম সাহেব একটি দল নিয়ে তকবির দিবেন আর অপর দলটি শত্রুদের সামনে হয়ে দাঁড়াবে। তাদেরকে নিয়ে এক রাকাত আদায় করে ইমাম দাঁড়িয়ে থাকবেন। আর এরা নিজেদের নামাজ পূরণ করে ফিরে যাবে ও শত্রু পক্ষের সামনে দাঁড়াবে। অত:পর দ্বিতীয় দলটি ইমামের পিছনে আসবে ও তিনি তাদেরকে নিয়ে বাকি রাকাত আদায় করবেন। এরপর তারাও নিজেরা নামাজ পূরণ করবে আর ইমাম বসেই থাকবেন। অত:পর তাদেরকে নিয়ে সালাম ফিরাবেন। সেনাদলের করণীয় হচ্ছে: তারা নামাজের সময় হালকা অস্ত্র সঙ্গে রাখবে ও দুশমনদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে।

(খ) অথবা ইমাম কোন একটি দলকে নিয়ে দুই রাকাত আদায় করবেন এবং এ দলটি নিজেরা সালাম ফিরিয়ে চলে যাবে। আর ইমাম বৈঠক করে দাঁড়াবেন। অত:পর দ্বিতীয় দলটি আসলে ইমাম সাহেব তাদেরকে নিয়ে শেষের দুই রাকাত আদায় করে তাদেরকে নিয়ে সালাম ফিরাবেন। তাহলে ইমামের হবে চার রাকাত আর প্রতিটি দলের হবে দুই দুই রাকাত করে।

(গ) অথবা প্রথম দলটিকে নিয়ে দুই রাকাতের পূর্ণ নামাজ শেষ করে সালাম ফিরাবেন। অত:পর দ্বিতীয় দলটিকে নিয়ে অনুরূপ দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরাবেন।

(ঘ) অথবা প্রতিটি দল ইমামের সঙ্গে এক রাকাত করে আদায় করবে। যার ফলে ইমামের নামাজ হবে দুই রাকাত, আর কোন কাজা ছাড়াই প্রতিটি দলের নামাজ হবে এক রাকাত করে।

এ সকল পদ্ধতি সহীহ হাদীস দ্বারা সুসাব্যস্ত।

৩. যখন ভয় ও আক্রমণ এবং যুদ্ধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করবে তখন দাঁড়িয়ে ও সওয়ারী অবস্থায় এক রাকাত নামাজ পড়বে। কিবলামুখী হোক বা না হোক ইশারায় রুকু ও সেজদা করবে। আর যদি নামাজ পড়তে সক্ষম না হয়, তবে তাদের ও শত্রুদের মাঝে আল্লাহর ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত দেরী করবে। অতপ:র সময়মত নামাজ কায়েম করবে।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ٢٣٨ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ فَرِجَالًا أَوۡ رُكۡبَانٗاۖ فَإِذَآ أَمِنتُمۡ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمۡ تَكُونُواْ تَعۡلَمُونَ ٢٣٩﴾ البقرة: ٢٣٨ ـ ٢٣٩

"তোমরা নামাজসমূহের হেফাজত কর। আর বিশেষ করে মধ্যের (আসরের) নামাজের হেফাজত কর। আর আল্লাহর জন্য একাগ্রচিত্তে দাঁড়াও। যদি ভয় কর তবে দাঁড়িয়ে অথবা সওয়ারীতে নামাজ আদায়

কর। আর যখন তোমরা নিরাপদে হবে তখন আল্লাহ যেমন শিক্ষা দিয়েছেন যা তোমরা জানতে না সেভাবে তাঁর জিকির কর।"
[সূরা বাকারা: ২৩৮-২৩৯]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً.
أخرجه البخاري.

২. ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহ তাঁর নবীর জবান দ্বারা বাড়িতে থাকা অবস্থায় নামাজ ফরজ করে দিয়েছেন চার রাকাত। আর সফরের জন্য দুই এবং ভয় অবস্থাতে এক রাকাত।"[১]

◆ যখন মাগরিবের নামাজ হবে তখন তাতে কসর হবে না তখন ইমাম সাহেব প্রথম দলটি নিয়ে দুই রাকাত পড়বে আর দ্বিতীয়টিকে এক রাকাত। অথবা এর বিপরীত প্রথমটিকে এক রাকাত আর দ্বিতীয়টিকে দুই রাকাত পড়াবে।

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং

১৫- জুমার সালাত

◆ জুমার সালাত বিধিবিধান করার হেকমত:

মুসলমানদের মাঝে ভালবাসা ও মহব্বতের বন্ধনকে অটুট রাখার জন্য আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন ধরনের জমায়েতের ব্যবস্থা করেছেন। একটি মহল্লা বা গ্রামের জমায়েতের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ। একটি শহরের জমায়েতের জন্য জুমা ও ঈদের নামাজ। আর বিশ্ববাসীর জমায়েতের জন্য মক্কায় হজ্ব। এগুলো মুসলমানদের ছোট, মধ্যম ও বড় জমায়েত তথা একত্রে মিলিত হওয়ার এক অনন্য মাধ্যম ও উপায়।

◆ জুমার দিনের ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ». أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত নবী [ﷺ] বলেছেন: "সূর্য উদিত হয়েছে এমন দিনের মধ্যে সর্বোত্তম দিন হলো জুমার দিন। এ দিনে আদম [عليه السلام]কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এ দিনে তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করা হয়েছে ও এ দিনেই তাঁকে জান্নাত থেকে বের করা হয়েছে। আর জুমার দিন ছাড়া অন্য কোন দিনে কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না।"[১]

◆ জুমার নামাজের হুকুম:

জুমার নামাজ দু'রাকাত। ইহা প্রতিটি মুসলিম, পুরুষ, বালেগ, বিবেকবান, স্বাধীন, ঘর-বাড়ি বানিয়ে একটি জনপদে স্থায়ীভাবে বসবাস করে এমন ব্যক্তির উপর জুমার নামাজ ফরজ। জুমার নামাজ নারী, রোগী, শিশু, মুসাফির ও দাস-দাসীর উপর ফরজ নয়। এদের মধে যারা জুমার নামাজে হাজির হবে তার নামাজ যথেষ্ট হয়ে যাবে। আর মুসাফির যদি কোন স্থানে অবতরণ করে আর সেখানের আজান শুনতে পায় তবে তার জন্য জুমা আদায় করা জরুরী হয়ে যাবে।

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৮৫৪

◆ **জুমার নামাজের সময়:**

জুমার নামাজের উত্তম সময় হলো সূর্য ঢলার পর থেকে যোহরের সময় শেষ হওয়া পর্যন্ত। তবে সূর্য ঢলার পূর্বেও আদায় করা জায়েজ আছে।

◆ **জুমার আজান:**

উত্তম হলো জুমার নামাজের জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় আজানের মধ্যে এমন সময় থাকা যাতে করে একজন মুসলিম বিশেষ করে যারা দূরে, ঘুমন্ত ও গাফেল তারা নামাজের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ ও জুমার আদব এবং সুন্নতগুলো আদায় ক'রে নামাজের জন্য যেতে পারে।

◆ **জুমা কায়েম করার শর্তসমূহ:**

জুমার নামাজ তার সময়ের মধ্যে আদায় করা ওয়াজিব। আর জনপদের মধ্য হতে কমপক্ষে দুই বা তিন জন যেন উপস্থিত হয়। নামাজের পূর্বে দু'টি খুৎবা হতে হবে যাতে থাকবে আল্লাহর প্রশংসা, তাঁর জিকির ও শুকরিয়া। আরো থাকবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের প্রতি উৎসাহ প্রদান ও আল্লাহর তাকওয়ার অসিয়ত।

◆ জুমার নামাজ যোহরের নামাজের জন্য যথেষ্ট। তাই জুমার পরে যোহরের নামাজ আদায় করা বিদা'আত। আর জুমার নামাজের হেফাজত করা ফরজ। যে ব্যক্তি অলসতা করে পরস্পর তিনটি জুমা ত্যাগ করে আল্লাহ তা'য়ালা তার অন্তরে মোহর মেরে দেন।

◆ **জুমার নামাজের জন্য গোসল করা ও সকাল সকাল মসজিদে যাওয়ার ফজিলত:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتْ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ». متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন জানাবতের গোসল করল। অত:পর মসজিদে গেল সে যেন একটি উট কুরবানি করল। আর যে দ্বিতীয় মুহূর্তে গেল সে যেন একটি গরু কুরবানি করল। আর যে তৃতীয় মুহূর্তে গেলে সে যেন একটি শিংওয়ালা দুম্বা কুরবানি করল। আর যে চতুর্থ মুহূর্তে গেল সে যেন একটি মুরগি কুরবানি করল। আর যে পঞ্চম মুহূর্তে গেল সে যেন একটি ডিম কুরবানি করল। অত:পর যখন ইমাম সাহেব বের হয়ে আসেন তখন ফেরেশতাগণ জিকির শুনতে থাকেন।" [১]

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ رضي الله عنه سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنْ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا».أخرجه أبو داود وابن ماجه.

২. আওস ইবনে আওস শাকাফী [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি জুমার দিন তার স্ত্রীকে গোসল করাল ও নিজে গোসল করল। অত:পর অন্যকে জলদি করাল ও নিজেও সকাল সকাল পায়ে হেঁটে মসজিদে গেল এবং ইমামের নিকটে বসল ও কোন অনর্থক কাজ না করে ইমামের খুৎবা শুনলো। তার প্রতিটি চলার পদের সওয়াব রোজা ও তাহাজ্জুদ সম্মিলিত এক বছরের সমান নেকি বরাবর হবে।"[২]

◆ **জুমার জন্য গোসলের সময়:**

জুমার নামাজের জন্য গোসল করা ও যাওয়ার মুস্তাহাব সময় শুরু হয় ফজর থেকে। আর এ সময় জুমা আদায়ের পূর্ব পর্যন্ত চলতে থাকে এবং জুমার জন্যে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত গোসল দেরী করা উত্তম।

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৮৮১ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৮৫০

[২]. হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাঃ নং ৩৪৫ শব্দ তারই, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ১০৮৭

◆ **জুমার জন্য যাওয়ার উত্তম সময়:**

১. জুমার জন্য যাওয়ার উত্তম সময় আরম্ভ হয় সূর্য উঠা হতেই। আর জুমার জন্য যাওয়ার ওয়াজিব সময় হলো ইমামের প্রবেশের পরে দ্বিতীয় আজানের সময়।

২. মুসলিম ব্যক্তি পাঁচটি মুহূর্ত জানার চেষ্টা করবে। সূর্য উঠা থেকে ইমাম বের হয়ে আসা পর্যন্ত সময়কে পাঁচ ভাগে ভাগ করবে যার দ্বার সে প্রতিটি মুহূর্ত জানতে পারবে।

◆ **জুমার দিন সফর করার বিধান:**

কোন প্রয়োজন ব্যতীত দ্বিতীয় আজানের পরে জুমার দিনে সফর করা জায়েজ নেই। প্রয়োজন যেমন: সঙ্গী বা পরিবহন গাড়ি বা পানি জাহাজ বা বিমান ছুটে যাওয়ার ভয়।

আল্লাহর বাণী:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٩﴾ الجمعة: ٩

"হে ঈমানদারগণ! যখন জুমার দিনে নামাজের জন্য আহ্বান করা হয় তখন আল্লাহর যিকিরের দিকে ছুটে আস। আর ব্যবসা-বাণিজ্য পরিহার কর। ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা অবগত হতে।"
[সূরা জুমু'আ: ৯]

◆ **মাসবূক কখন জুমা পেয়েছে ধরা যাবে:**

যে ব্যক্তি ইমামের সাথে এক রাকাত জুমার নামাজ পাবে সে দ্বিতীয় রাকাত পড়ে জুমার নামাজ পুরা করে নিবে। আর যে এক রাকাতের চেয়ে কম পাবে অর্থাৎ দ্বিতীয় রাকাতের রুকু পাবে না সে যোহরের নিয়ত করবে এবং চার রাকাত নামাজ আদায় করবে।

◆ **ইমাম জুমার জন্য কখন আসবেন:**

মুক্তাদিদের জন্য সুন্নত হলো জুমা, ঈদ ও বৃষ্টির নামাজের জন্য সকাল সকাল আসা। আর ইমামের জন্য সুন্নত হলো জুমা ও বৃষ্টির নামাজের জন্য খুৎবার সময় আর ঈদের জন্য নামাজের সময় আসা।

◆ **খুৎবা কেমন হবে:**

সুন্নত হলো ইমাম সাহেব জুমার জন্য ছোট করে মুখস্ত খুৎবা দিবেন। আর যদি কাগজে লেখে খুৎবা দেন তবে তা তাঁর ডান হাতে ধরবেন। প্রয়োজন হলে ইমাম সাহেব লাঠি বা ধনুক কিংবা মেম্বারের দেওয়ালের উপর বাম হাত দ্বারা ঠেস বা হেলান দিবেন।

◆ সুন্নত হলো যিনি ভাল আরবি জানেন তিনি জুমার দু'টি খুৎবা আরবিতে প্রদান করবেন। আর যদি উপস্থিত জনগণ আরবি না বুঝে, তবে তাদের ভাষা দ্বারা অনুবাদ করাই উত্তম। তাও যদি সম্ভব না হয়, তবে তাদের ভাষায় খুৎবা প্রদান করবেন। কিন্তু নামাজ আরবি ছাড়া অন্য কোন ভাষায় সঠিক হবে না।

◆ **মুসাফিরের প্রতি জুমা কি ওয়াজিব?**

যদি কোন মুসাফির এমন শহর হয়ে অতিক্রম করে যেখানে জুমা অনুষ্ঠিত হয় ও সে আজানও শুনে এবং সেখানে বিশ্রাম নেওয়ার ইচ্ছা করে, তবে তার প্রতি জুমার নামাজ আদায় করা জরুরী হয়ে পড়বে। আর যদি তাদের নিয়ে খুৎবা দেয় ও জুমার নামাজ আদায় করে তবে সকলের নামাজও সহীহ হবে।

◆ **খতিবের গুণাবলী:**

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ». أخرجه مسلم.

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] যখন খুৎবা প্রদান করতেন তখন তার চক্ষু দু'টি লাল হয়ে যেত, আওয়াজ উঁচু হত ও তাঁর রাগ বেড়ে যেত। এমনকি যেন তিনি কোন সেনাদল থেকে ভয় প্রদর্শনকারী। তিনি বলতেন: তোমাদের সকাল ও তোমাদের বিকাল (এটা ভয় প্রদর্শনের কমান্ড)।"[১]

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৮৬৭

◆ **ইমাম প্রবেশ করে কি করবেন:**

তিনটি স্তর বিশিষ্ট মেম্বারে দাঁড়িয়ে ইমামের খুৎবা দেওয়া সুন্নত। ইমাম মসজিদে প্রবেশ করেই মেম্বারে উঠবেন এবং মুসল্লীদের সামনে করে সালাম দিবেন। এরপর মুয়াজ্জিনের আজান শেষ হওয়া পর্যন্ত বসে থাকবেন। অত:পর দাঁড়িয়ে প্রথম খুৎবা প্রদান করবেন। এরপর বসবেন অত:পর দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় খুৎবা প্রদান করবেন। আর কোন প্রয়োজনে খুৎবা বন্ধ করে আবার জারি রাখা জায়েজ আছে।

◆ **খুৎবার পদ্ধতি:**

কখনো খুৎবাতুল হাজাত (বিয়ের খুৎবা) আবার কখনো অন্য খুৎবা দ্বারা আরম্ভ করবেন। খুৎবাতুল হাজাতের শব্দগুলো হচ্ছে:

إِنَّ الْحَمْدَ لله نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَ نَتُوبُ إِلَيْهِ، وَنَعُوذُ باللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلاَ هَـادِيَ لَهُ.وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ١٠٢ ﴾ آل عمران:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ١ ﴾ النساء: ١

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ٧٠ يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ٧١ ﴾ الأحزاب: ٧٠ – ٧١

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَكُلَّ

ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ [১]

◆ খুৎবার বিষয়:

নবী [ﷺ] ও তাঁর সাহাবাগণের খুৎবাগুলোর বিষয় বস্তু ছিল তাওহীদ, ঈমান, আল্লাহর গুণাবলীর বর্ণনা, ঈমানের মূল, আল্লাহর নিয়ামতরাজির উল্লেখ যার দ্বারা তাঁর সৃষ্টির কাছে প্রিয় হওয়া যায়, ঐ সকল দিনের উল্লেখ যার দ্বারা তাঁকে ভয় পায়, আল্লাহর জিকির ও শুকরিয়ার নির্দেশ, দুনিয়াদারির প্রতি ঘৃণা সৃষ্টিকরণ, মৃত্যুর স্মরণ, জান্নাত ও জাহান্নামের বয়ান, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের প্রতি উৎসাহ প্রদান ও পাপ কার্যাদি থেকে বারণ ইত্যাদি।

ইমাম তাঁর খুৎবাতে আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্ব, তাঁর নাম ও গুণাবলী এবং নিয়ামতসমূহের উল্লেখ করবেন। আল্লাহর আনুগত্য, শুকরিয়া, স্মরণ ও যার দ্বারা মানুষ আল্লাহর প্রিয় হতে পারে তার নির্দেশ দেবেন। এর ফলে তারা ফিরে আসবে আল্লাহর পথে এবং আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসবেন ও তরাও আল্লাহকে ভালবাসবে। আর তাদের অন্তর ঈমান ও ভয় দ্বারা ভরে যাবে এবং তাদের দিল ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহর জিকির, আনুগত্য ও এবাদত করার জন্য অগ্রসর হবে।

◆ খুৎবা ও সালাতের পরিমাণ:

ইমামের জন্য সুন্নত হলো সুন্নত মোতাবেক খুৎবাকে ছোট করা ও নামাজকে দীর্ঘ করা।

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ:كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا. أخرجه مسلم.

জাবের ইবনে সামুরা [রাঃ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সাথে জুমার নামাজ আদায় করেছি। তাঁর নামাজ ছিল মধ্যপন্থার ও তাঁর খুৎবাও ছিল মধ্যপন্থার।”[২]

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাঃ নং ২১১৮, নাসাঈ হাঃ নং ১৫৭৮, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ১৮৯২ এর মূল সহীহ মুসলিম হাঃ নং ৮৬৭ ও ৮৬৮ আছে

[২]. মুসলিম হাঃ নং ৮৬৬

খতীবের জন্য মুস্তাহাব হলো তাঁর খুৎবাই তিনি কুরআন থেকে পাঠ করবেন। আর কখনো কখনো খুৎবা দিবেন সূরা ক্ব–ফ দ্বারা।

◆ **খুৎবার জন্য বসার পদ্ধতি:**

ইমাম যখন খুৎবার জন্য বসবেন তখন মুক্তাদিগণের জন্য মুস্তাহাব হলো তারাও ইমামকে সামনে করে বসা। কারণ ইহা অন্তরের উপস্থিতি ও খতীবকে প্রেরণা এবং ঘুম থেকে দূরে থাকার জন্য উপযুক্ত।

◆ **জুমার নামাজের পদ্ধতি:**

জুমার নামাজ দুই রাকাত। সুন্নত হলো প্রথম রাকাতে স্বশব্দে সূরা ফাতিহা পাঠের পর সূরা জুমু'আ ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা মুনাফিকূন পাঠ করা। অথবা প্রথম রাকাতে সূরা জুম'আ ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা গাশিয়াহ। অথবা প্রথম রাকাতে সূরা আ'লা ও দ্বিতীয় রাকাতে গাশিয়াহ সূরা পাঠ করা। যদি অন্য কোন সূরা পাঠ করে তবুও জায়েজ। দুই রাকাত আদায় শেষে সালাম ফিরাবে।

◆ **জুমার নামাজের সুন্নত নামাজসমূহ:**

সুন্নত হচ্ছে জুমার ফরজ নামাজের পর বাড়িতে দুই রাকাত সুন্নত নামাজ পড়া। আর কখনো কখনো দুই সালামে চার রাকাত পড়া। যদি মসজিদে পড়ে তবে দুই সালামে চার রাকাত আদায় করা। আর জুমার ফরজের পূর্বে নির্দিষ্ট কোন সুন্নত নেয় বরং যত রাকাত চাইবে তাই পড়বে।

◆ **খুৎবা চলাকালিন কথা বলার বিধান:**

খুৎবারত অবস্থায় কথা বললে সওয়াব বিনষ্ট হবে ও পাপ সংযুক্ত হবে। সুতরাং ইমামের খুৎবা দেওয়া কালিন কোন প্রকার কথা বলা চলবে না। কিন্তু ইমাম ও প্রয়োজনে যিনি তাঁর সঙ্গে কথা বলবেন সে ব্যতীত। সালাম ও হাঁচির উত্তর দেওয়া যাবে। উপকারার্থে খুৎবার পূর্বে ও পরে কথা বলা জায়েজ। জুমার দিন ইমামের খুৎবারত অবস্থায় মানুষের কাঁধ পাড়া দিয়ে চলা হারাম। অনুরূপ ইমামের খুৎবা কালিন 'ইহতিবা' তথা পা ও পিঠ কাপড় বা হাত দ্বারা বেঁধে ঠেস দিয়ে বসা মকরুহ।

◆ শহরে জুমার নামাজ কায়েম করার বিধান:

শহরে বা গ্রামে শর্ত পূরণ হলে জুমা কায়েম করা যাবে তাতে দেশের রাষ্ট্র প্রধানের অনুমতির প্রয়োজন নেয়। আর একই শহরে একাধিক জুমা প্রয়োজন ছাড়া কায়েম করা জায়েজ নেয়। প্রয়োজন হলে রাষ্ট প্রধানের অনুমতি ক্রমে জায়েজ আছে। জুমার নামাজ শহরে ও গ্রামে কায়েম করা যাবে কিন্তু বেদুঈন এলাকা ও মরুভূমিতে চলবে না।

◆ ইমামের খুৎবারত অবস্থায় কেউ প্রবেশ করলে কি করবে:

জুমার দিন ইমামের খুৎবারত অবস্থায় যে মসজিদে প্রবেশ করবে সে হালকা করে দুই রাকাত নামাজ পড়ে বসবে। আর যে মসজিদে বসা অবস্থায় তন্দ্রাচ্ছন্ন হবে তার জন্য সুন্নত হলো স্থান পরিবর্তন করা।

◆ জুমার দিন গোসলের বিধান:

১. জুমান দিন গোসল করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। আর যার শরীরে দুর্গন্ধ যা দ্বারা ফেরেশতা ও মানুষ কষ্ট পায় তার প্রতি গোসল করা ওয়াজিব।

«الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ». متفق عليه.

মহানবী [ﷺ] বলেছেন: "জুমার দিন প্রতিটি সাবালক মানুষের প্রতি গোসল করা ওয়াজিব।"[১]

২. জুমার দিনের গোসলের পর সুন্নত হলো পরিস্কার হওয়া ও সুগন্ধি ব্যবহার করা। আর সবচেয়ে সুন্দর পোশাক পরিধান করা। সকাল সকাল মসজিদের দিকে যাওয়া। ইমামের পার্শ্বে বসা। আর যা চাইবে নামাজ পড়া এবং বেশি বেশি দোয়, দরুদ ও কুরআন তেলাওয়াত করা।

◆ ইমাম সাহেব খুৎবা ও নামাজে দায়িত্ব পালন করবেন। তবে ওজরের জন্য একজন খুৎবা দেওয়া ও অপরজন নামাজ পড়ানো জায়েজ আছে।

◆ জুমার দিন যা পড়া সুন্নত:

জুমার দিনের রাত্রিতে বা দিনে সূরা কাহাফ পাঠ করা সুন্নত। আর যে সূরা কাহাফ জুমার দিনে তেলাওয়াত করবে তার জন্য দুই জুমার মাঝের সময়টা আলো দ্বারা আলেকিত করে দেওয়া হবে।

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৮৫৮ ও মুসলিম হাঃ নং ৮৪৬

◆ **জুমার দিন ফজরের সালাতে যা পড়া সুন্নত:**

জুমার দিনের ফজরের ফরজ নামাজে ইমাম সাহেবের জন্য প্রথম রাকাতে সূরা সাজদা ও দ্বিতীয় রাকতে সূরা দাহার-ইনসান পড়া সুন্নত।

◆ **খুৎবা চলাকালিন দোয়া করার বিধান:**

খুৎবা চলাকালিন ইমাম ও মুক্তাদির জন্য দোয়ার সময় হাত উত্তোলন করা জায়েজ নেয়। তবে ইমাম যদি বৃষ্টির জন্য দোয়া করেন তবে তিনি হাত উঠাবেন ও মুক্তাদিগণও তাদের হাত উত্তোলন করবেন। আর দোয়াতে নিচু শব্দে আমীন আমীন বলা বৈধ আছে।

◆ মুস্তাহাব হলো ইমাম সাহেব তাঁর খুৎবাতে দোয়া করবেন। আর উত্তম হলো তিনি ইসলাম ও মুসলমান ও তাদের হেফাজত এবং সাহায্য ও আপোষের অন্তরের মাঝে ভালবাসা ইত্যাদির জন্য দোয়া করবেন। ইমাম সাহেব দোয়ার সময় তাঁর হাত না উঠিয়ে আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করবেন।

◆ **দোয়া কবুলের উত্তম সময়:**

জুমার দিন আসরের পরে দিনের শেষভাগে দোয়া কবুলের আশা করা যায়। এ সময় বেশি বেশি দোয়া ও জিকির করা মুস্তাহাব। এ সময় দোয়া কবুল হওয়ার বড় উপযুক্ত সময়। এ মুহূর্তটি খুবই অল্প মাত্র।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَــرَ يَــوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ:« فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ». وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا. متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] জুমার দিনের কথা উল্লেখ করে বলেন: "জুমার দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে যে সময় কোন মুসলিম বান্দা দাঁড়িয়ে নামাজরত অবস্থায় আল্লাহর নিকট যা চাইবে আল্লাহ তাকে তাই দিবেন।" তিনি সে সময়ের সল্পতার প্রতি হাত দ্বারা ইঙ্গিত করেন।"[১]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৯৩৫ শব্দ তাইর ও মুসলিম হাঃ নং ৮৫২

◆ **জুমার সালাত ত্যাগ করার বিধান:**

যার জুমার নামাজ ছুটে যাবে সে যোহর চার রাকাত আদায় করে নিবে। যদি তার কোন ওজর থাকে তবে গুনাহগার হবে না। আর যদি কোন ওজর না থাকে তবে গুনাহগার হবে; কারণ সে জুমার নামাজের ব্যাপারে অবহেলা করেছে।

عَنْ أَبِي الْجَعْدِ رضي الله أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ تَـرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ».أخرجه أبو داود والترمذي.

আবুল জা'আদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যে ব্যক্তি অলসতা করে তিনটি জুমা ত্যাগ করবে আল্লাহ তার অন্তরে মোহর মেরে দিবেন।"[১]

◆ **ঈদের দিন জুমা হলে তার বিধান:**

যদি ঈদের নামাজ জুমার দিনে হয় তবে যারা ঈদের নামাজে হাজির হবে তাদের উপর জুমার নামাজে হাজির হওয়া রহিত হয়ে যাবে। তারা যোহরের চার রাকাত আদায় করবে। কিন্তু ইমামের উপর থেকে রহিত হবে না। অনুরূপ যারা ঈদের নামাজে হাজির হয়নি তারাও। আর যারা ঈদের নামাজ আদায় করেছে তারা যদি জুমার নামাজ আদায় করে তবে যথেষ্ট হয়ে যাবে, তাদেরকে যোহর পড়তে হবে না।

[১]. হাদীসটি হাসান-সহীহ, আবূ দাঊদ হাঃ নং ১০৫২ শব্দ তারই, তিরমিযী হাঃ নং ৫০০

১৬- নফল সালাত

◆ নফল সালাত বিধি বিধান করার হেকমতঃ

আল্লাহ তা'য়ালার রহমতের বহি:প্রকাশের একটি অন্যতম দিক হলো: তিনি শরিয়তের বিধানরূপে প্রত্যেক ফরজের অনুরূপ নফল প্রদান করেছেন; যেন সে নফলের দ্বারা মুমিনের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং কিয়ামতের দিন অপূর্ণ ফরজগুলো পূর্ণ করা যায়। তাহলে বুঝা গেল ফরজসমূহ কখনো অপূর্ণও হতে পারে।

সুতরাং যেভাবে ফরজ সালাত ও সিয়াম (রোজা) রয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে নফল নামাজ ও রোজাও রয়েছে। এভাবে হজ্ব ও ছদকা ইত্যাদিতেও ফরজ যেমন আছে তেমনি আছে নফল। আর বান্দা এ নফল দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন করতে করতে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে আল্লাহ তাকে ভালবাসতে থাকেন।

◆ নফল সালাতের প্রকারঃ

নফল সালাত বিভিন্ন প্রকার:

১. কোন কোন নফল নামাজ জামাতের সাথে আদায় করতে হয়। যেমন: তারাবিহ, বৃষ্টির জন্য, সূর্যগ্রহণ ও দুই ঈদের নামাজ।
২. কোন কোন নফলের আবার জামাত নাই। যেমন: এস্তেখারার নামাজ।
৩. কোন কোন নফল ফরজের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন: (ফরজের আগের ও পরের) সুন্নতে রাতেবা যা সুন্নতে মুয়াক্কাদা নামে পরিচিত।
৪. আবার কোনটা সংশ্লিষ্ট নয়। যেমন: যুহা বা চাশতের নামাজ।
৫. কতগুলো নফলের নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করতে হয়। যেমন: তাহাজ্জুদ নামাজ।
৬. আবার কিছু নফলের নির্দিষ্ট কোন সময় নেয়। যেমন: সাধারণ নফলসমূহ।
৭. কিছু নফল কারণবশত: আছে। যেমন: তাহিয়্যাতুল মসজিদ (দুখুলুল মসজিদ)।

৮. আবার কতগুলো কারণ ছাড়াও আছে। যেমন: সাধারণ নফল নামাজ।
৯. কতগুলো তাকিদপূর্ণ (গুরুত্বপূর্ণ)। যেমন: দুই ঈদের সালাত, বৃষ্টির জন্য নামাজ ও সূর্যগ্রহণের সালাত, বিতরের সালাত।
১০. তাকিদ ছাড়া নফলও আছে। যেমন: মাগরিবের পূর্বের দু'রাকাত নফল ইত্যাদি।

এভাবেই বান্দার উপর আল্লাহর করুণার বহি:প্রকাশ ঘটেছে যে, তিনি শরিয়তে এমন বিধান রেখেছেন যা দ্বারা তাঁর নৈকট্য অর্জন হয়। তিনি এবাদতের বিভিন্ন প্রকার করেছেন; যেন বান্দাদের মর্যাদা বৃদ্ধি হয়, তাদের গুনাহের মার্জনা হয় ও সওয়াব বৃদ্ধি পায়। সুতরাং সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা একমাত্র তাঁরই।

ক - সুন্নতে রাতেবা

- **সুনানে রাতেবা:** ফরজ নামাজের আগে অথবা পরে যে সকল সুন্নত নামাজ আদায় করা হয়।
- **সুনানে রাতেবার প্রকার:**

১. সুন্নাতে মুয়াক্কাদা (তাকিদযুক্ত)। ইহা ১২ রাকাত যথা:

নং	সালাতের নাম	আগে	পরে
১	জোহর	৪	২
২	মাগরিব	-	২
৩	এশা	-	২
৪	ফজর	২	-
মোট		১২ রাকাত	

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَوْ إِلَّا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ ».أخرجه مسلم.

নবী [ﷺ]-এর স্ত্রী উম্মে হাবীবা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "যে কোন মুসলিম বান্দা (ব্যক্তি) ফরজ ছাড়া প্রতিদিন ১২ রাকাত নামাজ আদায় করবে তার জন্য আল্লাহ জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করবেন, অথবা তার জন্যে জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করা হবে।"[১]

- কখনো কখনো নবী [ﷺ] ১০রাকাতও পড়তেন। অর্থাৎ আগের মতই তবে জোহরের ফরজের আগে ৪রাকাতের জায়গায় ২রাকাত আদায় করতেন।

১.মুসলিম হাঃ নং ৭২৮

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الظُّهْرِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَهَا سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ سَجْدَتَيْنِ فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْجُمُعَةُ فَصَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ .متفق عليه.

ইবনে উমার (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ] -এর সাথে সালাত আদায় করেছি। জোহরের আগে ২রাকাত পরে ২রাকাত; মাগরিবের পরে ২রাকাত, এশার পরে ২রাকাত এবং জুমার পরে ২রাকাত। তবে মাগরিব, এশা ও জুমার সুন্নত নবী [ﷺ]-এর সাথে তাঁর ঘরে আদায় করেছি।"[১]

২. সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদা যা সর্বদা করণীয় না:

আসর, মাগরিব ও এশার আগে ২রাকাত করে। আসরের আগের ৪রাকাত নফলের হেফাজত করা সুন্নত।

◆ সাধারণ নফল সালাতের বিধান:

সাধারণ নফল রাত ও দিনে দুই দুই রাকাত করে আদায় করা বৈধ। তবে রাত্রে তা বেশি উত্তম।

◆ সর্বাধিক তাকিদযুক্ত সুন্নত:

সুন্নত নামাজসমূহের মধ্যে সর্বাধিক তাকিদযুক্ত সুন্নত হলো ফজরের নামাজের আগের দুই রাকাত সুন্নত। তবে তা বেশি লম্বা না করে হালকাভাবে আদায় করাই সুন্নত। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে সূরা কাফিরূন ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে সূরা এখলাস পাঠ করবে।

অথবা প্রথম রাকাতে

﴿ قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡأَسۡبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمۡ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٍ

১. বুখারী হাঃ নং ৯৩৭ ও মুসলিম হাঃ নং ৭২৯ শব্দ তারই

مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾ البقرة: ١٣٦ [সূরা বাকারা: ১৩৬]

ও দ্বিতীয় রাকাতে:

﴿قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُولُوا۟ ٱشْهَدُوا۟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾ آل عمران: ٦٤ [সূরা আল ইমরান: ৬৪]

আর কখনো কখনো এ আয়াত পাঠ করা সুন্নত:

﴿فَلَمَّآ أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِىٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٥٢﴾ آل عمران: ٥٢

[সূরা আল ইমরান: ৫২]

◆ এ সকল তাকিদযুক্ত সুন্নত (সুন্নাতে মুয়াক্কাদা) কোন ওজর বা কারণে আদায় করতে না পারলে তা কাযা করা সুন্নত।

◆ যদি কেউ ওযু করে কোন আজানের পরে মসজিদে প্রবেশ করে। উদাহরণ স্বরূপ জোহরের আজানের পরে মসজিদে প্রবেশ করে এবং জোহরের আগের দুই রাকাত সুন্নত, ওযুর সুন্নত ও তাহিয়্যাতুল মাসজিদের সুন্নত একসাথে নিয়ত করে শুধুমাত্র দুই রাকাত নামাজ আদায় করে তবে তা যথেষ্ট হবে।

◆ ফরজ নামাজ ও তার আগে বা পরের সুন্নত নামাজের মাঝে যে কোন কথাবার্তা বলে বা স্থান পরিবর্তন করে নেওয়া সুন্নত।

◆ এ সকল নফল নামাজগুলো মসজিদে বা ঘরে আদায় করা যেতে পারে। তবে ঘরে আদায় করাই উত্তম। কেননা, রসূলুল্লাহ [দ:] বলেন:

.....«فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِــهِ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ» .متفق عليه.

"--- হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের ঘরে নামাজ আদায় কর; কেননা মানুষের উত্তম নামাজ হলো তার ঘরের নামাজ। কিন্তু ফরজ নামাজ ছাড়া।"[১]

◆ **নফল সালাতের পদ্ধতি:**

১. দাঁড়ানোর সামর্থ থাকা সত্ত্বেও নফল নামাজ বসে পড়া জায়েজ। তবে দাঁড়িয়ে আদায় করাই উত্তম। কিন্তু ফরজ নামাজে দাঁড়ানো নামাজের রোকন (স্তম্ভ) যা ব্যতীত নামাজই হবে না। তবে কারো দাঁড়ানো সামর্থ না থাকলে সে সামর্থ অনুসারে নামাজ আদায় করবে। যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

২. ওজর ছাড়া নফল নামাজ বসে আদায় করলে দাঁড়িয়ে আদায়কারীর অর্ধেক সওয়াব পাবে। তবে ওজর থাকলে সে পূর্ণ সওয়াব পাবে। নফল নামাজ কোন ওজরে শুয়ে আদায় করলেও সে দাঁড়িয়ে আদায়কারীর মত পূর্ণ সওয়াব পাবে। কিন্তু যদি বিনা ওজরে শুয়ে শুয়ে আদায় করে তবে সে বসে নফল নামাজ আদায়কারীর অর্ধেক সওয়াব পাবে।

১.বুখারী হাঃ নং ৭৩১, মুসলিম হাঃ নং ৭৮১ হাদীসের শব্দগুলো হুবহু বুখারীর

নিষিদ্ধ সময়সমূহ

◆ **সালাতের নিষিদ্ধ সময় ৫টি:**

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ». متفق عليه.

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "আসরের সালাতের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোন নফল সালাত নেয় এবং ফজরের সালাতের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত কোন নফল সালাত নেয়।"[১]

عَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ رضي الله عنه قَالَ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ. أخرجه مسلم.

২. উকবা ইবনে আমের (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: তিন সময় রসূলুল্লাহ [ﷺ] আমাদেরকে সালাত আদায় করতে এবং আমাদের মৃতু ব্যক্তিকে কবরস্থ করতে নিষেধ করতেন। আর তা হল সূর্যোদয়ের সময় থেকে কিছুটা উপরে উঠা পর্যন্ত।[২] দ্বিপ্রহর থেকে সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে যাওয়া পর্যন্ত এবং সূর্য ডুবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সময়।"[৩]

◆ আসরের সালাতের পরেও সাধারণ নফল সালাত আদায় করা বৈধ, যদি সূর্যের আলো উজ্জল ও স্বচ্ছ অবস্থায় থাকে।

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৪৮৬ ও মুসলিম হাঃ নং ৮২৭ হাদীসের হুবহু শব্দগুলো মুসলিমের

[২]. উদয় শুরু থেকে প্রায় ১৫ মিনিট পর্যন্ত নিষিদ্ধ সময়ের অন্তর্ভুক্ত । অনুবাদক

[৩]. মুসলিম হাঃ নং ৮৩১

عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.أخرجه أبو داود والنسائي.

আলী (রা:) থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] আসরের পরে কোন নফল সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু যদি সূর্য উপরে অবস্থান করে, তাহলে সালাত আদায় চলবে।"[১]

◆ **নিষিদ্ধ সময়ে সালাদ আদায়ের বিধান:**

১. উপরোক্ত পাঁচ ওয়াক্তে ফরজসমূহের কাজা, তওয়াফের দুই রাকাত নফল এবং বিশেষ কারণবশত: নামাজ যেমন: তাহিয়্যাতুল মসজিদ, তাহিয়্যাতুল ওযু ও সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণের সালাত ইত্যাদি আদায় করা জায়েয।

২. ওজরগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য ফজরের সুন্নত ফজেরের ফরজ নামাজের পরে কাজা করা বৈধ আছে। এ ভাবে যোহরের সুন্নত আসরের সালাতের পরে কাজা করতে পারে।

৩. মক্কার হারাম শরীফে যে কোন সময় সালাত আদায় করা জায়েয আছে।

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ». أخرجه الترمذي وابن ماجه.

জুবাইর ইবনে মুতয়িম (রা:) থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: "হে আবদে মুনাফের সন্তানরা! রাত ও দিনে যে কোন সময়ে যে কোন ব্যক্তি এই ঘরের তওয়াফ করলে ও সালাত আদায় করলে তাকে বাঁধা দিও না।"[২]

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাঃ নং ১২৭৪, নাসাঈ হাঃ নং ৫৭৩। ইহা কোন সাহাবীর মত। তবে অধিকাংশ উলামা এসময়ে বিশেষ কারণবশত: নফল ছাড়া সাধানণ নফল মকরুহ বলেছেন। অনুবাদক

[২]. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ৮৬৮, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ১২৪৫

খ-তাহাজ্জুদের সালাত

◆ **কিয়ামুল লাইলের বিধান:**

◆ **কিয়ামুল লাইল:** রাত্রের নফল সালাত; এটা সাধারণ নফল নামাজের অন্তর্ভুক্ত, তবে তা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা (তাকিদপূর্ণ সুন্নত)। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূল [ﷺ]কে এ নামাজের আদেশ দান করেছেন।

১. আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡمُزَّمِّلُ ۝١ قُمِ ٱلَّيۡلَ إِلَّا قَلِيلٗا ۝٢ نِّصۡفَهُۥٓ أَوِ ٱنقُصۡ مِنۡهُ قَلِيلًا ۝٣ أَوۡ زِدۡ عَلَيۡهِ وَرَتِّلِ ٱلۡقُرۡءَانَ تَرۡتِيلًا ۝٤ ﴾ المزمل: ١ – ٤

"হে বস্ত্রাবৃত! রাত্রি জাগরণ কর, কিছু অংশ ব্যতীত। অর্ধ রাত্রি কিংবা তদপেক্ষা অল্প। অথবা তদপেক্ষা বেশি। আর কুরআন পাঠ কর ধীরে ধীরে, স্পষ্ট, বিশুদ্ধ ও সুন্দরভাবে।" [সূরা মুজ্জাম্মিল: ১-৪]

২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

﴿ وَمِنَ ٱلَّيۡلِ فَتَهَجَّدۡ بِهِۦ نَافِلَةٗ لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامٗا مَّحۡمُودٗا ۝٧٩ ﴾ الإسراء: ٧٩

"আর রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় কর, এটা তোমার জন্য নফল। আশা করা যায় যে, তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রশংসিত স্থানে (মাকামে মাহমূদে) পৌঁছাবেন।" [সূরা বনি ইসরাঈল: ৭৯]

৩. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা মুত্তাকীন তথা আল্লাহভীরুগণের গুনাবলীতে উল্লেখ করেন যে:

﴿ كَانُواْ قَلِيلٗا مِّنَ ٱلَّيۡلِ مَا يَهۡجَعُونَ ۝١٧ وَبِٱلۡأَسۡحَارِ هُمۡ يَسۡتَغۡفِرُونَ ۝١٨ ﴾ الذاريات: ١٧ - ١٨

"তারা রাত্রির সামান্য সময়ই অতিবাহিত করতো নিদ্রায় এবং তারা শেষ রাত্রিতে ক্ষমা প্রার্থনা করতো।" [সূরা যারিয়াত: ১৭-১৮]

◆ **রাত্রির নামাজ তাহাজ্জুদের ফজিলত:**

রাত্রির নফল নামাজ সর্বোত্তম আমলের অন্যতম এবং তা দিনের নফল নামাজের চেয়ে উত্তম; কারণ এটা গোপন হওয়াতে এতে আল্লাহ

তা'য়ালার জন্য এখলাছ থাকে। তাছাড়া নিদ্রা ত্যাগের কষ্টও রয়েছে। আরো রয়েছে আল্লাহর সাথে একাকী কথা বলার একটি আলাদা স্বাদ। এ নামাজের জন্য মধ্যরাতই উত্তম।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيۡلِ هِيَ أَشَدُّ وَطۡـٔٗا وَأَقۡوَمُ قِيلًا ﴾ المزمل: ٦

"নিশ্চয়ই রাত্রির নামাজ প্রবৃত্তি দমনে অধিক সহায়ক এবং (কুরআনের) স্পষ্ট উচ্চারণে অধিক অনুকূল।" [সূরা মুযাম্মিল: ৬]

عَنْ عَمْرِو بْنَ عَبَسَةَ ﷺأن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ الْعَبْدِ جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرَ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ ...أخرجه الترمذي والنسائي.

২. আমর বিন আবাসা (রা:) থেকে বর্ণিত, নবী [দ:] বলেন: "নিশ্চয়ই রাত্রির শেষ অর্ধেক প্রতিপালক (আল্লাহ) বান্দার সর্বাধিক নিকটবর্তী হন। সুতরাং, যদি ঐ মুহূর্তের জিকিরকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পার তবে হও; কারণ (তখনকার) নামাজে সূর্যোদয় পর্যন্ত ফেরেশতারা উপস্থিত ও শামিল হয় এ সময়ে।"[১]

سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ ؟ فَقَالَ: أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ .أخرجه مسلم.

৩. নবী [দ:]কে জিজ্ঞাসা করা হয়; ফরজ নামাজের পরে সর্বোত্তম (নফল) নামাজ কোনটি? তিনি [দ:] বলেন:"ফরজ নামাজের পরে সর্বোত্তম (নফল) নামাজ হলো মধ্য রাত্রের নামাজ।"[২]

১.হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাদীস হাঃ নং ৩৫৭৯, নাসাঈ হাদীস হাঃ নং ৫৭২, ৫৫৭ হাদীসের হুবহু শব্দগুলো নাসাঈর

২. মুসলিম হাঃ নং ১১৬৩ ।

◆ **রাত্রে দোয়া কবুল হওয়ার মুহূর্ত:**

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ .أخرجه مسلم.

১. জাবের (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী [দ:] -এর নিকট থেকে শুনেছি যে, তিনি বলেন: "নিশ্চয়ই রাত্রিতে একটি মুহূর্ত আছে, কোন মুসলিম ব্যক্তি সে মুহূর্তে দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গলকর কিছু আল্লাহর নিকট চাইলে, আল্লাহ তাকে তা দান করেন। আর এটা প্রতিটি রাত্রেই আছে।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ ؟ متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ [দ:] বলেন: "প্রতিদিন রাত্রের যখন শেষের এক তৃতীয়াংশ বাকি থাকে তখন আমাদের রব (প্রতিপালক) দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন: কে আমার কাছে দু'আ করবে; আমি তার দু'আ কবুল করব? কে আমার কাছে কিছু চাইবে; আমি তা তাকে দান করব? কে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে; আমি তাকে ক্ষমা করে দিব?"[২]

◆ মুসলিমের জন্য পবিত্র অবস্থায় দ্রুত এশার পরই শয়ন করা সুন্নত; যাতে করে প্রফুল্লচিত্বে রাত্রের সালাতের জন্য জাগতে পারে। আর সুন্নত হলো যখন মুরগের ডাক শুনবে তখন উঠবে।

---

১. মুসলিম হাঃ নং ৭৫৭

২. বুখারী হাঃ নং ১১৪৫, মুসলিম হাঃ নং ৭৫৮, হাদীসের শব্দগুলো বুখারীর

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ .متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "যখন তোমাদের কেউ ঘুমিয়ে পড়ে তখন তার ঘাড়ের পিছনে শয়তান তিনটি গিঁঠ দেয়। প্রত্যেক গিঁঠের স্থানে থাপ্পড় মেরে মেরে বলে, তোমার রাত অনেক দীর্ঘ, সুতরাং ঘুমাও। অত:পর যদি সে জাগ্রত হয়ে আল্লাহর জিকির (স্বরণ) করে, তখন একটি গিঁঠ খুলে যায়। আর যখন ওযু করে তখন অপর একটি গিঁঠ খুলে যায়। অত:পর যখন নামাজ আদায় করে তখন সর্বশেষ গিঁঠটিও খুলে যায়। তখন সে পবিত্র মন নিয়ে প্রফুল্লতার সাথে সকাল করে। আর যদি তা না করে তাহলে খবিশ (নোংরা) মন নিয়ে অলসতার সাথে সকাল করে।"[১]

◆ **রাত্রির সালাতের সূক্ষ্ম বুঝ:**

মুসলিমের উচিত তাহাজ্জুদ নামাজ আদায়ে সচেষ্ট হওয়া এবং তা ত্যাগ না করা। নবী [ﷺ] রাত্রির কিয়াম করতেন এমনকি তাঁর পাদ্বয় ফেটে যেত।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ مِنْ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا.متفق عليه.

আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত নবী [দ:] তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তে পড়তে তাঁর পাদ্বয় ফুলে যেত। আয়েশা (রা:) বলতেন: হে আল্লাহর রসূল! আপনি কেন এমনটি করেন? আল্লাহ তো আপনার আগের ও পরের

১. বুখারী হাঃ নং ১১৪২, মুসলিম হাঃ নং ৭৭৬, হাদীসের শব্দগুলো বুখারীর

গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিয়েছেন? তখন (রসুল ﷺ) বলতেন: "আমি কি চাই না যে আমি আল্লাহর শোকরগুজার (কৃতজ্ঞ) বান্দা হব!।"[১]

◆ **তাহাজ্জুদের নামাজের রাকাত সংখ্যা:**

তাহাজ্জুদের নামাজ বিতরের নামাজসহ ১১রাকাত অথবা ১৩রাকাত।

◆ **তাহাজ্জুদের নামাজের সময়:**

তাহাজ্জুদের সর্বোত্তম সময় হলো অর্ধরাত অতিবাহিত হবার পরে (শেষের অর্ধেক হতে) রাতের এক তৃতীয়াংশ। সুতরাং, রাত্রি দুই ভাগে বিভক্ত করে শেষ অর্ধেকের মধ্যে প্রথম এক তৃতীয়াংশে নামাজ আদায় করবে এবং সর্বশেষ (অংশে অর্থাৎ শেষ ষষ্ঠমাংশে) ঘুমাবে।

عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُـومُ يَوْمًـا وَيُفْطِرُ يَوْمًا. متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে 'আস [ﷺ] থেকে বর্ণিত নবী [দ:] তাকে বলেন: আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম নামাজ হলো দাউদ (আ:)-এর নামাজ এবং আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম রোজা হলো দাউদ (আ:)-এর রোজা। তিনি (আ:) (প্রথম) অর্ধরাত ঘুমাতেন এবং (শেষ অর্ধরাত হতে) এক তৃতীয়াংশে নামাজ আদায় করতেন এবং (সর্বশেষ) ষষ্ঠমাংশে ঘুমাতেন। একদিন রোজা রাখতেন আর একদিন রোজা রাখতেন না।"[২]

◆ **তাহাজ্জুদ নামাজের পদ্ধতি:**

১. শয়ন করার সময় তাহাজ্জুদের নিয়ত করে ঘুমানো সুন্নত। এরপর যদি সে হঠাৎ জাগ্রত হতে নাও পারে তবুও নিয়তের কারণে নামাজের সওয়াব লেখা হবে এবং তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে তার ঘুম তার জন্য ছদকা স্বরূপ লেখা হবে।

---

২. বুখারী হাঃ নং- ১১৪২, মুসলিম হাঃ নং ৭৭৬ হাদীসের শব্দগুলো বুখারীর

২. বুখারী হাঃ নং ৩৮৩৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৮২০

যখন সে তাহাজ্জুদের জন্য উঠবে তখন চোখের উপর হাত বুলিয়ে ঘুম ভাঙ্গাবে এবং সূরা আল ইমরানের দশটি আয়াত তেলাওয়াত করবে। 'ইন্না ফি খালক্বিস সামাওয়াতি------ । 'নিশ্চয়ই আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টির মধ্যে--

অত:পর মিসওয়াক করে ওযু করবে এবং হালকা করে দু'রাকাত নামাজ আদায় দিয়ে শুরু করবে। রসূলুল্লাহ [দ:] বলেন:

« إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحْ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ » .أخرجه مسلم.

"যখন তোমাদের কেউ তাহাজ্জুদের জন্য উঠবে তখন সে হালকা করে দুই রাকাত দিয়ে শুরু করবে।"।[১]

২. এরপর দুই দুই রাকাত করে নামাজ পড়তে থাকবে এবং প্রতি দুই রাকাতের শেষে সালাম ফিরাবে।

عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْــفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ ؟ قَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ . متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি বললেন: হে আল্লাহর রসূল! রাত্রের নামাজ (তাহাজ্জুদ) কিভাবে আদায় করব? তিনি বললেন: 'দুই দুই রাকাত, অত:পর প্রভাত (সুবহে সাদিক) হয়ে যাওয়ার আশংকা হলে এক রাকাত বিতর নামাজ পড়ে নাও।"[২]

৩. কখনো কখনো (রাত্রির নামাজ তথা তাহাজ্জুদ) একসাথে চার রাকাত পড়ে একেবারে সালাম ফিরাতেও পারে।
৪. রাত্রের তাহাজ্জুদ নামাজের নির্দিষ্ট রাকাত থাকা উত্তম। যদি তা আদায় না করে ঘুমন্ত অবস্থায় থেকে যায়, তাহলে পরে জোড় সংখ্যায় আদায় করবে।

سُئِلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ: سَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ سِوَى رَكْعَتِي الْفَجْرِ.أخرجه البخاري.

---

৩. মুসলিম হাঃ নং ৭৬৮

১. বুখারী হাঃ নং ১১৩৭, মুসলিম হাঃ নং ৭৪৯ হাদীসের শব্দ গুলো বুখারীর।

আয়েশা (রা:) কে রসূলুল্লাহ [দ:]-এর রাত্রির নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তর বলেন যে, ফজরের দুই রাকাত সুন্নত ব্যতীত সাত, নয় এবং এগার রাকাত।"[১]

৫. সুন্নত হলো তাহাজ্জুদ নিজ ঘরে আদায় করা এবং নিজ পরিবারকেও জাগ্রত করা। আর কখনো কখনো পরিবারের সকলকে নিয়ে আদায় করা (অর্থাৎ তাদের ইমামতি করে জামাত করে আদায় করা।) তাহাজ্জুদ নামাজে সেজদা পঞ্চাশ আয়াত পাঠ করার সময় পরিমাণ লম্বা করবে। ঘুম এসে গেলে শুয়ে পড়বে। লম্বা সময় পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা এবং তাতে কেরাত লম্বা করা মুস্তাহাব।

◆ এক রাকাতে কুরআন থেকে এক পারা অথবা তার চেয়ে বেশি পাঠ করবে। কেরাত কখনো উচ্চস্বরে (স্বশব্দে) পড়বে আর কখনো চুপি চুপি (শব্দ ছাড়া) পড়বে। পড়ার সময় রহমতের আয়াত আসলে, আল্লাহর নিকট তা কামনা করবে। আর আজাব তথা শাস্তির আয়াত আসলে আল্লাহর কাছে তা হতে পানাহ্ চাইবে। আর আল্লাহ তা'য়ালার পবিত্রতার বর্ণনা হয়েছে এমন আয়াত আসলে তসবিহ পড়বে। (সুবহানাল্লাহ বলবে)।

৬. এরপর তাহাজ্জুদ নামাজ সমাপ্ত করবে বিতর নামাজ দিয়ে; কেননা, নবী [ﷺ] বলেন:

«اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا» .متفق عليه.

"তোমাদের বিতর নামাজকে রাত্রির শেষ নামাজ হিসাবে আদায় কর।"[২]

১. বুখারী হাঃ নং ১১৩৯
২. বুখারী হাঃ নং ৯৯৮ ও মুসলিম হাঃ নং ৭৫১

গ- বিতরের সালাত

◆ বিতরের হুকুম:

বিতরের নামাজ সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ (তাকিদযুক্ত সুন্নত)। রসূলুল্লাহ [ﷺ] এ হাদীসটিতে বিতরের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেন:

«الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» . أخرجه أبوداود والنسائي.

"বিতর প্রত্যেক মুসলিমের উপর (আল্লাহর) হক (অধিকার)।"[১]

◆ বিতরের সময়:

এশার নামাজের পর থেকে প্রভাত (সুবহে সাদিক) পর্যন্ত বিতরের সময়। শেষ রাত্রে জাগার উপর আত্মবিশ্বাস থাকলে শেষ রাত্রে আদায় করা উত্তম।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ .متفق عليه.

আয়েশা (রা:) বলেন, বিতর সমস্ত রাত্রেই আদায় করা যায়। রসূলুল্লাহ [দ:] প্রথম রাত্রিতে বিতর আদায় করেছেন এবং অর্ধ রাত্রিতে ও শেষ রাত্রিতেও আদায় করেছেন। তবে শেষ পর্যন্ত রসূলুল্লাহ [দ:] -এর বিতরের আদায় শেষ রাত্রিতে গিয়ে সমাপ্ত হয়েছে।"[২]

◆ সবচেয়ে কম ও বেশি বিতরের রাকাত সংখ্যা:

বিতরের নামাজ কমপক্ষে এক রাকাত আদায় করতে হবে। আর সর্বাধিক (১১) এগার অথবা (১৩) রাকাত। তবে তা দুই দুই রাকাত করে আদায় করবে এবং শেষে গিয়ে এক রাকাত পড়ে আগের আদায় কৃত নামাজগুলো বিজোড় করবে। উত্তম হলো কমপক্ষে তিন রাকাত আদায় করা, তা দুই সালামে হোক অথবা এক সালামে (অর্থাৎ– দুই রাকাত পড়ে দুই দিকে সালাম ফিরাবে এবং পরে এক রাকাত আলাদা

---

১. হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাঃ নং ১৪২২ হাদীসের শব্দগুলো আবূ দাউদের এবং নাসাঈ হাঃ নং ১৭১২

২. বুখারী হাঃ নং-৯৯৬ ও মুসলিম হাঃ নং ৭৪৫ হাদীসের শব্দগুলো মুসলিমের

করে আবার দুই দিকে সালাম ফিরাবে।) অথবা দুই রাকাত পড়ার পর না বসে তিন রাকাত একই বৈঠকে আদায়ের পর দুই দিকে সালাম ফিরাবে। শেষে মাত্র একবার তাশাহ্হুদ তথা আত্তাহিয়্যাতু পড়বে। আর এ তিন রাকাতের প্রথম রাকাতে সূরা আ'লা তথা সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা কাফিরূন আর তৃতীয় রাকাতে সূরা এখলাস তথা কুল হুয়াল্লাহু আহাদ পাঠ করা সুন্নত।

◆ বিতরের নামাজ যদি পাঁচ রাকাত আদায় করতে চায়, তবে সবশেষে একবার তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যাতু) পড়ে সালাম ফিরাবে। এভাবে সাত রাকাত পড়তে চাইলে তার আদায়ের নিয়মও একই। তবে সাত রাকাতের ক্ষেত্রে যদি সে ছয় রাকাত পড়ে আত্তাহিয়্যাতু পড়ার জন্য বসে তারপর সালাম না ফিরিয়ে উঠে সপ্তম রাকাত আদায়ের পরে সালাম ফিরায় তবে তাতে কোন অসুবিধা নেয়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلَاةِ الضُّحَى وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ . متفق عليه.

আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:“আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু আমাকে তিনটি অসিয়ত করেছেন! আমি তা মৃত্যু পর্যন্ত ত্যাগ করব না। প্রতি মাসে তিনটি রোজা, চাশতের নামাজ এবং বিতরের নামাজ পড়ে ঘুমানো।”[১]

◆ যদি কেউ নয় রাকাত বিতর আদায় করতে চায় তাহলে দুইবার আত্তাহিয়্যাতু পড়বে। প্রথম বার আট রাকাত আদায়ের পরে বসে সালাম না ফিরিয়ে আত্তাহিয়্যাতু পড়ে নবম রাকাতের জন্য উঠে যাবে। অত:পর আবার বসে আত্তাহিয়্যাতু পড়ে সালাম ফিরাবে। তবে এ ক্ষেত্রে উত্তম হলো আট রাকাত পড়ে সালাম ফিরানো এবং পরে আলাদা ভাবে এক রাকাত পড়ে নেওয়া। বিতর নামাজের সালামের পরে তিনবার «سُبْحَانَ الله الْمَلِكِ الْقُدُّوْسْ» সুবহানাল্লাহিল

১.বুখারী হাঃ নং ১১৭৮ হাদীসের হুবহু শব্দগুলো বুখারীর, মুসলিম হাঃ নং ৭২১

মালিকিল কুদ্দূস (বলা সুন্নত)। তৃতীয়বার বলার সময় মাদের সাথে স্বরধনি টেনে বলবে (কুদ্দূ----স)।

◆ **বিতরের সময়:**

বিতরের নামাজ তাহাজ্জুদের পরে আদায় করবে। তবে যদি শেষ রাত্রে জাগ্রত হওয়ার আশংকা বোধ করে তাহলে ঘুমানোর পূর্বে বিতর আদায় করে নিবে।

রসূলুল্লাহ [দ:] বলেন:

مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ .أخرجه مسلم.

"যে ব্যক্তি শেষ রাত্রে জাগ্রত হওয়ার ব্যাপারে আশংকা বোধ করবে সে প্রথম রাত্রিতেই বিতর পড়ে নিবে। আর যে ব্যক্তি শেষ রাত্রিতে জাগ্রত হওয়াতে আশাবাদী সে শেষ রাত্রিতে বিতর পড়বে; শেষ রাত্রির নামাজে ফেরেশতারা উপস্থিত হয় এবং নামাজে শামিল হয়। আর এটা উত্তম।"[১]

◆ যদি কোন ব্যক্তি প্রথম রাত্রিতে বিতরের নামাজ পড়ার পর শেষ রাত্রিতে নামাজের জন্য জাগ্রত হয়, তাহলে বিতর ছাড়া দুই দুই রাকাত করে পড়বে; কেননা, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:

«لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ» .أخرجه أبوداود والترمذي

"এক রাত্রিতে দুই বিতর নেই।"[২]

◆ **বিতরের নামাজে দোয়া কুনূত পড়ার বিধান:**

কখনো কখনো বিতরের নামাজে দোয়া কুনূত পড়তেও পারে; আবার নাও পড়তে পারে। তবে পড়ার চেয়ে অধিকাংশ সময় না পড়াই উত্তম। নবী [ﷺ] থেকে সর্বদা বিতরের নামাজে দোয়া কুনূত পড়ার প্রমাণ নেই।

১. মুসলিম হাঃ নং ৭৫৫

২. আবূ দাউদ হাঃ নং ১৪৩৯, তিরমিযী হাঃ নং ৪৭০

◆ **বিতরের নামাজে দোয়া কুনূত পড়ার পদ্ধতি:**

যদি তিন রাকাত বিতর আদায় করে তাহলে তৃতীয় রাকাতের রুকুর পরে অথবা রুকুর আগে দুই হাত উঠিয়ে দোয়া কুনূত পড়বে, যাতে আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসা এবং নবী [দ:] এর প্রতি দরুদ থাকবে। অত:পর হাদীসে এসেছে এমন কোন দোয়া পড়বে। নিম্মোক্ত দোয়াটি কুনূতের দোয়া:

«اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ». أخرجه أبوداود والترمذي.

"আল্লাহুম্মাহদিনী ফীমান হাদাইত, ওয়া 'আ্যাফিনী ফীমান আ্যাফাইত, ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লাইত, ওয়া বাারিক লী ফীমাা আ'ত্বাইত, ওয়াকিনী শাররা মাা ক্বাযাইত, ফাইন্নাকা তাক্বযী ওয়ালাা ইউক্যাা 'আলাইক, ওয়া ইন্নাহু লাা ইয়াযিললু মাওঁ ওয়াালাইত, তাবাারকতা রব্বনাা ওয়া তা'আলাইত।"[১]

"হে আল্লাহ ! তুমি যাকে হেদায়েত দান করেছা তাদের মধ্যে আমাকেও হেদায়েত দান কর। তুমি যাদেরকে নিরাপদ রেখেছ তাদের মধ্যে আমাকেও নিরাপদ রাখ। তুমি যাদের সাথে বন্ধুত্ব করেছ তাদের মধ্যে আমার সাথেও বন্ধুত্ব কর। আমাকে তুমি যা দান করেছ তাতে তুমি বরকত দান কর। তুমি যা ফায়সালা করেছ তার অনিষ্ট থেকে আমাকে রক্ষা কর; কেননা তুমিই ফয়সালা কর, তোমার উপর কেউ ফয়সালা করতে পারে না। তুমি যার সাথে বন্ধুত্ব কর সে কখনও বেইজ্জত হয় না। হে আমাদের রব ! (প্রতিপালক) তুমি বরকতময় ও সুউচ্চ।"

◆ কখনো কখনো উমার (রা:) থেকে সাব্যস্ত নিম্নোক্ত দোয়া কুনূত পড়বে। আর তা হলো:

১. হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাঃ নং ১৪২৫, তিরমিযী হাঃ নং ৪৬৪

« اَللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالكَافِرِيْنَ مُلْحِقٌ، اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَهْدِيكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلاَ نَكْفُرَكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَخْضَعُ لَكَ، وَنَخْلَعُ مَنْ يَكْفُرُكَ ». أخرجه البهقي.

“আল্লাহুম্মা ইয়্যাকা না‘বুদু ওয়া লাকা নুসাল্লী ওয়ানাসজুদ্, ওয়া ইলাইকা নাস‘আা ওয়া নাহফিদ্, নারজূ রহমাতাকা ওয়া নাখশাা আযাাবাক্; ইন্না আযাাবাকা বিলকাাফিরীনা মুলহিক্। আল্লাহুম্মা ইন্নাা নাসতা‘ঈনুকা ওয়া নাসতাহদীকা ওয়া নাসতাগফিরুক্, ওয়া নু’মিনু বিকা ওয়া নাতাওয়াক্কালু ‘আলাইক, ওয়ানুছনী ‘আলাইকাল খাইর্, ওয়া নাশকুরুকা ওয়ালাা নাকফুরুক্, ওয়া নু’মিনু বিকা ওয়া নাখ্যা‘য়ু লাক্, ওয়া নাখলা‘য়ু মায়ঁ ইয়াকফুরুক্।”

“হে আল্লাহ! আমরা একমাত্র তোমারই এবাদত করি, তোমারই জন্য নামাজ আদায় করি ও সেজদা করি। তোমার দিকেই দৌড়াই এবং তোমার আনুগত্যের প্রতি দ্রুত অগ্রসর হই। তোমার রহমতের আশা পোষণ করি এবং তোমার আজাবের ভয় করি। নিশ্চয়ই তোমার আজাব কাফেরদেরকেই বেষ্টন করবে। হে আল্লাহ! আমরা তোমার সাহায্য ও হেদায়েত প্রার্থনা করি ও তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করি। কল্যাণের (উপকারের) উপর আমরা তোমার প্রশংসা করি এবং তোমার কুফরি (অকৃতজ্ঞতা পোষণ) করি না। তোমার উপর ঈমান রাখি এবং তোমার আনুগত্য করি। আর যারা তোমার কুফরি করে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি।”[১]

◆ দোয়া কুনূতে অন্যান্য সাব্যস্ত দোয়াও বাড়াতে পারে; তবে বেশি দীর্ঘ করবে না। সাব্যস্ত দোয়াসমূহের মধ্যে রয়েছে:

«اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ

১. বাইহাকী হাঃ নং ৩১৪৪ ইরওয়াউল গালীল হাঃ নং ৪২৮

وَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ». أخرجه مسلم.

"আল্লাহুম্মা আসলিহ্ লী দ্বীনি আল্লাযী হুয়া 'ইসমাতু আমরী, ওয়া আসলিহ্ লী দুনইয়াায়া আল্লাতী ফীহা মা'আশী, ওয়া আসলিহ্ লী আাখিরাতি আল্লাতী ফীহাা মা'আাদী। ওয়াজ'আলিল হায়াাতা জিয়াাদাতান লী ফী কুল্লি খাইর, ওয়াজ'আলিল মাওতা রাাহাতান লী মিন কুল্লি শার।"[১]

"তুমি আমার দ্বীনকে সংশোধন করে দিও, যে দ্বীনে আমার সকল বিষয়াদির সংরক্ষণ নিহিত আছে। তুমি আমার দুনিয়াকে সংশোধন করে দিও, যে দুনিয়াতে আমার জীবন-যাপন নিহিত আছে। তুমি আমার আখেরাতকে সংশোধন করে দাও, যে আখেরাতে আমার গন্তব্যস্থল (পরকাল) নিহিত আছে। প্রত্যেক কল্যাণকর কাজের জন্য আমার জীবনকে বৃদ্ধি করে দাও। আর মৃত্যুকে আমার জন্য প্রত্যেক অনিষ্ট থেকে শান্তিদানকারী করে দাও।"

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا .أخرجه مسلم.

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'ঊযু বিকা মিনাল 'আজ্যি ওয়া কাসাল, ওয়ালজুব্নি ওয়াল বুখ্ল, ওয়াল হারামি ওয়া 'আযাাবিল ক্বর। আল্লাহুম্মা আাতি নাফসী তাকওয়াাহা, ওয়া জাক্কিহাা আনতা খাইরু মান্ জাক্কাাহা, আন্তা ওয়ালিয়্যুহাা ওয়া মাওলাাহাা। আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'ঊযু বিকা মিন্ ইল্মিল লাা ইয়ানফা', ওয়া ক্বল্বিন লাা ইয়াখশা', ওয়া মিন্ নাফ্সিন লাা তাশবা', ওয়া মিন্ দা'ওয়াতিন লাা ইউসতাজাাবু লাহাা।"[২]

১. মুসলিম হাঃ নং ২৭২০

১ .মুসলিম হাঃ নং ২৭২২

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করছি অপারগতা ও অলসতা থেকে, কৃপণতা ও ভীরুতা (সাহসহীনতা) থেকে এবং (অতি) বার্ধক্য ও কবরের আজাব থেকে। হে আল্লাহ! আমার মনে তাক্বওয়া (আল্লাহর ভয়) দান কর এবং তা পবিত্র কর; কারণ সর্বোত্তম পবিত্রকারী ও তুমিই মনের অভিভাবক এবং তুমিই তার মনিব। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করছি এমন বিদ্যা হতে যা উপকারে আসেনা, এমন অন্তর হতে যা বিনয়ী হয়না, এমন মন হতে যা পরিতৃপ্ত হয়না এবং এমন দোয়া হতে যা কবুল হয়না।"

◆ **অত:পর বিতর নামাজের শেষে বলবে:**

«أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَـا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ» .أخرجه أبوداود والترمذي.

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'ঊযু বিরিযাাকা মিন্ সাখাতিক, ওয়া বিমু'আফাাতিকা মিন্ 'উকূবাতিক্। ওয়া আ'ঊযু বিকা মিন্কা লাা উহ্সী ছানাায়ান 'আলাইকা আন্তা কামাা আছনাইতা 'আলাা নাফমিক্।"[১]

"হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তুষ্টির মাধ্যমে তোমার অসন্তুষ্টি থেকে আশ্রয় প্রাথনা করছি। তোমার নিরাপত্তার মাধ্যমে তোমার আজাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর তোমার মাধ্যমে তোমার (পাকড়াও) থেকে আশ্রয় প্রর্থনা করছি। তোমার প্রশংসা গণনা করা সম্ভব নয় যেমনটি প্রশংসা তুমি তোমার করেছ।"

◆ অত:পর দোয়া কুনূতের শেষে নবী [ﷺ]-এর উপর দরুদ পাঠ করবে। দোয়া কুনূত ও অন্যান্য দোয়া শেষে দুই হাত মুখমণ্ডলে মুছবে না।

দোয়া কুনূত বিতরের নামাজে ছাড়া অন্য স্থানে পড়া মকরূহ (অপছন্দনীয়)। তবে হ্যাঁ, যদি মুসলিম সমাজ কোন বিপদ-আপদের সম্মুখীন হয় তখন কুনূতে নাজেলার দোয়া পড়া সুন্নত। তাই ইমাম

২. আবূ দাউদ হাঃ নং ১৪২৭, হাদীসের হুবহু শব্দগুলো আবূ দাউদের, তিরমিযী হাঃ নং ৩৫৬৬

সাহেব ফরজ নামাজসমূহে শেষ রাকাতের রুকুতে বা কখনো কখনো রুকুর আগে দোয়া কুনূত পড়বে।

মুসলিম সমাজের উপর বিপদ দূর করার জন্য যে দোয়া কুনূত পড়া হবে তাতে দুর্বল মুসলিমগণের সাহায্যের জন্য দোয়া করা হবে অথবা জালিম কাফিরদের জন্য বদদোয়া করা হবে অথবা উভয় দোয়াই করা হবে।

◆ কোন মানুষের তার সর্বোত্তম নামাজ হলো তার ঘরে আদায়কৃত নফল নামাজ। তবে ফরজ নামাজ ও যে সমস্ত নফলের জামাত আছে সে গুলো জামাতের সাথে মসজিদে আদায় করবে। যেমন, সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের নামাজ, তারাবির নামাজ ইত্যাদি।

◆ **সফরে বিতর পড়ার বিধান:**

যে ব্যক্তি সফরে থাকবে সে বিতর নামাজ যানবাহনে আরোহণ অবস্থাতেই আদায় করতে পারবে। যদি সম্ভব হয় তাহলে যখন বাহনটি বা যানবাহনটি কিবলা দিকে ফিরবে তখন তাকবিরে তাহরীমা বাঁধবে। আর তা সহজে সম্ভব না হলে যে দিকে তার বাহন আছে সে দিকেই চেহারা করেই নিয়ত বাঁধতে পারবে। বিতরের নামাজের পরে বসে দুই রাকাত নামাজ আদায় করা সুন্নত। তবে যখন রুকু করবে দাঁড়িয়ে রুকু করবে।

◆ **বিতর নামাজের কাযার পদ্ধতি:**

যে ব্যক্তি বিতরের নামাজ আদায় না ক'রে ঘুমিয়ে পড়বে অথবা আদায় করতে ভুলে যাবে সে যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হবে অথবা যখন তার স্মরণ হবে তখন তা আদায় করে নিবে। যদি ফজরের আজান ও একামতের মাঝের সময়ে আদায় করে তাহলে বিতর নামাজের স্বাভাবিক নিয়মেই তা আদায় করবে। আর যদি দিনে আদায় করে তাহলে রাকাত বিজোড় সংখ্যায় আদায় না করে জোড় আদায় করবে। উদাহরণ স্বরূপ যদি সে রাত্রে বিতর এগার রাকাত আদায় করার অভ্যস্ত হয়, তাহলে দিনে তা বার রাকাত আদায় করবে। ঠিক এভাবে অন্যান্য সংখ্যার বেলায়ও জোড় আদায় করবে।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَاتَتْــهُ الصَّلَاةُ مِنْ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيْرِهِ صَلَّى مِنْ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً.أخرجه مسلم.

আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ [দ:] যদি ব্যথা বা অন্য কোন কারণে রাত্রের নফল নামাজ আদায় করতে না পারতেন, তাহলে তিনি দিনে বার রাকাত আদায় করতেন।"[১]

১.মুসলিম হাঃ নং ৭৪৬

ঘ-তারাবির সালাত

◆ **তারাবি নামাজের বিধান:**

তারাবির নামাজ সুন্নতে মুয়াক্কাদা তথা তাগিদপূর্ণ সুন্নত, যা নবী [দ:]-এর আমল দ্বারা সাব্যস্ত রয়েছে। আর এটা ঐ সমস্ত নফলের অন্তর্ভুক্ত যা রমজান মাসে জামাতের সাথে আদায় করা হয়।

◆ তারাবির নামাজকে তারাবীহ বলে নাম রাখা হয়েছে; কারণ মানুষ প্রতি চার রাকাত পর আরাম গ্রহণের জন্য বসতেন; কেননা এ নামাজে কেরাত দীর্ঘ করা হত।

◆ **তারাবির নামাজের সময়:**

রমজান মাসে এশার নামাজের পর থেকে শুরু করে প্রভাত (সুবহে সাদিক) পর্যন্ত তারাবির নামাজ আদায় করা যায়। এ নামাজ পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্যই সুন্নত। রসূলুল্লাহ [ﷺ] রমজান মাসে রাতের নফল সালাত (তারাবিহ বা তাহাজ্জুদ)-এর প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছে। তিনি বলেন:

«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». متفق عليه.

"যে ব্যক্তি রমজান মাসে সঠিক ঈমান নিয়ে সওয়াবের উদ্দেশ্যে রাতের নফর সালাত (তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ) আদায় করবে তার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।"[১]

◆ **তারাবীর সালাত আদায়ের পদ্ধতি:**

১. সুন্নত হলো ইমাম সাহেব মুসল্লিগণকে নিয়ে এগারো বা তের রাকাত তারাবীর সালাত আদায় করবেন। আর সর্বোত্তম তরীকা হলো প্রতি দুই রাকাত পর পর সালাম ফিরানো।

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاكَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ২০০৯ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১১৪৭

وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا...أخرجه البخاري.

১. আবু সালামা থেকে বর্ণিত তিনি আয়েশা (রা:)কে জিজ্ঞাসা করেন রমজান মাসে রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সালাত কেমন ছিল? তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] রমজান ও অন্য কোন মাসেই এগারো রাকাতের বেশী আদায় করেননি। চার রাকাত করে আদায় করতেন। তবে তা এত লম্বা হতো এবং এত সুন্দর যা প্রশ্নের অপেক্ষা রাখে না। অত:পর তিন রাকাত বিতর আদায় করতেন।"[১]

عَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً. متفق عليه.

২. ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ রাত্রিতে তের রাকাত সালাত আদায় করতেন।"[২]

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ. أخرجه مسلم.

৩. আয়েশা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] এশার সালাত ও ফজরের সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে এগারো রাকাত সালাত আদায় করতেন। প্রত্যেক দুই রাকাত পর পর সালাত ফিরাতেন এবং শেষে এক রাকাত বিতর আদায় করতেন।"[৩]

২. সুন্নত হল, ইমাম সাহেব রমজানের শুরুতে ও শেষে তারাবির সালাত এগারো বা তের রাকাত আদায় করবেন। তবে বিশেষ করে শেষ দশকে বেশী দীর্ঘ করবেন। অর্থাৎ লম্বা সময় পর্যন্ত কিয়াম (দাঁড়ানো) অবস্থায়, রুকু ও সেজদায় অতিবাহিত করবেন। কেননা নবী

[১]. বুখারী হাঃ নং ১১৪৭

[২] .বুখারী হাঃ নং ১১৩৮ ও মুসলিম হাঃ নং ৭৬৮ হাদীসের শব্দগুলো মুসলিমের

[৩] . মুসলিম হাঃ নং ৭৩৬

[ﷺ] সারা রাত কিয়াম অবস্থায় অতিবাহিত করতেন। তবে যদি কোন কম বেশী করে, তাতে কোন অসুবিধা নেয়।

◆ কখন মুক্তাদির জন্য রাত্রি কিয়ামের সওয়ার লেখা হবেঃ

১. উত্তম হল, মুসল্লি ইমাম সাহেবের সাথেই সালাত শেষ করবেন (তার আগে নয়)। ইমাম সাহেব এগারো রাকাত বা তের রাকাত বা তেইশ রাকাত অথবা তার কম বা বেশী যাই আদায় করুক; যেন তার জন্য সারা রাত সালাতের সওয়াব লেখা হয়। নবী [ﷺ] বলেনঃ

« إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ». أخرجه أبوداود والترمذي.

"নিশ্চই যে ব্যক্তি ইমামের সাথে (তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ) শেষ পর্যন্ত সালাত আদায় করবে, তার জন্য সারা রাত সালাতের সওয়াব লেখা হবে।"[১]

২. যদি তারাবির সালাত দুইজন ইমাম পড়ান তাহলে দুইজনের সাথে শেস করলে সারা রাত্রির সওয়াব লেখা হবে; কারণ দ্বিতীয়জন প্রথমজনের সম্পূরক।

◆ তারাবির সালাতের ইমামতি কে করবেঃ

সবচেয়ে যার সুন্দর ও তাজবীদ সহকারে কুরআন মুখস্ত আছে সেই ইমামতি করবেন। যদি মুখস্ত সম্ভব না হয় তাহলে কুরআন দেখে পড়বেন। আর রমজানে মুসল্লিগণের সাথে সমস্ত কুরআন খতম করা উত্তম। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে ইমাম সাহেব যতটুকু সম্ভব ততটুকু পড়বেন।

◆ কুরআন খতমের দোয়া পড়ার বিধানঃ

সালাতের মধ্যে কুরআন খতমের দো'আ শরিয়ত সম্মত নয়; কারণ নবী [ﷺ] বা কোন সাহাবী থেকে ইহা সুসাব্যস্ত না। কিন্তু যদি কেউ চায় তাহলে কুরআন খতমের দো'আ সালাতের বাহিরে করতে পারে। কেননা ইহা আনাস [رضي الله عنه] থেকে প্রমাণিত আছে। অতএব যে চাইবে সে দোয়া করবে আর যে চাইবে না করবে না। আর কুরআন খতমের

[১] .হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাঃ নং ১৯৭৫, তিরমিযী হাঃ নং ৮০৬ এবং হাদীসের শব্দগুলো তিরমিযীর

নির্দিষ্ট কোন দোয়া নেই। মুসলিম ব্যক্তি যা ইচ্ছা তাই দ্বারা দোয়া করবে।

- যার শেষ রাত্রিতে তাহাজ্জুদের অভ্যাস আছে সে বিতর সালাত তাহাজ্জুদের পরে আদায় করবে। যদি ইমাম সাহেবের সাথে তারাবি ও বিতর এক সঙ্গে আদায় করে নেয়, তাহলে শেষ রাত্রিতে দুই দুই রাকাত করে শুধু তাহাজ্জুদ আদায় করবে।
- যদি কোন মহিলা কোন ফরজ বা নফল সালাতের জন্য মসজিদে গমন করতে চায়, তাহলে সুগন্ধি ব্যবহার ব্যতীত সাধারণ বেশে গমন করবে।

ঙ- দুই ঈদের সালাত

◆ এবাদত ও আনুগত্যের জন্য জমায়েত হওয়া দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার: সুন্নাহ রাতেবা তথা যা সর্বদা করা হয়। ইহা ফরজ হতে পারে যেমন: পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, জুমা অথবা সুন্নত হতে পারে যেমন: দুই ঈদ, তারাবিহ্, সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ ও ইস্তিসকার সালাতের জন্য। এসব সুন্নাহ রাতেবা এর হেফাজত ও সর্বদা করা উচিত।

দ্বিতীয় প্রকার: যা সুন্নাহ রাতেবা নয় যেমন: নফল সালাতের জন্য জমায়েত হওয়া যেমন কিয়ামুল লাইল অথবা দোয়া। এসব কখনো কখনো করা জায়েজ সর্বদা করা ঠিক নয়।

◆ **নবী [ﷺ]-এর খুৎবাসমূহ:**

প্রথমত: যেসব খুৎবা সর্বদা দিতেন যেমন: জুমার খুৎবা, দুই ঈদের খুৎবা এবং ইস্তিসকা ও সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণের খুৎবা। জুমার দিনে সালাতের পূর্বে দুই খুৎবা দিতেন। আর দুই ঈদ ও সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণে সালাতের পরে একটি করে খুৎবা দিতেন। আর ইস্তিসকায় সালাতের পূর্বে একটি খুৎবা প্রদাণ করতেন।

দ্বিতীয়ত: যেসব খুৎবা নবী [ﷺ] কোন প্রয়োজনে প্রদান করতেন যেমন: ঘুষ সম্পর্কে খুৎবা দেন। অনুরূপ মাখজুমীয়্যা নারীর ব্যাপারে যে চুরি করেছিল ইত্যাদি। তাই বিচারক অথবা মুফতি বা আলেম কিংবা দ্বীনের আহ্বায়কের জন্য প্রয়োজনে উপস্থিত বিষয়ে সত্যের বয়ানে খুৎবা প্রদান করা উচিত। অনুরূপ সর্বদীয় খুৎবাগুলোতেও করবেন। খতীব সাহেব মানুষের অন্তরে নাড়া দেয় এবং যেন আত্মার মাঝে প্রভাব বিস্তার করে এমন খুৎবা প্রদান করবেন

◆ **মুসলামনদের ঈদ:**

ইসলামে মোট তিনটি ঈদ:

১. ঈদুল ফিতর, যা প্রতি বছরে শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখে হয়।

২. ঈদুল আজহা, যা প্রতি বছর জিল হজ্ব মাসের দশম তারিখে হয়।

৩. সাপ্তাহিক ঈদ, যা জুমার দিন হয়। এ সম্পর্কে আলোচনা পূর্বে হয়েছে।

◆ ঈদের সালাত বিধি বিধান করার হেকমত:

ঈদুল ফিতরের সালাত রমজান মাসের রোজা পূর্ণ করার পর হয়। আর ঈদুল আজহার সালাত হজ্বের পরে এবং জিলহজ্ব মাসের দশম তারিখে হয়। এই দুই ঈদ ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য। যা মুসলিমগণ বড় দু'টি এবাদত আদায়ের পরে আল্লাহ তা'য়ালার শুকরিয়া আদায়ের লক্ষ্যে পালন করে থাকে।

◆ দুই ঈদের সালাতের বিধান:

দুই ঈদে সালাত আদায় করা প্রত্যেক মুসলিম নর ও নারীর জন্য সুন্নতে মুয়াক্কাদা।

◆ দুই ঈদের সালাতের সময়:

সূর্য উদয়ের পর এক বর্শা পরিমাণ উঁচু হলেই ঈদের সালাতের সময় শুরু হয়। অর্থাৎ উদয়ের প্রায় ১৫মি: পর থেকে শুরু করে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত ঈদের সালাত আদায় করতে পারে। যদি ঈদের দিন সম্পর্কে দ্বিপ্রহরের পর জানতে পারে, তাহলে পরের দিন ঈদের সালাতের সময়ে ঈদের সালাত আদায় করবে। ঈদের সালাত আদায়ের পরেই কুরবানি করবে। ঈদের সালাত আদায়ের পূর্বে করবে না।

◆ দুই ঈদের সালাতের জন্য বের হওয়ার নিয়ম:

সুন্নত হল দুই ঈদের সালাতে বের হওয়ার পূর্বে গোসল করে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হবে এবং সর্বোত্তম পোশাক পরিধান করবে। এই দিনে ঈদের আনন্দ প্রকাশের জন্য মহিলারাও অংশ গ্রহণ করবে বেপর্দায় সুগন্ধি ব্যবহার করে লোকজনের সঙ্গে সালাতের জন্য বের হবে না। এমনকি ঋতুবতী মহিলারাও যাবে কিন্তু ঈদগাহের বাহিরে থেকে খুৎবা শ্রবণ করবে। সম্ভব হলে পাঁয়ে হেঁটে মুসল্লিদের জন্য ঈদগাহে সকাল সকাল যাওয়া সুন্নত। তবে ইমাম সাহেব সালাতের সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। এক রাস্তায় যাওয়া এবং অপর রাস্তা দিয়ে ফিরে আসা সুন্নত। আর ইসলামের নিদর্শনের বহি:প্রকাশের লক্ষ্যে এবং সুন্নতের অনুকরণের জন্য ঈদুল ফিতরে ঈদের মাঠে বের হওয়ার আগে বেজোড় কয়েকটি

খেজুর খাওয়া সুন্নত। আর ঈদুল আজহাতে কিছু না খেয়ে বের হওয়া এবং ফিরে এসে কুরবানীর গোশ্‌ত দিয়ে খাওয়া শুরু করা সুন্নত।

◆ **ঈদের সালাতের স্থান:**

শহর ও গ্রামের নিকটবর্তী খোলা মাঠে ঈদের সালাত আদায় করা সুন্নত। ঈদগাহে পোঁছে দুই রাকাত সালাত আদায় করে বসে বসে জিকির করতে থাকবে।[১] বৃষ্টি ইত্যাদি কোন অজুহাত না থাকলে ঈদের সালাত মসজিদে আদায় করা হবে না। ঈদের সালাত কোন ওজরে মসজিদে হলে প্রবেশ করার পর মসজিদে প্রবেশের সালাত আদায় করে ইমাম সাহেব আসা পর্যন্ত যিকির করতে থাকবে। ঘরে ফিরে আসার পর মুসল্লির জন্য দুই রাকাত সালাত আদায় করা মুস্তাহাব।

◆ **ঈদের সালাতের পদ্ধতি:**

সালাতের সময় হলে ইমাম সাহেব মুসল্লিদের নিয়ে কোন আজান ও একামত ছাড়া দুই রাকাত সালাত আদায় করবেন। প্রথম রাকতে তকবিরে তাহরীমাসহ সাতটি বা নয়টি এবং দ্বিতীয় রাকাতে দাঁড়ানোর পর সূরা ফাতিহা শুরু করার পূর্বে পাঁচটি তকবীর বলবেন। অত:পর সূরা ফাতিহার পর উচ্চস্বরে প্রথম রাকাতে সূরা আ'লা এবং দ্বিতীয় রাকাতে ফাতিহার পর সূরা গাশিয়াহ পাঠ করবে। অথবা প্রথম রাকাতে সূরা ক্ব-ফ এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ক্বমার পাঠ করবে। সুন্নত পালনার্থে একেক সময় একাকটা পাঠ করবে।

◆ **ঈদের খুৎবা:**

ইমাম সাহেব সালাম ফিরানোর পর মুসল্লিগণের দিকে হয়ে একটি খুৎবা পাঠ করবেন।[২] যে খুৎবাতে তিনি আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করবেন। মানুষকে আল্লাহর শরিয়তের উপর ও আমলের প্রতি এবং দান সদকার প্রতি উৎসাহিত করবেন। আর ঈদুল আজহাতে কুরবানীর প্রতি উৎসাহিত করবেন এবং কুরবানীর বিধি-বিধান বর্ণনা করবেন।

---

১. অন্য মতে কোন সালাত আদায় না করে বসে যাবে।

২. জুমার খুৎবার উপর কিয়াস করে দুই খুৎবা দেয়ার মতও রয়েছে।

◆ **ঈদের সালাতের আহকাম:**

যদি জুমার দিন ঈদ হয় তাহলে শুধু ঈদের সালাত আদায় করলেই হবে, জুমা আদায়ের প্রয়োজন নেয়; বরং জুমার সময় যোহর আদায় করবে। তবে ইমাম সাহেব এবং মুসল্লিগণের মধ্যে যারা ঈদ আদায় করেনি, তাদের জন্য জুমার সালাত আদায় করা জরুরী।

◆ যদি ইমাম সাহেব সালাতে অতিরিক্ত তকবিরগুলোর মধ্যে হতে কোন তকবির ভুলে যায় এবং সূরা ফাতিহা শুরু করে দেয় তাহলে সে তকবির আর দিতে হবে না; কারণ তার স্থান ও সময় সূরা ফাতিহা শুরু করার আগে যা বিগত হয়ে গেছে। অন্যান্য ফরজ ও নফলের মত ঈদের সালাত ও বৃষ্টি প্রার্থনার সালাতে অতিরিক্ত তকবিরগুলোতে হাত উঠাবে।

◆ ইমাম সাহেবের জন্য সুন্নত হল তিনি খুৎবাতে মহিলাদের জন্যও ওয়াজ করবেন এবং তাদেরকে ফরজ-ওয়জিব ঠিকমত আদায়ের কথা এবং দান সদকা করার প্রতি উৎসাহিত করবেন।

◆ ঈদের সালাতে যে ব্যক্তি ইমাম সাহেবের সালাম ফিরানোর পূর্বে সালাতের নিয়ত বাঁধতে পেরেছে, সে সালামের পরে যথা নিয়মে বাকি সালাত সমাপ্ত করবে। আর যারা ইমাম সাহেবের সঙ্গে সালাত পায়নি তারা জামাত করে ঈদের সালাতের নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সালাত আদায় করে নিবে।

◆ ঈদের সালাতের জামাতের পর কোন ব্যক্তির প্রয়োজন থাকলে, সে খুৎবা শ্রবণ না করে চলে যেতে পারে। যদি কারো চলে যাওয়ার প্রয়োজন না থাকে তার জন্য খুৎবা শ্রবণ করার জন্য বসে থাকাই উত্তম।

◆ **ঈদের দিন তকবির বলার বিধান:**

দুই ঈদের দিনগুলোতে শব্দ করে তকবির (আল্লাহু আকবার) বলবে। সমস্ত মুসলিম এই তকবির ঘরে, বাজারে, রাস্তা, ঘাটে, মসজিদে ও অন্যান্য সকল স্থানেই বলবে। তবে মহিলারা অন্য পূরুষের উপস্থিতিতে সশব্দে বলবে না।

◆ **তকবিরের সময়সমূহ:**

১. ঈদল ফিতরের তকবির ঈদের আগের রাত (সূর্যাস্তের পর) থেকে শুরু করে ঈদের সালাত পর্যন্ত বলা সুন্নত।

২. ঈদল আজহার তকবির শুরু হবে জিলহজ মাসের ১০ তারিখের আগের রাত থেকে এবং শেষ হবে ১৩ তারিখের সূর্যাস্তের সাথে সাথে।

◆ **তকবিরের নিয়ম:**

১. জোড়া তকবির বলবে: আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ্।

২. অথবা বেজোড় তকবির বলবে: আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ্।

৩. অথবা প্রথম বারে বেজোড় এবং দ্বিতীয় বারে জোড় বলবে: আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ্। কখনো এভাবে করবে আর কখনো ঐভাবে এতে কোন অসুবিধা নেয়।

◆ **বিদ'আতি ঈদ তথা অনুষ্ঠানসমূহের হুকুম:**

এককভাবে বিভিন্ন খুশির অনুষ্ঠান যেমন: হিজরী ও ইংরেজী নববর্ষ পালন, শবে মেরাজ পালন, শবেবরাত পালন, ঈদে মিলাদুন নবী পালন, মাতৃ দিবস পালন ইত্যাদি। এসব বিভিন্ন রেওয়াজ মুসলিম সমাজে বিস্তার লাভ করেছে। এগুলোর সবই বিদ'আত ও প্রত্যাখ্যাত, পরিত্যাজ্য। যে ব্যক্তি এর কোন একটি পালন করবে, অথবা এর স্বীকৃতি দিবে, অথবা এর দিকে আহ্বান করবে, অথবা টাকা পয়সা খরচ করবে, সে গুনাহগার হবে। শুধু তাই নয় বরং এ গুলোর সকল গুনাহ তাকে বহন করতে হবে এবং তাকে দেখে যারা এ আমল করবে তাদের গুনাহের সমান বোঝাও তাকে বহন করতে হবে।

চ- সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের সালাত

◆ **চন্দ্রগ্রহণ:** চন্দ্রগ্রহণ হলো রাত্রে চন্দ্রের সম্পূর্ণ অংশের অথবা কিছু অংশের আলো চলে যাওয়া।

◆ **সূর্যগ্রহণ:** সূর্যগ্রহণ হলো দিনে সূর্যের সম্পূর্ণ অংশের অথবা কিছু অংশের আলো আড়াল হয়ে যাওয়া।

◆ **সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের সালাতের বিধান:**

প্রতিটি মুসলিম নর ও নারীর প্রতি সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের সালাত সুন্নতে মুয়াক্কাদা। ইহা বাড়ি ও সফরে আদায় করবে।

◆ **সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের সালাতের সময় জানা:**

সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট সময় আছে, যে ভাবে সূর্য ও চন্দ্র উদয়ের নির্দিষ্ট সময় আছে। আল্লাহর সৃষ্টির নিয়মনুযায়ী সূর্যগ্রহণ মাসের শেষে হয়ে থাকে এবং চন্দ্রগ্রহণ পূর্ণিমার সময় হয়ে থাকে।

◆ **সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের কারণসমূহ:**

সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হলে মানুষ আল্লাহর আজাবের ভয় ভীতি নিয়ে সালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে অথবা বাড়ীতে গমন করবে। তবে এ সালাত মসজিদেই উত্তম। যেমন ভাবে ভূমিকম্পনের কারণ আছে, বজ্রপাতের কারণ রয়েছে, আগ্নেয়গিরির কারণ রয়েছে, তেমনি ভাবে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণেরও কারণ রয়েছে যে কারণে এগুলো সংঘটিত হয়। আর এগুলো সংঘটিত হওয়ার হেকমত হলো: আল্লাহ তা'য়ালার ভয় দেখানো; যেন মানুষ আল্লাহ তা'য়ালার দিকে ফিরে আসে।

◆ **সময়:** গ্রহণ লাগা শুরু হওয়া থেকে শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়কালে গ্রহণের সালাতে থাকতে হবে।

◆ **সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের সালাত আদায়ের পদ্ধতি:**

এ সালাতে কোন আজান ও একামত নেয়। তবে রাতে হোক বা দিনে হোক "আস্‌সলাতু জাামি'আহ"(আসুন! সালাতের জামাত কায়েম হচ্ছে) কমপক্ষে একবার বা একাধিক বার বলবে। মুসল্লিদেরকে একত্র করা হলে ইমাম সাহেব তকবির বলে স্বশব্দে সূরা ফাতিহা ও একটি লম্বা সূরা পড়বেন। এরপর "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ, রব্বানা ওয়ালাকাল হামদ" বলে রুকু থেকে উঠবে। তবে সেজদা করবে না;

বরং আবার সূরা ফাতিহা পাঠ করবে এবং অন্য একটি সূরাও পড়বে। এই সূরাটি তুলনা মূলক ভাবে প্রথম সূরার চেয়ে ছোট হবে। অত:পর আবার রুকু করবে। তবে তা প্রথম রুকুর চেয়ে কম লম্বা হবে। এরপর রুকু থেকে উঠে দুটি দীর্ঘ সেজদা করবে। প্রথম সেজদার চেয়ে দ্বিতীয় সেজদা তুলনা মূলক কম দীর্ঘ হবে এবং দুই সেজদার মাঝে সোজা হয়ে বসবে। অত:পর দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে প্রথম রাকাতের মত করে দ্বিতীয় রাকাত আদায় করবে। তবে তা প্রথম রাকাতের চেয়ে কম লম্বা হবে। অত:পর আত্ত্যাহিয়াতু পাঠ করে সালাম ফিরাবে।

◆ **গ্রহণের খুৎবার নিয়ম:**

সালাম ফিরানোর পর ইমাম সহেবের জন্য একটি খুৎবা দেওয়া সুন্নত। খুৎবাতে তিনি মুসল্লিদেরকে ওয়াজ করবেন এবং তাদের নিকট গ্রহণের ঘটনা উল্লেখ করবেন যেন তাদের অন্তর নরম হয়ে যায়। সাথে সাথে মানুষকে দো'য়া ও ইস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করার নির্দেশ দিবেন।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:خَسَفَتْ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَأَطَالَ الْقِيَامَ جِدًّا ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ جِدًّا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ جِدًّا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ جِدًّا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتْ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَإِنَّهُمَا لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَكَبِّرُوا وَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ إِنْ مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرَ مِنْ اللَّهِ أَنْ

يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْـــتُمْ كَـــثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟». متفق عليه.

আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সময়ে সূর্যগ্রহণ হলে সালাতের জন্য উঠেন এবং সালাতে দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়ানোর পর রুকুতে যান এবং অনেক দীর্ঘ রুকু করার পর রুকু থেকে উঠেন। অত:পর দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন। তবে তা প্রথম বারের চেয়ে কম লম্বা ছিল। অত:পর পুনরায় রুকুতে যান এবং দীর্ঘ সময় রুকুতে থাকেন। তবে তা প্রথম রুকুর চেয়ে কম লম্বা । এরপর সেজদা করেন। অত:পর দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকলেন। তবে তা প্রথম বারের চেয়ে কম লম্বা।

অত:পর আবার রুকুতে গেলেন এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত রুকুতে থাকলেন। তবে তা প্রথম রুকুর চেয়ে কম লম্বা। অত:পর রুকু থেকে মাথা উঠালেন এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দাঁড়ানো অবস্থায় থাকলেন। তবে তা প্রথম বারের চেয়ে কম লম্বা। অত:পর আবার রুকুতে গেলেন এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত রুকুতে থাকলেন। তবে তা প্রথম রুকুর চেয়ে কম লম্বা। অত:পর সেজদা করলেন।

এরপর রসূলুল্লাহ [ﷺ] যখন সালাত সমাপ্ত করলেন তখন সূর্যগ্রহণ শেষ হয়ে গেছে। অত:পর তিনি মানুষের উদ্দেশ্যে খুৎবা দিলেন। যাতে আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসা বর্ণনা করে বলেন:"নিশ্চয়ই সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ তা'য়ালার অন্যতম নিদর্শন। আর কোন ব্যক্তির মত্যু বা জন্মের কারণে সূর্য ও চন্দ্রে গ্রহণ লাগে না। অতএব, যখন তোমরা সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ দেখবে তখন আল্লাহু আকবার বলবে, আল্লাহর নিকট দোয়া করবে, সালাত আদায় ও দান-সদকা করবে। হে মুহাম্মদের উম্মত! কারো দাস বা দাসী জেনা করলে যে রাগান্বিত হয় তার চেয়েও আল্লাহ বেশি রাগান্বিত হন। হে মুহাম্মদের উম্মত! আল্লাহর শপথ! যদি তোমরা জানতে যা আমি জানি তাহলে অনেক ক্রন্দন করতে ও কম হাসতে। আমি কি আমার দায়িত্ব তোমাদের পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছি ?"[১]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ১০৪৪ ও মুসলিম হাঃ নং ৯০১ শব্দ তারই

◆ **গ্রহণের সালাতের কাযা:**

গ্রহণের নামাজের প্রত্যেক রাকাতের প্রথম রুকু পেলে রাকাত পাওয়া হবে। আর যদি গ্রহণ শেষ হয়ে যায় তবে গ্রহণের নামাজ ছুটে গেলে তা কাজা করার প্রয়োজন নেয়।

◆ যদি সালাতে থাকা অবস্থায় সূর্যগ্রহণ শেষ হয়, তাহলে গ্রহণের সালাত সংক্ষেপ করবে। আর যদি গ্রহণের সালাত সমাপ্ত হওয়ার পরেও গ্রহণ শেষ না হয়, তাহলে গ্রহণ সমাপ্ত পর্যন্ত বেশী বেশী দো'য়া, তকবির এবং দান সদকা করবে।

◆ **গ্রহণের নির্দশনের সূক্ষ্ম বুঝ:**

সূর্যগ্রহণের বাহ্যিক দৃশ্য মনকে আল্লাহর তওহীদের দিকে ধাবিত করে এবং আল্লাহর এবাদতের দিকে উৎসাহ প্রদান করে। সাথে সথে পাপ থেকে বিরত রাখতে সাহায্য করে এবং আল্লাহর সৃষ্টির ক্ষেত্রে ও তাঁর দিকে ফিরে আসতে সাহায্য করে।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْءَايَٰتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴿٥٩﴾﴾ الإسراء: ٥٩

"আমি লোকদেরকে ভীতি প্রদর্শনের জন্যই নিদর্শন প্রেরণ করি।" [সূরা বনি ইসরাইল: ৫৯]

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ». متفق عليه.

২. আবু মাসউদ আনসারী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "নিশ্চয়ই সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন। আল্লাহ উভয়ের দ্বারা তার বান্দাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করেন। কার মৃত্যুর কারণে সূর্য চন্দ্রে গ্রহণ লাগে না। তাই যখন তোমরা সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ

দেখবে, তখন গ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত (গ্রহণের) সালাত আদায় করতে থাক এবং দো'য়া করতে থাক।"[১]

◆ নিদর্শনের সালাতঃ

কোন নিদর্শন দেখা দিলে চারটি রুকু ও চারটি সেজদা করে সালাত আদায় করা বিধিন সম্মত। প্রতিটি রাকাতে দু'টি করে রুকু ও দু'টি করে সেজদা করতে হবে। নিদর্শন যেমনঃ ভূমিকম্প, তুফান-বন্যা, আগ্নেয়গিরি ও দুর্যোগ ইত্যাদি।

[১]. বুখারী হাঃ নং ১০৪১ এবং মুসলিম হাঃ নং ৯১১ হাদীসের হুবহু শব্দগুলো মুসলিমের

ছ- সালাতুল ইস্তিসকা (বৃষ্টির জন্য সালাত)

◆ **ইস্তিসকার অর্থ:** আল্লাহর নিকট বৃষ্টি চেয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে দো'য়া করার নাম।

◆ **বৃষ্টির জন্য সালাতের বিধান:**

এটা সুন্নতে মুয়াক্কাদা সালাত। এ সালাত যে কোন সময়ে আদায় করা যেতে পরে। তবে উত্তম হল সূর্য এক বর্শা পরিমাণ উদিত হওয়ার পর (অর্থাৎ সূর্য উদিত হওয়ার ১৫মি: পরে)।

◆ **বৃষ্টি সালাতের বিধি-বিধানের হেকমত:**

জমিন যখন শুকিয়ে যায় এবং বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ হয়ে যায়, তখন বৃষ্টির সালাত পড়তে হয়। বৃষ্টির সালাতের উদ্দেশ্য জীর্ণ-শীর্ণ অবস্থায় আল্লাহ তা'য়ালার ভয়- ভীতি নিয়ে বিনয়ের সাথে কেঁদে কেঁদে নারী, পুরুষ, শিশু সকলেই খোলা মাঠে একত্রিত হবে। ইমাম সহেব[১] তাদের জন্য নির্দিষ্ট দিন নির্ধারণ করবেন।

◆ **ইস্তিসকার প্রকার:**

বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা জামাতের সাথে বৃষ্টির সালাতের মাধ্যমে হতে পারে অথবা জুমার সালাতের খুৎবাতে বৃষ্টির জন্য দোয়ার মাধ্যমেও হতে পারে। অথবা সালাতের পরে দোয়ার মাধ্যমে কিংবা কোন সালাত বা খুৎবা ব্যতীত একাকী নির্জনে দোয়ার মাধ্যমেও বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতে পারে।

◆ **বৃষ্টি প্রার্থনার সালাতের পদ্ধতি:**

ইমাম সাহেব মুসল্লিগণকে নিয়ে কোন আজান ও একামত ছাড়াই দুই রাকাত সালাত আদায় করবেন। প্রথম রাকাতে তকবিরে তাহরিমা (নিয়ত বাধাঁর তকবির) সহ মোট সাতটি তকবির দিবেন। অত:পর সশব্দে সূরা ফাতিহা এবং অপর একটি সূরা পাঠ করবেন। এরপর রুকু ও সেজদা করবেন। তারপর দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে অতিরিক্ত

---

[১] .ইমাম অর্থ- রাষ্ট্রপতি বা তাঁর প্রতিনিধি। তবে কোন রাষ্ট্রে বৃষ্টির সালাতের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যবস্থা না থাকলে বড় মসজিদের ইমাম সাহেব বা কোন এলাকার প্রসিদ্ধ আলেম এর দিন নির্ধারণ করবেন।

পাঁচটি তকবির দিবেন (দাঁড়ানোর তকবির ব্যতীত)। অত:পর পূর্বের ন্যায় সশব্দে সূরা ফাতিহা ও অপর একটি সূরা পাঠ করবে। দুই রাকাতের শেষে তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যাতু) ও দরুদ পাঠ করে সালাম ফিরাবেন।

◆ **বৃষ্টির সালাতের খুৎবার সময়:**

সুন্নত হলো ইমাম সালাতের পূর্বে একটি খুৎবা দিবেন।

عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ:رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَرَجَ يَسْتَسْقِي قَالَ: فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ. متفق عليه.

১. আব্বাদ ইবনে তামীম থেকে বর্ণিত তিনি তার চাচা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি নবী [ﷺ] যে দন ইস্তিস্কার জন্য বের হন সেদিন তাঁকে দেখেছি। তিনি বলেন, নবী [ﷺ] তাঁর পিঠকে মানুষের দিকে ফিরিয়ে কিবলামুখী হয়ে দোয়া করতে লাগলেন। অত:পর তিনি তাঁর চাদর পরিবর্তন করলেন। এরপর তিনি [ﷺ] আমাদেরকে নিয়ে দুই রাকাত সালাত আদায় করলেন যাতে তিনি স্বশব্দে কেরাত করেন।[১]

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَبَّرَ ﷺ وَحَمِدَ الله عز وجل، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ..» ... ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. أخرجه أبو داود.

২. আয়েশা [রা:] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] সূর্য উঠার সময় বের হন। এরপর মেম্বারের উপরে বসেন। অত:পর তিনি তকবির বলেন ও আল্লাহর প্রশংসা করেন। এরপর বলেন: তোমরা তোমাদের দেশে দুর্ভিক্ষের সম্যসার অভিযোগ করছ-------। অত:পর তিনি [ﷺ]

[১]. বুখারী হা: নং ১০২৫ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ৮৯৪

মানুষের অভিমুখী হলেন এবং মেম্বার থেকে নেমে দুই রাকান সালাত পড়ালেন।[১]

◆ ইস্তিস্কার খুৎবার পদ্ধতি:

ইমাম সাহেব সালাতের পূর্বে দাঁড়িয়ে একটি খুৎবা প্রদান করবেন। খুৎবায় আল্লাহর প্রশংসা করবে এবং কতবির পড়বেন ও ক্ষমা চাইবে। আর হাদীসে যা সাবস্ত তার মধ্য হতে বলবে যেমন:

«إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ وَاسْتِئْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ وَقَدْ أَمَرَكُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَدْعُوهُ وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ ثُمَّ قَالَ:﴿الْحَمْدُ لِلَّـــهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. اللَّهُـــمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ». أخرجه أبو داود.

"আপনারা আপনাদের দেশে অনাবৃষ্টিতে ভুগছেন এবং সময়মত বৃষ্টি পাচ্ছেন না। আল্লাহ আপানাদেরকে আদেশ করেছেন তার নিকট দো'আ করার জন্য এবং ওয়াদা করেছেন যে, তিনি আপনাদের দো'আ কবুল করবেন।" অত:পর ইমাম সাহেব বলবেন: "আল হামদুলিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন। আররহমানির রাহীম। মালিকি ইয়াওমিদ্দীন। লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহু ইয়াফ'আলু মাা ইউরীদ, আল্লাহুম্মা আন্তাল্লাহু লাা ইলাাহা ইল্লাা আন্তাল গানিইয়ু ওয়া নাহনুল ফুক্বরাা' আনজিল 'আলাইনাল গাইছ, ওয়াজ'আল মাা আনজালতা লানাা কুওয়্যাতান ওয়া বালাাগান ইলা হীন।"

অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক। যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু। যিনি হাশরের দিনের মালিক। আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ (উপাস্য) নেয়। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করতে পারেন। হে আল্লাহ! আপনি আল্লাহ, আপনি ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেয়। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। আমরা সবাই আপনার

---

[১]. হাদীসটি হাসান, আবূ দাউদ হা: নং ১১৭৩

মুখাপেক্ষী। আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন। আর আপনি যে বৃষ্টি দিবেন তা শক্তিতে রুপান্তরিত করুন এবং তা আমাদের প্রয়োজন সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত স্থায়ী করুন।"[১]

«اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا مَرِيعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ».أخرجه أبوداود.

"আল্লাহুম্মাসক্বিনাা গাইছান মুগিছান মারীয়ান নাাফী'য়ান, গাইরা য–ররিন, 'আাজিলান গাইরা আাজিল।"

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাদেরকে এমন বৃষ্টি দান করুন, যা ফলপ্রসূ , উৎপাদনশীল, উপকারী, কোন প্রকারের ক্ষতি করে না, বিলম্ব না করে জলদি দান করুন।"[২]

«اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ». أخرجه مالك وأبو داود.

"আল্লাহুম্মাসক্বি 'ইবাাদাকা ওয়া বাহাায়িমাক, ওয়ানশুর রহমাতাক, ওয়াআহ্য়ি বালাদাকাল মাইয়িত।"[৩]

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনার বান্দাদের জন্য ও প্রাণীদের জন্য বৃষ্টি দান করুন এবং আপনার রহমত বিলিয়ে দিন। আপনার মৃত দেশকে জীবিত করুন।"

«اللَّهُمَّ أَغِثْنَا اللَّهُمَّ أَغِثْنَا اللَّهُمَّ أَغِثْنَا ».أخرجه مسلم.

"আল্লাহুম্মা আগিছনাা, আল্লাহুম্মা আগিছনাা, আল্লাহুম্মা আগিছনাা।"[৪]

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাদের উপকারী বৃষ্টি দান কর, হে আল্লাহ! আমাদের উপকারী বৃষ্টি দান কর, হে আল্লাহ! আমাদের উপকারী বৃষ্টি দান কর।

«اللَّهُمَّ اسْقِنَا اللَّهُمَّ اسْقِنَا اللَّهُمَّ اسْقِنَا ».أخرجه البخاري.

[১]. হাদীসটি হাসান, আবূ দাউদ হাঃ নং ১১৭৩
[২]. হাদীসটি হাসান, আবূ দাউদ হাঃ নং ১১৭৩
[৩]. হাদীসটি হাসান, মুয়াত্তায় মালিক হাঃ নং ৪৪৯, আবূ দাউদ হাঃ নং ১১৭৬ শব্দ তারই
[৪] মুসলিম হাঃ নং ৮৯৭

"আল্লাহুম্মাস্ক্বিনা, আল্লাহুম্মাস্ক্বিনা, আল্লাহুম্মাস্ক্বিনা।"
অর্থ: হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন, হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন, হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন।"[১]

◆ যদি বৃষ্টি বর্ষণ বেশী হয় এবং তাতে ক্ষতির আশংকা বোধ হয়, তাহলে নিম্নের দো'আটি পড়া সুন্নত:

«اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالْجِبَالِ وَالْآجَامِ وَالظِّرَابِ وَالْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ ».متفق عليه.

"আল্লাহুম্মা হাওয়ালাইনা ওয়ালা 'আলাইনা, আল্লাহুম্মা 'আলাল আ্যাকামি, ওয়াল জিবাালি ওয়াযযিরাবি, ওয়াল আওদিয়াতি, ওয়া মানাাবিতিশ শাজার।"
হে আল্লাহ! আমাদের আশে পাশে বৃষ্টি বর্ষণ করুন, আমাদের উপর নয়। হে আল্লাহ! টিলা, পাহাড়, উচুঁ উপত্যকা ও জঙ্গলের উপর বর্ষণ করুন।"[২]

◆ বৃষ্টি তার প্রতিপালকের নিকট হতে আসে তাই বৃষ্টিপাত হলে, শরীরের কিছু অংশের পোশাক উঠিয়ে সে অংশে বৃষ্টির পানি লাগানো সুন্নত। এ সময় নিম্নের দো'আটি পাঠ করবে:

«اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا ».أخرجه البخاري.

"আল্লাহুম্মা সইয়িবান নাাফিয়াা।"[৩]
অর্থ: হে আল্লাহ! উপকারী বৃষ্টি বর্ষণ করুন।

◆ বৃষ্টিপাতের পরে বলবে:

«مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ».متفق عليه.

"মুত্বিরনাা বিফাযলিল্লাহি ওয়া রহমাতিহ্।"[৪]

---

১. বুখারী হাঃ নং ৮০১৩
২. বুখারী হাঃ নং ১০১৩ হাদীসের শব্দগুলো বুখারীর, মুসলিম হাঃ নং ৮৯৭
৩. বুখারী হাঃ নং ১০৩২
৪. বুখারী হাঃ নং ১০৩৮ ও মুসলিম হাঃ নং ৭১

অর্থ: আল্লাহর ফজলে ও তাঁর রহমতে আমরা বৃষ্টি পেয়েছে।

◆ ইমাম সাহেব যখন বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করবেন তখন দুই হাত উঠিয়ে দো'আ করবেন। সাথে সাথে মুসল্লিগণও তাদের হাত উঠিয়ে দো'আ করবেন। আর খুৎবার মাঝে ইমাম সাহেবের দো'আয় সকলে আমীন, আমীন বলতে থাকবে।

◆ **খুৎবার পর যা করবে:**

ইমাম খুৎবা সমাপ্ত করার পর কিবলার দিকে ফিরে দো'আ করবেন। অত:পর নিজ চাদর উল্টাবেন। চাদরের ডান পাশ বাম পাশে করে দিবেন এবং সকল মানুষ হাত উঠিয়ে দো'আ করবেন। অত:পর ইমাম সাহেব মানুষদের সাথে পূর্বের নিয়মে বৃষ্টি প্রার্থনার দুই রাকাত সালাত আদায় করবেন।

◆ **আল্লাহর নিকট ইস্তিগফার তথা ক্ষমা চেয়ে বৃষ্টি চাওয়া:**

﴿فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًا ۝١٠ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ۝١١ وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَٰلٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّٰتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَٰرًا ۝١٢﴾ [نوح/١٠-١٢].

"অত:পর বলেছি: তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর অজস্র বৃষ্টিধারা ছেড়ে দিবেন, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিবেন, তোমাদের জন্যে উদ্যান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্যে নদীনালা প্রবাহিত করবেন।" [সূরা নূহ: ১০-১২]

জ- চাশতের সালাত

◆ চাশতের সালাত সুন্নত: ইহা কমপক্ষে দুই রাকাত এবং বেশীর কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নেয়।

◆ **চাশতের সালাতের সময়:**

সূর্য একটি বল্লমের সমান তথা এক মিটার (সূর্য উদয়ের প্রায় ১৫ মিনিট পর) উঁচু হওয়ার পর থেকে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত চাশতের সালাতের সময়। তবে এর সর্বোত্তম সময় হল গরম খুব বেশী হয়ে উটের বাচ্চারা যখন গরম অনুভব করে।

◆ **চাশতের সালাতের ফজিলত:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ.متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমার আন্তরিক বন্ধু রসূলুল্লাহ [ﷺ] আমাকে তিনটি অসিয়ত করেছেন: প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখা, চাশতের দুই রাকাত সালাত কায়েম করা এবং ঘুমানোর আগে বিতর সালাত আদায় করে নেওয়া।"[১]

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:« يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى».أخرجه مسلم.

২. আবু যার [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: "সকালে তোমাদের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সদকা করা আবশ্যক। প্রতিটি তসবিহ (সুবহানাল্লাহ) সদকা, প্রতিটি প্রশংসা (আলহামদু লিল্লাহ) সদকা, প্রতিটি তাহলীল (লাা ইলাাহা

[১]. বুখারী হাঃ নং ১৯৮১ ও মুসলিম হাঃ নং ৭২১ হাদীসের শব্দগুলো বুখারীর

ইল্লাল্লাহ) সদকা, প্রতিটি তকবির (আল্লাহু আকবার) সদকা, সৎকাজের আদেশ দেওয়া সদকা, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা করা সদকা। আর এগুলোর পরিবর্তে যথেষ্ট হবে মাত্র চাশতের দুই রাকাত সালাত।”[১]

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৭২০, মুসলিমের অপর হাদীসে এসেছে যে, আদম সন্তানের প্রত্যেক মানুষকে ৩৬০ টি গিরা বিশিষ্ট সৃষ্টি করা হয়েছে। অনুবাদক

ঝ- এস্তেখারার সালাত

◆ **এস্তেখারা:** ওয়াজিব বা উত্তম কিছু কাজে সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে এ ক্ষেত্রে আল্লাহর নিকট কোনটাতে মঙ্গল আছে তার নির্বাচনের আবেদন করাকে এস্তেখারা বলা হয়।

◆ **এস্তেখারার বিধান:**

এস্তেখারার নামাজ সুন্নত, যার রাকাত সংখ্যা দুই। এস্তেখারার দো'য়া নামাজের সালাম ফিরানোর আগেও হতে পারে পরেও হতে পারে। তবে সালামের আগে হওয়াটাই উত্তম। একাধিকবার বিভিন্ন সময়ে এস্তেখারা করা বৈধ আছে। আর এমন কাজ করবে যার দ্বারা তার অন্তর প্রশস্ত হয়ে যায় যা এস্তেখারার পূর্বে তার অন্তরে হত না।

◆ এস্তেখারা (বাছাইয়ের আবেদন) ও এস্তেশারা (পরামর্শ চাওয়া) হবে ঐ ব্যক্তির জন্য যে কোন হারাম বা মকরুহ নয় এমন ব্যাপারে চিন্তিত অবস্থায় আছে। এমন ব্যক্তির জন্য এস্তেখারা ও এস্তেশারা উত্তম। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট হতে এস্তেখারা (বাছাইয়ের আবেদন) করবে এবং কোন ভাল মানুষের সাথে এস্তেশারা তথা পরামর্শ করবে, সে কখনও লজ্জিত হবে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ﴿١٥٩﴾ ﴾ آل عمران: ١٥٩

"এবং আপনি তাদের (সাহাবীদের সাথে) কাজ-কর্মে পরামর্শ করুন। আর যখন (কোন কাজের জন্য) দৃঢ় ইচ্ছা বা সংকল্প পোষণ করবেন, তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন।" [সূরা আল-ইমরান: ১৫৯]

◆ **এস্তেখারার নিয়ম:**

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ يَقُولُ: « إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي

أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ». أخرجه البخاري.

জাবের [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ] আমাদেরকে সকল বিষয়ে এমনভাবে এস্তেখারা করার শিক্ষা দান করতেন যেভাবে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। নবী [ﷺ] বলেন: "যখন তোমাদের কেউ কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে চিন্তায় পড়ে তখন সে যেন দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করে বলে:

"আল্লাহুম্মা ইন্নি আসতাখীরুকা বি'ইল্‌মিক, ওয়া আসতাক্বদিরুকা বিকুদরাতিক, ওয়া আসআলুকা মিন ফাযলিকাল আজীম, ফাইন্নাকা তাক্বদিরু ওয়ালাা আক্বদির, ওয়া তা'লামু ওয়ালাা আ'লাম, ওয়া আন্তা আল্লামুল গুয়ূব, আল্লাহুম্মা ইন্‌ কুন্‌তা তা'লামু আন্না হাাজাল আম্‌রা খইরুন লী ফী দ্বীনী ওয়া মা'আাশী ওয়া আাক্বিবাতি আম্‌রী (অথবা বলেন: ফী 'আাজিলি আমরী ও আাজিলিহ্) ফাক্বদুরহ লী। ওয়া ইন কুন্‌তা তা'লামু আন্না আাযাল আম্‌রা শাররুন লী ফী দ্বীনী ওয়া মা'আাশী ওয়া আাক্বিবাতি আম্‌রী (অথবা তিনি বলেন: ফী 'আাজিলি আম্‌রী ওয়া আাজিলিহ্) ফাসরিফহু 'আন্নী ওয়াসরিফনী 'আনহু, ওয়াক্বদুর লিইয়াল খইরা হাইছু কানা ছুম্মা আরযিনী।" দোয়ার সময় নিজের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করবে।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার জ্ঞান করণে আপনার নিকট সিদ্ধান্ত তলব করার প্রার্থনা করছি (এ কাজের জন্য) এবং (এ ব্যাপারে) আপনার নিকট শক্তি প্রার্থনা করছি (এ কাজের জন্য) এবং (এ ব্যাপারে) আপনার ফজল ও করুণা চাচ্ছি; কেননা, এর শক্তি আপনার আছে কিন্তু আমার নেয় এবং আপনি (এর ভাল-মন্দ) জানেন। আমি জানি না;

কারণ আপনি সকল গায়েবের (অদৃশ্যের) সার্বিক জ্ঞানের অধিকারী। হে আল্লাহ! যদি আপনার জ্ঞানে থাকে যে, এ কাজটি আমার দ্বীন, জীবন ও আখেরাতের ব্যাপারে মঙ্গলময় হবে, (অথবা তিনি বলেন: আমার দুনিয়া ও আখেরাতের ব্যাপারে মঙ্গলজনক হবে) তা হলে তা আমার জন্য সহজ ক'রে দাও। আর যদি আপনার জ্ঞানে এমন থাকে যে, এ কাজটি আমার দীন, জীবন ও আখেরাতের জন্য (অথবা তিনি বলেন: আমার দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য) অমঙ্গল হবে, তাহলে সেটি আমার থেকে দূর ক'রে দাও এবং আমাকেও তা থেকে হটিয়ে দাও। আর মঙ্গল যখন যেখানেই থাকুক না কেন তা আমার জন্য সহজ করে দাও এবং সেই মঙ্গলের উপর আমাকে রাজি ক'রে দাও। এ দু'আ করার সময় যেখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে সেখানে নিজের প্রয়োজনের নাম উল্লেখ করবে।"[১]

[১] .বুখারী হাঃ নং ৬৩৮২

কুরআন তেলাওয়াতের সেজদা

◆ কুরআন তেলাওয়াতের সেজদার হুকুম:

নামাজের বাহিরে ও ভেতরে তেলাওয়াতের সেজদা করা সুন্নত। তেলাওয়াতকারী ও শ্রবণকারীর জন্য তেলাওয়াতের সেজদা করা সুন্নত।

◆ কুরআনে সেজদার সংখ্যা:

কুরআনের ১৪টি সূরাতে মোট ১৫টি সেজদার আছে: সূরা আ'রাফ, রাদ, নাহল, বনি ইসরাঈল, মারয়াম, হাজ্ব ২টি, ফুরকান, নামল, সেজদাহ, সোদ, ফুস্সিলাত, নাজম, ইনশিকাক ও 'আলাক।

◆ কুরআনে সেজদার আয়াতগুলো দুই প্রকার:

খবর অথবা নির্দেশ। কিছু আয়াতে সাধারণ ভাবে বা বিশেষ ভাবে মখলুক আল্লাহকে সেজদা করে তার খবর প্রদান। তাই তেলাওয়াতকারী ও শ্রোতার জন্য সে সকল মাখলুকের সদৃশ সেজদা করা সুন্নত। আর কিছু আয়াতে আল্লাহ তাঁর জন্য সেজদা করার নির্দেশ করেছেন। তাই মখলুক তাঁর রবের আনুগত্যের জন্য তাড়াতাড়ি করে সেজদা করবে।

◆ তেলাওয়াতের সেজদার পদ্ধতি:

তেলাওয়াতের সেজদা মাত্র একটি। যদি নামাজের কিরাতে হয় তাহলে সেজদায় যাওয়া ও উঠার সময় তকবির বলবে। আর যদি নামাজের বাহিরে হয় তবে তকবির, বৈঠক ও সালাম ছাড়াই সেজদা দেবে।

◆ তেলাওয়াতের সেজদার ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِذَا قَــرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ يَا وَيْلَهُ وَفِي رِوَايَــةِ أَبِــي كُرَيْبٍ يَا وَيْلِي أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ». أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুলাহ [ﷺ] বলেছেন: "যখন বনি আদম সেজদার আয়াত পাঠ করে সেজদা করে তখন

শয়তান এক পার্শ্বে সরে গিয়ে কাঁদে আর বলে; হায় আফসোস! অন্য বর্ণনায় আছে, হায় আমার আফসোস! বনি আদম সেজদার জন্য নির্দেশিত হয়ে সেজদা করেছে, তাই তার জন্য জান্নাত। আর আমি সেজদার জন্য আদিষ্ট হলে সেজদা করা অস্বীকার করেছি, যার কারণে আমার জন্য জাহান্নাম।"[১]

◆ যখন ইমাম সাহেব সেজদা করবেন তখন মুক্তাদিকে তাঁর অনুসরণ করতে হবে। নি:শব্দ কেরাত বিশিষ্ট নামাজে যে আয়াতে বা সূরাতে সেজদার আয়াত আছে তা ইমামের জন্য পাঠ করা মকরুহ নয়।

◆ **তেলাওতের সেজদায় কি বলবে:**

নামাজের সেজদায় যেসব দোয়া ও জিকির বলা হয় তাই তিলাওয়াতের সেজদায় বলবে।

◆ পবিত্র অবস্থায় কুরআন তেলাওয়তের সেজদা করা সুন্নত। তবে ওযু ছাড়াও সেজদা করা জায়েয। অনুরূপ হায়েয, নিফাস অবস্থাতেও সেজদা করা জায়েজ। যখন সেজদার আয়াত পাঠ করবে বা শুনবে তখন সেজদা করতে হবে।

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৮১

সেজদায়ে শুকর (কৃতজ্ঞতার সেজদা)

◆ **কৃতজ্ঞতার সেজদা কখন শরীয়ত সম্মত:**

১. নতুন নতুন নিয়ামত সামনে আসলে শুকরিয়ার সেজদা করা সুন্নত। যেমন: কার হেদায়েতের সুসংবাদ অথবা ইসলাম গ্রহণ বা মুসলমানদের সাহায্যের সুসংবাদ অথবা নবজাত শিশুর সংবাদ ইত্যাদিতে শুকরিয়ার জন্য সেজদা করা সুন্নত।

২. কোন বিপদ থেকে নাজাত পেলে শুকরিয়ার সেজদা করা সুন্নত। যেমন: ডুবা, অগ্নিদগ্ধ, হত্যা, চোরের কবলে পড়া ইত্যাদি থেকে রক্ষা পেলে আল্লাহর শুকরিয়ার জন্য সেজদা করা সুন্নত।

◆ **শুকরিয়া আদায়ে জন্য সেজদার নিয়ম:**

কোন তকবির ও সালাম ছাড়া শুধু মাত্র একটি সেজদা করা। এ সেজদা করতে হবে সালাতের বাহিরে। অবস্থার প্রেক্ষিতে দাড়িঁয়ে, বসে, পবিত্রতার সাথে বা অপবিত্র অবস্থায় সেজদা করা যায়। তবে পবিত্র অবস্থায় সেজদা করা উত্তম।

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَتَـــاهُ أَمْــرٌ يَسُرُّهُ أَوْ بُشِّرَ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شُكْرًا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. أخرجه أبو داود وابن ماجه.

আবু বাকরা (রা:) থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ]-এর সামনে যখন কোন খুশির বিষয় আসত তখন তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের জন্য সেজদায় পড়ে যেতেন।[১]

◆ **সেজদায়ে শুকরে কি বলবে:**

নামাজের সেজদায় যেসব দোয়া ও জিকির বলা হয় তাই সেজদায়ে শুকরে বলবে।

[১]. হাদীসটি হাসান, আবূ দাউদ হাঃ নং ২৭৪, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ১৩৯৪ শব্দগুলো তারই

এবাদত

৩-জানাজা অধ্যায়

এতে রয়েছে:

১. মৃত্যু ও তার বিধান।
২. মৃতব্যক্তিকে গোসল।
৩. মৃতব্যক্তিকে কাফন।
৪. মৃতব্যক্তির প্রতি সালাতে জানাজার পদ্ধতি।
৫. মৃতব্যক্তিকে বহন ও দাফন।
৬. শোকবার্তা ও সান্ত্বনাদান।
৭. কবর জিয়ারত।

قال الله تعالى:

﴿قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُۥ مُلَٰقِيكُمْ ۖ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝٨﴾ [الجمعة/٨]

আল্লাহর বাণী:

"বলুন, তোমরা যে মৃত্যু থেকে পলায়নপর, সেই মৃত্যু অবশ্যই তোমাদের মুখামুখি হবে। অত:পর তোমরা অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানী আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে। তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন সেসব কর্ম, যা তোমরা করতে।" [সূরা জুমু'আ: ৮]

৩- জানাজা অধ্যায়

১- মৃত্যু ও তার বিধান

◆ **মানুষের অবস্থাসমূহ:**

মানুষ একটি স্তর পর অন্য স্তরে আরোহণ করে এবং একটি অবস্থার পর অপর অবস্থায় পরিবর্তন হয়। ইহা সময়ে হোক বা স্থানে কিংবা শরীরে কিংবা অন্তরে।

১. মানুষের জীবনে অবস্থার পরিবর্তন যেমন: নিরাপত্তা থেকে ভয়-ভীতিতে, সুস্থ থেকে অসুস্থতে, শান্তি হতে যুদ্ধে, উর্বরতা থেকে দুর্ভিক্ষে, আনন্দ থেকে দু:চিন্তা ইত্যাদি আবর্তন-পরিবর্ত হতেই থাকে।

২. স্থানের পরিবর্তন যেমন: মানুষ প্রতি দিন এক মঞ্জিল থেকে অপর মঞ্জিলে, এক স্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াত করে। মার পেট থেকে দুনিয়াতে, দুনিয়া থেকে কবরে, কবর থেকে হাশরের ময়দানে। এভাবে শেষ পাড়ি, হয় জান্নাতে বা জাহান্নামে।

৩. শরীরের অবস্থার পরিবর্ত যেমন: এক স্তর থেকে অপর স্তরে আরোহণ করে। বীর্য থেকে রক্তের টুকরা এবং তা হতে আবার মাংসের টুকরা। এরপর শিশু হতে যুবক ও বৃদ্ধ অত:পর মৃত্যু।

৪. অন্তরের অবস্থা বড়ই আশ্চর্য জনক। একবার আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক আবার দুনিয়ার সাথে। একবার ধন-সম্পদের সাথে, একবার নারীর সাথে, একবার অট্রালিকা ইত্যাদির সাথে ঝুলন্ত। আর অন্তরের সবচেয়ে মহান সম্পর্ক হলো আল্লাহর সঙ্গের সম্পর্ক। দুনিয়াকে আল্লাহর এবাদত বাস্তবায়নের জন্য ব্যবহার করে। এ চারটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা। তাই মানুষের করণীয় হলো: সে যেন তার অন্তরের খবরা-খবর রাখে যাতে করে আল্লাহ ছাড়া অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখে। আর অন্তরকে পবিত্র করে ও সবর্দা আল্লাহর জিকির, এবাদত ও আনুগত্যে ব্যস্ত রাখে।

◆ মৃত্যুর সময়-সীমা:

মৃত্যু হলো: শরীর থেকে আত্মার বিয়োগের দ্বারা দুনিয়া ত্যাগ করা। চিরস্থায়ী একমাত্র আল্লাহ। তিনি প্রতিটি মখলুকের জন্য মৃত্যু লিখে দিয়েছেন। মানুষের বয়স যতই লম্বা হোক না কেন এক দিন তাকে মরণের স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে। আমলের জিন্দেগী হতে প্রতিদানের জগতে পাড়ি দিতেই হবে। আর কবর হলো আখেরাতের সর্বপ্রথম মঞ্জিল।

একজন মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের অধিকার হচ্ছে: সে অসুস্থ হলে তার পরিচর্যা ও সেবা-শুশ্রূষা করা। আর মারা গেলে তার জানাজায় শরিক হওয়া।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُۥ مُلَٰقِيكُمْ ۖ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ ﴾ الجمعة: ٨

"বলুন! নিশ্চয়ই তোমরা মৃত্যু থেকে পলায়ন কর কিন্তু মৃত্যু অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেই। অত:পর তোমাদেরকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যের জ্ঞানী আল্লাহর নিকটে প্রত্যাবর্তন করা হবে। এরপর তিনি তোমাদের কৃত আমলের খবর দিবেন।" [সূরা জুমু'আ: ৮]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا۟ يُدْرِككُّمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِى بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ ﴿٧٨﴾ ﴾ النساء: ٧٨

"তোমরা যেখানেই হও না কেন; মৃত্যু কিন্তু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই-যদি তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের ভেতরেও অবস্থান কর, তবুও।" [সূরা নিসা: ৭৮]

◆ রোগীর প্রতি যা ওয়াজিব:

রোগীর প্রতি ওয়াজিব হলো সে আল্লাহর ফয়সালার উপর ঈমান আনবে এবং তার তকদিরের প্রতি ধৈর্যধারণ করবে। আর তার প্রতিপালকের ব্যাপারে ভাল ধারণা রাখবে এবং ভয় ও আশা নিয়ে থাকবে। কখনো মৃত্যু কামনা করবে না। আল্লাহর হকসমূহ আদায়

করবে। মানুষের হকগুলো আদায় করবে। তার অসিয়ত নামা লিখবে। তার যে সকল আত্মীয়-স্বজন মিরাছ পাবে না তাদের জন্যে এক তৃতীয়াংশ অসিয়ত করবে। তবে এর চেয়ে কম হওয়াটাই উত্তম। বৈধ পন্থায় চিকিৎসা করবে। আর সুন্নত হলো, তার সমস্যার কথা তার প্রতিপালকের নিকট জানাবে এবং তাঁর নিকট আরোগ্য কামনা করবে।

◆ যে জীবনের আশা হারিয়ে ফেলবে সে কি বলবে:

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، وَهُوَ مُسْنِدٌ إِلَى صَدْرِهَا، وَأَصْغَتْ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ : « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الأَعْلَى.». متفق عليه.

আয়েশা [রা:] থেকে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর মৃত্যুর পূর্বে তার বুকে টেক লাগা অবস্থায় কান পেতে বলতে শুনেছেন:"আল্লাহুম্মাগফির লী ওয়ার্‌হামনী ওয়াআল্‌হিক্বনী বির্‌রাফীক্বিল আ'লা।"[১]

◆ মৃত্যু কামনা করার বিধান:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي .متفق عليه.

আনাস ইবনে মালেক [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"কারো মুসিবতের কারণে মৃত্যু যেন কামনা না করে। যদি মৃত্যুকে কামনা করতেই হয় তবে বলবে:[আল্লাহুম্মা আহ্‌য়িনী মাা কাানাতিল হায়াাতু খইরান লী ওয়া তাওয়াফফানী ইযাা কাানাতিল ওয়াফাাতু খইরান লী]

---

[১]. বুখারী হা: নং ৪৪৪০ ও মুসলিম হা: নং ২৪৪৪ শব্দ তারই

হে আল্লাহ! যদি বেঁচে থাকা আমার জন্যে মঙ্গল হয় তবে আমাকে বাঁচিয়ে রাখ। আর যদি মৃত্যু আমার জন্যে কল্যাণময় হয় তবে আমাকে মৃত্যু দান কর।"[১]

◆ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতির নিয়ম:

মুসলিমের উপর ওয়াজিব হচ্ছে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং বেশী বেশী মৃত্যুকে স্মরণ করা। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে: পাপ থেকে তওবা করা, আখেরাতকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেওয়া, সকল প্রকার জুলুম-অত্যাচার থেকে নিজেকে বিরত রাখা, আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি অগ্রসর হওয়া এবং সকল হারাম জিনিস থেকে বিরত থাকা।

রোগী দর্শন করতে যাওয়া ও তাকে তওবা ও অসিয়তের কথা স্মরণ করানো সুন্নত। আর তার চিকিৎসা কোন মুসলিম ডাক্তারের নিকটে করানো কাফেরের নিকট নয়। কিন্তু যদি কাফের ডাক্তারের বিশেষ প্রয়োজন হয় এবং তার প্রতারণা থেকে নিরাপদ থাকে তবে জায়েজ।

◆ মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তিকে তালকীনের বিধান:

যে রোগীর মৃত্যুর সময় তার নিকট উপস্থিত হবে তার জন্য সুন্নত হলো, তাকে শাহাদাত তথা আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্যের তালকীন দেওয়া। রোগীকে "লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ" বলার জন্য স্মরণ করিয়ে দেওয়া। তার জন্য দোয়া করা এবং তার উপস্থিতিতে ভাল ছাড়া কোন মন্দ কথা না বলা। কোন কাফের ব্যক্তির মৃত্যুতে মুসলিম ব্যক্তির উপস্থিত হওয়া বৈধ; যাতে করে তার প্রতি ইসলাম পেশ করতে পারে। তাকে বলবে: "বল! লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ।"

◆ শুভ মৃত্যুর কিছু আলামত-লক্ষণ:

১. মাইয়েতের মৃত্যুর সময় কালেমা তথা "লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ।" পড়ে মৃত্যুবরণ করা।
২. মুমিনের কপালে ঘাম অবস্থায় মৃত্যু যাওয়া।
৩. শহীদ হওয়া তথা আল্লাহর রাস্তায় মারা যাওয়া।

---

১. বুখারী হাঃ নং ৬৩৫১ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ২৬৮০

৪. আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেওয়া অবস্থায় মারা যাওয়া।
৫. নিজের জীবন বা সম্পদ কিংবা পরিবারকে রক্ষা করতে গিয়ে মারা যাওয়া।
৬. জুমার রাতে বা দিনে মৃত্যুবরণ করা; এর দ্বারা সে কবরের ফেৎনা হতে নিরাপদে থাকবে।
৭. বক্ষ্যগ্রহ (Pleurisy) ও যক্ষা রোগে মারা যাওয়া।
৮. মহামারী-প্লেগ অথবা পেটের পীড়ায় কিংবা ডুবে বা পুড়ে অথবা চাপা পড়ে মারা যাওয়া।
৯. মহিলাদের বাচ্চা প্রসবের সময় মারা যাওয়া।

◆ **মৃত্যুর সূক্ষ্ম বুঝ:**

প্রতিটি মুসলিমের উপর ওয়াজিব হলো, সর্বদা মৃত্যুকে স্মরণ করা। আর এ কথা না ভাবা যে, মৃত্যু মানে পরিবার, বন্ধু-বান্ধব ও দুনিয়ার আরাম আয়েশ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া; কারণ এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা ছোট দৃষ্টিভঙ্গীর বহি:প্রকাশ। বরং মৃত্যুকে স্মরণ করা আমল ও আখেরাতের পুঁজি ও প্রস্তুতি। এ দ্বারা বান্দা তার আখেরাতের জন্য প্রস্তুতি ও আমল বৃদ্ধি করতে পারে এবং আল্লাহর প্রতি সাড়া দেয়। আর প্রথম দৃষ্টিভঙ্গী তার আফসোস ও লজ্জাকেই বাড়াবে। আল্লাহ যখন তার কোন বান্দাকে বিশেষ কোন জমিনে কব্জ করতে চান, তখন সেখানে তার প্রয়োজন করে দেন আর সে সেখানে গিয়েই মারা যায়।

◆ মুসলিমের উপর ওয়াজিব হলো মৃত্যুর সময় আল্লাহর প্রতি ভাল ধারণা রাখা; কারণ নবী [ﷺ]-এর বাণী:

«لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ » .أخرجه مسلم.

"তোমাদের কেউ মরার সময় যেন আল্লাহর প্রতি ভাল ধারণা রেখেই মারা যায়।"[১]

◆ **মৃত্যুর আলামত:**

মানুষের মৃত্যু জানার কিছু নিদর্শন যেমন: চোয়াল বসে পড়া, নাক ঢলে যাওয়া, হাতের পাঞ্জাদ্বয় ঢিল হয়ে যাওয়া, পাদ্বয় শিথিল হয়ে পড়া,

১. মুসলিম হাঃ নং ২৮৭৭

চোখ অপলক দৃষ্টিতে দেখে থাকা, শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া এবং শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া।

◆ **কোন মুসলিম ব্যক্তি মারা গেলে তার সাথে কি করণীয়:**

১. যখন কোন মুসলিম ব্যক্তি মারা যাবে তখন তার চক্ষুদ্বয় বন্ধ করে দেওয়া সুন্নত। আর চক্ষু বন্ধ করার সময় এ বলে দোয়া করবে:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لفلان وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ .أخرجه مسلم.

"আল্লাহুম্মাগফির লি-----(এখানে তার নাম উল্লোখ করবে) ওয়ারফা' দারাজাতাহু ফিল মাহদিইয়্যীন, ওয়াফসাহ্ লাহু ফী কবরিহ্, ওয়া নাওবির লাহু ফীহ্, ওয়াখলুফহু ফী 'আকিবিহি ফিলগ-বিরীন, ওয়াগফির লানাা ওয়ালাহু ইয়াা রব্বাল 'আলামীন।"[১]

এরপর পুরুষ হলে তার দাড়িগুলো একটি কাপড় দ্বারা বেঁধে দিবে এবং কোমলভাবে তার শরীরের জোড়াগুলো নরম করে দিবে। জমিন থেকে উপরে উঠিয়ে রাখবে। তার পরিধেয় বস্ত্র খুলে দিবে এবং সমস্ত শরীয় ঢাকে এমন একটি বড় চাদর দ্বারা আপাদ মস্তক ঢেকে দিবে। অত:পর গোসল দিবে।

২. সুন্নত হলো তার রেখে যাওয়া সমস্ত ঋণ জলদি করে পরিশোধ করা। তার অসিয়ত বাস্তবায়ন করা। দ্রুত তাকে কাফন-দাফনের জন্য প্রস্তুত করা এবং তার সালাতে জানাজা আদায় করা। আর যে শহরে মারা গেছে সেখানেই সমাধি করা। উপস্থিত ব্যক্তি ও অন্যান্যদের জন্য মাইয়েতের মুখমণ্ডল খোলা এবং চুমা দেওয়া ও শব্দ ছাড়া কাঁদা জায়েজ।

◆ মৃতের উপর আল্লাহর যে সকল হক তা আদায় করা ওয়াজিব। যেমন জাকাত, নজর-মান্নত, কাফফারা, ফরজ হজ্ব। এগুলোকে ওয়ারিছদের ও ঋণের হকের পূর্বে অগ্রাধিকার দিতে হবে; কারণ আল্লাহর হক পূর্ণ করা বেশী প্রযোজ্য। আর মুমিনের আত্মা তার ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত আটকা থাকে।

---

১. মুসলিম হাঃ নং ৯২০

- ◆ নারীর জন্য তার সন্তান অথবা অন্যদের উপর তিন দিন শোক পালন করা জায়েজ। আর স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন। নারী রোজ কিয়ামতে তার শেষ স্বামীর জন্য হবে।
- ◆ মৃতের আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্যদের প্রতি তার জন্য বিলাপ করে ক্রন্দন করা হারাম। ইহা অশ্রুঝরার উপর অতিরিক্ত জিনিস। মৃতকে তার জন্য বিলাপ করে রোদনের ফলে কবরে শাস্তি দেয়া হয়। আর মুসিবতের সময় গালে চড় মারা, কাপড় ছিঁড়া, মাথার চুল মুণ্ডানো ও ছড়িয়ে রাখা হারাম জাহেলিয়াতের কাজ।

◆ মৃত্যের সংবাদ মানুষকে জানানো:

মৃতের মারা যাওয়ার খবর প্রচার করা জায়েজ; যাতে করে মানুষ তার সালাতে জানাজায় উপস্থিত হয় এবং জানাজা আদায় করতে পারে। আর মৃত্যুর খবর দাতার জন্য মুস্তাহাব হলো: খবর দেয়ার সময় মানুষকে মাইয়েতের ক্ষমার জন্য দোয়া করতে বলা। গৌরব ও অহঙ্কার এবং মাইকিং ইত্যাদি করে মৃত্যুর খবর প্রচার করা জায়েজ নেই।

◆ মুসিবতের সময় মুসিবিতগ্রস্ত ব্যক্তি কি বলবে ও করবে:

মাইয়েতের আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্যদের প্রতি ওয়াজিব হলো: যখন মৃত্যুর সংবাদ জানতে পারবে তখন ধৈর্যধারণ করা। আর তাদের জন্য সুন্নত হলো ভাগ্যের উপর সন্তুষ্ট থাকা ও সওয়াবের আশা করা এবং "ইন্নাা লিল্লাহি ওয়া ইন্নাা ইলাইহি র–জিউন" পড়া।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا .أخرجه مسلم.

১. নবী [ﷺ]-এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"যে কোন বান্দা তার মুসিবতের সময় বলবে: 'ইন্নাা লিল্লাহি ওয়া ইন্নাা ইলাইহি রাাজিঊন, আল্লাহুম্মা আজুরনী ফী মুসীবাতী, ওয়াআখলিফ লী খইরান মিনহাা'

আল্লাহ তার মুসিবতে সওয়াব দান করবেন এবং তার পরিবর্তে তার চেয়েও অতি উত্তম দিবেন।"[১]

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلَاثٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ. أخرجه البخاري.

২. আনাস [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী [ﷺ] বলেছেন: "যে মুসলিম ব্যক্তির তিনটি নাবালক সন্তান মারা যাবে আল্লাহ তাকে তাদের জন্য তাঁর অনুগ্রহে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"[২]

◆ ধৈর্যধারণ হচ্ছে নিজেকে অস্থিরতা, জবানকে অভিযোগ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে হারাম যেমন: গালে চাপড়ানো ও কাপড় ইত্যাদি ছিঁড়া থেকে বিরত রাখার নাম।

◆ **মৃতদেহের ময়নাতদন্ত ইত্যাদির জন্য (Pos:mor:em) অংগব্যবচ্ছেদ করার বিধান:**

মৃত মুসলিম ব্যক্তির লাশ ময়নাতদন্তের জন্য অথবা কোন মহামারী-প্লেগ রোগের তদন্তের উদ্দেশ্যে অংগব্যবচ্ছেদ করা জায়েজ; কারণ এর দ্বারা নিরাপত্তা ও ইনসাফের কল্যাণ প্রতিষ্ঠা হয় এবং জাতিকে মারাত্মক সংক্রামক রোগ-ব্যাধি থেকে বাঁচানো হয়। আর যদি অংগব্যবচ্ছেদ শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ্য হয় তবে মুসলিমের সম্মান জীবিত ও মৃত্যু সর্বাবস্থায় বহাল থাকবে। এ ব্যাপারে অমুসলিমদের মৃতদেহ অংগব্যবচ্ছেদ করাই যথেষ্ট হবে। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে শর্ত মোতাবেক জায়েজ হতে পারে।

---

১. মুসলিম হাঃ নং ৯১৮
২. বুখারী হাঃ নং ১২৪৮

২- মাইয়েতের গোসল

◆ মাইয়েতকে কে গোসল দেবে?

১. যে ব্যক্তি গোসলের সুন্নত সম্পর্কে বেশী অবগত সেই গোসল দিবে। তাতে তার জন্য সওয়াব রয়েছে যদি সে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে করে এবং মৃতের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে ও যা কিছু খারাপ দেখবে তা মানুষের নিকট না বলে।

২. বিবাদের সময় পুরুষ মানুষের গোসলের হকদার মৃতের অসিয়তকৃত ব্যক্তিই। এরপর যথাক্রমে তার বাবা, দাদা ও রক্তসম্পর্কিত 'আসাবা' (নিকটাত্মীয় না থাকা অবস্থায় দূরবর্তী যেসব আত্মীয়-স্বজন মৃতের উত্তরাধিকার লাভ করে) তাদের নিকট তরতীবে যে আগে। এরপর মায়ের পক্ষের আত্মীয়-স্বজন।

আর মৃত ব্যক্তি নারী হলে তার অসিয়তকৃত নারী। এরপর মা, দাদী ও নিকট তরতীবে যে আগে। স্বামী-স্ত্রীর একে অপরকে গোসল দেওয়া জায়েজ। আর মৃতকে চাই পুরুষ হোক বা নারী হোক সমস্ত শরীর একবার ধৌত করা যথেষ্ট।

◆ মৃতকে গোসলের সময় গোসলদাতা ও যারা তাকে সাহায্য করবে তারা উপস্থিত হবে এবং অন্যান্যদের হাজির হওয়া মকরুহ।

◆ আগুনে পুড়ে মারা গেলে তার গোসলের বিধানঃ

১. যদি মুসলিম ও কাফের একত্রে পুড়ে ইত্যাদি ভাবে মারা যায় এবং পার্থক্য করা সম্ভব না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা মুসলিম তাদের উদ্দেশ্যে সকলকে গোসল, কাফন ও জানাজা করে দাফন করবে।

২. আগুনে পুড়ে মরা বা শরীর ছিন্ন ভিন্ন হয়েগেছে ইত্যাদি ব্যক্তির গোসল দেওয়া যদি সম্ভব না হয় কিংবা পানি না থাকে, তাহলে গোসল, ওযু ও তায়াম্মুম ছাড়াই কাফন পরিয়ে তার জানাজা পড়তে হবে। শরীরের কিছু অংশ যেমন হাত-পা ইত্যাদির উপর জানাজা পড়া জায়েজ যদি বাকি অংশ পাওয়া অসম্ভব হয়।

◆ সাত বছর বয়সের ছেলে হোক বা মেয়ে হোক তাকে নারী বা পুরুষ গোসল দিতে পারবে। যদি কোন পুরুষ অপরিচিত নারীদের মাঝে

বা কোন নারী অপরিচিত পুরুষদের মাঝে মারা যায় অথবা গোসল দেওয়া সমস্যা হয় তবে গোসল ছাড়াই জানাজা পড়ে দাফন করতে হবে।

◆ আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের ময়দানে মৃত শহীদকে গোসল দেওয়া চলবে না। এ ছাড়া আর যত শহীদ আছে তাদেরকে গোসল দিতে হবে।

◆ **কাফেরকে গোসল দেওয়ার বিধান:**

কোন মুসলিমের জন্য কোন কাফেরকে গোসল দেওয়া বা কাফন পরানো কিংবা তার উপর জানাজা পড়া বা তার মৃতদেহকে বিদায় জানানো কিংবা দাফন করা হারাম। বরং যদি তার আত্মীয়-স্বজনদের কেউ না থাকে তবে মাটি দ্বারা তাকে ঢেকে দিবে। আর মুশরিক ব্যক্তির মুসলিম আত্মীয়-স্বজনদের জন্য তার (মুশরিক) মৃতদেহকে দাফনের জন্য সাথে যাওয়া বৈধ নয়।

◆ **মাইয়েতের সুন্নতী পন্থায় গোসলের পদ্ধতি:**

যখন কেউ কোন মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিতে চাইবে তখন তাকে গোসলের খাটে রাখবে। এরপর তার আওরতকে ঢেকে দিয়ে তার শরীরের কাপড় খুলে নিবে। অত:পর প্রায় বসার মত করে তার মাথাকে উঁচু করবে। এরপর নরম করে তার পেটকে চাপবে ও বেশী করে পানি ঢেলে ময়লা বের করে নিবে। এরপর গোসলদাতার হাতে একটি নেকড়া পেঁচিয়ে বা হাত মোজা পরিধান করবে। অত:পর গোসলের নিয়ত করে প্রথমে সালাতের ওযুর মত ওযু করাবে। তবে মুখে ও নাকে পানি প্রবেশ করাবে না। বরং ভিজা আঙ্গুলদ্বয় নাকে ও মুখে প্রবেশ করাবে।

অত:পর কুল পাতা বা সাবান মিশ্রিত পানি দ্বারা প্রথমে মাইয়েতের মাথা ও দাড়ি ধৌত করবে। এরপর ঘাড় হতে পা পর্যন্ত প্রথমে ডান পার্শ্ব ধৌত করবে। এরপর বাম পার্শ্বের উপর রেখে ডান দিকের পিঠ ধৌত করবে। অত:পর অনুরূপ ভাবে বাম পার্শ্ব ধৌত করবে।

এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার প্রথম বারের মত ধৌত করবে। যদি পরিস্কার না হয় তবে বেজোড় করে পরিস্কার হওয়া পর্যন্ত ধৌত করবে। আর গোসলের শেষ বারে পানির সঙ্গে কাফূর বা আতর-সেন্ট মিশিয়ে

ধৌত করবে। আর যদি মৃতের মোচ বা নখ বেশী লম্বা হয় তবে কেটে ফেলতে হবে। এরপর একটি কাপড় দ্বারা মুছে নিতে হবে।

মহিলার চুলকে তিনটি বেণী করে পিছনের দিকে রাখতে হবে। আর যদি গোসলের পর মৃতের দেহ থেকে নোংরা কিছু বের হয় তবে বের হওয়ার স্থান ধৌত করে তুলা দ্বারা বন্ধ করে আবার ওযু করাতে হবে।

৩- মাইয়েতের দাফন-সমাধি

◆ মাইয়েতের সম্পদ দ্বারাই তাকে কাফন পরানো ওয়াজিব। যদি তার মাল না থাকে তবে মূল (যেমন: বাবা, দাদা--) ও শাখার (ছেলে, নাতী---) যাদের প্রতি তার ভরণ-পোষণ ওয়াজিব তাদের উপর কাফনের খরচ করা জরুরী।

◆ **মাইয়েতকে কাফন পরানোর পদ্ধতি:**

পুরুষ মাইয়েতকে নতুন তিনটি সাদা কাপড় দ্বারা কাফন পরানো ও তিনবার চন্দন কাঠের ধোঁয়ার সুগন্ধি দেওয়া সুন্নত। একটার পর একটা কাপড় বিছিয়ে কাপড়ের মাঝে খোশবু লাগাবে। এরপর মাইয়েতকে তার উপর চিত করে শায়িত করাবে। এরপর খোশবু লাগানো একটি তুলা দুই নিতম্বের মাঝে রেখে দিবে যা তার সমস্ত শরীরের জন্য সুগন্ধি ছড়াবে। আর একটি নেকড়া দ্বারা ছোট পাজামার মত করে তার আওরতের উপর বেঁধে দিবে।

এরপর উপরের কাপড়টি বাম পার্শ্বের দিক হতে ডান পার্শ্বের উপর রাখবে। অত:পর ডান দিক হতে কাপড়টি নিয়ে বাম পার্শ্বের উপর রাখবে। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাপড়টি অনুরূপ ভাবে করবে। আর মাথার ও পায়ের দিকের অতিরিক্ত কাপড়ে বেঁধে দিবে এবং কোমরের উপর একটি বেল্টের মত করে বেঁধে দিবে যাতে করে ছড়িয়ে না পড়ে এবং কবরে শায়িত করার পর খুলে দিবে।

মহিলারা পুরুষের মতই। আর বাচ্চাদের জন্য একটি কাপড়ই যথেষ্ট, তাকে তিনটি কাপড়ে কাফন দেওয়া জায়েজ।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ .متفق عليه.

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে ইয়েমেনের সাহূলী শহরের তিনটি সাদা সুতি কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়া হয়েছিল,

এর মধ্যে কামিস ও পাগড়ী ছিল না।"[১]

◆ মাইয়েতের সমস্ত শরীর ঢাকে এমন একটি বড় কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়া জায়েজ।

◆ **শহীদকে কাফনের পদ্ধতি:**

যুদ্ধের ময়দানে শহীদ ব্যক্তিকে তার কাপড় দ্বারাই কাফন দিতে হবে। গোসল দেওয়া লাগবে না। আর তার কাপড়ের উপরে আরো একটি বা একাধিক কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়া মুস্তাহাব।

◆ **মুহরিম ব্যক্তির কাফনের পদ্ধতি:**

হজ্ব বা উমরার এহরাম পরা অবস্থায় মৃত ব্যক্তিকে কুল পাতা মিশ্রিত পানি বা সাবান দ্বারা গোসল দিতে হবে। আর কোন প্রকার খোশবু লাগানো ও সেলাইকৃত কাপড় পরানো এবং মাথা-মুখমণ্ডল ঢাকা চলবে না যদি পুরুষ হয়; কারণ সে কিয়ামতের দিন তালবিয়া পড়তে পড়তে পুনরুত্থিত হবে। আর তার হজ্বের বাকি কার্যাদি কাজা করারও প্রয়োজন নেয় এবং যে কাপড়দ্বয়ে মারা গেছে সেই কাপড়েই কাফন দিতে হবে।

◆ গর্ভচ্যুত অসম্পূর্ণ সন্তান যদি মারা যায়, যার বয়স চার মাস তবে গোসল দিয়ে কাফন পরিয়ে জানাজা করতে হবে।

◆ যদি গোসলের পর মাইয়েতের শরীর থেকে কোন না-পাক বস্তু বের হয় তবে নতুন করে গোসল দেয়ার প্রয়োজন নেয়; কারণ এতে কষ্ট ও জটিলতা সৃষ্টি হবে।

---

১. বুখারী হাঃ নং ১২৬৪ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ৯৪১

৪- মাইয়েতের উপর সালাতে জানাজা আদায়ের পদ্ধতি

◆ **জানাজার জ্ঞান:**

জানাজার সালাতে হাজির হওয়া ও কবরস্থান পর্যন্ত যাওয়াতে অনেক উপকার রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম:
মাইয়েতের উপর জানাজা পড়ে তার হক আদায় করা এবং তাতে সুপারিশ ও দোয়া করা। মৃতের পরিবারের হক আদায় করা। মুসিবতের সময় তাদের ভাঙ্গা অন্তরে প্রশান্তি দান করা। মৃতকে কবরস্থান পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়াতে বড় সওয়াব অর্জন করা। আর জানাজা ও কবর দর্শনে ওয়াজ-নসিহত গ্রহণ ছাড়াও অনেক ফায়েদা রয়েছে।

◆ **জানাজা সালাতের বিধান:**

জানাজার সালাত ফরজে কেফায়া। ইহা মুসল্লীদের সওয়াবে বর্ধন এবং মৃতদের জন্য সুপারিশ। জানাজায় লোক সংখ্যা বেশী হওয়া মুস্তাহাব এবং যত মুসল্লী সংখ্যা বাড়বে ততই উত্তম।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَّعَهُمْ اللَّهُ فِيهِ. أخرجه مسلم.

ইবনে আব্বাস [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "যে মুসলিম মাইয়েতের জানাজার সালাত আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছুকে শরিক করে নাই এমন ৪০জন আদায় করবে তার ব্যাপারে তাদের সুপারিশ আল্লাহ কবুল করবেন।"[১]

◆ **মাইয়েতের প্রতি জানাজা পড়ার পদ্ধতি:**

১. যে ব্যক্তি মৃতের উপর সালাতে জানাজা আদায় করতে চায় সে ওযু করে কিবলামুখী হয়ে মাইয়েতকে কিবলা ও তার মাঝে রাখবে।
২. মাইয়্যেত পুরুষ হলে সুন্নত হলো ইমাম সাহেব তার মাথার পার্শ্বে আর মহিলা হলে তার মধ্যখানে দাঁড়াবেন। চার বা পাঁচ কিংবা ছয়

১.মুসলিম হাঃ নং ৯৪৮

অথবা সাত বা নয় তকবির দ্বারা জানাজা পড়বেন। বিশেষ করে জ্ঞান, শ্রেষ্ঠ, নেক ও তাকওয়া সম্পূর্ণ ও ইসলামের ব্যাপারে যাদের উল্লেখযোগ্য খিদমত রয়েছে এমন ব্যক্তিদের জানাজায় তকবির বাড়াবেন। তকবিরের সংখ্যা একাক সময় একাকটা করবে; কারণ এর দ্বারা সুন্নত জিন্দা হবে।

৩. কাঁধ বা কানের লতি বরাবর দু'হাত উত্তোলন করত: "আল্লাহু আকবার" বলে প্রথম তকবির দিবেন। অনুরূপ ভাবে বাকি তকবিরগুলোতে করবেন। ডান হাত বাম হাতের উপর করে বুকের উপর রাখবেন। দোয়া ইস্তিফতা বা ছানা না পড়ে আঊযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহসহ সূরা ফাতিহা নিরবে পড়বেন।[১] মাঝে মধ্যে ফাতিহার সাথে অন্য একটি সূরাও পড়বেন।

৪. এরপর দ্বিতীয় তকবির দিয়ে দরুদ শরীফ বলবেন:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ .متفق عليه.

"আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলাা মুহাম্মাদ, ওয়া 'আলাা আালি মুহাম্মাদ, কামাা সল্লাইতা 'আলাা ইবরাহীম, ওয়া 'আলা আালি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বাারিক 'আলাা মুহাম্মাদ, ওয়া 'আলাা আালি মুহাম্মাদ, কামাা বাারকতা 'আলাা ইবরাহীম, ওয়া 'আলাা আালি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।"[২]

৫. এরপর তৃতীয় তকবির দিয়ে এখলাসের সাথে হাদীসে বর্ণিত দোয়াসমূহ হতে দোয়া পড়বে যেমন:

---

১. মানুষকে শিখানোর উদ্দেশ্যে স্বশব্দে পড়াও জায়েজ আছে।

২. বুখারী হাঃ নং ৩৩৭০ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ৪০৬

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ .أخرجه أبوداود وابن ماجه.

(ক) "আল্লাহুম্মাগফির লিহাইয়িনাা ওয়া মাইয়িতিনাা ওয়া শাাহিদিনাা ওয়াগ–য়িবিনাা ওয়া সগীরিনাা ওয়া কাবীরিনাা ওয়া যাকারিনাা ওয়া উনছানাা। আল্লাহুম্মা মান আহ্ইয়াইতাহু মিন্নাা ফাআহ্য়িহি 'আলাল ইসলাাম, ওয়া মান তাওয়াফফাইতাহু মিন্নাা ফাতাওয়াফফাহু 'আলাল ঈমান। আল্লাহুম্মা লাা তাহ্রিমনাা আজরাহ্, ওয়া লাা তুযিল্লানাা বা'দাহ্।"[১]

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنْ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنْ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ .أخرجه مسلم.

(খ) "আল্লাহুম্মাগফির লাহু ওয়ারহামহু, ওয়া'আাফিহি ওয়া'ফু 'আনহু, ওয়া আকরিম নুজুলাহু, ওয়া ওয়াসসি' মুদখালাহু, ওয়াগসিলহু বিলমাায়ি ওয়াছছালজি ওয়ালবারাদ, ওয়া নাক্বক্বিহি মিনালখাত্ব–ইয়াা কামাা নাক্বক্বাইতা ছাওবাল আবইয়াযা মিনাদদানাস, ওয়া আব্দিলহু দাারান খইরান মিন দাারিহি, ওয়া আহ্লান খইরান মিন আহ্লিহি, ওয়া জাওজান খইরান মিন জাওজিহি, ওয়া আদখিলহুল জান্নাতা ওয়া 'আ'ইযহু মিন 'আযাাবিল ক্ববরি (অথবা) মিন 'আযাাবিন্নাার।"[২]

১. হাদীসটি সহীহ, আবূ দাঊদ হাঃ নং ৩২০১ , ইবনে মাজাহ হাঃ নং ১৪৯৮ শব্দ তারই
২.মুসলিম হাঃ নং ৯৬৩

اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ .أخرجه أبوداود وابن ماجه.

(গ) "আল্লাহুম্মা ইন্না ফুলানাবনি ফুলাানিন ফী যিম্মাতিকা ওয়া হাবলি জিওয়াারিক, ফাক্বিহি মিন ফিতনাতিল ক্ববর, ওয়া 'আযাাবিন্নাার, ওয়া আন্তা আহলুল ওয়াফাায়ি ওয়ালহাক্ক্ব, ফাগফির লাহু ওয়ারহামহু, ইন্নাকা আন্তাল গফূরুর রহীম।"[১]

◆ মাইয়েত যদি ছোট বাচ্চা হয় তবে এ শব্দগুলো মিলাবে:

اَللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَفَرَطًا وَأَجْرًا وَذُخْرًا .أخرجه البيهقي

আল্লাহুম্মাজ'আলহু লানাা সালাফাওঁ ওয়া ফারাত্বাা, ওয়া আজরাওঁ ওয়া যুখরাা।"[২]

৬. এরপর চতুর্থ তকবির দিয়ে দোয়া করতঃ একটু অপেক্ষা করে শুধুমাত্র ডান দিকে সালাম ফিরাবে। আর যদি মাঝে মধ্যে বাম দিকেও দ্বিতীয় সালাম ফিরাই তাতে কোন অসুবিধা নেয়।

◆ যদি কারো কিছু তকবির ছুটে যায় তবে তার পদ্ধতি মোতাবেক কাজা করে নিবে। আর যদি কাজা না করে ইমামের সঙ্গে সালাম ফিরিয়ে দেয় তবে তার জানাজার সালাত সহীহ হয়ে যাবে। ইনশাাআল্লাহ।

◆ **একাধিক লাশ হলে ইমামের সামনে কিভাকে সারিবদ্ধ করবে:**

সুন্নত হলো মাইয়েতের উপর জামাত সহকারে জানাজা পড়া এবং তিন সারির কম না হওয়া। যদি এক সাথে অনেকগুলো মাইয়েতএকত্রিত হয় তবে সুন্নত হলো ইমাম সাহেব পুরুষদের পার্শ্বে দাঁড়াবেন এবং বাচ্চাদেরকে কিবলার দিকে পুরুষদের সামনে ও মহিলাদেরকে বাচ্চাদের সামনে রাখবে। এ অবস্থায় সবার জন্য একবার

১. হাদীসটি সহীহ, আবূ দাঊদ হাঃ নং ৩২০২, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ১৪৯৯ শব্দ তারই

২ . হাদীসটি হাসান, বাইহাকী হাঃ নং ৬৭৯৪ আলবানী (রহঃ)-এর আহকামুল জানায়িজ পৃঃ১৬১ দ্রঃ

জানাজা পড়লেই যথেষ্ট হবে। আর যদি সবার জন্য আলাদা করে পড়ে তবে জায়েজ।

◆ **জানাজার সালাতে দোয়ার পদ্ধতি:**

মাইয়েতের শ্রেণী হিসাবে জানাজার দোয়া হবে। যদি পুরুষ হয় তবে যেমন:পূর্বে উল্লেখ হয়েছে। আর যদি নারী হয় তবে সর্বনামগুলো স্ত্রী লিঙ্গ করতে হবে। মাইয়েত একাধিক হলে লিঙ্গ হিসাবে নারী-পুরুষ ভেদে বহুবচন করতে হবে। যেমন: নারীরা হলে বলা: আল্লাহুম্মাগফির লাহুন্না---। আর যদি মাইয়েতনারী না পুরুষ জানা না যায় তবে মাইয়্যেতকে (মাইয়েত শব্দটি নারী-পরুষ উভয় লিঙ্গের জন্য ব্যবহার হয়) লক্ষ করে "আল্লাহুম্মাগফির লাহু--- অথবা জিনাজাহ (জিনাজাহ অর্থ শবদেহ যা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য প্রযোজ্য) লক্ষ করে "আল্লাহুম্মাগফির লাহা--- বলা জায়েজ।

◆ **শহীদের জানাজা পড়ার বিধান:**

আল্লাহর রাস্তায় শহীদের জানাজার ব্যাপারে ইমাম ইচ্ছা করলে জানাজা পড়বে আর না হয় না পড়বে। তবে জানাজা পড়াই উত্তম। তাদেরকে তাদের শহীদাস্থ স্থানেই সমাধি করতে হবে। এ ছাড়া যারা শহীদের মৃত্যুবরণ করে যেমন: ডুবে বা পুড়ে ইত্যাদি ভাবে মরা। তারা আখেরাতের শহীদের সওয়াব পাবে। তাদেরকে গোসল দিতে এবং কাফন পরিয়ে অন্যান্যদের মত তাদের উপর জানাজার সালাত পড়তে হবে।

◆ **কার প্রতি জানাজার সালাত পড়া যাবে:**

১. মুসলিম মাইয়াত চাই নেককার হোক বা পাপিষ্ঠ হোক তার উপর জানানা পড়া সুন্নত। কিন্তু সালাত ত্যাগকারীর উপর জানাজা পড়া চলবে না।

২. আত্মহত্যাকারী ও গনিমতের মালে খিয়ানতকারীর উপর বাদশাহ ও তার প্রতিনিধি জানাজা পড়বে না; ইহা তাদের জন্য শাস্তি ও ধমকি স্বরূপ। সাধারণ মুসলমানরা জানাজার সালাত পড়বে।

৩. যে মুসলিমের প্রতি রজম (প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা) বা কেসাস (হত্যার পরীবর্তে হত্যা)-এর শাস্তি প্রয়োগ করে হত্যাকৃত ব্যক্তিকে গোসল, কাফন ও জানাজা পড়ে দাফন করতে হবে।

◆ **জানাজা পড়া ও দাফন করা পর্যন্ত মৃতের সঙ্গে কবরস্থানে যাওয়ার ফজিলত:**

সুন্নত হলো ঈমান সহকারে ও সওয়াবের উদ্দেশ্যে মাইয়েতের সাথে জানাজা পড়া ও সমাধি শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা। মাইয়েতের সাথে কবরস্থান পর্যন্ত যাওয়া পুরুষদের জন্য নারীদের জন্য বৈধ নয়। লাশের সাথে কোন বাজনা বা আগুন কিংবা কুরআন তেলাওয়াত অথবা জিকির-দোয়া পাঠ করা চলবে না; কারণ এ সব বিদ'আত।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّه يَرْجِعُ مِنْ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ .متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোন মৃত মুসলিমের জানাজায় ঈমান সহকারে ও সওয়াবের আশায় শরিক হয় এবং জানাজা ও সমাধি করা পর্যন্ত থাকে সে দুই কীরাত নেকি নিয়ে ফিরে আসে। প্রতি কীরাত উহুদ পাহাড় বরাবর। আর যে জানাজা পড়ে দাফনের পূর্বে ফিরে যাবে সে এক কীরাত নেকি নিয়ে ফিরবে।"[১]

◆ **মাইয়েতের উপর জানাজা পড়ার স্থান:**

জানাজা পড়ার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে জানাজা আদায় করাই সুন্নত ও উত্তম। আর মাঝে মধ্যে মসজিদে জানাজা পড়া জায়েজ আছে। যার উপর কোন স্থানেই জানাজা হয় নাই তার উপর দাফনের পরে জানাজা পড়া উত্তম। আর যার উপর জানাজা পড়া হয় নাই তার কবরের পার্শ্বে জানাজা আদায় করতে হবে।

---

১. বুখারী হাঃ নং ৪৭ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ৯৪৫

◆ যদি কেউ মারা যায় এবং আপনি সালাত আদায়কারীর উপযুক্ত ও তার প্রতি জানাজা পড়তে আদেষ্টিত কিন্তু পড়েন নাই তাহলে তার কবরের পার্শ্বে জানাজা পড়ে নিবেন।

◆ **অনুপস্থিত মাইয়েতের জানাজা নামাজ আদায়ের বিধান:**

যে মাইয়েতের উপর জানাজা পড়া হয়নি এবং লাশও অনুপস্থিত তার প্রতি গায়েবানা জানাজা পড়া সুন্নত।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ .متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [ﷺ] (আবিসিনিয়ার বাদশা) নাজ্জাশীর মৃত্যুর দিনে তার মৃত্যুসংবাদ জানান। তিনি [ﷺ] সাহাবাদের নিয়ে মুসাল্লায় যান এবং চার তকবির দিয়ে জানাজার সালাত পড়েন।"[১]

◆ **তাড়াতাড়ি জানাজা পড়ার বিধান:**

সুন্নত হলো মৃতদেহকে দ্রুত প্রস্তুত করা ও জানাজা পড়ে কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ . متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ননা করেন, তিনি [ﷺ] বলেছেন: "তোমরা মাইয়েতের জানাজা জলদি কর; কারণ যদি সে সৎ হয় তবে তাকে তার সত্যের দিকে পৌঁছে দেওয়ায় তার জন্য কল্যাণকর। আর যদি এর বিপরীত হয় তবে অনিষ্টকে তোমাদের ঘাড় থেকে দূর করাই উত্তম।"[২]

◆ মহিলারা পুরুষদের মতই যদি কোন জানাজা মুসাল্লায় বা মসজিদে হাজির হয় তাহলে নারীরা মুসলমানদের সাথে জানাজা পড়বে। মহিলারা জানাজার সওয়াবে ও শোক প্রকাশে পুরুষদের মতই।

---

১. বুখারী হাঃ নং ১৩২৭ মুসলিম হাঃ নং ৯৫১ শব্দ তারই

২. বুখারী হাঃ নং ১৩১৫ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ৯৪৪

◆ **মৃত ব্যক্তিকে যখন কবরের দিকে নেওয়া হয় তখন সে কি বলে:**

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « إِذَا وُضِعَتِ الْجنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي وَإِنْ كَانَــتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ ». أخرجه البخاري.

আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [ﷺ] বলেছেন: "যখন মৃত ব্যক্তিকে পুরুষরা তাদের কাঁধে করে নিয়ে যায় তখন যদি সে নেক হয়, তাহলে বলে: আমাকে পৌঁছে দাও। আর যদি বদকার হয় তাহলে বলে: হাই আফসোস! একে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ওরা। মানুষ ব্যতীত সকলে তার আর্তনাদ শুনতে পাবে। আর মানুষ যদি শুনত তাহলে বেহুশ হয়ে পড়ত।"[১]

[১]. বুখারী হা: নং ১৩১৪

৫-মাইয়েতকে বহন ও দাফন করা

◆ **মাইয়েতকে বহন করার পদ্ধতি:**

সুন্নত হলো মাইয়্যেতকে চারজনে বহন করা এবং পদাতিকরা তার আগে পিছে ও আরোহীরা পিছনে চলা। যদি কবরস্থান দূরে হয় অথবা বহনে কষ্ট হয় তবে কোন বাহনে করে নিয়ে গেলে অসুবিধা নেয়।

◆ **মুসলমানদের দাফনের স্থান:**

নারী হোক পুরুষ হোক কিংবা ছোট বা বড় হোক মুসলমানদের কবরস্থানে সমাধি করতে হবে। আর কোন মসজিদ বা অমুসলিমদের কবরস্থান ইত্যাদি স্থানে কবর দেওয়া জায়েজ নেই।

◆ **মাইয়্যেতকে দাফনের পদ্ধতি:**

কবরকে গভীর ও প্রশস্ত এবং সুন্দর করা ওয়াজিব। যখন কবর খননের শেষ প্রান্তে পৌঁছবে তখন কিবলার দিকের পার্শ্বে মাইয়েতকে রাখার মত জায়গা গর্ত করবে-যাকে লাহাদ (বগলী) কবর বলা হয়। আর লাহাদ করা শাক্ক তথা সোজা কবরের চাইতে উত্তম। মাইয়েতকে কবরে রাখার সময় বলবে:

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ » وَ فِي لَفْظٍ « وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ. أخرجه أبوداود والترمذي.

“বিসমিল্লাহি ওয়া ‘আলাা সুন্নাতি রসূলিল্লহি।” অন্য বর্ণনায় আছে “ওয়া ‘আলাা মিল্লাতি রসূল্লািহ্।”।”[১]

কিবলার দিকে মুখ করে ঐ গর্তে মাইয়েতের পূর্ণ ডান পার্শ্বের উপর শায়িত করাবে। চিত করে রেখে শুধুমাত্র কেবলামুখী করা ঠিক নয়। এরপর তার উপর বাঁশ বা স্লাব বিছিয়ে দিয়ে মাঝের ফাঁকগুলো কাদা দ্বারা বন্ধ করে দিবে। এরপর তার উপর মাটি দিবে এবং উটের পিঠের মত করে জমিন থেকে মাত্র অর্ধেক হাত উঁচু করবে। অর্থাৎ দুই দিক ঢালু করে মাঝখান উঁচু করবে।

১. হাদীসটি সহীহ, আবূ দাঊদ হাঃ নং ৩২১৩, তিরমিযী হাঃ নং ১০৪৬

◆ **কবরের উপর ঘর বানানোর বিধান:**

কবরের উপর ঘর-বাড়ি বানানো, কবর পাকা করা, তার উপর চলা, কবরের নিকটে সালাত আদায় করা, কবরকে মসজিদ বানিয়ে নেওয়া, তার উপর আগর বাতি-মমবাতি ইত্যাদি জ্বালানো, কবরের উপর ফুলের মালা বা তড়া দেওয়া, কবরেব তওয়াফ করা, তার উপর কিছু লেখা এবং সেখানে ঔরষ বা মেলা করা এ সকল কাজ শরিয়তে সম্পূর্ণ হারাম।

◆ **কবরের উপর মসজিদ বানানোর বিধান:**

কোন কবরের উপর মসজিদ বানানো হারাম এবং মসজিদে কোন মাইয়েতকে দাফন করাও হারাম। যদি মসজিদ কবর বানানোর পূর্বে হয় তবে কবরকে ভেঙ্গে সমান করে দিতে হবে। আর যদি কবর নতুন হয় তবে কবর খননকরে লাশকে কবরস্থানে স্থানতরিত করতে হবে। আর যদি কবরের উপর মসজিদ বানানো হয় তবে হয় মসজিদকে দূর করে দিতে হবে নতুবা কবরকে দূর করতে হবে। সুতরাং, কবরের উপর যত মসজিদ বানানো হয়েছে সেখানে না ফরজ সালাত আদায় করা যাবে আর না নফল সালাত; কারণ করলে তা বাতিল বলে বিবেচিত হবে।

◆ সুন্নত হলো কবরকে গভীর করে খনন করা; যাতে করে দুর্গন্ধ বের না হয় এবং কোন জীবজন্তু খুঁড়তে না পারে। আর নীচে লাহাদ তথা বগলী করাই উত্তম যেমন পূর্বে উল্লেখ হয়েছে। অথবা কবরের নীচে মাঝখানে গর্ত করবে এবং সেখানে শায়িত করে স্লাব বা বাঁশ দ্বারা ঢেকে দিয়ে ফাঁকগুলো বন্ধ করে দিবে। এরপর মাটি ঢেলে দাফন করে দিবে।

◆ সুন্নত হলো মাইয়েতকে দিনের বেলা দাফন করা তবে রাত্রিতে দাফন করাও জায়েজ।

◆ **একাধিক লাশ দাফনের পদ্ধতি:**

একটি কবরে প্রয়োজন ছাড়া একাধিক ব্যক্তিকে দাফন করা জায়েজ নেই। যেমন: নিহতদের সংখ্যা বেশী এবং দাফনকারীদের সংখ্যা কম। এমন সময় তাদের মধ্যে যে উত্তম তাকে কিবলার দিকে প্রথমে কবরে রাখতে হবে। কোন মানুষ মরার পূর্বেই নিজের কবর খনন করে রাখা জায়েজ না।

◆ **কবর থেকে লাশ স্থানান্তর করার বিধান:**

প্রয়োজনে কবরস্থ ব্যক্তিকে তার কবর হতে স্থানতরিত করা জায়েজ। যেমন: পানি তার কবরকে নিমজ্জিত করে দিয়েছে বা কাফেরদের কবরস্থানে সমাধি করা হয়েছে ইত্যাদি কারণে। কবর হচ্ছে মৃতদের ঘর-বাড়ি এবং তাদের জিয়ারতের স্থান। সেখান হতে তাদেরকে প্রয়োজন ছাড়া কবর খনন করে স্থানতরিত করা যাবে না।

◆ **কবরে লাশ নামাবে কে:**

মাইয়েতকে কবরে নামাবে পুরুষরা নারীরা নয়। আর মাইয়েতের অভিভাকরাই তাকে কবরে নামানোর বেশী হকদার। সুন্নত হলো মাইয়্যেতকে তার পায়ের দিক থেকে কবরে নামানো। দক্ষিণ দিক থেকে মাথা ধরে টেনে উত্তর দিকে কবরে নামাবে। তবে কবরের যে কোন দিক থেকে কবরে নামানো জায়েজ আছে। আর মাইয়েতের হাড় ভাংচূর করা হারাম।

◆ **লাশের সঙ্গে নারীদের যাওয়ার বিধান:**

মৃতদেহের পিছনে পিছনে অনুসরণ করা মহিলাদের জন্য হারাম; কারণ তারা দুর্বল, দিল নরম, ধৈর্যহারা এবং মুসিবতকে সহ্য করতে অপারগ। যার ফলে তাদের থেকে এমন হারাম কাজ ও কথা প্রকাশ হতে পারে যা আবশ্যকীয় ধৈর্যের বিপরীত।

◆ **কবরকে চিহ্নিত করে রাখার বিধান:**

মাইয়েতের অভিভাকের জন্য সুন্নত হলো কবরকে পাথর ইত্যাদি দ্বারা চিহ্নিত করে রাখা; যাতে করে পরবর্তীতে তার পরিবারের কেউ মারা গেলে তার পার্শ্বে দাফন করতে পারে এবং তার দ্বারা তার মাইয়েতের কবরকে চিনতে পারে।

◆ যে ব্যক্তি সাগর বা পানি ইত্যাদিতে ডুবে মারা গেছে এবং লাশ নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে তাকে গোসল দিয়ে কাফন পরিয়ে জানাজা পড়ে পানিতে বসিয়ে দিবে।

◆ মুসলিম ব্যক্তির কারণবশত: কোন অংশ কর্তন করা হলে তা পুড়ানো জায়েজ নেয় এবং তা গোসল দেওয়া লাগবে না ও তার উপর

জানাজা পড়তে হবে না। বরং একটি নেকড়ায় পেঁচিয়ে কবরস্থানে দাফন করে দিতে হবে।

- যখন কোন লাশ নিয়ে যাওয়া হয় তখন মুসলিম ব্যক্তির উচিত হলো তার জন্য দাঁড়ানো। আর যে ব্যক্তি বসে থাকবে তার কোন অসুবিধা নেই।

- **কবরের নিকট ওয়াজ করার বিধান:**

সুন্নত হলো যখন লাশের খাট মাটিতে রেখে দেওয়া হয় ও দাফন করা তখন বসে যাওয়া। আর মাঝে মধ্যে উপস্থিত জনতাকে মৃত্যু ও তার পরে কি ঘটবে স্মরণ করানো।

عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ : كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَأَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكَّسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ ثُمَّ قَالَ : «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلَّا كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَإِلَّا قَدْ كُتِبَ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً» فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ الله أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ قَالَ: « أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ » ثُمَّ قَرَأَ : (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ) الآية. متفق عليه.

আলী [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা মদীনার বাকী'উল গারকাদ কবস্থানে একটি জানাজার পাশে বসে ছিলাম। এমন অবস্থান নবী [ﷺ] আমাদের নিকট আগমন করলেন। এসে তিনি বসে পড়লেন আমরাও তাঁর চতুষ্পার্শ্বে বসলাম তখন তাঁর সাথে একটি লাটি ছিল। অত:পর তিনি তাঁর মাথা নিচু করে তাঁর লাঠি দ্বারা জমিনের উপর দাগ কাটতে লাগলেন। এরপর তিনি [ﷺ] বলেন:"তোমাদের প্রত্যেকের জান্নাত ও জাহান্নামের স্থান এবং কে ভাগ্যবান আর কে দুর্ভাগা লেখা রয়েছে। এ সময় একজন বলল, হে আল্লাহর রসূল! তাহলে আমরা লেখার উপর

ভরসা করব এবং এবাদত করা ছেড়ে দেব; কারণ যে ভাগ্যবান সে ভাল আমলের দিকে ধাবিত হবে আর যে দুর্ভাগা সে খারাপ আমলের দিকে ধাবিত হবে। নবী [ﷺ] বললেন:"যারা ভাগ্যবান তাদের জন্যে ভাল কাজ সহজ করে দেওয়া হবে আর যারা দুর্ভাগা তাদের জন্যে খারাপ কাজ সহজ করা দেওয়া হবে। এরপর তিনি [ﷺ] এ আয়াতটি পাঠ করলেন: "অতএব, যে দান করে এবং আল্লাহভীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে, আমি তাকে সুখের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করব। আর যে কৃপণতা করে ও বেপরওয়া হয় এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে, আমি তাকে কষ্টের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করব।"
[সূরা লাইল: ৫-১০] [১]

◆ লাশ দাফনের পর মুসলিম ব্যক্তি কি করবে:

যে কবরের পার্শ্বে হাজির হয়েছে তার জন্য সুন্নত হলো দাফনের পর মাইয়েতের দৃঢ়তার জন্য একাকী দোয়া করা এবং তার জন্য ক্ষমা চাওয়া। আর উপস্থিত যারা আছে তাদেরকে ক্ষমার জন্য নির্দেশ করা। তবে মাইয়েতকে তালকীন দিবে না; কারণ তালকীন মৃত্যুর সময় পরে নয়।

◆ যেসব সময়ে লাশ দাফন ও জানাজা পড়া নিষেধ:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ رضي الله عنه قَالَ: ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَنْهَانَا أنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ. أخرجه مسلم.

'উকবা ইবনে 'আমের জুহানী [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: তিনটি সময়ে রসূলুল্লাহ [ﷺ] আমাদেরকে সালাত আদায় করতে এবং আমাদের মাইয়েতকে কবর দিতে নিষেধ করতেন। সূর্য উদয়ের সময় যতক্ষণ উঁচু না হয়, দ্বিপহরের সময় যতক্ষণ না ঢলে যায় এবং সূর্য ডুবার সময়

[১]. বুখারী হা: নং ১৩৬২ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ২৬৪৭

যতক্ষণ না ডুবে যায়।"[১]

◆ কোন মুসলিম কাফেরের দেশে মারা গেলে কি করতে হবে:

যে কাফেরের দেশে মারা যাবে তাকে গোসল দিয়ে, জানাজা পড়ে সেখানকার মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করতে হবে। আর যদি সেখানে মুসলমানদের কবরস্থান না পাওয়া যায়, তাহলে সম্ভব হলে মুসলিম দেশে লাশ নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু যদি নিয়ে আসা সম্ভবপর না হয় তাহলে নির্জন প্রান্তরে সমাধি করে কবরকে গোপন করে ফেলবে; যাতে করে কাফেররা তার প্রতি কোন প্রকার সম্যসা না করতে পারে। আর সুন্নত হলো যে যেখানে মারা যাবে সেখানেই তাকে দাফন করা। তবে মৃতের কোন অসম্মান ও পরিবর্তনের আশঙ্কা না থাকলে তার দেশে বা স্থানে নিয়ে আসা জায়েজ।

---

[১]. মুসলিম হা: নং ৮৩১

৬- শোক প্রকাশ ও সান্ত্বনা দান

◆ **শোক প্রকাশ ও সান্ত্বনা দানের সময়:**

মৃতের শোকার্ত পরিবারকে দাফনের আগে ও পরে সান্ত্বনা দেওয়া সুন্নত। মুসলিম মাইয়েতের পরিবারের শোকাতুরকে বলবে:

«إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ» .

متفق عليه.

“ইন্না লিল্লাহি মাা আখায, ওয়া লাহু মাা আ‘ত্বাা, ওয়া কুল্লু শাইয়িন ‘ইন্দাহু বিআজালিন মুসাম্মা, ফাল্‌তাসবির ওয়ালতাহ্‌তাসিব।” [১]

◆ **শোক প্রকাশ ও সান্ত্বনা দানের বিধান:**

মাইয়েতের শোকাতুর পরিবারকে যে কোন সময় শোক প্রকাশ ও সান্ত্বনা দেওয়া সুন্নত। এর জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় নেয়। যার দ্বারা তারা সান্ত্বনা লাভ করে এমন কথা-বার্তা দ্বারা শোক প্রকাশ ও সান্ত্বনা দিবে। তাদের দু:খ দূর করার চেষ্টা করবে এবং শরিয়ত সম্মত ধৈর্যধারণ ও সন্তুষ্টি থাকার জন্য বলবে। আর মাইয়েত ও শোকার্তদের জন্য দোয়া করবে।

◆ **শোক প্রকাশ ও সান্ত্বনা দানের স্থান:**

যে কোন স্থানে শোক প্রকাশ ও সন্ত্বনা দান করা জায়েজ। কবরস্থানে, বাজারে, মুসল্লায়, মসজিদে, বাড়িতে, অফিসে ও রাস্তায়।

◆ মাইয়েতের পরিবারের জন্য নির্দিষ্ট কোন পোশাক যেমন: কালো ইত্যাদি পরা জায়েজ নেই; কারণ এতে আল্লাহর ফয়সালার প্রতি নারাজ ও অসন্তুষ্টির বহি:প্রকাশ।

◆ **কাফেরদের জন্য শোক প্রকাশ ও সান্ত্বনা দানের বিধান:**

যে সকল কাফের মুসলিম ও ইসলামের সাথে শত্রুতা প্রকাশ করে না তাদেরকে তাদের মাইয়েতের জন্য দোয়া ছাড়াই সান্ত্বনা দেওয়া জায়েজ।

◆ সুন্নত হলো মাইয়েতের পরিবারের জন্য খানা পাকানো এবং তাদের

---

১. বুখারী হাঃ নং ৭৩৭৭ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ৯২৩

জন্য প্রেরণ করা। আর মাইয়েতের পরিবারের পক্ষ থেকে মানুষের জন্য খানা পাকানো ও তাদের খানা খাওয়া বিদ'আত।

◆ **মাইয়েতের জন্য ক্রন্দন করার বিধান:**

বিলাপ ছাড়া সাভাবিক ভাবে ক্রন্দন করা জায়েজ। কাপড় ফাটানো বা চিরানো ও গাল চাপড়ানো এবং শব্দ উঁচু ইত্যাদি করা হারাম। আর এর দ্বারা মাইয়েতের কবরে আজাব হবে যদি সে বিলাপ করে কাঁদার জন্য অসিয়ত করে যায় বা নিষেধ না করে যায়।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْهَلَ آلَ جَعْفَرٍ ثَلَاثًا أَنْ يَأْتِيَهُمْ ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ لَا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ ثُمَّ قَالَ ادْعُوا لِي بَنِي أَخِي فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّا أَفْرُخٌ فَقَالَ ادْعُوا لِي الْحَلَّاقَ فَأَمَرَهُ فَحَلَقَ رُءُوسَنَا .أخرجه أبوداود والنسائي.

১. আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফার [ﷺ] থেকে বর্ণিত নবী [ﷺ] জা'ফার [ﷺ]-এর পরিবারকে তিন দিন পর্যন্ত শোক পালন করার জন্য সুযোগ দিয়েছিলেন। এরপর তিনি [ﷺ] তাদের কাছে এসে বলেন: "আজকের দিনের পর আর আমার ভাইয়ের জন্য কাঁদবে না"। অত:পর বলেন: "আমার ভাইয়ের সন্তানদেরকে উপস্থিত কর।" এরপর আমাদেরকে নিয়ে আসা হলো যেন আমারা পাখীর বাচ্চার মত। তখন নবী [ﷺ] বললেন: "নাপিতকে ডাক।" এরপর নাপিতকে নির্দেশ করলে সে আমাদের মাথা মুণ্ডন করে দেয়।[১]

عَنْ عُمَرَ بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ .متفق عليه.

২. উমার ইবনে খাত্তাব [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [ﷺ] বলেছেন: "মৃত ব্যক্তির কবরে আজাব হয় তার উপর বিলাপ করে কাঁদার জন্য।"[২]

---

১. হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাঃ নং ৪১৯২ শব্দ তারই , নাসাঈ হাঃ নং ৫২২৭

২. বুখারী হাঃ নং ১২৯২ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ৯২৭

৭- কবর জিয়ারত

◆ কবর জিয়ারতের হেকমত:

কবর জিয়ারতের তিনটি উদ্দেশ্য রয়েছে:

প্রথম: আখেরাতের স্মরণ, উপদেশ গ্রহণ ও মৃতদের দ্বারা নসিহত নেওয়া।

দ্বিতীয়: মৃতদের প্রতি এহসান করা যেমন: তাদের জন্যে ক্ষমা ও দয়াভিক্ষার দোয়া করা; কারণ জীবতরা যেমন তাদের সাক্ষাৎ করলে ও হাদিয়ে দিলে খুশি হয় এর দ্বারা তেমনি মৃতরাও খুশি হয়।

তৃতীয়: জিয়ারতকারী তার নিজের প্রতি এহসান করে; কারণ এর দ্বারা সে কবর জিয়ারতে শরয়িতের সুন্নত অনুসরণ করে এবং সওয়াব অর্জন করে।

◆ কবর জিয়ারতের বিধান:

পুরুষদের জন্য কবর জিয়ারত করা সুন্নত; কারণ এর দ্বারা আখেরাত ও মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়। জিয়ারত শিক্ষা ও নসিহত গ্রহণ এবং মৃতদের প্রতি সালাম দেওয়া ও তাদের জন্য দোয়ার উদ্দেশ্যে হতে হবে। মৃতদেরকে ডাকা বা তাদের বা কবরের মাটি দ্বারা বরকত হাসিল ইত্যাদি উদ্দেশ্যে নয়; কারণ এসব কার্যাদি নাজায়েজ।

◆ মহিলাদের কবর জিয়ারতের বিধান:

মহিলাদের কবর জিয়ারত করা কবিরা গুনাহ। অতএব, নারীদের জন্য কবর জিয়ারত করা নাজায়েজ। কিন্তু যদি কোন মহিলা জিয়ারতের উদ্দেশ্য ছাড়া কবরস্থানে পাশ দিয়ে অতিক্রম করে তবে সুন্নত হলো সে কবরবাসীকে সালাম দিবে এবং কবরস্থানে প্রবেশ না করে তাদের জন্য যে সকল দোয়া উল্লেখ হয়েছে তা দ্বারা দোয়া করবে।

◆ মৃতদের জন্যে দেয়া করার বিধান:

সকল জীবত মানুষের জন্য মৃতদেরকে আহ্বান করা, বিপদ মুক্তির জন্য ডাকা, হাজাত পূরণ ও বালা-মুসিবত দূরের জন্য চাওয়া, নবী-রসূল ও সৎলোকদের কবরের তওয়াফ ইত্যাদি করা, কবরের নিকট জবাই

করা এবং কবরকে মসজিদ বানিয়ে নেওয়া সম্পূর্ণ হারাম ও বড় শিরক, যার কর্তাকে আল্লাহ জাহান্নামের আগুনের ভয় প্রদর্শন করেছেন।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ لَوْلَا ذَلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَوْ خُشِيَ أَنَّ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا .متفق عليه.

আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাঁর অন্তিমকালে বলেন: "ইহুদি ও খ্রীষ্টানদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ, যারা তাদের নবীগণের কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছিল।" তিনি (আয়েশা) বলেন: যদি মসজিদ বানিয়ে নেওয়ার ভয় না থাকত তবে তাঁর (রসূল ﷺ)-এর কবর বাইরে প্রকাশ্য স্থানে করা হত।[১]

◆ **কবরস্থানে প্রবেশের সময় ও জিয়ারতের জন্য কি বলবে:**

السَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ .أخرجه مسلم.

১. "আসসালাামু 'আলাা আহলিদ্দিইয়ারি মিনাল মু'মিনীনা ওয়ালমুসলিমীন, ওয়া ইয়ারহামুল মুস্তাক্বদিমীনা মিন্নাা ওয়ালমুসতা'খিরীন, ওয়া ইন্নাা ইনশাাআল্লাহু বিকুম লালাাহিকূন"। [২]

২. অথবা বলবে:

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ .أخرجه مسلم.

"আসসালাামু 'আলাইকুম দাারা কাওমিন মু'মিনীন, ওয়া ইন্নাা ইনশাাআল্লাহু বিকুম লাাহিকূন"[৩]

৩. অথবা বলবে:

---

১. বুখারী হাঃ নং ১৩৩ মুসলিম হাঃ নং ২৫৯ শব্দ তারই

২. মুসলিম হাঃ নং ৯৭৪

৩ . মুসলিম হাঃ নং ২৪৯

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَلاَحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ .أخرجه مسلم.

"আসসালামু 'আলাইকুম আহলাদ দিইয়ারি মিনাল মু'মিনীনা ওয়ালমুসলিমীন, ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু লালাহিকূন, আসআলুল্লাহা লানা ওয়ালাকমুল 'আফিয়াহ্।" [১]

◆ কবর জিয়ারতকারীদের প্রকার:

১. যারা মৃতদের ক্ষমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করে। আর তাদের অবস্থা দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করে ও আখেরাতকে স্মরণ করে। ইহা শরিয়ত সম্মত জিয়ারত।

২. যারা কবর জিয়ারতের সময় নিজের ও অন্যান্যদের জন্য আল্লাহর নিকট দোয় করে। এ নিয়তে যে কবরের পার্শ্বে দোয়া করা মসজিদের চেয়েও উত্তম। ইহা জঘন্য বিদ'আত।

৩. যারা কবর জিয়ারতের সময় বিভিন্ন নবী-রসূল বা অলি-পীরের মর্যাদা বা হক দ্বারা আল্লাহর কাছে অসিলা করে। যেমন বলে: হে আমার প্রতিপালক অমুকের মর্যাদার মাধ্যমে তোমার নিকট চাচ্ছি। ইহা বিদ'আত; কারণ শিরক পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার জন্য ইহা এক বড় মাধ্যম।

৪. যারা আল্লাহকে আহ্বান করে না বরং কবরবাসীদেরকে ডাকে। যেমন বলে: হে আল্লাহর নবী অথবা হে আল্লাহর অলি কিংবা হে অমুক আমাকে এমনটা দান করুন বা আমাকে রোগ মুক্তি দাও ইত্যাদি। ইহা বড় শিরক যা মিল্লাতে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়।

◆ মুশরেকদের কবর জিয়ারতের বিধান:

অমুসলিমের কবর উপদেশ গ্রহণের জন্য জিয়ারত করা জায়েজ। তবে তার জন্য দোয়া ও ক্ষমা চাওয়া যাবে না বরং তাকে জাহান্নামের সুসংবাদ জানাবে।

---

১. মুসলিম হাঃ নং ৯৭৫

◆ কবরস্থান ওয়াজ ও উপদেশ গ্রহণের স্থান। সুতরাং সেখানে কোন প্রকার গাছ লাগানো, টাইলস দ্বারা রাস্তা বানানো ও লাইট জ্বালিয়ে আলোকিত করা এবং যে কোন সৌন্দর্যকরণ জায়েজ নয়।

◆ **মৃত্যুর পরে মাইয়েতের সঙ্গে কি যায়:**

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»: يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ .متفق عليه.

আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "মাইয়েতের সঙ্গে তিনটি জিনিস যায়। তার মধ্যে দু'টি ফিরে আসে আর একটি তার সঙ্গে বাকি থাকে। পরিবার, সম্পদ ও আমল তার সাথে যায়। পরিবার ও সম্পদ ফিরে আসে আর তার আমল সঙ্গে বাকি থেকে যায়।"[১]

◆ **মৃতের জন্যে সৎকর্ম করা:**

একজন মুসলিম অপর জীবিত বা মৃত মুসলিমের জন্য ততটুকু করতে পারবে যতটুকু শরিয়তে অনুমতি আছে। যেমন: দোয়া করা, ক্ষমা চাওয়া, তার পক্ষ থেকে হজ্ব-উমরা ও দান খয়রাত করা, মৃতের প্রতি বাকি থেকে যাওয়া ওয়াজিব রোজা কাজা করে দেওয়া। যেমন: নজরের রোজা। আর কুরআন পড়ার জন্য মোল্লাা-মুনশি বা হাফেজ-কারি ভাড়া করে কুরআন খতম দিয়ে তার নেকি মাইয়েতের নামে বখশিয়ে দেওয়া বিদ'আত।

১.বুখারী হাঃ নং ৬৫১৪ শবআদ তারই মুসলিম হাঃ নং ২৯৬

এবাদত

৪- জাকাতের অধ্যায়

এতে রয়েছে:

১. জাকাতের অর্থ, বিধান ও ফজিলত।
২. সোনা-রূপার জাকাত।
৩. "বাহিমাতুল আন'আম" তথা গবাদিপশুর জাকাত।
৪. কৃষি সম্পদের জাকাত।
৫. ব্যবসা সামগ্রীর জাকাত।
৬. জাকাতুল ফিতর।
৭. জাকাত বের করার নিয়ম।
৮. জাকাতের খাতসমূহ।
৯. নফল দান-খয়রাত।

قال الله تعالى:

﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾﴾ التوبة:٦٠

আল্লাহর বাণীঃ

"জাকাত হলো কেবল ফকির, মিসকিন, জাকাত আদায়ের কর্মচারী ও যাদের চিত্তাকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক। আর দাস মুক্তির জন্যে, ঋণগ্রস্তদের জন্যে, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে। এই হলো আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা তাওবা: ৬০]

৪- জাকাত অধ্যায়

১- জাকাতের অর্থ ও বিধান এবং ফজিলত

◆ **জাকাতের প্রকার:**

যে জাকাত আল্লাহ বিধিবিধান করেছেন তা তিন প্রকার:

প্রথম: সম্পদে ফরজ জাকাত। ইহা চারটি জিনিসে ফরজ যথা:

১. সোনা ও রূপা এবং সকল মুদ্রা।

২. "বাহিমাতুল আন'য়াম" তথা উট, গরু, দুম্বা-ভেড়া ও ছাগলের মধ্যে যেগুলো মুক্তভাবে বিচরণকারী।

৩. জমিন থেকে যা বের হয় যেমন: শস্যদানা, ফলাদি ও খনিজপদার্থ।

৪. ব্যবসা সামগ্রী।

দ্বিতীয়: দায়িত্বে ফরজ জাকাত। ইহা হলো জাকাতুল ফিতর যা প্রতিটি মুসলিমের প্রতি রমজান মাসের শেষে ফরজ হয়।

তৃতীয়: নফল দান-খয়রাত। ইহা মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহর নিকট বেশি সওয়াবের আশায় অন্যের প্রতি এহসান করত: বের করেন। আর 'সদকাহ' শব্দটি জাকাতের জন্য ব্যবহার হয়; কারণ ইহা জাকাত প্রদানকারীর সত্য ঈমানের প্রমাণ করে।

◆ **বিভিন্ন প্রকার এবাদত বিধিবিধান করার হেকমত:**

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের জন্য বিভিন্ন প্রকার এবাদত বিধি-বিধান করেছেন। কিছু রয়েছে যার সম্পর্ক শরীরের সঙ্গে যেমন: সালাত। আর কিছু রয়েছে যার সম্পর্ক নফসের পছন্দনীয় সম্পদ খরচের সঙ্গে। যেমন: জাকাত ও সাধারণ দান-খয়রাত। আবার কিছু রয়েছে যার সম্পর্ক শরীর ও সম্পদ খরচের সাথে সম্পর্ক যেমন: হজ্ব ও জিহাদ। আর কিছু আছে যার সম্পর্ক প্রবৃত্তকে তার পছন্দনীয় ও যা সে চায় তা থেকে বিরত রাখার সাথে যেমন: রোজা। আল্লাহ তা'আলা এবাদতগুলোকে বিভিন্ন প্রকার করেছেন তাঁর বান্দাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য; কে তার রবের আনুগত্যকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে আর কে তার

প্রবৃত্তির খাহেশকে প্রাধান্য দিচ্ছে। প্রত্যেকে তার জন্য যে এবাদত সহজ ও উপযুক্ত তাই সে আদায় করবে।

◆ **যে সম্পদ তার মালিকের উপকারে আসবে তার শর্ত:**
সম্পদশালীর সম্পদ তিনটি শর্তে তার নিজের উপকারে আসবে:

১. সম্পদ হালাল হওয়া।
২. সম্পদ অর্জনে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য থেকে বিমুখ না হওয়া।
৩. সম্পদে যে আল্লাহর হক রয়েছে তা আদায় করা।

◆ **জাকাত:** জাকাত অর্থ বৃদ্ধি পওয়া ও বেশী হওয়া। ইহা বিশেষ সম্পদে নির্ধারিত ব্যক্তিদের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা ফরজ।

◆ **জাকাত ফরজ হওয়ার সময়:**
জাকাত মক্কায় ফরজ হয়। কিন্তু নেসাব নির্ধারণ এবং যে সকল সম্পদে জাকাত ফরজ ও ব্যয়ের খাতসমূহের বর্ণনা মদিনায় দ্বিতীয় হিজরিতে হয়েছে।

◆ **জাকাত আদায়ের বিধান:**
ইসলামে শাহাদাতাইন ও সালাতের পরই জাকাতের স্থান। ইহা ইসলামে অন্যতম তৃতীয় রোকন।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣﴾ التوبة: ١٠٣

"তাদের মালামাল থেকে জাকাত গ্রহণ করুন যাতে তার মাধ্যমে তাদেরকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করতে পারেন। আর তাদের জন্য দোয়া করুন; নি:সন্দেহে আপনার দোয়া তাদের জন্য সান্ত্বনাস্বরূপ। বস্তুত: আল্লাহ্ সবকিছু শোনেন, জানেন।" [সূরা তাওয়া: ১০৩]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الإِسْلَامَ بُنِيَ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَحَجِّ

البَيْتِ». متفق عليه.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি:(১) সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই। (২) সালাত কায়েম করা। (৩) জাকাদ আদায় করা। (৪) রমজানের রোজা রাখা। (৫) কা'বা ঘরের হজ্ব পালন করা।"[১]

◆ **জাকাতকে বিধি-বিধান করার হেকমত:**

১. জাকাত গ্রহণ করার উদ্দেশ্য সম্পদ জমা করা এবং ফকির ও অভাবগ্রস্তদের উপর খরচ করাই শুধু নয়; বরং প্রথম লক্ষ্য হলো মানুষ যাতে করে সম্পদ থেকে নিজেকে উর্ধ্বে রাখতে পারে। সে যেন সম্পদের মালিক হয় গোলাম না হয়। আর এ জন্যই জাকাত গ্রহীতা দাতাকে প্রবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে।

২. জাকাত যদিও বাহ্যিক ভাকে সম্পদের পরিমাণে কম করে দেয়। কিন্তু প্রকৃত ভাবে জাকাতের প্রভাবে সম্পদ বাড়ে, বরকত হাসিল হয় ও জাকাত আদায়কারীর অন্তরে ঈমান বৃদ্ধি পায়। আর তার সুন্দর চরিত্র বৃদ্ধি পায়; যার ফলে খরচ ও দান করে। নফসের ভালবাসার জিনিসের চেয়েও ঊর্ধ্বের তথা আল্লাহর ভালবাসা হাসিলের জন্য খরচ করে। আর তা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও জান্নাত লাভে ধন্য।

◆ **সম্পদের আসল মালিক কে:**

ইসলামে সম্পদের মূলনীতিমালা হলো স্বীকার করা যে, এর প্রকৃত মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা। আর তাঁরই একমাত্র অধিকার সম্পদের মালিকানা হওয়ার নিয়ম-নীতি প্রণয়ন, তাতে অধিকাসমূহ আবশ্যকীয়করণ, সীমানির্ধারণ ও ধার্যকরণ, খচরের খাত এবং উপার্জন ও ব্যয়ের পন্থাসমূহ বর্ণনাকরণ।

৩. জাকাত পাপরাজিকে মিটিয়ে দেয়। আর তা জান্নাতে প্রবেশ ও জাহান্নাম থেকে নিস্কৃতির কারণও বটে।

[১]. বুখারী হা: নং ৮ ও মুসলিম হা: নং ১৬ শব্দ তারই

৪. আল্লাহ তা'আলা জাকাতকে বিধি-বিধান করেছেন এবং তা আদায়ের প্রতি উৎসাহ দান করেছেন; কারণ এতে রয়েছে নফসকে কার্পণ্য ও স্বার্থ থেকে পবিত্রকরণ। ইহা ধনী ও গরিবের মাঝের শক্তিশালী এক সেঁতুবন্ধন। এর দ্বারা আত্মা পরিচ্ছন্ন লাভ করে এবং অন্তরে প্রশান্তি আসে। আর দিল প্রশস্ত হয় ও সকলে লাভ করে নিরাপত্বা, ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব।

৫. জাকাত আদায়কারীর নেকি বাড়িয়ে দেয় এবং সম্পদকে বিপদ-আপদ থেকে হেফাজত করে, ফল দান করে, বৃদ্ধি করে, বেশী করে দেয়, ফকির-মিসকিনদের অভাব পূরণ করে, অর্থনীতি অপরাধ থেকে রক্ষা করে যেমন: চুরি, লুটপাট ও ডাকাতি-জবরদখল ইত্যাদি।

◆ জাকাতের পরিমাণসমূহ:

আল্লাহ তা'আলা জাকাতের পরিমাণ সম্পদের উপার্জনে কষ্টের হিসাবে নির্ধারণ করেছেন যেমন:

১. গুপ্ত সম্পদ-তথা জাহেলিয়াতের যুগে মাটির নিচে পুঁতে রাখা সম্পদে যা কোন কষ্ট ছাড়াই পাওয়া যায় তাতে এক পঞ্চমাংশ=২০%।

২. যাতে এক পক্ষ থেকে কষ্ট রয়েছে যেমন: কোন খরচ ছাড়াই জমিতে পানি সেচের ব্যবস্থা। এতে এক পঞ্চমাংশের অর্ধেক=১০%।

৩. যাতে দু'দিক (বীজ ও সেচ) থেকে কষ্ট রয়েছে যেমন: খরচ দ্বারা সেচ করতে হয়। এতে এক পঞ্চমাংশের একচতুর্থাংশ=৫ %।

৪. যাতে কষ্ট অধিক ও সারা বছর ধরে আবর্তন-বিবর্তন ঘটে। যেমন: মুদ্রা ও ব্যবসা সামাগ্রী। এতে এক পঞ্চমাংশের এক অষ্টমাংশ=২.৫০%।

◆ জাকাত আদায়ের ফজিলত:

১. আল্লাহর বাণী:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٢٧٧﴾ البقرة: ٢٧٧

"নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, সালাত প্রতিষ্ঠা করেছে এবং জাকাত আদায় করেছে, তাদের জন্য পুরস্কার তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে। তাদের কোন আশঙ্কা নেয় এবং তারা দু:খিত হবে না।" [সূরা বাকারা: ২৭৭]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾ ﴾ [البقرة/ ٢٧٤].

"যারা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, রাত্রে ও দিনে গোপনে ও প্রকাশ্যে। তাদের জন্যে তাদের সওয়াব রয়েছে তাদের পালনকর্তার কাছে। তাদের কোন অশঙ্কা নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।" [সূরা বাকারা: ২৭৪]

◆ **জাকাত ফরজ হওয়ার শর্তসমূহ:**

১. জাকাত ছোট-বড়, নারী-পুরুষ এবং নির্বোধ-পাগল সকলের সম্পদে ফরজ, যদি নিম্নের শর্তগুলো পাওয়া যায়:

(ক)সম্পদের মালিককে মুসলিম ও স্বাধীন হওয়া।

(খ) সম্পদ স্থায়ী হওয়া।

(গ)সম্পদ নেসাব পরিমাণ হওয়া।

(ঘ)সম্পদের উপর হিজরি সালের পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়া।

২. কাফেরের প্রতি জাকাত ফরজ নয়, অনুরূপ সকল এবাদতও তার প্রতি ফরজ না। তবে কিয়ামতের দিন তার হিসাব হবে। আর দুনিয়াতে তার উপর আবশ্যকীয় করা হবে না এবং মুসলিম না হওয়া পর্যন্ত করলেও গ্রহণ করা হবে না।

◆ **যে সকল সম্পদে বছর পূর্ণ হওয়া শর্ত না:**

কৃষি সম্পদ, মুক্তভাবে বিচরণকারী পশুর বাচ্চা ও ব্যবসার মুনাফার নেসাব পরিমাণ হলে জাকাত ফরজ; এতে পূর্ণ এক বছর অতিবাতি হওয়া শর্ত নয়। আর গুপ্ত ধনে কম হোক আর বেশী হোক তাতে জাকাত ফরজ; এতে নেসাব ও পূর্ণ এক বছর হওয়া শর্ত নয়।

◆ মুক্তভাকে বিচরণকারী পশুর বাচ্চা ও ব্যবসার মুনাফার মূল যদি নেসাব পরিমাণ হয় তাহলে বাচ্চা ও মুনাফার উপর বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়।

◆ **ওয়াকফ্কৃত জিনিসের জাকাত:**

জনকল্যাণের জন্য ওয়াকফ যেমন:মসজিদ, মাদরাসা ও মুসাফির খানা ইত্যাদির জাকাত নেয়। আর যে সমস্ত জিনিস চ্যারিটি-দাতব্যের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, সেগুলো ওয়াকফের মত তাতে কোন জাকাত নেয়। কিন্তু নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের উপর ওয়াকফ হলে তার জাকাত দিতে হবে। যেমন: সন্তানদের জন্য ওয়াকফ।

◆ **অন্যকে কর্য দেওয়া সম্পদের জাকাত বের করতে হবে?**

ঋণ যদি সমৃদ্ধশালী ব্যক্তির নিকট হয় তাহলে তা গ্রহণ করার পর গত সমস্ত বছরগুলোর জাকাত আদায় করতে হবে। তবে উত্তম হলো প্রতি বছরে আদায় করে দেয়া। আর যদি ঋণ কোন অভাবগ্রস্ত বা টালবাহনাকারীর নিকট হয় তবে হস্তগত হওয়ার পরে শুধুমাত্র এক বছরের জাকাত আদায় করতে হবে।

◆ **ঋণী ব্যক্তির প্রতি জাকাত কি ফরজ?**

সর্বঅবস্থায় জাকাত ফরজ যদিও জাকাত প্রদানকারীর নেসাবকে তার ঋণ কম করে দেয়। কিন্তু যদি ঋণ আদায় করা জাকাত ফরজ হওয়ার আগেই ওয়াজিব হয়, তাহলে প্রথমে ঋণ পরিশোধ করবে এরপর বাকি সম্পদের জাকাত দিবে। আর এ দ্বারা তার দায়িত্ব হতে অব্যহতি পাবে।

◆ **যেসব সম্পদের জাকাত বের করতে হবে:**

নির্দিষ্ট সম্পদের উপর নির্দিষ্ট জিনিসই জাকাত ফরজ হবে। অতএব, শস্যদানার দানা দ্বারা, দুম্বা-ভেড়া ও ছাগল তা দ্বারাই ও মুদ্রা মুদ্রা দ্বারাই এ ভাবেই জাকাত বের করতে হবে। কোন বিশেষ প্রয়োজন ও উপকার ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা আদায় করা যাবে না।

◆ **যেসব সম্পদে জাকাত বের করা ওয়াজিব নাঃ**

আয়-রোজগার ও ব্যবহারিক জিনিস-পত্রের উপর জাকাত নেই। যেমনঃ বাসস্থান, পোশাক, বাড়ির আসবাব-পত্র, জীবজন্তু ও গাড়ি ইত্যাদি।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ .متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেছেন: "মুসলিম ব্যক্তির গোলাম ও ঘোড়ার কোন জাকাত নেয়।"[১]

◆ যখন কোন মানুষের নিকট নেসাব পরিমাণ মুদ্রা জমা হবে এবং তার উপর এক বছর অতিবাহিত হবে তখন তার উপর জাকাত ফরজ হবে। চাই তা খরচের জন্য জমা করে থাকুক বা বিবাহ কিংবা ঘর-বাড়ি ক্রয় অথবা ঋণ পরিশোধ বা অন্যান্য যে কোন কাজের জন্য করুক তাতে জাকাত ফরজ হবে।

◆ কোন ব্যক্তির উপর কারো ঋণ থাকলে তা জাকাতের নিয়তে বাদ করে দেওয়া জায়েজ নেই।

◆ জাকাত আদায় না করে কেউ মারা গেলে তার উত্তরসূরীরা তার রেখা যাওয়া সম্পদ থেকে অসিয়ত ও ভাগ-বণ্টনের আগে তা বের করে দিবে।

◆ যদি বছরের মাঝে নেসাব পরিমাণ মাল থেকে কমে যায় বা প্রয়োজনে বিক্রি করে দেয় (জাকাত না দেয়ার উদ্দেশ্যে নয়) তাহলে বছর ভেঙ্গে যাবে এবং তখন থেকে নতুন ভাবে বছর হিসাব করবে। আর যদি একই প্রকার জিনিস দ্বারা পরিবর্তন করে তবে বছর ঠিক থাকবে।

◆ যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি জাকাত ও ঋণ রেখে মারা যায় আর তার উত্তরাধিকার সে পরিমাণ না হয় তবে ঐ দু'টির অনুপাত হারে দু'জনের মাঝে ভাগ করে দিবে।

১.বুখারী হাঃ নং ১৪৬৩ মুসলিম হাঃ নং ৯৮২ শব্দ তারই

২- সোনা-রূপার জাকাত

◆ সোনা ও রূপর জাকাতের বিধান:

সোনা ও রূপাতে জাকাত ফরজ হবে যদি নেসাব পরিমাণ ও চন্দ্র বছরের এক বছর অতিবাহিত হয়। চাই উহা মুদ্রা হোক বা পিণ্ড হোক কিংবা গহনা হোক অথবা কাঁচা হোক।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝٣٤ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا۟ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ۝٣٥﴾ [التوبة/٣٤-٣٥].

"আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না আল্লাহর পথে, তাদের কঠোর শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। সে দিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে। (সেদিন বলা হবে), এগুলো যা তোমরা নিজেদের জন্যে জমা করে রেখেছিলে, সুতরাং এক্ষণে আস্বাদ গ্রহণ কর জমা করে রাখার।" [সূরা তাওবা: ৩৪-৩৫]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:«لَيْس فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ».متفق عليه.

২. আবু সাঈদ খুদরী [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী [ﷺ] বলেছেন:"পাঁচ আওয়াকের নিচে জাকাত ফরজ হয় না। পাঁচটি উটের কমে জাকাত ফরজ হয় না। পাঁচ আওসুকের নিচে জাকাত ফরজ হয় না।"[১]

[১]. বুখারী হা: নং ১৪০৫ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ৯৭৯

◆ **সোনার নেসাবঃ**

সোনা বিশ দিনার ও এর অতিরিক্ত হলে শতকরা আড়াই ভাগ (২.৫০%) জাকাত ফরজ হবে।

◆ একটি দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) এক মিছকাল। আর এক মিছকাল বর্তমান যুগের হিসাবে ৪.২৫ গ্রাম।

◆ বিশ দিনার হবে ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ, ২০ × ৪.২৫ =৮৫ গ্রাম স্বর্ণ।

◆ **রূপার নেসাবঃ**

রূপা দুই শত ও এর অধিক সংখ্যা দিরহাম হলে বা ওজনে পাঁচ আওয়াক ও এর বেশী হলে শত করা আড়াই ভাগ (২.৫০%) জাকাত ফরজ হবে।

◆ ওজন হিসাবে দুই শত দিরহাম ৫৯৫ গ্রাম হয়। বর্তমানে ইহা সৌদি রৌপ্য রিয়ালে ৫৬ রিয়াল। সৌদি রৌপ্য রিয়াল বর্তমানে ৭টি নোট রিয়াল। তাহলে গুণফল ৫৬×৭=৩৯২ এত দাঁড়াই। আর ইহা হচ্ছে সৌদি নোট রিয়ালের সর্বনিম্ন নেসাব। এর দশ ভাগের একচতুর্থাংশ (৯.৮) রিয়াল ২.৫০% পরিমাণ হয়।

◆ **সোনা-রূপাকে শিল্পায়ন করার তিনটি অবস্থাঃ**

১. যদি শিল্পায়নের উদ্দেশ্য ব্যবসা হয়, তবে তাতে ব্যবসা সামগ্রীর হিসাবে ২.৫০% জাকাত ফরজ; কারণ তা এখন ব্যবসা সামগ্রী হয়ে গেছে। সুতরাং নিজ দেশের মুদ্রা দ্বারা হিসাব করে জাকাত আদায় করতে হবে।

২. যদি শিল্পায়ন দ্বারা উদ্দেশ্য (গিফ্‌ট) তোহফা-উপহার বানানো হয়। যেমনঃ হাতের চুরি ও চামচ এবং বদনা ইত্যাদি বাসন-পাত্র। ইহা হারাম; কিন্তু নেসাব পরিমাণ হলে এতে ২.৫০% জাকাত ফরজ।

৩. আর যদি শিল্পায়ন বৈধ ব্যবহার বা ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে হয় তাহলে যখন নেসাব পরিমাণ ও বছর অতিক্রম করবে তখন ২.৫০% জাকাত ফরজ।

◆ **মুদ্রাসমূহের জাকাতঃ**

বর্তমান যুগের মুদ্রাসমূহ যেমনঃ রিয়াল, ডলার, টাকা ইত্যাদির বিধান সোনা-রূপার বিধানের মতই। কিমাত তথা বর্তমান মূল্যের

ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে হবে। যখন সোনা বা রূপার নেসাব পরিমাণ পৌঁছবে তখন তাতে জাকাত ফরজ হবে। আর তার পরিমাণ হচ্ছে ২.৫০% ভাগ যখন বছর অতিবাহিত হবে।

◆ **মুদ্রাসমূহের জাকাত বের করার পদ্ধতি:**

সোনা বা রূপা কোন একটির নেসাব দ্বারা নির্ধারণ করতে হবে। যেমন: সোনার সবচেয়ে কম নেসাব হচ্ছে ৮৫ গ্রাম। আর এক গ্রাম সোনার মূল্য মবর্তমান বাজার হিসাবে ৮৫ রিয়াল তাহলে ৮৫×৮৫=৭২২৫ রিয়াল। ইহাই হলো যে কোন মুদ্রার সর্বনিম্ন নেসাব। এতে ২.৫০% ভাগ জাকাত আদায় করতে হবে।

◆ **মুদ্রাসমূহের জাকাত বের করার পদ্ধতি:**

মুদ্রার জাকাত বের করার জন্য সমস্ত সম্পদকে ৪০দ্বারা ভাগ করলে দশ ভাগের এক চতুর্থাংশ দাঁড়াবে। আর ইহাই সোনা-রোপা ও এর হুকুমে যা আসে তার জাকাত। মনে করুন এক জনের নিকট আছে রিয়াল (৮০০০০÷ ৪০=২০০০) ইহা হচ্ছে তার ঐ আশি হাজার রিয়ালের জাকাত। আর ইহা দশ ভাগের এক চতুর্থাংশ।

◆ **ব্যবহারের অলঙ্করাদির জাকাতের বিধান:**

অপচয় ছাড়া সোনা-রূপার প্রচলিত যে কোন অলঙ্কার নারীদের জন্য ব্যবহার করা বৈধ। আর প্রতি বছর তাদের প্রতি তার জাকাত আদায় করা ফরজ; যদি নেসাব পর্যন্ত পৌঁছে এবং তার উপর পূর্ণ হিজরি একটি বছর অতিবাহিত হয়। যে বিধান জানে না সে যখন থেকে জানবে তখন থেকে জাকাত বের করা তার প্রতি জরুরী হবে। আর যে সকল বছর অজ্ঞতাবশত: গত হয়েগেছে সেগুলোর জাকাত প্রদাণ করতে হবে না; কারণ শরিয়তের বিধান জানার পরেই জরুরী হয়।

◆ **হীরক ও মুক্তার জাকাত:**

হীরক ও মুক্তা এবং মূল্যবান পাথর ইত্যাদি যদি ব্যবহারের জন্য হয় তবে তাতে জাকাত নেয়। আর যদি ব্যবসার জন্য হয় তবে তার বিক্রয় মূল সোনা বা রূপার নেসাবের সাথে নির্ধারণ করে যদি নেসাব পরিমাণ হয় এবং তার উপর বছর অতিক্রম করে তবে তাতে দশ ভাগের এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ ২.৫০% ভাগ জাকাত দিতে হবে।

- নেসাব পূর্ণ করার জন্য সোনাকে রূপার সঙ্গে মিলানো যাবে না। আর ব্যবসা সামগ্রীর বিক্রয় মূল্য সোনা-রূপার কোন এটির সঙ্গে মিলানো যাবে।

৩- পশু সম্পদের জাকাত

◆ "বাহিমাতুল আন'য়াম" হলো: উট, গরু, দুম্বা-ভেড়া ও ছাগল।

◆ **পশু সম্পদের জাকাতের বিধান:**

বাহিমাতুল আন'য়ামের জাকাতের দু'টি অবস্থা:

১. উট, গরু, দুম্বা-ভেড়া ও ছাগলের উপর জাকাত ফরজ হবে যখন এগুলো একটি পূর্ণ বছর বা অধিকাংশ সময় বৈধ মরুভূমি বা খোলা মাঠে কিংবা চারণভূমিতে মুক্তভাবে বিচরণ করবে। যখন নেসাবে পৌঁছবে এবং এক বছর অতিবাহিত হবে তখন তাতে জাকাত ফরজ হবে। চাই তা দুধের জন্য হোক বা বাচ্চা নেয়ার জনে হোক অথবা মোটা-তাজা করার জন্যে হোক। প্রতিটি পশুর যে জাতি রয়েছে জাকাত তার জাতি দ্বারাই বের করতে হবে।

জাকাত নেওয়ার সময় সর্বোত্তম বা সর্বোনিম্ন পশুটি নেওয়া যাবে না; বরং মধ্যমটি গ্রহণ করতে হবে।

২. যখন উট বা গরু কিংবা দুম্বা-ভেড়া ও ছাগল অথবা অন্য কোন পশুর ও পাখীর খাদ্য সরবরাহ করতে হয়। যেমন: পশুর খাদ্য নিজের বাগান থেকে বা ক্রয় করে কিংবা ব্যবস্থা করে । যদি এগুলো ব্যবসার জন্য করে আর তার উপর এক বছর অতিবাহিত হয় তবে বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করে ২.৫০% ভাগ জাকাত বের করতে হবে। আর যদি ব্যবসার জন্য না হয়; বরং দুধ বা বাচ্চা দেয়ার জন্য হয় এবং তার খাদ্যের ব্যবস্থা মালিককে করতে হয় তবে এতে কোন জাকাত নেয়।

◆ মেষ (দুম্বা-ভেড়া) ও ছাগলের সর্বোনিম্ন নেসাব হচ্ছে (৪০)টি। গরুর সর্বোনিম্ন নেসাব হলো (৩০)টি। আর উটের সর্বোনিম্ন নেসাব হলো (৫)টি।

১- মেষ ও ছাগলের জাকাতের নেসাব

সংখ্যা		জাকাতের পরিমাণ
থেকে	পর্যন্ত	
৪০	১২০	১টি মেষ বা ছাগল

১২১	২০০	২টি মেষ বা ছাগল
২০১	৩৯৯	৩টি মেষ বা ছাগল

◆ এরপর প্রতি শতে একটি করে। (৩৯৯) টিতে তিনটি এবং (৪০০) টিতে চারটি। আর (৪৯৯) টিতে চারটি এরূপ চলতে থাকবে।

২-গরুর জাকাতের নেসাব

সংখ্যা		জাকাতের পরিমাণ
থেকে	পর্যন্ত	
৩০	৩৯	তাবী' (এক বছরের বেটা বাছুর) অথবা তাবী'আহ (এক বছরের বেটি বাছুর)
৪০	৫৯	মুসিন্নাহ (দু'বছরের বেটি বাছুর)
৬০	৬৯	দুটি তাবী' বা দু'টি তাবী'আহ
৭০	৭৯	১টি মুসিন্নাহ ও ১টি তাবী'

◆ এরপর প্রতি (৩০) টিতে তাবী' বা তাবি'আহ এবং প্রতি (৪০) টিতে মুসিন্নাহ। আর প্রতি (৫০)টিতে মুসিন্নাহ, (৭০)টিতে তাবী' ও মুসিন্নাহ এবং (১০০) টিতে দুটি তাবী' ও একটি মুসিন্নাহ। আর (১২০)টিতে চারটি তাবী'আহ অথবা তিনটি মুসিন্নাত এ ভাবেই চলতে থাকবে।

৩- উটের জাকাতের নেসাব

সংখ্যা		জাকাতে পরিমাণ	সংখ্যা		জাকাতের পরিমাণ
থেকে	পর্যন্ত		থেকে	পর্যন্ত	
৫	৯	১টি ছাগল	৩৬	৪৫	বিনতে লাবূন (দু'বছরের উষ্ট্রী)
১০	১৪	২টি ছাগল	৪৬	৬০	হিক্কাহ (তিন বছরের উষ্ট্রী)
১৫	১৯	৩টি ছাগল	৬১	৭৫	জিয্'আ (চার বছরের উষ্ট্রী)

২০	২৪	৪টি ছাগল	৭৬	৯০	২টি বিনতে লাবূন
২৫	৩৫	বিনতে মাখাজ (এক বছরের উষ্ট্রী)	৯১	১২০	২টি হিক্কাহ

◆ যদি (১২০)-এর অধিক হয় তবে প্রতি (৪০)টিতে একটি বিন্তে লাবূন এবং প্রতি (৫০) টিতে একটি হিক্কাহ। আর (১২১) টিতে তিনটি বিন্তে লাবূন এবং (১৩০) টিতে একটি হিক্কাহ ও দু'টি বিন্তে লাবূন। আর (১৫০) টিতে তিনটি হিক্কাহ এবং (১৬০)টিতে চারটি বিন্তে লাবূন ও (১৮০)টিতে দু'টি হিক্কাহ ও দু'টি বিন্তে লাবূন। আর (২০০) টিতে ৫টি বিন্তে লাবূন অথবা ৪টি হিক্কাহ।

◆ আর যার প্রতি বিন্তে লাবূন ওয়াজিব হবে কিন্তু তার নিকটে থাকবে না সে বিন্তে মাখাজ বের করবে এবং পূরণ করবে। পূরণ হচ্ছে (দু'টি ছাগল বা ২০ দিরহাম) অথবা একটি হিক্কাদ দিবে এবং বেশীটা ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করবে। আর ক্ষতি পূরণ বা অতিরিক্ত গ্রহণ শুধুমাত্র উটের সঙ্গে নির্দিষ্ট।

◆ **পশু সম্পদের যা দ্বারা জাকাত গ্রহণ করা হবে:**

১. মেষ (দুম্বা-ভেড়া) ছয় মাসের "য'ন" তথা দুম্বা দ্বারা ও এক বছরের ছাগল "ছানিয়্যাহ" দ্বারা জাকাত গ্রহণ করা হবে।

২. পশুর জাকাত মাদী দ্বারা গ্রহণ করতে হবে এবং মাদা দ্বারা গরু ছাড়া আর কিছুতে যথেষ্ট হবে না। আর উটে ইবনে লাবূন অথবা হিক্কা কিংবা জাযা'কে বিন্তে মাখাযের স্থলে চলবে। অথবা যদি নেসাবে সবই মাদা হয় তখন চলবে।

◆ **জাকাত ফরজ হওয়ার ভয়ে বিচ্ছিন্ন ও একত্রিকরণের বিধান:**

পশুর জাকাত আদায় না করার উদ্দেশ্যে বিচ্ছিন্নকে একত্রিকরণ ও একত্রিকে বিচ্ছিন্নকরণ চলবে না। অতএব, জাকাত আদায়কারী নেসাব না পাওয়ার জন্য যার নিকট ৪০টি ছাগল আছে তা দু'টি স্থানে করা জায়েজ নয়। অথবা এক জনের ৪০টি ছাগল আছে দ্বিতীয় জনের নিকট আছে ৪০টি ও তৃতীয় জনের নিকট আছে ৪০টি। এবার সবগুলো

একত্রে করলে জাকাত আসবে মাত্র একটি ছাগল। আর তিনটি স্থানে করলে আসবে তিনটি ছাগল। এ ধরনের হিল্লা-বাহনা করা শরিয়তে নাজায়েজ।

- জাকাত আদায়কারী সর্বোত্তম মাল গ্রহণ করবে না। অতএব, গাভিন, ষাঁড়, দুধ দিচ্ছে ও ভক্ষণের জন্য মোটাতাজা করা হচ্ছে এমন গ্রহণ করা যাবে না। বরং প্রতিটি প্রকারে মধ্যম ধরনের পশু গ্রহণ করবে।

৪- কৃষি সম্পদ ও মাটির নিচের জিনিসের জাকাত

◆ **কৃষি সম্পদের প্রকার:**

জমিন হতে যা উৎপদিত ও পাওয়া যায়: শস্যদানা, ফলাদি, খনিজ পদার্থ ও গুপ্ত ধন ইত্যাদি।

◆ **শস্যদানা ও ফলাদির জাকাত:**

সর্বপ্রকার শস্যদানা ও যে সকল ফলাদি মাপ-ওজন ও সঞ্চয় যোগ্য যেমন: খেজুর ও কিশমিশ তার জাকাত ফরজ।

◆ **শস্যদানা ও ফলাদির জাকাত ফরজের শর্তসমূহ:**

জাকাত ফরজ হওয়ার সময় মালিকানাভুক্ত হতে হবে। অনুরূপ নেসাব পরিমাণ হতে হবে। নেসাব হচ্ছে ৫ "ওয়াসাক" এক ওয়াসাক সমান ৬০ সা'আ। তাহলে ৫×৬০=৩০০ সা'আ।

◆ আর নবী [ﷺ]-এর এক সা'আ চার মুদ (মধ্যম ধরনের হাতের এ লোপে এক মুদ)। আর এক সা'আ উত্তম গমের মাপে প্রায় ২.৪০ কেজি। তহলে ৩০০×২.৪০=৬১২ কেজি নেসাব।

◆ একই প্রকারের ফলাদি হলে যেমন: খেজুর এক বছরের সমস্ত ফল নেসাব পূরণের জন্য একত্রে করতে হবে।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.متفق عليه.

আবু সাঈদ খুদরী [রা:] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "পাঁচ আওয়াকের কমে জাকাত নেয়। পাঁচটি উটের কমে জাকাত নেয়। পাঁচ ওয়াসাকের কমে জাকাত ফরজ নেই।"[১]

৩. শস্যদানা ও ফলাদির জাকাতে ফরজ:

১. 'উশর-একদশমাংশ: (১০ %) ইহা বিনা খরচে উৎপাদিত হলে যেমন: বৃষ্টির পানি বা ঝর্না ইত্যাদির পানি দ্বারা।

---

১. বুখারী হাঃ নং ১৪০৫ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ৯৭৯

২. অর্ধেক ‘উশর-একবিশমাংশ: (৫ %) ইহা সেচ দ্বারা উৎপাদিত হলে। যেমন- কুপের বা গভির নলকুপ কিংবা পুকুর বা নদীর পানি মেশিন ইত্যাদি দ্বারা সেচ দিয়ে উৎপাদিত ফসল বা ফল।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ. متفق عليه.

ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [ﷺ] বলেছেন: “যা বৃষ্টি ও ঝর্নার পানি দ্বারা সেচ হয় বা বৃষ্টির পানিতে সিক্ত শষ্যক্ষেত্র তার জাকাত একদশমাংশ। আর যা সেচ দ্বারা পানি দেওয়া হয় তার জাকাত একবিশমাংশ।”[১]

৩. তিনদশমাংশ:(৭.৫ %) ইহা সেচ ও বৃষ্টি উভয় পানি দ্বারা হলে। অর্থাৎ-একবার সেচের পানি দ্বারা আর একবার বৃষ্টি পানি দ্বারা।

◆ **জাকাত ফরজের সময়:**

শস্যদানা ও ফলাদির দানা যখন শক্ত হবে ও ফল পেকে যাবে তখন জাকাত ফরজ হবে। ফল পাকা অর্থ যখন লাল বা হলুদ হয়ে যায়। সুতরাং বিক্রেতা যদি এর পরে বিক্রি করে তাহলে জাকাত বিক্রেতার উপর ক্রেতার উপর নয়।

◆ যদি মালিকের পক্ষ থেকে কোন অবহেলা ও সংরক্ষণের ত্রুটি ছাড়াই শস্য ও ফল নষ্ট হয়ে যায়, তবে তার ফরজ জাকাত বাদ হয়ে যাবে।

◆ সকল প্রকার সবজি ও যে সকল ফলাদি গুদামজাত করা যায় না তার উপর কোন জাকাত নেয়। কিন্তু যদি উহা ব্যবসা সামগ্রী হয় তবে তার বিক্রি মূল্যে বছর অতিক্রম ও নেসাব পরিমাণ হলে শত করা আড়াই ভাগ জাকাত ফরজ হবে।

◆ **মধুর জাকাত:**

যখন নিজের মালিকানাভুক্ত বা অনুর্বর গাছপালা ও পর্বতমালা হতে মধু সংগ্রহ করবে তখন তাতে একদশমাংশ জাকাত আদায় করতে হবে। আর মধুর নেসাব হচ্ছে (১৬০) ইরাকি রাত্বল যা কেজির মাপে (৬২)

১.বুখারী হাঃ নং ১৪৮৩ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ৯৮১

কেজি। আর যদি মধুর ব্যবসা করে তবে ব্যবসা সামগ্রী হিসাবে ২.৫০% ভাগ জাকাত দিতে হবে।

◆ **ভাড়ার বাগানের জাকাত:**

ভূমি বা বাগান ভাড়া নিলে তা থেকে যে সকল শস্যদানা ও ফলাফল মাপ এবং গুদামজাত যোগ্য তার একদশমাংশ বা একবিশমাংশ জাকাত ভাড়াটিয়ার উপর ফরজ। আর মালিকের উপর ভাড়ার টাকায় জাকাত যদি নেসাব পরিমাণ ও ইজারা দেওয়ার তারিখ হতে এক বছর অতিবাহিত হয়।

◆ **সমুদ্র থেকে যা বের করা হয় তার জাকাত:**

সমুদ্র থেকে যে সকল জিনিস রেব করা হয়। যেমন: মোতি, প্রবাল ও মাছ ইত্যাদিতে জাকাত নেয়। কিন্তু যদি ব্যবসার জন্য হয় তবে তার বিক্রয় মূল্যে বছর অতিক্রম ও নেসাব পরিামাণ হলে শত করা ২.৫০% ভাগ জাকাত দিতে হবে।

◆ **খনিজ পদার্থের জাকাত:**

জমিন হতে উদ্ভিদ ছাড়া যা কিছু বের হয় যেমন: খনিজ পদার্থ ইত্যাদি। আর যদি তা সোনা-রূপার নেসাব পরিমাণ হয়, তাহলে তার বিক্র মূলের ২.৫০% ভাগ জাকাত দিতে হবে। অথবা মূল বস্তুর ২.৫০% ভাগ জাকাত দিতে হবে যদি মূল্যবান জিনিস হয় যেমন: সোনা-রূপা।

◆ **গুপ্ত ধনের জাকাত:**

জাহেলিয়াতের জমানার গুপ্ত ধনকে "রিকাজ" বলা হয়। এতে জাকাত ওয়াজিব হলো একপঞ্চমাংশ। চাই পরিমাণ কম হোক বা বেশী হোক। এর জন্য কোন নেসাব বা বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয় যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর এর ব্যয়ের খাত হবে কোন যুদ্ধ ছাড়া লব্ধ সম্পদের খাত এবং বাকি চারভাগ সন্ধানপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য।

৫- ব্যবসা সামগ্রীর জাকাত

◆ **ব্যবসা সামগ্রী:** কেনা-বেচার জন্য প্রস্তুতকৃত সামগ্রীকে "উরুযুত্তিজারা" বলা হয়। যেমন: স্থাবর সম্পত্তি, পশু, খাদ্য, পানীয় ও মেশিনপত্র ইত্যাদি।

◆ **ব্যবসা সামগ্রীর জাকাতের বিধান:**

ব্যবসা সামগ্রী যখন নেসাবে পৌঁছবে ও তার প্রতি এক বছর অতিক্রম হবে তখন তার উপর জাকাত ফরজ হবে। বছর পুরা হলে সোনা বা রূপার যে নেসাব জাকাতের হকদারদের জন্য বেশী উপকারী সে হিসাবে সমস্ত বিক্রয় মূল্য অথবা ব্যবসা সামগ্রী থেকে ২.৫০% ভাগ জাকাত নির্ধারণ করতে হবে।

◆ **সম্পদের অবস্থাসমূহ:**

১. ঘর-বাড়ি, স্থাবর সম্পত্তি, গাড়ি, মেশিনপত্র ইত্যাদি যখন বসবাস বা ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করা হবে, ব্যবসার জন্য নয় তখন তাতে কোন জাকাত নেয়।

২. আর যদি ভাড়া দেওয়ার জন্য হয় তবে ভাড়া দেয়ার তারিখ হতে হিসাব করে যে দিন নেসাবে পৌঁছবে এবং খরচ করার আগেই এক বছর পূর্ণ হবে সে দিন ভাড়ার টাকার উপর জাকাত ফরজ হবে।

৩. আর যদি ব্যবসার জন্য প্রস্তুত করা হয় তবে তার বিক্রয় মূল্যে ২.৫০% ভাগ জাকাত ফরজ হবে যদি নেসাব পরিমাণ ও বছর অতিবাহিত হয়।

◆ ক্ষেত, মিল-ফেক্টরী ও ব্যবসাকেন্দ্র ইত্যাদির মেশিনপত্রের মূল্যের উপর কোন জাকাত নেয়; কারণ এগুলো ব্যবসার জন্য প্রস্তুত নয় বরং ব্যবহারের জন্য প্রস্তুতকৃত।

◆ **কোম্পনীর শেয়ার (Share)-এর জাকাত বেরকরণ:**

১. **কৃষিজাত কোম্পনি:** যদি বিনিয়োগ শস্য ও ফলাদি এবং এর মত জিনিসে হয় যা মাপ-ওজন ও গুদামজাতযোগ্য তাহলে শর্ত মোতাবেক কৃষি সম্পদের জাকাত দিতে হবে। আর যদি পশু সম্পদ হয় তাহলে পশুর শর্ত সাপেক্ষে পশু সম্পদের জাকাত দিতে হবে।

আর যদি তরল পদার্থ হয় তবে তাতে শর্তানুযায়ী সোনা-রূপার ২.৫০% ভাগ জাকাত দিতে হবে।

২. **শিল্প-কারখানা কোম্পানি:** যেমন ঔষধ কোম্পানি, বিদ্যুৎ কোম্পানি, সিমেন্ট ও লোহা ইত্যাদি কোম্পানি। এগুলোর শুধুমাত্র মুনাফায় ২.৫০% ভাগ জাকাত দিতে হবে যদি নেসাবে পৌঁছে ও বছর অতিবাহিত হয়। আর ইহা ভাড়ার জন্য প্রস্তুতকৃত স্থাবর সম্পত্তির উপর কিয়াস করেই নির্ধারণ করা হেয়েছে।

৩. **ব্যবসায়ী কোম্পানি:** যেমন আমদানি-রপ্তানি ও কেনা-বেচা এবং "মুদারাবা" ব্যবসা (লাভ-ক্ষতির অংশীদারিত্বভিত্তিক যৌথ ব্যবসা) ও ড্রাফ্‌ট ইত্যাদি দ্বারা অর্থ প্রেরণ (Remi::ance) ও এর যে সকল লেনদেন শরিয়ত সম্মত। এগুলো ব্যবসা সামগ্রী হিসাবে মূল সম্পদ ও মুনাফা উভয়টাতে ২.৫০% ভাগ জাকাত দিতে হবে যদি নেসাব পিরমাণ ও বছর অতিবাহিত হয়।

◆ শেয়ারের জাকাতের দু'টি অবস্থা:

১. যদি শেয়ারের মালিকের উদ্দেশ্য মালিকানা বহাল রাখা এবং তার বাৎসরিক মুনাফা গ্রহণ করা হয় তবে তাতে জাকাত রয়েছে যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

২. আর যদি উদ্দেশ্য কেনা-বেচা ব্যবসা করা হয়। যেমন: এটা ক্রয় করে ওটা বিক্রি করে যার ইচ্ছা লাভ হাসিল করা, তাহলে তার মালিকানাভুক্ত সমস্ত শেয়ারের উপর জাকাত ফরজ। আর এর জাকাত ব্যবসা সামগ্রীর জাকাত ২.৫০% ভাগ। জাকাত ফরজ হওয়ার সময় তার বিক্রি মূল্য বিবেচিত হবে যেমন: বন্ড (Bond) তথা ঋণপত্র।[১]

◆ হারাম সম্পদের জাকাত:

হারাম সম্পদ দু'প্রকার:

১. যদি সম্পদের আসল-মূলই হারাম হয় যেমন: মদ ও শূকর এবং এরমত জিনিস তাহলে তার মালিক হওয়া জায়েজ নয়। আর ইহা

১.বন্ড হচ্ছে: সরকার বা কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ঋণস্বীকার পত্র। ইহা নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হলে সুদ বা লাভসহ ঋণকৃত টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিপত্র।

জাকাত আদায় করতে হবে এমন সম্পদও নয়। ওয়াজিব হলো তা নষ্ট করা এবং তা থেকে নিজেকে মুক্ত করা।

২. আর যদি সম্পদ আসলে হারাম নয় বরং তার গুণগত হারাম। অনাধিকার এবং কোন আক্দ ব্যতীত গ্রহণ করা যেমন: জবরদখল-লুণ্ঠিত ও চুরির মাল। অথবা বাতিল আক্দ দ্বারা কব্জাকৃত সম্পদ যেমন: সুদ, জুয়া ইত্যাদি।

এ প্রকারের দু'অবস্থা:

(ক) যদি এর আসল মালিক জানা যায় তবে তার নিকট ফেরৎ দিতে হবে। আর আসল মালিক কব্জা করার পর মাত্র এক বছরের জাকাত আদায় করবে।

(খ) যদি আসল মালিক জানা না যায় তাহলে তাদের পক্ষ থেকে দান করে দিবে। যদি পরে জানা যায় এবং তারা অনুমতি দেয় তবে ভাল, নইলে তাদের ফেরৎ দিতে হবে। আর যদি নিজের হাতেই রেখে দেয় তবে সে পাপি হবে এবং তাকে জাকাতও আদায় করতে হবে।

৬- জাকাতুল ফিতর

◆ **ফিতরা হলো:** রমজানের রোজার শেষে প্রতিটি মুসলিমের প্রতি যে জাকাত ফরজ হয় তাকে ফিতরা বলে।

◆ **ফেতরা বিধি-বিধান করার হেকমত:**

আল্লাহ তা'আলা জাকাতুল ফিতর তথা ফিতরা বিধিবিধান করেছেন রোজাদারকে নিরর্থক কথা ও অশ্লীল আচরণ থেকে পবিত্র করার ও মিসকিনদের খাদ্যের জন্য। যাতে করে তারা ঈদের দিন ভিক্ষা করা থেকে বাঁচতে পারে এবং ধনীদের সঙ্গে ঈদের খুশিতে অংশ গ্রহণ করতে পারে।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ .أخرجه أبوداود وابن ماجه.

ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] জাকাতুল ফিতর তথা ফিতরা ফরজ করেছেন রোজাদারকে নিরর্থক কথা ও অশ্লীল আচরণ থেকে পবিত্র করার ও মিসকিনদের খাদ্যের জন্য। যে ব্যক্তি ফিতরা ঈদের সালাতের পূর্বে আদায় করবে তার ফিতরা গ্রহণযোগ্য জাকাত হবে। আর যে সালাতের পরে আদায় করবে তার ফিতরা সাধারণ একটি দান হিসাবে বিবেচিত হবে।"[১]

◆ **ফিতরার বিধান:**

ফিতরা আদায় করা প্রতিটি মুসলিম নারী-পুরুষ, স্বাধীন-পরাধীন ও ছোট-বড়র প্রতি ফরজ। ঈদের দিন ও রাত্রির নিজের এবং পরিবারের যাদের প্রতি খরচ করা ওয়াজিব তাদের খোরাক ছাড়া এক সা'আ অতিরিক্ত খাদ্যের যে মালিক হবে তার উপর ফিতরা আদায় করা ফরজ। আর পেটের বাচ্চাদের পক্ষ থেকে ফিতরা বের করা মুস্তাহাব।

১.হাদীসটি হাসান, আবূ দাউদ হাঃ নং ১৬০৯ শব্দ তারই, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ১৮২৭

◆ **ফিতরা ফরজ হওয়ার সময়:**

রমজানের শেষ দিনের সূর্য ডুবার সাথে সাথে প্রতিটি ব্যক্তির নিজের উপর ফিতরা ফরজ হয়। আর যদি বাবা পরিবার বা অন্যান্যদের অনুমতি ও সন্তুষ্টিসহ তাদের পক্ষ থেকে আদায় করে দেন তবে জায়েজ ও তিনি সওয়াব পাবেন।

◆ **ফিতরা আদায়ের সময়:**

ঈদুল ফিতরের চাঁদ উঠা হতে আরম্ভ করে ঈদের সালাত আদায়ের পূর্ব পর্যন্ত ফিতরা আদায়ের সময়। ঈদের এক দুই দিন আগেও আদায় করা জায়েজ আছে। (বর্তমান যুগে ইহাই উত্তম) আর যে ব্যক্তি ঈদের সালাতের পরে আদায় করবে, তার ফিতরা সাধারণ দানে পরিণত হবে এবং সে গুনাহগার হবে। কিন্তু যদি কারো ওজর থাকে তার ব্যাপারটি ভিন্ন। আর যদি কোন ওজর ছাড়া ঈদের দিনের পরে আদায় করে তবে সে পাপি হবে কিন্তু যদি ওজর থাকে তবে পরে আদায় করে দিবে তাতে কোন পাপ হবে না।

◆ **জাকাতুল ফিতরের পরিমাণ:**

প্রতিটি দেশের প্রধান খাদ্য দ্বারা ফিতরা আদায় করতে হবে। যেমন: গম, যব, খেজুর, কিশমিশ, পনির, চাল ও ভুট্রা ইত্যাদি। এর মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে যা ফকির-মিসকিনদের জন্য বেশী উপকারী। এর পরিমাণ হলো প্রতিটি ব্যক্তির পক্ষ থেকে প্রায়
(২.৪০) কেজি[১]। যে শহরে বা দেশে রোজাদার রোজা রেখেছে সেখানকার ফকির-মিসকিনদের দিতে হবে। আর সেখান হতে অন্য কোন স্থানে বিশেষ কোন প্রয়োজন ছাড়া স্থানান্তর করা চলবে না এবং খাদ্যের পরিবর্তে মূল্যও বের করা যাবে না। এর হকদার শুধমাত্র ফকির-মিসকিনরা অন্য কেউ নয়।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى

---

১. কেউ আড়াই কেজি আবার কেউ পনে তিন কেজি পরিমাণ বলেছেন; কারণ কাঠার মাপকে ওজনের মাপে নির্ধারণ করাটা কঠিন কাজ; নির্ধারণ করতে কম বেশি হওয়াটাই স্বাভাবিক।

وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ .متفق عليه.

ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] মুসলমানদের স্বাধীন-পরাধীন, নারী-পুরুষ ও ছোট-বড় সকলের উপর খেজুর হতে এক সা'আ অথবা যব হতে এক সা'আ জাকাতুল ফিতর ফরজ করে দিয়েছেন। আর তা মানুষের ঈদের সালাত আদায়ের পূর্বে বের করার জন্য নির্দেশ করেছেন।"[১]

১.বুখারী হাঃ নং ১৫০৩ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ৯৮৬

৭- জাকাত বেরকরণ

◆ **জাকাতের সম্পদের প্রকার:**

যে সমস্ত সম্পদে জাকাত ফরজ সেগুলো দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার: যা নিজে নিজে বৃদ্ধি হয় যেমন: সশ্য ও ফলাদি অথবা যা বৃদ্ধিশীল নয় যেমন: খনিজ পদার্থ। এগুলোর নেসাব পরিমাণ হাসিল হওয়ার সাথে সাথেই জাকাতা বের করা ফরজ, বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়।

দ্বিতীয় প্রকার: যা বৃদ্ধি ও ব্যবসার জন্য স্টক করা হয় যেমন: স্বর্ণ ও রূপা, মুদ্রাসমূহ, পশু ও ব্যবসা সামগ্রী ইত্যাদি। এগুলোর জাকাত ফরজ হওয়ার জন্যে নেসাব পরিমাণ ও চন্দ্র বছরের এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত।

◆ **জাকাত বের করার কিছু আদব:**

জাকাত ফরজ হওয়ার সময় স্বতু:স্ফূর্ত ও খুশি মনে তা বের করা। সর্বোত্তম ও উৎকৃষ্ট এবং সবচেয়ে পছন্দনীয় ও হালাল সম্পদ দ্বারা দান করা। দান গ্রহীতাকে সন্তুষ্টি করা এবং নিজের জাকাত প্রদান করাকে ছোট মনে করা যাতে করে অহঙ্কার হতে বাঁচতে পারে। আর গোপনে দান করা যাতে করে মানুষ দেখানো থেকে নিরাপদে থাকে। আবার মাঝে মধ্যে এ ফরজটিকে পুনর্জীবিত ও ধনীদের উৎসাহ দানের জন্য প্রকাশ করা। আর কোন এহসান-খোটা ও কষ্ট দ্বারা জাকাতকে বিনষ্ট না করা।

◆ **জাকাত গ্রহণের সর্বোত্তম হকদার:**

সর্বোত্তম হলো জাকাতদাতা তার জাকাত সবচেয়ে মুত্তাকি, নিকটাত্মীয় ও সবচেয়ে বেশী অভাবীকে দান করবে। জাকাত দেওয়ার জন্য নিজের নিকটাত্মীয়, মুত্তাকি, জ্ঞান পিপাসু ছাত্র, ফকির-মিসকিন, সংযমী (অভাবী কিন্তু কারো নিকট প্রকাশ করে না) অভাবী বড় পরিবার ইত্যাদিকে তালাশ করা। আর নিজের নিকট জাকাত বা সাধারণ সদকার ইত্যাদি যা আছে তা কোন প্রতিবন্ধকতা আসার পূর্বেই বের করা।

আল্লাহর বাণী:

﴿ وَأَنفِقُوا۟ مِن مَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِىٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٠﴾ ﴾ المنافقون: ١٠

“আমি যা তোমাদেরকে দিয়েছি, তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথায় সে বলবে: হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।” [সূরা মুনাফিকূন: ১০]

◆ **জাকাত বের করার সময়:**

১. জাকাত ফরজ হওয়ার সাথে সাথেই বের করা ফরজ কিন্তু যদি কোন সমস্যা থাকে তাহলে দেরী করা জায়েজ আছে।

২. জাকাত ফরজ হওয়ার কারণ পাওয়ার পরে সময়ের পূর্বেই বের করা জায়েজ। পশু, সোনা-রূপা ও ব্যবসা সামগ্রীর নেসাব পরিমাণ মালিক হলে ফরজ হওয়ার আগেই বের করা জায়েজ আছে।

৩. প্রয়োজনে জাকাত ফরজ হওয়ার এক বা দু’বছর পূর্বেই বের করা ও ফকিরদের মাসিক বেতন হিসাবে খরচ করা জায়েজ।

৪. বিভিন্ন সময়ের অর্জিত সম্পদ যেমন: বেতন, ঘর-বাড়ি, দোকান-পাট, মিরাছ (উত্তরাধীকার সূত্রে প্রাপ্ত মাল) এগুলোর বছর পূর্ণ হলে এক সঙ্গে জাকাত বের করবে। আর যদি স্বাচ্ছন্দে ফকির ও অন্যান্যদের ব্যাপারটা অগ্রাধিকার দিয়ে বছরের কোন একটি মাসকে নির্দিষ্ট করে নেয় যেমন: রমজান মাস তাহলে ইহা সওয়াবের দিক দিয়ে সর্বোৎকৃষ্ট।

◆ **জাকাত বিতরণের বিধান:**

এক জনের সমস্ত জাকাত কোন একত্রিভূত মানুষকে দেওয়া জায়েজ অনুরূপ এর বিপরীতও জায়েজ। আর সর্বোত্তম হলো গোপনে ও প্রকাশ্যে প্রয়োজন হিসাবে বিভিন্ন জনকে জাকাত প্রদান করা। কিন্তু কোন প্রয়োজন ছাড়া গোপনে দেওয়াটাই সর্বোত্তম।

◆ **রাষ্ট্রপতির নিকট জাকাত জমা করার বিধান:**

১. যদি দেশের রাষ্ট্রপতি ন্যায়পরায়ণ ও আমানতদারী এবং মুসলমানদের কল্যাণকামী হন তাহলে তাঁর জন্য ধনীদের থেকে জাকাত গ্রহণ করে

শরিয়তের খাতসমূহে খরচ করা জায়েজ। আর তাঁর প্রতি ওয়াজিব হচ্ছে প্রকাশ্য সম্পদের জাকাত কব্জা করার জন্য আদায়কারীদেরকে প্রেরণ করা। যেমন: মুক্তভাবে বিচরণকারী (পূর্বে উল্লেখ্য) পুশু, ক্ষেত ও ফলাদি ইত্যাদি; কারণ কিছু ধনী মানুষ আছে যারা জাকাত ফরজের বিধান জানে না। আবার কেউ আছে যে অলসতা প্রদর্শন করে বা ভুলে যায়।

২. যদি রাষ্ট্রপতি ধনীদের থেকে জাকাত চান তবে তাঁর নিকট দেওয়া ওয়াজিব। এর দ্বারা জিম্মাদারী হতে মুক্ত হয়ে যাবে এবং তাদের সওয়াব তারা পাবে। আর যে পরিবর্তন করবে পাপ তার প্রতি বর্তাবে।

◆ জাকাতের জামানতের বিধান:

জাকাত ফরজ হওয়ার পর তা জাকাতদাতার হাতে আমনত স্বরূপ। যদি তার সীমালঙ্ঘ বা অবহেলার দরুন নষ্ট হয় তাহলে সে তার জামিন হবে। আর যদি কোন প্রকার সীমালঙ্ঘন বা যত্নহীন না করে তবে জামিন হবে না।

◆ জাকাত কোথায় বিতরণ করবে:

সর্বোত্তম হলো সমস্ত সম্পদের জাকাত নিজের দেশে বা শহরে বিতরণ করা। তবে প্রয়োজনে বা আত্মীয় কিংবা বেশী অভাবের কারণে অন্য শহরে বা দেশে স্থানান্তর করা জায়েজ আছে। আর উত্তম হলো নিজের হাতে বের করা। তবে তার পক্ষ থেকে বের কারার জন্য কাউকে উকিল বানানো জায়েজ।

◆ ঋণের জাকাত বেরকরণের পদ্ধতি:

১. সমৃদ্ধশালী ব্যক্তির নিকট ঋণ দেওয়া থাকলে যখন কব্জা করবে তখন জাকাত বের করবে। কিন্তু উত্তম হলো কব্জা করার পূর্বেই প্রতি বছর আদায় করা। আর যদি ঋণ গরিব ব্যক্তি অথবা টালবাহনাকারী বড় লোককে দেয় তাহলে কব্জা করার পর এক বছরের জাকাত বের করবে।

২. কোন গরিব ব্যক্তিকে ঋণ দেওয়ার পর যদি সে ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হয়, তাহলে সে পরিমাণ অর্থ নিজের জাকাত হতে বাদ দেওয়া জায়েজ নেই।

◆ **নিজের ক্ষমতার বাইরে এমন সম্পদের জাকাতের বিধান:**

যে সম্পদের উপর নিজের শক্তি নেই তাতে কব্জা না করা পর্যন্ত কোন জাকাত নেই। সুতরাং, যার মাল আছে কিন্তু কোন কারণে কব্জা করতে পারছে না যেমন: কোন বাড়ির অংশ বা মিরাছ এতে কব্জা না করা পর্যন্ত কোন জাকাত নেই।

◆ সম্পদের জাকাত সম্পদের সাথেই সম্পর্ক তা নিজ দেশেই আদায় করবে। আর জাকাতুল ফিতর তথা ফিতরার সম্পর্ক শরীরের সঙ্গে, তাই মুসলিম যেখানে অবস্থান করবেন সেখানেই আদায় করবেন।

◆ **জাকাত অনাদায়কারীর শাস্তি:**

১. বিধান জানার পরেও ফরজকে অস্বীকার ক'রে যদি কেউ জাকাত আদায় না করে তবে সে কাফের। বলপূর্বক তার থেকে জাকাত নিতে হবে। আর তওবা না করলে তাকে হত্যা করতে হবে; কারণ সে মুরতাদ। আর যদি কৃপণতার জন্য বারণ করে তবে কাফের হবে না। তবে তার থেকে জোরপূর্বক গ্রহণ করতে হবে এবং তার অর্ধেক সম্পদ নিয়ে শাস্তি প্রদান করতে হবে।

২. যে ব্যক্তি নেসাব পরিমাণ মালের মালিক তার প্রতি তার জাকাত বের করা ফরজ। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জাকাত বারণকারীকে কঠিন শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেছেন।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤ يَوۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡۖ هَٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ ٣٥ ﴾ التوبة: ٣٤ - ٣٥

"আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না আল্লাহর পথে, তাদের কঠোর আজাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। সে দিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে (সেদিন বলা হবে), এগুলো যা

তোমরা নিজেদের জন্যে জমা রেখেছিলে, সুতরাং, এক্ষণে আস্বাদ গ্রহণ কর জমা করে রাখার।" [সূরা তাওবা: ৩৪-৩৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا ﴿ لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ الْآيَةَ ﴾ أخرجه البخاري.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'য়ালা মাল-সম্পদ দান করেন কিন্তু সে উহার জাকাত আদায় করে না, কিয়ামতের দিন তার ঐ মাল কপালে চিতা বিশিষ্ট টাক মাথার অতি বিষধর সর্পে পরিণত ক'রে বেড়ী বানিয়ে তার গলায় পরানো হবে। অত:পর সাপটি তাকে দংশন ক'রে চোয়ালে নিয়ে বলবে: আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চিত ধন।" এরপর তিনি [ﷺ] তেলাওয়াত করলেন আল্লাহর বাণী "আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে---।[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ» .أخرجه مسلم.

৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "জাকাত অনাদায়কারী প্রত্যেক সম্পদ সঞ্চায়কারীকে কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুনে গরম লোহা দ্বারা দাগ দেওয়া হবে। লোহার স্পাত গরম করে তা দ্বারা তার দুই পার্শ্ব ও ললাট দগ্ধ করা হবে। ইহা আল্লাহ

১. বুখারী হাঃ নং ১৪০৩

তাঁর বান্দাদের মাঝে ফয়সালা না করা পর্যন্ত চলতে থাকবে। আর সে দিন হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।"[১]

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قال النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ» .متفق عليه.

৪. আবু যার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [ﷺ] বলেছেন: "যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ! যে ব্যক্তি উট বা গরু কিংবা মেষ অথবা ছাগলের মালিক হওয়ার পরে তার হক (জাকাত) আদায় করবে না কিয়ামতের দিন তাকে যেমন ছিল তার চেয়েও বৃহৎ ও মোটা করে আনা হবে। আর সে তাকে তার খুর দ্বারা পদদলিত করবে ও শিং দ্বারা গুতা মারবে। যখনই তাদের শেষেরটি অতিক্রম করবে তখনই প্রথমটিকে দ্বিতীয়বার পাঠানো হবে। আর এ ভাবে আজাব মানুষের মাঝে আল্লাহর ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত চলতেই থাকবে।"[২]

---

১. মুসলিম হাঃ নং ৯৮৭

২. বুখারী হাঃ নং ১৪৬০ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ৯৮৭

৮- জাকাতের খাতসমূহ

◆ **জাকাতের হকদার:**

জাকাতের হকদার তারাই যাদের জন্য জাকাত থেকে খরচ করা যাবে। আর তারা হলো আল্লাহর কুরআনে বর্ণিত আট শ্রেণীর মানুষ। আল্লাহর বাণী:

﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾ التوبة: ٦٠

"জাকাত হলো কেবল ফকির, মিসকিন, জাকাত আদায়ের কর্মচারী ও যাদের চিত্তাকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক। আর দাস মুক্তির জন্যে, ঋণগ্রস্তদের জন্যে, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে। এই হলো আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা তাওবা: ৬০]

◆ **জাকাতের হকদারদের সংখ্যা:**

আল্লাহ তা'আলা তাঁর হিকমাত দ্বারা হকদার ও তার হকের পরিমাণকে নির্দিষ্ট করেন। যেমন: উত্তরাধিকার ও তার হকদারকে নির্ধারণ করেছেন। আবার কখনো হকদারকে নির্ধারণ না করে কি হক রয়েছে তা নির্ধারণ করেছেন। যেমন: জিহার করার, শপথ ভঙ্গ ইত্যাদির কাফফারা। আর কখনো হকেরর পরিমাণ নির্ধারণ না করে হকদারদের নির্দিষ্ট করেছেন। যেমন: জাকাতের আট শ্রেণীর হকদার:

১. ফকির:

ফকির হচ্ছে যাদের নিকট কিছুই নেই অথবা প্রয়োজন মিটানোর মত কিছু আছে।

২. মিসকিন:

মিসকিন হচ্ছে যাদের নিকট প্রয়োজনের বেশীর ভাগ বা অর্ধেক রয়েছে।

৩. জাকাত আদায়কারী:

যাদেরকে সরকারের পক্ষ থেকে জাকাত উঠানো, সংরক্ষণ ও হকদারদের মাঝে বণ্টনের দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে।

৪. যাদের চিত্তাকর্ষণ প্রয়োজন:

চাই মুসলমান হোক বা কাফের হোক। যে কাফেরের ইসলাম গ্রহণের আশা করা যায় অথবা মুসলমানদেরকে তার অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর আশা করা হয়। অথবা জাকাতের দ্বারা যার ঈমান কিংবা ইসলাম বা তার অনুরূপ ব্যক্তির ইসলাম মজবুত হওয়ার আশা করা যায়। উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু জাকাত হতে তাদেরকে প্রদান করতে হবে।

৫. দাস মুক্তির জন্য:

এরা হচ্ছে পরাধীন দাস-দাসী ও মালিকের সঙ্গে বিনিময়ের মাধ্যমে আজাদ হওয়ার জন্য চুক্তিআবদ্ধ গোলাম। এদেরকে তাদের মালিক থেকে জাকাতের অর্থ দ্বারা ক্রয় ক'রে আজাদ ও সাহায্য করা। আর কোন মুসলিম যুদ্ধবন্দীকে মুক্ত করাও এ খাতের অন্তর্ভুক্ত।

৬. ঋণগ্রস্তব্যক্তিবর্গ:

এরা দু'প্রকার:

(ক) যারা মানুষের মাঝে সমঝতা ও মীমাংসা করার জন্য ঋণগ্রস্ত হয়েছে। এদেরকে ঋণ পরিমাণ জাকাত থেকে দিতে হবে।

(খ) যারা নিজেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ঋণগ্রস্ত এবং পরিশোধ করারমত সামর্থ নেয়।

৭. আল্লাহর রাস্তায়:

এরা হলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী মুজাহিদগণ। যারা আল্লাহর কালিমা তথা তাওহীদকে উড্ডিন করার জন্য ফী-সাবীলিল্লাহ জিহাদ করেন। আর যারা তাদের মত তারও এর অন্তর্ভুক্ত যেমন: আল্লাহর দিকে দা'ওয়াতকারীগণ।

৮. মুসাফির:

এরা হচ্ছে ঐ মুসাফির যার সফরের পাথেয় শেষ হয়েগেছে এবং বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলেছে। তাকে তার প্রয়োজন

মিটানো ও বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছার জন্য জাকাত থেকে দিতে হবে যদিও সে ধনী হোক না কেন।

- ◆ উপরে ৮ শ্রেণীর উল্লেখিত ব্যক্তি ছাড়া আর অন্য কাউকে জাকাত দেওয়া জায়েজ নেয়। আর যার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী তাকে দিয়ে আরম্ভ করতে হবে।
- ◆ জাকাতের হকদারদের কোন এক শ্রেণীকে জাকাত দেয়া জায়েজ। আর জাকাতের হকদারের কোন এক ব্যক্তিকে তার প্রয়োজন মাফিক সমস্ত জাকাত দেওয়া জায়েজ। কিন্তু যদি জাকাতের পরিমাণ অধিক হয় তবে উত্তম হলো সকল শ্রেণীর মাঝে বিতরণ করা।
- ◆ যার মাসিক বেতন (২০০০.০০) রিয়াল কিন্তু তার পরিবারের মাসিক প্রয়োজন (৩০০০.০০) রিয়ালের। এমতাবস্থায় তাকে তার প্রয়োজন মাফিক জাকাত থেকে দিতে হবে।
- ◆ যদি যাচাই-বাছাই করে জাকাতের হকদার মনে করে কাউকে জাকাত দেওয়া হয় আর প্রমাণিত হয় যে, সে জাকাতের হকদার নয় তাহলে তার জাকাত আদায় হয়ে যাবে।

◆ জাকাতের সম্পদের বৃদ্ধিকরণের বিধান:

যা জাকাত ফরজ হবে তা তাড়াতাড়ি তার হকদারদের মাঝে বিতরণ করতে হবে। আর তা কোন ব্যক্তি বা সংগঠন ইত্যাদির উপকারার্থে বৃদ্ধি ও ব্যবসা করা জায়েজ নেয়। যদি সম্পদ জাকাত না হয় তবে তা ব্যবসায় খাটিয়ে বৃদ্ধিকরণ ও জন কল্যাণ মূলক কাজে খরচ করা জায়েজ।

◆ যাদেরকে জাকাতের মাল দেওয়া জায়েজ:

১. অসামর্থবান ব্যক্তি হজ্ব করতে চাইলে তাকে জাকাত থেকে দেওয়া জায়েজ। আর কোন মুসলিম যুদ্ধবন্দীকে মুক্তির জন্য জাকাত থেকে ব্যয় করাও জায়েজ। অনুরূপ কোন ফকির ব্যক্তি নিজেকে পবিত্র রাখার জন্য বিবাহ করতে চাইলে তাকে জাকাত থেকে সাহায্য করা জায়েজ। এভাবে জাকাত দ্বারা কোন মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করা জায়েজ।

২. কোন ফকির ব্যক্তির উপর কারো ঋণ থাকলে তাকে তার জাকাত থেকে দেওয়া জায়েজ। তবে দু'জনের মাঝে এমন শর্ত যেন না হয় যে, জাকাত গ্রহণ করে তার ঋণ পরিশোধ করবে। আর কোন ব্যক্তির উপর নিজের ঋণ মাফ করে তা জাকাত মনে করা জায়েজ নেয়।

◆ কোন মিসকিনকে দান-খয়রাত করলে শুধু দানের নেকি হবে। আর কোন আত্মীয়কে দান-খয়রাত করলে দান ও আত্মীয়তা বন্ধন অটুট রাখার উভয় নেকি মিলবে।

৩. যদি উপার্জনে ক্ষমতাবান ব্যক্তি জ্ঞানার্জনে নিয়োজিত হয় তবে তাকে জাকাত থেকে দিতে হবে; কারণ জ্ঞানার্জন এক প্রকার জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ এবং তার উপকার জিহাদের উপকরণ।

৪. যাদের উপর খরচ করা জরুরী এমন গরিব আত্মীয়-স্বজনকে জাকাত দেয়া সুন্নত। যেমন: ভাই-বোন, চাচা-ফুফু, মামা-খালা ইত্যাদি।

◆ **বাবা-মা, সন্তান-সন্ততি ও স্বামীকে জাকাত দেওয়ার বিধান:**

১. গরিব পিতা-মাতা তারা যতই উপরের হোক ও গরিব সন্তান-সন্ততি যতই নিচের হোক না কেন। যদি তারা খরচাদি বহনে অপারগ হয় তাহলে তাদেরকে তার উপর ওয়াজিব ভরণ-পোষণের অতিরিক্ত জাকাত থেকে দেওয়া জায়েজ। অনুরূপ যদি তারা ঋণগ্রস্ত বা দিয়ত দিতে হয় তবে তা জাকাত দ্বারা তাদের পক্ষ থেকে আদায় করা জায়েজ। আর তারাই সবচেয়ে বেশী হকদার।

২. স্বামীর জন্য ঋণগ্রস্ত স্ত্রীকে বা তার কাফফারা আদায়ের জন্য জাকাত থেকে দেওয়া জায়েজ আছে। আর স্ত্রীর জন্য জাকাতের হকদার এমন স্বামীকে জাকাত দেওয়া জায়েজ।

◆ **যাদেরকে জাকাত দেওয়া জায়েজ নেয়:**

১. বনি হাশেম (রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিবার) ও তাঁদের আজাদকৃত দাস-দাসীদের সম্মানার্থে তাদেরকে জাকাত দেওয়া জায়েজ না; কারণ জাকাত মানুষের ময়লা স্বরূপ।

২. কোন কাফেরকে জাকাত থেকে প্রদান করা যাবে না। কিন্তু যদি চিত্ত আকর্ষণের জন্য হয় তবে জায়েজ। অনুরূপ ভাবে নিজের দাস-

দাসীকে জাকাত থেকে দেওয়া জায়েজ নেয়। কিন্তু যদি আজাদ হওয়ার জন্য চুক্তি করে থাকে তবে জায়েজ।

৩. জাকাত আদায়কারী আথবা চিত্ত আকর্ষণ কিংবা আল্লাহর রাহের মুজাহিদ বা পাথেয় নি:শেষ মুসাফির ব্যতীত কোন ধনীলোককে জাকাত হতে প্রদান করা জায়েজ নয়।

◆ **ধনী:** যার নিকট নিজের ও যাদের ভরণ-পোষণ ওয়াজিব তাদের সবার সমস্ত বছরের যথেষ্ট জীবিকা আছে তিনি ধনীলোক। আর জীবিকার মাল চাই মজুদ থাক বা ব্যবসা-বাণিজ্য হোক কিংবা শিল্প-কারখানা ইত্যাদি হোক।

◆ **জাকাত গ্রহীতা কি বলবে:**

সুন্নত হলো জাকাত গ্রহীতা জাকাত প্রদানকারীর জন্য নিম্নের দোয়াটি বলা:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ .متفق عليه.

"আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলাইহিম" [হে আল্লাহ! তুমি তাদের প্রতি দয়া বর্ষণ করুন।] [১]

অথবা বলবে:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ .متفق عليه.

"আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা আলি ফুলাান" [হে আল্লাহ! অমুক পরিবারের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন][২]

অথবা বলবে:

اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ وَفِي إِبِلِهِ .أخرجه النسائي.

"আল্লাহুম্মা বাারিক ফীহি ওয়া ফী ইবলিহ্।" [হে আল্লাহ! তার ও তার উটে বরকত দান করুন] [৩]

১.বুখারী হাঃ নং ৪১৬৬ মুসলিম হাঃ নং ১০৭৮

২. বুখারী হাঃ নং ১৪৯৭ মুসলিম হাঃ নং ১০৭৮

৩. হাদীসটি সহীহ, নাসাঈ হাঃ নং ২৪৫৮

◆ জাকাতগ্রহীতাকে জাকাতের খবর দেওয়ার বিধান:

কোন ব্যক্তি জাকাতের হকদার ও সে জাকাত গ্রহণ করে এ কথা জাকাতদাতা জানলে তাকে অবহিত ছাড়াই জাকাত দিবে। আর যদি তার সম্পর্কে না জানে অথবা সে জাকাত গ্রহণ করে না এমন হয় তবে তাকে ইহা জাকাতের সম্পদ জানিয়ে প্রদান করতে হবে।

৯- নফল দান–খয়রাত

◆ **দান-খয়রাত বিধি-বিধান করার হেকমত:**

ইসলাম খরচ ও ব্যয় করার প্রতি আহ্বান জানিয়েছে এবং দুর্বলদের উপর দয়া ও গরিবদের সঙ্গে সমবেদনা প্রকাশের জন্য উৎসাহ প্রদান করেছে। এর পাশাপাশি রয়েছে সওয়াব অর্জন ও তার আধিক্যতা। আর এর দ্বারা নবী-রসুলগণের চারিত্রিক গুণে গুণান্বিত হওয়া ও রয়েছে দান ও অনুগ্রহ।

◆ **দান-খয়রাতের বিধান:**

প্রতিটি সময়ে দান-খয়রাত করা মুস্তাহাব। আর বিশেষ সময়ে ও অবস্থায় সুন্নতে মুয়াক্কাদা।

১. সময় যেমন: রমজানে ও যিলহজ্ব মাসের প্রথম দশ দিনে।
২. অবস্থাসমূহ: প্রয়োজন ও স্থায়ী সমস্যার সময় সর্বোত্তম যেমন: শীতকালে অথবা জরুরী ভিত্তিতে যেমন: দুর্ভিক্ষ কিংবা অনাবৃষ্টি ইত্যাদির সময়। আর সর্ব উৎকৃষ্ট দান হচ্ছে গোপনে শত্রুতা পোষণকারী আত্মীয়কে।

◆ **দান-খয়রাতের ফজিলত:**

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾ ﴾ البقرة: ٢٧٤

"যারা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, রাত্রে ও দিনে গোপনে ও প্রকাশ্যে। তাদের জন্যে সওয়াব রয়েছে তাদের পালনকর্তার কাছে। তাদের কোন আশঙ্কা নেয় এবং তারা চিন্তিতও হবে না।" [সূরা বাকারা: ২৭৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ.

متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি পবিত্র-হালাল উপার্জনের একটি খেজুর পরিমাণ দান করবে। আর আল্লাহ তা'আলা পবিত্র ছাড়া কবুল করনে না। নিশ্চয় আল্লাহ সে দানকে তাঁর ডান হাত দ্বারা কবুল করেন এবং তার মালিকের জন্য প্রতিপালন করেন। যেমন: তোমাদের কেউ তার উটের বাচ্চা প্রতিপালন করে। শেষ পর্যন্ত ইহা পর্বত বরাবর হয়ে যাবে।"[১]

◆ **দান-খয়রাতের সবচেয়ে বেশি হকদার:**

নফল দানের সবচেয়ে বেশী হকদার দানকারীর সন্তান-সন্ততিরা, তার পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীরা। সর্বোত্তম সদকা হচ্ছে নিজের ও পরিবারে উপর খরচ। যদি দান-খয়রাতের হকদার না এমন মানুষের হাতে দান পড়ে তবুও দানকারী সওয়াব পাবেন।

◆ অভাবমুক্ত অবস্থার দান সর্বোত্তম দান। আর নিজের ও পরিবারের প্রয়োজন অতিরিক্ত যা কিছু আছে সবই দান করা সর্ব উৎকৃষ্ট দান।

◆ **স্বামীর সম্পদ থেকে দান-খয়রাত করার বিধান:**

স্বামীর সন্তুষ্টি আছে জানলে স্ত্রীর জন্য স্বামীর সম্পদ থেকে দান-খয়রাত করা জায়েজ। আর এতে স্ত্রীর জন্য রয়েছে অর্ধেক সওয়াব। কিন্তু যদি এতে স্বামী সন্তুষ্ট না এমন হয় তবে বিনা অনুমতিতে দান-খয়রাত করা স্ত্রীর জন্য হারাম। তবে পরে অনুমতি দিয়ে দিলে স্ত্রী স্বামীর পরিমাণ সওয়াব পাবে।

◆ **দানের সবচেয়ে উত্তম সময়:**

রোগ অবস্থার চেয়ে সুস্থ অবস্থায় দান-খয়রাত করা উত্তম। অনুরূপ কঠিন অবস্থার দান সুহালের দানের চেয়ে উত্তম, যদি এ দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা উদ্দেশ্য হয়।

আল্লাহর বাণী:

﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا ﴿٩﴾ ﴾ الإنسان: ٨ - ٩

১.বুখারী হাঃ নং ১৪১০ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১০১৪

"তারা আল্লাহর মহব্বতে অভাবগ্রস্ত, এতিম ও বন্দীকে আহার্য দান করে। তারা বলে: কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি এবং তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না।" [সূরা দাহার: ৮-৯]

◆ নবী [ﷺ]-এর জন্য জাকাত ও দান-খয়রাত কিছুই গ্রহণ করা হালাল নয়। অনুরূপ বনি হাশেম ও তাদের আজাদকৃত দাস-দাসীর জন্য জাকাত হালাল নয়। কিন্তু নফল দান-খয়রাত তাদের জন্য হালাল।

◆ **কাফেরদেরকে দান করার বিধান:**

কাফেরের চিত্ত আকর্ষণ ও প্রয়োজন পূরণের জন্য তাকে দান-খয়রাত করা জায়েজ। এর ফলে দানকারী সওয়া পাবে। আর প্রতিটি জীবের জন্য খরচে রয়েছে প্রতিদান।

◆ **সওয়ালকারীকে দেওয়ার বিধান:**

সওয়ালকারীকে দেওয়া সুন্নত যদিও দান ছোট হোক না কেন।

عَنْ أُمِّ بُجَيْدٍ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمِسْكِينَ لَيَقُومُ عَلَى بَابِي فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئًا أُعْطِيهِ إِيَّاهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ لَمْ تَجِدِي شَيْئًا تُعْطِينَهُ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ. أخرجه أبوداود و الترمذي.

উম্মে বুজাইদ (রা:) বলেন: হে আল্লাহর রসূল [ﷺ] মিসকিন আমার দুয়ারে এসে দাঁড়িয়ে থাকে আর আমি তাকে দেওয়ার মত কিছুই পাই না। রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাকে বললেন:"যদি তাকে ছাগলের পুড়ানো খুর ছাড়া দেওয়ার মত আর কিছুই না পাও তহলে তাকে তাই দাও।"[১]

---

১. হাদিসটি সহীহ আবূ দাউদ হাঃ নং ১৬৬৭ শব্দ তারই, তিরমিযী হাঃ নং ৬৬৫

◆ **প্রয়োজন ছাড়া সওয়াল করার ভয়ানক শাস্তি:**

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ». متفق عليه.

১. ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যে ব্যক্তি (প্রয়োজন ছাড়া) সর্বাবস্থায় মানুষের কাছে সওয়াল করতে থাকে, সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় হাজির হবে যে, তার চেহারায় কোন গোশত থাকবে না।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ». أخرجه مسلم.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ বাড়ানোর জন্য মানুষের নিকট সওয়াল করে সে যেন আগুনের আংরা সওয়াল করল। তাই সে তার সম্পদ কমাল বা বাড়াল তাতে কোন যায়-আসে না।"[২]

◆ **যার জন্য সওয়াল করা হালাল:**

বাদশাহর নিকট বা আবশ্যকীয় জিনিস ছাড়া সওয়াল করা হারাম। যেমন: কোন বোঝা উঠানোর জন্য সাহায্য চাওয়া বা ধ্বংসাত্মক বিপদগ্রস্ত হলে কিংবা অভাব-অনটন যা পূরণের মত তার নিকট যথেষ্ট কিছু নেয়। এ ছাড়া সবই হারাম।

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِنَّ الْمَسَائِلَ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ فَمَنْ شَاءَ كَدَحَ وَجْهَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ شَيْئًا لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا».أخرجه أحمد وأبو داود.

---

১. বুখারী হাঃ নং ১৪৭৪ মুসলিম হাঃ নং ১০৪০ শব্দ তারই

২. মুসলিম হাঃ নং ১০৪১

সামুরা ইবনে জুন্দব [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি [ﷺ] বলেছেন: "সওয়াল করা মানে চেহারায় আঁচড় দেওয়া। কিয়ামতের দিন মানুষ এর জন্য তার চেহারায় আঁচড় দিবে। অতএব, যে চাইবে তার চেহারায় আঁচড়াবে আর যে চাইবে আঁচড়াবে না। কিন্তু যদি বাদশাহর নিকট বা এমন জিনিস যা ছাড়া কোন উপয় নাই তাহলে সওয়াল করা হালাল।"[১]

◆ জনকল্যাণ মূলক কাজে বেশি বেশি খরচ করা সুন্নত। আর ইহা সম্পদ হেফাজত ও বৃদ্ধির কারণ; কেননা হাদিসে এসেছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا» .متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেছেন: "প্রতিটি বান্দার প্রভাতকালে দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। একজন বলেন: হে আল্লাহ! খরচকারীকে উত্তম প্রতিদান দাও। আর দ্বিতীয়জন বলেন: হে আল্লাহ! আটককারীকে বিলুপ্তি দান করুন।"[২]

◆ **মুশরেক ব্যক্তির ইসলামপূর্ব দানের প্রতিদান:**

যখন কোন মুশরেক ইসলাম গ্রহণ করে তখন তার ইসলামপূর্ব দান-খয়রাতের সওয়াব পাবে।

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ وَصِلَةِ رَحِمٍ فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَجْرٍ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ» .متفق عليه.

হাকীম ইবনে হেজাম [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল [ﷺ] ! আচ্ছা আমি যে সকল এবাদত জাহেলিয়াতের যুগে করতাম। যেমন: দান-খয়রাত বা গোলাম আজাদ কিংবা আত্মীয়তা

---

১. হাদিসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ২০৫২৯ আবূ দাঊদ হাঃ নং ১৬৩৯ শব্দ তারই
২.বুখারী হাঃ নং ১৪৪২ মুসলিম হাঃ নং ১০১০

সম্পর্ক এগুলোতে কি কোন সওয়াব আছে? নবী [ﷺ] বললেন: "পূর্বের সকল কল্যাণের উপরেই ইসলাম গ্রহণ করেছ।"[১]

◆ **দান-খয়রাতের আদব:**

দান-খয়রাত একটি এবাদত। এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ আদব ও শর্ত রয়েছে যেমন:

১. দান-খয়রাত যেন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হয়। তাতে কোন প্রকার মানুষ দেখানো বা শুনানো উদ্দেশ্য না হয়।

عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» .متفق عليه.

উমার ফারুক ইবনে খাত্তাব [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "নিশ্চয় প্রতিটি আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর মানুষ যা নিয়ত করবে তাই সে পাবে।"[২]

২. দান-খয়রাত হালাল-পবিত্র উপার্জন থেকে হওয়া; কারণ আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র ছাড়া কবুল করেন না।

আল্লাহর বাণী:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾ ﴾ البقرة: ٢٦٧

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্যে ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর এবং তা থেকে নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করতে মনস্থ করো না। কেননা, তা তোমারা কখনও গ্রহণ করবে না; তবে যদি তোমরা চোখ বন্ধ করে নিয়ে নাও। জেনে রেখো আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।" [সূরা বাকারা: ২৬৭]

৩. দান-খয়রাত সর্বোত্তম ও সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ দ্বারা করা।

১.বুখারী হাঃ নং ১৪৩৬ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১২৩
২.বুখারী হাঃ নং ১ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৯০৭

আল্লাহর বাণী:

﴿لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٩٢﴾ آل عمران: ٩٢

"কস্মিনকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে তোমরা ব্যয় না কর। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে আল্লাহ তা জানেন।" [সূরা আল-ইমরান: ৯২]

৪. অধিক প্রতিদানের আশায় দান না করা এবং আত্মতুষ্টি ও বড়াই করা থেকে বেঁচে থাকা।

আল্লাহর বাণী:

﴿وَلَا تَمۡنُن تَسۡتَكۡثِرُ ٦﴾ المدثر: ٦

"অধিক প্রতিদানের আশায় অন্যকে কিছু দিবেন না।"
[সূরা মুদ্দাসসির: ৬]

৫. যার দ্বারা দান-খয়রাত বাতিল হয়ে যায় তা থেকে ভয় করা যেমন: খোঁটা ও কষ্ট দেওয়া।

আল্লাহর বাণী:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبۡطِلُواْ صَدَقَٰتِكُم بِٱلۡمَنِّ وَٱلۡأَذَىٰ كَٱلَّذِي يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ ٢٦٤﴾ البقرة: ٢٦٤

"হে ঈমানদানগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান-খয়রাত বরবাদ করো না, সে ব্যক্তির মত যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে--।" [সূরা বাকারা: ২৬৪]

৬. কোন প্রয়োজন ছাড়া দান-খয়রাতকে প্রকাশ না করে গোপন রাখা।

আল্লাহর বাণী:

﴿إِن تُبۡدُواْ ٱلصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِيَۖ وَإِن تُخۡفُوهَا وَتُؤۡتُوهَا ٱلۡفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّـَٔاتِكُمۡۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ٢٧١﴾ البقرة: ٢٧١

"যদি তোমারা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত কর, তবে তা কতই না উত্তম। আর যদি খয়রাত গোপন কর এবং অভাবগ্রস্তদের দিয়ে দাও, তবে তা তোমাদের জন্যে আরও উত্তম। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কিছু গোনাহ দূর করে দিবেন। আল্লাহ তোমাদের কাজ-কর্মের খুব খবর রাখেন।" [সূরা বাকারা: ২৭১]

৭. মুচকি হাসি, উজ্জ্বল মুখে ও সুন্দর মনে এবং কর্তব্য পালন করত: দান করা।

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِالله رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَتَــاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلْيَصْدُرْ عَنْكُمْ وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ». أخرجه مسلم.

জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যখন তোমাদের নিকট জাকাত আদায়কারী আসবে সে যেন তোমাদের নিকট হতে সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে আসে।"[১]

৮. নিজের জীবদ্দশায় জলদি দান-খয়রাত করা। সবচেয়ে অভাবগ্রস্তকে দান করা। আর নিকটাত্মীয় অন্যের চেয়ে বেশী হকদার। এর দ্বারা দান ও আত্মীয়তা বন্ধন রক্ষা করা হবে।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقۡنَٰكُم مِّن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوۡلَآ أَخَّرۡتَنِيٓ إِلَىٰٓ أَجَلٖ قَرِيبٖ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٠﴾ ﴾ المنافقون: ١٠

"আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথায় সে বলবে: হে আমার প্রতিপালক, আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।" [সূরা মুনাফিকূন: ১০]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

﴿ وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ ﴿٧٥﴾ ﴾ الأنفال: ٧٥

---

[১]. মুসলিম হা: নং ৯৮৯

“বস্তুতঃ যারা আত্মীয়, আল্লাহর বিধান মতে তারা পরস্পর বেশী হকদার। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাবতীয় বিষয়ে সক্ষম ও অবগত।”
[সূরা আনফাল:৭৫]

এবাদত

৫-সিয়াম অধ্যায়

এতে রয়েছে:

১. সিয়ামের অর্থ, বিধান ও ফজিলত।
২. সিয়ামের আহ্কাম।
৩. সিয়ামের সুন্নতসমূহ।
৪. সায়েম তথা রোজাদারের জন্য যা মকরুহ, ওয়াজিব ও জায়েজ।
৫. নফল সিয়াম।
৬. এতেকাফ।

قال الله تعالى:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣ أَيَّامٗا مَّعۡدُودَٰتٖۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَهُوَ خَيۡرٞ لَّهُۥۚ وَأَن تَصُومُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ١٨٤ ﴾ [البقرة:١٨٣-١٨٤]

আল্লাহর বাণী:

“হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার-গণনার কয়েকটি দিনের জন্য। অত:পর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ থাকবে অথবা সফরে থাকবে, তার পক্ষে অন্য সময়ে সে রোজা পূরণ করে নিতে হবে। আর এটি যাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়, তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকিনকে খাদ্যদান করবে। যে ব্যক্তি খুশীর সাথে সৎকর্ম করে, তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি রোজা রাখ, তবে তা তোমাদের জন্যে বিশেষ কল্যাণকর, যদি তোমরা তা বুঝতে পার।”

[সূরা বাকারা:১৮৩-১৮৪]

৫- সিয়াম অধ্যায়

১. সিয়ামের অর্থ, বিধান ও ফজিলত

◆ **বিভিন্ন প্রকার এবাদত বিধি-বিধান করার হেকমত:**

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাকে পরীক্ষা করার জন্য বিভিন্ন প্রকার এবাদত বিধিবিধান করেছেন। বান্দা কি প্রবৃত্তির বন্দেগি করে না তার প্রতিপালকের নির্দেশ পালন করে। তাই আল্লাহ দ্বীনের মাঝে এমন কিছু প্রিয় জিনিস নির্ধারণ করেছেন যা থেকে বিরত থাকা জরুরী। যেমন: সিয়াম (রোজা); কারণ এর দ্বারা পানাহারের মত প্রিয় জিনিস থেকে বিরত থাকা হয়। আর দ্বীনের মাঝে কিছু আছে যা প্রিয় জিনিস ব্যয় করা। যেমন: জাকাত ও দান-খয়রাত। এর দ্বারা প্রিয় সম্পদকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য খরচ করা হয়।

দেখা যায় এক জন মানুষের জন্যে এক হাজার টাকা খরচ করা সহজ ব্যাপার কিন্তু মাত্র একটি দিন সিয়াম (রোজা) পালন করা বড় কঠিন। আবার এর বিপরীতও হয়ে থাকে। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাকে পরীক্ষা করার জন্য বিভিন্ন প্রকার এবাদত বিধি-বিধান করেছেন।

◆ **অন্তরের বিশুদ্ধতা:**

অন্তরের সঠিকতা ও সততা এবং দৃঢ়তা তার পালনকর্তার প্রতি সম্পূর্ণভাবে মনোযোগ ও আত্মনিয়োগ এবং ঘনিষ্ঠতা দ্বারা হয়ে থাকে। আর যখন অতিরিক্ত পানাহার, কথা-বার্তা, ঘুম, মানুষের সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় মেলামেশা বান্দাকে তার রব থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, বিশৃঙ্খলা বাড়িয়ে দেয় ও বিভিন্ন উপত্যকায় বিক্ষিপ্ত ভাবে বিচরণ করাই। তাই আল্লাহ তাঁর দয়ায় বান্দার জন্য বিধি-বিধান করলেন সিয়াম, যার মাধ্যমে দূর হবে অতিরিক্ত পানাহার। আর অন্তর থেকে বের হয়ে যাবে প্রবৃত্তির পূজা যা তাকে তার রবের পথে চলতে বাধা সৃষ্টি করে।

আর বান্দার জন্য বিধি-বিধান করলেন এতেকাফে, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্তরকে আল্লাহর প্রতি নিবেদিত করা এবং তার উপরেই জমে

বসা। আল্লাহর সাথে একাগগ্রতা ও অন্যান্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা উম্মতের জন্য আখেরাতে অনুপকারী সমস্ত জিনিস থেকে জবানকে নিয়ন্ত্রণ করা বিধান করে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য আল্লাহ রাত্রির কিয়ামকে বিধি করেছেন যা অন্তর ও শরীরের উপকারী।

◆ **সিয়াম অর্থ:** সিয়ামের আভিধানিক অর্থ হলো: বিরত থাকা। আর শরিয়তের পরিভাষায় অর্থ হলো: আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সিয়ামের নিয়তে সুব্হে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সর্বপ্রকার পানাহার, স্ত্রী সহবাস ও সকল প্রকার সিয়াম ভঙ্গের জিনিস থেকে বিরত থাকা।

◆ **সিয়াম বিধি-বিধান করার হেকমত:**

১. সিয়াম হৃদয়ে তাকওয়ার বীজ বপন এবং হারাম থেকে অঙ্গ-পত্যঙ্গকে রক্ষার উপকরণ।

২. সিয়াম মানুষকে তার নফসের নিয়ন্ত্রণ ও অবাধ্যতাকে লাগাম পরানোর অভ্যাস গড়ে তুলে। আর প্রশিক্ষণ দেয় দায়িত্বভার বহণ ও কঠিন মুহূর্তে ধৈর্য-সহ্য ও সহিষ্ণুতার।

৩. সিয়াম একজন মুসলিম ব্যক্তিকে তার ভাইদের ব্যথা অনুভব করা সুযোগ করে দেয়। তাই সিয়াম তাকে ফকির-মিসকিনদের প্রতি এহসান ও তাদের জন্য ব্যয় করতে উদ্বুদ্ধ করে। আর এর দ্বারা সৃষ্টি হয় মহব্বত ও ভ্রাতৃত্ব।

৪. সিয়ামের দ্বারা মানুষ নিজ প্রবৃত্তিকে আয়ত্তে রাখতে পারে। অন্যান্য সময়ে সাধারণত নফ্স বা প্রবৃত্তি প্রভাব বিস্তারে এবং হারাম কাজের দিকে নিতে সক্ষম হয়ে থাকে। কিন্তু সিয়াম কুপ্রবৃত্তির লাগাম ধরে থাকে এবং তাকে ভাল কাজের দিকে পরিচালনা করে থাকে।

৫. সিয়াম রোজাদারের জন্য আল্লাহর আনুগত্য সহজ করে দেয়। এটা বাস্তবেও পরিলক্ষিত হয়; কেননা আমরা রোজাদারদেরকে রমজান মাসে বিভিন্ন নেক কাজে প্রতিযোগিতা করতে দেখে থাকি, যা করতে অন্য সময়ে অলসতা করে থাকে এবং তাদের জন্য তা করাটা জটিল ব্যাপার হয়ে থাকে।

৬. সিয়াম রোজাদারের মনকে নরম করে, আল্লাহর জিকিরের জন্য তাকে প্রস্তুত করে এবং অন্যান্য কাজের ব্যস্ততা দূর করে।
৭. সিয়াম বান্দার হৃদয়ে আনুগত্যের মহব্বত এবং পাপের ঘৃণা সৃষ্টি করে। যার কারণে মানুষ সঠিক বুঝ পায় এবং জীবন চলার পথ খুঁজে পায়।
৮. সিয়াম মানুষকে দুনিয়া ও দুনিয়ার কামনা-বাসনা থেকে বিমুখ করে আখেরাতর অভিমুখী বানায়।
৯. সিয়াম মানুষকে ভালমন্দ বাছাই ক'রে চলতে শিখায় যা সকল ঔষধের মূল।
১০. সিয়াম অবিবাহিত ব্যক্তির চক্ষু সংবরণ এবং লজ্জাস্থান সংরক্ষণের অন্যতম উপকরণ।

◆ **সিয়ামের মর্যাদা:**

রমজানের রোজা ইসলামের রোকনসমূহের একটি অন্যতম রোকন। আল্লাহ তা'আলা হিজরি দ্বিতীয় সালে ইহা ফরজ করেছেন।

◆ **সর্বোত্তম সময়:**

মাসসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম মাস রমজান। রমজানের শেষ দশ রাত্রি যিলহজ্ব মাসের প্রথম দশ রাত হতে উত্তম। আর যিলহজ্ব মাসের প্রথম দশ দিন রমজানের শেষ দশ দিন হতে উত্তম। জুমার দিন সপ্তাহের অন্যান্য দিন হতে উত্তম। আর কুরবানির দিন বছরের সর্বোত্ত দিন এবং লাইলাতুল কদরের রাত্রি বছরের সর্বোত্তম রাত্রি।

◆ **রমজান মাসের সিয়ামের হুকুম:**

রমজানের রোজা নারী-পুরুষ প্রত্যেক মুসলিম, বালেগ, বিবেকবান, সিয়াম পালন করতে সক্ষম, বাড়িতে অবস্থানকারী, নিষিদ্ধতা থেকে মুক্ত (যেমন: মাসিক ঋতু বা প্রসূতির রক্ত যা মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট) ব্যক্তির উপর ফরজ।

আল্লাহ তা'আলা সিয়াম পালন এ উম্মতের উপর ফরজ করে দিয়েছেন যেমনটি ফরজ করেছিলেন আগের উম্মতের উপর।

আল্লাহর বাণী:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣ ﴾ البقرة: ١٨٣

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর ফরজ করা হয়েছিল, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।" [সূরা বাকারা: ১৮৩]

◆ রমজান মাসের ফজিলত:

যখন রমজান মাস শুরু হয় তখন আসমানের দরজাসমূহ খোলে দেওয়া হয় এবং প্রতি রাত্রে জাহান্নামের আগুন থেকে আল্লাহ মুক্তি দান করেন। আর এ মাসে রয়েছে এমন একটি রাত্রি যা এক হাজার মাসের চাইতেও উত্তম।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتْ الشَّيَاطِينِ».

متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যখন রমজান মাস আসে তখন জান্নাতের দরজাসমূহ খোলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। আর শয়তানদেরকে শৃঙ্খল পরানো হয়।"[১]

◆ সিয়ামের ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمِائَة ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ» .متفق عليه.

১.বুখারী হাঃ নং ৩২৭৭ মুসলিম হাঃ নং ১০৭৯ শব্দ তারই

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "বনি আদমের প্রত্যেকটি আমল বৃদ্ধি করা হয়। আর প্রতিটি নেকি দশ থেকে সাত শতগুণ পর্যন্ত বাড়ানো হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: সিয়াম ব্যতীত; কেননা সিয়াম একমাত্র আমার জন্যই এবং আমিই তার প্রতিদান দিব। বান্দা আমার জন্যই তার কামনা-বাসনা ও পানাহার ত্যাগ করে। রোজাদারের দু'টি আনন্দ। একটি ইফতারির সময় আর অপরটি কিয়ামতে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময়। যাঁর হাতে মুহাম্মাদ [ﷺ]-এর জীবন তাঁর কসম! রোজাদারের মুখের গন্ধ কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট মেস্কের চেয়েও বেশী খোশবুদার।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» .متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের নিয়তে রমজান মাসের রোজা রাখবে তার পূর্বের গুনাহসমূহ ক্ষমা ক'রে দেয়া হবে।"[২]

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ » .متفق عليه.

৩. সাহল ইবনে সা'দ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি [ﷺ] বলেছেন: "জান্নাতে 'রাইয়ান' নামের একটি দরজা আছে, যা দিয়ে কিয়ামতের দিন শুধুমাত্র রোজাদারগণই প্রবেশ করবে। অন্য আর কেউ প্রবেশ করবে না।"[৩]

---

১. বুখারী হাঃ নং ১৮৯৪ মুসলিম হাঃ নং ১১৫১ শব্দ তারই
২. বুখারী হাঃ নং ১৯০১ মুসলিম হাঃ নং ৭৬০
৩. বুখারী হাঃ নং ৩২৫৭ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১১৫২

২-সিয়ামের আহকাম

◆ **দু'ভাবে রমজানের সিয়াম রাখা ফরজ:**

১. একজন ন্যায়পরায়ণ, মুসলিম, দৃষ্টিশক্তি মজবুত এমন নারী বা পুরুষ রমজানের চাঁদ দেখলে। আর যারা এ খবর শুনবে তারাও এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

২. চাঁদ দেখা না গেলে শাবান মাসকে ৩০দিন পূর্ণ করে পরে রমজানের রোজা রাখা।

◆ **রমজানের চাঁদ দেখার কিছু আহকাম:**

✓ যদি শা'বান মাসের ৩০তারিখের রাত্রে আকাশ পরিস্কার থাকার পরেও চাঁদ দেখা না যায় তবে রোজা না রেখেই প্রভাত করবে।

✓ অনুরূপ যদি আকাশ মেঘলা থাকে বা ধূলায় আচ্ছন্ন থাকে।

✓ যদি রোজা ২৮টি হয় এবং শাওয়ালের চাঁদ দেখা যায় তবে রোজা ভেঙ্গে দিয়ে ঈদ করবে এবং পরে একটি রোজা কাজা করা ওয়াজিব হবে।

✓ যদি এক জনের সাক্ষী দ্বারা রোজা রাখা শুরু করে আর ৩০টি রোজা রাখার পরেও চাঁদ দেখা না যায়, তবে চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোজা রাখবে।

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :«صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "তোমরা (রমজানের) চাঁদ দেখে রোজা রাখ এবং (শাওয়ালের) চাঁদ দেখেই রোজা ছাড়। আর যদি তোমাদের উপর চাঁদের ব্যাপারটা অজানা হয়ে পড়ে তবে শা'বান মাস ৩০দিন পূর্ণ কর।"[১]

১.বুখারী হাঃ নং ১৯০৯ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১০৮১

◆ **চাঁদ দেখা গেলে কার প্রতি সিয়াম জরুরি:**

কোন দেশে চাঁদ দেখা গেলে সে দেশের সকল মানুষের জন্য রোজা রাখা জরুরী। প্রতিটি দেশ তাদের চাঁদ দেখা অনুযায়ী সিয়াম পালন করা জায়েজ। কিন্তু যদি কোন এক দেশের চাঁদ দেখার খবরে সমস্ত পৃথিবী একই সঙ্গে সিয়াম পালন করে তবে সর্বোত্তম; কারণ ইহা ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও একত্রিভূত হওয়ার নিদর্শন। সমস্ত উম্মত ঐক্যমতে পৌঁছার আগ পর্যন্ত প্রত্যেক মুসলিম তার দেশের সঙ্গে রোজা রাখবে। একই দেশে নিজেরা একাধিক দলে বিভক্ত হবে না; কারণ এর ফলে কিছু লোক নিজ দেশের সঙ্গে আর কিছু মানুষ অন্য দেশের সঙ্গে রোজা রাখলে দলাদলি সৃষ্টি হবে যা শরিয়তে নিষিদ্ধ।

◆ যদি কোন ব্যক্তি রমজান বা শাওয়ালের চাঁদ দেখে আর তার দেখা গ্রহণ করা না হয়, তবে তার জন্য জরুরী হলো মানুষের সাথেই রোজা রাখা অথবা না রাখা। যদি দিনের বেলা চাঁদ দেখা যায় তবে তা পরের রাত্রির চাঁদ ধরা হবে। কিন্তু যদি চাঁদ সূর্যাস্তের পূর্বেই ডুবে যায় তবে পরের রাত্রির চাঁদ হিসাব করা হবে।

◆ রমজান বা অন্য কোন মাসের চাঁদ দেখে নিম্নের দোয়াটি পড়া সুন্নত।

اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ. أخرجه أحمد والترمذي.

"আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু 'আলাইনা বিলআমনি ওয়ালঈমান, ওয়াস্‌সালামাতি ওয়ালইসলাম, রব্বী ওয়া রব্বুকাল্লাহ।"[১]

◆ মুসলমানদের রাষ্ট্রপতির উপর ওয়াজিব হলো: শরিয়ত মাফিক চাঁদ দেখা সুসাব্যস্ত হলে রমজান আরম্ভ ও শেষ হওয়ার খবর বৈধ প্রচার মাধ্যম দ্বারা প্রচার করা।

◆ **সময় সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তির রোজর বিধান:**

যে ব্যক্তি রোজার সময় সম্পকে অজ্ঞ যেমন অন্ধ বা কয়েদী তার তিন অবস্থা:

১. হাদিসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ১৩৯৭ সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ১৮১৬ তিরমিযী হাঃ নং ৩৪৫১

যদি তার রোজা মাসের মধ্যে হয় বা তার পরে তাহলে তার রোজা সঠিক হবে। কিন্তু যে সমস্ত দিনে রোজা রাখা নিষেধ তাহলে হবে না। আর যদি মাসের পূর্বে রাখে তাহলে সঠিক হবে না; কারণ সে সময়ের পূর্বে এবাদত করেছে। আর যদি তার রোজা দিনে না হয়ে রাত্রিতে হয়ে থাকে তাহলে সঠিক হবে না; কারণ রাত রোজার জন্য সময় নয়।

◆ নিজের দেশে রোজা রাখার পর সফর করলে তার বিধান:

যদি কোন মুসলিম এক দেশে রোজা রাখার পর অন্য কোন দেশে সফর করে তবে তার রোজা রাখা ও ছাড়ার বিধান সে যে দেশে সফর করেছে সে দেশ মোতাবেক হবে। সে দেশের লোক যখন রোজা শেষ করবে তখন সেও তাদের সঙ্গে শেষ করবে। কিন্তু যদি রোজা ২৯ দিনের কম হয় তবে পরে একটি ঈদের পরে কাজা করে নিবে। আর যদি তার রোজা ৩০টির বেশী হয় তবুও তাদের সঙ্গেই রোজা ভাংবে।

◆ সিয়ামের নিয়তের বিধান:

১. মুসলিমের প্রতি ওয়াজিব হলো সওয়াব হাসিলের জন্য ঈমান ও সওয়াবের উদ্দেশ্যে রোজা রাখা। কাউকে শুনানো বা দেখানো কিংবা কারো অন্ধ অনুকরণে অথবা তার দেশের মানুষের অনুসরণের জন্যে রোজা পালন করে না। বরং রোজা রাখে আল্লাহর নির্দেশ পালন ও সওয়াবের উদ্দেশ্যে। আর ইহা প্রতিটি এবাদতের ব্যাপারে প্রযোজ্য।

২. রমজানের ফরজ সিয়ামের জন্য ফজরের পূর্বেই রাত্রেই নিয়ত নির্দিষ্ট করা ওয়াজিব। আর নফল রোজার জন্য ফজরের পর হতে রোজা ভঙ্গের কোন কারণ না করে থাকলে দিনের যে কোন সময় নিয়ত করলে চলবে।

৩. যদি রাত্রে না জানার কারণে দিনের বেলা ফরজ রোজার নিয়ত করে তবে সিয়াম সহীহ হয়ে যাবে। যেমন: যদি দিনের বেলা চাঁদ দেখা প্রমাণ হয়ে যায় তবে বাকি দিন রোজা থাকবে এবং কিছু খেয়ে থাকলেও কাজা করা জরুরী হবে না।

৪. যার প্রতি দিনের বেলা রোজা ফরজ হয় যেমন: পাগল যদি বিবেক ফিরে পায় এবং ছোট বাচ্চা সাবালক হয় ও কাফের মুসলিম হয়,

তবে তাদের নিয়ত দিনের ওয়াজিব হওয়ার সময় করলেই চলবে, যদিও তারা পানাহার করে। আর তাদের কাজা করা লাগবে না।

৫. যে ব্যক্তি রোজার নিয়তে সেহরি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল আর সূর্য ডুবার পরে জাগল তার রোজা সঠিক হবে তাকে কাজা করতে হবে না।

৬. যে রোজা ভেঙ্গে দেওয়ার নিয়ত করবে তার রোজা ভেঙ্গে যাবে; কারণ রোজা দু'টি রোকন সম্মত এবাদত: একটি: নিয়ত আর অপরটি: সমস্ত রোজাভঙ্গের জিনিস থেকে বিরত থাকা। সুতরাং যখন রোজা ভাঙ্গার নিয়ত করেছে তখন সে প্রথম রোকনটি বিলুপ্ত করে দিয়েছে যা আমলের ভিত্তি ও এবাদতের সবচেয়ে বড় শক্তিবর্ধক।

৭. যে ব্যক্তি শাবান মাসের ৩০ তারিখে: 'যদি আগামিকাল রমজান হয় তা হলে আমি রোজা রাখব' বলে ঘুমিয়ে যায় আর প্রমাণিত হয় যে রমজান , তাহলে তার রোজা সঠিক হবে।

◆ বয়স্ক লোক ও রোগীর সিয়াম:

১. যে ব্যক্তি বার্ধক্য কারণে বা এমন রোগের জন্য যা ভাল হওয়া আশা নেয় রোজা ভঙ্গ করে। চাই সে বাড়িতে হোক বা সফরে হোক, প্রতি দিনের জন্য একজন করে মিসকিনকে খানা খাওয়ালে তার রোজার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে। যত দিন রোজা রাখেনি ততদিনের খাদ্য পাক করে মিসকিনদেরকে খাওয়াবে। চাইলে প্রতি দিন একজন করে মিসকিনকে খানা খাওয়াবে অথবা সর্বশেষ দিন পর্যন্ত দেরী করে এক সঙ্গে খাওয়াবে। আর চাইলে প্রতি দিনের জন্য অর্ধ সা'আ (প্রায় ১.২০ গ্রাম) খাদ্য বের করে মিসকিনকে দিবে।

২. বার্ধক্যজনিত মতিভ্রম ও নির্বোধ হয়ে পড়লে এমন ব্যক্তির উপর রোজা বা কোন কাফফারা নেয়; কারণ তার কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে।

◆ ঋতুবতী ও প্রসূতি নারীর রোজার বিধান:

ঋতুবতী ও প্রসূতি নারীর প্রতি রোজা রাখা হারাম। তারা রোজা ভাংবে এবং পরে কাজা করে নিবে। আর যদি ঋতুবতী ও প্রসূতি দিনের মাঝে পবিত্র হয়ে যায় অথবা মুসাফির দিনের বেলা বাড়িতে পৌঁছে তবে

বাকি দিন না খেয়ে থাকা জরুরী না। কিন্তু পরে কাজা করা অবশ্যই জরুরী।

◆ গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারিণী নারী যদি নিজের বা বাচ্চার উপর ভয় করে তাহলে রমজানের রোজা ছেড়ে দিবে ও পরে কাজা করে নিবে।

◆ সফর অবস্থায় সিয়ামের বিধান:

১. প্রতিটি মুসলিমের জন্য সে যেখানে থাকবে সেখানেই তার সালাত ও রোজার হুকুম বর্তাবে। তাই রোজাদার যেখানে থাকবে সে স্থানেই রোজা রাখবে বা ছাড়বে। চাই সে জমিনের উপর থাক বা বিমানে থাক কিংবা জলপথে নৌযান ইত্যাদিতে থাক।

২. সাধারণ ভাবে মুসাফিরের জন্য সফর অবস্থায় রোজা না রাখায় উত্তম। আর রমজানের মুসাফিরের রোজা রাখা ও না রাখা যদি বরাবর হয় তবে রাখাই উত্তম। আর যদি রোজা রাখা কষ্টকর হয় তবে না রাখাই উত্তম। কিন্তু যদি কঠিন কষ্ট হয় তবে রোজা না রাখাই ওয়াজিব এবং পরে কাজা করে নিবে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعِبْ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ. متفق عليه.

আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সঙ্গে সফরে ছিলাম। রোজাদার বেরোজাদরকে এবং বেরোজাদর রোজাদারকে কোন প্রকার দোষারোপ করেন নাই।"[১]

◆ বেহুশ ব্যক্তির রোজার বিধান:

১. কোন ব্যক্তি রোজার নিয়ত করার পর যদি সমস্ত দিন বা কিছু অংশ বেহুঁশ হয়ে থাকে তাহলে তার রোজা সহীহ হবে।

২. যে রমজানে বা অন্য কোন সময় দিনের বেলা বেহুঁশ হয়ে বা রোগের কারণে কিংবা পাগল হয়ে অনুভূতি হারিয়ে ফেলে। অত:পর সংজ্ঞা ফিরে পেলে তার প্রতি রোজা ও নামাজ কাজা করা জরুরী না; কারণ তার

১.বুখারী হাঃ নং ১৯৪৭ মুসলিম হাঃ নং ১১১৮

উপর থেকে শরিয়তের বিধি-নিষেধ উঠে গিয়েছিল। আর যার অনুভূতি নিজের কর্মের ফলে বা স্বেচ্ছায় হয় তাকে সংজ্ঞা ফিরার পর কাজা করা জরুরী হবে।

◆ যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি ভুল করে রমজান মাসের দিনে পানাহার করে ফেলে বা স্ত্রী সহবাস করে বসে তাহলে তার রোজা সহীহ হবে।

◆ কারো রোজা অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে তার রোজা নষ্ট হবে না। তবে গোসল করতে হবে এবং তার কোন গুনাহ হবে না।

◆ যে রোগীর রোজা রাখলে কষ্ট হয় ও ক্ষতির আশঙ্কা থাকে তার প্রতি রোজা রাখা হারাম এবং ইফতারি করা ওয়াজিব। তবে পরে কাজা করে নিবে।

◆ একজন মুসলিমের সর্বাবস্থায় পবিত্র থাকা উত্তম। জানাবত (বীর্য স্খলন জনিত অবিত্র অবস্থা), মাসিক ঋতু ও প্রসূতির পর ফজর পর্যন্ত গোসল না করে সেহরি খেয়ে রোজা রাখলে অসুবিধা নেয়। তবে গোসল করে ফজরের সালাত সময়মত আদায় করতে হবে।

◆ সুন্নত হলো যে রমজান মাসে দিনের বেলা সফর করতে চায় সে বাহনে আরোহনের পূর্বে ইফতারি করে নেবে। আর যে অন্যের উপকারের জন্য ইফতারি করে যেমন : কোন ডুবন্ত মানুষকে উঠানো অথবা আগুন নিভানো ইত্যাদির জন্য তাকে শুধুমাত্র কাজা করা লাগবে।

◆ যে সব দেশে সূর্যাস্ত হয় না সেখানে রোজা রাখার পদ্ধতি:

যে ব্যক্তি এমন দেশে বসবাস করে যেখানে গ্রীষ্মকালীন সূর্যাস্ত ও শীতকালীন সূর্য উদিত হয় না। অথবা এমন দেশ যেখানে ৬ মাস দিন ও ৬ মাস রাত কিংবা এর চেয়ে কম বেশী। এমতাবস্থায় তাদের সালাত ও রোজার সময় পার্শ্ববর্তী দেশ যেখানে রাত-দিনের পার্থক্য করা যায় তার সময় অনুসরণ করবে। যার সমস্ত সময় হবে ২৪ ঘন্টা। রোজার মাসের প্রথম ও শেষ এবং সেহরির শেষ ও ইফতারির শুরু ঐ পাশের দেশের সময় অনুযায়ী নির্ধারণ করবে।

◆ যদি সূর্যাস্তের পূর্বে বিমান উড়ে এবং উর্ধ্ব আকাশে উঠে যায় তবে সূর্য ডুবার আগে ইফতারি করা বৈধ না।

◆ **রমজানের রোজা ত্যাগকারীর বিধান:**

যে ব্যক্তি রমজানের রোজাকে অস্বীকার করে ত্যাগ করবে সে কাফের। আর যে অলসতা ও অবহেলা করে ত্যাগ করে তাকে কাফের ফতোয়া দেওয়া যাবে না এবং তার সালাত সহীহ হবে। কিন্তু সে বড় গুনাহগার হবে।

◆ **যে সমস্ত জিনিস রোজাকে বিনষ্ট করে দেয় তা নিম্নরূপ:**

১. রমজান মাসের দিনের বেলা স্বেচ্ছায় পনাহার করা।
২. রমজানের দিনে স্ত্রী সহবাস করা।
৩. জাগ্রত অবস্থায় স্ত্রীর শরীরের সাথে ঘর্ষণ করে বা চুমা কিংবা হস্তমৈথুন ইত্যাদি দ্বারা বীর্যপাত হলে।
৪. রমজানের দিনের বেলা ভিটামিন যুক্ত ইঞ্জেকশন নিলে।

এগুলো তখন রোজা ভঙ্গকারী বলে বিবেচিত হবে যখন স্বেচ্ছায়, জানা ও রোজার কথা স্মরণ থাকা অবস্থায় হবে।

৫. স্বেচ্ছায় বমি করলে। তবে যদি অনিচ্ছায় বমি হয়ে যায় তাহলে রোজার কোন ক্ষতি হবে না।
৬. নারীদের হায়েয় (মাসিক ঋতু) ও নিফাস (প্রসূতির) রক্ত বের হলে।
৭. ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করলে।

◆ **রোজা ভঙ্গকারী জিনিসগুলো প্রকার:**

রোজা ভঙ্গকারী জিনিসগুলো দুই প্রকার

১. শরীরের উপকার, খাদ্য ও শক্তি সঞ্চার করে এমন। যেমন: খানাপিনা ও এর অর্থে যা আসে। অথবা শরীরের ক্ষতি সাধন করে যেমন: রক্ত ও মাদক ইত্যাদি জিনিস পান করা।
২. যে সকল জিনিস শরীরকে দুর্বল করে দেয় যেমন-বীর্যপাত এবং নারীদের মাসিক ঋতু ও প্রসূতি অবস্থার রক্ত রেব হওয়া।

◆ **ফজরের আজানের সময় হাতে পাত্র তাকলে কি করবে:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ». أخرجه أبوداود.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যখন তোমাদের কারো হাতে খানার পাত্র থাকা অবস্থায় ফজরের আজান শুনবে তখন সে যেন তা না রেখে প্রয়োজন পূরণ করে নেয়।"[১]

◆ যদি কোন ব্যক্তি রাত মনে করে দিনে পানাহার করার পর জানতে পারে যে এখন দিন অথবা সূর্যাস্ত হয়েছে মনে করে ইফতারি করার পর বুঝতে পারে যে সূর্য ডুবেনি তাহলে তার রোজা সহীহ হবে এবং তাকে কাজা করতে হবে না।

◆ **যে সকল জিনিস রোজা ভঙ্গ করে না তা অনেক তন্মধ্যে:**

সুরমা ব্যবহার, সাধারণ ইঞ্জেকশন, মূত্রনালীতে ড্রফ ব্যবহার, ক্ষতস্থানের চিকিৎসা করা, খোশবু ও তেল ব্যবহার এবং আগর বাতি-চন্দন কাঠ জ্বালিয়ে ধোঁয়া গ্রহণ, মেহদি লাগানো, চোখ ও কানে ড্রফ ব্যবহার, অনিচ্ছাকৃত বমি হওয়া, শিংগা লাগানো, শিরা বা শরীরের থেকে রক্ত বের করা, নাক থেকে রক্ত বের হওয়া, রক্ত শূন্যতার ফলে দুর্বল হওয়া, ক্ষতস্থান হতে রক্ত বের হওয়া, দাঁত উঠালে, মযী (কামরস-যা তীব্র উত্তেজনার সময় বীর্যপাতের পূর্বে পুরুষাঙ্গ বয়ে প্রবাহিত হয়) ও ওয়াদী (প্রস্রাব করার পর নির্গত পাতলা সাদা সাদা তরল পদার্থ) বের হওয়া, শ্বাসকষ্টের জন্য স্প্রেয়ার (এটোমাইজার) ব্যবহার, ভুল করে পানাহার করা, স্বপ্নদোষ হওয়া, কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া, পানি দ্বারা ঠাণ্ডা গ্রহণ বা গোসল করা ও মেসওয়াক করা। এগুলো ঘটলে বা হলে কিংবা করলে রোজা নষ্ট হবে না।

◆ রক্ত পরীক্ষা করা ও চিকিৎসার জন্য ভিটামিন ইঞ্জেকশন নেওয়াতে রোজা বিনষ্ট হবে না। কিন্তু সম্ভব হলে রাত পর্যন্ত দেরী করাই উত্তম।

---

১. হাদিসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাঃ নং ২৩৫০ সহীহ সুনানে আবূ দাউদ হাঃ নং ২০৬০

◆ রোজা রাখা বা হজ্ব আদায় করার জন্যে পিল খেয়ে মাসিক ঋতু বন্ধ করা জায়েজ। তবে শর্ত হলো অবিজ্ঞ ডাক্তার মহাদয় যদি সিদ্ধান্ত দেন যে, পিল ব্যবহারে তার কোন ক্ষতি নেয় এবং তাকে ব্যবহারের অনুমতি দেন।

◆ কিডনী (Kidney) ধৌতকরণ: শরীর থেকে রক্ত বের করে পরিস্কার করে তার সাথে কিছু পদার্থ মিশিয়ে আবার শরীরে ফিরিয়ে দেওয়া। এ ধৌত করণে রোজা নষ্ট হয়ে যাবে।

◆ **রোজাদারের জন্য যা মকরুহ ও ওয়াজিব এবং জায়েজ**

১. রোজাদারের জন্য শক্তভাকে কুলি ও নাকের মধ্যে পানি প্রবেশ করা মকরুহ। অনুরূপ ভাবে মকরুহ হচ্ছে অপ্রয়োজনে খাদ্যর স্বাদ চাকা ও শিঙ্গা ইত্যাদি লাগানো যা শরীরকে দুর্বল করে দেয়।

২. মুয়াজজিনের আজান শুনা মাত্র রোজাদারের উপর ওয়াজিব হলো ইফতারি করা। আর দ্বিতীয় ফজর তথা সুবেহ সাদিক সুস্পষ্ট হয়ে গেলে সকল প্রকার রোজা ভঙ্গের জিনিস যেমন: খানাপিনা ইত্যাদি হতে বিরত থাকাও ওয়াজিব।

৩. প্রতিটি মুহূর্তে মিথ্যা, গিবত ও গালি-গালাজ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। আর এসব রমজান মাসে শক্তভাবে নিষিদ্ধ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ». أخرجه البخاري.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি রোজা অবস্থায় মিথ্যা কথা ও কাজ এবং অজ্ঞতা পরিত্যাগ করবে না, তার খানাপিনা ত্যাগ ক'রে উপবাস থাকা আল্লাহর কোনই প্রয়োজন নেয়।"[১]

◆ রোজাদারের জন্য স্ত্রীকে চুমা দেওয়া ও শরীরের সাথে ঘর্ষণ করার বিধান:

১. বুখারী হাঃ নং ৬০৫৭

রোজা অবস্থায় স্ত্রীকে চুমা দেওয়া, স্পর্শ করা এবং কাপড়ের উপর দিয়ে শরীরের সাথে শরীর মিলানো সবই জায়েজ। এতে কোন অসুবিধা নেয় যদিও কাম-বাসনা জাগ্রত হয় না কেন? কিন্তু শর্ত হলো নিজেকে স্ত্রী মিলন করে বীর্যপাত করা হতে নিরাপদে রাখার ক্ষমতা থাকা।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ .متفق عليه.

আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী [ﷺ] রোজা অবস্থায় চুমা ও শরীরের সঙ্গে শরীর মিলানো করতেন। আর তিনি ছিলেন নিজের চাহিদা আয়ত্বে রাখার ব্যাপারে সব চাইতে বেশী ক্ষমতাবান।”[১]

◆ রোজাদারের জন্য পেস্ট ব্যবহার করা জায়েজ, তবে ভিতরে যেন না যায় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। অনুরূপ গরম ও পিপাসা ইত্যাদি থেকে বাঁচার জন্য ঠাণ্ডা পানি দ্বারা গোসল ইত্যাদি করা জায়েজ।

◆ **ইফতার ব্যতীত ধারাবাহিক রোজা রাখার ব্যাপারে যা হালাল আর যা হারাম:**

দুই দিন বা আরো বেশী দিনের মাঝে ইফতার করা ব্যতীত ক্রমাগত ভাবে রোজা রাখা থেকে নবী [ﷺ] নিষেধ করেছেন।

রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর বাণী:

«لَا تُوَاصِلُوا فَأَيُّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ قَالُوا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِينِ» .أخرجه البخاري.

“তোমরা ইফতার ব্যতীত ধারাবাহিক রোজা রেখ না। আর যে করতে চায় সে যেন সেহরি করা পর্যন্ত করে। সাহাবীগণ বললেন: আপনি তো রাখেন। তিনি বললেন: “আমি তোমাদের কারো মত নই; কেননা আমি

১.বুখারী হাঃ নং ১৯২৭ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১১০৬

রাত্রি যাপন করি আর আমাকে খাদ্যদানকারী (আল্লাহ) খাদ্য খাওয়ান ও পানকারী পান করান।”[১]

◆ রোজাদারের জন্য মুখের লালা বা থুথু গেলা জায়েজ। আর নাকের ময়লা রোজাদার ও অন্যান্যদের জন্য গেলা মকরুহ; কারণ ইহা নোংরা জিনিস। যদি জিভ অথবা দাঁত থেকে রক্ত বের হয় তবে তা গিলে ফেলবে না। আর যদি গিলেই ফেলে তবে তার রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

◆ রমজানের দিনের বেলা সহবাস করলে তার বিধান:

১. রোজাদার যদি হস্তমৈথুন বা সহবাস ছাড়া স্ত্রীর শরীরের সঙ্গে ঘর্ষণ করে বীর্যপাত করে তবে গুনাহগার হবে এবং কাজা করতে হবে। কিন্তু কাফফারা আদায় করা লাগবে না।

২. মুসাফির সফর অবস্থায় রমজানের রোজা রাখার পর যদি স্ত্রী সহবাস করে তবে তার উপর কাজা জরুরী কাফফারা নয়।

৩. বাড়িতে অবস্থানরত অবস্থায় যদি স্ত্রী সহবাস করে তবে কাজা ও কাফফারা উভয়টা করতে হবে। আর গুনাহগার হবে যদি স্বেচ্ছায়, জেনে-বুঝে করে। আর যদি বাধ্য হয়ে করে অথবা অজ্ঞতাবশ: বা ভুলে করে তবে তার রোজা সহীহ হবে এবং কাজা ও কাফফারা কিছুই লাগবে না। আর নারীর প্রতি দুই অবস্থাতে পুরুষের মতই বিধান।

◆ রমজানের দিনের বেলা স্ত্রী সহবাস করলে তার কাফফারা:

একটি গোলাম আজাদ করা। যদি না পায় তবে বিরতিহীন ভাবে একাধারে দুই মাস রোজা রাখা। যদি না পারে তবে ৬০জন মিসকিন প্রতি জনকে আধা সা'আ (প্রায় ১.২০) গ্রাম করে খাদ্য খাওয়ানো। যদি ইহাও না সামর্থ না রাখে তবে রহিত হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি নফল বা নজরের (মান্নতের) কিংবা কাজা রোজা করা অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করবে তার প্রতি কোন কাফফারা নাই।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ وَمَا أَهْلَكَكَ ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي

১. বুখারী হাঃ নং ১৯৬৭

رَمَضَانَ ، قَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً ؟ قَالَ: لَا ، قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ قَالَ: لَا ، قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لَا ، قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ: أين السائل ؟ قال: أنا، قال: تَصَدَّقْ بِهَذَا قَالَ:هل هناك أحد أفقر مني أتصدق عليه، فَمَا أَفْقَرَ مِنَّا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ:« اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ» .متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকট বসেছিলাম, এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি এসে বলল: হে আল্লাহর রসূল! আমি ধ্বংস হয়েছি। তিনি বললেন: "কি হয়েছে তোমার?" সে বলল: রোজা অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করেছি। রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন: "তোমার কাছে আজাদ করার মত কোন দাস-দাসী আছে ?" সে বলল: না। তিনি বললেন: "তাহলে কি তুমি একাধারে লাগাতার দু'মাস রোজা রাখতে পারবে?" সে বলল: না। তিনি বললেন:"তাহলে কি তুমি ৬০জন মিসকিনকে খানা খাওয়াতে পারবে?" সে বলল: না। এরপর লোকটি বসেছিল। ইতিমধ্যে রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকট এক ঝুড়ি খেজুর নিয়ে আসা হলে নবী [ﷺ] বললেন: "প্রশ্নকারী কোথায়?" সে বলল: এইতো আমি। তিনি বললেন: "এগুলো নিয়ে গিয়ে দান ক'রে দাও।" সে বলল: হে আল্লাহর রসূল! আমার চেয়েও কেউ গরিব আছে যাকে দান করব? আল্লাহর কসম! মদীনার দুই পাহাড়ের মাঝে আমার পরিবারের চেয়ে বেশী গরিব কোন পরিবার নেয়। অত:পর রসূলুল্লাহ স্বশব্দে হাসলেন যার ফলে তাঁর কর্তনদন্ত প্রকাশ পেল। এরপর তিনি [ﷺ] বললেন:"এটা তোমার পরিবারকে খেতে দাও।"[১]

◆ যার প্রতি একাধারে দুই মাস কাফফারার রোজা রাখা জরুরী তার মাঝের বিচ্ছিন্নতা যে সকল জিনিস দ্বারা ঘটে না তা হলো: দুই

১.বুখারী হাঃ নং ১৯৩৬ মুসলিম হাঃ নং ১১১১ শব্দ তারই

ঈদের দিন, সফর অবস্থা, যে রোগে ইফতারি করা জায়েজ, নারীদের মাসিক ঋতু ও প্রসূতি অবস্থা।

◆ যদি রমজানের দিনের বেলা দুই বা তার অধিক দিন স্ত্রী সহবাস করে তাহলে যত দিন সহবাস করেছে ততদিনের কাফফারা ও কাজা করতে হবে। আর যদি একই দিনে একাধিক বার করে তবে তার প্রতি কাজাসহ একটিই কাফফারা লাগবে।

◆ যদি সফর থেকে দিনের বেলা রোজা না করা অবস্থায় বাড়িতে পৌঁছে স্ত্রীকে মাসিক ঋতু বা প্রসূতি থেকে ফজরের পরে পবিত্র হয়েছে এমন পায় তাহলে তার সঙ্গে মিলন করা জায়েজ।

◆ সুন্নত হলো রমজানের রোজা জলদি করে ও একাধারে কাজা করা। আর যদি দ্বিতীয় রমজান ও কাজার মাঝে সময় কম হয় তবে একাধারে কাজা করা ওয়াজিব। যদি কোন ওজর ছাড়াই দ্বিতীয় রমজানের পূর্বে কাজা করতে না পারে তবে সে পাপি হবে ও পরে কাজা করে নিবে।

◆ আল্লাহ তা'আলা যাদের ওজর নেয় তাদের প্রতি রমজানের রোজা সময়মত আদায় করা ফরজ করেছেন। আর যাদের অস্থায়ী ওজর আছে যেমন: সফর ও মাসিক ঋতু তাদের প্রতি কাজা ফরজ করেছেন। আর যাদের স্থায়ী ওজর যার ফলে রোজা রাখতে পারে না তাদের প্রতি আদায় ও কাজা কোনটাই না যেমন: বয়স্ক ইত্যাদি বরং মিসকিনকে খানা খাওয়াতে হবে।

◆ রমজানের রোজা কাজা না করে কেউ মারা গেলে যদি রোগ ইত্যাদি ওজর থাকে তবে তার পক্ষ থেকে না কাজা করতে হবে আর না মিসকিনকে খানা খাওয়াতে হবে। আর যদি কাজা করার সুযোগ পাওয়ার পরেও কাজা না করে মারা যায়, তবে তার পক্ষ থেকে তার অভিভাবক কাজা করে দিবে।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» .متفق عليه.

আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি তার প্রতি রোজা রেখে মারা যায় তার পক্ষ থেকে তার অভিভাবক কাজা করে দিবে।"[১]

◆ যে ব্যক্তি পুরা রমজান বা কিছু দিন রোজা জেনে-বুঝে ও স্বেচ্ছায় কোন ওজর ছাড়াই করে নাই তার জন্য কাজা নেয় এবং করলেও সহীহ হবে না। আর সে মহাপাপি তার উপর তওবা করা ও ক্ষমা চাওয়া ওয়াজিব।

◆ যে ব্যক্তি নজরের রোজা বা নজরের হজ্ব কিংবা নজরের এতেকাফ ইত্যাদি রেখে মারা যায়, তার পক্ষ থেকে তার অভিভাবকের তা কাজা করে দেওয়া মুস্তাহাব। কিন্তু যদি অভিভাবক ছাড়া অন্য কেউ কাজা করে তবুও সহীহ ও যথেষ্ট হবে। আর অভিভাবক হচ্ছে যে তার উত্তরাধিকারী।

◆ যে ব্যক্তি রোজা ভাঙ্গার নিয়ত করে সে যেন ইফতারি করে নেয়; কারণ সিয়াম দু'টি রোকন বিশিষ্ট: একটি নিয়ত আর অপরটি সকল প্রকার সিয়াম বিনষ্টকারী জিনিস থেকে বিরত থাকা। অতএব, রোজা ভাঙ্গার নিয়ত করাতে প্রথম রোকন নষ্ট হয়েগেছে, যা সমস্ত আমলের মূল ভিত্তি ও এবাদতের সর্ববৃহৎ শক্তি বৃদ্ধিকারী।

◆ যে ব্যক্তি ৩০শে শা'বানের রাতে এ নিয়ত করে শুয়ে পড়ল যে, যদি আগামি কাল রমজান হয় তবে আমি রোজাদার। আর প্রমাণিত হলো যে সত্যিই রমজান তাহলে তার রোজা সহীহ হবে।

◆ নিষেধাজ্ঞা যদি সরাসরি এবাদতের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় তবে তা হারাম ও বাতিল। যেমন: কোন মুসলিম ব্যক্তি ঈদের দিনে রোজা রাখে তবে তার রোজা রাখা হারাম ও বাতিল। আর যদি নিষেধাজ্ঞা এমন কথা বা কাজের সঙ্গে হয় যা এবাদতের সাথে সম্পৃক্ত তবে তা এবাদতকে বাতিল করে দেয়। যেমন: যে ব্যক্তি রোজা অবস্থায় খেয়ে ফেলল তার রোজা নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি নিষিদ্ধতা সাধারণ হয় যা এবাতদ ও অন্যান্যর সঙ্গে সম্পৃক্ত তাহলে ইহা এবাদতকে বাতিল করবে না। যেমন: রোজাদার যদি গিবাত করে

১.বুখারী হাঃ নং ১৯৫২ মুসলিম হাঃ নং ১১৪৭

তা হারাম কিন্তু রোজাকে বিনষ্ট করে না। আর এই নীতিমালা সকল এবাদতের ব্যাপারে প্রযোজ্য।

৩- রোজার সুন্নতসমূহ

১. রোজাদারের জন্য সুন্নত হলো: সেহরি খাওয়া; কারণ সেহরিতে আছে বরকত। আর সর্বোত্তম সেহরি হচ্ছে খেজুর। সেহরি দেরী করে খাওয়া উত্তম। সেহরির বরকতের মধ্যে আছে আল্লাহর আনুগত্য ও এবাদতে তাকওয়া অর্জন। সেহরির সময় ঘুম থেকে জাগা যা ক্ষমা ও দোয়ার জন্য একটি উপযুক্ত সময়। এ ছাড়া ফজরের জামাতে শরিক হওয়া ও আহলে কিতাবের বিপরীত সেহরি খাওয়ার মাধ্যমে সম্ভব।

২. সুন্নত হলো সূর্য ডুবার সাথে সাথে খেজুর দ্বারা দেরী না করে তাড়াতাড়ি ইফতারি করা। যদি খেজুর না থাকে তবে পানি দ্বারা। আর পানিও না থাকলে হালাল সহজ-সাধ্য যে কোন খাদ্য-পানীয় দ্বারা। যদি কিছুই না পায় তবে অন্তর দ্বারা ইফতারির নিয়ত করা।

◆ রোজাদারের শরীরের সংরক্ষিত সুগার থেকে একটা অংশ ক্ষয় হয়। আর মানুষের স্বাভাবিক সুগারের চাইতে যখন ঘাটতি হয়, তখন রোজাদার দুর্বলতা, অলসতা, চোখে সরিষার ফুল দেখা অনুভব করে। তাই যখন খেজুর খাই, তখন আল্লাহর ইচ্ছায় তার ঘাটতি সুগার ও হারিয়ে যাওয়া প্রফুল্লাতা ফিরে আসে।

◆ রোজাদারকে ইফতারি করানো সুন্নত। যে রোজাদারকে ইফতারি করাবে সে তার অনুরূপ সওয়াব পাবে এবং এতে করে রোজাদারের কোন নেকি কমানো হবে না।

৩. রোজাদারের জন্য সুন্নত হলো বেশী বেশী জিকির ও দোয়া করা। ইফতারি খাওয়ার শুরুতে “বিসমিল্লাহ” আর শেষ হলে “আল-হামদু লিল্লাহ” বলা। আর ইফতারি খাওয়ার সময় বলবে:

«ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتْ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ». أخرجه أبوداود.

“যাহাবায্যমায়ু ওয়াব্‌তাল্লাতিল ‘উরূক, ওয়া ছাবাতাল আজ্‌রু ইন্‌শাাআল্লাহ।”[১]

৪. রোজাদার ও অন্যদের জন্য দিনের যে কোন সময় মেসওয়াক করা সুন্নত। চাই তা দিনের প্রথমে হোক বা শেষে হোক ।

৫. রোজাদারকে কেউ গালি দিলে বা তার সাথে ঝগড়া করলে বলবে: আমি রোজাদার, আমি রোজাদার। আর যদি দাঁড়িয়ে থাকে তবে বসে যাবে।

৬. রোজাদারের জন্য বেশী বেশী নেকির কাজ করা সুন্নত। যেমন: জিকির, কুরআন তেলাওয়াত, দান-খয়রাত, ফকির ও অভাবীদের সাহায্য-সহযোগিতা, তওবা ও ইস্তিগফার, তাহাজ্জুদের সালাত, আত্মীয়তা সম্পর্ক অটুটকরণ ও রোগীদের পরিচর্যা ইত্যাদি।

৭. রমজানের রাত্রিগুলিতে এশার সালাতের পরে তারাবির নামাজ আদায় করা সুন্নত। (বেতরসহ এগার রাকাত বা বেতরসহ তের রাকাত) ইহাই হচ্ছে সুন্নত। আর যে এর চেয়ে অধিক পড়তে চায় তার জন্য কোন অসুবিধা নেই। আর যে ইমামের সাথেই তারাবির সালাত শেষ করে বের হবে তার জন্য সমস্ত রাত্রির কিয়ামের নেকি লেখা হবে।

৮. ঈদের দিন সুন্নত হচ্ছে ঈদের সালাত আদায় করতে যাওয়ার পূর্বে বেজোড় খেজুর খাওয়া।

৯. কোন নফল রোজাদারকে দিনের বেলা খানাপিনার জন্য আহ্বান করলে সুন্নত হলো সে বলবে: আমি রোজাদার; কারণ নবী ﷺ-এর বাণী:

« إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ » .أخرجه مسلم.

“যখন তোমাদের কোন রোজাদারকে খাওয়ার জন্য আহ্বান করা হয় তখন সে যেন বলে: আমি রোজাদার।”[২]

১০. রোজাদার ও অন্যান্যদের জন্য সুন্নত হলো যখন কোন জাতি বা ব্যক্তির নিকট খাবে তখন বলবে:

---

১. হাদিসটি হাসান, আবূ দাঊদ হাঃ নং ২৩৫৭

২.মুসলিম হাঃ নং ১১৫০

« أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ »

أخرجه أبوداود وابن ماجه.

"আফতারা 'ইন্দাকুমুস স-য়িমূন, ওয়া আকালা ত্ব'আমাকুমুল আবরাার, ওয়া সল্লাত 'আলাইকুমুল মালাইকাহ্ "[১]

◆ রমজানে উমরা করা সুন্নত; কারণ নবী [ﷺ] বলেছেন:

«....فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي» .متفق عليه.

"রমজানে একটি উমরা করা হজ্বের সমান বা আমার সঙ্গে হজ্ব করা।"[২]

◆ যদি কোন ব্যক্তি রমজানের শেষ দিনে উমরার ইহরাম বাঁধে এবং উমরার কার্যাদি ঈদের রাত্রির পূর্বে করতে সক্ষম না হয়, তবে তার উমরা রমজানেই হয়েছে বলে ধরা হবে; কারণ সে যে সময় উমরার ইহরাম বেঁধেছিল সে সময় ছিল রমজান।

১১. রমজানের শেষ দশকে সুন্নত হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার এবাদতে বেশী বেশী পরিশ্রম করা, সমস্ত রাত্রি নিজে জাগা ও পরিবারের সকলকে জাগানো।

◆ **লাইলাতুল কদরের ফজিলত:**

লাইলাতুল কদর তথা কদরের রাত্রি একটি মর্যাদাপূর্ণ মহিমান্বিত রাত। এ রাতে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের নির্ধারণ হয়। সারা বছরের রিজিক, হায়াত-মওত ও অবস্থার আবর্তন-বিবর্তন নির্দিষ্ট করা হয়। রমজানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলোতে লাইলাতুল কদর হওয়াটা আশা করা যায়। আর লাইলাতুল কদর সবচেয়ে ২৭ তারিখে হওয়াটা বেশী সম্ভবপর।

◆ **লাইলাতুল কদরের বৈশিষ্ট্য:**

লাইলাতুল কদর এক হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। আর এক হাজার মাস হচ্ছে ৮৩ বছর ৪ মাস। তাই এ রাত্রি জাগরণ করা ও এর বিশেষ দোয়া বেশী বেশী পাঠ করা মুস্তাহাব।

১.হাদিসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাঃ নং ৩৮৫৪ শব্দ তারই, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ১৭৪৭

২.বুখারী হাঃ নং ১৮৬৩ মুসলিম হাঃ নং ১২৫৬ শব্দ তারই

১. আল্লাহর বাণী:

﴿إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ فِي لَيۡلَةِ ٱلۡقَدۡرِ ١ وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ ٢ لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ خَيۡرٞ مِّنۡ أَلۡفِ شَهۡرٖ ٣ تَنَزَّلُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذۡنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمۡرٖ ٤ سَلَٰمٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطۡلَعِ ٱلۡفَجۡرِ ٥﴾ القدر: ١ - ٥

"নিশ্চয়ই আমি একে (আল-কোরআন) নাজিল করেছি লাইলাতুল কদরে। আর আপনি কি জানেন লাইলাতুল কদর কি? লাইলাতুল কদর হচ্ছে এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এতে প্রত্যেক কাজের জন্যে ফেরেশতাগণ ও রূহ (জিবরিল) অবতীর্ণ হয় তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে। এটা নিরাপত্তা যা ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত অব্যহত থাকে।" [সূরা ক্বদর: ১-৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» .متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [ﷺ] বলেছেন: "যে ব্যক্তি ঈমান ও সওয়াবের উদ্দেশ্যে লাইলাতুল কদরের কিয়াম করে তার পূর্বের গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হয়।"[১]

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا ؟ قَالَ: قُولِي: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» .أخرجه الترمذي وابن ماجه.

৩. আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বললাম: হে আল্লাহর রসূল! যদি আমি লাইলাতুল কদর বুঝতে পারি তবে কি বলব? তিনি [ﷺ] বললেন: তুমি বলবে:

---

১. বুখারী হাঃ নং ১৯০১ মুসলিম হাঃ নং ৭৬০

«اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي». أخرجه الترمذي وابن ماجه.

"আল্লাহুম্মা ইন্নাকা 'আফুওবুন কারীমুন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী।"[১]

হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল ও মহৎ ,তুমি ক্ষমা করা পছন্দ কর অতএব, আমাকে ক্ষমা কর।

১.হাদিসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ৩৫১৩ শব্দ তারই, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৩৮৫০

৫-নফল রোজা

◆ **নবী [ﷺ]-এর রোজা ও ইফতারি নিয়ম:**

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَا صَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا كَامِلًا قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ وَيَصُومُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لَا وَاللَّهِ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لَا وَاللَّهِ لَا يَصُومُ .متفق عليه.

১. ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [ﷺ] রমজান মাস ব্যতীত আর অন্য কোন মাসে পূর্ণ রোজা রাখেননি। আর তিনি যখন রোজা রাখতেন তখন বলা হত: তিনি বুঝি আর রোজা ছাড়বেন না। আর যখন ছাড়তেন তখন বলা হত: তিনি বুঝি আর রোজা রাখবেন না।"[১]

عَنْ حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ مِنْ الشَّهْرِ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يَصُومَ مِنْهُ ، وَيَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا ، وَكَانَ لَا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنْ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ ، وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ .أخرجه البخاري .

২. হুমাইদ (রহ:) থেকে বর্ণিত তিনি আনাস [ﷺ]কে বলতে শুনেছেন যে, রসূলুল্লাহ [ﷺ] কোন মাসের রোজা রাখতেন না, যার ফলে আমরা ধারণা করতাম যে, তিনি এ মাসে রোজা রাখবেন না। আর যখন কোন মাসের রোজা রাখতেন তখন আমরা ধারণা করতাম যে, তিনি আর এ মাসে রোজা ছাড়বেন না। আর রাত্রির প্রতিটি অংশে তাঁকে নামাজ পড়তে বা ঘুমাতে দেখতে চাও দেখতে পাবে।"[২] (অর্থাৎ কোন রাত্রে প্রথম ভাগে কোন রাত্রে মধ্যভাগে আর কোন রাত্রে শেষ ভাগে)

১.বুখারী হাঃ নং ১৯৭১ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১১৫৭

২. বুখারী হাঃ নং ১৯৭২

◆ **রোজার প্রকার:**

রোজা দুই প্রকার:

✓ ফরজ রোজা যেমন: রমজানের রোজা।

✓ নফল রোজ: ইহা দুই প্রকার:

(ক) সাধারণ নফল রোজা।

(খ) নির্দিষ্ট নফল রোজা। আর এগুলোর একটি অপরটি হতে তাকিদপূর্ণ।

নফল রোজার বহু সওয়াব এবং অধিক প্রতিদান আছে। আর ফরজ রোজার মধ্যে কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে নফল রোজা তার পরিপূরক হবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَالَ اللهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ».

متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "আল্লাহ বলেন: বনি আদমের প্রতি আমল তার জন্যে। কিন্তু সিয়াম ব্যতিরেকে; ইহা একমাত্র আমার জন্যে যার প্রতিদান আমি নিজে দান করব। সিয়াম ঢাল স্বরূপ। তোমাদের কেউ যখন সিয়াম রাখবে সে যেন অসার কথা না বলে এবং চিল্লাচিল্লী না করে। যদি তাকে কেউ গালি দেয় তাহলে সে বলবে আমি একজন রোজাদার মানুষ। যাঁর হাতে মুহাম্মদের জীবন তাঁর কসম! রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকটে মেস্কের সুগন্ধির চাইতে অধিক সুগন্ধ। রোজাদারের জন্যে দু'টি আনন্দ যাতে সে খুশি করে। (১) যখন সে এফতারি করে তখন আনন্দ করে। (২) যখন সে তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাত করবে তখন সে তার রোজা দ্বারা

আনন্দিত হবে।”[১]

◆ **নফল রোজার প্রকারসমূহ:**

১. সর্বোত্তম নফল রোজা দাউদ [عليه السلام]-এর রোজা। এক দিন রোজা আর এক দিন বেরোজা।

২. রমজানের পরে সর্বোত্তম রোজা মোহররম মাসের রোজা। আর আশুরার (দশ তারিখের) রোজা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এরপর নয় তারিখের রোজা। দশ তারিখের রোজা গত এক বছরের গুনাহকে মাফ করে দেয়। আর ইহুদিদের সাথে বিপরীত করার জন্য মোহররমের দশ তারিখের সাথে নয় তারিখ রোজা রাখা মুস্তাহাব।

৩. শাওয়াল মাসের ৬টি রোজা। রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:

«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ ». أخرجه مسلم.

“যে ব্যক্তি রমজানের রোজা রাখার পরে শাওয়াল থেকে ৬টি রোজা রাখল ইহা যেন সারা বছরের রোজা হল।”[২]

ইহা ঈদের পরে একাধারে ৬টি রোজা রাখা উত্তম কিন্তু যদি বিচ্ছিন্নভাবে রাখে তবুও জায়েজ।

৪. প্রতি মাসে ৩দিন রোজা। ইহা সারা বছরের রোজা সমান। আর সুন্নত হলো “আইয়ামে বীয” তথা প্রতি চন্দ্রমাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোজা রাখা। অথবা সোমবার ও বৃহস্পতিবার এবং তার পরের সোমবার। ইচ্ছা করলে মাসের শুরু থেকে রোজা রাখবে অথবা শেষ থেকে রাখবে।

৫. যিলহজ্ব মাসের প্রথম ৯ দিনের রোজা। এর মধ্যে যারা হজ্বের বাইরে আছেন তাদের জন্য সর্বোত্তম ৯ তারিখের রোজা; কারণ এ দিন আরাফাতের দিন। এ রোজা আগের এক বছর ও পরের এক বছরের পাপরাজি মিটিয়ে দেয়।

৬. আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রোজা রাখা।

---

১. বুখারী হা: নং ১৯০৪ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ১১৫১

২.মুসলিম হাঃ নং ১১৬৪

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا» . متفق عليه.

আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ] কে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এক দিন রোজা রাখবে, আল্লাহ তার চেহারাকে জাহান্নামের আগুন থেকে সত্তর বছরের দূরত্ব সমান দূরে করে দিবেন।"[১]

৭. শা'বান মাসের প্রথমাংশে বেশী বেশী রোজা রাখা মুস্তাহাব।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْها قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ». متفق عليه.

আয়েশা [রা:] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] যখন (নফল) রোজা রাখতেন তখন আমরা বলতাম তিনি বুঝি রোজা ছাড়বেন না। আর যখন ছাড়তেন তখন আমরা বলতাম তিনি বুঝি রোজা রাখবেন না। আর রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে রমজান ছাড়া অন্য কোন মাস পুরা রোজ রাখতে দেখেনি। আর শাবান মাসের চাইতে বেশি অন্য কোন মাসে রোজা রাখতেও দেখেনি।[২]

৮. প্রতি সপ্তাহের সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোজা। এ দুই দিনে বান্দার আমল আল্লাহর নিকটে পেশ করা হয়। তাই এই দুই দিনে রোজা রাখা মুস্তাহাব। আর সোমবার বৃহস্পতিবারের চেয়ে বেশী তাকিদপূর্ণ।

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِهِ ...-وفيه- وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ قَالَ: «ذَاكَ صَوْمُ

১.বুখারী হাঃ নং ২৮৪০ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১১৫৩

২. বুখারী হা: নং ১৯৬৯ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ১১৫৬

أَخِي دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام» قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ قَالَ: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ» .. وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ» قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ». أخرجه مسلم.

আবু কাতাদা আনসারী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে তাঁর রোজা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়---- এতে রয়েছে একদিন রোজা রাখা আর এক দিন না রাখার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: "ইহা হচ্ছে আমার ভাই দাউদ [ﷺ]-এর রোজা।" তাঁকে সোমবারের রোজা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে বলেন: "এই দিনে আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং এই দিনেই আমি নবী হয়েছি বা আমার প্রতি অহী নাজিল হয়েছে।" আর আরাফাতের দিনের রোজা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে বলেন:"এই রোজা এক বছর পূর্বের ও এক বছর পরের গুনাহ মাফ করে দেয়।" তাঁকে আশুরার দিনে রোজা রাখার ফজিলত জিজ্ঞাসা করা হলে বলেন:"এই রোজা পূর্বের এক বছরের গুনাহ মাফ করে দেয়।"[১]

◆ **শনিবার ও রবিবার রোজা রাখার বিধান:**

শনি ও রবিবার রোজা রাখা উত্তম; কারণ এই দুই দিন মুশরেকদের ঈদের দিন। তাই এ দিনে রোজা রাখলে তাদের বিপরীত হবে। আর মুসাফিরের জন্য আরাফাতের ও আশুরার দিনে রোজা রাখা মুস্তাহাব; কারণ এর সময় চলেগলে সুযোগ হারিয়ে যাবে।

◆ **যে সকল দিনে রোজা রাখা হারাম তা হলো:**

১. দুই ঈদ-ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা, সন্দেহের দিন তথা শা'বান মাসের ৩০ তারিখ রমজান হতে পারে মনে করে, আয়্যামে তাশরীক তথা যিলহজ্ব মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ। কিন্তু তামাত্তু' ও কেরান হজ্বকারীর জন্যে হাদী জবাই করার সামর্থ না থাকলে তার পরিবর্তে রোজা রাখা জায়েজ। এ ভাবে প্রতি দিন রোজা রাখা ও হাজি সাহেবদের জন্য আরাফাতের দিন রোজা রাখা মকরুহ।

১.মুসলিম হাঃ নং ১১৬২

২. সমস্ত রজব মাসকে রোজা রাখার জন্য নির্দিষ্ট করা মকরুহ। অনুরূপ মকরুহ শুধুমাত্র জুমার দিন রোজা রাখা; কারণ ইহা মুসলমানদের সাপ্তাহিক ঈদের দিন।
৩. স্ত্রীর জন্য স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া নফল রোজা রাখা জায়েজ নেই। কিন্তু রমজানের রোজা এবং রমজানের কাজার সময়কাল হলে স্বামীর অনুমতি ছাড়াই রোজা রাখা জায়েজ।

◆ **রমজানের কাযা রোজার পূর্বে শাওয়ালের ৬টি রোজা রাখার বিধান:**

যার প্রতি রমজানের রোজা কাজা আছে সে যদি শাওয়ালের ৬টি রোজা রাখে তবে সে উল্লেখিত সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। বরং সে প্রথমে রমজানের রোজা পূরণ করবে অত:পর শাওয়ালের ৬টি রোজা রাখবে; যাতে করে সওয়াব হাসিল করতে পারে।

◆ **নফর রোজা ভেঙ্গে দেওয়ার বিধান:**

যদি কেউ নফল রোজা রাখার পর ভেঙ্গে দিতে চায়, তবে ভেঙ্গে দেওয়া জায়েজ। আর নফল রোজার জন্য দিনের বেলা নিয়ত করা জায়েজ, রাত্রি থেকে নিয়ত করা জরুরী নয়। আর চাইলে ভেঙ্গে দিতে পারে এবং পরে কাজা করা জরুরি নয়।

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ فَقُلْنَا: لَا قَالَ: فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ. ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ أَرِينِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكَلَ .

أخرجه مسلم.

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [ﷺ] আমার নিকটে প্রবেশ করে বললেন: তোমাদের নিকট কিছু আছে? আমরা বললাম: না, তিনি বললেন: তাহলে আমি রোজা থেকে গেলাম। এরপরে অন্য এক দিন তিনি আমাদের নিকটে আসলে আমরা বললাম: হে আল্লাহর রসূল! আমাদেরকে হাইস (এক প্রকার খাদ্য) হাদিয়া

দেওয়া হয়েছে। তিনি বললেন: "আমাকে উহা দেখাও। আমি রোজা রেখে প্রভাত করেছি কিন্তু এখন খাব।"[১]

◆ **নফল রোজার ব্যাপারে নবী [ﷺ]-এর সুন্নত:**

নবী [ﷺ]-এর নফল রোজা তিন প্রকার:

প্রথম: যে ব্যাপারে নবী [ﷺ] উৎসাহিত করেছেন এবং তিনি নিজে সর্বদা রেখেছেন যেমন: প্রতি মাসে তিনটি ও ১০ই মুহাররমের রোজা।

দ্বিতীয়: যে ব্যাপারে উৎসাতি করেছেন এবং তার অধিক রোজা রেখেছেন যেমন: শাবান মাসের রোজা।

তৃতীয়: যে ব্যাপারে উৎসাতি করেছেন কিন্তু নিজে কখনো রেখেছেন বলে সাব্যস্ত না যেমন: শাওয়ালের ৬টি রোজা, একদিন পরপর রোজা ও মুহাররম মাসের রোজা আর ইহা তাঁর ব্যস্ততার কারণে।

১.মুসলিম হাঃ নং ১১৫৪

৬- এতেকাফ

◆ **এতেকাফ:** এতেকাফ হলো নারী হোক বা পুরুষ হোক আল্লাহর এবাদতের উদ্দেশ্যে বিশেষ পদ্ধতিতে মসজিদে অবস্থান করাকে নিজের উপর অপরিহার্য করে নেওয়া।

◆ **এতেকাফের সূক্ষ্ম বুঝ:**

এতেকাফ হচ্ছে নিজের নফসকে আল্লাহর এবাদতে আবদ্ধ করা ও তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব করা। আর সমস্ত মখলুক থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা ও অন্তরকে আল্লাহর জিকির থেকে ব্যস্তকারী সকল জিনিস থেকে শূন্য করা।

◆ **এতেকাফের হুকুম:**

এতেকাফ যে কোন সয়ম করা জায়েজ এবং রোজা ছাড়াও করলে সহীহ হবে। আর এতেকাফ করার নজর মানলে ওয়াজিব হয়ে যাবে। এতেকাফ রমজান মাসে করা সুন্নত। আর উত্তম ও তাকিদপূর্ণ হলো রমজানের শেষ দশ দিনে করা। অন্যান্য মসজিদ ছাড়া মসজিদে হারাম অথবা মসজিদে নববীতে কিংবা মসজিদে আকসায় করা সর্বোত্তম। যদি উঁচু মর্যাদার যেমন: মসজিদে হারাম নির্দিষ্ট করে তবে তার চয়ে নিম্নমানের মসজিদে করা চলবে না। কিন্তু যদি নিম্নমানের মসজিদ নির্দিষ্ট করে তবে তাতে ও তার চেয়ে উঁচু মানের উভয় মসজিদে করা জায়েজ।

◆ **এতেকাফ সহীহ হওয়ার জন্য শর্তসমূহ:**

এতেকাফের জন্য শর্ত হলো: ইসলাম, এতেকাফের নিয়ত এবং এমন মসজিদে যেখানে সালাতের জামাত কায়েম হয়। আর রোজা রাখা অবস্থায় করা উত্তম।

◆ নারীর জন্য তার অভিভাকের অনুমতিক্রমে যদি ফেৎনার নিরাপত্বা ও মাসিক ঋতু বা প্রসূতি থেকে পবিত্র হয় তাহলে মসজিদে এতেকাফ করা জায়েজ। তার প্রতি ওয়াজিব হলো নারীদের জন্য নির্দিষ্ট তাঁবু বা স্থানে পুরুষ হতে দূরে থেকে এতেকাফ করা।

◆ ইস্তেহাযা (প্রদর) অবস্থায় নারীর এতেকাফ করা জায়েজ। তবে মসজিদ যেন নোংরা না হয় সে ব্যাপারে সাবধান থাকবে।

◆ সর্বোত্তম মসজিদ হচ্ছে মাসজিদুল হারাম। সেখানে এক ওয়াক্ত সালাত আদায় করলে এক লক্ষগুণ বেশী সওয়াব পাওয়া যাবে। এরপর মাসজিদে নববী যেখানে সালাত আদায় করলে এক হাজার গুণ বেশী সওয়াব মিলবে। এরপর মাসজিদুল আকসা যেখানে সালাত আদায় করলে ২৫০ গুণ বেশী সওয়াব হবে।

◆ **এতেকাফ করার জন্য নজর মানার বিধান:**

যদি কেউ উল্লেখিত তিনটি মসজিদের কোন একটিতে সালাত বা এতেকাফের নজর মানে তাহলে তার প্রতি তা পূরণ করা জরুরী। আর যে ব্যক্তি সালাত বা এতেকাফ অন্য কোন মসজিদে নজর মানবে তার প্রতি সেখানেই করা জরুরী হবে না। কিন্তু শরিয়তের বিধিমালা অনুযায়ী হতে হবে। তাই তার যে কোন মসজিদে সালাত আদায় বা এতেকাফ করলে চলবে।

◆ **এতেকাফের শুরু ও শেষ:**

১. যে ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট সময়ে এতেকাফ করার নজর মানবে যেমন: আমার প্রতি রমজানের এক সপ্তাহ একেতাফ। সে প্রথম রাত্রির সূর্য ডুবার পূর্বে এতেকাফের স্থানে প্রবেশ করবে এবং শেষ দিনের সূর্য ডুবার পরে বের হবে।

২. যদি রমজানের শেষ দশ দিনে এতেকাফ করতে চায় তবে এতেকাফের স্থানে ২১ শে রমজানের রাত্রির সূর্য ডুবার পূর্বে প্রবেশ করবে এবং রমজানের শেষ দিনের সূর্য ডুবার পরে বের হবে।

◆ **এতেকাফকারী কি করবে:**

১. এতেকাফকারী জন্য বেশী বেশী বিভিন্ন ধরনের নফল এবাদত করা মুস্তাহাব। যেমন: কুরআন তেলাওয়াত, জিকির, দোয়া, ইস্তিগফার, বেশি বেশি নফল সালাত, তাহাজ্জুদ। আর অপ্রয়োজনীয় জিনিস ও কথা বা কাজ থেকে বিরত থাকা।

২. এতেকাফকারীর জন্য পেশাব-পায়খা, ওযু, জুমার সালাত, খানাপিনা ইত্যাদির জন্য বের হওয়া জায়েজ। আর যদি এতেকাফের শুরুতে কোন

রোগীকে দেখা-শুনার বা কারো জানাজাতে হাজির হওয়ার শর্ত করে থাকে তবে সে জন্য বের হওয়া জায়েজ। অনুরূপ তার প্রতি যার হক রয়েছে তার জানাজায় হাজির হওয়া যেমন: বাবা-মার কোন একজন কিংবা নিকটাত্মীয়-স্বজন।

৩. স্ত্রীর জন্য এতেকাফরত স্বামীর সাথে সাক্ষাত করা ও তার সাথে কিছু সময় আলাপ করা জায়েজ আছে। অনুরূপ পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবের কেউ সাক্ষাত করতে চাইলে জায়েজ।

◆ **এতেকাফের সর্বোত্তম সময়:**

এতেকাফের সর্বোত্তম সময় হচ্ছে রমজানের শেষ দশ দিন। যদি পুরা দশ দিন না করে তবুও জায়েজ। কিন্তু যদি দশ দিনের নজর মেনে থাকে তবে পুরা দশ দিন করতে হবে।

◆ রমজানের শেষ দশ দিন নারী-পুরুষ সকলের জন্য এতেকাফ করা সুন্নত।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. متفق عليه.

আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [ﷺ] তাঁর সারা জীবন রমজানের শেষ দশ দিন এতেকাফ করতেন। অত:পর নবী [ﷺ]-এর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীগণ এতেকাফ করেন।"[১]

◆ **যা করলে এতেকাফ বাতিল হয়ে যায়:**

অপ্রয়োজনে মসজিদ থেকে বের হলে এতেকাফ বাতিল হয়ে যাবে। অনুরূপ স্ত্রী সহবাস করলে, মুরদাত হয়ে গেলে, নেশাগ্রস্ত হলে। নারী-পুরুষের জন্য মসজিদে এতেকাফ অবস্থায় বা অন্য কোন সময় ঘুমানো জায়েজ আছে।

১.বুখারী হাঃ নং ২০২৬ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১১৭২

◆ প্রয়োজনে মাঝে মধ্যে মসজিদে ঘুমানো জায়েজ যেমন: কোন আগন্তক ও ফকির যার কোন আবাস নেই। কিন্তু মসজিদকে ঘুমানোর জায়গা বানানো নিষেধ তবে এতেকাফকারী ইত্যাদি ছাড়া।

◆ **এতেকাফের সময়-সীমা:**

যে কোন সময় বা কালে চাই দিনে বা রাত্রে কিংবা কিছু নির্দিষ্ট দিনে এতেকাফ করা জায়েজ।

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« أَوْفِ نَذْرَكَ» فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً .متفق عليه.

১. উমার ইবনে খাত্তাব [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: হে আল্লাহর রকূল! আমি জাহেলিয়াতের যুগে মাসজিদুল হারামে এতেকাফ করার নজর মেনে ছিলাম। নবী [ﷺ] বললেন: তোমার নজর পূরণ কর। তখন তিনি একটি রাত্রি এতেকাফ করেন।”[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانٍ عَشْرَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا .

أخرجه البخاري.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [ﷺ] প্রতি রমজানে দশ দিন করে এতেকাফ করতেন। অত:পর যে বছরে তিনি মৃত্যুবরণ করেন সে বছরে ২০ দিন এতেকাফ করেন।”[২]

১.বুখারী হাঃ নং ২০৪২ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৬৫৬ ঈমান পর্বে
২.বুখারী হাঃ নং ২০৪৪

এবাদত

৬- হজ্ব ও উমরার অধ্যায়

এতে রয়েছেঃ

قال الله تعالى:

﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَٰلَمِينَ ۝٩٦ فِيهِ ءَايَٰتٌۢ بَيِّنَٰتٌ مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝٩٧﴾ [آل عمران/٩٦-٩٧]

আল্লাহর বাণী:

“নি:সন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্যে নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই হচ্ছে এ ঘর, যা বাক্কায় অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্য হেদায়েত ও বরকতময়। এতে রয়েছে মাকামে ইবরাহীমের মত প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আর যে লোক এর ভেতরে প্রবেশ করেছে, সে নিরাপত্তা লাভ করেছে। আর এ ঘরের হজ্ব করা হলো মানুষের উপর আল্লাহর উপর আল্লাহর প্রাপ্য; যে লোকের সামর্থ রয়েছে এ পর্যন্ত পৌঁছার। আর যে লোক তা মানে না—আল্লাহ সারা বিশ্বের কোন কিছুরই পরোয়া করেন না।” [সূরা বাকারা: ৯৬-৯৭]

৬ - হজ্ব ও উমরার অধ্যায়

১- হজ্বের অর্থ, বিধান ও ফজিলত

◆ **হজ্ব:** বিশেষ কার্যাদি আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সুন্নত মোতাবেক নির্দিষ্ট স্থানে ও নির্দিষ্ট সময়ে সম্পাদন করার নাম হজ্ব।

◆ **বাইতুল হারামের মর্যাদা:**

আল্লাহ তা'আলা বাইতুল হারাম তথা কা'বাকে মর্যাদাশীল বানিয়েছেন। তাই মাসজিদুল হারামকে কা'বার আঙ্গিনা বানিয়ে দিয়েছেন। আর মক্কাকে বানিয়েছেন মাসজিদুল হারামের আঙ্গিনা। অনুরূপ ইহরাম বাঁধার মীকাতসমূহকে করেছেন মক্কার আঙ্গিনা। আর আরব উপদ্বিপকে আঙ্গিনা করেছেন মীকাতসমূহের। এসব বাইতুল হারামের মর্যাদা ও সম্মান বাড়ানোর জন্য।

আল্লাহর বাণী:

﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ۝٩٦ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ۝٩٧﴾ آل عمران: ٩٦ – ٩٧

"নি:সন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্যে মক্কায় নির্মাণ করা হয়েছে। ইহা বিশ্ব জাহানের জন্য হেদায়েত ও বরকতময়। এতে রয়েছে 'মাকামে ইবরাহীম'-এর মত প্রকৃষ্ট নির্দিশন। আর যে লোক এর ভিতরে প্রবেশ করেছেন সে নিরাপত্তা লাভ করেছে। আর যে সকল মানুষ আল্লাহর ঘরপর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম আল্লাহর উদ্দেশ্যে এ ঘরের হজ্ব করা তাদের প্রতি ফরজ। যদি কেউ অস্বীকার করে তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ সমগ্র বিশ্ববাসী হতে প্রয়োজনমুক্ত।" [সূরা আল-ইমরান: ৯৬-৯৭]

◆ হজ্বের সৌন্দর্য ও রহস্য-তাৎপর্য:

১. হজ্ব হচ্ছে ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ও মুসলিম উম্মার ঐক্যের বাস্তব এক নিদর্শন। যার ফলে হজ্বের মাঝে বিলিন হয়ে যায় জাতি, রঙ, ভাষা, দেশ ও শ্রেণীর ভেদাভেদ। আর প্রকাশ পায় আনুগত্য ও ভ্রাতৃত্বের হকিকত। সকলেই একই রঙের পোশাক পরে একই কিবলামুখী হয়ে একই আল্লাহর এবাদত করে।

২. হজ্ব এমন একটি মাদরাসা যেখানে সকলে ধৈর্যের বাস্তব প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। এতে আখেরাত ও তার ভয়াবহতার কথা স্মরণ করে। আর এতে আল্লাহর বন্দেগির স্বাদ অনুভব করে। জানতে পারে তার প্রতিপালকের মহত্ব ও সমস্ত মখলুকের তাঁর কি প্রয়োজন।

৩. হজ্বের মৌসুম নেকি উপার্জনের এক বিরাট সুযোগ। এ সময় সওয়াব বহুগুণ বৃদ্ধি করা হয়, পাপরাজি মাফ করে দেওয়া হয়। বান্দা প্রতিপালকের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর তাওহীদকে মেনে নেয়। স্বীকার করে তার গুনাহ ও তাঁর হক আদায়ে অপারগতাকে। তাই ফিরে আসে হজ্ব থেকে ঐ দিনের নিষ্পাপ শিশুর মত হয়ে যে দিন তার মা তাকে ভূমিষ্ট করেছিল।

৪. হজ্বে নবী-রসূলগণ (আ:)-এর অবস্থা ও তাঁদের এবাদতের কথা স্মরণ হয়। আরো স্মরণ হয় তাঁদের দা'ওয়াত ও জিহাদ এবং মহান চরিত্রের কথা। হজ্বে নফসকে পরিবার ও সন্তান-সন্ততি ছেড়ে থাকার অভ্যস্ত করা হয়।

৫. হজ্ব একটি মাপদণ্ড যার দ্বারা মুসলমানরা একে অপরের অবস্থা জ্ঞানী না অজ্ঞ কিংবা অভাবমুক্ত না অভাবী অথবা সঠিক আকিদার উপর কায়েম আছে না বিকৃতি ও বিচ্যুতি ঘটেছে ইত্যাদি উপলদ্ধি করতে পারে।

◆ হজ্বের হুকুম:

হজ্ব ইসলামের একটি রোকন। নবম হিজরি সালে ইহা ফরজ হয়। হজ্ব প্রতিটি মুসলিম, স্বাধীন, সাবালক, বিবেকবান, সক্ষম ব্যক্তির উপর জীবনে একবার ফরজ। ফরজ হওয়ার পরে দেরী করা চলবে না।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٩٧﴾﴾ آل عمران: ٩٧

"আর যে সকল মানুষ আল্লাহর ঘরপ র্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম আল্লাহর উদ্দেশ্যে এ ঘরের হজ্ব করা তাদের প্রতি ফরজ। যদি কেউ অস্বীকার করে তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ সমগ্র বিশ্ববাসী হতে প্রয়োজনমুক্ত।"
[সূরা আল-ইমরান: ৯৭]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله، ﷺ: «إِنَّ الإِسْلَامَ بُنِيَ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ». متفق عليه.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [রা] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেনে:"ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি: (১) সাক্ষ্য প্রদান করা যে আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই। (২) সালাত কায়েম করা। (৩) জাকাত প্রদান করা। (৪) রমজানের সিয়াম রাখা। (৫) কা'বা ঘরের হজ্ব পালন করা।"[১]

◆ হজ্ব করতে সক্ষম কে:

যার শরীর সুস্থ, সফর করতে সক্ষম, সফরের এমন পাথেয় ও বাহন রয়েছে যার দ্বারা হজ্ব করে ফিরে আসতে পারবে। তার পূর্বে তার প্রতি যা কিছু ওয়াজিব যেমন: ঋণ পরিশোধ করা, পরিবারের ভরণ-পোষণের খরচ দেওয়া ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের অতিরিক্ত সম্পদ থাকা।

◆ কার প্রতি হজ্ব ফরজ:

যার শারীরিক ও আর্থিক সামর্থ রয়েছে তার নিজেই হজ্ব করা ফরজ। আর যার আর্থিক সামর্থ আছে কিন্তু শারীরিক ক্ষমতা নেয় তার উপর ওয়াজিব হলো তার পক্ষ থেকে বদলি হজ্ব করানো। আর যার শারীরিক ক্ষমতা আছে কিন্তু আর্থিক সামর্থ নেয় তার প্রতি হজ্ব ফরজ নয়। আর যার শারীরিক ও আর্থিক কোনটাই সামর্থ নেয় তার উপর থেকে হজ্ব রহিত।

---

[১]. বুখারী হা: নং ৮ ও মুসলিম হা: নং ১৬ শব্দ তারই

৫. যার নিকট হজ্ব করার মত আর্থিক সামর্থ নেয় তার জন্য জাকাত ফান্ড থেকে নেওয়া জায়েজ আছে; কারণ হজ্ব ফী সাবীলিল্লাহর অন্তর্ভুক্ত।

◆ **হজ্ব ও উমরার ফজিলত:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ:« إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ» قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ:« الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ :«حَجٌّ مَبْرُورٌ» .متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে জিজ্ঞাসা করা হলো সর্বোত্তম আমল কি? তিনি [ﷺ] বললেন: "আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান আনা।" জিজ্ঞাসা করা হলো অত:পর কি? তিনি [ﷺ] বললেন: "আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।" জিজ্ঞাসা করা হলো এরপর কি? তিনি [ﷺ] বললেন: "মাকবুল তথা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হজ্ব।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» .متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী [ﷺ] বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য হজ্ব করবে। আর অশ্লীল কথা, আচরণ, অন্যায় ও পাপাচার থেকে দূরে থাকবে। সে ঐ দিনের মত নিষ্পাপ শিশু হয়ে ফিরে আসবে যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিল।"[২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ» .متفق عليه.

৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"এক উমরা থেকে অপর উমরা

১.বুখারী হাঃ নং ১৫১৯ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ৮৩
২.বুখারী হাঃ নং ১৫২১ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৩৫০

উভয়ের মাঝের পাপসমূহের জন্য কাফ্‌ফারা স্বরূপ এবং কবুল হজ্বের একমাত্র প্রতিদান জান্নাত।”[১]

◆ যদি কোন ব্যক্তির উপর হজ্ব ফরজ হওয়ার পরে হজ্ব না করেই মারা যায়, তবে তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে বদলি হজ্ব করার জন্য সম্পদ বের করার পর বাকি সম্পদ ভাগ-বণ্টন করতে হবে।

◆ মাহরাম পুরুষ ছাড়া মহিলাদের হজ্ব ও উমরা করার বিধান:

নারীর উপর হজ্ব ফরজের শর্তের মধ্যে মাহরাম পুরুষ থাকা জরুরী। যেমন: স্বামী বা যার সঙ্গে তার স্থায়ীভাবে বিবাহ হারাম। যেমন: বাবা অথবা ভাই কিংবা ছেলে ইত্যাদি। যদি মাহরাম পুরুষ মহিলার সঙ্গে যেতে অস্বীকার করে তবে তার উপর হজ্ব ফরজ হবে না। আর যদি মাহরাম পুরুষ ছাড়াই হজ্ব করে তবে সে পাপি হবে কিন্তু তার হজ্ব সহীহ হয়ে যাবে।

◆ সঙ্গে কোন মাহরাম পুরুষ ছাড়া নারীর জন্য সফর করা হারাম। চাই সে যুবতী হোক বা বুড়ি হোক। আর চাই তার সঙ্গে অন্যান্য নারীরা থাক বা একাকী হোক। আর সফর লম্বা হোক বা ছোট হোক; কারণ নবী [ﷺ] -এর বাণী:

« لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ». متفق عليه.

“কোন নারী যেন মাহরাম পুরুষ ছাড়া সফর না করে।”[২]

◆ বদলি হজ্বের বিধান:

বয়োবৃদ্ধ বা এমন রোগ যা ভাল হওয়ার আশা নেয় কিংবা মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কেউ বদলি হজ্ব করতে চাইলে, সে তারই মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধতে পারবে, যার বদলি হজ্ব করছে তার দেশ থেকে সফর আরম্ভ করা জরুরী নয়। বদলি হজ্ব করার জন্য আগে নিজের হজ্ব করে নেওয়া শর্ত। আর যার পক্ষ থেকে বদলি হজ্ব করা হচ্ছে, তাকে হজ্ব আদায়ের সময় ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে বিরত থাকতে হবে না। বরং যিনি বদলি হজ্ব করবেন তিনিই বিরত থাকবেন।

---

১. বুখারী হাঃ নং ১৭৭৩ মুসলিম হাঃ নং ১৩৪৯
২. বুখারী হাঃ নং ১৮৬২ মুসলিম হাঃ নং ১৩৪১

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ قَالَ فَقَالَ وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَـوْمُ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا قَالَ صُومِي عَنْهَا قَالَتْ إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَـالَ: « حُجِّي عَنْهَا ». أخرجه مسلم.

বুরাইদা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ] নিকট বসে ছিলাম এমন সময় একজন মহিলা এসে বলল, আমি আমার মাকে একটি দাসী দান করেছিলাম এখন তিনি মারা গেছেন। বুরাইদা বলেন, নবী [ﷺ] বললেন:"তোমার প্রতিদান সাব্যস্ত হয়েগেছে, তুমি দাসীটিকে তোমার মীরাস হিসাবে ফেরৎ নিয়ে নাও। মহিলাটি বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমার মার প্রতি একমাসের রোজা বাকি আছে, আমি তা তার পক্ষ থেকে রেখে নিব? তিনি [ﷺ] বললেন:" তাঁর পক্ষ থেকে রোজা রেখে নাও।" মহিলাটি আবার বলল, আমার মা কখনো হজ্ব করেননি, আমি তাঁর পক্ষ থেকে বদলি হজ্ব পালন করব? তিনি [ﷺ] বললেব:" তুমি তোমার মার পক্ষ থেকে বদলি হজ্ব পালন কর।"[১]

- ◆ শারীরিক অক্ষম ব্যক্তি তার পক্ষ থেকে নফল হজ্ব বা উমরার জন্য অন্যকে ভাড়া দিয়ে বা ভাড়া ছাড়াই প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারে।
- ◆ হজ্ব করা অবস্থায় কেউ মারা গেলে তার হজ্বে বাকি কার্যাদি কাজা করা প্রয়োজন নেই; কারণ সে কিয়ামতের দিন তালবিয়া পড়তে পড়তে উঠবে। আর যে কোন সালাত আদায় করে না তার পক্ষ থেকে হজ্ব করা বা তার নামে দান-খয়রাত করা কোনটাই জায়েজ নেই; কারণ সে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী-ইসলাম থেকে খারিজ)।

◆ মাসিক ঋতুবতী ও প্রসূতির ইহরাম বাঁধার পদ্ধতি:

[১]. মুসলিম হা: নং ১১৪৯

মাসিক ঋতুবতী ও প্রসূতি নারীর জন্য গোসল করে হজ্বের ইহরাম বাঁধা জায়েজ। সে তার ইহরাম অবস্থায় থেকে কা'বা ঘরের তওয়াফ ছাড়া হজ্বের বাকি সমস্ত কাজ সম্পাদন করবে। পবিত্র হলে গোসল করে তওয়াফ শেষ করে এরপর ইহরাম খুলে হালাল হবে।
আর যদি উমরার ইহরাম বাঁধে তবে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে এবং পবিত্র হলে গোসল করে উমরার কার্যাদি শেষ হওয়ার পর হালাল হবে।

◆ **বেশী বেশী হজ্ব ও উমরা করার ফজিলত:**

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؛ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ،وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ». أخرجه أحمد والترمذي.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "তোমরা হজ্ব ও উমরা একটার পর অপরটা কর; কারণ হজ্ব ও উমরা ঐ ভাবে অভাব ও গুনাহ দূর করে দেয় যেভাবে কামারের হাপর লোহা, সোনা ও রূপার মরিচা (জং) দূর করে। আর হজ্ব কবুল হলে তার একমাত্র প্রতিদান জান্নাত।"[১]

৬. একাধিকবার উমরা করার হুকুম:

মক্কার বহিরাগত ব্যক্তির জন্য হজ্ব বা উমরা করার পর মক্কার হারাম এলাকা হতে বের হয়ে একাধিক বার নফল বা বদলি উমরা করা মকরুহ; কারণ ইহা বিদ'আত। নবী [ﷺ] অথবা তাঁর সাহাবাগণ [ﷺ] না রমজানে আর না রমজানের বাইরে কখনো একাধিক উমরা করেছেন। আর না আয়েশা (রা:)কে নির্দেশ করেছিলেন বরং তাঁর মন খুশি করার জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন মাত্র। বারবার উমরা করার চাইতে কা'বা ঘরের তওয়াফ করা ও বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করাই উত্তম।

১.হাদীসটি হাসান, আহমাদ হাঃ নং ২৬৬৯ সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ১২০০ দ্রঃ তিরমিযী হাঃ নং ৮১০ শব্দ তারই

আর আয়েশা (রা:)-এর তানঈম থেকে উমরা করা ঐ ঋতুবতী মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট যারা হজ্বের সময় উমরা পূর্ণ করতে সক্ষম হয়নি। যেমন: আয়েশা (রা:)-এর অবস্থা ঘটেছিল। সুতরাং অন্যান্য নারীদের জন্যেই তো বৈধ নয় পুরুষদের জন্য তো দূরের কথা।

◆ **ছোট বাচ্চাদের হজ্ব ও উমরার হুকুম:**

যদি ছোট বাচ্চা হজ্বের ইহরাম বাঁধে তাহলে তা নফল হজ্ব হয়ে যাবে। বাচ্চা যদি পার্থক্য জ্ঞানের অধিকারী হয় তবে নারী-পুরুষের সাবালকরা যে ভাবে করবে সেভাবে সেও করবে। আর যদি পার্থক্য জ্ঞানের অধিকারী না হয় তাহলে তার পক্ষ থেকে তার অভিভাবক ইহরাম বাঁধবে এবং তাকে সঙ্গে করে তওয়াফ ও সাঈ করবে। আর জামারাতে তার পক্ষ থেকে কংকর নিক্ষেপ করবে। তবে উত্তম হলো হজ্ব বা উমরার যে সকল কাজ সে নিজে আদায় করতে পারবে তা করবে। আর যখন সে সাবালক হবে তখন তার প্রতি হজ্ব ফরজ হলে আবার তাকে ফরজ হজ্ব আদায় করতে হবে।

◆ চোট বাচ্চা বা দাস-দাসী হজ্ব আদায় করার পরে বাচ্চা সাবালক ও দাস-দাসী আজাদ হলে এবং হজ্ব ফরজ হলে প্রত্যেককে আবার ফরজ হজ্ব পালন করতে হবে।

◆ ছাটদের হজ্ব সহীহ হবে এবং যে তাকে হজ্ব করাবে সে তার সওয়াব পাবে।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ رَفَعَتْ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ». أخرجه مسلم.

ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একজন মহিলা তার ছোট বাচ্চাকে তুলে ধরে বলল: হে আল্লাহর রসূল এর প্রতি হজ্ব আছে কি? তিনি [ﷺ] বললেন: "হ্যাঁ, আর তোমার জন্য রয়েছে সওয়াব ।"[১]

১.মুসলিম হাঃ নং ১৩৩৬

◆ **কোন মুশরিকের জন্য মসজিদে প্রবেশের হুকুম:**

মসজিদে হারামে কোন মুশরেকের প্রবেশ করা বৈধ না। আর শরিয়তের উপকারার্থে বাকি সকল মসজিদে প্রবেশ করা জায়েজ।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡمُشۡرِكُونَ نَجَسٞ فَلَا يَقۡرَبُواْ ٱلۡمَسۡجِدَ ٱلۡحَرَامَ بَعۡدَ عَامِهِمۡ هَٰذَاۚ وَإِنۡ خِفۡتُمۡ عَيۡلَةٗ فَسَوۡفَ يُغۡنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦٓ إِن شَآءَۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٢٨ ﴾ التوبة: ٢٨

"হে ঈমানদারগণ মুশরেকরা তো অপবিত্র। সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মাসজিদুল হারামের নিকট না আসে। আর যদি তোমরা দারিদ্রের আশংকা কর, তবে আল্লাহ চাইলে নিজ করুণায় ভবিষ্যতে অভাবমুক্ত করে দেবেন। নি:সন্দেহে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা তাওবা: ২৮]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [ﷺ] নাজ্‌দ এলাকায় একটি অশ্ববাহিনী প্রেরণ করেন। তারা বনি হানীফা গোত্রের একজন মানুষকে পাকড়াও করে নিয়ে আসে। লোকটির নাম ছুমামা ইবনে উছাল। তাকে মসজিদের একটি খুঁটির সহিত বেঁধে রাখা হয়। নবী [ﷺ] লোকটির কাছে বের হয়ে বললেন: "ছুমামাকে ছেড়ে দাও।" ছুমামা ছাড়া পেয়ে মসজিদের নিকটে একটি খেজুরের বাগানে গিয়ে গোসল করে মসজিদে প্রবেশ করে

বলে: "আশহাদু আল্‌লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ।"[১]

◆ **হারামের বৈশিষ্ট্য:**

মক্কার হারাম শরীফের অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে তন্মধ্যে:
এখানে সালাত আদায় করলে বহুগুণ বেশী সওয়াব। অনুরূপ সেখানে পাপ করলে গুনাহও বেশী। হারাম শরীফে মুশরিকদের জন্য প্রবেশ হারাম। সেখানে যুদ্ধ আরম্ভ করা হারাম। হারামের ইযখির ঘাস ছাড়া অন্যান্য সমস্ত গাছ ও ঘাস কাটা হারাম। ঘোষণা ও খোঁজ-খবর নেওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া হারাম শরীফে কোন হারানো বস্তু কুড়ানো হারাম। এভাবে কোন শিকারকে হত্যা করা বা ভাগানোও হারাম। এখানেই মানুষ জাতির জন্য সর্বপ্রথম ঘর বানানো হয়েছে:
আল্লাহর বাণী:

﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿٩٦﴾ فِيهِ ءَايَٰتٌۢ بَيِّنَٰتٌ مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٩٧﴾ ﴾ آل عمران: ٩٦ - ٩٧

"নি:সন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্যে মক্কায় নির্মাণ করা হয়েছে। ইহা বিশ্ব জাহানের জন্য হেদায়েত ও বরকতময়। এতে রয়েছে 'মাকামে ইবরাহীম'-এর মত প্রকৃষ্ট নির্দিশন। আর যে লোক এর ভিতরে প্রবেশ করেছে সে নিরাপত্তা লাভ করেছে। আর যে সকল মানুষ আল্লাহর ঘর পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম আল্লাহর উদ্দেশ্যে এ ঘরের হজ্ব করা তাদের প্রতি ফরজ। যদি কেউ অস্বীকার করে তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ সমগ্র বিশ্ববাসী হতে প্রয়োজনমুক্ত।" [সূরা আল-ইমরান: ৯৬-৯৭]

১.বুখারী হাঃ নং ৪৬২ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৭৬৪

২- হজ্বের মীকাতসমূহ

◆ "মীকাত" এর বহুবচন "মাওয়াকীত" যার অর্থ এবাতদের স্থান ও সময়।

◆ **মীকাত নির্দিষ্টকরণের হিকতম:**

যখন বাইতুল্লাহ সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ তখন আল্লাহ তা'য়ালা তার জন্য এক কেল্লা নির্দিষ্ট করেছেন আর তা হলো মক্কা। তার সীমারেখা করেছেন আর তা হলো হারাম। হারামের জন্য কিছু হারাম রয়েছে সেগুলো হচ্ছে মীকাত। এগুলো হজ্ব ও উমারকারীর জন্য ইহরাম বাঁধা ছাড়া অতিক্রম করা জায়েজ নেই। আর ইহা আল্লাহ তা'য়ালা এবং তাঁর ঘরের মর্যাদার জন্যই।

◆ **মীকাতের প্রকার:**

মীকাতসমূহ দু'প্রকার:

১. **সময়:** শাওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ্ব মাস।
২. **স্থান:** ঐ সকল স্থান যেখান থেকে হজ্ব ও উমরাকারী ইহরাম বাঁধবে।

◆ **মীকাত পাঁচটি:**

১. **যুলহুলাইফা:** ইহা মদীনাবাসী ও এর উপর দিয়ে যারা অতিক্রম করবে তাদের মীকাত। মক্কা হতে প্রায় ৪২০ কি: মি:। ইহা মক্কা হতে সবচেয়ে দূরের মীকাত। এর অপর নাম "ওয়াদী আকীক" এবং এর মসজিদের নাম মসজিদে শাজারা। ইহা মদীনা থেকে দক্ষিণ দিকে মসজিদে নববী থেকে ১৩ কি: মি:। এ বরকতময় উপত্যকায় সালাত আদায় করা মুস্তাহাব।
২. **জুহফা:** ইহা শাম (সিরিয়া), মিসর ও যারা এর বরাবর এবং যারা এর উপর দিয়ে অতিক্রম করবে তাদের জন্য। ইহা রাবেগ গ্রামের নিকটে। মক্কা হতে প্রায় ১৮৬ কি: মি:। বর্তমানে মানুষ রাবেগ হতেই ইহরাম বাঁধে যা ঐ গ্রামের পশ্চিম দিকে অবস্থিত।
৩. **ইয়ালামলাম:** ইহা ইয়ামেন ও যারা এর বরাবর এবং এর উপর দিয়ে অতিক্রম করবে তাদের জন্য মীকাত। ইয়ালামলাম মক্কা হতে প্রায়

১২০ কি: মি: দূরে একটি উপত্যকা। এখন ইহাকে "সা'দিয়াহ" বলা হয়।

৪. **কারনুল মানাজিল:** ইহা নাজদ ও তায়েফবাসী ও যারা এর বরাবর এবং যারা এর উপর দিয়ে অতিক্রম করবে তাদের মীকাত। এখন ইহা "সাইলুল কাবীর" নামে প্রসিদ্ধ। ইহা মক্কা থেকে প্রায় ৭৫ কি: মি: দূরে অবিস্থিত এবং ইহরাম বাঁধার উপত্যকা কারনুল মানাজিলের উঁচু অংশ।

৫. **যাতু 'ইরক্:** ইহা ইরাক ও যারা এর বরাবর এবং এর উপর দিয়ে অতিক্রম করবে তাদের মীকাত। ইহা একটি উপত্যকা যাকে "যরীবাহ" বলা হয়। ইহা মক্কা হতে প্রায় ১০০ কি: মি: দূরে অবস্থিত।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ ».متفق عليه.

ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] মদীনাবাসীর জন্য 'যুল হুলাইফা', শামবাসীদের জন্য 'জুহফা', নাজদবাসীদের জন্য 'কারনুল মানাজিল' এবং আহলে ইয়ামেনের জন্য 'ইয়ালামলাম' মীকাত নির্দিষ্ট করেছেন। এগুলো তাদের জন্য এবং যারা ওদের ছাড়া এর উপর দিয়ে অতিক্রম করবে তাদের জন্যেও। যে হজ্ব ও উমরা করতে চাইবে তার জন্য। আর যারা মীকাতের ভিতরে তারা যে যেখানে সেখান থেকেই ইহরাম বাঁধবে। এমনকি আহলে মক্কা, মক্কা থেকেই ইহরাম বাঁধবে।"[১]

◆ **উল্লেখিত পাঁচটি মীকাতের ভিতর থেকে ইহরাম বাঁধার পদ্ধতি:**

যে ব্যক্তি মক্কা হতে হজ্ব করার ইচ্ছা করবে সে সেখান থেকে ইহরাম বাঁধবে। আর যদি হারাম এলাকার বাহির হতে ইহরাম বাঁধে

[১] .বুখারী হাঃ নং ১৫২৪ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১১৮১, ১১৮৩

তবুও যথেষ্ট হবে। আর মক্কাবাসী ও অন্যান্যরা উমরার ইহরামের জন্য হারামের সীমানার বাইরে গিয়ে ইহরাম বাঁধতে হবে। যেমন "তান'য়ীম" যেখানে মসজিদে আয়েশা (রা:) অথবা "জি'রানা" হতে। হারামের এরিয়ার বাইরে যেখান হতে সহজ হবে সেখান থেকেই ইহরাম বাঁধবে। যদি উমরার ইহরাম হারামের এরিয়ার ভিতর হতে বাঁধে তবে ইহরাম হয়ে যাবে। কিন্তু হালাল থেকে ইহরাম বাঁধা ত্যাগ করার জন্য তার প্রতি কুরবানি দেওয়া ওয়াজিব হবে।

◆ **ইহরাম বাঁধা ছাড়া হজ্ব ও উমরাকারীর জন্য মীকাত অতিক্রম করার বিধান:**

১. ইহরাম বাঁধা ছাড়া হজ্ব ও উমরাকারীর জন্য মীকাত অতিক্রম করা জায়েজ নেই। আর যে ইহরাম বাঁধা ছাড়াই মীকাত অতিক্রম করবে তার জন্য মীকাতে ফিরে যাওয়া এবং সেখান হতে ইহরাম বাঁধা জরুরি। যদি মীকাতে ফিরে না যায় এবং যথাস্থান থেকেই ইহরাম বাঁধে তবে তার হজ্ব ও উমরা সহীহ হয়ে যাবে তবে তার প্রতি কুরবানি করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর যদি মীকাতের আগেই ইহরাম বাঁধে তবে ইহরাম সহীহ হয়ে যাবে কিন্তু মকরুহ হবে।

২. যে ব্যক্তি হজ্ব বা উমরার নিয়ত ছাড়াই মীকাত অতিক্রম করবে। অত:পর নতুন করে হজ্ব বা উমরার নিয়ত করবে সে হজ্বের জন্য যে কোন স্থান থেকে ইহরাম বাঁধবে। আর কেবল মাত্র উমরা হলে হারামে নিয়ত করলে তার এরিয়ার বাইরে গিয়ে হালাল স্থান হতে ইহরাম বাঁধবে। আর যদি হালালে নিয়ত করে তবে যেখানে নিয়ত করবে সেখান হতেই ইহরাম বাঁধবে।

◆ মক্কাবাসী ইফরাদ বা কেরান হজ্বের ইহরাম মক্কা হতে বাঁধবে। আর শুধু উমরা বা হজ্বে তামাত্তুর জন্য হারাম এরিয়া হতে বের হয়ে হালাল এলাকা যেমন: তান'য়ীম বা জি'রানা ইত্যাদি থেকে ইহরাম বাঁধবে।

◆ **বিমানে ইহরাম বাঁধার পদ্ধতি:**

হজ্ব বা উমরা অথবা হজ্ব-উমরা উভয়টি করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি বিমানের যাত্রি হলে তিনি বিমান পথের মীকাত বরাবর হলে সেখানেই

ইহরাম বাঁধবে। ইহরামের কাপড় পরিধান করবেন। এরপর ইহরামের নিয়ত করবেন। যদি পুরুষ মানুষের সঙ্গে তার ইহরামের কাপড় না থাকে তবে পাজামা-প্যান্ট পরেই ইহরাম বাঁধবে এবং মাথা খুলে রাখবে। যদি পাজামা-প্যান্ট না থাকে তবে সার্ট-পাঞ্জাবি পরেই ইহরাম বাঁধবে এবং বিমান থেকে অবতরণ করে ইহরামের কাপড় ক্রয় করে পরে নিবে।

জেদ্দা বিমান বন্দরে পৌঁছে সেখান থেকে ইহরাম বাঁধা জায়েজ নেই। যদি তাই করে তবে সেখান হতে সবচেয়ে নিকটের মীকাতে গিয়ে ইহরাম বাঁধবে। আর যদি মীকাতে না গিয়ে বিমান বন্দরে বা মীকাতের ভিতর থেকেই ইহরাম বাঁধে তবে তার প্রতি একটি পশু জবাই করা ওয়াজিব হবে।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ:« مَنْ لَمْ يَجِدْ الْإِزَارَ فَلْيَلْبَسْ السَّرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ». متفق عليه.

ইবনে আব্বাস [ﷺ] কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন: নবী [ﷺ] আমাদের জন্য আরাফাতের ময়দানে খুৎবা প্রদান করেন। তিনি [ﷺ] বলেন: "যে ব্যক্তি লুঙ্গি পাবে না সে পাজামা পরবে। আর যে সেন্ডেল-জুতা পাবে না সে চামড়ার মোজা পরবে।"[১]

◆ **দু'টি মীকাতের উপর দিয়ে অতিক্রমকারীর বিধান:**

হজ্ব বা উমরাকারী দু'টি মীকাত হয়ে অতিক্রম করলে প্রথমটি থেকেই ইহরাম বাঁধা ওয়াজিব। সুতরাং কোন মেশরী বা সিরীয় কিংবা মরক্কোবাসী ইত্যাদি যদি তাদের আসল মীকাত জুহফাহ পৌঁছার পূর্বে মদীনাবাসীর মীকাত যুলহুলাইফাহ হয়ে অতিক্রম করে, তাহলে যুলহুলাইফাহ হতেই তাদেরকে ইহরাম বাঁধতে হবে, তাদের মীকাত পর্যন্ত দেরী করা যাবে না; কারণ মীকাত তার অধিবাসী ও যারা তার পাশ দিয়ে হজ্ব বা উমরা করার উদ্দেশ্যে অতিক্রম করবে সবার জন্যে।

[১]. বুখারী হাঃ নং ১৮৪৩ ও মুসলিম হাঃ নং ১১৭৮

৩- ইহরামের বর্ণনা

◆ **ইহরাম:** হজ্ব বা উমরা করার নিয়তে এবাদতে প্রবেশ করার নাম ইহরাম।

◆ **ইহরামের হেকমত:** আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বাইতুল হারামের হারাম ও মীকাত নির্ধারণ করেছেন যা হারামে প্রবেশকারীর জন্য অতিক্রম করা চলবে না। কিন্তু যখন নির্দিষ্ট অবস্থা ও নিয়তে হবে তখন চলবে।

◆ **মক্কার হারাম শরীফের সীমানা:**

পশ্চিম দিকে থেকে: শুমাইসী (হুদায়বিয়া) যা মসজিদে হারাম থেকে জেদ্দার রাস্তায় ২২ কি: মি: দূরে অবস্থিত।

পূর্ব দিক থেকে: তয়েফের রাস্তায় 'উরানা উপত্যকার পশ্চিম পার্শ্ব হতে। মসজিদে হারাম হতে ১৫ কি: মি:। জে'রানার দিক থেকে মোজাহিদিনের পথ। মসজিদে হারাম হতে প্রায় ১৬ কি: মি:

উত্তর দিক থেকে: "তান'ঈম" মসজিদে হারাম থেকে প্রায় ৭ কি: মি:।

দক্ষিণ দিক থেকে:"আযাতু লীন" ইয়ামেনের রাস্তা। মসজিদে হারাম থেকে প্রায় ১২ কি: মি:।

◆ **ইহরাম বাঁধার পদ্ধতি:**

হজ্ব অথবা উমরাকারীর পক্ষে সুন্নত হচ্ছে গোসল করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া, শরীরে আতর ব্যবহার করা ও সেলাই বিহীন দু'টি সাদা কাপড় (লুঙ্গী, চাদর) এবং জুতা-সেন্ডেল পরিধান করা। মহিলাদের জন্যে মাসিক বা প্রসবগত ঋতুবতী হলেও গোসল করা সুন্নত। তবে পোশাকের ক্ষেত্রে শরীর ঢাকার মত যে কোন পোশোক পরতে পারবে। কিন্তু নামী-দামী টাইট ফীট ও পুরুষ বা বিজাতীয়দের ফ্যাশন যাতে না হয়।

◆ যদি সম্ভব হয় তবে কোন ফরজ নামাজের পর ইহরাম বাঁধা সুন্নত; কিন্তু ইহরামের উদ্দেশ্যে কোন বিশেষ সালাত নেই। তবে তাহিয়্যাতুল মসজিদ কিংবা তাহিয়্যাতুল ওযু অথবা চাশতের

দু'রাকাত সালাত পড়ে যদি তা শুরু করে তবে কোন আপত্তি নেই। উমরা অথবা হজ্বের যেটাই হোক মনে মনে তার নিয়ত করে নিবে। ইহরাম পরা ও তার দোয়া পড়া সালাতান্তে মসজিদে হোক বা গাড়িতে আরোহণ করে কিবলামুখী হয়ে হোক উভয়ই সুন্নত। বস্তুত: তালবিয়া পাঠ হজ্বের প্রতীক।

◆ ইহরামকারীর পক্ষে স্বীয় এবাদতের নাম উল্লেখ করা সুন্নত যেমন: উমরাকারী বলবে "লাব্বাইকা উমরাতান" শুধু হজ্বকারী বলবে "লাব্বাইকা হাজ্জান" কেরান হজ্বকারী বলবে "লাব্বাইকা উমরাতান ওয়া হাজ্জান" তামাত্তুকারী বলবে "লাব্বাইকা উমরাতান"। আর হজ্ব পালনকারী ব্যক্তি এও বলবে:

«اَللَّهُمَّ هَذِهِ حَجَّةٌ لاَرِيَاءَ فِيْهَا وَلاَ سُمْعَةَ»

"আল্লাহুম্মা হাযিহি হাজ্জানতুন লাা রিয়াায়া ফীহাা, ওয়া লাা সুম'য়াহ্" অর্থ: হে আল্লাহ এ হজ্বে মানুষের নিকট কোন প্রদর্শন ও খ্যাতি অর্জন কামনা নেই।

◆ **ওজরের কারণে হালাল হওয়ার শর্ত করার বিধান:**

ইহরামকারী অসুস্থ অথবা ভীত হলে ইহরাম বাঁধার সময় একথা বলা সুন্নত।

« إِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي»

"ইন হাবাসানী হাাবিসনু ফামাহিল্লী হায়ছু হাবাস্তানী"

অর্থ: যদি আমাকে কোন বাধাদানকারী বাধা দিয়ে ফেলে তবে আমি সেই স্থানেই হালাল হয়ে যাব, যেখানে আমাকে তুমি থামিয়ে দিবে।

এতে করে যদি তাকে বাধা প্রদানকারী কোন বস্তু পেয়ে যায় অথবা তার রোগ বেড়ে যায়, তবে সে পশু জবাই না করেই হালাল হয়ে যাবে। আর যদি শর্ত না করে তাহলে তার প্রতি দাম ওয়াজিব হয়ে যাবে, সে পশু জবাই করার পর হালাল হবে।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۖ وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ ﴾ [البقرة/١٩٦].

"আর তোমরা হজ্ব ও উমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণভাবে পালন কর। যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তাহলে হাদির জন্য যাকিছু সহজলভ্য, তাই তোমাদের উপর ধার্য। আর তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মাথা মুণ্ডন করবে না, যতক্ষণ না হাদি যথাস্থানে পৌছে যাবে।" [সূরা বাকারা:১৯৬]

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ. فَقَالَ لَهَا: «لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ؟» قَالَتْ: وَاللهِ لَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً، فَقَالَ لَهَا:« حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي». متفق عليه.

২. আয়েশা [রা:] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] যুবাবা বিন্তে জুবাই [রা:]-এর নিকট প্রবেশ করে জিজ্ঞাসা করলেন:"তুমি বুঝি হজ্ব করার ইচ্ছা করেছ?" সে বলল, আল্লাহর কসম! আমি ব্যথা অনুভব করছি। তিনি [ﷺ] তাকে বললেন:"হজ্ব কর এবং "আল্লাহুম্মা মাহিল্লী হায়সু হাবাস্তানী" বলে শর্ত কর।"[১]

◆ তালবিয়া পাঠের বর্ণনা:

১. ইহরাম বাঁধার পর বা যানবাহনে আরোহণ করে আল্লাহর হামদ, (আলহামদু লিল্লাহ) তসবিহ (সুবহানাল্লাহ) ও তকবির (আল্লাহু আকবার) বলে "তালবিয়া" পাঠ করা সুন্নত। তালবিয়া হলো:

«لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيْكَ لَكَ»

[১]. বুখারী হা: নং ৫০৮৯ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ১২০৭

[লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লাা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নালহামদা ওয়াননি'মাতা লাকা ওয়ালমুলক, লাা শারীকা লাক]
"হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত, হে আল্লাহ! আমি তোমার আহ্বানে উপস্থিত, তোমার কোন শরিক নেই, আমি তোমার আহ্বানে উপস্থিত। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা, নেয়ামত ও রাজত্ব তোমারই, তোমার কোন শরিক নেই।[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :«لَبَّيْكَ إِلَــهَ الْحَقِّ ». أخرجه النسائي وابن ماجه.

২- আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী করীম [ﷺ]-এর তালবিয়ার মধ্যে একটি হলো: [লাব্বাইকা ইলাাহালহাক্ব] "হে প্রকৃত মাবুদ আমি তোমার ডাকে হাজির।"[২]

◆ **তালবিয়া পাঠের ফজিলত:**

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« مَـا مِـنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّي إِلَّا لَبَّى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ حَتَّـى تَنْقَطِعَ الْأَرْضُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا ». أخرجه الترمذي وابن ماحه.

সাহল ইবনে সা'দ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "কোন মুসলমান ব্যক্তি তালবিয়া পাঠ করলে তার ডান দিক ও বাম দিকের পাথর ও বৃক্ষ তার সাথে তালবিয়া পাঠ করতে থাকে, যা পৃথিবীর এদিক ওদিক পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়।"[৩]

◆ ইহরামকারীর পক্ষে বেশি বেশি তালবিয়া পাঠ করা সুন্নত। পুরুষ ও মহিলা স্বশব্দে তা পাঠ করবে যতক্ষণ না ফেতনার আশঙ্কা দেখা দেয়, কখনও তালবিয়া পাঠ করবে, কখনও "লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ"-এর জিকির করবে, আবার কখনও তকবির পড়বে।

[১]. বুখারী হাঃ নং ১৫৪৯, মুসলিম হাঃ নং ১১৮৪
[২]. হাদীসটি সহীহ, নাসায়ী হাঃ নং ২৭৫২ শব্দগুলো তারই, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ২৯২০
[৩]. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ৮২৮ শব্দ তারই, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ২৯১

◆ উমরার তালবিয়া তওয়াফ শুরু হওয়ার সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যাবে। আর হজ্বের তালবিয়া ঈদের দিন শেষ কঙ্কর বা পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে বন্ধ হবে।

◆ সাবালক ব্যক্তি যখন হজ্ব বা উমরার নিয়ত করবে তখন তা পূর্ণ করা তার উপর অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে নাবালকের পক্ষে তেমনটি নয়, কেননা সে শরীয়ত পালনের বাধ্য-বাধকতার আওতাধীন নয়। আর না ফরজ ওয়াজিব তার উপর বর্তায়।

◆ হাজী সাহেবের প্রতি যা করা ওয়াজিব:

হাজী সাহেব ও যারা হাজী না সবার উপর পুণ্যের কাজ করা ও পাপ বর্জন করা অপরিহার্য।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى ٱلْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا۟ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ ۚ وَٱتَّقُونِ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿١٩٧﴾ ﴾ البقرة: ١٩٧

"হজ্বের নির্দিষ্ট মাস রয়েছে। অতএব, যে ব্যক্তি এগুলোতে হজ্বকে অবধারিত করে নিবে সে যৌনাচার, পাপাচার ও বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হবে না। আর তোমরা যা কিছু ভাল কর তা আল্লাহ অবগত রয়েছেন। আর তোমরা পাথেয় অর্জন কর বস্তুত: সর্বোৎকৃষ্ট পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া। তোমরা আমাকে ভয় কর হে বুদ্ধিমান সমাজ।" [সূরা বাকারা: ১৯৭]

◆ ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ:

যেসব কার্যাদি ইহরাম অবস্থায় সম্পাদন করা নিষেধ সেগুলোকে 'মাহযূরাতুল ইহরাম' বলে।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ

فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنْ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ». متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল হে আল্লাহর রসূল [ﷺ] মুহরিম ব্যক্তি কি পোশাক পরতে পারবে? উত্তরে রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন: "সে পাঞ্জাবী, পাগড়ি, পায়জামা, টুপি ও মোজা পরতে পারবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি জুতা পাবে না সে মোজা পরবে তবে তার টাখনুর নিচ পর্যন্ত কেটে ফেলবে। আর এমন পোশাক পরবে না যাতে জাফরান বা সুগন্ধি লেগেছে।"[১]

◆ **নারী-পুরুষ প্রত্যেক মুহরিম ব্যক্তির উপর যা নিষিদ্ধ:**

১. মাথার চুল মুণ্ডানো বা ছোট করা।
২. হাত ও পায়ের নখ কাটা।
৩. পুরুষ ব্যক্তির পক্ষে মাথা ঢেকে রাখা।
৪. পুরুষ ব্যক্তির পক্ষে সেলাইকৃত পোশাক পরিধান করা, তা পূর্ণ শরীরের মাপে হোক যেমন: পাঞ্জাবী বা উপরিভাগের অর্ধেকের মাপে হোক যেমন: গেঞ্জী বা নিচের ভাগের অর্ধেকের মাপে হোক যেমন: হাতের ক্ষেত্রে হাত মোজা, পায়ের ক্ষেত্রে পা মোজা ও মাথার ক্ষেত্রে পাগড়ি, টুপি ইত্যাদি।
৫. শরীর বা পোশাকে যে কোন প্রকারে সুগন্ধি লাগানো।
৬. স্থলভাগের হালাল প্রাণী হত্যা করা বা শিকার করা।
৭. বিবাহ বন্ধন সম্পন্ন করা।
৮. মহিলার চেহারাকে নেকাব বা মুখাবরণ দ্বারা (যা চামড়ার সাথে লেগে থাকে) আবৃত করা ও হাতকে হাত মোজা দ্বারা ঢাকা।
৯. স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস: ইহা সবচেয়ে মারাত্মক নিষিদ্ধ কাজ। যদি প্রাথমিক পর্যায়ের হালালের পূর্বে হয়ে থাকে তবে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের হজ্ব বিনষ্ট হবে। এতে তারা পাপী সাব্যস্ত হবে। তাতে উট দ্বারা কাফফারা দিতে হবে। বাকি কাজ সম্পন্ন করবে এবং পরবর্তী বছর

[১]. বুখারী হাঃ নং ১৫৪২ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১১৭৭

তা কাজা করতে হবে। পক্ষান্তরে তা যদি দ্বিতীয় পর্যায়ের হালালের পূর্বে হয়ে থাকে তবে তার হজ্ব বিনষ্ট হবে না; কিন্তু সে পাপী হবে এবং তার উপর ফিদয়া (সহজ কাফফারা) ও গোসল ফরজ হবে।

১০. লজ্জাস্থান ছাড়া অন্য স্থানে ঘর্ষণ দ্বারা যদি বীর্য নির্গত করে ফেলে, তবে হজ্ব নষ্ট হবে না আর না তার ইহরাম নষ্ট হবে তবে সে পাপী সাব্যস্ত হবে। আর তার উপর ছাগল জবাই করার কাফফারা আরোপিত হবে।

◆ পুরুষের পক্ষে হাফ বা ফুল মোজাসহ ইহরাম বাধা বৈধ নয়। তবে যদি জুতা না পায় তাহলে উপর থেকে কেটে চামড়ার মোজা পরে নিবে। মোজা বলতে ওকেই বুঝায় যার দ্বারা পায়ের গিট ঢেকে যায়। আর মুহরিম মহিলার পক্ষে হাফ বা ফুল মোজা পরিধান করা বৈধ কিন্তু হাত মোজা মুহরিম নারী বা পুরুষ কেউ পরতে পারবে না। যেমন: ইতিপূর্বে উল্লেখ হয়েছে।

◆ নিষিদ্ধ কাজের ক্ষেত্রে মহিলা পুরুষের মতই, তবে সেলাইকৃত পোশাক ছাড়া। তাই সে শালীনতা বজায় রেখে যে কোন পোশাক পরতে পারবে। আর তার মাথা ঢাকবে ও পর পুরুষের উপস্থিতিতে চেহারার উপর উড়না টেনে দিবে। মুহরিম নারীদের জন্য অলংকার ব্যবহার করা বৈধ।

◆ প্রাথমিক পর্যায়ের হালাল হওয়ার পর হাজী ব্যক্তির পক্ষে স্ত্রী মিলন ব্যতীত সবকাজ বৈধ হয়ে যায়। আর তা অর্জন হয় শেষ জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপের মাধ্যমে। তবে যে ব্যক্তি পশু সাথে করে নিয়ে গিয়েছে তার হালাল হওয়া কঙ্কর নিক্ষেপের সাথে কুরবানি করার উপরও নির্ভরশীল।

◆ মুহরিমা নারীর যদি মাসিক ঋতু আরম্ভ হয় তার বিধান:

তামাত্তুকারিণী মহিলা যদি তওয়াফের পূর্বে ঋতুবতী হয়ে পড়ে এবং হজ্ব ছুটে যাওয়ার আশঙ্কাবোধ করে তবে সে হজ্বের নিয়ত করবে এবং কেরানকারিণীতে পরিণত হয়ে যাবে। তার মত ওজর গ্রস্তেরও একই অবস্থা হবে। মাসিক বা প্রসবোত্তর ঋতুবতী তওয়াফ ব্যতীত অন্য

সবকাজ করে যাবে। যদি তওয়াফ অবস্থায় (তামাত্তুকারিণী) মহিলার মাসিক এসে যায় তবে সে তওয়াফ থেকে বেরিয়ে পড়বে এবং হজ্বের নিয়ত করে কেরানকারিণীতে পরিণত হবে।

◆ মুহরিমের পক্ষে যেসব কাজ বৈধ:

মুহরিম ব্যক্তির পক্ষে চুতষ্পদ জন্তু, মুরগী ইত্যাদি যবেহ করা বৈধ। তেমনি সে কষ্টদায়ক আক্রমণ প্রবল প্রাণীকে হারামের ভিতরে ও বাহিরে হত্যা করতে পারবে। যেমন : সিংহ, খেঁকশিয়াল, চিতাবাঘ, সাপ, বিচ্ছু ও ইঁদুর। এ ছাড়া প্রত্যেক কষ্টদায়ক প্রাণী যেমন : টিকটিকি (একে প্রথম আঘাতে মেরে ফেলাই উত্তম) এবং তার পক্ষে জলভাগের প্রাণী শিকার ও আহার করা বৈধ।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَـٰعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾ ﴾ المائدة: ٩٦

"তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও উহা ভক্ষণ হালাল করা হয়েছে। তোমাদের ও পর্যটকদের ভোগের জন্য। তোমরা যতক্ষণ ইহরাম অবস্থায় থাকবে ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য হারাম। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যার নিকট তোমাদের একত্র করা হবে।"

[সূরা মায়িদা: ৯৬]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».متفق عليه.

২. আয়েশা [رضي الله عنها] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "পাঁচটি অবাধ্য প্রাণী যেগুলোকে হারামের এলাকায়ও হত্যা করা যাবে:

(১) বিচ্ছু (২) ইঁদুর (৩) চিল (৪) কাক (৫) আক্রমণকারী পশু যেমন: সিংহ, বাঘ ও কুকুর ইত্যাদি।"[১]

◆ মুহরিম ব্যক্তির পক্ষে ইহরামের কাপড় পরিধানের পর গোসল করা বা মাথা ও কাপড় ধোয়া বৈধ এবং তার পক্ষে কাপড় বদলানোও জায়েয। তার পক্ষে রূপার আংটি চোখের চশমা, কানের ইয়ার ফোন ও হাতে ঘড়ি পরা বৈধ। বেল্ট ও জুতা পরা বৈধ যদিও তা মেশিনে সেলাইকৃত হয়। তার পক্ষে ব্যথা বা অন্য কোন কারণবশতঃ শিঙ্গা লাগানো ও সুরমা ব্যবহার বৈধ।

◆ মুহরিম ব্যক্তির জন্য সুগন্ধ ফুলের ঘ্রাণ নেওয়া এবং তাবু, ছাতা, ছাদ ও গাড়ির ছায়া গ্রহণ বৈধ। মাথা চুলকানো বৈধ যদি তাতে চুল পড়েও যায়।

◆ যে ব্যক্তি কুরবানির নিয়ত করে সেই সাথে দশই যিলহজ্বের হজ্বও করছে সে ইহরামের পূর্বে শরীর (চামড়া) চুল ও নখের কিছুই যেন না কাটে, তবে তামাত্তু হজ্বকারী হলে মাথা মুণ্ডানো অথবা চুল ছোট করবে, কেননা মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছোট করা হজ্বের কাজের অন্তর্ভুক্ত।

◆ **মুহরিম ব্যক্তি মারা গেলে যা করণীয়:**

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا». متفق عليه.

ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী করীম [ﷺ]-এর সাথে আমরা মুহরিম অবস্থায় ছিলাম, এমনি সময় এক ব্যক্তি স্বীয় বাহন থেকে পড়ে ঘাড় মটকে মারা যায় । নবী [ﷺ] বললেন: "তাকে পানি ও কুল পাতা দ্বারা গোসল দাও এবং (ইহরামের) দুটি কাপড়েই কাফন

[১] .বুখারী হাঃ নং ১৮২৯ মুসলিম হাঃ নং ১১৯৮ শব্দ তারই

সেরে দাও। তার গায়ে সুগন্ধি লাগাবে না। আর মাথা ঢাকবে না; কেননা আল্লাহ তা'য়ালা তাকে কিয়ামত দিবসে তালবিয়াহ পাঠরত অবস্থায় উঠাবেন।"[১]

[১].বুখারী হাঃ নং ১২৬৭ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১২০৬

৪-ফিদয়া নামক (কাফ্‌ফারা)

◆ **ইহরাম অবস্থায় ফিদয়া সাপেক্ষ নিষিদ্ধ কাজগুলো চার প্রকার:**

১. যাতে মূলত কোন ফিদয়া প্রয়োজন হয় না যেমন : বিবাহ বন্ধন সম্পন্ন করা।

২. যাতে শক্ত কাফ্‌ফারা দিতে হয়ে যেমন: হজ্বে প্রাথমিক পর্যায়ের হালালের পূর্বেই স্ত্রী মিলন করা। এর কাফফারা উট জবাই করা।

৩. যাতে তার বদলা অথবা সমমানের প্রাণী জবাই করতে হয় যেমন : স্থল চরের প্রাণী শিকার করা।

৪. যাতে ফিদয়াতু আযা (সহজ কাফফারা) আসে। ইহা অন্যান্য নিষিদ্ধ কাজগুলোতে যেমন : চুল মুণ্ডানো, সুগন্ধি ব্যবহার ইত্যাদি।

◆ যে ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে অথবা ওজরগ্রস্ত হয়ে স্ত্রী মিলন ছাড়া পূর্বে উল্লিখিত যে কোন নিষিদ্ধ কাজ করবে যেমন : মাথার চুল মুণ্ডানো, সেলাইকৃত কাপড় পরিধান ইত্যাদি তাহলে তার পক্ষে তা বৈধ হবে এবং তার উপর ছাগল জবাই করার কাফ্‌ফারা বর্তাবে।

◆ **সহজ কাফ্‌ফারায় তিনটির যে কোন একটি গ্রহণের সুযোগ রয়েছে:**

১. তিন দিন রোজা রাখা।

২. ছয়জন মিসকিনকে খাবার দান, প্রত্যেক মিসকিন প্রতি আধা সা' তথা ১ কেজি ২০ গ্রাম গম, চাল, খেজুর ইত্যাদি অথবা প্রত্যেক মিসকিন প্রতি প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী খাবার খাওয়ানো।

৩. একটি ছাগল জবাই করা।

আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ البقرة: ١٩٦

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অসুস্থ হবে অথবা তার মাথায় কষ্টদায়ক কীট দেখা দিবে তাকে রোজা, সাদকা, অথবা কুরবানি দ্বারা ফিদয়া দিতে হবে।" [সূরা বাকারা: ১৯৬]

◆ রোজা যে কোন জায়গায় রাখলেই যথেষ্ট হবে তবে খাবার দান ও জবাই করা কেবল মক্কার (হারামের এলাকায়) ফকিরদের মাঝেই হতে হবে।

◆ ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ যে করবে তার বিধান:

যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ কোন কাজ অজান্তে, ভুলে অথবা বাধ্য হয়ে করে ফেলবে তার কোন পাপ নেই। আর না কোন ফিদয়া আছে। তবে তাকে তাৎক্ষণিক উহা পরিহার করতে হবে। আর যে ব্যক্তি প্রয়োজনে ইচ্ছাপূর্বক এসব করবে তার পাপ নেই তবে ফিদয়া আছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন ওজর ছাড়াই ইচ্ছাকৃত এসব কাজ করবে তার উপর পাপসহ ফিদয়া বর্তাবে।

◆ স্থলচর প্রাণী শিকার করার ফিদয়া:

যে ব্যক্তি মুহরিম অবস্থায় ইচ্ছাকৃত কোন স্থলচর প্রাণী শিকার করবে, সেক্ষেত্রে যদি তার সমান কোন প্রাণী থাকে তাহলে তাই জবাই করে হারামের (মক্কার) মিসকিনদের খাওয়াবে। অথবা এর মূল্য ধরে তা দ্বারা খাবার ক্রয় করে মিসকিনদেরকে খাওয়াবে। প্রত্যেক মিসকিন প্রতি আধা সা' প্রায় ১কেজি ২০গ্রাম অথবা প্রত্যেক মিসকিনের খাবারের পরিবর্তে একদিন ক'রে রোজা রাখবে। তবে যদি এর সমান কোন প্রাণী না থাকে, তাহলে তার মূল্য ধরে খাবার দিবে, অথবা এর পরিবর্তে রোজা রাখবে।

আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآءٞ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحۡكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ هَدۡيَۢا بَٰلِغَ ٱلۡكَعۡبَةِ أَوۡ كَفَّٰرَةٞ طَعَامُ مَسَٰكِينَ

أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا ﴿٩٥﴾ ﴾ المائدة: ٩٥

“হে মুমিন সম্প্রদায়! তোমরা ইহরাম অবস্থায় স্থল প্রাণী শিকার করো না, তোমাদের মধ্যকার যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক উহা হত্যা করবে তার বদলা দেয়া ওয়াজিব হবে যা হত্যাকৃত পশুর সমতুল্য। উক্ত সিদ্ধান্ত তোমাদের মধ্যেকার দু’জন বিশ্বস্ত ব্যক্তি গ্রহণ করবে, তা হবে এমন প্রাণী যা কা‘বা পর্যন্ত পৌঁছাবে, অথবা কাফফারা স্বরূপ (প্রাণীর মূল্য ধরে) মিসকিনদের খাবার দিবে, না হয় এর পরিমাণে রোজা রাখবে।” [সূরা মায়িদা: ৯৫]

◆ হজ্ব ও উমারায় স্ত্রী সহবাস করলে তার ফিদয়া:

১. হজ্বের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ের হালালের পূর্বে স্ত্রী মিলন করলে তার ফিদয়া হবে উট দ্বারা। আর যদি তার সামর্থ্য না থাকে তবে হজ্ব সফরে তিন দিন এবং বাড়িতে ফিরে সাত দিন রোজা রাখবে। আর যদি তা প্রাথমিক পর্যায়ের হালালের পরে হয়ে থাকে, তবে সহজ কাফফারা প্রযোজ্য হবে। এক্ষত্রে মহিলা পুরুষের মতই হবে। কিন্তু যদি সে বাধ্যকৃত হয়ে থাকে তাহলে এমনটি হবে না।

২. যে ব্যক্তি উমরা আদায় কালে সা‘য়ী অথবা চুল কাটার পূর্বে স্বীয় স্ত্রীর সাথে মিলনে লিপ্ত হবে তার উপর সহজ ফিদয়া (কাফফারা) বর্তাবে।

◆ হারাম শরীফের এরিয়ার গাছ কাটা ও শিকার হত্যা করার বিধান:

মুহরিম ও যে মুহরিম না সবার উপর হারামে মক্কীর ইযখির ঘাস ও মানুষের আবাদী ফসলাদি ছাড়া বৃক্ষ ও ঘাস উপড়ানো হারাম। কিন্তু উক্ত কাজের উপর কোন ফিদয়া (কাফফারা) বর্তাবে না। হারামের এলাকায় শিকার জবাই করাও হারাম। যে করবে তার উপর ফিদয়া ওয়াজিব হবে। মদীনার শিকার ও বৃক্ষ কর্তন হারাম। তবে তাতে ফিদয়া নেই; কিন্তু শিকারকারীকে ভীতি প্রদর্শন মূলক শাস্তি প্রদান করা হবে এবং সে পাপী বলে গণ্য হবে। এর ঘাস থেকে পশুর প্রয়োজনীয় খাবার গ্রহণ করা চলবে। পৃথিবীতে মক্কা-মদীনা ছাড়া আর হারাম শরীফ বলতে কোন স্থান নেই।

◆ **মদীনার হারামের এরিয়া:**

পূর্ব দিক থেকে পূর্ব সমতল আবাসিক এলাকা, পশ্চিম দিক থেকে পশ্চিম সমতল আবাসিক এলাকা। উত্তর দিক থেকে উহুদ পাহাড়ের পিছনে অবস্থিত সাওর নামক পাহাড়, দক্ষিণ দিক থেকে 'ইর নামক পাহাড় যার উত্তর পার্শ্বে আক্বীক উপত্যকা অবস্থিত।

◆ **একই ধরণের নিষিদ্ধ কাজ বারবার করলে তার বিধান:**

যে ব্যক্তি একই ধরণের নিষিদ্ধ কাজ একাধিকবার করে ফেলে এবং কোনটার ফিদয়া (জরিমানা) আদায় না করে থাকে সে একটি মাত্র ফিদয়া দিবে। কিন্তু শিকারের ব্যাপার এর বিপরীত। একাধিকবার নিষিদ্ধ কাজ যেমন: মাথা মুণ্ডান এবং সুগন্ধি ব্যবহার ইত্যাদি প্রত্যেক প্রকারের জন্য পৃথক জরিমানা আদায় করতে হবে।

◆ ইহরাম অবস্থায় বিবাহ বন্ধন হারাম, করলেও তা বিশুদ্ধ হবে না। আর এতে কোন জরিমানা নেই। তবে তালাকে রাজ'য়ীর স্ত্রী ফেরত নেয়া চলবে।

◆ যে ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় কোন ওয়াজিব ছেড়ে দিবে তার উপর জরিমানা বর্তাবে।

◆ **কার উপর হাদি ওয়াজিব:**

তামাত্তু ও কেরান হজ্বকারীর উপর পশু জবাই করা ফরজ। যদি তারা মসজিদে হারামের প্রতিবেশি না হয়। আর হাদির পশু হচ্ছে: ছাগল না হয় একটি গরু কিংবা উটের সাত ভাগের এক ভাগ। যে ব্যক্তি হাদির পশু পাবে না অথবা অপারগ হবে সে দশটি রোজা পালন করবে। ৩টি হজ্বের সফরে আরাফার দিনের পূর্বে অথবা পরে শেষটি ১৩তারিখের মধ্যেই হওয়াই উত্তম। আর অবশিষ্ট ৭টি বাড়ি ফেরার পর রাখবে। মুফরিদ ব্যক্তির জন্য কোন পশু জবাই করা লাগবে না।

আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

﴿ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِۚ

وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾ البقرة: ١٩٦

"যে ব্যক্তি হজ্বের সাথে উমরাকে মিলিয়ে আদায় করবে তার পক্ষে সাধ্যমত হাদি জবাই করা উচিত। আর যার সামর্থ নাই সে হজ্বে ৩টি এবং ৭টি বাড়ি ফেরার পর রোজা রাখবে, এই মোট পূর্ণ ১০টি রোজা। এ হচ্ছে সে ব্যক্তির পক্ষে যার বাসস্থান মসজিদে হারামের পাদদেশে নয়। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর আর জেনে রাখ যে, অবশ্যই আল্লাহ কঠিন শাস্তি দাতা।" [সূরা বাকারা: ১৯৬]

◆ হজ্বের ক্ষেত্রে সব ধরনের পশু জবাই ও খাবার এবং বণ্টন সবই হারাম এরিয়ার মিসকিনদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কষ্টের ফিদয়া বা (সেলাইযুক্ত) জামা পরিধান ইত্যাদির ফিদয়া সেখানেই দান করা চলবে যে স্থানে কারণ দেখা দিবে। হারাম এরিয়ায় শিকারের বদলা হারামেই দিবে। আর রোজা যে কোন স্থানে রাখলেই চলবে।

◆ তামাত্তু ও কেরান হজ্বের হাদির পশুর গোশত নিজে খাওয়া, অন্যকে হাদিয়া দেয়া ও হারামের মিসকিনদের খাওয়ানো সুন্নত।

◆ হজ্বে বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপর সাধ্যমত পশু জবাই করা ওয়াজিব। অত:পর সে মাথা মুণ্ডাবে। কিন্তু যদি পশু না পায় তবে এমনিতেই হালাল হয়ে যাবে তাতে তার উপর কিছু জরুরি হবে না।

◆ **যে শিকারের অনুরূপ প্রাণী আছে আর যে শিকারের অনুরূপ প্রাণী নেই তার বিধান:**

১. যে শিকারের অনুরূপ প্রাণী আছে যেমন : উট পাখী তাতে একটি উষ্ট্রী দিতে হবে। আর বন্য গাধা, বন্য গাভী, পাহাড়ী ছাগল ও পুরুষ হরিণ হলে তাতে গাভী দিতে হবে। হায়নাতে মেষ বা ভেড়া, হরিণীতে ছাগল, যব্ তথা সান্ডাতে ছোট ছাগলের বাচ্চা, জংলী ইঁদুরে বড় ছাগলের বাচ্চা, খরগোশে ছাগলের মেয়ে বাচ্চা, কবুতর ও তার অনুরূপে একটি ছাগল। এ ছাড়া অন্য কিছু হলে দু'জন ন্যায়পরায়ণ অভিজ্ঞ ব্যক্তি যা ফয়সালা করবেন তাই করতে হবে।

২. যে শিকারের অনুরূপ প্রাণী নেই তার মূল্য নির্ণয় করে টাকা দ্বারা খাদ্য ক্রয় করে প্রত্যেক মিসকিনকে এক মুদ (৬২৫ গ্রাম) করে দান করবে অথবা মুদের সংখ্যানুপাতে রোজা রাখবে।

◆ হজ্বের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার দমঃ

১. তামাত্তু ও কেরানের দম। এ থেকে হাজী সাহেব নিজে খাবেন, অন্যদেরকে হাদিয়া দিবেন ও ফকির-মিসকিনদের খাওয়াবেন।

২. ফিদয়া মূলক দম। যে ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় কোন নিষিদ্ধ কাজ করে ফেলে যেমন : মাথার চুল মুণ্ডানো, সেলাইযুক্ত কোন পোশাক পরিধান করা ইত্যাদি।

৩. স্থলভাগের কোন শিকারী হত্যার বদলা হিসেবে প্রাণী জবাই করা।

৪. শর্ত করেনি এমন ব্যক্তি হজ্বের কার্যাদি অথবা কা'বা ঘরে প্রবেশ থেকে বাধাপ্রাপ্ত হলে তার দম।

৫. ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার পূর্বে স্ত্রী মিলন করার জন্য দম।

শেষোক্ত চার প্রকার দম থেকে হাজী সাহেব নিজে খাবেন না বরং জবাই করে মক্কার (হারামের এরিয়ায় অবস্থিত) ফকিরদের মাঝে বিতরণ করে দিবেন।

◆ হারামের বাহিরে গোশ্‌ত পাঠানোর বিধানঃ

হাজী ব্যক্তির জবাই তিন প্রকারের হয়ে থাকে:

১. তামাত্তু ও কেরান হজ্বের হাদি এটা হারামের এরিয়ায় জবাই করে নিজে খাবে, ফকিরদের খাওয়াবে এবং চাইলে তা বাইরেও পাঠাতে পারবে।

২. শিকার, কষ্ট, ওয়াজিব ত্যাগ কিংবা নিষিদ্ধ কাজ করার বদলে যা হারাম এরিয়ায় জবাই করা হবে তার সবটুকু হারাম এরিয়ার ফকিরদের জন্য, এ থেকে হাজী সাহেব নিজেও খেতে পারবেন না।

৩. হারাম এরিয়ার বাইরে যা জবাই করা হয় যেমনঃ বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির ফিদয়া অথবা শিকারের বদলা অন্য কোন কারণবশতঃ জবাইকৃত প্রাণীর

মাংস, এটা জবাই এর স্থানে বা অন্য যে কোন স্থানে বিতরণ করা যাবে; কিন্তু হাজী সাহেব তা থেকে খাবেন না।

৫- হজ্বের প্রকারসমূহ

◆ **হজ্ব তিন প্রকার:**

(১) তামাত্তু (২) কেরান (৩) ইফরাদ।

১. হজ্বে তামাত্তুর পদ্ধতি:

হজ্বের মাসসমূহে উমরার নিয়ত করে তা সম্পন্ন করা। অত:পর উক্ত বছরে মক্কা অথবা তৎ পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে হজ্বের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধা। উমরার সময় বলবে:

اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ عُمْرَةً

[আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা উমরাহ]

"হে আল্লাহ! উমরার উদ্দেশ্যে তোমার ডাকে হাজির।"

২. হজ্বে কেরানের পদ্ধতি:

একই সাথে উমরা ও হজ্বের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধা। অথবা প্রথমে হজ্বের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধবে। অত:পর তার সাথে উমরাকে জড়িয়ে দিবে। এর শুরুতে বলবে:

اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا

[আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা উমরাতান ওয়া হাজ্জান]

"হে আল্লাহ! উমরা ও হজ্বের উদ্দেশ্যে তোমার ডাকে হাজির।"

ওজরগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে তওয়াফ শুরু করার পূর্ব মুহূর্তে উমরাকে হজ্বের সাথে জড়ানো বৈধ। যেমন : মাসিক দ্বারা আক্রান্ত মহিলা।

৩. হজ্বে ইফরাদের পদ্ধতি:

শুধুমাত্র হজ্বের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধা। শুরুতে বলবে:

اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ حَجًّا

[আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা হাজ্জান]

"হে আল্লাহ! হজ্বের উদ্দেশ্যে তোমার ডাকে হাজির"

বস্তুত: কেরানকারীর কাজ প্রায় ইফরাদকারীর মতই তবে কেরানকারীর জন্য হাদি জবাই করতে হয়। পক্ষান্তরে ইফরাদকারীকে পশু জবাই করতে হয় না। কেরান, ইফরাদ অপেক্ষা উত্তম আর তামাত্তু উভয়টি অপেক্ষা উত্তম।

◆ সর্বোত্তম হজ্ব:

প্রত্যেক হাজীর জন্য তামাত্তু হজ্ব করাই উত্তম। এটাই সর্বোত্তম ও সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ হজ্ব; কেননা এর জন্যই নবী [ﷺ] স্বীয় সাহাবাগণকে নির্দেশ দেন এবং বিদায় হজ্বে উমরা করে হালাল হওয়ার জন্য তাদেরকে কড়া নির্দেশ দেন। কেবল হাদির পশু সাথে নেয়া ব্যক্তি এ থেকে বাদ পড়ে। বস্তুত: তামাত্তু হচ্ছে সর্বাপেক্ষা সহজতর এবং আমলের দিক থেকে বেশি।

◆ কোন ব্যক্তি যখন কেরান অথবা ইফরাদের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধবে তখন তার পক্ষে উক্ত হজ্বকে উমরায় রূপান্তর করা উত্তম, যাতে করে তার হজ্বটি তামাত্তুতে পরিণত হয়ে যায়। পরিবর্তন তওয়াফ ও সা'য়ীর পরে করলে চলবে, এর জন্য শর্ত সাথে হাদির পশু না থাকা। উমরা শেষে নবী করীম [দ:]-এর নির্দেশ অনুযায়ী চুল ছোট করে হালাল হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সাথে করে হাদির পশু নিয়ে এসেছে সে ইহরাম অবস্থায় থেকেই যাবে। দশ তারিখে কঙ্কর মারা পর্যন্ত সে হালাল হবে না।

◆ মক্কায় প্রবেশের নিয়ম:

মুসলিম ব্যক্তি যখন হজ্ব অথবা উমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধবে তখন তালবিয়া পড়তে পড়তে মক্কার পানে চলবে। মক্কায় উঁচু পথ দিয়ে প্রবেশ করা সহজ হলে তাই করা সুন্নত। ঠিক তেমনি সহজ সাধ্য হলে গোসল করে নেয়াও ভাল। মসজিদে হারামের যে কোন দিক থেকে প্রবেশ করতে পারে। প্রবেশকালে ডান পা আগে রাখবে এবং মসজিদে প্রবেশের দোয়া পাঠ করবে:

«اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ». أخرجه مسلم.

[আল্লাহুম্মাফতাহ লী আবওয়্যাবা রাহমাতিক্]

"হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দাও।"[১]

আরও বলবে:

« أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ». أخرجه أبو داود.

[আ'উযু বিল্লাহিল 'আযীম, ওয়াবিওয়াজহিহিল কারীম, ওয়াসুলত্ব–নিহিল ক্বদীম, মিনাশ শাইত্ব–নির রজীম]

"মহান আল্লাহর সাহায্যে আশ্রয় চাচ্ছি, আরো আশ্রয় চাচ্ছি তাঁর সম্মানী চেহারার ও আদি বাদশাহীর সাহায্যে বিতাড়িত শয়তান থেকে।"[২]

◆ মসজিদে হারামে প্রবেশ করে কি করবে:

১. মসজিদে হারামে প্রবেশ মাত্রই তওয়াফ শুরু করবে, তবে ফরজ নামাযের সময় হয়ে গেলে প্রথমে তা আদায় করে নিবে অত:পর তওয়াফ করবে।

২. উমরাকারী শুধু উমরার কাজ আরম্ভ করবে। আর তামাত্তু হজ্বকারী উমরার কাজ শুরু করবে উমরার তওয়াফের মাধ্যমে। পক্ষান্তরে কেরান ও ইফরাদকারী তাদের কাজ শুরু করবে আগমনী তওয়াফের দ্বারা যা তাদের পক্ষে সুন্নত মাত্র ফরজ-ওয়াজিব নয়।

◆ হজ্ব বা উমরা হতে হালাল হওয়ার অবস্থাসমূহ:

ইহরাম থেকে হালাল (মুক্ত) হওয়ার পথ এই যে, হয় হজ্বের কাজ সম্পূর্ণ ভাবে শেষ হবে, অথবা শর্ত করে থাকলে ওজরগ্রস্ত হয়ে পড়বে অথবা বাধাপ্রাপ্ত হবে।

---

[১]. মুসলিম হা: নং ৭১৩

[২] .হাদীসটি সহীহ, আবূ দাঊদ হাঃ নং ৪৬৬

৬-উমরার অর্থ ও বিধান

◆ **উমরার (পারিভাষিক) অর্থঃ** আল্লাহর ঘর তওয়াফ, সাফা-মারওয়ার মাঝখানে সা'য়ী ও মাথা মুণ্ডান কিংবা চুল ছোট করার মাধ্যমে আল্লাহর উদ্দেশ্যে এবাদতে নিবেদিত হওয়া।

◆ **উমরার বিধানঃ**

সঠিক মতে উমরা জীবনে একবার ফরজ। আর তা বছরের যে কোন সময় পালন করা সুন্নত। তবে হজ্বের মাসগুলোতে এটা পালন করা অন্য সবমাস অপেক্ষা শ্রেয়। আর রমজান মাসে তা পালন করা হজ্বের সমতুল্য।

◆ **নবী [ﷺ]-এর উমরার সংখ্যাঃ**

নবী করীম [ﷺ] চারটি উমরা সম্পদন করেছেন। সবগুলো হজ্বের মাসসমূহে পালন করেছেন। এসব উমরার একটি হুদায়বিয়ার উমরা, দ্বিতীয়টি ক্বাযা উমরা, তৃতীয়টি জি'রানার উমরা নামে পরিচিত। আর সর্বশেষটি তিনি তাঁর হজ্বের সাথে পালন করেন।

◆ **উমরার রোকনসমূহঃ**

(১) ইহরাম বাঁধা (২) কা'বা ঘরের তওয়াফ করা (৩) সাফা-মারওয়ার মাঝে সা'য়ী করা।

◆ **উমরার ওয়াজিবসমূহঃ**

(১) মীক্বাত থেকে ইহরাম বাঁধা। (২) মাথা মুণ্ডানো কিংবা চুল ছোট করা।

◆ **তওয়াফ সহীহ হওয়ার জন্য শর্তসমূহঃ**

নিয়ত করা, বড় অপবিত্রা হতে পাক হওয়া, সতর ঢাকা, সাত চক্কর দেওয়া, হাজরে আসওয়াদ হতে আরম্ভ করে সেখানেই শেষ করা, সমস্ত ঘরের তওয়াফ করা, ঘরকে বাম দিকে রেখে তওয়াফ করা এবং কোন ওজর ছাড়া পরস্পর বিরতিহীন সাতটি তওয়াফ করা।

৭- উমরার বর্ণনা

◆ **নবী [ﷺ]-এর উমরার পদ্ধতি:**

উমরা করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি মীক্বাত থেকে ইহরাম বাঁধবে যদি সে মীক্বাত দিয়ে অতিক্রমকারী হয়ে থাকে। তবে যে ব্যক্তি মীক্বাতের ভিতরে বাস করে সে নিজ স্থান থেকে ইহরাম বাঁধবে। আর যদি সে মক্কাবাসী হয় তবে সে হারাম এরিয়ার বাহিরে বের হবে যেমন : তান'ঈম (আয়েশা মসজিদ) সেখান থেকে ইহরাম বাঁধবে। রাতে হোক আর দিনে হোক মক্কায় প্রবেশকালে সহজ সাধ্য হলে উঁচু রাস্তা দিয়ে গমন করা ও নিচু রাস্তা দিয়ে ফেরত আসা মুস্তাহাব-উত্তম।

◆ যখন মক্কায় পৌঁছবে তখন পবিত্র অবস্থায় তালবিয়া পাঠ করতে করতে মসজিদে প্রবেশ করবে। মসজিদে প্রবেশের পূর্বে তালবিয়া পাঠ করা বন্ধ করবে। আর কা'বা ঘরের তওয়াফ শুরু করার পূর্বে ইযতিবা করা সুন্নাত। ইযতিবা হলো: ডান কাঁধ খোলা রেখে চাদরের মধ্যভাগ ডান কাঁধের নিচে দিয়ে উভয় পার্শ্বকে বাম কাঁধের উপর রাখা। আরোও সুন্নাত হচ্ছে রামাল করা। রামাল হচ্ছে: হাজরে আসওয়াদ থেকে শুরু করে আবার হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত প্রথম তিন তওয়াফে শক্তি ও ছোট ছোট পদে দ্রুত চলা। পরবর্তী চারটি তওয়াফে স্বাভাবিক ভাবে চলবে। বস্তুত: উপরোক্ত ইযতিবা ও রামাল কেবল মাত্র পুরুষদের জন্য ও আগমনী তওয়াফে প্রযোজ্য, বাকি আর কোন তওয়াফে করা চলবে না।

◆ যখনই হাজরে আসওয়াদের বরাবর হবে তখনই তার প্রতি মুখ করবে, তাকে হাত দ্বারা স্পর্শ করবে ও মুখ দ্বারা চুম্বন করবে। যদি তা সম্ভবপর না হয়, তবে তার উপর ডান হাত বুলিয়ে তাতেই চুমা খাবে, যদি তাও সম্ভবপর না হয়, তাহলে কাঠি বা লাঠি জাতীয় হাতে থাকলে তা দ্বারা স্পর্শ করে তাতে চুম্বন খাবে, যদি তাও সম্ভব না হয়, তবে হাত দ্বারা ইশারা করবে মাত্র। তাতে চুম্বন করবে না। আর যখন হাজরে আসওয়াদের বরাবর হবে তখন বলবে: 'আল্লাহু

আকবার'। তবে প্রথম বারে 'বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার' বলবে। প্রত্যেক তওয়াফে একবার করে তকবির বলবে। এ ছাড়া তওয়াফের সময় নিজ ইচ্ছা অনুসারে শরয়ী যে কোন দোয়া, আল্লাহর জিকির, কুরআন তেলাওয়াত ও তওহীদের কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়বে।

◆ যখন রোকনে ইয়ামেনী দিয়ে অতিক্রম করবে তখন প্রত্যেক তওয়াফে চুম্বন ছাড়াই তাকে ডান হাত দ্বারা স্পর্শ করবে। তবে তকবির বলবে না। আর যদি স্পর্শ করা কঠিন হয় তবে কোন তকবির ও ইশারা ছাড়াই অতিক্রম করে যাবে। রোকনে ইয়ামেনী ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে বলবে:

﴿ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٢٠١ ﴾
البقرة: ٢٠١

[রব্বানাা আাতিনাা ফিদ্দুনয়াা হাসানাহ্, ওয়াফিল আাখিরতি হাসানাহ্, ওয়াক্বিনাা 'আযাাবান্নাার]

"হে আমাদের প্রতিপালক তুমি আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দাও এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি দান করুন।" [বাকারা:২০১]

হাজী সাহেব কা'বা ঘর ও হিজরে ইসমাঈলের বাহির দিয়ে সাতটি তওয়াফ সম্পন্ন করবেন। আর যখনই হাজরে আসওয়াদের বরাবর হবেন তখন স্পর্শ করবেন ও চুম্বন খাবেন। সম্ভব হলে ইহা প্রতিটি তওয়াফে করবেন। তবে শামী রোকনদ্বয়ে ইহা করবেন না। দরজা ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যভাগে কা'বা ঘরের দরজা জড়িয়ে ধরা বৈধ। তওয়াফে কুদূম তথা মক্কায় পৌঁছে প্রথম তওয়াফ বা বিদায়ী তওয়াফ শেষে অথবা অন্য সময় সম্ভব হলে কা'বা ঘরের দরজা ধরে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবেন।

◆ যখন তওয়াফ শেষ করবেন তখন ডান কাঁধ ঢেকে ফেলবেন এবং মাকামে ইবরাহীমের দিকে অগ্রসর হবেন এবং এই আয়াত পাঠ করবেন:

﴿ وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبۡرَٰهِـۧمَ مُصَلّٗىۖ ١٢٥ ﴾ البقرة: ١٢٥

[ওয়াত্তাখিযু মিম্মাক্ব–মি ইবরাাহীমা মুসল্লাা]

"আর তোমরা মাকামে ইবরাহীমে নামাজের স্থান গ্রহণ কর।"

[সূরা বাকারা: ১২৫]

- অত:পর সহজ সাধ্য হলে মাকামে ইবরাহীম এর পিছনে হালকা করে দু'রাকাত নামাজ পড়ে নিবেন। তা না হলে মসজিদে হারামের যে কোন স্থানে পড়বেন। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহা ও সূরা কাফেরূন এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতেহা ও সূরা এখলাস পাঠ করা সুন্নত। সালাম ফিরিয়ে সরে যাবেন। নামাজ শেষে দোয়া করা শরীয়ত সম্মত নয়। ঠিক তেমনি ভাবে মাকামে ইবরাহীমেও দোয়া করা শরীয়ত সম্মত নয়।
- সালাত শেষে জমজমের পানির নিকট গিয়ে ইচ্ছা করলে তা পান করবেন। ইহা পানকারীর জন্য আহার এবং পীড়িত ব্যক্তির জন্যে আরোগ্য। অত:পর সম্ভভ হলে আবার হাজরে আসওয়াদে এসে তাকে চুম্বন করবেন।
- অত:পর সাফার উদ্দেশ্যে বের হবেন এবং তার নিকটবর্তী হলে এই আয়াত পাঠ করা সুন্নত:

﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِۖ فَمَنۡ حَجَّ ٱلۡبَيۡتَ أَوِ ٱعۡتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَاۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ١٥٨ ﴾ البقرة: ١٥٨

[ইন্নাস্‌সফাা ওয়ালমারওয়াতা মিন শা'আায়িরিল্লাহ, ফামান হাজ্জালবাইতা আবি'তামারা ফালাা জুনাাহা 'আলাইহি আয়াঁত্তাওওয়াফা বিহিমাা, ওয়ামান তাত্বওও'য়া খাইরান ফাইন্নাল্লাহা শাাকিরুন 'আলীম]

"নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নির্দশনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে কেউ কা'বা ঘরের হজ্ব কিংবা উমরা সম্পন্ন করে তার জন্য উক্ত দু'টির

মধ্যে সা'য়ী করতে কোন অপরাধ নেই। যে ব্যক্তি স্বত:স্ফূর্তভাবে সৎকাজ করবে আল্লাহ তো পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।" [সূরা বাকারা: ১৫৮]

◆ আর বলবে আল্লাহ যা দ্বারা (আয়াতে) শুরু করেছেন আমি তা দ্বারা শুরু করছি। যখন সাফা পাহাড়ে আরোহণ করবে এবং কা'বা ঘর অবলোকন করবে, তখন কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে।

এমতাবস্থায় জিকির ও দোয়ার উদ্দেশ্যে হাত দু'খানা উঠাবে, আল্লাহর একত্ববাদ ও বড়ত্ব প্রকাশ করবে এই বলে:

« لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَـيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ».

[লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাা শারীকা লাহ্, লাহুলমুলকু ওয়ালাহুল হামদ, ওয়াহুওয়া 'আলাা কুল্লি শাইয়ন ক্বদীর, লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহ, আনজাজা ওয়া'দাহ, ওয়ানাসরা 'আব্দাহ, ওয়াহাজামাল আহজাাবা ওয়াহদাহ]

"আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোন মাবুদ নেই, তাঁর কোন শরিক নেই, রাজত্ব তারই এবং তারই জন্য সকল প্রশংসা। আর তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোন মাবুদ নেই, তিনি একক, যিনি স্বীয় অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন। আপন বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই শত্রুপক্ষকে পরাস্ত করেছেন।"[১]

◆ অত:পর সাফা থেকে মারওয়ার দিকে বিনয়ী ও নম্রভাবে রওয়ানা করবে এবং তথায় জিকির ও দোয়া সাফার নিয়মে তিন তিনবার করে করতে থাকবে। অত:পর মারওয়া থেকে অবতরণ করে হাটার স্থানে হাটবে এবং দৌড়ার স্থানে দৌড়াবে। এমনিভাবে সাতবার তা সম্পাদন করবে। গমনকে একটি ও প্রত্যাবর্তনকে আরেকটি গণনা করবে। সাফা থেকে শুরু করবে ও মারওয়াতে শেষ করবে। সা'য়ীর উদ্দেশ্যে ওযু ও একের পর এক সাতটি সা'য়ী করা সুন্নত।

[১] .বুখারী হাঃ নং ৪১১৪ মুসলিম হাঃ নং ১২১৮ শব্দ তারই

◆ **তওয়াফ ও সা'য়ীর মাঝে বিরতি না করা সুন্নতঃ**

সা'য়ী শেষ হলে মাথা মুণ্ডাবে। আর মুণ্ডানোই উত্তম। অথবা চুল ছোট করবে তবে পূর্ণ মাথা থেকে তা করা চাই। মহিলারা অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পরিমাণ চুল কাটবে। এর মাধ্যমে উমরা পূর্ণ হবে এবং ইহরাম অবস্থায় তার জন্য যা হারাম ছিল তা হালাল হয়ে যাবে যেমন : পোশাক, সুগন্ধি ও বিবাহ ইত্যাদি।

◆ তওয়াফ ও সা'য়ীতে মহিলা পুরুষের ন্যায়, তবে পার্থক্য এই যে, সে তওয়াফ ও সা'য়ীতে দ্রুত পদে চলবে না এবং ইযতিবাও করবে না।

◆ **উমরার ইহরাম বাঁধা অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করলে তার বিধানঃ**

যখন কোন ব্যক্তি উমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধার পর স্ত্রীর সাথে মিলন করবে তখন সে উমরার কাজ পূর্ণ করবে এবং পরে তা কাজা করে নিবে। কারণ সে মিলনের মাধ্যমে উমরাকে বিনষ্ট করে ফেলেছে। তবে যদি তওয়াফ ও সা'য়ীর পরে আর মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছোট করার পূর্বে মিলন করে থাকে তবে তার উমরা বিনষ্ট হবে না। কিন্তু তার উপর (পূর্বে বর্ণিত) 'আযা' নামক ফিদয়া বর্তাবে।

◆ তামাত্তুকারী হাজীর হজ্ব ও উমরার সময় কাছাকাছি হলে উমরাতে চুল ছোট করা ও হজ্বে মাথা মুণ্ডানো মুস্তাহাব-উত্তম।

◆ নামাজের উদ্দেশ্যে একামত হয়ে গেলে তওয়াফ বা সা'য়ী অবস্থায় থাকলে সে নামাজে অংশ নিবে। অত:পর সালাত শেষ হলে যে পর্যন্ত হয়ে ছিল সেখান থেকে বাকি অংশ পূর্ণ করে নিবে, তওয়াফের শুরুতে ফিরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

◆ **হাজরে আসওয়াদকে চুমা দেওয়ার বিধানঃ**

হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করা, স্পর্শ করা, তার প্রতি ইশারা করা ও আল্লাহু আকবার বলা সবই মুস্তাহাব কাজ। তাই যার উপর এ সবের কোন একটা কঠিন হবে সে তা পরিত্যাগ করে অতিক্রম করবে।

◆ তওয়াফকালে ও তওয়াফ এবং সা'য়ীর মধ্যভাগে যার জন্য সহজ সাধ্য হবে হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন ও স্পর্শ করা সুন্নত; কিন্তু ভীড়

ও অন্যান্য তওয়াফকারীদের কষ্ট দেয়া অবস্থায় তা বৈধ নয়; বরং তা পরিত্যাগ করাই উত্তম। বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে, কেননা স্পর্শ করা ও চুম্বন দেয়া মুস্তাহাব কাজ, এর জন্য হারাম কাজে পতিত হওয়া বৈধ নয়।

◆ হাজরে আসওয়াদের মূল পরিচিতি এই যে, সে জান্নাত থেকে বরফ অপেক্ষা সাদা অবস্থায় অবতরণ করেছিল। তবে আদম সন্তানের পাপে কালো রূপ ধারণ করেছে। জাহেলী যুগের অপবিত্রতা তাকে স্পর্শ না করলে তাকে যে কোন রোগ-ব্যাধিগ্রস্ত লোক স্পর্শ করা মাত্রই আরোগ্য লাভ করত। দুনিয়াতে সে ব্যতীত জান্নাতী আর কোন বস্তু নেই। আল্লাহ তা'য়ালা তাকে কিয়ামত দিবসে উঠাবেন। সে তখন সাক্ষ্য প্রদান করবে প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্য যে তাকে সততার সাথে স্পর্শ করেছিল। হাজরে আসওয়াদ ও রোকনে ইয়ামেনীর স্পর্শের এবাদত দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালা পাপ মিটিয়ে দেন।

◆ **কা'বা ঘর তওয়াফের ফজিলত:**

সওয়াবের আশায় মুসলমান ব্যক্তির জন্য কা'বা ঘরের বেশি বেশি তওয়াফ করা মুস্তাহাব।

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: مَا لِي لَا أَرَاكَ تَسْتَلِمُ إِلَّا هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الحَجَرَ الأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ اليَمَانِيَ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ أَفْعَلْ فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اسْتِلَامَهُمَا يَحُطُّ الخَطَايَا» قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ طَافَ أُسْبُوعًا يُحْصِيهِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ لَهُ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ» قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَا رَفَعَ رَجُلٌ قَدَمًا وَلَا وَضَعَهَا إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ». أخرجه أحمد والترمذي.

আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইদ ইবনে উমাইর থেকে বর্ণিত তিনি তার বাবাকে ইবনে উমর (রা:)কে বলতে শুনেন। আচ্ছা আপনাকে হাজরে

আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামেনী ছাড়া অন্যকিছু স্পর্শ করতে দেখি না কেন? ইবনে উমার বললেন, আমি আল্লাহর রসূল [দ:]কে বলতে শুনেছি:"নি:সন্দেহে এ দু'টির স্পর্শ পাপকে ঝড়িয়ে দেয়। তিনি [ﷺ] বলেন আরো বলতে শুনেছি:"যে ব্যক্তি গণনা করে কা'বা ঘরের এক সপ্তাহ তওয়াফ করবে এবং দু'রাকাত সালাত আদায় করবে সে একটি দাস মুক্ত করার সওয়াব পাবে।" তিনি [ﷺ] বলেন আরো বলতে শুনেছি:"প্রতিটি ধাপের জন্য দশটি করে নেকি লেখা হবে, দশটি করে পাপ মিটিয়ে দেয়া হবে এবং দশটি করে মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়া হবে।" [১]

- ওযু অবস্থায় কা'বা ঘরের তওয়াফ করা উত্তম ও পরিপূর্ণ কাজ। তাই ওযু ছাড়া ও তওয়াফ বিশুদ্ধ হবে। কিন্তু বড় অপবিত্রতা যেমন: বীর্যপাত জনিত অপবিত্রতা ও মহিলাদের মাসিক ইত্যাদি হতে পবিত্রতা অর্জন করা তওয়াফের জন্য ওয়াজিব।

[১] . হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাধ নং ৪৪৬২ শব্দ তারই ও তিরমিযী হা: নং ৯৫৯

৮- হজ্বের পদ্ধতি

- যে হজ্বের বর্ণনা নবী (দ:) দান করেছেন এবং সে সম্পর্কে সাহাবাগণকে নির্দেশ দিয়েছেন তার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি।

- মক্কায় অবতরণকারী ও অবস্থানকারী প্রত্যেকের জন্য গোসল করা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে আতর ব্যবহার করা সুন্নত। অত:পর যিলহজ্ব মাসের ৮তারিখ (তারবিয়ার দিন) সূর্য ঢলার পূর্বে ইহরাম বাঁধবে। প্রত্যেকে নিজ নিজ অবতরণ স্থল থেকে ইহরাম বাঁধবে। ইহরাম বাঁধার সময় বলবে "লাব্বাইকা হাজ্জান" আর কেরান ও ইফরাদকারী স্বীয় ইহরামেই থাকবে যতক্ষণ না ১০তারিখ বড় জামরায় পাথর মারবে।

- অত:পর প্রত্যেক হাজী তালবিয়া বলতে বলতে সূর্য ঢলার পূর্বে মিনার দিকে রওয়ানা করবে। সেখানে পৌঁছে সম্ভব হলে ইমামের সাথে যোহর, আসর, মাগরিব এশা, ও ফজর কসর (চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজকে দুই) করে জমা না করে আদায় করবে। যদি সম্ভব না হয় তবে স্বীয় অবস্থান স্থলেই জমা না করে "কসর" হিসেবে আদায় করে নিবে এবং উক্ত রাত মিনায় যাপন করবে।

- অত:পর ৯তারিখ আরাফার দিন সূর্য উদয় হলে মিনা থেকে "লাব্বাইক---" ও "আল্লাহু আকবার" পড়তে পড়তে আরাফার দিকে পাড়ি জমাবে। সেখানে পৌঁছে সূর্য ঢলার পূর্ব পর্যন্ত "নামেরা" নামক স্থানে অবস্থান করবে। নামেরা স্থানটি আরাফার নিকটবর্তী বটে; কিন্তু আরাফার অন্তর্ভুক্ত নয়।

- **আরাফার সীমানা:**

পূর্ব দিক থেকে সেই সব বেষ্টনকারী পাহাড় যেগুলো আরাফার মাঠ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ, পশ্চিম দিক থেকে 'উরানা উপত্যকা, উত্তর দিক থেকে অসীক উপত্যকার যে অংশ উরানা উপত্যকার সাথে মিলিত হয়েছে এবং

দক্ষিণ দিক থেকে মসজিদে নামিরার দক্ষিণ দিকে প্রায় দেড় কিলোমিটার পর্যন্ত।

- ◆ সূর্য ঢলে গেলে মসজিদমুখী আরাফার প্রথম ভাগের দিকে অগ্রসর হবে উক্ত স্থানে (বাত্বনে উরানায়) ইমাম সাহেব, লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা প্রদান করবেন। এ স্থান আজকাল মসজিদের ভিতর হিসাবে পরিগণিত। অত:পর মুয়াজ্জিন যোহরের উদ্দেশ্যে আজান ও একামত দিবেন। ইমাম সাহেব জমা তাকদিম (যোহর ও আসর একত্রে আদায় করা) করে যোহর ও আসরের নামাজ পড়াবেন কসর সহকারে। তবে যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে নিজ অবস্থান স্থলে পূর্বোল্লেখিত নিয়মে জমা ও কসর সহকারে সাথীদের নিয়ে সালাত আদায় করে নিবে।

- ◆ অত:পর সালাত শেষে আরাফার দিকে অগ্রসর হওয়া সুন্নত। সেখানে আরাফার ময়দানের পাহাড়ের পাদদেশে এমনভাবে অবস্থান নিবে যে, পাহাড়টি কিবলা ও তার মাঝে পড়ে। আর "জাবালে মুশাতকে সামনে রেখে কিবলামুখী হবে। পাহাড়ের নিচে পাথরগুলোর পাদদেশে দাঁড়িয়ে আল্লাহর জিকির করবে, বিনয় ও মিনতির স্বরে হাত দু'খানা তুলে দোয়া ও এস্তেগফার করবে, দু'আর সাথে সাথে তালবিয়া ও লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ বলতে থাকবে। বাহনের উপর আরোহণ করে মাটিতে বসে, দাঁড়িয়ে বা হেটে আরাফাতের অবস্থানের কাজ সম্পন্ন করতে পারবে। তবে যে অবস্থায় অনুগত ও বিনয় ও মনযোগ বেশি আকর্ষণ হয় সে অবস্থায় থাকাই উত্তম।

- ◆ কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত দোয়াসমূহ নিজের ইচ্ছায় বেশি বেশি দোয়া করবে, তাওবা, এস্তেগফার, তকবির, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহর প্রশংসা ও নবী [দ:]-এর উপর দরূদ বেশি বেশি পাঠ করবে। বান্দা আল্লাহর নিকট মুখাপেক্ষী তা প্রকাশ করবে। দোয়াতে ব্যাকুলতা প্রকাশ করবে, কবুল হওয়ার বিলম্ব চিন্তায়

ব্যতিব্যস্থ হবে না। দোয়া ও জিকিরে এমনভাবে লিপ্ত থাকবে যে শেষ পর্যন্ত সূর্য ডুবে যায়।

◆ যদি পাহাড়ের পাদদেশে শীলাভূমির কাছে অবস্থান করা সম্ভবপর না হয়, তবে নিজের তাবু বা অন্য যে কোন স্থানে যা আরাফার অন্তর্ভুক্ত সেখানে অবস্থান করবে। বস্তুত: বাত্বনে উরানা ছাড়া আরাফার সবটুকুই অবস্থানের উপযুক্ত স্থান।

◆ **আরাফায় অবস্থানের সময়:**

আরাফার দিনের সূর্য ঢলার পর থেকে নিয়ে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত (স্বাভাবিক সময়)। তবে প্রয়োজনে তা ১০ তারিখের ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত বিলম্বিত হবে।

সূর্য ঢলার পূর্বে বা আরাফার রাতেও প্রবেশ বৈধ তবে সুন্নত হচ্ছে সূর্য ঢলার পরে প্রবেশ করা। যে ব্যক্তি (প্রয়োজনে আরাফার দিনগত) রাতের কিছু অংশেও অবস্থান করতে পারল তা তার জন্য যথেষ্ট হবে। অবস্থানের অর্থ: বাহনে বা মাটিতে অবস্থান করা, দু'পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা নয়। যে ব্যক্তি দিনের বেলায় আরাফায় অবস্থান করে সূর্য ডুবার পূর্বে প্রস্থান করল সে মুস্তাহাব ছেড়ে দিল। তার উপর দম (কাফফারা) দেয়া অপরিহার্য হবে না এবং তার হজ্ব বিশুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে।

উরওয়া ইবনে মুযাররিস (রা:) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ফজরের নামাযের উদ্দেশ্যে বের হলে নবী [দ:]-এর সাথে তার সাক্ষাত হয় তখন তিনি তাকে সম্বোধন করে বলেন:

« مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ ». أخرجه أبو داود الترمذي.

"যে ব্যক্তি আমাদের এই নামাযে হাজির হল এবং প্রস্থান না করা পর্যন্ত আমাদের সাথে অবস্থান করল এবং ইতিপূর্বে সে রাত বা দিনে আরাফায় অবস্থায় করেছিল সে তার হজ্বকে পরিপূর্ণ এবং তার দৈহিক অপরিচ্ছন্নতা দূর করেছে।"[১]

---

[১] . হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাঃ নং ১৯৫০, তিরমিযী হাঃ নং ৮৯১ শব্দ তারই

◆ **আরাফাত থেকে প্রস্থানের সময়:**

এরপর যখন সূর্য অস্ত যাবে তখন আরাফাত থেকে মুযদালিফার দিকে লাব্বাইকা পড়ে পড়ে রওয়ানা করবে। তখন সে শান্ত ও ধীরতা অবলম্বন করে চলবে। লোকজনের উপর নিজে বা তার বাহন দ্বারা ভীড় সৃষ্টি করবে না এবং যখন খালি জায়গা পাবে দ্রুত অগ্রসর হবে। মুজদালিয়ায় পৌঁছেই এক আজানে ও দুই একামতে মাগরিব তিন রাকাত ও এশা দু'রাকাত পড়ে নিবে। মাগরিবকে এশার সময়ে নিয়ে দুই সালাতকে একত্রিত করবে এবং সেখানে রাত্রি যাপন করবে। তাতে তাহাজ্জুদ ও বেতেরের সালাত পড়তে চাইলে পড়বে।

◆ **মুজদালিফায় অবস্থানের সময়:**

এরপর ফজরের সময় হলে অন্ধকার থাকতেই সুন্নতসহ তার ফরজ আদায় করবে। সালাত শেষে মাশ'আরে হারামে বর্তমানে যেখানে মসজিদ রয়েছে, তথায় কিবলামুখী হয়ে অবস্থান করবে, ফর্সা হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর জিকির, হামদ (আলহামদু লিল্লাহ), তাহলীল (লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ), তকবির (আল্লাহু আকবার) ও তালবিয়া ইত্যাদি বাহনে বা মাটিতে থেকে পড়তে থাকবে।

আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

﴿ فَإِذَآ أَفَضۡتُم مِّنۡ عَرَفَٰتٖ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِۖ ﴿١٩٨﴾ البقرة: ١٩٨ ﴾

"অত:পর তোমরা যখন আরাফা থেকে প্রস্থান করবে তখন মাশ'আরে হারামের পাদদেশে আল্লাহর জিকিরে মনোনিবেশ করবে।"

[সূরা বাকারা: ১৯৮]

◆ আর যদি মাশ'আরে হারামে গমন করা সহজ সাধ্য না হয় তাহলে সমস্ত মুজদালিফা অবস্থান যোগ্য। তাই নিজ স্থান থেকেই কিবলামুখী হয়ে দোয়া করতে থাকবে। চন্দ্র অস্ত যাওয়া বা রাত্রির

বেশির ভাগ অতিক্রম করার পর দুর্বল বা অসুস্থ নারী-পুরুষ এবং তাদের সাথীগণ মুযদালিফা ছেড়ে মিনায় গমন করতে পারেন। আর পৌঁছা মাত্রই বড় জামরায় পাথর মারবে।

◆ মুজদালিফা হতে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানার সময়:

এরপর হাজী ব্যক্তি সূর্য উদয়ের পূর্বে মুযদালিফা থেকে শান্তভাবে শিষ্টতার সাথে প্রস্থান করবে। মুহাসসারে পৌঁছলে (যা মিনার অন্তর্ভুক্ত এবং মুযদালিফা ও মিনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত) পাথর নিক্ষেপ সমপরিমাণ হেটে বা আরোহণ করে দ্রুত চলবে। জামরার নিকট থেকে কিংবা মিনার রাস্তা থেকে সাতটি কঙ্কর কুড়িয়ে নিবে, তবে যদি মুযদালিফা থেকে সংগ্রহ করে তবে তাতে কোন নিষেধ নেই। রাস্তায় চলতে চলতে তালবিয়া ও তকবির পড়বে এবং বড় জামরায় পাথর মারার সাথে সাথে তালবিয়া পড়া বন্ধ করে দিবে।

◆ জামরাতুল আকাবাকে কংকর মারার সময়:

যখন বড় জামরায় পৌঁছবে যা মিনার দিক থেকে সর্বশেষ জামরা তখন সূর্যোদয়ের পর সাতটি কঙ্কর মারবে। মিনাকে ডানে ও মক্কাকে বামে রেখে ডান হাতে পাথর নিক্ষেপ করবে এবং প্রত্যেকবারে 'আল্লাহু আকবার' বলবে। কঙ্করের পাথর বুট (চানা) বা বন্দুকের গুলির মাঝামাঝি পরিমাণের হবে যা খাজাফ জাতীয় পাথরের ন্যায়, বড় পাথর বা পাথর ছাড়া অন্য কিছু যেমন জুতা মোজা কিংবা লাঠি-ছাতা ইত্যাদি কোন কিছু দ্বারা নিক্ষেপ বৈধ নয়। কঙ্কর নিক্ষেপ বা অন্য কোন কাজে মুসলমানদেরকে কষ্ট দিবে না বা ভীড় জমাবে না। মনে রাখতে হবে কোন মুসলমানকে কষ্ট দেয়া হারাম।

◆ কংকর নিক্ষেপের পর হাজি সাহেব কি করবেন:

কঙ্কর নিক্ষেপের পর তামাত্তুকারী ও কেরানকারী হাদি জবাই করবে এবং সে সময় বলবে:

«بِاسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، اَللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ، اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي »

[বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহুম্মা ইন্না হাযার মিনকা ওয়ালাক, আল্লাহুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী]

"আল্লাহর নামে শুরু করছি, আল্লাহ সর্বাপেক্ষা মহান, হে আল্লাহ! এটি তোমার পক্ষ থেকে এবং তোমার জন্য, হে আল্লাহ! তুমি একে আমার পক্ষ থেকে কবুল করুন।"

- ◆ হাদির মাংস থেকে ভক্ষণ করা, শুরয়া-শোরবা বানিয়ে পান করা, মিসকিনদের খাওয়ানো সুন্নত। আর চাইলে এ থেকে নিজ দেশের জন্য কিছু সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যাবে।
- ◆ হাদি জবাই করার পরে পুরুষ ব্যক্তি মাথা মুণ্ডাবে অথবা চুল ছোট করবে। তবে মুণ্ডানোই উত্তম। মুণ্ডনকারীর পক্ষে সুন্নত হচ্ছে মাথার ডান দিক থেকে কাজ শুরু করা। আর মহিলারা আঙ্গুলের অগ্রভাগের সম পরিমাণ চুল ছোট করবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ وَلِلْمُقَصِّرِينَ ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা (রা:) বলেন, নবী [দ:] বলেন: হে আল্লাহ! তুমি মাথা মুণ্ডনকারীদের ক্ষমা কর, সাহাবাগণ আরজ করলেন: হে আল্লাহর রসূল ! চুল ছোটকারীদেরকেও? তিনি আবারো বললেন: হে আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকারীদেরকে ক্ষমা কর। সাহাবাগণ আরজ করলেন: হে আল্লাহর রসূল! চুল ছোটকারীদেরকেও? তিনি আবারো বললেন: হে আল্লাহ! মাথা মুণ্ডকারীদেরকে ক্ষমা কর। সাহাবাগণ বললেন হে আল্লাহর রসূল! চুল ছোটকারীদেরকেও? তিনি বললেন: "চুল ছোটকারীদেরকেও।"[১]

[১]. বুখারী হাঃ নং ১৭২৮ মুসলিম হাঃ নং ১৩০২ শব্দ তারই

◆ **প্রথম হালাল:**

পূর্বোল্লিখিত কাজগুলো করে ফেললে তার পক্ষে স্ত্রী ছাড়া সব নিষিদ্ধ কাজ হালাল হয়ে যাবে। পোশাক, সুগন্ধি, মাথা ঢাকা ইত্যাদি। এবার তার জন্য হালাল বরং শুধু বড় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করলেই স্ত্রী ছাড়া অন্য সবই তার জন্য হালাল হয়ে যায়, যদিও মাথা না মুণ্ডায় এবং পশু জবাই না করে। কিন্তু যে ব্যক্তি হাদির পশু সাথে নিয়ে এসেছে তার কথা আলাদা। সে কঙ্কর নিক্ষেপ ও পশু জবাই ছাড়া হালাল হবে না। (উক্ত হালালকে প্রাথমিক পর্যায়ের হালাল) বলা হয়।

◆ **তওয়াফ ও সাঈ:**

ইমামের জন্য সুন্নত হচ্ছে কুরবানির দিন চাশতের সময় জামরাগুলোর নিকটে বক্তব্য পেশ করা, ভাষণে তিনি লোকজনকে হজ্বের মাসায়েল শিক্ষা দিবেন। অত:পর হাজী সাহেব সাধারণ জামা-কাপড় পরিধান করবেন, সুগন্ধি ব্যবহার করবেন এবং চাশতের সময়ে মক্কায় গিয়ে হজ্বের তওয়াফ করবেন (যাকে তওয়াফে ইফাযা বা তওয়াফে জিয়ারাও বলা হয়)। উক্ত তওয়াফে রামাল ও ইযতিবা করবে না। অত:পর তামাত্তুকারী সাফা-মারওয়াতে সা'য়ী করবে ইহাই উত্তম। আর যদি সাফা-মারওয়াতে এক সা'য়ী করেই ক্ষান্ত হয় (উমরা কিংবা হজ্বের সাথে) তবে তাতে কোন সমস্যা নেই।

আর যদি কেরান বা ইফরাদকারী হয় তবে আগমনী তওয়াফে সা'য়ী না করে থাকলে তারাও তামাত্তুকারীর মত তওয়াফ ও সা'য়ী করবে; কিন্তু যদি আগমনী তওয়াফের পরে সা'য়ী করে থাকে যা উত্তম, তবে তওয়াফে ইফাযায় আর তাকে সা'য়ী করতে হবে না। এ পর্যন্ত ইহরামের কারণে তার উপর যা কিছু হারাম ছিল সবই হালাল হয়ে যাবে এমনকি স্ত্রীও। একে (দ্বিতীয় পর্যায়ের হালাল) বলা হয়।

◆ **তওয়াফে জিয়ারার প্রথম সময়:**

১০ই যিলহজ্বের দিনের পূর্বের রাতের অধিকাংশ সময় অতিক্রম করলে যে ব্যক্তি আরাফায় অবস্থান করেছে, তার জন্য এ সময় শুরু হয়ে

যায়। আর দিনে তা করা সুন্নত এবং দেরী করাও চলে, তবে ওজর ছাড়া যিলহজ্ব মাসের পরে তা পিছানো বৈধ নয়।

◆ মিনায় ফিরে আসার সময়ঃ

এরপর মিনায় ফিরে যাবে এবং সেখানে যোহরের নামজ আদায় করবে এবং তথায় ঈদের দিনের অবশিষ্ট অংশ ও তাশরীকের রাত-দিনগুলো যাপন করবে। তাই দেরী করতে চাইলে **১১, ১২** ও **১৩** তারিখের রাতগুলো মিনায় যাপন করবে। আর (তের তারিখ পর্যন্ত) দেরী করাই উত্তম। তবে পূর্ণ রাত মিনায় যাপন করা সম্ভব না হলে প্রথম, মাঝ, অথবা শেষভাগ থেকে রাতের বেশির ভাগ তথায় কাটাবে।

◆ ১১, ১২ ও ১৩ তারিখের কংকর মারার সময়ঃ

যদি সম্ভব হয় তবে মসজিদে খায়েফে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত একত্র না করে কসর সহকারে আদায় করবে। আর সম্ভব না হলে মিনার যেখানে সহজ হয় সেই স্থানেই জামাত সহকারে সালাত আদায় করে নিবে। আইয়ামে তাশরিকগুলোতে সূর্য ঢলার পরে তিন জামরাতেই কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। প্রত্যেক দিনের কঙ্কর মিনার যে কোন স্থান থেকে নিতে পারবে।

১. জামরাতে সম্ভব হলে পায়ে হেটে যাওয়া সুন্নত। সেখানে **১১**তারিখ সূর্য ঢলার পরে প্রথম (ছোট) জামরা যা মসজিদে খায়েফ থেকে কাছে। তাতে পরপর সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। প্রত্যেক কঙ্করের সাথে ডান হাত উত্তোলন করবে এবং 'আল্লাহু আকবার' বলে কিবলামুখী হয়ে মারবে। উক্ত কাজ থেকে ফারেগ হলে ডান দিক থেকে একটু সামনে অগ্রসর হবে এবং কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে দীর্ঘক্ষণ দু'আ করবে যা সূরা বাকারা (আড়াই পারা) পরিমাণ হবে।

২. এরপর মধ্যম জামরার দিকে অগ্রসর হবে এবং পূর্বের ন্যায় সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। প্রত্যেক কঙ্করের সাথে ডান হাত উঠাবে ও আল্লাহু আকবার বলবে। অত:পর সম্মুখের দিকে অগ্রসর হবে এবং হাত দু'খানা

তুলে কিবলামুখী হয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত দোয়া করবে যা প্রথমবারের চেয়ে কম হবে।

৩. এরপর বড় জামরার দিকে অগ্রসর হবে এবং মক্কাকে বামে ও মিনাকে ডানে রেখে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। উক্ত স্থানে দোয়ার উদ্দেশ্যে থামবে না। এতে করে একুশটি কঙ্কর মারা হবে। ওজরগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে মিনায় রাত্রি যাপন না করা, দুই দিনের কঙ্কর একদিনে মারা অথবা পূর্ণ কঙ্করগুলোকে তাশরীকের শেষ দিনে মারা অথবা রাতের বেলায় তা নিক্ষেপ করা চলবে।

- এরপর ১২ তারিখে তাই করবে যা ১১ তারিখে করেছে তথা তিনটি জামরাতেই সূর্য ঢলার পরে কঙ্কর নিক্ষেপ করবে।
- সুন্নত হলো তিনিটি জামরাকে নিচ তলায় কংকর মারা। কিন্তু ওজর যেমন: অসুস্থ বা প্রচণ্ড ভিড় ইত্যাদির জন্য উপরের যে কোন তলায় মারা জায়েজ।
- যদি দু'দিন অবস্থান করেই আগে-ভাগে চলে আসতে চায় তবে ১২ তারিখের সূর্য ঢলার পূর্বেই মিনা ছেড়ে চলে আসবে। কিন্তু যদি ১৩ তারিখ পর্যন্ত দেরী করার ইচ্ছা করে তাহলে সেদিন সূর্য ঢলার পর পূর্বে বর্ণিত নিয়মে তিনটি জামরাতে পাথর নিক্ষেপ করবে। আর এটাই উত্তম; কেননা এ হচ্ছে নবী করীম [দ:]-এর আমল। মহিলারা পূর্বে বর্ণিত সব কাজে পুরুষের ন্যায়। এ পর্যন্ত হাজী হজ্বের সবকাজ সম্পন্ন করে ফেলেছেন।
- নবী [দ:] একটি মাত্র হজ্ব করেন যা বিদায় হজ্ব নামে খ্যাত। তাতে তিনি হজ্ব পালনের সাথে সাথে আল্লাহর প্রতি আহ্বানের দায়িত্ব পালন করেন এবং উম্মতকে আল্লাহর প্রতি আহ্বানের দায়িত্বভার বুঝিয়ে দেন। আরাফার মাঠে দ্বীন পরিপূর্ণ হয়, আর কুরবানির দিন উম্মতের উপর দ্বীনের দায়িত্বভার বুঝিয়ে দেয়া হয়। যেমন : নবী করীম [দ:] বলেন:

لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ». متفق عليه.

"উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিকে পৌঁছে দেয়।"[১]

◆ মুসলিম ব্যক্তির জন্য নিজের যে কোন এবাদত যেমন : সালাত, রোজা, হজ্ব ইত্যাদি শেষ করে আল্লাহকে স্মরণ করা বিবিবদ্ধ; কারণ তিনি আনুগত্যের কাজের তওফিক দিয়েছেন। আর আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করবে; কারণ তিনি তাকে উক্ত ফরজ আদায় করা সহজ করে দিয়েছেন এবং ত্রুটির জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইবে। সেই ব্যক্তির মত হবে না, যে মনে করে সে নিজেই এবাদতটি সম্পন্ন করেছে এবং এর দ্বারা আল্লাহর উপর অনুগ্রহ করেছে।

আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَٰسِكَكُمْ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ ﴿٢٠٠﴾ ﴾ البقرة: ٢٠٠

"যখন তোমরা তোমাদের হজ্বের কার্যাদি শেষ করবে তখন আল্লাহকে নিজেদের পিতাদের মত বা তা অপেক্ষা আরো বেশি স্মরণ করবে।" [সূরা বাকারা: ২০০]

◆ এরপর ১৩ তারিখ সূর্য ঢলার পর মিনা ছেড়ে বেরিয়ে আসবে। সম্ভব হলে আবত্বাহ নামক স্থানে অবতরণ করবে, এখানে যোহর, আসর মাগরিব ও এশার সালাত আদায় করা এবং রাতের কিছু অংশ যাপন করা সুন্নত।

◆ বিদায় তওয়াফের সময়:

এরপর মক্কায় গমন করবে এবং মক্কাবাসী না হয়ে থাকলে বিদায়ী তওয়াফ করবে। ঋতুবতী ও সন্তান প্রসবকারিণী (ঋতু চলাকালে) বিদায়ী তওয়াফ প্রয়োজন নেই। হাজী সাহেব বিদায়ী তওয়াফ সেরে ফেললে নিজ দেশে ফিরে যাবেন এবং ইচ্ছা করলে যে পরিমাণ সম্ভব জমজমের পানি সাথে নিয়ে যাবেন।

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৭ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৬৭৯

عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْـمَرْأَةِ الْـحَائِضِ. متفق عليه.

ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, মানুষকে নির্দেশ করা হয়েছে, যেন তাদের সর্বশেষ কাজ আল্লাহর ঘরের সাথে (বিদায় তওয়াফ) হয়। কিন্তু ঋতুবতী মহিলার জন্য (বিদায় তওয়াফ) রহিত করা হয়েছে।[১]

[১]. বুখারী হাঃ নং ১৭৫৫ মুসলিম হাঃ নং ১৩২৮

৯- হজ্ব ও উমরার আহকাম

◆ হজ্বের রোকনসমূহ:

ইহরাম বাঁধা, আরাফার মাঠে অবস্থান করা, কা'বা ঘরের তওয়াফে ইফাযা করা এবং সাফা-মারয়ার সা'য়ী করা।

◆ হজ্বের ওয়াজিবসমূহ:

হজ্বের জন্য নির্দিষ্ট মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা, হাজীদের সেবায় বা পাহারায় নিয়োজিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্যদের জন্য তাশরীকের রাতগুলো মিনায় যাপন করা, কুরবানির রাতে মুজদালিফায় রাত যাপন করা, একান্ত ওজর যেমন : দুর্বল বা তাদের ন্যায় অন্য কেউ হলে রাতের বেশির ভাগ সময় তথায় অবস্থান করা, কঙ্কর নিক্ষেপ করা, মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছোট করা, মক্কার বাইরের লোকদের জন্য সেখান থেকে বের হওয়ার সময় বিদায়ী তওয়াফ করা।

◆ যে ব্যক্তি হজ্ব বা উমরার কোন রোকন ছেড়ে দেয়, সে ঐ কাজ আদায় করা ব্যতীত তার হজ্ব (বা উমরা) সম্পন্ন হবে না। আর যে ব্যক্তি কোন ওয়াজিব ছেড়ে দিবে সে দম দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ করতে পারবে। আর যদি তা না দিতে পারে তবে তওবা অপরিহার্য হওয়া ছাড়া অন্য কিছু বর্তাবে না তার হজ্ব বিশুদ্ধ হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে তা পরিত্যাগ করবে সে পাপী হবে এবং তার উপর ফিদয়া বর্তাবে। আর যে ব্যক্তি অনিচ্ছাকৃত তা পরিত্যাগ করবে সে পাপী হবে না তবে সামর্থ থাকলে ফিদয়া দিবে। আর যে ব্যক্তি কোন সুন্নত পরিত্যাগ করবে তার উপর কিছুই জরুরি হবে না। ইহা হজ্ব হোক বা উমরা হোক আর চাই তা কথা হোক বা কাজ হোক।

◆ ১০ তারিখের কার্যাদি:

হাজী সাহেবদের জন্য উত্তম হচ্ছে যিলহজ্বর মাসের ১০তারিখ ঈদের দিনের কাজগুলোকে এভাবে সিরিয়ালে করা: শেষ জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা। অত:পর হাদি জবাই করা। এরপর মাথা মুণ্ডান কিংবা চুল

ছোট করা, অত:পর তওয়াফে ইফাযা করা এবং সব শেষে সা'য়ী করা। এ হচ্ছে সুন্নত পদ্ধতি তবে কেউ যদি ভুলে বা স্বেচ্ছায় আগে পরে করে ফেলে তবে কোন সমস্যা নেই। যেমন: হাদি জবাই এর পূর্বে মাথা মুণ্ডানো বা কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বে তওয়াফ করা ইত্যাদি।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، فَقَالَ:« اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ». فَجاءَ آخَرُ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ:« ارْمِ وَلَا حَرَجَ». فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ:« افْعَلْ وَلَا حَرَجَ». متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [দ:] লোকজনের প্রশ্ন শুনার উদ্দেশ্যে বিদায় হজ্বে মিনায় অবস্থান নেন তখন এক ব্যক্তি এসে বলল আমি বুঝতে পারিনি ফলে হাদি জবাই এর পূর্বেই মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলেছি? তিনি বললেন: "কর কোন সমস্যা নেই।" অপরজন বলল: আমি কঙ্কর নিক্ষেপ না করে উট জবাই করেছি? তিনি বললেন: "মার কোন বাধা নেই। এমনকি তাঁকে যে বিষয়েই আগে-পরে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে তিনি একই উত্তর দিয়েছেন যে, "কর কোন সমস্যা নেই।"[১]

◆ **আইয়ামে তাশরীকে কংকর মারার সময়:**

১. ঈদের দিন ছাড়া অন্যান্য দিনে সবগুলো কঙ্কর সূর্য ঢলার পরে মারতে হবে, যদি কেউ সূর্য ঢলার পূর্বে মেরে থাকে তাকে সূর্য ঢলার পরে পুনরায় মারা অপরিহার্য। তবে যদি ১৩ তারিখের সূর্য ডুবার পূর্ব পর্যন্ত তা না মারতে পারে তার উপর দম বর্তাবে। কিন্তু মেয়াদ পার হয়ে যাওয়ার ফলে তাকে আর কঙ্কর মারতে হবে না।

২. কঙ্করের জন্য তাশরীকের তিনটি দিন একদিন সমতুল্য, ফলে যে ব্যক্তি এক দিনের কঙ্কর অপর দিনে নিক্ষেপ করবে তার জন্য তা যথেষ্ট

[১]. বুখারী হাঃ নং ৮৩ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৩০৬

হবে। আর তার উপর কিছুই বর্তাবে না তবে সে উত্তম পথ পরিহারকারী বলে সাব্যস্ত হবে।

◆ বিকালে কংকর নিক্ষেপের বিধান:

হাজী সাহেবের জন্য উত্তম হচ্ছে তাশরীক (১১, ১২ ও ১৩ তারিখ)-এর দিনগুলোতে দিনের বেলায় সূর্য ঢলার পর কঙ্কর নিক্ষেপ করা। তবে ভীড়ের ভয়ে বিকালেও নিক্ষেপ করতে পারবে। কেননা নবী [দ:] নিক্ষেপের প্রথম নির্দিষ্ট করেছেন বটে; কিন্তু তার শেষ সময় নির্দিষ্ট করেননি।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى فَيَقُولُ:« لَا حَرَجَ». فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ: « اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ». وَقَالَ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ:« لَا حَرَجَ».متفق عليه.

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী করীম [দ:]কে কুরবানির দিন মিনাতে জিজ্ঞাসা করা হলে বলেন: "কোন অসুবিধা নেই।" একজন মানুষ জিজ্ঞাসা করল: আমি জবাই করার পূর্বে মাথা মুণ্ডিয়েছি, তিনি উত্তরে বললেন: "কোন অসুবিধা নেই।" আর বলল: বিকালে কঙ্কর নিক্ষেপ করেছি। উত্তরে তিনি বললেন: "কোন অসুবিধা নেই।"[১]

◆ কংকর নিক্ষেপ দেরী করার বিধান:

সুন্নত হলো হাজি সাহেব জামারাতে কংকর সময়মত মারবেন। আর প্রহরী, পীড়িত, ওজরগ্রস্ত এবং যাদের পক্ষে ভীড় সহ্য করা কষ্টকর তাদের জন্য ১৩ তারিখ পর্যন্ত কঙ্কর নিক্ষেপ পিছিয়ে দেয়া বৈধ। সে তখন প্রত্যেক দিনের সিরিয়াল বজায় রেখে তা নিক্ষেপ করবে। প্রথম দিনের জন্য প্রথমে প্রথমটি অত:পর দ্বিতীয়টি অত:পর তৃতীয়টি। প্রথম দিনের কাজ শেষ হলে পূর্বের নিয়মে দ্বিতীয় দিনের অত:পর তৃতীয় দিনের কাজ সারবে। যদি শরয়ী ওজর ছাড়া ১৩ তারিখ থেকে তা

[১]. বুখারী হাঃ নং ১৭২৩ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৩০৬

পিছিয়ে দেয় তবে সে পাপী হবে এবং তার উপর দমও ওয়াজিব হবে। তবে যদি ওজর সাপেক্ষে পিছিয়ে থাকে তবে কেবল দমই যথেষ্ট। আর (পরবর্তী) দুই অবস্থার কোন অবস্থাতে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার ফলে কঙ্কর নিক্ষেপ নিষ্প্রয়োজন।

◆ প্রয়োজন সাপেক্ষে প্রহরীসহ হাজীদের সাধারণ সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ যেমন : ট্রাফিক, নিরাপত্তা বাহিনী, ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ও কর্মরত ডাক্তার-নার্সগণ মিনার বাহিরে ফিদয়া ছাড়াই অবস্থান করতে পারবেন।

◆ কংকর নিক্ষেপে প্রতিনিধি নিয়োগের বিধান:

নারী-পুরুষদের মধ্যকার দুর্বল ব্যক্তি ও ছোটদের মধ্যে যারা কঙ্কর নিক্ষেপে অপারগ তাদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব চলবে। তবে প্রথমে প্রতিনিধি নিজের পক্ষ থেকে কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। অত:পর প্রত্যেক জামরার একই জায়গায় থেকে (একই যাত্রায়) অন্যের গুলো নিক্ষেপ করবে।

◆ মিনার সীমারেখা:

পূর্ব ও পশ্চিম দিক থেকে মুহাসসার উপত্যকা ও জামরা 'আকাবা ও মধ্যবর্তী স্থান, উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে সুউচ্চ পাহাড় দুটি।

◆ মুজদালিফার সীমারেখা:

পূর্ব দিক থেকে দু'টি পাহাড়ের মধ্যবর্তী পশ্চিমমুখী সরুপথ, পশ্চিম দিক থেকে মুহাসসার উপত্যকা, উত্তর দিক থেকে সুবাইর পাহাড়, দক্ষিণ দিক থেকে মুরাইখাত পাহাড়সমূহ।

◆ তওয়াফে ইফাযা দেরী করার বিধান:

সুন্নত হচ্ছে হাজী সাহেব ঈদের দিনেই তওয়াফে ইফাযা-জিয়ারা আদায় করবেন। তবে তার জন্য তাশরীকের শেষ দিন কিংবা যিলহজ্ব মাসের শেষ পর্যন্ত দেরী করা বৈধ। কিন্তু ওজর ছাড়া যিলহজ্ব মাসের পরে তা দেরী করা বৈধ নয়। যেমন: এমন অসুস্থ ব্যক্তি যে চলে হোক

বা আরোহণ করে হক কোন ভাবেই তওয়াফ করতে সমর্থ নয় অথবা ঠিক এমন মহিলা যে, তওয়াফ শুরু করার পূর্বেই ঋতুবতী হয়ে পড়েছে ইত্যাদি।

◆ মুজদালিফায় আটকা পড়া ব্যক্তির হজ্বের বিধান:

যে ব্যক্তি আরাফা থেকে মুযদালিফার দিকে রওয়ানা করেছে; কিন্তু ভীড় কিংবা অন্য কোন ওজরবশত: আটকা পড়ে এশার ওয়াক্ত পার হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছে তবে সে পথেই সালাত পড়ে নিবে। আর যে ব্যক্তি বাধাগ্রস্ত হওয়ার ফলে ফজরের পরে বা সূর্য উদিত হওয়ার পরে মুজদালিফায় পৌঁছবে সে সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করবে। অত:পর মিনার দিকে চলতে থাকবে এতে করে তার উপর কোন প্রকার দম ওয়াজিব হবে না।

◆ যে ব্যক্তি একবারে সবগুলো পাথর নিক্ষেপ করবে তার একটি কঙ্কর গণ্য হবে। তাই সে অবশিষ্ট ছয়টি পূর্ণ করবে। নিক্ষেপের স্থান মূলত: পাথর জমা হওয়ার স্থান, হাউজকে চিহ্নিত করার জন্য যে স্তম্ভ দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে তা নয়। (বর্তমানে ইহা নেই)

◆ ঋতুবতী মহিলার তওয়াফের বিধান:

কোন মহিলা যদি তওয়াফে জিয়ারার পূর্বে মাসিক ঋতুবতী হয়ে পড়ে অথবা সন্তান প্রসব দ্বারা প্রসূতি হয়ে পড়ে তবে পবিত্র না হয়ে তওয়াফ করবে না। মক্কায় অবস্থান করবে এবং পবিত্র হলে গোসল করে তওয়াফ করবে। কিন্তু যদি এমন সাথীদের সঙ্গে এসে থাকে যারা তার জন্য অপেক্ষা করবে না আর না সে মক্কায় (অন্য কোন ভাবে) থাকার সামর্থ রাখে তাহলে সে কোন নেকড়া ইত্যাদি দ্বারা পট্টি বেধে তওয়াফ করে নিবে; কেননা সে অপারগ আর আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের সাধ্যের বাহিরে কিছু চাপিয়ে দেন না।

◆ পশু জবাই করার সময় ঈদের দিন থেকে শুরু করে ১৩তারিখের সূর্য ডুবা পর্যন্ত চলবে।

- কোন মহিলা যদি ইহরাম বাঁধার পর ঋতুবতী হয়ে পড়ে তাহলে তওয়াফের পূর্বেই ৯ তারিখের পূর্বে পবিত্র হয়ে গেলে সে উমরা পূর্ণ করবে। অত:পর হজ্বের নিয়ত করে আরাফার দিকে রওয়ানা করবে। কিন্তু যদি ৯তারিখের পূর্বে পবিত্র না হয় তাহলে হজ্বকে উমরার মধ্যে প্রবিষ্ট করবে এবং বলে:

« اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَحْرَمْتُ بِحَجٍّ مَعَ عُمْرَتِيْ »

[আল্লাহুম্মা ইন্নী আহরামতু বিহাজ্জিন মা'য়া উমরাতী]

"হে আল্লাহ! আমি আমার উমরার সাথে হজ্বের নিয়ত করলাম।"

এর ফলে সে কেরানকারিণীতে পরিণত হবে এবং হাজীদের সাথে অবস্থান করবে। অত:পর যখন পবিত্র হবে তখন গোসল করে কা'বা ঘরের তওয়াফ করবে।

- ইফরাদ ও কেরানকারী হাজী সাহেব যখন মক্কায় আগমন করে তওয়াফ ও সা'য়ী করে ফেলবে তখন তার পক্ষে সুন্নত এই যে, সে তার হজ্বকে উমরায় পরিণত করবে, ফলে সে তামাত্তুকারী হবে। সে চাইলে তওয়াফের পূর্বেও নিয়ত পরিবর্তন করে তামাত্তুতে রূপান্তরিত করতে পারে। ইফরাদকারী স্বীয় হজ্বকে কেরানে পরিণত করবে না। আর না কেরানকারী স্বীয় হজ্বকে ইফরাদে পরিণত করবে; বরং সুন্নত হচ্ছে ইফরাদ এবং কেরানকারী স্বীয় হজ্বকে তামাত্তুতে রূপান্তরিত করবে। তবে কেরানকারীর জন্য এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে এই যে, তাকে পশু সাথে না নিয়ে আসতে হবে।

- হজ্ব ও উমরাকারীর জন্য স্বীয় জিহ্বাকে মিথ্যা কথা, পরনিন্দা, ঝগড়া ও মন্দ স্বভাবের কথা থেকে হেফাজত করা অপরিহার্য। এমনিভাবে তার সাথী হিসাবে ভাল লোকদের নির্বাচন করা উচিত এবং হজ্ব ও উমরার জন্য হালাল ও পবিত্র মাল বাছাই করে নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

◆ কা'বা ঘরের ভিতরে প্রশের বিধান:

কা'বা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করা ফরজ নয়। আর না সুন্নতে মুয়াক্কাদা বরং তাতে প্রবেশ করা উত্তম। আর যে প্রবেশ করবে তার জন্য সেখানে সালাত পড়া মুস্তাহাব-উত্তম। আরও মুস্তাহাব হচ্ছে তকবির পড়া, দোয়া করা। আর যদি দরজা দিয়ে প্রবেশ করে তাহলে দরজাকে পিছনে রেখে এতদূর অগ্রসর হবে যেন তার এবং দেয়ালের মাঝখানে তিন হাত ব্যবধান থাকে। অত:পর সেখানে সালাত আদায় করবে। হাতীম কা'বা ঘরের অন্তর্ভুক্ত।

◆ হজ্ব পালনে ছয়টি স্থানে দোয়ার সুযোগ:

সা'য়ী করার সময় সাফা ও মারওয়াতে, আরাফার ময়দানে, মুজদালিফায়, প্রথম জামরায় ও দ্বিতীয় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপের পর। এই মোট ছয়টি স্থানে নবী করীম [দ:] থেকে দোয়া সাব্যস্ত রয়েছে।

◆ হাজীদের প্রস্থানের স্থান তিনটি:

প্রথমটি: ঈদের রাতে আরাফা থেকে মুযদালিফা অভিমুখে।
দ্বিতীয়টি: মুযদালিফা থেকে মিনা অভিমুখে।
তৃতীয়টি: তওয়াফে ইফাযার উদ্দেশ্যে মিনা থেকে মক্কা অভিমুখে।

◆ মাশা'ইরসমূহে অবতরণের পদ্ধতি:

১. মিনা অগ্রগামী ব্যক্তির অবস্থান স্থল। যে ব্যক্তি ওজর ব্যতীত দুই বা তিন রাত্রি মিনায় অবস্থান করতে পারবে না তার উপর দম ওয়াজিব হবে না। যে ব্যক্তি মিনায় অবস্থান নেয়ার কোন জায়গা পাবে না সে যে কোন দিক থেকে মিনা থেকে সিরিয়ালে চলে আসা তাবুসমূহের সাথে অবতরণ করবে যদিও তা মিনার বাইরে হয়। এমতাবস্থায় তার উপর কোন সমস্যা বা দম বর্তাবেনা। মিনার ফুটপাত ও পথে রাত্রি যাপন করবে না; কারণ এতে তার নিজের ও অন্যদের জন্যে কষ্ট রয়েছে।

২. মিনা, মুযদালিফা ও আরাফাত এর মাঠগুলো মসজিদ সমতুল্য পবিত্র স্থান, কারো পক্ষে উক্ত স্থানসমূহে বাসা-বাড়ি তৈরি করা, ভাড়া দেয়া বৈধ নয়। ঠিক এমনি ভাবে কোন জমি নিয়ে তা ভাড়া দেয়াও বৈধ নয়।

তবে কেউ এমনটি করলে লোকজন ভাড়া প্রদানে ক্ষমাযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। আর তা গ্রহণকারীর উপর পাপ বর্তাবে। রাষ্ট্রপ্রধানের উপর দায়িত্ব এই বর্তায় যে, তিনি লোকজনকে সুবিধা ও আরামদায়ক ব্যবস্থা দ্বারা মর্যাদাপূর্ণ স্থানসমূহে অবস্থানের সুযোগ করে দিবেন।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ بِمِنًى، وَنَزَّلَهُمْ مَنَازِلَهُمْ فَقَالَ: لِيَنْزِلْ الْمُهَاجِرُونَ هَا هُنَا وَأَشَارَ إِلَى مَيْمَنَةِ الْقِبْلَةِ، وَالْأَنْصَارُ هَا هُنَا وَأَشَارَ إِلَى مَيْسَرَةِ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ لِيَنْزِلْ النَّاسُ حَوْلَهُمْ». أخرجه أبو داود والنسائي.

আব্দুর রহমান ইবনে মু'আয [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম [দ:]-এর একজন সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন যে, নবী করীম [দ:] লোকজনের উদ্দেশ্যে মিনায় খুৎবা প্রদান করেন এবং তাদেরকে আপন আপন অবস্থানে অবতরণ করান। তিনি কিবলার ডান দিক ইঙ্গিত করে বলেন: মুহাজিরগণ এই স্থানে অবতরণ করুক। আর কিবলার বাম দিকে ইঙ্গিত করে বলেন: আনসারগণ এই স্থানে অবস্থান নিবে।
অন্যান্য লোকজন তাদের আশে-পাশে অবস্থান নিবে।"[১]

- হাজী সাহেব যদি তওয়াফে ইফাযাকে পিছিয়ে দিয়ে পরিশেষে বিদায় কালে উক্ত নিয়তে তওয়াফ করে তাহলে তা বিদায়ী তওয়াফের জন্যও যথেষ্ট হবে। তবে উত্তম কাজ পরিত্যাগকারী বলে বিবেচিত হবে।

- যার উপর বিদায়ী তওয়াফ অবধারিত হয়েছে তদুপরি সে বেরিয়ে পড়ে, তার উপর ফিরে এসে বিদায়ী তওয়াফ করা অপরিহার্য। আর যদি তা না করে তবে তার উপর দম ওয়াজিব হবে।

[১]. হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাঃ নং ১৯৫১ শব্দ তারই, নাসাঈ হাঃ নং ২৯৯৬

নবী [ﷺ]-এর হজ্বের বর্ণনা

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضيَ اللهُ عَنهُما قَالَ: إنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي العَاشِرَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِﷺحَاجٌّ، فَقَدِمَ المَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ، كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: «اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي» فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي المَسْجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ القَصْوَاءَ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى البَيْدَاءِ، نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ القُرْآنُ، وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ، وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ، فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ» وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ، وَلَزِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَلْبِيَتَهُ.

قَالَ جَابِرٌ رَضِي اللهُ عَنْهُ: لَسْنَا نَنْوِي إِلَّا الحَجَّ، لَسْنَا نَعْرِفُ العُمْرَةَ، حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا البَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَام، فَقَرَأَ: (وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبۡرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى) [البقرة/ ١٢٥]، فَجَعَلَ المَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ البَيْتِ، فَكَانَ أَبِي يَقُولُ –وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ □–: كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: (قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ) و(قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡكَٰفِرُونَ) ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ البَابِ إِلَى الصَّفَا، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: «(إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ...) [البقرة/ ١٥٨]، أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ» فَبَدَأَ بِالصَّفَا، فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى البَيْتَ، فَاسْتَقْبَلَ

القِبْلَةَ، فَوَحَّدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ، وَقَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ» ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ، قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى المَرْوَةِ، حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الوَادِي سَعَى، حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى، حَتَّى أَتَى المَرْوَةَ، فَفَعَلَ عَلَى المَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا، حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى المَرْوَةِ، فَقَالَ: «لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الهَدْيَ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ، وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً» فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِأَبَدٍ؟ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الأُخْرَى، وَقَالَ: «دَخَلَتِ العُمْرَةُ فِي الحَجِّ مَرَّتَيْنِ، لَا بَلْ لِأَبَدٍ أَبَدٍ».

وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ اليَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَوَجَدَ فَاطِمَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا مِمَّنْ حَلَّ وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَاكْتَحَلَتْ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا، قَالَ: فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِي صَنَعَتْ، مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «صَدَقَتْ صَدَقَتْ، مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الحَجَّ؟» قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ. قَالَ: «فَإِنَّ مَعِيَ الهَدْيَ فَلَا تَحِلُّ» قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ اليَمَنِ، وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِائَةً. قَالَ: فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ، وَقَصَّرُوا، إِلَّا النَّبِيَّ ﷺ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى، فَأَهَلُّوا بِالحَجِّ، وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالعَصْرَ وَالمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ وَالفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَسَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ المَشْعَرِ الحَرَامِ، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ

تَصْنَعُ فِي الْـجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ، وَقَالَ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْـجَاهِلِيَّةِ تَـحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْـجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ، فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، وَرِبَا الْـجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِباً أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُـمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ؛ كِتَابُ اللهِ، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟» قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ، وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا، حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ، وَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ، حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى: «أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ» كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا مِنَ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا، حَتَّى تَصْعَدَ، حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، وَصَلَّى

الفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ القَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى المَشْعَرَ الحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَأَرْدَفَ الفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ، وَكَانَ رَجُلًا حَسَنَ الشَّعْرِ، أَبْيَضَ وَسِيمًا، فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَرَّتْ بِهِ ظُعُنٌ يَجْرِينَ، فَطَفِقَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الفَضْلِ، فَحَوَّلَ الفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ يَنْظُرُ، فَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ عَلَى وَجْهِ الفَضْلِ، يَصْرِفُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ يَنْظُرُ، حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ، فَحَرَّكَ قَلِيلًا، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الجَمْرَةِ الكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا، مِثْلِ حَصَى الخَذْفِ، رَمَى مِنْ بَطْنِ الوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى المَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ، فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَفَاضَ إِلَى البَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ، فَأَتَى بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ، فَقَالَ: «انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ» فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا، فَشَرِبَ مِنْهُ.

أخرجه مسلم .

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ [রাঃ] থেকে বর্ণিত তিন বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] মদীনায় নয় বছর হজ্ব না করেই অতিবাহিত করেন। অত:পর দশম বছরে লোকদের মধ্যে ঘোষণা করে দিলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] এ বছর হজ্বে যাবেন। কাজেই মদীনার অনেক লোক একত্রিত হলো। প্রত্যেকেই রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর অনুসরণ করার জন্য উদ্বিগ্ন ছিল। তিনি যেরূপ করেন তারাও সেরূপ করবেন। এবার রওয়ানা হয়ে আমরা যুলহুলাইফা নামক স্থানে আসলে আসমা বিন্তে উমায়েস [রা:] মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরকে

প্রসব করেন।

তাই তিনি (আসমা) রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর কাছে জিজ্ঞেস করে পাঠালেন, 'এখন আমি কি করব?' তিনি [ﷺ] বললেন:"তুমি গোসল কর, কাপড় দিয়ে গোপন অংগ বেঁধে নাও এবং ইহরাম বাঁধ।" অত:পর রসূলুল্লাহ [ﷺ] মসজিদে সালাত আদায় করে তাঁর কাসওয়া নামক উষ্ট্রীর পিঠে আরোহণ করলেন এবং তা বায়দা নামক স্থানে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। আমি (জাবির) আমার দৃষ্টি প্রসারিত করলাম এর সর্বশেষ সীমা পর্যন্ত। আমি সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম– আমার দৃষ্টি যতদূর যায় ততদূর আরোহী ও পদাতিক লোকের সারি। আমার ডানে, বামে ও পিছনেও অনুরূপ লোকের ভিড় দেখলাম। রসূলুল্লাহ [ﷺ] আমাদের মাঝে ছিলেন। তাঁর ওপর কুরআন নাজিল হচ্ছিল। তিনি তাঁর অন্তর্নিহিত ভাবধারা ভালভাবেই জানতেন। তিনি যা করতেন আমরাও তা-ই করতাম।

এবার তিনি এই বলে আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা দিলেন:"লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লাা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লাা শারীকা লাক।" লোকেরাও তাঁর তালবিয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তালবিয়া পাঠ করল। তিনি এর কোন অংশ প্রত্যাখ্যান করেননি। রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাঁর তালবিয়া পাঠ করতেই থাকলেন।

জাবের [রাঃ] বলেন, আমরা হজ্ব ছাড়া অন্য কোন নিয়ত করিনি; কারণ হজ্বের সাথে উমরাও করা যেতে পারে তা আমাদের মধ্যে কারোর জানা ছিল না। অবশেষে আমরা যখন তাঁর সাথে বায়তুল্লাহ পৌঁছলাম, তিনি হাজরে আসওয়াদ চুমো খেলেন। অত:পর তিনবার দ্রুত পদক্ষেপ এবং চারবার ধীর পদক্ষেপে কা'বা ঘর প্রদক্ষিণ করলেন। এরপর মাকামে ইবরাহীমের দিকে অগ্রসর হলেন এবং কুরআন মাজীদের এ আয়াত:"তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থানে পরিণত কর।" পাঠ করলেন। এ সময় মাকামে ইবরাহীম তাঁর বায়তুল্লাহর মাঝখানে ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, আমার পিতা বলতেন, সম্ভবত আমার জানা মতে তিনি নবী [ﷺ] সম্পর্কেই বলেছেন–এখানে তিনি যে দু'রাকাত

সালাত আদায় করেছেন তাতে “কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ ও কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন” সূরাদ্বয় পড়েছেন।

তারপরে হাজরে আসওয়াদের কাছে ফিরে তাকে চুম্বন করলেন। তারপর দরজা দিয়ে সাফা পর্বতের দিকে বের হলেন এবং যখন সাফা পর্বতের কাছাকাছি পৌঁছলেন, কুরআনের এ আয়াত পাঠ করলেন: “ইন্নাসনসফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শা'য়াাইরিল্লাহ।” আর বললেন, “আল্লাহ যা দিয়ে আরম্ভ করেছেন আমিও তা দিয়ে আরম্ভ করব।” কাজেই তিনি সাফা থেকে আরম্ভ করলেন এবং তার ওপর চড়লেন এবং আল্লাহর ঘর দেখতে পেলেন। তখন তিনি কেবলার দিকে ফিরে আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা করলেন এবং তাঁর মহিমা বর্ণনা কলে বললেন:“লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাা শারীকা লাহ্, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদ্, ওয়াহুলা ‘আলাা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর। লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু আনজাযা ওয়া'দাহ্, ওয়া নাসারা আবদাহ্, ওয়া হাজামাল আহজাাবা ওয়াহ্দাহ্।”

তিনি এরূপ তিনবার বললেন এবং এর মাঝে দু‘য়া করলেন। তারপর মারওয়ার দিকে অবতরণ করলেন এবং উপত্যকার সমতলে গিয়ে তাঁর পাঁ ঠেকলো তারপর উপরের দিকে উঠার সময় দৌড়িয়ে উঠলেন এবং উপত্যকা অতিক্রম করলেন, তারপর মারওয়া পৌঁছা পর্যন্ত হেঁটে গেলেন আর সেখানে তিনি সাফায় যেরূপ করেছিলেন অনুরূপ করলেন। এমনকি মারওয়ার ওপর শেষবারের প্রদক্ষিণ সমাপ্ত হলে (লোকদের উদ্দেশ্যে) বললেন: আমি আমার ব্যাপারে পরে যা বুঝতে পেরেছি তা যদি আগে বুঝতে পারতাম তাহলে আমি আমার সাথে হাদির পশু আনতাম না এবং তাকে (হজ্বের ইহরামকে) উমরায় পরিণত করতাম। কাজেই যাদের সাথে হাদির পশু নেই তারা যেন ইহরাম খুলে ফেলে এবং তাকে উমরায় পরিণত কর। তখন সুরাকা ইবনে মালেক ইবনে জু‘শুম [ﷺ] দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এ বিধান কি শুধু আমাদের এ বছরের জন্য, না চিলকালের জন্য? জবাবে রসূলুল্লাহ [ﷺ] নিজের আঙ্গুলগুলো পরস্পরের মধ্যে ঢুকিয়ে দু'বার বললেন, উমরা হজ্বের মধ্যে প্রবেশ করল। না, বরং চিলকালের জন্য।

এ সময় আলী [رضي الله عنه] ইয়ামেন থেকে নবী [ﷺ]-এর কুরবানির পশু নিয়ে আসলেন এবং ফাতিমা [রা:]কে ইহরাম খোলা, রঙ্গিন কাপড় পরা ও সুরমা লাগানো অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি এটা খারাপ মনে করলে ফাতিমা [রা:] বললেন, আমার পিতা এ কাজ করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আলী [رضي الله عنه] ইরাকে বলতেন, "ফাতিমার এ কাজে আমি বিরক্ত হয়ে রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর কাছে ফতোয়া জানার জন্য গেলাম। সে (ফাতিমা) যা কিছু আমার সাথে আলাপ করেছে আর আমি যে অপছন্দ করেছি এটাও তাঁকে জানালাম। তিনি [ﷺ] বললেন, ফাতিমা সত্যি বলেছে, সঠিক বলেছে, তুমি যখন হজ্বের নিয়ত করেছিলে তখন কি বলেছিলে? তিনি [رضي الله عنه] বললেন–আমি বলেছি, হে আল্লাহ! তোমার রসূল যার ইহরাম বেঁধেছে আমিও তার-ই ইহরাম বাঁধছি। তিনি [ﷺ] বললেন, "তাহলে তুমি ইহরাম ভাংবে না; কারণ আমার সাথে হাদির পশু রয়েছে।

জাবের [رضي الله عنه] বলেন, আলী [رضي الله عنه] ইয়ামেন থেকে যেসব কুরবানির পশু সাথে এনেছিলেন আর নবী [ﷺ] নিজের সাথে যা এনেছিলেন সব মিলে সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল একশ'। বর্ণনাকারী বলেন, নবী ﷺ] এবং আরো যাদের সাথে হাদির পশু ছিল তারা ছাড়া সকলেই ইহরাম খুলে ফেলল এবং মাথার চুল কাটালো।

তারপর তারবিয়ার দিন (৮ই যিলহজ্ব) আসলে তারা মিনার অভিমুখে রওয়ানা হলেন এবং (যারা উমরার পর ইহরাম খুলে ফেলেছিল) হজ্বের জন্য ইহরাম বাঁধলেন। রসূলুল্লাহ [ﷺ] বাহনে আরোহণ করলেন এবং মিনায় পৌঁছে সেখানে তিনি জোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজরের সালাত আদায় করলেন।

তারপর সূর্যোদয় পর্যন্ত তিনি সেখানে (মিনাতে) অবস্থান করলেন এবং তাঁর জন্য 'নামেরায়' একটি পশমের তৈরী তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দিলেন। এরপর রসূলুল্লাহ [ﷺ] যাত্রা করলেন। কুরাইশদের ধারণা ছিল, অবশ্যই তিনি মাশ'য়ারুল হারামে অবস্থান করবেন; কারণ জাহেলিয়াতের সময় কুরাইশরা এরূপ করত। (অর্থাৎ আভিজাত্যের দম্ভে

তারা সাধারণের সাথে আরাফাতের মাঠে অবস্থান করত না) কিন্তু রসূলুল্লাহ [ﷺ] সামনের দিকে আগ্রসর হতে থাকলেন এবং আরাফাতে পৌঁছে দেখতে পেলেন, নামেরায় তাঁর জন্য তাঁবু খাটানো হয়েছে। কাজেই তিনি সেখানে অবতরণ করলেন এবং অবস্থান করলেন। সূর্য মধ্যাকাশে স্থির হলে তিনি তাঁর কাসওয়াকে (উষ্ট্রী) সাজাতে হুকুম দিলেন। উষ্ট্রী সাজানো হলে তিনি উপত্যকার মাঝে এসে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন:

"তোমাদের জানমাল তোমাদের পরস্পরের জন্য হারাম (সম্মানের বস্তু) যেভাবে আজকের এ দিনে এ মাসে এবং এ শহর হারাম (মর্যাদাপূর্ণ)।

জাহিলী যুগের সকল রক্তের দাবী (হত্যার প্রতিশোধ) রহিত করা হল। আর আমি প্রথমেই আমাদের রক্তের দাবীর মধ্যে ইবনে রাবি'য়া ইবনে হারিসের রক্তের দাবী রহিত ঘোষণা করলাম। সে বনি সা'দ গোত্রের দুধ পান অবস্থায় ছিল (লালিত হচ্ছিল)। এ অবস্থায় হুযাইল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে।

জাহিলী যুগের সুদ রহিত করা হল। আর আমি প্রথমেই আমাদের সুদ আব্বাস ইবনে মুত্তালিবের সুদ রহিত ঘোষণা করছি। ইহার সমুদয় রহিত হল।

তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে। কেননা তোমরা তাদেরকে আল্লাহর জামানতে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালামের মাধ্যমে তাদের গুপ্ত অংগকে হালাল করে নিয়েছ। তাদের উপরে তোমাদের হক হল তারা তোমাদের ঘরে এমন কাউকে আসতে দেবেনা যাদের তোমরা অপছন্দ কর। আর যদি তারা তা করে তাহলে তাদেরকে হালকাভাবে মারবে যাতে কঠিন আঘাত না লাগে। আর তোমাদের ওপর তাদের হক হল, যথারীতি ও ইনসাফের ভিত্তিতে তাদের অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করবে।

আর আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি যদি তোমরা তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাক তাহলে তোমরার আমার পর কখনো গোমরাহ

হবে না। তা হল, আল্লাহর কিতাব। হে লোক সকল! তোমাদের কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। তখন তোমরা কি বলবে? তারা বললো: আমরা সাক্ষ্য দেব, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর বাণী আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, আপনি নিজের কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পাদন করেছেন এবং আমাদের কল্যাণ কামনা করেছেন। তখন তিনি তাঁর শাহাদাত আঙ্গুল আকাশের দিকে তুলে এবং উপস্থিত জনতার দিকে ইংগিত করে তিনবার বলেন: হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক, আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক। অত:পর মুয়াজ্জিন আজান দিল এবং একামত বলল। তিনি জোহরের সালাত আদায় করলেন। পুনরায় একামত হল, তিনি আসর সালাত পড়লেন। এর মাঝে কোন নফল পড়লেন না।

এরপর রসূলুল্লাহ [ﷺ] সওয়ার হয়ে নিজের অবস্থান স্থলে পৌঁছলেন এবং কাসওয়ার পেট পাথরসমূহের দিকে করে দিলেন এবং পায়ে চলার পথকে নিজের সামনে রেখে কেবলামুখী হলেন। এভাবে তিনি সূর্যোস্ত হয়ে হলুদবর্ণ কিছুটা চলে যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইলেন। শেষ পর্যন্ত সূর্য গোলক সম্পূর্ণ নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর তিনি উসামাকে তার সওয়ারীর পিছনে বসিয়ে রওয়ানা হলেন এবং কাসওয়ার নাকের লরি এমনভাবে টেনে ধরলেন যে, এর মাথা হাওদার মোড়কের সাথে লেগে গিয়েছিল। আর তিনি তাঁর ডান হাতের ইশারায় বললেন, হে লোক সকল! তোমরা শান্তভাবে আস্তে আস্তে অগ্রসর হও। আর যখনই তিনি কোন বালু স্তুপের ওপর এসে উপনীত হতেন, বাহনের রশি কিছুটা ঢিল দিতেন যাতে উষ্ট্রী ওপরে উঠতে পারে।

এভাবে তিনি মুজদালিফায় এসে পৌঁছলেন। সেখানে তিনি এক আজান ও দু'টি একামতের সাথে মাগরিব ও এশার সালাত আদায় করলেন এবং দুই সালাতের মাঝে কোন প্রকার সুন্নত বা নফল পড়লেন না। অত:পর ভোর পর্যন্ত রসূলুল্লাহ [ﷺ] শুয়ে থাকলেন এবং অন্ধকার কেটে গেলে আজান ও একামতের সাথে ফজরের সালাত আদায় করলেন।

এরপর কাসওয়ায় আরোহণ করে 'মাশ'য়ারে হারাম' নামক স্থানে পৌঁছে কিবলামুখী হয়ে দু'য়া করলেন, আল্লাহর মহত্ব বর্ণনা করলেন,

কালেমায়ে তাওহীদ পাঠ করলেন এবং তাঁর একত্ব ঘোষণা করলেন। দিনের আলো পরিস্কার হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে এরূপ করতে থাকলে এবং সূর্য উঠার পূর্বে এখান থেকে রওয়ানা হলেন। এবার ফজল ইবনে আব্বাস [ﷺ]কে তাঁর সওয়ারীর পিছনে বসিয়ে নিলেন। ফজল একজন সুন্দর চুল বিশিষ্ট সুঠাম ও সুদর্শন যুবক ছিলেন।

তারপর রসূলুল্লাহ [ﷺ] সামনে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, আর মহিলাদের একটি দলও পাশাপাশি অগ্রসর হচ্ছিল। আর ফজল [ﷺ] তাদের দিকে তাকাচ্ছিলেন। তখন রসূলুল্লাহ [ﷺ] ফজলের মুখমণ্ডলের ওপর তাঁর হাত রাখলেন। ফজল তার মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে (আবারো) তাকালে রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাঁর হাত পুনরায় ফজলের মুখের ওপর রাখেন। এ অবস্থায় তিনি বাতনে মুহাস্‌সিরে এসে পৌঁছলেন এবং সাওয়রীকে কিছুটা উত্তেজিত করলেন। তিনি মাঝের পথ ধরে জামরায় আকাবার দিকে অগ্রসর হলেন। অত:পর তিনি জামারার নিকট পৌঁছলেন যা গাছের কাছে অবস্থিত। উপত্যকার মাঝখান থেকে তিনি এখানে সাতটি কাঁকর মারলেন, কাঁকর মারার সময় "আল্লাহু আকবার" বললেন। অত:পর কুরবানির স্থানে গিয়ে তিনি নিজ হাতে ৬৩টি পশু কুরবানি করলেন। এরপর যা বাকি রইল তা আলী [ﷺ]কে দিলেন এবং তিনি তা কুরবানি করলেন।

তিনি (আলী ﷺ) নিজের কুরবানির পশুতে শরীক করলেন। তারপর তিনি প্রত্যেক পশুর কিছু অংশ নিয়ে একটি হাঁড়িতে পাকানোর জন্য নির্দেশ দিলেন। গোশত পাকানো হল এবং তাঁরা দু'জনেই তা থেকে খেলেন ও এর ঝোল পান করলেন। অত:পর রসূলুল্লাহ [ﷺ] সওয়ার হয়ে বায়তুল্লাহ পৌঁছলেন এবং তওয়াফে ইফাযা করে মক্কায় জোহরের সালাত পড়লেন। এরপর তিনি আপন গোত্র বনি মুত্তালিবের কাছে পৌঁছলেন। তারা জমজমের কূপের পাড়ে দাঁড়িয়ে লোকদেরকে পানি পান করাচ্ছিলেন। তিনি তাদের বললেন, হে বনি মুত্তালিব! তোমরা (পানি) টানতে থাক, তোমাদের পানি সরবরাহের অধিকার লোকেরা ছিনিয়ে নেবে বলে আশংকা না থাকলে আমিও তোমাদের সাথে একত্রিত হয়ে পানি তুলতাম। তখন তাঁরা তাঁকে এক বালতি পানি

দিলেন এবং তিনি তা থেকে পান করলেন।[১]

◆ হজ্ব, উমরা বা অন্যান্য ভ্রমণ থেকে ফেরার পথে কি পড়বে:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَفَلَ مِنْ الْجُيُوشِ أَوْ السَّرَايَا أَوْ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ إِذَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ أَوْ فَدْفَدٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ:« لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ».متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [দ:] যখন সেনাদল বা ছোট বাহিনী নিয়ে অথবা হজ্ব বা উমরা থেকে ফিরতেন তখন ছানিয়্যা বা ফাদফাদে (মদীনার অদূরে একটি স্থান) পৌঁছে তিনবার "আল্লাহু আকবার" বলতেন। অত:পর বলতেন: "লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাা শারীকা লাহ্, লাহুলমুলকু ওয়ালাহুল হামদ্, ওয়াহুওয়া 'আলাও কুল্লি শাইয়িন কদীর, আায়িবূনা তাায়িবূনা 'আাবিদূনা লিরব্বিনাা হামিদূন, সদাকল্লাহু ওয়া'দাহ্, ওয়া নাসরা 'আব্দাহ্, ওয়া হাজামাল আহ্জাাবা ওয়াহ্দাহ্।"[২]

◆ বাদপড়া ও বাধাগ্রস্ত হওয়ার বিধানসমূহ:

যে ব্যক্তি ইহরাম বাঁধা ছেড়ে দিবে তার হজ্ব সংঘটিতই হবে না। আর যে ব্যক্তি অন্য কোন রোকন ছেড়ে দিবে তার হজ্ব ঐ রোকন ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা পূর্ণ হবে না। যার আরাফায় অবস্থান বাদ পড়ে যাবে তার হজ্ব হবে না, সে উমরা করে হালাল হয়ে যাবে এবং পরে তা কাজা করে নিবে যদি নিয়ত করে থাকে এবং পশু জবাই করবে। আর যদি নিয়তের সময় শর্ত করে থাকে তবে সে হালাল হয়ে যাবে এবং তার উপর কিছুই বর্তাবে না।

---

[১]. মুসলিম হা: নং ১২১৮

[২] .বুখারী হাঃ নং ১৭৯৭ মুসলিম হাঃ নং ১৩৪৪ শব্দ তারই

- যাকে কোন শত্রু বায়তুল্লাহ থেকে বিরত রাখবে সে পশু কুরবানি করে মাথা মুণ্ডাবে কিংবা চুল ছোট করবে। অত:পর হালাল হয়ে যাবে, তবে যদি আরাফা থেকে বিরত রাখে তাহলে উমরা করে হালাল হয়ে যাবে।
- যদি কোন রোগ বা পথ খরচ নি:শেষ হয়ে বাধাগ্রস্ত হয়, তাহলে শর্ত করে থাকলে কোন কিছু ছাড়াই হালাল হয়ে যাবে। আর যদি শর্ত না করে থাকে তবে পশু জবাই করে ও মাথা নাড়িয়া বা চুল ছোট করে হালাল হয়ে যাবে।
- কোন অঙ্গ ভেঙ্গে বা অসুস্থ হয়ে পড়লে কিংবা খোঁড়া হয়ে গেলে সে ব্যক্তি হালাল হয়ে যাবে এবং হজ্ব ফরজ হয়ে থাকলে আগামীতে হজ্ব আদায় করে নিবে।

১০-মসজিদে নববীর জিয়ারত

◆ **মদীনার হারামের সীমানা:**

পূর্ব দিক থেকে পূর্ব হাররা (কালো প্রস্তরময় ভূমি), পশ্চিম দিক থেকে পশ্চিম হাররা, উত্তর দিক থেকে উহুদ পর্বতের পিছনে সাওর পর্বত এবং দক্ষিণ দিক থেকে 'য়ীর পর্বত যার উত্তর পাদদেশে আকীক উপত্যকা। মদীনার হারামের গাছ কাটা হারাম ও শিকার ভাগানো চলবে না। মক্কার পশু শিকারে পাপ রয়েছে এবং বদলা দিতে হবে। আর মদীনার পশু শিকারে পাপ রয়েছে কিন্তু বদলা দেওয়া লাগবে না।

عَنْ علي بن أبي طالب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَقَالَ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ ». متفق عليه.

১. আলী ইবনে তালিব [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [ﷺ] বলেছেন: "মাদীনার হারাম 'আয়ের থেকে অমুক পর্যন্ত। যে এর এরিয়ার মাঝে কোন প্রকার পাপ করবে অথবা কোন পাপীকে আশ্রয় দিবে তার প্রতি আল্লাহ, ফেরেশতা ও সমস্ত মানুষের অভিশাপ। আর তার কোন ফরজ-নফল এবাদত কবুল করা হবে না। তিনি [ﷺ] আরো বলেন: মুসলমানদের একজনের পক্ষ থেকে নিরাপত্তাদান সবার পক্ষ থেকে। অতএব, যে কোন মুসলিমরে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে তার প্রতি আল্লাহ, ফেরেশতা ও সমস্ত মানুষের অভিশাপ। আর তার কোন ফরজ-নফল এবাদত কবুল করা হবে না। আর যে ব্যক্তি কোন জাতির দায়িত্বভার গ্রহণ করে তাদের অভিভাকবৃন্দের অনুমানি ছাড়া তার প্রতি আল্লাহ, ফেরেশতা ও সমস্ত মানুষের অভিশাপ। আর

তার কোন ফরজ-নফল এবাদত কবুল করা হবে না।"[১]

عَنْ جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي حَرَّمْتُ المدِينَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا لَا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا ».أخرجه مسلم.

২. জাবের [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [ﷺ] বলেছেন:" ইবরাহীম [ﷺ] মক্কাকে হারাম ঘোষণা করেছেন আর আমি মদীনার দুই হাররা (কালো প্রস্তরময় ভূমি)-এর মাঝের স্থানকে হারাম ঘোষণা করছি। তার গাছ কাটা যাবে না এবং শিকারী পশুকে শিকার করা যাবে না।"[২]

◆ তিনটি মসজিদের বৈশিষ্ট্য:

মসজিদ তিনটি হচ্ছে: মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে আকসা।

১. **মসজিদে হারাম:** ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) ও তদীয় পুত্র ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম) প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা মুসলমানদের কিবলা। এর নিকটেই তাদের হজ্ব পালিত হয়ে থাকে। মানুষের জন্যে প্রথম ঘর হিসাবে এটাই প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহ একে জগতবাসীর জন্য বরকত ও হিদায়াতের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত করেছেন।

২. **মসজিদে নববী:** ইহা মুহাম্মাদ [দ:] প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি তাকওয়ার উপর ভিত্তি করেই এর প্রতিষ্ঠা করেন।

৩. **মসজিদে আকসা:** ইহা ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম) প্রতিষ্ঠা করেন। এ হচ্ছে মুসলিম সমাজের দুই কিবলার প্রথমটি।

উক্ত মসজিদসমূহে বেশি সওয়াব মিলে, তাই এ কারণ ও অন্যান্য বৈশিষ্টের জন্য উক্ত তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোন স্থানের উদ্দেশ্যে সফর করা বৈধ নয়।

---

[১]. বুখারী হা: নং ১৮৭০ ও মুসলিম হা: নং ১৩৭০ শব্দ তারই

[২]. মুসলিম হা: নং ১৩৬২

◆ মসজিদে নববী জিয়ারতের বিধান:

মুসলমান ব্যক্তির জন্য মসজিদে নববীর জিয়ারত ও তথায় প্রবেশ করে দু'রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামজ আদায় করা সুন্নত। অত:পর নবীর কবরের নিকট গমন করে তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে এই বলে সালাম জানাবে:

« اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ »

অত:পর কবর জিয়ারতের দোয়া পাঠ করবে। এক ধাপ ডান দিকে সরে আবু বকর (রা:)-এর উপর সালাম পেশ করবে। অত:পর আরো একধাপ ডান দিকে অগ্রসর হয়ে অনুরূপভাবে উমর (রা:)-এর উপর সালাম পেশ করবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ». أخرجه أحمد وأبوداود.

আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ [দ:] এরশাদ করেছেন: "যে কেউ আমার উপর সালাম পেশ করলে আল্লাহ তা'য়ালা আমার রূহ ফেরত দেন তখন আমি তার সালামের জবাব দিয়ে থাকি।"[১]

◆ মসজিদে নববীতে সালাত পড়ার ফজিলত:

মদীনার মসজিদে নববীতে এক ওয়াক্ত নামাজে মসজিদে হারাম ছাড়া অন্য যে কোন মসজিদে এক হাজার নামাজের সমান সওয়াব।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ».متفق عليه.

১. ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহ আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম [দ:] বলেছেন: "আমার মসজিদে এক ওয়াক্ত সালাত অন্যান্য

[১]. হাদীসটি হাসান, আহমাদ হাঃ নং ১০৮২৭ আবূ দাউদ হাঃ নং ২০৪১

মসজিদ হতে এক হাজারগুণ বেশী সওয়াব। তবে মাসজিদে হারাম ব্যতিরেকে।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي».متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত নবী [ﷺ] বলেন:"আমার ঘর ও মিম্বারের মাঝখানে জান্নাতের একটি বাগান। আর আমার মিম্বার আমার হাউজের উপর অবস্থিত।"[২]

◆ মদিনার প্রসিদ্ধ কবরস্থান বাকিউল গারকাদ ও উহুদের শহীদদের কবর জিয়ারতে সালাম দেয়া ও তাদের জন্য দোয়া ও এস্তেগফার করা সুন্নত।

◆ **কবর জিয়ারতের সময় বলবে:**

« السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ». أخرجه مسلم.

"আসসালাামু 'আলাা আহলিদদিয়াারি মিনাল মু'মিনীনা ওয়ালমুসলিমীন, ওয়া ইয়ারহামুল্লাহুল মুস্তাকদিমীনা মিন্নাা ওয়ালমুস্তা'খিরীন, ওয়া ইন্নাা ইনশাাআল্লাহু বিকুম লালাাহিকূন।"

অথবা বলবে:

«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَلَاحِقُونَ، أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ ».أخرجه مسلم.

"আসসালাামু 'আলাইকুম আহলিদদিয়াারি মিনাল মু'মিনীনা ওয়ালমুসলিমীন, ওয়া ইন্নাা ইনশাাআল্লাহু লালাাহিকূন, আসআলুল্লাহা লানাা ওয়ালাকুমুল 'আাফিয়াহ্।"

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ১১৯০ মুসলিম হাঃ হা: ১৩৯৫ শব্দ তারই

[২]. বুখারী হাঃ নং ১১৯৬ মুসলিম হাঃ নং ১৩৯১

◆ **কুবা মসজিদে নামাজের ফজিলত:**

মুসলমান ব্যক্তির জন্য নিজ ঘরে ওযু করে কোন যানবাহনে বা পায়ে হেঁটে মসজিদে কুবায় গমন করা, সেখানে দুই রাকাত সালাত আদায় করা সুন্নত, যা এক উমরার সমান সওয়াব।

عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ﷺ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :«مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءَ فَصَلَّى فِيهِ صَلَاةً، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ ». أخرجه النسائي وابن ماجه.

সাহল ইবনে হানীফ (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [দ:] এরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি নিজ ঘরে ওযু করে মসজিদে কুবায় আগমন করল এবং তথায় সালাত আদায় করল তার জন্য এক উমরার সমান সওয়াব মিলবে।"[১]

◆ মসজিদে নববীর জিয়ারত হজ্ব বা উমরার অন্তর্ভুক্ত কোন কাজ নয়। তাই এটা ব্যতীত হজ্ব বা উমরা আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু অনির্দিষ্ট ভাবে যে কোন সময় তাতে নামাজের উদ্দেশ্যে জিয়ারত করা সুন্নত।

[১] . হাদীসটি সহীহ, নাসাঈ হাঃ নং ৬৯৯, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ১৪১২ শব্দ তারই

১১- হাদি, কুরবানি ও আকীকার পশু

◆ **হাদীঃ** যা বাহীমাতুল আন'য়াম (যেসব পশু কুরবানি জায়েজ) হতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে হারামের জন্যে উৎসর্গীত পশু এবং যা তামাত্তু হজ্ব অথবা কেরান হজ্ব কিংবা বাধাগ্রস্তর কারণে ওয়াজিব হয় তাকে হাদী বলে।

◆ **উযহিয়্যাহঃ** ঐ প্রাণীকে বলে যাকে কুরবানির দিনগুলোতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে জবাই করা হয়, চাই তা উট-উষ্ট্রী হোক কিংবা গরু-গাভী হোক কিংবা ছাগল-দুম্বা হোক।

◆ **কুরবানির বিধানঃ** সামর্থ্যবান মুসলমান ব্যক্তির পক্ষে এটা পালন করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। [কেউ ওয়াজিবও বলেছেন। অনুবাদক]

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ﴿٢﴾ ﴾ الكوثر: ٢

"তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর ও কুরবানি কর।"

[সূরা কাউসার: ২]

◆ **হাদী জবাই করার সময়:**

হাদী দুই প্রকার:

প্রথম: তামত্তু ও কেরান হজ্বের ও নফল হাদী। এর জবাই করার সময় কুরবানির দিন সকাল হতে আইয়ামে তাশরীকের ১৩ তারিখের সূর্য ডুবা পর্যন্ত। এর মাংস হতে নিজে ও ফকির-মিসকিনকে খাওয়ানো উত্তম। ইহা হারামের সীমানার ভিতরে জবাই করতে হবে যেমন: মক্কায় অথবা মিনায় কিংবা মুজদালিফা ইত্যাদি।

আল্লাহর বাণী:

﴿ وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَٱذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَٰهَا لَكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾ [الحج/٣٦].

"আর হারামের লক্ষ্যে উৎসর্গীকৃত উটকে আমি তোমাদের জন্যে আল্লাহর অন্যতম নির্দশন করেছি। এতে তোমাদের জন্যে মঙ্গল রয়েছে। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে বাঁধা অবস্থায় তাদের জবাই করার সময় তোমরা আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর। অত:পর যখন তারা কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তা থেকে তোমরা আহার কর এবং আহার করাও যে কিছু যাঞ্চা করে না তাকে এবং যে যাঞ্চা করে তাকে। এমনভিাবে আমি এগুলোকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।" [সূরা হাজ্ব:৩৬]

দ্বিতীয়ঃ বাধাগ্রস্তের হাদী। এর জবাই করার সময় যখন তার কারণ পাওয়া যাবে, চাই তা হারামে হোক বা তার বাইরে হোক। এ থেকে নিজে খাবে না বরং ফকির-মিসকিনদেরকে খাওয়াবে।

◆ কুরবানি জবাই করার সময়ঃ

ঈদের দিনে ঈদের সালাত থেকে নিয়ে তাশরীকের দিন শেষ হওয়া পর্যন্ত (ঈদের দিন থেকে নিয়ে পরবর্তী আরো তিনদিন)।

◆ কুরবানির গোশত থেকে নিজে খাওয়া, আত্মীয়-স্বজনকে হাদিয়া দেওয়া ও ফকির মিসকিনদেরকে সাদকা করা মুস্তাহাব-উত্তম। কুরবানির ফজিলত অনেক বড়; কারণ এতে আল্লাহর নৈকট্য লাভ রয়েছে। আরো রয়েছে পরিবারের উপর খানাপিনা পরিধির বিস্তার, ফকির মিসকিনদের উপকার ও আত্মীয়তা বন্ধন ও প্রতিবেশিদের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত রাখার সুব্যবস্থা।

◆ হাদী, কুরবানি ও আকীকার পশুর শর্তসমূহঃ

১. উটের জন্য পাঁচ বছর, গরু দুই বছর, ও ছাগল এক বছর ও ভেড়া ছয় মাস হওয়া বাঞ্ছনীয়। কুরবানি অবধারিত হয়ে গেলে তা অপেক্ষা উত্তম কোন প্রাণী দ্বারা বদল করা ছাড়া তা বিক্রি বা দান করে দেয়া বৈধ নয়।

২. হজ্বে ও আকীকায় বা কুরবানিতে জবাই করার জন্য নির্দিষ্ট চতুষ্পদ জন্তু হওয়া ওয়াজিব। আর ইহা শরীয়ত সম্মত বয়সে উত্তীর্ণ এবং দোষমুক্ত হতে হবে। আর সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হবে যেটি সুঠাম, দামী ও শ্রেষ্ঠ।

◆ ছাগল এক ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট। উট ও গরু সাত ব্যক্তির পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে। কোন ব্যক্তি নিজের ও তার পরিবারের জীবিত কিংবা মৃত সবার পক্ষ থেকে একটি ছাগল বা উট কিংবা গরু দ্বারা কুরবানি আদায় করলে তা বৈধ হবে। সাবলম্বি ব্যক্তির পক্ষে একাধিক প্রাণী দ্বারা (হজ্বের) হাদি ও কুরবানি আদায় করা মুস্তাহাব।

◆ জীবিত ব্যক্তির পক্ষে কুরবানি করা সুন্নত। আর মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে আলাদা ভাবে নয় বরং জীবিতদের সাথে অন্তর্ভুক্ত হিসাবে কুরবানি করতে হবে। কিন্তু যদি তিনি অসিয়ত করে যান তাহলে তার নামে আলাদা করে করতে হবে।

◆ **কুরবানি করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির উপর যা করা হারামঃ**

যে ব্যক্তি কুরবানি করবে তার পক্ষে যিলহজ্ব মাসের প্রথম দশ দিনে চুল, চামড়া বা নখ কাটা হারাম। যদি এসবের কিছু করে ফেলে তবে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইবে কোন প্রকার ফিদয়া জরুরি হবে না।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا ». أخرجه مسلم.

উম্মে সালমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম [দ:] এরশাদ করেন: "যখন যিলহজ্ব-এর ১০ দিন আসে এবং তোমাদের কেউ কুরবানি করার নিয়ত করে, তখন যেন সে স্বীয় চুল ও চামড়ার কোন অংশ না কাটে।"[১]

◆ যে ব্যক্তি নিজের ও পরিবারের পক্ষ থেকে কুরবানি করে তার জন্য এই দোয়া পড়ে তা জবাই করা সুন্নত:

---

[১] .মুসলিম হাঃ নং ১৯৭৭

«بِاسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ، اَللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ، اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي، اَللَّهُمَّ هَـذَا عَنِّيْ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِيْ »

[বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহুম্মা ইন্না হাযাা মিনকা ওয়ালাক্, আল্লাহুম্মা তাক্বব্বাল মিন্নী, আল্লাহুম্মা হাযাা 'আন্নী ওয়া 'আন আহলি বাইতী।]

◆ **উট নহ্র ও অন্যান্য প্রাণী জবাই করার পদ্ধতি:**

সুন্নত হচ্ছে উটকে দাঁড়ানো অবস্থায় তার বাম হাত বেধে জবাই করা। আর তা ছাড়া গরু ও ছাগল স্বাভাবিকভাবে জবাই করা, তবে এর বিপরীত করাও বৈধ। উটের জবাই (নাহর) হবে গলার নিম্নভাগে। আর গরু ও ছাগলের জবাই হবে গলার উপরিভাগে তাকে বাম পার্শ্বের উপর ভর করে শুইয়ে দিবে এবং তার ঘাড়ের উপর ডান পা রেখে মাথা চেপে ধরে জবাই করবে এবং বলবে :

« بِاسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ ». "বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার"

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْـرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. متفق عليه.

আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী [ﷺ] দু'টি সুঠাম শিং বিশিষ্ট দুম্বা দ্বারা কুরবানি করেন। তিনি নিজ হাতে উভয়টি জবাই করেন। তিনি 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলেন এবং স্বীয় পা তাদের ঘাড়ের উপরে রাখেন।"[১]

◆ সুন্নত হচ্ছে হজ্বের হাদি বা কুরনানির পশু কুরবানিদাতা নিজের হাতে জবাই করা। আর যদি জবাই করতে না জানে বা না পারে তাহলে উপস্থিত থাকা। কসাইকে কুরবানির পশুর গোশত থেকে কিছু পারিশ্রমিক হিসাবে দিবে না। যার পক্ষ থেকে কুরবানি হচ্ছে তার নাম উল্লেখ করা চলবে। জবাই হালাল হওয়ার জন্য কণ্ঠনালী,

[১].বুখারী হাঃ নং ৫৫৬৫ মুসলিম হাঃ নং ১৯৬৬

খাদ্যনালী, বড় রগ দু'টি অথবা একটি ও রক্ত প্রবাহিত হওয়াই যথেষ্ট।

◆ **যা দ্বারা কুরবানি যথেষ্ট নয়:**

عن بَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُ سمع رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« أَرْبَعَةٌ لَا يَجْزِينَ فِي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي ». أخرجه أبو داود والنسائي.

বারা' ইবনে 'আজেব [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, তিনি নবী করীম [ﷺ]কে বলতে শুনেছেন যে, "চার প্রকার প্রাণী কুরবানির জন্য যথেষ্ট নয়: সুস্পষ্ট কানা, সুস্পষ্ট রোগী, সুস্পষ্ট লেংড়া ও এত হালকা-পাতলা যার গায়ে মাংস নেই।"[১]

◆ মুসলমান ব্যক্তি হজ্বের বা কুরবানির প্রাণীসহ অন্য যে কোন সওয়াবের উদ্দেশ্যে জবাইকৃত প্রাণী জবাই করার পরে যদি তা রোগী বলে জানা যায়, তবে ইহা যথেষ্ট হবে না। কেননা এ দ্বারা উদ্দেশ্যে সিদ্ধ হয়নি।

◆ পূর্ণ বা আংশিক নিতম্ব কাটা, কুঁজ কাটা, অন্ধ বা পায়ের নলা কাটা ইত্যাদি প্রাণী দ্বারা কুরবানি হজ্বের জবাইসহ কোন প্রকার সওয়াবের জবাইর কাজে যথেষ্ট নয়।

◆ **সর্বোত্তম কুরবানি ও হাদী:**

হাদী ও কুরবানিতে সর্বোত্তম হলো পূর্ণ একটি উট। এরপর পূর্ণ একটি গরু-গাভী। অত:পর দুম্বা ও ছাগল। এরপর উট অথবা গরুর সাত ভাগের একভাগ। আর আকীকার জন্য উট বা গরুর ভাগা দ্বারা চলবে না। একটি উট বা একটি গরু কিংবা দুম্বা-ছাগল একজনের আকীকার জন্যে যথেষ্ট। দুম্বা-ছাগল দ্বারা আকীকা করাই উত্তম; কারণ ইহা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আর বেটা পশু মেয়ে পশুর চাইতে উত্তম।

---

[১] হাদীসটি সহীহ, আবূদাউদ হাঃ নং ২৮০২, নাসাঈ হাঃ নং ৪৩৭০ শব্দ তারই সহীহ

◆ আহকাম ও বয়স এবং গুণাগুনে আকীকা কুরবানির মতই। কিন্তু আকীকাতে ভাগা চলবে না। তাই একজনের পক্ষ থেকে একটি ছাগল বা একটি গরু কিংবা একটি উট ছাড়া সঠিক হবে না।

◆ **আকীকা:** নবজাত শিশুর পক্ষ থেকে পশু জবাই করার নাম। ইহা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জবাই করতে হবে।

◆ **আকীকার বিধান ও জবাই করার সময়:**

সন্তান জন্মগ্রহণ করলে আকীকা বিধান সম্মত। তাই যখন সন্তান জীবিত জন্মগ্রহণ করবে তখন তার পক্ষ থেকে আকীকা করা সুন্নত। ছেলে সন্তান হলে দুটি খাসি-দুম্বা ও মেয়ে সন্তান হলে একটি খাসী-দুম্বা জবাই করা সুন্নত। সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে জবাই হতে হবে। সেই দিনেই তার নাম রাখা, ছেলে সন্তান হলে মাথা মুণ্ডানো ও তার চুল পরিমাণ সোনা বা রূপা সাদকা করা সবই সুন্নত। যদি সপ্তম দিনে তা না করতে পারে তবে চৌদ্দ দিনের দিন আকীকা করবে। যদি তাতেও না করতে পারে তবে একুশতম দিনে তা করবে। যদি তাও না করতে পারে, তবে অন্য যে কোন সময়ে করে নিবে। আরো সুন্নত হচ্ছে যে, সন্তানকে খেজুর অথবা অনুরূপ কিছু দ্বারা মিষ্টি মুখ করানো।

◆ **মহিলারা পাঁচটি বিষয়ে পুরুষের অর্ধেক:**

উত্তরাধিকার, হত্যার দিয়ত তথা জরিমানা, সাক্ষ্য প্রদান, আকীকা এবং আজাদের ব্যাপারে।

◆ আকীকা হচ্ছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিত্য-নতুন নিয়ামতের উপর শুকরিয়া আদায় ও নবজাত শিশুর মুক্তিপণ এবং আল্লাহর নৈকট্য। যেহেতু ছেলে হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় নিয়ামত ও অনুগ্রহ তাই তার ক্ষেত্রে শুকরিয়াও বড় হওয়া চাই, বিধায় সেক্ষেত্রে দু'টি ছাগল ও মেয়ের ক্ষেত্রে একটি ছাগল প্রযোজ্য।

◆ **নবজাত শিশু জন্মের সুসংবাদ দেওয়ার বিধান:**

মুসলিমের জন্য সুন্নত হলো তার ভাইকে আনন্দ দেওয়ার ব্যাপারে জলদি করা এবং যা দ্বারা খুশি হয় তা অবগত করানো। আর নবজাত শিশুর জন্মের জন্য তাকে স্বাগতম জানানো ও দুয়া করা।

﴿ يَٰزَكَرِيَّآ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَٰمٍ ٱسۡمُهُۥ يَحۡيَىٰ لَمۡ نَجۡعَل لَّهُۥ مِن قَبۡلُ سَمِيّٗا ٧ ﴾ [مريم/ ٧].

"হে জাকারিয়া, আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম হবে ইয়াহ্য়া। ইতিপূর্বে এই নামে আমি কারও নামকরণ করিনি।" [সূরা মারয়াম:৭]

◆ **নবজাত শিশুর নাম রাখার সময়:**

১. সুন্নত হলো শিশুর জন্মের দিনে তার নাম রাখা।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ». رواه مسلم.

আনাস ইবনে মালেক [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"আজ রাত্রিতে আমার একজন সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। আমি তার নাম রেখেছি 'ইবরাহীম' আমার পিতামহের নামে নাম।"[১]

২. উত্তম হলো জন্মের সপ্তম দিনের পরে নাম রাখার ব্যাপারে দেরী না করা। তবে বিষয়টি ব্যাপক, তাই সাত দিনের পূর্বে বা পরে উভয়টা জায়েজ।

عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى». أخرجه أحمد وأبو داود.

[১]. মুসলিম হা: নং ২৩১৫

সামুরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"প্রতিটি ছেলে সন্তান তার আকীকায় বন্ধক থাকে। সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে আকীকার পশু জবাই, মাথার চুল মণ্ডন ও নাম রাখতে হবে।"[১]

◆ **নবজাত শিশুর নামকরণ:**

সুন্নত হচ্ছে নবজাত শিশুর জন্য আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও প্রিয় নাম চয়ন করা যেমন: আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান। অত:পর উত্তম নাম হচ্ছে আল্লাহর অন্যান্য যে কোন নামের সাথে আব্দ যুক্ত করে নাম রাখা যেমন: আব্দুল আজীজ, আব্দুল মালেক ইত্যাদি। অত:পর নবী-রসূলদের নামে নামকরণ। এরপর নেক ব্যক্তিদের নামে নামকরণ। অত:পর যা মানুষের জন্য মানানসই এবং ভাল অর্থবহ যেমন: জায়েদ, হাসান ইত্যাদি। আর যেসব নাম রাখা হারাম তা পরিবর্তন করে উত্তম নাম রাখা ওয়াজিব।

[১]. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হা: নং ২০১৮৮ শব্দ তারই ও আবূ দাঊদ হা: নং ২৮৩৮

চতুর্থ পর্ব

লেনদেন

এতে রয়েছেঃ

১. ব্যবসা-বাণিজ্য	১৪. ইজারা
২. এখতিয়ার	১৫. প্রতিযোগিতা
৩. সালাম	১৬. ধার
৪. সুদ	১৭. লুট-তারাজ
৫. ঋণ	১৮. অগ্রক্রয়াধিকার
৬. বন্ধক-পণ রাখা	১৯. আমানত
৭. জামানত ও জিম্মাদারি	২০. পরিত্যাক্ত জমিন আবাদ
৮. বিনিময়পত্র	২১. কমিশন
৯. যুক্তিপত্র	২২. কুড়ানো বস্তু ও শিশু
১০. নিষিদ্ধকরণ	২৩. ওয়াকফ্
১১. ওকালতি-এজেন্সি	২৪. হেবা ও দান
১২. কোম্পানী	২৫. অসিয়ত
১৩. ভাগে জমি চাষ ও পানি দেওয়া	২৬. গোলাম আজাদ

قال الله تعالى:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٩ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٠﴾ [الجمعة: ٩-١٠]

আল্লাহর বাণী:

“হে ঈমানদারগণ! জুমার দিন যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয় তখন আল্লাহর জিকির (সালাত)-এর দিকে ছুটে যাও এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ত্যাগ কর। ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানতে। যখন (জুমার) সালাত শেষ হবে তখন তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) অন্বেষণ করবে। আর আল্লাহকে বেশি করে স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।” [সূরা জুমু‘আ: ৯-১০]

লেনদেন

১- ব্যবসা-বাণিজ্য

◆ এবাদত ও লেনদেনের মধ্যে পার্থক্য:

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ দ্বীন-ধর্ম যা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যকার সম্পর্ককে সুসংহত করে এমন সব এবাদতসমূহের মাধ্যমে যেগুলো আত্মা ও অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে। এমনিভাবে সৃষ্টির মধ্যে পারস্পরিক লেনদেনকে সুষ্টভাবে পরিচালনা করে যেমন: বাণিজ্য, বিবাহ, উত্তরাধিকার, দণ্ডবিধি ইত্যাদি। এ ছাড়া মানুষ ভাই ভাই হিসাবে নিরাপত্তা, ইনসাফ ও ভালবাসার ভেতর দিয়ে বসবাস করতে পারে।

◆ দ্বীনের সর্ববৃহৎ কল্যাণ:

আসমানী শরিয়তের কল্যাণের মূল তিনটি:

প্রথম: বিপর্যয়কর জিনিসকে দূরকরণ। একে জরুরিয়াত তথা জরুরি বিষয় বলে।

দ্বিতীয়: কল্যাণ আমদানি করা। একে হাজিয়াত তথা প্রয়োজনীয় বিষয় বলে।

তৃতীয়: উত্তম চরিত্রের উপর চলা। একে তাহ্সীনাত তথা সৌন্দর্য বিষয় বলে। আর জরুরি বিষয়গুলো প্রতিষ্ঠালাভ করবে পাঁচটি জিনিস থেকে বিপর্যয় দূর করার মাধ্যমে। তা হলো: দ্বীন, জীবন, বিবেক, ইজ্জত-সম্মান ও সম্পদ। আর কল্যাণ আমদানি সম্ভব প্রয়োজনীয় ও মানুষের মাঝের শরিকানধীন বিষয়গুলোকে শরিয়তে বৈধকরণে। যাতে করে প্রতিটি ব্যক্তি তার নিজের প্রয়োজন ও অন্যান্যদের থেকে কল্যাণ আমদানি করতে পার যেমন: ব্যবসা-বাণিজ্য ও ভাড়া ইত্যাদি। আর উত্তম চরিত্রের প্রতি চলা ভালগুণের কার্যাদি করার দ্বারা সম্ভব যা সুন্দর জীবনকে বৃদ্ধি করে। এ ছাড়া জীবনে বয়ে আনে শান্তি, ভালবাসা ও নিরাপত্তা।

◆ **চুক্তিপত্রের প্রকার:**

চুক্তিপত্র তিন প্রকার:

১. নিছক বদলার উপর ভিত্তিশীল যথা: ব্যবসা-বাণিজ্য, ভাড়া ও কোম্পানী ইত্যাদি।

২. শুধুমাত্র অনুদানের উপর ভিত্তিশীল যথা: হেবা-দান, সাকদা, ধার, জামানত ইত্যাদি।

৩. অনুদান ও বদলা উভয়ের উপর ভিত্তিশীল যথা: ঋণ, এটা এক অর্থে সাদকা আবার অপর পক্ষে তা বদলাও বটে কারণ; অনুরূপ বস্তু দ্বারা তা পরিশোধ করা হয়।

◆ **ব্যবসা-বাণিজ্য:** ইহা মালের বদলে মালের আদান-প্রদানের নাম যা মালিকানার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে।

◆ **ব্যবসা ক্ষেত্রে মানুষের প্রকার:**

ব্যবসা ক্ষেত্রে মানুষ তিন প্রকার:

কিছু মানুষ আছে যারা ইনসাফের সাথে ব্যবসা করে। আর কিছু আছে যারা ব্যবসায় জুলুম করে। আর কিছু আছে যারা ব্যবসায় এহসান করে। অতএব, যে ব্যবসায়ী ইনসাফের সাথে বিক্রি করবে এবং ইনসাফের সাথে মূল্য গ্রহণ করবে সে না জুলুম করবে আর না কেউ তার প্রতি জুলুম করবে ইহা জায়েজ। আর যে জুলুম ও অন্যায়ভাবে বিক্রি করবে যেমন: ধোকাবাজি, মিথ্যা ও সুদ ইত্যাদি ইহা হারাম। আর যে এহসানের সাথে বিক্র করবে, কেনাবেচায় উদার হবে, পরিশোধে সময় দেবে, ওয়াদা পূরণে জলদি করবে এবং মূল্য বৃদ্ধি করে না। ইহা সর্বোত্তম প্রকার।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠﴾[النحل/٩٠].

“আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচারণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার

আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কথা এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন–যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।" [সূরা নাহ্‌ল: ৯০]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ ﴾ [البقرة/٢٧٥].

"আর আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অত:পর যার কাছে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, পূর্বে যা হয়েগেছে, তা তার। তার ব্যাপার আল্লাহর উপর নির্ভশীল। আর যারা পুনরায় সুদ নেয়, তারাই জাহান্নামে যাবে। তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে।" [সূরা বাকারা:২৭৫]

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: « رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى ». أخرجه البخاري.

৩. জাবের [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত নবী [ﷺ] বলেন:"আল্লাহ ঐ ব্যক্তির প্রতি দয়া করেন যে কেনাবেচা ও ঋণ আদায়ে উদারপন্থা অবলম্বন করে।"[১]

◆ **উপার্জনীয় কার্যাদি করার হেকমত:**

মুসলমান ব্যক্তি উপার্জনের যে কোন কাজ করলে সে তাতে আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যে তা করে থাকে। আল্লাহর নির্দেশ মানার মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে এতে নবী [দ:]-এর সুন্নত জীবিত করাও সর্বোপরি নির্দেশিত উপায় অবলম্বনের কাজের উদ্দেশ্যে তা করে থাকে। পরিশেষে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে উত্তম জীবিকা দান করেন এবং তাকে উত্তম খাতে তা ব্যবহার করার তওফিক দান করেন।

---

[১]. বুখারী হা: নং ২০৭৬

◆ **ব্যবসা-বাণিজ্য বিধিবদ্ধ করার হেকমত:**

যেহেতু টাকা-পয়সা, পণ্য ও বস্ত্রাদী মানুষের মাঝে একক জনের নিকট একাকটা রয়েছে। আর এক জনের নিকটে বিদ্যমান বস্তুর প্রতি অন্যান্যদের প্রয়োজন রয়েছে যা সে প্রতিদান ছাড়া কাউকে দিতে সম্মত নয়। এছাড়াও ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যক্তি প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য সাধনের ব্যবস্থা নিহিত রয়েছে। নচেৎ মানুষ ছিনতাই, চুরি, টালবাহানা ও মারামারির আশ্রয় নিতে বাধ্য হত। তাই আল্লাহ তা'য়ালা উপরোক্ত সুবিধা অর্জন ও সমস্যা এড়ানোর জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যকে বৈধ করেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ﴿٢٧٥﴾ ﴾ البقرة: ٢٧٥

"আল্লাহ (নির্দিষ্ট) ব্যবসা-বাণিজ্যকে হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম" [সূরা বাকারা: ২৭৫]

◆ **ব্যবসা-বাণিজ্য বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী:**

১- ক্রেতা ও বিক্রেতার উভয়ের সম্মতি থাকা। তবে কাউকে শরিয়তের কোন কারণে বাধ্য করা তবুও কাজ চলবে।

২- চুক্তিতে আবদ্ধ ব্যক্তিদের আদান-প্রদানের যোগ্যতা থাকা যথা উভয়কে স্বাধীন, সাবালক ও পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া।

৩- বিক্রিত বস্তু এমন প্রকৃতির হওয়া চাই যা দ্বারা সাধারণভাবে উপকৃত হওয়া যায়। তাই যে বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়ার আশা করা যায় না যেমন: মশা, তেলাপোকা অথবা যার ফায়দা গ্রহণ করা হারাম যেমন: মদ ও শূকর অথবা যা বিশেষ প্রয়োজন ও কঠিন পরিস্থিতি ছাড়া বৈধ না যেমন: কুকুর ও মৃত লাশ ইত্যাদির ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়। তবে মৃত মাছ ও পঙ্গপালের ব্যাপার স্বতন্ত্র।

৪- বিক্রিত পণ্য বিক্রেতার মালিকানাধীন অথবা বিক্রির সময় সে উদ্দেশ্যে অনুমোদনপ্রাপ্ত হওয়া চাই।

৫- বিক্রিত পণ্য ক্রেতা-বিক্রেতা উভয় পক্ষের নিকট দেখে অথবা বিবরণ দ্বারা পরিচিত হওয়া চাই।

৬- মূল্যের পরিমাণ সম্পর্কে জানা থাকা চাই।

৭- বিক্রিত পণ্য হস্থান্তর যোগ্য হওয়া চাই। তাই সাগরের পানিতে মাছ অথবা আকাশে উড়ন্ত পাখি ইত্যাদি অনিশ্চিত পণ্য হিসাবে পরিগণিত হওয়ায় এ সবের বেচাকেনা বৈধ নয়। উল্লেখ্য যে, এসব শর্তাবলী উভয় পক্ষকে জুলুম, ধোঁকা এবং সুদ থেকে রক্ষা করার স্বার্থেই নির্ধারিত করা হয়েছে।

◆ মুশরেকদের সাথে কেনাবেচার বিধান:

প্রতিটি মুসলিম ও অমুসলিমের সাথে শরিয়তে বৈধ জিনিসের কেনাবেচা করা জায়েজ।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «بَيْعًا أَمْ عَطِيَّــةً » قَالَ: لَا، بَلْ بَيْعٌ، فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً. متفق عليه.

আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা নবী [ﷺ]-এর সাথে ছিলাম এমন সময় একজন অপরিপাটি চুল বিশিষ্ট লম্বা আকৃতির মুশরেক ছাগল নিয়ে হাজির হল। নবী [ﷺ] বললেন: বিক্রি না দান। লোকটি বলল, না, বরং বিক্রি। নবী [ﷺ] তার থেকে একটি ছাগল ক্রয় করলেন।”[১]

◆ কি দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় অনুষ্ঠিত হয়:

ক্রয়-বিক্রয় দু'টি প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হয়:

১- কথা দ্বারা: ক্রেতা বলবে, আমি তোমার নিকট বিক্রি করলাম বা তোমাকে মালিক বানালাম ইত্যাদি। প্রতিউত্তরে ক্রেতা বলবে: আমি ক্রয় করলাম বা গ্রহণ করলাম ইত্যাদি শব্দ যা সচরাচর ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

[১]. বুখারী হা: নং ২২১৬ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ২০৫৬

২- কাজ দ্বারা: তা হচ্ছে আদান-প্রদান যথা এক পক্ষ বলবে: আমাকে দশ টাকার মাংস দিন ফলে কোন কথা না বলেই তাকে দিয়ে দিল বা এমনি ধরণের প্রচলিত যে কোন পদ্ধতি হতে পারে যা দ্বারা সম্মতি লাভ হয়।

◆ **লেনদেনে সংযমের ফজিলত:**

মুসলমান ব্যক্তির ক্রয়-বিক্রয়, পানাহার ও সর্ব প্রকার লেনদেন সুন্নতী পন্থায় সুসম্পন্ন হওয়া উচিত। ফলে সে সুস্পষ্ট হালালকে বেছে নিবে এবং এর দ্বারাই লেন-দেন করবে এবং হারাম পরিহার করবে ও তা দ্বারা লেনদেন মোটেই করবে না। আর সন্দেহপূর্ণ ব্যাপার পরিহার করাই উচিত যাতে করে নিজের দ্বীন ও সম্ভ্রমের হেফাজত হয় এবং হারামে যেন পতিত না হয়।

عَنْ النُّعْمَانِ بْنَ بَشِيرٍ رضي الله عنهما قَالَ:سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ ». متفق عليه.

নু'মান ইবনে বাশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [দ:]কে বলতে শুনেছি যে "নিশ্চয় হালাল বস্তু সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট। আর এ দুয়ের মাঝে কিছু বস্তু রয়েছে সন্দেহজনক যা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানেন না। বস্তুত: যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বস্তু থেকে বেচে থাকল সে তার দ্বীন ও সম্ভ্রমকে হেফাজতে রাখল। পক্ষান্তরে যে সন্দেহজনক কাজে লিপ্ত হল সে হারামেই লিপ্ত হল। ইহা যেন ঐ রাখালের ন্যায় যে নিষিদ্ধ এলাকার পার্শ্বে পশু চরায় যা অচিরেই সে তাতে পতিত হওয়ার আশঙ্কা রাখে। জেনে রাখ প্রত্যেক

বাদশাহর নির্দিষ্ট চারণভূমি থাকে। আর আল্লাহর চারণ ভমি হলো হারামকৃত বস্তুসমূহ। জেনে রাখ যে প্রতিটি শরীরে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে সে সংশোধিত হলে শরীর সংশোধন হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সে বিনষ্ট হলে সমস্ত শরীর বিনষ্ট হয়ে পড়ে। আর জেনে রাখ তা হচ্ছে অন্তর।”[১]

◆ সন্দেহজনক সম্পদ কোথায় খরচ করতে হবে:

সন্দেহপূর্ণ সম্পদ এমন সবখাতে ব্যয় করা উচিত যা দূর উপকারের কাজে লাগে। আর সর্বাপেক্ষা কাছের উপকার হচ্ছে আহার্য তথা যা পেটে প্রবেশ করে। অত:পর যা পরিধেয় তথা যা পিঠ ঢাকে। এরপর যা বাহন জাতীয় যেমন : ঘোড়া ও গাড়ি ইত্যাদি।

◆ হালাল উপার্জনের ফজিলত:

১. আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন:

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾ ﴾ الجمعة: ١٠

“যখন (জুমার) সালাত শেষ হবে তখন তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) অন্বেষণ করবে। আর আল্লাহকে বেশি করে স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।”

[সূরা জুমু‘আ: ১০]

عَنْ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّـلَام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ». أخرجه البخاري.

২. মিকদাম (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম [দ:] থেকে বর্ণনা করেন, তিনি [ﷺ] বলেন:“কেউ তার হাতের কামাই অপেক্ষা উত্তম কোন

[১]. বুখারী হাঃ নং ৫২ মুসলিম হাঃ নং ১৫৯৯ শব্দ তারই

উপার্জন ভক্ষণ করে না। আর আল্লাহর নবী দাউদ (আলাইহিস সালাম) নিজ হাতের কামাই খেতেন।"[১]

- ◆ নবী [দ:]-এর সাহাবাগণ ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত থাকতেন; কিন্তু যখনই তাদের সম্মুখে আল্লাহর কোন অধিকার উপস্থিত হত তখন তা ক্রয়-বিক্রয় হোক আর বাণিজ্য হোক তাঁদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে ফিরাতে পারত না; বরং তাঁরা তা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সুসম্পন্ন করেই ফেলতেন।

◆ সর্বোত্তম উপার্জন:

লোকভেদে উপার্জন ব্যবস্থা ভিন্ন হতে পারে। তবে যার যার পরিস্থিতি অনুযায়ী তা মানানসই হওয়া উত্তম। এতে করে চাই তা কৃষিকাজ হোক আর শিল্পজাত কাজ হোক অথবা বাণিজ্য হোক, তবে যেন শরীয়ত শর্ত সাপেক্ষে হয়।

◆ উপার্জন করার বিধান:

মানুষের জন্য হালাল জীবিকা উপার্জনে পরিশ্রম করা ফরজ। যাতে করে তার নিজের ও পরিবারের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা হয় এবং সেই সাথে আল্লাহর পথে ব্যয় করার সুযোগ হয় ও মানুষের নিকট চাওয়া থেকে বিরত হতে পারে। বস্তুত: সর্বোত্তম উপার্জন হচ্ছে ব্যক্তির হাতের কামাই ও প্রত্যেক বৈধ ব্যবসা।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷻ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম! তোমাদের কেউ তার রশি নিয়ে খড়ির বোঝা

[১] .বুখারী হাঃ নং ২০৭২

বেঁধে পিঠে করে বহন বরে উপার্জন করে তাই তার জন্য উত্তম, ওর চেয়ে যে কারো নিকট গিয়ে চাইলে তাকে দেয় অথবা দেয় না।"[১]

◆ **কেনাবেচায় উদারতার ফজিলত:**

মানুষের জন্য তার লেনদেনে, আচার-অনুষ্ঠানে নরম ও সহজ এবং উদারতা অবলম্বন করা উচিত; যাতে করে আল্লাহর দয়া অর্জন করে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَالَ: « رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى».أخرجه البخاري.

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম [দ:] বলেছেন: "আল্লাহ তা'য়ালা ঐ ব্যক্তিকে দয়া করুন যে ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয় ও বিচার ফয়সালাতে উদারতার পরিচয় দেয়।"[২]

◆ **ক্রয়-বিক্রয়ে বেশি বেশি শপথ করার কুফল:**

ক্রয়-বিক্রয়ে শপথ দ্বারা পণ্য বিক্রি হয় বেশি; কিন্তু এতে বরকত নষ্ট হয়ে যায়। আর আল্লাহর রসূল [দ:] এ থেকে নিষেধ করেছেন এই বলে:

« إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ». أخرجه مسلم.

"তোমরা অধিক শপথ করা থেকে বিরত থাকবে; কেননা এটা পণ্য বিক্রি করায় ঠিকই; কিন্তু পরিশেষে লাভ বিনষ্ট করে ফেলে।"[৩]

◆ ক্রয়-বিক্রয়ে সততা বরকতের কারণ হয়। পক্ষান্তরে মিথ্যাচারিতা বরকত বিনষ্ট করে দেয়।

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ১৪৭০ শব্দ মুসলিম হাঃ নং ১০৪২
[২]. বুখারী হাঃ নং ২০৭৬
[৩]. মুসলিম হাঃ নং ১৬০৭

জীবিকার চাবিকাঠি ও উপায়

আল্লাহর পক্ষ থেকে জীবিকা অর্জনের প্রধান চাবিকাঠি ও উপায়:

◆ **পাপ থেকে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়া ও তওবা করা:**

১. আল্লাহ তা'য়ালা নূহ (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে বলেন:

﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ﴿١١﴾ وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَٰلٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّٰتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَٰرًا ﴿١٢﴾ ﴾ نوح: ١٠ - ١٢

"আমি বললাম তোমার স্বীয় প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা চাও নিশ্চয়ই তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উদ্দেশ্যে প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন। তিনি তোমাদের আরো সমৃদ্ধ করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে। আর তোমাদের জন্য উদ্যান ও নদ-নদী প্রস্তুত করবেন।"

[সূরা নূহ: ১০-১২]

২. আল্লাহ তা'য়ালা হুদ (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে বলেন:

﴿ وَيَٰقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا۟ مُجْرِمِينَ ﴿٥٢﴾ ﴾ هود: ٥٢

"হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা (স্বীয় পাপের জন্যে) তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা চাও। অত:পর তাঁরই পানে নিবিষ্ট হও, তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তোমাদেরকে আরো শক্তি দ্বারা তোমাদের শক্তিকে বর্ধিত করবেন। আর তোমারা পাপে লিপ্ত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না।" [সূরা হুদ: ৫২]

◆ **জীবিকা অন্বেষণে সকাল সকাল বের হওয়া:**

অতি ভোরে জীবিকার উদ্দেশ্যে বের হওয়া প্রয়োজন, কারণ নবী [দ:] বলেছেন:

«اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا». أخرجه أبو داود والترمذي.

"হে আল্লাহ! আমার উম্মতের প্রভাতে তুমি বরকত দান করুন।"[১]

◆ দোয়া করা:

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾ ﴾ [البقرة/ ١٨٦].

"আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে–বস্তুত: আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য কর এবং আমার প্রতি নি:সংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।" [সূরা বাকারা:১৮৬]

﴿ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ ۖ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١٤﴾ ﴾ [المائدة/١١٤].

"ঈসা ইবনে মারইয়াম বললেন: হে আল্লাহ, আমাদের পালনকর্তা আমাদের প্রতি আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতরণ করুন। তা আমাদের জন্যে অর্থাৎ, আমাদের প্রথম ও পরবর্তী সবার জন্যে আনন্দোৎসব হবে এবং আপনার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন হবে। আপনি আমাদেরকে রুজি দিন। আপনিই শ্রেষ্ঠ রুজিদাতা।"
[সূরা মায়েদা:১১৪]

◆ আল্লাহভীতি:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ ﴿٣﴾ ﴾
الطلاق: ٢ – ٣

"যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার জন্যে বিকল্প পথ বের করে

[১]. হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাঃ নং ২৬০৬, তিরমিযী হাঃ নং ১২১২

দেন এবং তাকে এমন পথে জীবিকা দান করেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না।" [সূরা তালাক: ২-৩]

২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো এরশাদ করেন:

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰٓ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَٰتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا۟ فَأَخَذْنَٰهُم بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾ ﴾ الأعراف: ٩٦

"যদি জনপদবাসী ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তবে অবশ্যই আমি তাদের উদ্দেশ্যে আসমান-জমিন থেকে বরকতের দ্বারগুলোকে খোলে দিতাম; কিন্তু তারা মিথ্যারোপ করল ফলে আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের উপর পাকাড়াও করলাম।"

[সূরা আ'রাফ: ৯৬]

◆ পাপ পরিহার করা:

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ ﴾ الروم: ٤١

"জলে-স্থলে বিপর্যয় প্রকাশিত হয়েছে যা, মানুষের হাতের কামাই, যেন তিনি (আল্লাহ) তাদের কৃতকর্মের কিছু উপভোগ করান, যাতে করে তারা প্রত্যাবর্তন করে।" [সূরা রূম: ৪১]

◆ আল্লাহর উপর ভরসা:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمْرِهِۦ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَىْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾ ﴾ الطلاق: ٣

"যে আল্লাহর উপর ভরসা করে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট অবশ্যই আল্লাহ স্বীয় ইচ্ছা পূর্ণ করবেনই। আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর নির্দিষ্ট মাত্রা স্থির

করেছেন।” [সূরা তালাক: ৩]

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا ». أخرجه الترمذي وابن ماجه.

২. উমার ইবনে খাত্তাব (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [দ:] বলেছেন:“তোমরা যদি আল্লাহর উপর পুরোপুরি ভরসা করতে তবে তিনি তোমাদের এমনভাবে জীবিকা দান করতেন যেমনি দান করেন পাখিকে। পাখি প্রভাতে খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে আসে।”[১]

◆ আল্লাহর এবাদতের জন্যে মনোযোগী হওয়া:

এর অর্থ: এবাদতকালে আল্লাহর উদ্দেশ্যে অন্তরকে হাজির রাখা ও তাতে মনযোগ ও মিনতির সৃষ্টি করা।

عَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه قَالَ :قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : يَقُولُ رَبُّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلَأْ قَلْبَكَ غِنًى، وَأَمْلَأْ يَدَيْكَ رِزْقًا، يَا ابْنَ آدَمَ لاَ تَبَاعَدْ مِنِّي فَأَمْلَأُ قَلْبَكَ فَقْرًا وَأَمْلَأُ يَدَيْكَ شُغْلاً».أخرجه الحاكم.

মাকাল ইবনে ইয়াসার (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [দ:] বলেছেন: “তোমাদের বরকতপূর্ণ ও উচ্চ মর্যাদাশীল প্রতিপালক এরশাদ করেন: হে আদম সন্তান! তুমি আমার এবাদতের জন্য একান্ত ভাবে মনোযোগী হও, তবে আমি তোমার অন্তরকে পূর্ণভাবে অভাবমুক্ত করে দিব এবং তোমার হাতকে জীবিকা দ্বারা ভরপুর করে দিব। হে আদম সন্তান! তুমি আমার থেকে দূরে সরে যেওনা। তাহলে আমি তোমার অন্তরকে অভাব দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিব এবং তোমার হাতকে কাজ দ্বারা পূর্ণ করে দিব।”[২]

---

[১].হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ২৩৪৪, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৪১৬৪ শব্দ তারই

[২]. হাদীসটি সহীহ, হাকেম হাঃ নং ৭৯২৬ সিলসিলা সহীহা দ্রঃ হাঃ নং ১৩৫৯

◆ **বেশি বেশি হজ্ব-উমরা পালন করা:**

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ دُونَ الْجَنَّةِ». أخرجه أحمد والنسائي.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ [দ:] বলেছেন:"তোমরা পরপর হজ্ব এবং উমরা করতে থাক। কেননা এ দু'টি কাজ অভাব ও পাপরাশি এমনভাবে দূর করে যেমন হাপর লোহা, স্বর্ণ ও রূপার ময়লা দূর করে থাকে। আর কবুল হজ্বের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়।"[১]

◆ **আল্লাহর পথে ব্যয় করা:**

১. আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

﴿ وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۥ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ﴿٣٩﴾ ﴾ سبأ: ٣٩

"তোমরা কল্যাণের পথে যা ব্যয় কর আল্লাহ তার স্থলে বদলা দিয়ে দেন। আর তিনিই উত্তম জীবিকা দানকারী।" [সূরা সাবা: ৩৯]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:قَالَ اللَّهُ: أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ». أخرجه مسلم.

২. আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম [দ:] থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:"হে আদম সন্তান তুমি ব্যয় কর তবে আমি তোমার জন্য ব্যয় করব।"[২]

---

[১]. হাদীসটি হাসান, তিরমিযী হাঃ নং ৮১০, মুসনাদে আহমাদঃ৮/২২ ও ৬৫০ নাসাঈ হাঃ নং ২৬৩১

[২]. মুসলিম হাঃ নং ৯৯৩

◆ **দ্বীনের জ্ঞানার্জনে লিপ্ত ব্যক্তির জন্য ব্যয় করা:**

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله قَالَ:كَانَ أَخَوَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ يَحْتَرِفُ، فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ ».أخرجه الترمذي.

আনাস ইবনে মালেক (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী করীম [দ:]-এর যুগে দুই ভাই ছিল, তাদের একজন নবী করীম [দ:]-এর নিকট হাজির হত আর অপরজন বাণিজ্যে লিপ্ত থাকত। ব্যবসায়ী ভাই অপর ভাই সম্পর্কে নবী করীম [দ:]-এর নিকট অভিযোগ করলে তিনি বলেন: "তার কারণেই হয়তো তোমাকে জীবিকা দান করা হয়।"[১]

◆ **আত্মীয়তা সম্পর্ক অটুট রাখা:**

এ হচ্ছে নিকট আত্মীয়দের সাধ্যমত উপকার সাধন করা ও কষ্ট লাঘব করা এবং তাদের সাথে সদাচারণ করা।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ». متفق عليه.

আনাস ইবনে মালেক (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রসূলুল্লাহ [দ:]কে বলতে শুনেছি: "যে আনন্দচিত্তে ইহা চায় যে তার জীবিকা বৃদ্ধি করে দেয়া হোক এবং তার আয়ু বৃদ্ধি করা হোক সে যেন তার আত্মীয়তা সম্পর্ক বাজায় রাখে।"[২]

◆ **দুর্বলদেরকে সম্মান ও তাদের প্রতি অনুগ্রহ করা:**

[১]. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ২৩৪৫

[২]. বুখারী হাঃ নং ২০৬৭ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ২৫৫৭

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ: رَأَى سَعْدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ ؟ ».أخرجه البخاري.

১. মুস'আব ইবনে সা'দ (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, সা'দ (রা:) তার অপেক্ষা নিম্ন পর্যায়ের লোকদের উপর তার মর্যাদার কথা ভাবেন। তখন নবী করীম [দ:] তাকে বলেন:"তোমরা দুর্বলদের মাধ্যমেই সাহায্য ও জীবিকা পেয়ে থাক।"[1]

« إِنَّمَا يَنْصُرُ اللهُ هَذِهِ الأُمَّةَ بِضَعِيفِهَا بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلاَتِهِمْ وَإِخْلاَصِهِمْ ». أخرجه النسائي.

২. হাদীসের অপর বর্ণনায় আছে: "আল্লাহ এই উম্মতকে কেবল দুর্বলদের দোয়া, সালাত ও একনিষ্ঠতার মাধ্যমেই সাহায্য করে থাকেন।"[2]

◆ আল্লাহর রাহে হিজরত:

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَٰغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَن يَخْرُجْ مِنۢ بَيْتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُدْرِكْهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٠﴾ ﴾ النساء: ١٠٠

"আর যে কেউ আল্লাহর পথে হিজরত করবে সে পৃথিবীতে বহু প্রশস্ত স্থান ও স্বচ্ছলতাপ্রাপ্ত হবে এবং যে কেউ আল্লাহ ও রসূলের জন্য হিজরত করত: মৃত্যু মুখে পতিত হবে, নিশ্চয়ই এর প্রতিদান আল্লাহ উপর ন্যস্ত হবে। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।" [সূরা নিসা: ১০০]

◆ লেনদেনে সততা ও দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করার বিধান:

[1]. বুখারী হাঃ নং ২৮৯৬

[2]. হাদীসটি সহীহ, নাসাঈ হাঃ নং ৩১৭৮

মানুষের মাঝের সকল লেনদেনে সততা ও দোষ-ক্রটি প্রকাশ করা ওয়াজিব। সুতরাং বিক্রেতা ও ক্রেতা ও অন্যান্য সবার প্রতি সততা ও দোষ-ক্রটি প্রকাশ করা ওয়াজিব। এর দ্বারা ব্যবসায় বরকত হাসিল হয় এবং এবাদতে পরিণত হয় যার ফলে এতে প্রতিদান ও সওয়ার মিলে।

বিক্রেতার পক্ষ থেকে সত্যতা হলো: কাংক্ষিত গুণাগুন এবং দরদাম কত ইত্যাদি বর্ণনা করা। এর সাথে অপছন্দীয় দোষ-ক্রটিও বর্ণনা করা। আর ক্রেতার পক্ষ থেকে সত্যতা হলো: ঠিকমত মূল্য পরিশোধ করা। বর্ণনা মোতাবেক যদি পণ্য হয় তাহলে সত্যবাদি হবে আর যদি কাংক্ষিত গুণাগুনের বর্ণনা মোতাবেক না হয় তাহলে মিথ্যুক বলে বিবেচিত হবে।

আর যদি ক্রটি প্রকাশ ক'রে পণ্য বিক্রি করে তাহলে প্রাকাশকারী ও গোপন করে না বলে বিবেচিত হবে। আর যদি দোষ-ক্রটি গোপন রেখে বিক্রি করে তাহলে গোপনকারী ও অপ্রকাশকারী বলে প্রমাণিত হবে। আর বরকত শুধুমাত্র সত্যবাদি ও প্রকাশকারীর জন্যেই নির্দিষ্ট।

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: « الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا ».متفق عليه.

হাকীম ইবনে হেজাম [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেছেন: "বিক্রেতা ও ক্রেতা বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত এখতিয়ারে থাকবে। যদি দুইজনে সত্য বলে ও দোষ-ক্রটি প্রকাশ করে তাহলে তাদের কেনাবেচায় বরকত দেওয়া হবে। আর যদি দুইজনে গোপন রাখে ও মিথ্যা বলে তাহলে তাদের কেনাবেচায় বরকত মিটিয়ে দেওয়া হবে।"[১]

[১]. বুখারী হা: নং ২০৮২ মব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ১৫৩২

বৈধ ব্যবসার কিছু চিত্র

১. **তাওয়াল্লিয়াহ ব্যবসা:** ইহা হচ্ছে বিক্রেতা বলবে, আমি তোমাকে পণ্যটি যে দামে ক্রয় করেছি সেদামেই মালিক বানিয়ে দিলাম।

২. **মুরাবাহাহ ব্যবসা:** বিক্রেতা পণ্য ও তার দাম উল্লেখ করে বলবে, আমি তোমাকে উহা পঞ্চমাংশ লাভে বিক্রি করলাম।

৩. **মুওয়াযা'য়াহ ব্যবসা:** বিক্রেতা পণ্য ও তার দাম উল্লেখ করে বলবে, আমি তোমাকে উহা দশমাংশের লোকসানে বিক্রি করলাম।

৪. **মুসাওয়ামাহ ব্যবসা:** পণ্যের দাম উল্লেখ করা থাকবে। অত:পর বিক্রেতা সে দামে রাজি হলে ক্রেতা উহা ক্রয় করবে।

৫. **শরীকের ব্যবসা:** ক্রেতা পণ্য কব্জা করে বলবে, আমি তোমাকে যা ক্রয় করেছি তার অর্ধেক বা এক চথুর্তাংশের শরীক বানালাম।

৬. **মুবাদালাহ ব্যবসা:** একটি পণ্যের বদলায় অপর একটি পণ্য বিক্রি করা। একে মুকায়াযাহও বলে।

৭. **মুজায়াদাহ ব্যবসা:** পণ্য মানুষের মাঝে ডাকে উঠিয়ে সর্বোচ্চ মূল্য দ্বারা বিক্রি করা।

কিছু হারাম বাণিজ্যের চিত্র

ইসলাম প্রত্যেক ঐ বস্তুকে বৈধ ঘোষণা করেছে যা কল্যাণ-বরকত ও বৈধ উপকার বয়ে নিয়ে আসে। পক্ষান্তরে এমন কিছু ব্যবসাকে হারাম ঘোষণা করেছে যাতে রয়েছে দাগাবাজি, ধোঁকা'বাজি অথবা ব্যবসায়ীদের ক্ষতি, বা মনোমালিন্য বা ঠকবাজি, মিথ্যাচারিতা অথবা শরীর ও বিবেকের ক্ষতিসাধন ইত্যাদি। এ সব ব্যাপার যা পারস্পরিক ঘৃণা, বিদ্বেষ, মনোক্ষুন্নতা ও ক্ষতির জন্ম দেয়। ফলে এসব ব্যবসা হারাম হয়ে যায় এবং তা মোটেও সঠিক হয় না তন্মধ্যে যেমন:

১. মুলামাসা তথা স্পর্শ করা জাতীয় ব্যবসা:

যেমন বিক্রেতা ক্রেতাকে বলবে: তুমি যে কাপড়টি স্পর্শ করবে তা তোমাকে দশ টাকাতে দেয়া হবে। এ ধরণের ব্যবসা হারাম; কারণ এতে অজানা ও ধোঁকার ব্যাপার রয়েছে।

২. মুনাবাজা তথা ঢিল মারা জাতীয় ব্যবসা:

যেমন ক্রেতা-বিক্রেতাকে বলবে: তুমি যে কাপড়টিই আমার প্রতি ছুড়ে মারবে তাই আমি এত টাকা দিয়ে নিতে বাধ্য। এ ব্যবসাও হারাম কারণ, এতেও অজানা ও ধোঁকা রয়েছে।

৩. হাসাত তথা পাথর নিক্ষেপ জাতীয় ব্যবসা:

যেমন বিক্রেতা বলবে এই পাথরটি নিক্ষেপ কর, ফলে পাথর যে কাপড়টির উপর নিক্ষিপ্ত হবে তা তোমাকে এত টাকায় দেয়া হবে। এ ব্যবসাও সঠিক নয় কারণ; এতেও অজানা ও ধোঁকা রয়েছে।

৪. নাজাশ তথা মূল্য বৃদ্ধি জাতীয় ব্যবসা:

ইহা হচ্ছে: ক্রয়ের উদ্দেশ্য ছাড়াই দামাদামি করে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করা। এ ব্যবসাও হারাম কারণ; এতে অন্যান্য ক্রেতাদের জন্য ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা রয়েছে।

৫. গেঁয়ো ব্যক্তির পণ্য শহুরে ব্যক্তি কর্তৃক বিক্রি:

গেঁয়ো ব্যক্তির নিকট থেকে কম দামে ক্রয় করে বাজারদর অপেক্ষা বেশী দামে পণ্য বিক্রি করা। এ ধরণের বিক্রি সঠিক নয়; কেননা এতে লোকজনের ক্ষতি ও কষ্ট রয়েছে। কিন্তু যদি শহুরে ব্যক্তির নিকট গ্রাম্য ব্যক্তি এসে তার উদ্দেশ্যে বিক্রয়ের আবেদন জানায় তাহলে সে তা করতে পারে।

৬. পণ্য হাতে বুঝে না পাওয়ার পূর্বে তা বিক্রি করা:

এটি বৈধ ব্যবসা নয়; কেননা এটা ঝগড়া ও লেনদেন ভঙ্গ করার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষত: বিক্রেতা যখন দেখবে যে ক্রেতা এতে লাভবান হতে যাচ্ছে।

৭. ঈনা ব্যবসা:

ইহা হলো: কারো নিকট নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে বাকিতে কোন পণ্য বিক্রি করত: উক্ত ব্যক্তির নিকট থেকে নির্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা কম দামে নগদ মূল্যে তা ক্রয় করা। ফলে এতে এক ব্যবসাতে দুই ব্যবসা একত্র করা হয় যা হারাম; কেননা এ হচ্ছে সুদের পথ প্রদর্শক। কিন্তু যদি তার মূল্য হাতে পাওয়ার পর অথবা পণ্যের গুণাগুণ পরিবর্তন হওয়ার পর তা ক্রয় করে অথবা ক্রেতা ব্যতীত অন্য ব্যক্তির নিকট থেকে ক্রয় করে তবে তা বৈধ হবে।

৮. কোন ব্যক্তি কর্তৃক স্বীয় (মুসলমান) ভাইয়ের ব্যবসার উপর নিজ ব্যবসা চালিয়ে দেয়া:

যেমন এক ব্যক্তি দশ টাকা দিয়ে কোন পণ্য ক্রয় করল ইতিমধ্যে লেনদেন শেষ না হতেই অপর এক ব্যক্তি একে বলল: আমি তোমার নিকট উক্ত পণ্য নয় টাকাতে বা কিনা মূল্যের কমে বিক্রি করব। এমনিভাবে ক্রয়ের ক্ষেত্রেও যদি দশ টাকায় বিক্রয়কারী ব্যক্তিকে বলে আমি তোমার নিকট থেকে এটা পনের টাকায় ক্রয় করব, যাতে প্রথম ব্যক্তি তা দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ছেড়ে দেয়। উক্ত ব্যবসাও হারাম; কারণ এতে মুসলমানদের ক্ষতি ও পারস্পরিক মনোমালিন্য নিহিত রয়েছে।

৯. দ্বিতীয় আজানের পর ব্যবসা করা হারাম:

যার উপর জুমার নামাজ ফরজ দ্বিতীয় আজানের পর তার জন্য ব্যবসা করা হরাম এবং তার জন্য কোন প্রকার চুক্তি সম্পাদন করাও চলবে না।

১০. প্রত্যেক হারাম বস্তুর ব্যবসা হারাম:

যেমন: মদ, শূকর, মূর্তি-প্রতিমা। অথবা যা হারামের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায় যেমন: বাদ্যযন্ত্র। এসব ক্রয়-বিক্রয় উভয়টি হারাম।

১১. অজানা ও ধোকার ব্যবসা:

আরো হারাম ব্যবসার মধ্যে একটি ব্যবসা হচ্ছে: “হাবলুল হাবলা” ও “মালা-কীহ” তথা মায়ের গর্ভে বিদ্যমান বাচ্চার ক্রয়-বিক্রয়। ঠিক

তদ্রুপ "মাযামীন" তথা ষাঁড়ের পিঠে বিদ্যমান বীর্যের ব্যবসা, নর উটের পাল দিয়ে উপার্জন এবং পাল দেওয়ার জন্য নর পশু ভাড়া দেয়া। এমনিভাবে কুকুর, বিড়ালের মূল্য, ব্যভিচারিণীর উপার্জন, জ্যোতিষীর কামাই। এমনিভাবে অস্পষ্ট ও ধোঁকার সাহায্যে ব্যবসা। অনুরূপ যে বস্তু ন্যাস্তকরা অসম্ভব যেমন: আকাশে উড়ন্ত পাখি।

১২. পরিপক্ক না হওয়ার পূর্বে ফল বিক্রি:

ফল বা ফসল পরিপক্ক না হওয়ার পূর্বে ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি করা হারাম। সামনে এর বিধান আসবে।

◆ শরীয়তে হারাম বস্তু প্রকার:

শরীয়তে হারাম বস্তু দুই প্রকার:

১. বস্তুটির মূল হারাম:

যেমন মৃত জীবজন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস, নোংরা ও অপবিত্র জিনিস ইত্যাদি।

২. ব্যবহার নিতীমালায় হারাম:

যেমন সুদ, জুয়া, বাজি খেলা, মজুদদারী, প্রতারণা ও ঠকবাজি এবং ধোঁকা ইত্যাদি ব্যবসা। এগুলোতে রয়েছে জুলুম ও বাতিল পন্থায় মানুষের মাল ভক্ষণের ব্যবস্থা। বস্তুত: প্রথম প্রকারটিকে অন্তর ঘৃণা করে পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রকারটিকে অন্তর পছন্দ করে। তাই এটি এমন হুমকি-ধুমকি ও শাস্তির দাবী রাখে যা তাতে পতিত হওয়া থেকে বিরত রাখবে।

◆ এজমালী বস্তুর ব্যবসার বিধান:

যখন কোন শরিক তার শরিকানা বস্তু বিক্রি করবে তখন তার অংশের মূল্য দ্বারা সে অংশের বিক্রি বৈধ হবে। আর ক্রেতা অজ্ঞতাবশত: ক্রয়ের ফলে তার এখতিয়ার থাকবে।

◆ পানি, খাস ও আগুন বিক্রি করার বিধান:

মুসলমান সমাজ তিনটি বিষয়ে সমানভাবে অংশীদার যথা: পানি, ঘাস ও আগুন। তাই আসমান ও ঝর্নার পানির ব্যক্তি মালিকানা বৈধ নয় এবং তার বিক্রিও বৈধ নয়। তবে তাকে নিজ মশকে অথবা পুকুর ইত্যাদিতে আটক করলে বৈধ। ঠিক ঘাস জমিতে থাকা পর্যন্ত চাই তা তাজা হোক আর শুকনা হোক তার বিক্রি বৈধ নয়। এমনিভাবে আগুন চাই তা ইন্ধন জাতীয় হোক যেমন কাঠ অথবা অগ্নিশিখা হোক যেমন জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড তাও বিক্রি করা বৈধ নয়। কেননা এসব বস্তু এমন যেগুলোকে আল্লাহ তা'য়ালা স্বীয় সৃষ্টির মাঝে ব্যাপক করে দিয়েছেন। তাই এর প্রয়োজন বোধকারী ব্যক্তির উদ্দেশ্যে তা ব্যয় করা উচিত এবং এ থেকে বারণ করা হারাম।

◆ বিক্রীত পণ্যে কম বা বেশি হওয়ার বিধান:

১. যখন কোন ব্যক্তি ঘর বিক্রি করবে তখন এতে জমি, তার উপর বিদ্যমান বস্তু ও নিচে যা রয়েছে সহ প্রত্যেক বস্তুকে বুঝাবে। আর যদি বিক্রিত বস্তু জমি হয়, তবে এতে কোন বস্তুকে পৃথকভাবে উল্লেখ না করলে তাতে বিদ্যমান সব বস্তুই বুঝাবে।

২. যখন কোন ঘর এই ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে যে, তার পরিমাণ ১০০ মিটার। পরে দেখা গেল যে তা কম বা বেশি তবে তা বিশুদ্ধ হবে। বেশি অংশ বিক্রেতার পাওনা থাকবে। আর কমের হিসাবও তার উপর বর্তাবে। আর যে তা জানবে না তার উদ্দেশ্যেও হাসিল হবে না। তার জন্য লেনদেন করা না করারও এখতিয়ার থাকবে।

◆ বিক্রি ও ভাড়া একত্রে করার বিধান:

যখন বিক্রি ও ভাড়া উভয়কে এক সাথে করে বলবে আমি উক্ত ঘর তোমার নিকট এক লক্ষ টাকা দ্বারা বিক্রি করলাম এবং এ ঘরটি দশ হাজার দ্বার ভাড়া দিলাম। অত:পর প্রতিপক্ষ বলল: আমি গ্রহণ করলাম তবে বিক্রি ও ভাড়া উভয়ই বিশুদ্ধ হবে। এমনিভাবে যদি বলে আমি তোমার নিকট এ ঘরটি বিক্রি করলাম ও এ ঘরটি ভাড়া দিলাম এক লক্ষ

টাকা দ্বারা তাহলে তা বিশুদ্ধ হবে। আর প্রয়োজনে উভয়ের বদলা কিস্তি তে দেওয়া চলবে।

◆ ব্যবসায়ী দোকান-পাট থেকে হাদিয়া গ্রহণের বিধান:

ব্যবসায়ী দোকানগুলো থেকে ক্রেতাদের উদ্দেশ্যে যে সব পুরস্কার ও উপহার বিতরণ করা হয় তা হারাম; কারণ ইহা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। কেননা এতে অন্যদের ছেড়ে তাদের নিকট থেকে ক্রয় করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। আর পুরস্কারের লোভে অপ্রয়োজনীয় বা হারাম বস্তু কিনে অপর ব্যবসয়ীদের ক্ষতি করা হয়।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ ﴾ المائدة: ٩٠

"হে মুমিন সম্প্রদায়! অবশ্যই মদ, জুয়া, মূর্তি ও লটারীর তীর এসব অপবিত্র, শয়তানের কাজ তাই তা পরিহার কর যেন তোমারা সফলকাম হতে পার।" [সূরা মায়েদা: ৯০]

◆ অশ্লীল ও বেহায়া পত্র-পত্রিকা বিক্রি করার বিধান:

যে সব পত্র-পত্রিকায় অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার প্রতি আহ্বান করে এবং ভিডিও বা সিডি ও অডিও ক্যাসেট যাতে গান-বাজনা রয়েছে। ঠিক যে সব (যন্ত্রের পর্দায়) গান-বাদ্য, নাটক ও বেপর্দাভাবে মহিলাদের ছবি প্রকাশ পায়। এ ছাড়া কাজে, কথা ও নির্লজ্জা জনক কথোপকথন যা নোংরা পথে আহ্বান জানায় তার ক্রয়-বিক্রয় সবই হারাম। এমনিভাবে তার শ্রবণ, দর্শন তা দ্বারা উপার্জন বলতে যা বুঝায় সবই হারাম যা মোটেও বৈধ নয়।

◆ ব্যবসায়িক বীমার বিধান:

ব্যবসায়িক বীমা এমন একটি বন্ধনের নাম যেখানে যার জন্য বীমা করা হয়, সে কোন বিপদ বা ঘাটতিতে পতিত হলে যার নিকট বীমা

করা হয় সে ব্যক্তি তাকে নির্দিষ্ট আর্থিক বদলা দিবে। বীমাকারীর পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট হারে অর্থ আদায়ের বিনিময়ে বীমা হয়। ইহা হারাম; কারণ এতে ধোঁকা ও অজানার ব্যাপার বিদ্যমান। এ হচ্ছে এক প্রকার জুয়া যা দ্বারা বাতিল পন্থায় মানুষের মাল ভক্ষণ করা হয়। চাই তা জীবনের উপর হোক বা কোন পণ্য কিংবা হাতিয়ারের উপর হোক।

◆ যা দ্বারা ক্ষতি হয় তা বিক্রির বিধান:

যে ব্যক্তি রস দ্বারা মদ প্রস্তুত করবে তার নিকট তা বিক্রি করা বৈধ নয়। ঠিক ফিৎনার কাজে অস্ত্র বিক্রি করা বা মৃত ব্যক্তির সাথে জীবিত ব্যক্তির ক্রয়-বিক্রয় ও বৈধ নয়।

◆ ব্যবসায় শর্ত করার বিধান:

যে ব্যবসা এমন শর্ত সাপেক্ষে সম্পন্ন হয় যা দ্বারা কোন হালালকে হারাম কিংবা হারামকে হালাল না করা হয় তা সঠিক। যেমন বিক্রেতা ঘরে এক মাস অবস্থানের শর্ত করল অথবা ক্রেতা কাঠ-খড়ি নেয়া ও ভাঙ্গা ইত্যাদির শর্ত করল।

◆ মাশা'আরুল হারামের কোন ভূমি ভাড়া বা বিক্রি করার বিধান:

মিনা, মুযদালিফা ও আরাফা এগুলো মসজিদের ন্যায় পবিত্র স্থান যা সকল মুসলমানদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। তাই এসব জায়গার বিক্রি কিংবা ভাড়া কোনটাই বৈধ নয়। যে এমনটি করবে সে অপরাধী, পাপী ও জালিম এবং তার উপর গৃহীত অর্থ তার জন্য হারাম হবে।

◆ কিস্তিতে বিক্রির বিধান:

কিস্তিতে বিক্রি এটি বাকিতে বিক্রির একটি প্রকার। (পার্থক্য শুধু এই) বাকিতে বিক্রি এক মেয়াদ বিলম্বিত হয়। আর কিস্তিতে বিক্রি একাধিক মেয়াদে বিলম্বিত হয়ে থাকে।

১. বিলম্ব ও কিস্তির ফলে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করা বৈধ । যেমন : নগদে বিক্রিত যে পণ্য একশত টাকায় আসে তা একশত বিশ টাকায় বিক্রি করা। এক মেয়াদ বা একাধিক মেয়াদের ভিত্তিতে। তবে শর্ত এই যে,

খুব বেশি যাতে বৃদ্ধি না করা হয় এবং অপারগদের (দুর্বলতাকে) ব্যবহার না করা হয়।

২. বিলম্বে বা কিস্তিতে বিক্রিতে ক্রেতার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের ইচ্ছা থাকলে তা হবে মুস্তাহাব পর্যায়ের কাজ। তাই মেয়াদের কারণে যেন মূল্যে বৃদ্ধি না ঘটায় এর ফলে বিক্রেতাকে এহসানের উপর প্রতিদান দেয়া হবে। তবে লাভ ও বদলার ইচ্ছা করলেও তা বৈধ হবে এমতাবস্থায় মেয়াদের উপর মূল্য বৃদ্ধি করতে পারবে যা নির্দিষ্ট মেয়াদী নির্দিষ্ট কিস্তিতে পরিশোধ যোগ্য বলে পরিগণিত হবে।

৩. ক্রেতা কিস্তির মেয়াদ পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত মূল্য পরিশোধ না করতে পারলে বিক্রেতার পক্ষে মূল্য বৃদ্ধি বৈধ নয়। তবে সে পূর্ণ মূল্য আদায় করা পর্যন্ত বিক্রিত পণ্য নিজের কাছে গচ্ছিত রাখতে পারে।

◆ বাগান বিক্রির বিধান:

১. যদি এমতাবস্থায় কোন জমি বিক্রি করে যে, তাতে খেজুর বা অন্য কোন বৃক্ষ রয়েছে, তবে খেজুর বৃক্ষের বাঁধন কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকলেও বৃক্ষের ফল প্রকাশ পেয়ে গেলে তা বিক্রেতার জন্য থাকবে। কিন্তু যদি ক্রেতা শর্ত করে থাকে, তাহলে এটা তার বলে বিবেচিত হবে। আর যদি খেজুর বৃক্ষের বাঁধন কাজ সম্পন্ন না হয়ে থাকে আর তাতে ফল প্রকাশ না পায়, তবে তা ক্রেতার জন্য থাকবে।

২. খেজুর বৃক্ষসহ অন্য কোন বৃক্ষের ফল-ফসল না পাকা পর্যন্ত তার বিক্রি বৈধ নয়। তবে গাছ-পালাসহ ফল ও জমিসহ সবুজ ফসল যদি পক্ত না হতেই বিক্রি করে তবে তা বৈধ বলে বিবেচিত হবে।

৩. কোন ব্যক্তি ফল কিনে তা কাটা কিংবা ভাগ করা পর্যন্ত কোনরূপ গড়িমসি বা বিলম্ব ছাড়া বৃক্ষের উপর রেখে দেয়া অবস্থায় যদি কোন আসমানী আপদ যেমন : বাতাস বা ঠাণ্ডা ইত্যাদি দ্বারা তা বিনষ্ট হয়ে পড়ে, তবে এমতাবস্থায় ক্রেতা বিক্রেতার নিকট থেকে টাকা ফেরত নিতে পারবে। আর যদি কোন মানুষ তা বিনষ্ট করে তবে ক্রেতার পক্ষে

চুক্তি ভঙ্গ করা, বাস্তবায়ন করা ও বিনষ্টকারীর নিকট তার ক্ষতি পূরণ চাওয়া এর যে কোনটার অধিকার থাকবে।

◆ মুহাকালার বিধান:

এ হচ্ছে পুক্ত শস্য শিষে থাকা অবস্থায় অনুরূপ শস্যের বদলে বিক্রি করা। ইহা বৈধ নয়, কেননা এতে দু'টি নিষিদ্ধ বিষয় রয়েছে।

এক: পরিমাণ ও উৎকৃষ্টতা সম্পর্কে অজানা।

দুই: সমান সাব্যস্ত হওয়ার কোন ব্যবস্থা না থাকা।

◆ মুজাবানার বিধান:

এ হচ্ছে মাপা খেজুরের বদলে খেজুর বৃক্ষে বিদ্যমান ফল বিক্রি করা। এটাও মুহাকালার মতই অবৈধ।

◆ 'আরায়া বিক্রির বিধান:

খেজুর গাছে বিদ্যমান খেজুরের বদলে পুরানো খেজুর ক্রয় করা বৈধ নয়; কেননা এতে ধোঁকা ও সুদ রয়েছে। তবে প্রয়োজনে "আরায়া" তথা পাঁচ অসকের কমে উক্ত লেনদেন এই শর্তে চলবে যে, চুক্তি বৈঠকে যেন লেনদেন সম্পন্ন হয়ে যায়।

◆ মানুষের কোন অংশ বিক্রি করার বিধান:

১. মানুষের কোন অঙ্গ বা অংশ জীবিত বা মৃত অবস্থায় বিক্রি করা বৈধ নয়। তবে একান্ত বাধ্য হয়ে কেউ নিতে চাইলে যদি মূল্য ছাড়া তা না পায়, তবে বিশেষ প্রয়োজন সাপেক্ষে তা দেয়া বৈধ হবে। তবে ক্রেতার পক্ষে তা গ্রহণ করা হারাম। যদি মরণের পরে দান বলে কোন মুখাপেক্ষীকে কোন অংশ দান করে থাকে এবং তার জীবদ্দশায় কোন পুরস্কার গ্রহণ করে তবে তাতে কোন বাধা নেই।

২. চিকিৎসা বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে রক্ত বিক্রি করা বৈধ নয়। কিন্তু যদি কেউ তার মুখাপেক্ষী হয় এবং মূল্য ছাড়া তা অর্জন করতে না পারে তাহলে বদলা দিয়ে তা গ্রহণ বৈধ; কিন্তু দানকারীর পক্ষে তা গ্রহণ হারাম।

◆ **ধোঁকার অর্থ:**

গারার (ধোঁকাবাজি) বলতে বুঝায় যার সঠিক তথ্য মানুষ থেকে গোপন রাখা ও তাকে মূল রহস্য জানতে না দেওয়া। যেমন: অস্তিত্তহিন বস্তু কিংবা অসম্ভব জিনিস। এ সব বিষয় ধোঁকা হিসাবে পরিগণিত।

◆ **ধোঁকার ব্যবসা ও জুয়া খেলার বিধান:**

ধোঁকা, জুয়া ও বাজিধরা ইত্যাদি এমন সব লেনদেনের নাম যা ভয়ানক ধ্বংসাত্মক এবং হারাম। এ সব বড় বড় ব্যবসায়ীর ঘরকে বিনষ্ট করেছে। পক্ষান্তরে কত মানুষকে পরিশ্রম ছাড়াই ধনাঢ্য বানিয়েছে। আবার কত মানুষকে পথের ফকির বানিয়ে আত্মহত্যা, শত্রুতা ও বিদ্বেষের পথে ঠেলে দিয়েছে। এক কথায় এ সব হচ্ছে শয়তানের কাজ।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾ ﴾ المائدة: ٩١

"শয়তান তো এটাই চায় যে, মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর স্মরণ ও সালাত হতে তোমাদেরকে বিরত রাখে। তবে কি তোমরা ফিরে আসবে?"

[সূরা মায়েদা: ৯১]

◆ **ধোঁকার ব্যবসার বিপর্যয়:**

ধোঁকার ব্যবসা দু'টি সমস্য বয়ে নিয়ে আসে:

১. মানুষের ধন-সম্পত্তি বাতিল পন্থায় ভক্ষণ করা। তাই কেউ কোন প্রকার লাভ ছাড়াই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হতেই থাকে অথবা ক্ষতি ছাড়াই লাভমান হতেই থাকে; কেননা এটা বাজি ও জুয়ার নামান্তর।

২. ক্রয়-বিক্রয়কারীদের মধ্যে ঘৃণা, হানাহানি আর শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করা।

২- খিয়ার (চুক্তি ভঙ্গের অধিকার)

◆ "খিয়ার" বিধিবদ্ধকরণের হেকমত:

বাণিজ্যে চুক্তিভঙ্গের অধিকার এটি ইসলামের সৌন্দর্যের অন্যতম একটি দিক। কেননা কখনও মূল্যের কথা চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই হঠাৎ করে বেচাকেনা কাজ হয়ে থাকে। ফলে উভয় পক্ষ অথবা এক পক্ষ অনুতপ্ত হয়ে পড়ে। তাই ইসলাম বিবেচনা করার সুযোগ দিয়েছে একেই "খিয়ার" বলে। যার পরিপ্রেক্ষিতে ক্রেতা ও বিক্রেতা অঙ্গীকার ভঙ্গ করা বা বহাল রাখার যে কোন একটি মত বাছাই করার অবকাশ পেয়ে থাকে।

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا». متفق عليه.

হাকীম ইবনে হিজাম (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম [দ:] এরশাদ করেন:"ক্রেতা ও বিক্রেতা যতক্ষণ পর্যন্ত পৃথক না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা উভয়ে (চুক্তি রাখা, না রাখার) অধিকার রাখে। ফলে যদি উভয়ে সত্য বলে ও সব কথা খুলে বলে তাহলে উভয়ের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত দেয়া হবে। পক্ষান্তরে যদি গোপন রাখে ও মিথ্যা বলে তবে উভয়ের ব্যবসার বরকত নষ্ট করে দেয়া হবে।"[১]

◆ খিয়ারের প্রকার:

"খিয়ার"-এর বহু প্রকার রয়েছে তন্মধ্যে:

১. বৈঠকের খিয়ার: এটা ব্যবসা, মীমাংসা ও ভাড়া ইত্যাদি মাল সংক্রান্ত আদান-প্রদান সাব্যস্ত রয়েছে। এটি ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের অধিকার। এর মেয়াদ হচ্ছে চুক্তি সম্পন্ন হওয়া থেকে সশরীরে পৃথক হওয়া পর্যন্ত।

[১]. বুখারী হাঃ নং ২০৭৯ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৫৩২

কিন্তু উভয়ে যদি তা বাদ করে দেয় তবে বাদ হয়ে যাবে। আর একজন বাদ করলে অপরজনের অধিকার থেকে যাবে। তাই যখন পৃথক হয়ে যাবে চুক্তি চূড়ান্ত বিবেচিত হবে। আর বৈঠক থেকে এই ভয়ে উঠে পড়া হারাম যে, না জানি (অপর পক্ষ) চুক্তি ভঙ্গ করে ফেলে।

২. শর্তের খিয়ারঃ

এটা এই যে, ক্রেতা-বিক্রেতা অথবা যে কোন একজন নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত "খিয়ারের" শর্ত করলে তা সঠিক হবে যদিও মেয়াদ দীর্ঘায়িত হয়। এর মেয়াদ চুক্তির সময় থেকে শর্তকৃত সময় শেষ হওয়া পর্যন্ত। মেয়াদ পার হওয়া পর্যন্ত শর্তারোপকারী যদি চুক্তি ভঙ্গ না করে তবে লেনদেন নিশ্চিত হয়ে যাবে। তবে যদি উভয়ে মেয়াদের ভিতরে "খিয়ার"-এর শর্ত তুলে নেয় তবে "খিয়ার" বাতিল বলে বিবেচিত হবে কেননা এখানে অধিকার তাদেরই ছিল।

৩. ক্রেতা-বিক্রেতার মতনৈক্যের "খিয়ার":

যেমন: মূল্যের পরিমাণে মতানৈক্য হল কিংবা মূল পণ্য অথবা তার গুণাগুণে মতবিরোধ দেখা দিলে এবং তাতে কোনরূপ প্রমাণ পাওয়া না গেল এমতাবস্থায় বিক্রেতার কথাই শপথসহ গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তবে ক্রেতাকে তা গ্রহণ কিংবা চুক্তি ভঙ্গ করার স্বাধীনতা দেয়া হবে।

৪. ত্রুটির খিয়ারঃ

এ হচ্ছে ঐ খিয়ার যা দ্বারা পণ্যের মূল্য কমে আসে তাই যখন কেউ কোন পণ্য ক্রয় করে তাতে কোন ত্রুটি দেখতে পাবে তখন সে দু'টি বিষয়ে স্বাধীনতা পাবে। এক: সে পণ্য ফেরত দিয়ে মূল্য ফেরত নিবে। দুই: অথবা পণ্য নিবে ঠিকই; কিন্তু ক্ষতিপূরণসহ। ফলে ত্রুটিমুক্ত ও ত্রুটিযুক্ত দুই অবস্থায় কি মূল্য আসে তা নির্ণয় করে যে ব্যবধানটুকু সাব্যস্ত হয় সে পরিমাণ ফেরত নিয়ে নিবে। আর যদি এ নিয়ে মতভেদ দেখা দেয় যে, কার নিকট ত্রুটি সংঘটিত হয়েছে যেমন বাঁকা অথবা

খাবার বাসি হওয়া, তবে তা শপথসহ বিক্রেতার কথা গ্রহণ যোগ্য বলে বিবেচিত হবে কিংবা উভয়ে সিদ্ধান্ত তুলে নিবে।

৫. ধোঁকার খিয়ারঃ

তা হচ্ছে এই যে, বিক্রেতা কিংবা ক্রেতা অস্বাভাবিকভাবে পণ্যে ঠকে যাওয়া। এহেন ঠকানোর কাজ হারাম। এমন ঠকে পড়ে গেলে পণ্য রাখা কিংবা চুক্তি ভঙ্গ করা উভয়ের স্বাধীনতা থাকবে। ধোঁকা খাওয়া কখনও মাঝ পথে ব্যবসায়ী কাফেলার সাথে সাক্ষাতকারীর মাধ্যমে হয় অথবা ঐ দালালের মূল্য বৃদ্ধি থেকে যে ক্রয় করতে চায় না অথবা মূল্য সম্পর্কে অজানা অপর দিকে দামাদামীতে অনভিজ্ঞ। অতএব, তার স্বাধীনতা থাকবে।

৬. ধামা-চাপা ভিত্তিক "খিয়ার":

তা হচ্ছে এই যে, ক্রেতা পণ্যকে আকর্ষণীয় আকারে উপস্থাপন করবে অথচ বাস্তব অবস্থা এর বিপরীত। যেমন : (প্রাণীর) স্তনে দুধ জমিয়ে রাখা বেশি দুধের ধারণা দেয়ার উদ্দেশ্যে উক্ত আচরণ হারাম। তাই এহেন কাজ সংঘটিত হলে (ক্রেতা) চুক্তি বলবত রাখা কিংবা ভঙ্গ করা উভয়ের মধ্যে যে কোনটির অধিকার রাখে। তবে যদি দোহন করে থাকে, তাহলে এমতাবস্থায় ফেরত দিতে গেলে পণ্যের সাথে এক সা' তথা আনুমানিক আড়াই কেজি খেজুর দুধের বদলা হিসাবে দিয়ে দিবে।

৭. খিয়ানতের খিয়ারঃ

ক্রয় মূল্য সম্পর্কে ব্যতিক্রম বা কম সাব্যস্ত হওয়ার সাথে সাথে ক্রেতা অতিরিক্ত মূল্য ফেরত নিয়ে পণ্য রাখা কিংবা চুক্তি ভঙ্গ করার অধিকারপ্রাপ্ত হয়। যেমন : কেউ এক শর্ত দিয়ে একটি কলম কিনল, অত:পর তাকে কেউ এসে বলল তুমি কলমটি কেনা মূল্যে আমার নিকট বিক্রি কর। সে বলল এর কিনা মূল্য একশত পঞ্চাশ এবং উক্ত মূল্যে তা বিক্রি করে ফেলল। পরবর্তী মুহূর্তে বিক্রেতার মিথ্যা প্রকাশ পেয়ে গেল। এবার ক্রেতার স্বাধীনতা সাব্যস্ত হয়ে গেল। উক্ত স্বাধীনতা প্রতিনিধিত্বে, কোম্পানীতে, লাভ- লোকসানের উভয় চুক্তিতে সাব্যস্ত হবে। আর এ

সবের মধ্যে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়কে মূল পুঁজি সম্পর্কে অবহিত হতে হবে।

৮. অভাবের জন্য খিয়ার:

যখন পরিস্কার হয়ে যাবে যে, ক্রেতা অভাবী কিংবা টালবাহানাকারী তখন বিক্রেতা চাইলে তার পণ্য রক্ষণের তাগিদে চুক্তি ভঙ্গ করতে পারে।

৯. দেখার খিয়ার:

না দেখে কোন জিনিস ক্রয় করার সময় এ শর্ত করে যে যখন দেখবে তখন তার এখতিয়ার থাকবে। দেখার পর ক্রেতার এখতিয়ার থাকবে, চাইলে মূল্য দিয়ে পণ্য নিবে আর চাইলে ফেরত দেবে।

◆ প্রতারণার ভয়াবহতা:

প্রতারণা যে কোন ব্যাপারে যে কারো সাথে হারাম। তাই এটা প্রত্যেক লেনদেন, পেশা, ইন্ডাষ্ট্রি, চুক্তিপত্র ও ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি যে কোন ব্যাপারে তা হারাম বলে বিবেচিত হবে। কেননা এতে মিথ্যা ও ধোঁকা রয়েছে যা বিদ্বেষ ও হানাহানির সৃষ্টি করে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ [দ:] বলেছেন: "যে ব্যক্তি আমাদের উপর অস্ত্র ধারণ করল সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর যে আমাদের সাথে প্রতারণা করল সেও আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"[১]

◆ একালা বা চুক্তি তুলে নেয়া:

এ হচ্ছে ক্রেতা ও বিক্রেতার নিজ নিজ পাওনা ফেরতসহ চুক্তি তুলে নেয়ার নাম। এটা নিজ নিজ পাওনা অপেক্ষা কম বা বেশিতেও

[১]. মুসলিম হাঃ নং ১০২

করা চলে। উক্ত “একালা” ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে অনুতপ্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকে সংঘটিত হওয়া সুন্নত। তবে যার নিকট তা চাওয়া হয় তার পক্ষে তা সুন্নত এবং যে তা চায় তার পক্ষে তা চাওয়া বৈধ। আর উভয় পক্ষের যে কেউ অনুতপ্ত হলে তা করা বিধিবদ্ধ। ঠিক পণ্যের প্রয়োজন না থাকলে বা মূল্য আদায়ে অপারগ ইত্যাদি হলে তা করতে পারবে।

◆ একালার বিধান:

বিক্রেতা ও ক্রেতার যে লজ্জিত হবে তার জন্য একালা করা সুন্নত। ইহা যে বাতিল করতে চাই তার জন্যে সুন্নত আর যে অব্যহতি পেতে চাই তার জন্যে জায়েজ। দু’পক্ষের কোন একজন লজ্জিত হলে বা পণ্যের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে কিংবা মূল্য পরিশোধ করে অক্ষম ইত্যাদি হলে ব্যবসার চুক্তি বাতিল করা বিধান সম্মত।

◆ “একালা” হচ্ছে মুসলমান ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার মুখাপেক্ষী ভাইয়ের প্রতি সদাচারণ। যার প্রতি নবী করীম [দ:] এই বলে উৎসাহ প্রদান করেছেন:

«مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». أخرجه أبو داود وابن ماجه.

“যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ব্যক্তিকে চুক্তি তুলে নেয়ার সুযোগ দান করল আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার ভুল-ভ্রান্তি তুলে নিবেন।”[১]

◆ বাকিতে বিক্রির বিধান:

১. যদি পণ্য নগদ হয় আর মূল্য পরে তাহলে একে বাকিতে বা কিস্তিতে ব্যবসা বলে।

২. আর যদি মূল্য নগদ হয় আর পণ্য পরে তাহলে একে সালাম ব্যবসা বলে। এ দুই প্রকার ব্যবসা শরিয়তে জায়েজ।

[১]. হাদীসটি সহীহ, আবূ দাঊদ হাঃ নং ৩৪৬০, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ২১৯৯ শব্দ তারই

৩- সালাম-অগ্রিম ক্রয়

◆ **চুক্তির প্রকার:**

হস্তান্তরের দিক থেকে চুক্তি চার প্রকার:

১. দেওয়া ও নেওয়া নগদে যেমন: নগদে একটি বই দশ টাকাতে বিক্রি করা, ইহা জায়েজ।

২. দেওয়া ও নেওয়া উভয়টি বাকিতে যেমন: নির্দিষ্ট গুণের একটি অমুক গাড়ি এক বছর পরে দশ লক্ষ টাকা মূলে বিক্রেতা হস্তান্তর করবে যার মূল্য ক্রেতা পরিশোধ করবে এক বছর পর। এ ব্যবসা অবৈধ; কারণ ইহা বাকি দ্বারা বাকি বিক্রি যা শরিয়তে জায়েজ নেই।

৩. মূল্য নগদে পরিশোধ এবং পণ্য বাকিতে, একে 'সালাম' ব্যবসা বলে, ইহা জায়েজ।

৪. পণ্য নগদে এবং মূল্য পরিশোধ বাকিতে যেমন: এক লক্ষ টাকায় একটি গাড়ি বিক্রি করা যার মূল্য পরিশোধ করবে এক বছর পরে। ইহা জায়েজ।

◆ **সালাম হচ্ছে:** চুক্তির বৈঠকে মূল্য পরিশোধের বিনিময়ে নির্দিষ্ট গুণাগুনের পণ্য জিম্মায় প্রতিশ্রুতি সাপেক্ষে বাকিতে বিক্রি করা। আল্লাহ তা'য়ালা মুসলমানদের সুবিধা ও প্রয়োজন মিটানোর জন্য এটি বৈধ করেছেন। একে "সালাফ" বলে আখ্যায়িত করা হয়। বলতে ইহা এমন ব্যবসা যা মূল্য অগ্রিম প্রদান করা হয় এবং পণ্য পরবর্তী বিনিময় করা হয়।

◆ **"সালাম" এর বিধান:**

এটি বৈধ এর উদাহরণ হচ্ছে: যেমন কাউকে একশত টাকা এই শর্তে প্রদান করা যে, এক বছর পরে সে অমুক প্রকৃতির পঞ্চাশ কিলো খেজুর প্রদান করবে।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ».متفق عليه.

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ [দ:] বলেছেন:"যে ব্যক্তি কোন ব্যাপারে অগ্রিম সন্ধি ভিত্তিক ব্যবসা করবে তা যেন মাপে, ওজনে ও মেয়াদে জানা-শুনা হয়।"[১]

◆ সালাম ব্যবসার শর্তাবলী:

একে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে ব্যবসার শর্তাবলি ছাড়াও আরো কিছু শর্তারোপ করা হয়। যেমন সালামকৃত পণ্য ও মূল্যের জ্ঞান লাভ এবং চুক্তি বৈঠকে মূল্য হাতে গ্রহণ। এ ছাড়া যার চুক্তি হচ্ছে তা জিম্মায় থাকবে এবং এমনভাবে পরিচিত করা যার কিছুই অজানা থাকবে না। এর মাঝে মেয়াদ ও বিনিময় স্থানসহ উল্লেখ থাকবে।

[১]. বুখারী হাঃ নং ২২৪০ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৬০৪

ক্রয়-বিক্রয়ের কিছু বিধান

◆ **সরকার বাহাদুরের পক্ষ থেকে মূল্য নির্ধারণ করা:**

প্রয়োজনে পণ্যের উপর এমন সুনির্ধারিত মূল্য ধার্য করা যাতে মালিকের উপর জুলুম না হয় এবং ক্রেতার উপরও ভারী বোঝা না চাপে।

◆ **মূল্য নিধারণ করার বিধান:**

১. মানুষের উপর জুলুম নিশ্চিতকারী মূল্য নির্ধারণ বা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে কোন কিছুতে বাধ্য করা অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে হালালকৃত বিষয় থেকে তাদেরকে বারণ করা সবই হারাম।

২. মানুষের সুবিধা মূল্য নির্ধারণের উপর ভিত্তিশীল হলে তা নির্ধারণ বৈধ। যেমন: মানুষের প্রয়োজন থাকা সত্বেও পণ্যধারীরা অধিক মূল্য ছাড়া তা বিক্রিতে অমত পোষণ করলে, এমতাবস্থায় অনুরূপ পণ্যের মূল্য ধরে মূল্য নির্ধারণ করা চলবে। কেনন এ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ও অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করার হাত থেকে রক্ষা করা যায়।

◆ **মওজুদদারী বিধান:**

এ হচ্ছে পণ্য ক্রয় করে আটক রাখা যেন বাজারে তা কম পড়ে গিয়ে মূল্য বৃদ্ধি পায়। এ ধরনের মওজুদদারী হারাম; কেননা এতে লোভ-লালসা চরিতার্থ এবং লোকজনের উপর কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা হয়। তাই যে মওজুদদারীর কাজ করে সে ভুলকারী।

◆ **তাওয়াররু:** কোন পণ্য বিক্রেতার নিকট থেকে বাকিতে ক্রয় করে এরপর তার চেয়ে কমদামে অন্যের নিকট বিক্রি করাকে তাওয়াররুক বলে।

◆ **তাওয়াররুকের বিধান:**

যখন কোন ব্যক্তি নগদ টাকার মুখাপেক্ষী হয়ে কোন ঋণদাতা পাবে না। এমতাবস্থায় তার জন্য এটি বৈধ যে, সে বাকিতে কোন পণ্য কিনে

যার নিকট থেকে ক্রয় করেছে সে ছাড়া অন্যের কাছে বিক্রি করবে এবং উক্ত মূল্য দ্বারা তার প্রয়োজন মিটাবে।

◆ উরবুন বা বায়না নামা:

এ হচ্ছে বিক্রেতাকে ক্রেতার পক্ষ থেকে কিছু অর্থ দিয়ে পণ্য বিনিময় করা এই শর্তে যে, পণ্য নিলে এই অর্থ মূল্যের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। পক্ষান্তরে তা না নিলে দায়েরকৃত বায়না ঐ বিক্রেতার জন্য থেকে যাবে। এমন লেনদেন অপেক্ষার মেয়াদ নির্ধারিত হয়ে থাকলে বৈধ হবে।

◆ মুজায়াদাহ তথা সর্বোচ্চ মূল্যে বিক্রি করা:

মুজায়াদার চুক্তি বদলা ভিত্তিক। টেণ্ডার দ্বারা মানুষ বা কোম্পানিকে ডেকে পণ্য ডাকে উঠিয়ে বিক্রেতার সম্মতিক্রমে সর্বোচ্চ মূলে বিক্রি করার নাম। এ ব্যবসা প্রচলিত ব্যবসার শর্ত মোতাবেক জায়েজ। চাই পণ্যের মালিক কোন ব্যক্তি হোক বা সরকারি কোন পক্ষ হোক কিংবা কোন কোম্পানি হোক।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِي الله عَنْه أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَاحْتَـــاجَ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ : «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ؟» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ الله بِكَـــذَا وَكَذَا فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ. متفق عليه.

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত। একজন মানুষ মৃত্যুর পরে তার গোলাম আজাদ করে মারা যান। (মৃত ব্যক্তির পরিবারের গোলামটির) প্রয়োজন থাকায় নবী [ﷺ] তা নিয়ে বলেন: "একে আমার থেকে কে ক্রয় করবে?" তখন গোলামটি নু'য়াইম ইবনে আব্দুল্লাহ এত এত দামে ক্রয় করে নেন। নবী [ﷺ] গোলমটিকে তার নিকট হস্তান্তর করেন।[১]

[১]. বুখারী হা: নং ২১৪১ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ৯৯৭

৪- সুদ

◆ **ধন-সম্পদের তিনটি বিধান:**

ইনসাফ, অনুগ্রহ ও অন্যায়। ইনসাফ হচ্ছে ব্যবসা, অনুগ্রহ হচ্ছে দান আর অন্যায় হচ্ছে সুদ ইত্যাদি।

◆ **হারাম লেনদেনের উসূল:**

হারাম লেনদেনের মূল নীতিমালা তিনটি:

সুদ----, জুলুম--- ও ধোঁকা। অতএব, যে কোন লেনদেন এ তিনটির কোন একটি থাকবে সেটিকে শরিয়ত হারাম করে দিয়েছে। আর এর বাইরে হলে হালাল করে দিয়েছে; কারণ লেনদেনে আসল হচ্ছে হালাল ও বৈধ। আল্লাহর বাণী:

﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾ ﴾ [البقرة/ ٢٩].

"তিনিই সে সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যাকিছু জমিনে রয়েছে সে সমস্ত। অত:পর তিনি আকাশের প্রতি মনোসংযোগ করেছেন। বস্তুত: তিনি তৈরী করেছেন সাত আসমান। তিনি সব বিষয়ে অবগত।" [সূরা বাকারা:২৯]

◆ **সুদ:** সুদ প্রযোজ্য হয় এমন দুই বস্তুর মধ্যকার বিনিময়ে বাড়তি কিছু গ্রহণ করাকে সুদ বলে। সুদঘোর একটি জিনিসের উপর আরেকটিতে বেশি করে নেয় অথবা বেশির মোকাবেলাই দেরীতে কব্জা করে।

◆ **সুদের বিধান:**

১. সুদ কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। এটি প্রতিটি আসমানী ধর্মে হারাম; কেননা এতে রয়েছে বড় ধরণের ক্ষতি। সুদ মানুষের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি করে এবং গরিবদের ধন নিয়ে সম্পদের পাহাড় তৈরীর কাজে ইন্ধন যোগায়। এতে মুখাপেক্ষী ব্যক্তির প্রতি জুলুম রয়েছে এবং ধনীকে

ফকিরের উপরে প্রভাবশালী করা হয়। দান ও অনুগ্রহের দরজা বন্ধ করা এবং সর্বোপরি মানব মন থেকে দয়া-মায়ার অনুভূতি সমূলে তুলে ফেলার কুফল নিহিত আছে।

২. সুদ হচ্ছে মানুষের সম্পদ বাতিল পন্থায় ভক্ষণ করার নাম। এতে মানুষের প্রয়োজনীয় আয়, ব্যবসা ও শিল্প কাজ বিকল হয়ে পড়ে। তাই সুদি লেনদেনকারীর মাল কোনরূপ পরিশ্রম ছাড়াই বাড়তে থাকে। ফলে সে ব্যবসা ও এমন সব লাভজনক কাজ পরিহার করে বসে যা দ্বারা সাধারণ মানুষ উপকৃত হয়। আর যে যত বেশি সুদ গ্রহণ করে শেষ পর্যন্ত তার ধন ততো বেশি কমে যায়, যার বাস্তব প্রমাণ বিশ্বের বড় বড় ব্যাংকগুলোর দেউলিয়া হওয়া। এই সুদের পাপের তেহাত্তরটি স্তর রয়েছে যার মধ্যে সর্বাপেক্ষা সহজটি হচ্ছে নিজের মার সঙ্গে জেনা করার সমতুল্য।

◆ সুদের শাস্তি:

সুদ হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহের একটি। আল্লাহ তা'য়ালা অন্যান্য সব পাপের মধ্যে শুধু এই পাপের উপর তথা সুদ দাতা ও গ্রহীতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

১. আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٧٨ فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ٢٧٩ ﴾ البقرة: ٢٧٨ - ٢٧٩

"হে মুমিন সম্প্রদায়। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আর মুমিন হয়ে থাকলে অবশিষ্ট সুদ টুকুও ছেড়ে দাও; কিন্তু যদি তা না কর তাহলে আল্লাহ ও রসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে রাখ। আর যদি তওবা কর তবে তোমাদের জন্য মূল সম্পদ প্রাপ্য থাকবে। তোমরাও জুলুম করবে না এবং তোমাদের প্রতিও জুলুম করা হবে না।"

[সূরা বাকারা:২৭৮-২৭৯]

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ:لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ».أخرجه مسلم.

২. জাবের (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [দ:] সুদ গ্রহীতা, সুদদাতা, তার লেখক ও উভয় সাক্ষীকে অভিশাপ করেছেন এবং বলেছেন তারা পাপে সবাই সমান।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ ؟قَالَ:« الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ».متفق عليه.

৩. আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন নবী করীম [দ:] ফরমান:"তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক বস্তু থেকে সতর্ক থাক। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন হে আল্লাহর রসূল সেগুলো কি? প্রতিউত্তরে তিনি বললেন: "আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন (শিরক), যাদু, অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা, সুদ ভক্ষণ, এতিমের মাল ভক্ষণ, যুদ্ধের মাঠ থেকে পলায়ন এবং অবলা সতি-সাধ্বি নারীকে জেনার অপবাদ প্রদান করা।"[২]

◆ সুদের প্রকার:

১. বাকিজাত সুদ: এটি সেই বর্ধিত পরিমাণ যা বিক্রেতা ক্রেতার পক্ষ থেকে মেয়াদ পিছানোর বিনিময়ে গ্রহণ করে থাকে। যেমন: নগদ এক হাজার টাকা এই ভিত্তিতে দেওয়া যে, এক বছর পর এক হাজার একশত টাকা ফেরত দিতে হবে।

[১]. মুসলিম হাঃ নং ১৫৯৮

[২]. বুখারী হাঃ নং ২৭৬৬ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ৮৯

- এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে অভাবী ব্যক্তির গৃহীত ঋণে পরিবর্তন সৃষ্টি করা। যেমন: কোন ব্যক্তির নিকট নির্দিষ্ট মেয়াদে কারো পাওনা রয়েছে। মেয়াদ শেষ হলে প্রাপক তাকে বলল: তুমি কি পরিশোধ করতে চাও না কি সময় বাড়িয়ে নিতে চাও? উত্তরে তাৎক্ষণিক পরিশোধ করে দেয় নচেৎ এই পক্ষ মেয়াদ বাড়িয়ে দেয়। আর ঐ পক্ষ মালের পরিমাণ বর্ধিত করে ফলে ঋণগ্রস্তের দায়িত্বে মালের পরিমাণ বাড়তে থাকে। আর এটিই ছিল জাহিলী যুগের মূল সুদ। আল্লাহ তা'য়ালা ইহাকে হারাম করেছেন এবং এর পরিবর্তে অভাবীর জন্য বিনিময় ছাড়াই সময় বাড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ জারি করেছেন। এটি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা জঘন্যতম সুদ; কারণ এর ভয়াবহতা মারাত্মক এবং এতে সর্বপ্রকার সুদ একত্রিত হয়ে থাকে যথা: বাকি, বেশি ও ঋণ ভিত্তিক সুদ।

১. আল্লাহ তায়ালা ফরমান:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠ ﴾ آل عمران: ١٣٠

"হে মুমিন সম্প্রদায় তোমরা বহু গুণে বর্ধিত হারে সুদ ভক্ষণ কর না, আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যাতে সফল হতে পার।"

[সূরা আলে ইমরান: ১৩০]

২. আল্লাহ তায়ালা আরো এরশাদ করেন:

﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيۡسَرَةٖۚ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٢٨٠ ﴾ البقرة: ٢٨٠

"যদি সে অভাবী হয়ে থাকে তবে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা কর, আর যদি তোমরা দান করে দাও তবে তাই হবে উত্তম যদি তোমরা জানতে। [সূরা বাকারা: ২৮০]

◆ এর অন্তর্ভুক্ত হিসাবে আরো রয়েছে প্রত্যেক এমন দুই প্রকার বস্তুর মধ্যে বিনিময় করা যার কারণ বেশিজাত সুদ। সেই সাথে উভয়টা কিংবা একটা বুঝে পাওয়ার কাজ বিলম্বে হওয়া। যেমন: সোনার পরিবর্তে সোনা ও গমের পরিবর্তে গম ইত্যাদি। অনুরূপ ভাবে এ ধরণের কোন বস্তুকে অন্যটির সাথে বিলম্বে বিনিময় করা।

২. বেশিজাত সুদ: এটি হচ্ছে মুদ্রাকে মুদ্রার বিনিময়ে অথবা খাদ্যকে খাদ্যের বিনিময়ে পরিমাণে বেশি দিয়ে বিক্রি করা। ইহা হারাম। আর শরীয়তে নির্দিষ্ট ছয়টি বস্তুতে সরাসরি সুদকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন : রসূলুল্লাহ [দ:] বলেন:

«الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ». أخرجه مسلم.

"স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ প্রকার ও পরিমাণে এক হতে হবে এবং হাতে হাতে উপস্থিত বিনিময়ে হতে হবে। (তাহলে বৈধ হবে নচেৎ নয়) কিন্তু যদি প্রকার ভিন্ন হয় তাহলে তোমাদের ইচ্ছাধীন (কম বেশি) বিনিময় করতে পারবে তবে এই শর্তে যে, তা হাতে হাতে হতে হবে। (বাকিতে চলবে না) "[১]

উপরোক্ত ছয় প্রকারের উপর প্রত্যেক ঐ বস্তুর অনুমান হবে যা সেগুলোর সাথে কারণে এক (অভিন্ন) স্বর্ণ-রৌপ্যের ক্ষেত্রে: মূল্য আর অবশিষ্ট চারটি উপাদানে মাপ ও খাদ্যজাত অথবা ওজন ও খাদ্যজাত হওয়া ধর্তব্য। মাপ হিসাবে মদীনার মাপ এবং ওজন হিসাবে মক্কাবাসীর ওজনই প্রযোজ্য হবে। আর যা এদুয়ের মধ্যে কোনটার অন্তর্ভুক্ত নয় তার ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়ম বর্তাবে। আর যে বস্তুতে বেশিজাত সুদ হারাম হবে সে বস্তুতে বাকিজাত সুদও হারাম বলে বিবেচিত হবে।

[১]. মুসলিম হাঃ নং ১৫৮৭

৩. ঋণজাত সুদঃ

এর পরিচয় এই যে, কোন ব্যক্তিকে কিছু ঋণ দিয়ে এই শর্তারোপ করা যে, সে যেন এ অপেক্ষা আরো উত্তম বিনিময় দেয় অথবা যে কোন উপকারিতার শর্তারোপ করা যেমন : তার ঘরে এক মাস থাকতে দেয়া। এটা হারাম তবে শর্ত না করা অবস্থায় যদি ঋণ গ্রহীতা নিজেই কোন মুনাফা বা বেশি কিছু দিয়ে দেয়, তবে তা বৈধ হবে এবং তার জন্য সে সওয়াব পাবে।

◆ বেশিজাত সুদের বিধি-বিধানঃ

১. সুদের ভিত্তিতে একই প্রকৃতির বস্তুর বিনিময়ে বেশি কিংবা বাকি দ্বারা লেনদেন করা হারাম। যেমন : স্বর্ণের বদলে স্বর্ণ কিংবা গমের বদলে গম বিনিময় ইত্যাদি। তাই উক্ত ব্যবসা বৈধ হওয়ার শর্ত হচ্ছে এই যে, পরিমাণে সমান ও তাৎক্ষণিক বিনিময় হতে হবে যেহেতু প্রকৃতি ও কারণে উভয় বিনিময়ের বস্তু এক (অভিন্ন)।

২. যখন এমন দুই বস্তুর মধ্যে বিনিময় হবে যা বেশিজাত সুদের কারণ হিসাবে এক তবে প্রকৃতি হিসাবে ভিন্ন, তবে বাকিজাত বিনিময় হারাম ও বেশিজাত বিনিময় বৈধ হবে যেমন : রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি করা অথবা যবের বিনিময়ে গম বিক্রি করা ইত্যাদি। এগুলোতে তাৎক্ষণিক হাতে হাতে বিনিময় হলে বেশি দ্বারা তা করা চলবে যেহেতু এগুলো কারণে অভিন্ন হলেও প্রকৃতিতে ভিন্ন।

৩. যখন সুদ জাতীয় দুটি বস্তুর মধ্যে বিনিময় হবে যার কারণ এক নয়, তখন বেশি ও বিলম্বজাত মুনাফা বৈধ হবে। যেমন : রৌপ্যের বিনিময়ে খাদ্য বিক্রি করা অথবা স্বর্ণের বিনিময়ে খাদ্য বিক্রি করা ইত্যাদি। এগুলোতে বেশি ও বাকিজাত বিমিনয় বৈধ; কেননা উভয় দ্রব্যের প্রকৃতি ও কারণ ভিন্ন।

৪. যখন এমন দুটি বস্তুর মধ্যে বিনিময় হবে যা সুদ জাতীয় নয়, তবে বেশি ও বিলম্ব উভয় প্রকারের বিনিময় বৈধ হবে। যেমন : দুটি উটের বিনিময়ে একটি উট বিক্রি করা অথবা দুটি কাপড়ের বিনিময়ে একটি উট

বিক্রি করা অথবা দুটি কাপড়ের বিনিময়ে একটি কাপড় বিক্রি করা ইত্যাদি। এগুলোতে বেশি ও বিলম্বজাত বিনিময় বৈধ।

◆ একই প্রকারের দ্রব্যে দুই ধরনের বস্তুতে বিনিময় বৈধ নয়। তবে গুণে এক হলে চলবে যেমন : তাজা খেজুরকে পাকা খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি বৈধ নয়। কেননা তাজা খেজুর শুকিয়ে কম হয়ে যায়। ফলে বেশিজাত সুদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

◆ **স্বর্ণের অলংকার বিক্রি করার বিধান:**

সোনা বা রূপার অলংকার গিনি সোনা-রূপার সাথে বেশিতে বিনিময় বৈধ নয় যদিও অলংকারে বানানোর খরচ বেশি হয়েছে। অনুরূপ পুরাতন অলংকার নতুন অলংকারের সাথে বেশিতে বিনিময় করা চলবে না। এক প্রকার অলংকার বিক্রি করে টাকা দ্বারা অন্য অলংকার ক্রয় করবে।

◆ **ব্যাংক যেসব ফায়দা গ্রহণ করে তার বিধান:**

বর্তমান বিশ্বের ব্যাংকগুলো ঋণের বিনিময়ে যে মুনাফা গ্রহণ করে থাকে তা সুদ। অনুরূপ ব্যাংক একাউন্টে টাকা জমা রাখার বিনিময়ে যে লাভ ব্যাংক দিয়ে থাকে তাও সুদ। কারো পক্ষে এ থেকে উপকৃত হওয়া বৈধ নয়; বরং উচিত হচ্ছে এ থেকে নিস্কৃতি লাভ করা।

◆ **সুদী ব্যাংকে টাকা জমা রাখার বিধান:**

১. মুসলমানদের উপর ওয়াজিব হচ্ছে যে, তারা প্রয়োজনে ইসলামী ব্যাংকে টাকা জমা রাখবে ও ড্রাফট ইত্যাদির কাজ সমাধা করবে। তবে যদি তা না থাকে তবে অন্য ব্যাংকে মুনাফা ছাড়া টাকা জমা রাখবে এবং শরীয়ত লঙ্ঘন না হয় এমন পদ্ধতিতে টাকা ড্রাফট ইত্যাদি করবে।

২. মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে এমন সব ব্যাংক বা সংস্থায় চাকুরী করা হারাম যাতে সুদী লেনদেন রয়েছে। এগুলোতে চাকুরীরত ব্যক্তির উপার্জন হারাম, যার উপর শাস্তি বর্তাবে।

◆ **সুদ গ্রহণের বিধান:**

যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি সুদী ব্যাংকে টাকা জমা রাখে। অত:পর ব্যাংক তাকে সুদ দিলে তা তার জন্যে গ্রহণ করা জায়েজ নেই এবং তা খরচ করাও জায়েজ নেই; কারণ ইহা হারাম পন্থায় উপার্জন। আর আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র তিনি পবিত্র ছাড়া অন্য কিছু কবুল করেন না।

আর এ থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার পথ হলো: তা ছেড়ে দেওয়া ও গ্রহণ না করা। যদিও তারা তা কোন হারাম কাজে ব্যয় করে অথবা মুসলামানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে খরচ করে; কারণ তুমি তাদেরকে সে নির্দেশ কর নাই এবং তাদের তা প্রদানও কর নাই; কারণ তুমি তার মালিক হও নাই।

সুদ খাওয়া কবিরা গুনাহ। আল্লাহ তা'য়ালা যে তা গ্রহণ করে তার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন। তাই সুদ দেওয়া ও নেওয়া উভয়টি হারাম। চাই তা কম হোক বা বেশি হোক। আর তার পরিণতী সর্বদা ধ্বংস এবং আল্লাহ ও তাঁর সূলের সাথে যুদ্ধ যেমনটি হাছিল হয়েছে ও হাছিল হবে।

আল্লাহর বাণী:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ ﴾ [البقرة/٢٧٨-٢٧٩].

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। অত:পর যদি তোমরা পরিত্যাগ না করা তবে আল্লাহ ও তাঁর রসূরে সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমরা নিজেদের মূলধন পেয়ে যাবে। তোমরা কারও প্রতি অত্যাচার করো না এবং কেউ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করবে না।"

[সূরা বাকারা: ২৭৮-২৭৯]

◆ সুদযুক্ত সম্পদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায়:

সুদ হচ্ছে জঘন্য পাপসমূহের একটি। আল্লাহ তা'য়ালা যখন সুদগ্রহণকারীকে অনুগ্রহ করেন ফলে সে তওবা করে। কিন্তু তার নিকট তার সুদযুক্ত সম্পদ অবশিষ্ট থেকে যায় যা থেকে সে মুক্ত হতে চায়। এ পরিস্থিতিতে দুটি অবস্থা দেখা দিবে।

১. যদি সুদযুক্ত সম্পদগুলো অন্যদের হাতে থাকে যা সে নিজ দখলে নেয়নি, তাহলে এমতাবস্থায় মূল সম্পদ গ্রহণ করে সুদি অংশকে প্রত্যাখ্যান করবে।

২. যদি সুদযুক্ত সম্পদ তার নিকট থাকে তাহলে এমতাবস্থায় সে তা প্রাপকদেরকে ফেরত দিবে না এবং নিজেও ভক্ষণ করবে না; কেননা এ হচ্ছে নোংরা উপার্জন। তবে ইহা কোন গরিবকে খাদ্য ও বস্ত্র ছাড়া অন্য কোন খাতে খরচের জন্য দিয়ে দিবে। অথবা কোন কল্যাণমূলক প্রকল্পে ব্যয় করে ফেলবে।

◆ পশু বিক্রি করার বিধার:

প্রাণী জীবিত থাকা অবধি (তার মধ্যে) সুদ হয় না। এমনিভাবে প্রত্যেক গণনাকৃত বস্তুর অবস্থাও তাই। ফলে দুই ও তিনটি উটের বদলে একটি উট বিক্রি করা বৈধ। কিন্তু ওজনকৃত বস্তুর মধ্যে সুদ হবে; তাই এক কেজি ছাগলের মাংসকে দুই কেজি গাছলের মাংসের বিনিময়ে বিক্রি করা চলবে না। কিন্তু এক কেজি ছাগলের মাংস দুই কেজি গরুর মাংসের বিনিময়ে বিক্রি করা চলবে। তবে এর জন্য শর্ত হলো হাতে হাতে বিনিময় হতে হবে (আর বৈধ এজন্য হবে যে,) এতে প্রকার ভিন্ন।

◆ সংরক্ষণ কিংবা লাভের উদ্দেশ্যে স্বর্ণ ক্রয় করা বৈধ। যেমন : সস্তা দামের সময় ক্রয় করে চড়া দামের সময় তা বিক্রি করা।

◆ মুদ্রা বদল ও বিক্রি করার বিধান:

মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে এক মুদ্রার বিনিময়ে অপর মুদ্রা বিক্রি করা, চাই প্রকার এক হোক অথবা ভিন্ন হোক। এমনিভাবে মুদ্রা স্বর্ণের হোক

কিংবা রৌপ্যের হোক অথবা বর্তমানে প্রচলিত কাগজের নোট হোক। ইহা মূল্যের দিক থেকে স্বর্ণ-রৌপ্যের বিধান রাখে।

- যখন কোন মুদ্রাকে তার সজাত মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করবে। যেমন: স্বর্ণের বদলে স্বর্ণ অথবা কাগজের নোট মুদ্রার বিনিময়ে তার স্বজাত মুদ্রা যেমন : রিয়ালের বদলে কাগজ কিংবা কয়েনের রিয়াল, তবে তাতে পরিমাণ সমান হওয়া ও চুক্তি বৈঠকে আদান-প্রদান হতে হবে।
- যখন কোন মুদ্রাকে অন্য প্রকার মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করবে যেমন: রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ অথবা আমেরিকান ডলারের বিনিময়ে টাকা তবে পরিমাণে বেশি করা চলবে; কিন্তু চুক্তি বৈঠকে আদান-প্রদান করতে হবে।
- উভয় লেনদেনকারী পূর্ণ কিংবা আংশিক আদান-প্রদানের পূর্বে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে যে পরিমাণ গ্রহণ করা হয়েছে সে পরিমাণে লেনদেন বিশুদ্ধ হবে এবং অবশিষ্ট অংশের লেনদেন বাতিল বিবেচিত হবে। যেমন : কাউকে দশটি রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে একটি স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে পাঁচটি রৌপ্য মুদ্রা উপস্থিত গ্রহণ করল। এমতাবস্থায় অর্ধেক স্বর্ণমুদ্রায় লেনদেন সঠিক হবে এবং বাকি অর্ধেক বিক্রেতার নিকট আমানত হিসাবে জমা থাকবে।

৫- ঋণ

◆ **চুক্তির প্রকার:**

লেনদেনের চুক্তি তিন প্রকার:

প্রথম: বিনিময়ের দ্বারা চুক্তি যেমন: ব্যবসা ও ভাড়া ইত্যাদি।

দ্বিতীয়: দানের চুক্তি যেমন: হেবা, অসিয়ত, ওয়াক্‌ফ, ঋণ, দান-খয়রাত ইত্যাদি। এসব এহসান ও দানের চুক্তি।

তৃতীয়: সত্যায়নের চুক্তি যেমন: বন্ধক, জামানত, দায়িত্ব, সাক্ষী ইত্যাদি। এসব সাব্যস্ত ও সত্যায়ন করার চুক্তি।

◆ **ঋণ হচ্ছে:** আল্লাহর নিকট সওয়াবের আশায় কাউকে কিছু সম্পদ প্রদান করা। চাই উপকৃত হয়ে ঋণগ্রহিতা তার বদলা দেক অথবা না দেক।

◆ **ঋণ প্রবর্তনের তাৎপর্য:**

ঋণ হচ্ছে একটি উৎসাহযুক্ত এবাদত যেহেতু এতে মুখাপেক্ষীদের প্রতি অনুগ্রহ রয়েছে। আরো রয়েছে তাদের প্রয়োজন মিটানোর ব্যবস্থা। আবার প্রয়োজন যত বেশি হবে এবং সেই সাথে আমল বেশি একনিষ্ঠ হবে তাতে সওয়াব বেশি পাওয়া যাবে। বস্তুত: কাউকে ঋণ দান সালফে সালেহীনদের নিকট সাদকার অর্ধেক বিবেচিত হত।

◆ **ঋণের ফজিলত:**

১. আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنٗا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافٗا كَثِيرَةٗۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٢٤٥ ﴾ البقرة: ٢٤٥

"কে আছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে করযে হাসানা দিবে। ফলে তিনি তাকে বহুগুণে তা বৃদ্ধি করে দিবেন। আর আল্লাহই সংকট ও সচ্ছলতা সৃষ্টিকারী এবং তাঁর দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।" [বাকরা: ২৪৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَــنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ،وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ».

أخرجه مسلم.

২. আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [দ:] বলেছেন:"যে ব্যক্তি কোন মুমিনের দুনিয়া সংক্রান্ত কোন সমস্যা দূর করবে আল্লাহ তা'য়ালা তার কিয়ামতের সমস্যা দূর করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন অভাবগ্রস্তকে সহজতা প্রদর্শন করল আল্লাহ তা'য়ালা ইহ ও পরকালে তার সাথে সহজ আচরণ করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ তা'য়ালা ইহ ও পরকালে তার দোষ গোপন রাখবেন। আল্লাহ ততক্ষণ বান্দার সাহায্যে থাকেন যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে।"[১]

◆ ঋণের বিধান:

১. ঋণ দেয়া মুস্তাহাব ও তা গ্রহণ করা বৈধ। আর যে বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় বৈধ তার ঋণও বৈধ যদি তা জানা-শুনা বস্তু হয়। ঋণ দাতার পক্ষ থেকে কোন দান করা বৈধ। আর ঋণ গ্রহীতার উপর ঋণের বদলা ফেরত দেয়া উচিত সমমানের বস্তুতে সমমানের বস্তু দ্বারা। আর এ ছাড়া অন্যান্য বস্তুতে মূল্য দ্বারা।

২. যে ঋণই লাভ বয়ে নিয়ে আসে তা হারাম ও সুদের অন্তর্ভুক্ত যেমন: কাউকে কিছু ঋণ দিয়ে এই শর্তারোপ করা যে, তার ঘরে বাসবাস করবে। অথবা লাভের উপর কাউকে অর্থ দেয়া যেমন: এক বছর পরে এক হাজার দুই শত টাকার বিনিময়ে বর্তমানে তাকে এক হাজার ঋণ দেয়া।

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৬৯৯

◆ ঋণে এহসান করার বিধান:

ঋণে শর্ত ছাড়া এহসান প্রদর্শন করা মুস্তাহাব যেমন: কাউকে ছোট উট ঋণ দেয়ার বিনিময়ে সে বড় উট ফেরত দিল। কেননা এটি হচ্ছে উত্তম পরিশোধ ও উত্তম চরিত্র। যে ব্যক্তি কোন মুলসমানকে দু'বার ঋণ দেবে সে যেন তাকে একবার দান-খয়রাত করল।

عَنْ أَبِي رَافِعٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًا فَقَالَ:« أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً».أخرجه مسلم.

আবু রাফে' (রা:) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ [দ:] এক ব্যক্তির নিকট থেকে একটি ছোট উট ধার নেন। অত:পর তাঁর নিকট সাদকার উট আসলে তিনি আবু রাফে'কে উক্ত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের নির্দেশ দেন। আবু রাফে' ফিরে এসে বলে, আমি উট পালে উত্তম-বড় উট ছাড়া অন্য কিছু দেখছিনা। তিনি বললেন:"এটিই দিয়ে দাও। তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে পরিশোধে সর্বাপেক্ষা উত্তম।"[১]

◆ উপস্থিত ঋণ পরিশোধে কিছু অংশ বাদ দেওয়ার বিধান:

সময় সাপেক্ষ ঋণে তাৎক্ষণিক পরিশোধের ভিত্তিতে কম করা বৈধ। চাই তা ঋণ গ্রহীতার অনুরোধে হোক বা ঋণদাতার পক্ষ থেকে হোক। আর যে ব্যক্তি অন্যের পক্ষ থেকে ঋণ বা খোরাকি পরিশোধ করবে সে চাইলে তা ফেরত নিতে পারবে।

◆ অভাবগ্রস্তকে সময় দেয়া ও মাফ করার ফজিলত:

অভাবগ্রস্তকে সময় দেয়া উত্তম চরিত্রের পরিচয়। এর চাইতে ভাল কাজ হচ্ছে তাকে মাফ করে দেয়া।

১. আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

[১]. মুসলিম হাঃ নং ১৬০০

﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ البقرة: ٢٨٠

“আর যদি সংকটাপন্ন হয় তবে সাবলম্বিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আর যদি তোমরা দান কর তবে তা হবে তোমাদের পক্ষে উত্তম যদি তোমরা অবগত হতে।” [সূরা বাকারা: ২৮০]

عَنْ أَبِي الْيَسَرِ رضي الله عنه قَالَ:سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ:« مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ».أخرجه مسلم.

২. আবূল ইয়াসার (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [দ:]কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: “যে ব্যক্তি কোন সংকটাপন্নকে সময় দেবে কিংবা মাফ করে দেবে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে (কিয়ামতের দিন) আপন ছায়াতে আশ্রয় দিবেন।”[১]

◆ ঋণগ্রহীতার চার অবস্থা:

১. যার নিকট কিছুই নেই। তাকে সময় দেয়া ও তার পিছে না লেগে থাকা উচিত।

২. যার ঋণ অপেক্ষা সম্পদ বেশি। তার নিকট দাবী করা যাবে এবং পরিশোধে বাধ্য করা উচিত হবে।

৩. যার নিকট ঋণের পরিমাণ সম্পদ রয়েছে। একেও পরিশোধে বাধ্য করা যাবে।

৪. তার নিকট ঋণ অপেক্ষা সম্পদ কম থাকবে এ হচ্ছে অভাবগ্রস্ত। ঋণ দাতাদের সবার কিংবা কিছু সংখ্যকের দাবী অনুযায়ী তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সবার ঋণের পরিমাণ হিসাবে তাদের মধ্যে তা বণ্টন করা হবে।

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৩০০৬

◆ ঋণ নিয়ে পরিশোধ করার ইচ্ছা না থাকলে তার শাস্তি:

ঋণগ্রহিতার প্রতি ওয়াজিব হলো: ঋণ পরিশোধ করার দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ থাকা। এ ছাড়া আল্লাহ তা'য়ালা তাকে ধ্বংস করে দেন। নবী করীম [দ:] বলেন:

«مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ».أخرجه البخاري.

"যে ব্যক্তি পরিশোধের ইচ্ছা নিয়ে মানুষের সম্পদ ঋণ নেয় আল্লাহ তা পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেন। পক্ষান্তরে যে তা বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দেন।"[১]

[১]. বুখারী হাঃ নং ২৩৮৭

৬- বন্ধক

◆ চুক্তির প্রকার:

চুক্তি মোট তিন প্রকার:

১. উভয় পক্ষের মধ্যকার অবধারিত চুক্তি যেমন: ক্রয়-বিক্রয় ও ভাড়া ইত্যাদি।

২ উভয় পক্ষের মধ্যকার জায়েজ চুক্তি। ইহা প্রত্যেকেই প্রত্যাহার করার অধিকার রাখে যেমন: দায়িত্বভার গ্রহণ ইত্যাদির চুক্তি।

৩. এক পক্ষের উপর জায়েজ ও অপর পক্ষের উপর অবধারিত চুক্তি। যেমন: বন্ধক যা গ্রহীতার পক্ষে জায়েজ ও দাতার পক্ষে অবধারিত। এ ছাড়া এমন সব ব্যাপার যেগুলোতে একজনের উপর আরেক জনের অধিকার বর্তায়।

◆ **বন্ধক হচ্ছে:** এমন কোন বস্তুর বিনিময়ে ঋণের চুক্তি করা যা দ্বারা কিংবা তার মূল্য দ্বারা ঋণগ্রস্ত ঋণ পরিশোধে অপারগ হলে তার ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব হয়।

◆ বন্ধক প্রবর্তনের তাৎপর্য:

বন্ধক মূলত: সম্পদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত হয়েছে যেন ঋণ দাতার অধিকার বিনষ্ট না হয়। মেয়াদপূর্ণ হলে বন্ধক দাতার পক্ষে (ঋণ) পরিশোধ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে; কিন্তু যদি সে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়, তবে তার অনুমতিক্রমে বন্ধক গ্রহীতা বন্ধককৃত বস্তু বিক্রি করে ঋণ আদায় করবে। আর এমন না হলে বিচারপতি তা পরিশোধ কিংবা বন্ধককৃত বস্তু বিক্রি করতে তাকে বাধ্য করবে। যদি তাতে সে সম্মত না হয়, তবে বিচারপতি নিজে তা বিক্রি করে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা নিবেন।

১. আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ﴾ البقرة: ٢٨٣

“আর যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোন লেখক না পাও তবে হাতে বুঝে পাওয়া বন্ধক গ্রহণ করবে।” [সূরা বাকারা: ২৮৩]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.متفق عليه.

২. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম [দ:] নির্দিষ্ট মেয়াদে এক ইহুদির নিকট থেকে কিছু খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করেন এবং তিনি তার নিকট এক লৌহ বর্ম বন্ধক রাখেন।”[১]

◆ বন্ধক হচ্ছে তার গ্রহীতার নিকট অথবা আমানত হিসাবে অন্য কারো নিকট রাখা আমানত, সে অবহেলা কিংবা অপব্যবহার (দ্বারা নষ্ট না করে থাকলে) তার জামিনদার হবে না।

◆ বন্ধক সঠিক হওয়ার জন্যে শর্তসমূহ:

বন্ধক সঠিক হওয়ার জন্যে শর্ত হলো: বন্ধকদাতার কর্তৃত্ব করার বৈধতা থাকা, দু’পক্ষের মাঝে ইজাব ও কবুল হওয়া, বন্ধক ও তার প্রকার জানা, বন্ধককৃত বস্তুর উপস্থিতি থাকা যদিও এজমালি বস্তু হয় না কেন, বন্ধককৃত বস্তুর মালিক হওয়া, বন্ধক হিসেবে রক্ষিত বস্তু ঋণগ্রহীতাকে কব্জ করা। এসব শর্তাবলি যখন পূরণ হবে তখন বন্ধক সঠিক ও জরুরি হবে।

◆ বন্ধকের উপর খরচ করবে কে:

বন্ধককৃত বস্তুর ব্যয়ভার বন্ধকদাতার উপর বর্তাবে আর যা খরচের প্রয়োজন তা সে করবে। বন্ধক যদি কোন আরহী হয় তাহলে বন্ধক গ্রহীতা তার উপর আরোহণ করবে এবং দুধ দোহনের পশু হলে দুধ দোহন করবে। আর যে পরিমাণ লাভ ভোগ করবে সে পরিমাণ ব্যয়ভার সে বহন করবে।

[১]. বুখারী হাঃ নং ২০৬৮ মুসলিম হাঃ নং ১৬০৩

◆ বন্ধক বিক্রি করার বিধানঃ

বন্ধকদাতা বন্ধক গ্রহীতার অনুমতি ছাড়া বন্ধকৃত বস্তু বিক্রি করতে পারবে না। তবে যদি বিক্রি করে ফেলে আর বন্ধক গ্রহীতা তাকে সমর্থন করে তবে বিক্রি বিশুদ্ধ হবে। এ ছাড়া তা অশুদ্ধ চুক্তিতে পরিণত হবে।

◆ বন্ধকের চুক্তি শেষ হওয়াঃ

বন্ধকের চুক্তি শেষ হবে ঋণগ্রহীতা সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করলে, বন্ধক হিসেবে রাখা বস্তু তার মালিকের নিকট সপর্দ করলে, বিচারকের নির্দেশক্রমে ঋণদাতার পক্ষ থেকে বিক্রির জন্য বাধ্য করলে, ঋণদাতার পক্ষ থেকে বন্ধক বাতিল করলে, যে কোনভাবে ঋণ হতে মুক্ত হলে, বন্ধক হিসেবে রাখা বস্তু ধ্বংস হলে, দু'পক্ষের সম্মতিক্রমে বন্ধক হিসেবে রাখা বস্তুতে বিক্রি বা হেবার মাধ্যমে হেরফের করলে। অতএব, যখন এসবের কোন একটি সংঘটিত হবে তখন বন্ধক শিথিল হয়ে পড়বে এবং শেষ হয়ে যাবে।

৭- জামিনদারী ও দায়িত্বভার গ্রহণ

◆ **জামিনদারী হচ্ছে:** অন্যের উপর জামানত ও তৎসংক্রান্ত অপরিহার্য বস্তু বহাল থাকা পর্যন্ত তার দায়িত্বভার গ্রহণ করার নাম।

◆ **জামিনদারীর বিধান:**

ইহা হচ্ছে কল্যাণের কাজ। আর সুবিধা তার চাহিদা রাখে বরং কখনও তা প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়। এটি পুণ্য ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতার অন্তর্ভুক্ত। এতে মুসলমান ব্যক্তির চাহিদা মিটানোর ব্যবস্থা রয়েছে যেমন রয়েছে তার সমস্যা দূরীকরণের উপায়।

◆ **জামিনদারী বিশুদ্ধ হওয়ার শর্ত:**

জামিনদার ব্যক্তিকে লেনদেনের উপযুক্ত হওয়া এবং সন্তুষ্ট চিত্তে ও অবাধ্যকৃত হওয়া।

◆ **কি দ্বারা জামিনদারী সঠিক হবে:**

১. প্রত্যেক ঐ শব্দ দ্বারা জামিনদারী বিশুদ্ধ হবে যা দ্বারা তা বুঝা যায়। যেমন : আমি তার জামিন হলাম অথবা আমি তার দায়িত্বভার গ্রহণ করলাম ইত্যাদি।

২. জামিনদারী কোন নির্দিষ্ট বস্তুর উপর হতে পারে যেমন: এক হাজার টাকা অথবা কোন অনির্দিষ্ট বস্তুর উপর হতে পারে যেমন বলা: আমি অমুকের নিকট তোমার প্রাপ্য সম্পদের জামিনদার। অথবা বলা: সে মৃত কিংবা জীবিত অবস্থায় তার উপর বর্তানো সবকিছুর জন্য আমি জামিনদার।

◆ **জামিনদারীর কারণে যা বর্তাবে:**

কোন জামিনদার ঋণের জামিনদারী গ্রহণ করলেই ঋণ গ্রহীতা দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যায় না; বরং ঋণ উভয়ের উপর থেকে যায়। ফলে ঋণদাতা যে কোন একজনের নিকট তা চাইতে পারে।

◆ **জামিনদারীর চুক্তি শেষ হওয়া:**

ঋণদাতা স্বীয় ঋণ বুঝে পেলে অথবা দায়মুক্ত করে দিলে জামিনদার দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে।

◆ **কাফালত তথা দায়িত্বভার গ্রহণ হচ্ছে:** কোন বুঝমান সম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক আর্থিক অধিকার গ্রহীতাকে তার প্রাপকের নিকট উপস্থিত করার দায়িত্বভার গ্রহণ করার নাম।

◆ **কাফালত প্রবর্তনের তাৎপর্য:** এর দ্বারা অধিকার সংরক্ষণ ও তা অর্জন করা সম্ভব হয়।

◆ **কাফালতের বিধান:**

ইহা বৈধ যা পুণ্য ও তাকওয়ার কাজে পারস্পরিক সহযোগিতার অন্ত র্ভুক্ত। ইহা দায়িত্বগ্রহণকারীর জন্য মুস্তাহাব (উত্তম); কারণ এর দ্বারা মাকফূল তথা যার দায়িত্ব নিয়েছে তার প্রতি এহসান।

﴿ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُۥ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّنِى بِهِۦٓ إِلَّآ أَن يُحَاطَ بِكُمْ ۖ فَلَمَّآ ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾ ﴾ [يوسف/ ٦٦].

"(ইয়াকুব عليه السلام) বললেন, তাকে ততক্ষণ তোমাদের সাথে পাঠাব না, যতক্ষণ তোমরা আমাকে আল্লাহর নামে অঙ্গীকার না দাও যে, তাকে অবশ্যই আমার কাছে পৌঁছে দেবে; কিন্তু যদি তোমরা সবাই একান্ত অসহায় না হয়ে যাও। অত:পর যখন সবাই তাকে অঙ্গীকার দিল, তখন তিনি বললেন: আমাদের মধ্যে যা কথাবর্তা হলো সে ব্যাপারে আল্লাহই মধ্যস্থ রইলেন।" [সূরা ইউসুফ: ৬৬]

◆ কোন ব্যক্তি ঋণ গ্রহীতাকে উপস্থিত করার দায়িত্ব নিয়ে যদি তাকে উপস্থিত না করতে পারে তবে সে তার ক্ষতিপূরণ দিবে।

◆ **কাফালত গ্রহণকারী কখন দায়িত্বমুক্ত হবে:**

কাফালত গ্রহণকারী নিম্নোক্ত কারণ সাপেক্ষে দায়িত্বমুক্ত হবেন:

১. কাফালতকৃত ব্যক্তি মারা গেলে।

২. কাফালতকৃত ব্যক্তি নিজেকে অধিকার প্রাপকের হাতে সপর্দ করলে।

৩. আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনভাবে কাফালতের বস্তু বিনষ্ট হয়ে গেলে।

◆ জামানতদারী ও দায়িত্বগ্রহণের মাঝে পার্থক্য:

জামানতদারী হলো: শরিয়তের আজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকে অন্যের প্রতি ওয়াজিব এমন হক আদায় করার দায়িত্ব গ্রহণ করার নাম। আর কাফালাত তথা দায়িত্ব গ্রহণ নেওয়া হলো: কোন স্বাধীন ব্যক্তির পক্ষ থেকে যার প্রতি অন্যের হক রয়েছে তাকে হাজির করার দায়িত্ব গ্রহণ করা।

অতএব, কাফালত হলো: ঋণগ্রহীতাকে হাজির করার দায়িত্ব গ্রহণ এবং জামানতদারী হলো: ঋণ হাজির করার দায়িত্ব গ্রহণ। তাই কাফালত জামানতদারীর চাইতে ছোট দায়িত্ব; কারণ তা শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক ঋণের সাথে নয়। সুতরাং কাফীল যখন যার দায়িত্ব নিয়েছিল তাকে হাজির করবে তখন তার দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে। চাই সে ব্যক্তি পূরণ করুক বা না করুক।

◆ ঋণী ব্যক্তির সফর করার বিধান:

কোন ব্যক্তির উপর অন্যের কোন অধিকার থাকা অবস্থায় সে সফর করতে চাইলে প্রাপক তাকে বারণ করতে পারবে যদি সফরের পূর্বে পরিশোধ যোগ্য হয়। আর যদি সাবলম্বি কোন জামিনদার ঠিক করে কিংবা এমন বন্ধকী রেখে যায় যা পরিশোধের সময় হলে ঋণ পরিশোধের কাজ করবে, তাহলে সে ক্ষতির পথ বন্ধ হওয়ার ভিত্তিতে সফর করতে পারবে।

◆ ব্যাংকের ইস্যুকৃত জামানত লেটার:

জামানাত যদি পূর্ণ আবরণে বেষ্টিত হয়ে থাকে অথবা পূর্বেই জামানতের পূর্ণ এ্যামাউন্ট ব্যক্তির ফান্ডে জমা হয়ে থাকে, তবে সেবার বিনিময়ে মজুরি গ্রহণ করা বৈধ। কিন্তু যদি তা আবরণে বেষ্টিত না থাকে তাহলে ব্যাংকের পক্ষে তা ইস্যু করা ও তার উপর মজুরি গ্রহণ করা বৈধ নয়।

৮- ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণ

◆ **হাওয়ালা হচ্ছে:** ঋণ গ্রহীতার পরিবর্তে অন্যের উপর দায়িত্ব অর্পণের নাম।

◆ **হাওয়ালার বিধান:** ইহা বৈধ।

◆ **হাওয়ালার প্রবর্তনের তাৎপর্য:**

আল্লাহ তা'য়ালা হাওয়ালাকে প্রবর্তন করেছেন যাতে সম্পদের হেফাজত ও মানুষের প্রয়োজন মিটানোর ব্যবস্থা হয়। কেননা সে কখনও তার যিম্মায় থাকা ঋণ থেকে দায়িত্ব মুক্ত হওয়ার সম্মুখীন হতে পারে। আবার কখনও সে নিজে প্রয়োজনবোধ করতে পারে। আবার কখনও স্বীয় সম্পদ এক শহর থেকে অন্য শহরে স্থানান্তরিত করার সম্মুখীন হতে পারে অথবা এ কাজ তার পক্ষে দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতে পারে। একে স্থানান্তরিত বা বহন করা কঠিন হওয়ার কারণে কিংবা আয়তনের দূরত্ব অথবা পথের নিরাপত্তার অভাবে হতে পারে। এসব সুবিধান প্রতি লক্ষ্য রেখেই আল্লাহ তা'য়ালা হাওয়ালার নিয়ম প্রবর্তন করেছেন।

◆ **হাওয়ালার শর্তসমূহ:**

হাওয়ালা সঠিক হওয়ার জন্য শর্ত হলো:

১. যে দায়িত্ব নেবে আর যার পক্ষ থেকে দায়িত্ব নেওয়া হবে উভয়ের হস্তক্ষেপ করা বৈধ এমন ব্যক্তি হতে হবে।
২. যে দায়িত্ব নেবে সে যেন যার দায়িত্ব নেবে তার ঋণ পরিশোধকারী হয়।
৩. দায়িত্বগ্রহণকারী এমন ঋণের দায়িত্ব নেবে যা পরিশোধের সময় হয়ে গেছে।
৪. যার পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব নেবে সে ঋণের পরিমাণ, শ্রেণী ও গুণাগুন যেন সমান হয়।
৫. যে দায়িত্ব নেবে এবং যার পক্ষ থেকে নেবে প্রচলিত নিয়মে তাদের মাঝে ইজাব কবুল হতে হবে।

◆ হাওয়ালা কবুল করার বিধান:

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যখন কোন সাবলম্বি ব্যক্তির হাওয়ালা করবে তখন তাকে তার স্বরণাপন্ন হওয়া উচিত; কিন্তু তার নিকট অজানা কোন দরিদ্র ব্যক্তির হাওয়ালা করলে সে হাওয়ালাকারীর প্রতি তার অধিকার ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু যদি জেনে শুনে একাজ করে ও তাতে সে সন্তুষ্ট হয়ে থাকে, তবে প্রত্যাবর্তন করাতে পারবেনা। আর ধনী ব্যক্তির পক্ষে টালবাহানা করা হারাম, কেননা ইহা জুলুমের নামান্তর।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ».متفق عليه.

আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [দ:] বলেছেন: "ধনী ব্যক্তির টালবাহানা জুলুম সমতুল্য। তোমাদের কাউকে কোন সাবলম্বির হাওয়ালা করা হলে সে যেন তার স্মরণাপন্ন হয়।"[১]

◆ হাওয়ালার কারণে যা বর্তাবে:

হাওয়ালা করা হয়ে গেলে পাওনা হাওয়ালাকারীর দায়িত্ব থেকে হাওয়ালাকৃত ব্যক্তির দায়িত্বে এসে যায় এবং হাওয়ালাকারীর দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়।

◆ অভাবী ব্যক্তিকে ক্ষমা করার ফজিলত:

হাওয়ালা সুসম্পন্ন হওয়ার পর হাওয়ালাকৃত ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়লে তাকে সুযোগ দেয়া মুস্তাহাব কিংবা ক্ষমা করা যা আরো উত্তম কাজ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:«كَانَ تَـــاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّـــا فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ».متفق عليه.

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ২২৮৭ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৫৬৪

আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী [দ:] বলেছেন:“এক ব্যবসায়ী মানুষকে ঋণ দিত, যখন কোন অভাবগ্রস্ত দেখত তখন তার যুবকদের বলত: তাকে ক্ষমা করে দাও হতে পারে আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করবেন। ফলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন।”[১]

◆ ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা প্রেরণের বিধান:

এক দেশে বা স্থানে ব্যাংকের নিকট মুদ্রা দিয়ে অন্য দেশে বা স্থানে গ্রহণ করার জন্য ব্যাংক থেকে চেক বা ড্রাফ্‌ট কিংবা স্পিড ক্যাশ নেওয়াকে ব্যাংক মানি এক্সচেঞ্জ বলে। এ ধরণের কাজ জায়েজ; কারণ এর দ্বারা মানুষের প্রয়োজন মিটানো সহজ হয় এবং সম্পদ চুরি ও ধ্বংস থেকে হেফাজতে থাক। চাই প্রেরিত মুদ্রা ও গ্রহণ মুদ্রা একই প্রকার হোক বা ভিন্ন প্রকার হোক। আর এ অবস্থায় চেক বা ড্রাফ্‌ট অর্থ কব্জা করার স্থলাভিসিক্ত বলে বিবেচিত হবে।

[১]. বুখারী হাঃ নং ২০৭৮ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৫৬২

৯- মীমাংসা-সন্ধি

◆ **মীমাংসা হচ্ছে:** এমন চুক্তির নাম যার মাধ্যমে উভয় বিবাদকারীর ঝগড়া মিটে যায়।

◆ **মীমাংসা-সন্ধি প্রবর্তনের তাৎপর্য:**

আল্লাহ তা'য়ালা এ ধরণের সন্ধিকে এ জন্যে প্রবর্তন করেছেন যে, উভয় বিবাদকারীর মধ্যে মীমাংসা সৃষ্টি হয়, দ্বন্দ্ব দূর হয় এর মাধ্যমে আত্মা পরিস্কার হয় ও বিদ্বেষ দূরীভুত হয়। আর আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হয়ে থাকলে সন্ধি সর্বোচ্চ আনুগত্য ও নৈকট্যের স্থান অধিকার করে।

◆ **মানুষের মঝে মীমাংসা করার ফজিলত:**

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَىٰهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَٰحٍۭ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾ ﴾ النساء: ١١٤

"তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন মঙ্গল নিহিত থাকে না। তবে যে ব্যক্তি দান, সৎকাজ কিংবা লোকজনের মধ্যে মীমাংসার নির্দেশ দেয়। আর যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য একাজ করে আমি তাকে মহাবিনিময় দান করবো।" [সূরা নিসা: ১১৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« كُلُّ سُلَامَى مِنْ النَّاس عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ النَّاسِ صَدَقَةٌ». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [দ:] বলেন:"মানুষের প্রতিটি জোড়ের উপর সাদকা অপরিহার্য প্রত্যেক সেই

দিনে যাতে সূর্য উদিত হয়। (তবে) মানুষের মাঝে মীমাংসা করা একটি সদকা।”[১]

◆ মীমাংসার বিধান:

মীমাংসা মুসলমান ও কাফেরদের মাঝে হতে পারে। ঠিক ইনসাফকারী ও জালিমদের মাঝে, স্বামী স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া হলে, প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে সম্পদে বা অন্যনায় জিনিসে বিবাদকারী উভয় ব্যক্তির মাঝে তা হতে পারে।

◆ মীমাংসার প্রকার:

মীমাংসা দুই প্রকার: সম্পদে মীমাংসা ও সম্পদ ছাড়া অন্যন্য জিনিসে মীমাংসা।

◆ সম্পদে মীমাংসা দুই প্রকার:

১. স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে মীমাংসা:

যেমন একজনের উপর অন্য জনের কিছু বস্তু বা ঋণের ব্যাপারে উভয়ে কেউ তার পরিমাণ জানে না কিন্তু স্বীকার করেছে। এ অবস্থায় কোন জিনিসের উপর মীমাংসা করলে তা সঠিক হবে। আর যদি তার উপর হাল নাগাদ পরিশোধ যোগ্য ঋণ থাকে এবং সে স্বীকার করে তবে তার কিছু অংশ মাফ আর বাকি অংশ পরে পরিশোধ করার মীমাংসা করলে, মাফ করা ও পরে পরিশোধ করা সঠিক হবে।

আর যদি পরে পরিশোধ যোগ্য ঋণের কিছু অংশ এখনই পরিশোধের উপর মীমাংসা করে তবুও সঠিক হবে। আর শুধুমাত্র এ মীমাংসা তখনই সঠিক হবে যখন স্বীকারোক্তিতে কোন প্রকার শর্ত থাকবে না যেমন: আমি স্বীকার করছি এ শর্তে যে তুমি আমাকে অমুকটা দিবে। শর্তকৃত বস্তু না হলেও তার আসল হক থেকে বঞ্চিত হবে না।

[১]. বুখারী হাঃ নং ২৭০৭ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১০০৯

২. অস্বীকারের উপর মীমাংসা:

যেমন বিবাদির উপর বাদির এমন হক রয়েছে যা বিবাদি জানে না এবং সে অস্বীকার করছে। এমতাবস্থায় কোন জিনিসের উপর দু'জনে মীমাংসা করলে সঠিক হবে। কিন্তু যদি দু'জনের একজন মিথ্যা বলে তাহলে মূলত তার হকে মীমাংসা হবে না এবং যা সে গ্রহণ করবে তা হারাম হবে।

◆ জায়েজ মীমাংসা:

মুসলমানগণ তাদের শর্ত মানতে বাধ্য। আর মুসলমানদের মাঝে সকল প্রকার সন্ধি করা জায়েজ। কিন্তু যে সন্ধি-মীমাংসাতে হারামকে হালাল বা হালালকে হারাম রয়েছে তা নাজায়েজ। জায়েজ সন্ধি হলো যার মধ্যে ইনসাফ রয়েছে এবং আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রসূল [ﷺ] নির্দেশ করেছেন। আর তার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য থাকে। এরপর দুই পক্ষের সন্তুষ্টি। আল্লাহ তা'য়ালা এর প্রশংসা করেছেন তার বাণীতে:

﴿وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞ ۝١٢٨﴾ النساء: ١٢٨

"আর সন্ধি-মীমাংসা করাই সর্বোত্তম।" [সূরা নিসা:১২৮]

◆ মীমাংসার শর্তাবলি:

ন্যায়-ইনসাফ মীমাংসার কিছু শর্ত রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে: সন্ধিকারী দুই জনের শরিয়তের কার্যাদি সম্পাদন করার যোগ্যতা থাকা। সন্ধি যেন কোন হালালকে হারাম বা কোন হারামকে হালাল করা না হয়। কোন একজন তার দাবিতে যেন মিথ্যা দাবি না করে। সন্ধিকারী যেন আল্লাহ ভীরু, বাস্তবতা সম্পর্কে জ্ঞাত, ওয়াজিব বিষয়ে ওয়াকেফহাল এবং ন্যায়-ইনসাফের সৎ ইচ্ছুক হন।

◆ বিলম্বে পরিশোধযোগ্য ঋণের মীমাংসার বিধান:

যদি কোন মানুষ তার বিলম্বে পরিশোধযোগ্য ঋণের কিছু অংশ বর্তমানে পরিশোধের জন্য মীমাংসা করে তাহলে সঠিক হবে।

عَنْ كَعْبٍ رضي الله عنه أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى« يَا كَعْبُ» قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ : «ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا » وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَيِ الشَّطْرَ، قَالَ لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ:«قُمْ فَاقْضِهِ». متفق عليه.

কা'ব [ﷺ] থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে আবী হায়দার থেকে মসজিদে নিজের ঋণ গ্রহণের সময় দু'জনের শব্দ উঁচু হয়। এমনকি রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাঁর ঘর থেকে শুনতে পান। তিনি [ﷺ] তাঁর হুজরার পর্দা খুলে তাদের কাছে বের হয়ে এসে ডাকেন: হে কা'ব! তিনি [ﷺ] বলেন, হাজির হে আল্লাহর রসূল! তিনি [ﷺ] বলেন: তুমি তোমার ঋণের অর্ধেক গ্রহণ কর। তিন (কা'ব) বলেন, তাই করলাম হে আল্লাহর রসূল! তিনি [ﷺ] তাকে (ইবনে আবী হায়দারকে) বললেন: যাও তাই পরিশোধ কর।"[১]

◆ **প্রতিবেশীর অধিকারসমূহ:**

বাড়ির মালিকের জন্য তার মালিকানাধীনে এমন কাজ করা হারাম যাতে পড়শীর ক্ষতি হয়। যেমন শক্তিশালী মেশিন বা চুলা ইত্যাদির ব্যবহার। কিন্তু যদি কোন ক্ষতি না হয় তবে জায়েজ। একজন পড়শীর উপর অপর প্রতিবেশীর উপর অনেক অধিকার রয়েছে তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো: আত্মীয়তা সম্পর্ক অটুট রাখা, এহসান ও সদ্ব্যবহার করা, কষ্টদায়ক বস্তু থেকে বিরত থাকা, কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করা ইত্যাদি যা একজন মুসলিমের প্রতি ওয়াজিব।

عَنْ ابْنَ عُمَرَ ﷺ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ».متفق عليه.

ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "জিবরিল [ﷺ] আমাকে সর্বদা প্রতিবেশীর ব্যাপারে অসিয়ত করেন।

[১]. বুখারী হা: নং ৪৫৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ১৫৫৮

এমনকি আমি ধারণা করতেছিলাম যে, তিনি প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবেন।”[১]

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬০১৫ মুসলিম হাঃ নং ২৬২৫

১০- বিধিনিষেধ আরোপকরণ

● শরিয়তের কারণে কোন মানুষকে তার সম্পদের যদেচ্ছা ভাবে খরচ করর উপর নিষেধ আরোপ করকে "হাজ্‌র" তথা বিধিনিষেধ আরোপ করা বলে।

◆ **বিধিনিষেধ আরোপের বিধি-বিধান করার হেকমত:**

আল্লাহ তা'য়ালা সম্পদের হেফাজত করার নির্দেশ করেছেন এবং সে জন্যই যে বক্তি তার সম্পদ ঠিক মত খরচ করতে পরে না যেমন: পাগল তার প্রতি নিষেধ আরোপের বিধান প্রবর্তন করেছেন। অনুরূপ যার সম্পদে স্বাধীন ভাবে কর্তৃত্ব করায় ক্ষতির আশংকা রয়েছে যেমন: ছোট শিশুরা অথবা যার সম্পদ হেরফের করাতে অপচয় হতে পারে যেমন: নির্বোধ ব্যক্তি অথবা তার হাতে যে সম্পদ আছে তা তার পুরোটায় খরচ করলে অধিক ক্ষতি সাধন হতে পারে যেমন: যে নি:স্ব ব্যক্তিদের উপর ঋণের বোঝা চেপে বসেছে। তাই আল্লাহ তা'য়ালা ঐ সকল মানুষের সম্পদকে হেফাজত করার জন্যই বিধিনিষেধ আরোপের বিধি-বিধান করেছেন।

◆ **বিধিনিষেধের প্রকার:**

বিধিনিষেধ আরোপ দুই প্রকার:

১. অন্যের অংশের জন্য নিষেধ আরোপ করা যেমন: নি:স্ব দেউলিয়া ব্যক্তির প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ ঋণ দাতাদের অংশের জন্য।

২. নিজের অংশের জন্য বিধিনিষেধ আরোপ করা যেমন: ছোট শিশু, নির্বোধ ও পাগলের সম্পদের হেফাজতের জন্য নিষেধ আরোপ করা।

● **দেওলিয়া ব্যক্তির বিধান:**

নি:স্ব দেউলিয়া ব্যক্তি কে: দেউলিয়া বলা হয় যার সম্পদের চেয়ে ঋণের পরিমাণ বেশী। এমন ব্যক্তির উপর তার ঋণদাতাদের সবার পক্ষ থেকে বা কারো পক্ষ থেকে বিচারকের নিকট নিষেধ আরোপ চাওয়া হলে, তিনি সে ব্যক্তির উপর বিধিনিষেধ আরোপ করবেন। যে সকল সম্পদের ঋণের ব্যাপারে ঋণদাতাদের ক্ষতি রয়েছে তার উপর নিষেধ

আরোপ করা যাবে। আর তার প্রতি নিষেধাজ্ঞা না হলেও তার জন্য সম্পদ খরচ করা ঠিক হবে না।

● দেওলিয়া ব্যক্তির আহকাম:

১. যার সম্পদ তার ঋণ পরিমাণ অথবা তার সম্পদের চেয়ে ঋণ অধিক তার উপর নিষেধ আরোপ করা যাবে না। তবে তাকে তার ঋণ পরিশোধের জন্য আদেশ করতে হবে। যদি সে পরিশোধ করতে অস্বীকার করে তবে তখন ঋণদাতা চাইলে তাকে আটক করে রাখতে পারে। এরপরেও সে যদি পূর্বের অবস্থায় অটল থাকে এবং তার সম্পদ বিক্র না করে তবে বিচারক সাহেব তার সম্পদ বিক্র করে ঋণ পারিশোধ করে দিবেন।

২. যে ব্যক্তির সম্পদ তার ঋণের চেয়ে কম সে দেউলিয়া, তার উপর নিষেধ আরোপ করা এবং জন সমাজকে অবহিত করা জরুরি; যাতে করে মানুষ তার ব্যাপার ধোঁকায় না পড়ে। আর তার ঋণ দাতাদের ঋণ পরিশোধের সময় হলে কিংবা কিছু সংখ্যকদের চাওয়ার প্রেপেক্ষিতে তার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে।

৩. যখন দেউলিয়া ব্যক্তির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে তখন তার নিকট কিছু চাওয়া যাবে না। তার সম্পদে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা যাবে না। বিচারক সাহেব তার সম্পদ বিক্রি করবেন এবং তার বর্তমান ঋণদাতাদের মূল্য নির্ধারণ করে সে মতাবেক বণ্টন করে দিবেন। যদি তার উপর আর কোন দাবি না থাকে তবে তার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা আরোপ রহিত হয়ে যাবে; কেননা তার কারণ দূর হয়ে গেছে।

৪. বিচারক সাহেব দেউলিয়া ব্যক্তির সম্পদ তার ঋণ দাতাদের মাঝে বণ্টন শেষ করলে তার থেকে চাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। আর তার এ ঋণের জন্য তাকে আটক করা বা জবরদস্তি করা জায়েজ নেই। বরং তার রাস্তা খুলে দিতে হবে এবং তাকে আল্লাহ তা'য়ালা রিজিক না দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আর তার ঋণদাতাদের বাকি অংশ রাজস্ব সম্পদ থেকে বিচারক সাহেব পরিশোধ করে দিবেন।

● **যে তার ঋণ পরিশোধে অপারগ তার বিধান:**

যে ব্যক্তি তার ঋণ পরিশোধে অপারগ তার থেকে ঋণ পরিশোধ চাওয়া যাবে না এবং তাকে আটক রাখাও যাবে না। বরং অপেক্ষা করা ওয়াজিব এবং তাকে জিম্মামুক্ত করাই উত্তম; কারণ আল্লাহর বাণী:

﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾ ﴾ البقرة: ٢٨٠

"আর যদি অভাবগ্রস্ত হয় তবে তার স্বচ্ছল অবস্থা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আর যদি দান করে দাও তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম। যদি তোমরা অবগত হতে।" [সূরা বাকারা: ২৮০]

● বড় লোকের প্রতি বর্তমান পরিশোধযোগ্য ঋণ আদায় করা ওয়াজিব। আর যদি আবাভী হয় তাহলে তার জন্যে অভাবমুক্ত হওয়া পর্যন্ত সময় দিতে হবে এবং তাকে আটক করে রাখা যাবে না। আর মাফ করে দেওয়া সর্বোত্তম। আর যদি বড় লোক টালবাহনা করে তাহলে তাকে বিচারক আটক করে রাখবে; কারণ বড় লোকের টালবাহনা করা জুলুম। তাই তাকে আদাব দেওয়ার জন্য বন্দী করে রাখবে; যাতে তার প্রতি বর্তমানে পরিশোধযোগ্য ঋণ পূর্ণ করতে জলদি করে।

● **ঋণগ্রহীতাকে বন্দী রাখার শর্তাবলী:**

ঋণগ্রহীতাকে বন্দী করে রাখার শর্ত হলো: ঋণ যেন বর্তমান পরিশোধযোগ্য হয়, ঋণগ্রহীতা পূরণ করতে সক্ষম ও টালবাহনাকারী হওয়া এবং ঋণদাতা বিচারকের নিকট তাকে বন্দী করার জন্য তলব করে।

● **অভাবগ্রস্তদের সময় দেওয়ার ফজিলত:**

অভাবী ব্যক্তিকে তার ঋণ পরিশোধের সময় হওয়ার পরেও তাকে অবকাশ দেওয়াতে অসংখ্য সওয়াব রয়েছে। রসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন:

«مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ ».أخرجه أحمد.

“যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্তকে সময় দেয় তার জন্য প্রতি দিনের বদলায় দ্বিগুন সওয়াব রয়েছে।” [১]

- **দেউলিয়া ব্যক্তির নিকট যে তার নির্দিষ্ট সামগ্রী পাবে তার বিধান:**

যে দেউলিয়া ব্যক্তির নিকট তার নির্দিষ্ট সমগ্রী পাবে সেই তার বেশী হকদার, যদি সে তার মূল্য কিছুই গ্রহণ না করে থাকে এবং দেউলিয়া ব্যক্তি বেঁচে থাকে ও তার মালিকানায় সে বস্তু কোন পরিবর্তন ছাড়াই পাওয়া যাই।

- **নির্বোধ শিশু ও পাগলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারির বিধান:**

নির্বোধ শিশু ও পাগলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার জন্য বিচারক সাহেবের প্রয়োজন নেই। তাদের উকিল হচ্ছে বাবা যদি তিনি ন্যায়পরায়ণ ও বিবেকবান হয়। এরপর অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তি, অত:পর বিচারক সাহেব। উকিলের কর্তব্য হলো এমনটি করা যা তাদের জন্য মঙ্গলজনক।

- **ছোটদের নিষেধাজ্ঞা জারি কখন রহিত হবে?**

দুইভাবে ছোটদের নিষেধাজ্ঞা জারি রহিত হবে:

১. **সাবালক হলে:** এর বর্ণনা পূর্বে উল্লেখ হয়েছে।

২. **বুদ্ধিপ্রাপ্ত হলে:** সম্পদে সঠিক ভাবে পরিচালনার বুদ্ধি সম্পূর্ণ হওয়া। তাকে কিছু সম্পদ দিয়ে কেনাবেচার পরীক্ষা করতে হবে; যতক্ষণ সে পরীক্ষায় পাশ না করবে ততক্ষণ তাকে বুদ্ধি সম্পূর্ণ হয়েছে বলে ধরা যাবে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ ٦ ﴾ النساء: ٦

“তোমরা এতিমদেরকে পরীক্ষা কর যতক্ষণ পর্যন্ত তারা বিবাহর উপযুক্ত না হয়। যদি তোমরা তাদের বুদ্ধি পরিপূর্ণতা লক্ষ্য কর তবে তাদের নিকট তাদের সম্পদ দিয়ে দাও। [সূরা নিসা: ৬]

[১]. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ২৩৪৩৪, ইরয়াউল গালিল দ্রঃ হাঃ নং ১৪৩৮

● **নির্বোধ ও পাগলের নিষেধাজ্ঞা জারি রহিত কখন হবে?**

যখন পাগল ব্যক্তি জ্ঞান ফিরে পাবে এবং বুদ্ধিজ্ঞান হবে অথবা নির্বোধ বুদ্ধিমান হবে। যার ফলে সম্পদের সুন্দর কর্তৃত্য করতে পারে, ধোঁকায় পড়ে না এবং কোন হারামে খরচ করে না অথবা অপ্রয়োজনীয় কাজে খরচ করে না, তখন তাদের দুজনের উপর থেকে বিধিনিষেধ আরোপ রহিত হয়ে যাবে। আর তাদের সকল সম্পদ তাদের নিকট ফেরতদেওয়া হবে। ধনী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে চালাকি বা টালবাহনা করা জুলুম। এ অবস্থায় তার সম্মান নষ্ট করা ও তাকে শাস্তি দেওয়া বৈধ। তাই স্বচ্ছল ঋণী ব্যক্তির টালমাটলকারীকে আদব প্রদানের উদ্দেশ্যে আটক রাখা বৈধ। আর অভাবী ব্যক্তিকে যে অংশের হকদার তা এবং তাকে মাফ করে দেওয়াই উত্তম ও মঙ্গজনক।

১১- ওয়াকালতি

- **ওয়াকালতি:** যেসব কাজে কারো পরিবর্তে কর্তৃত্ব করা জায়েজ তাতে উকিল নিয়োগ করাকে ওয়াকালতি বলে।
- **উকিল নিয়োগ করা বৈধকরণের হেকমত:**

ওয়াকালতি বৈধকরণ ইসলামের সৌন্দর্যের বহি:প্রকাশ। প্রত্যেকেই একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার ফলে, কখন তার কিছু অধিকার অন্যের প্রতি রয়েছে। আবার অন্যের অধিকার তার উপর আছে। তাই নিজেই নেওয়া দেওয়া নিজেই করবে অথবা অন্যজনকে তা করার জন্য তায়িত্ব অর্পণ করবে। আর অনেক মানুষ তার বিষয়দি নিজেই করতে সক্ষম না। তাই ইসলাম তাকে উকিল নিয়োগ করার অনুমতি প্রদান করেছে, যাতে করে উকিল তার প্রতিনিধি হিসাবে তা সম্পন্ন করতে পরে।

- **ওয়াকালতির বিধান:**

ইহা একটি জায়েজ আক্‌দ তথা চুক্তি। এ চুক্তি উকিল ও মুয়াক্কেল উভয়ের জন্য যে কোন সময় ভঙ্গ করা জায়েজ।

- ওয়াকালতি এমন কথা বা কাজের মাধ্যমে সংঘটিত হয় যা ওয়াকালতের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।
- **যেসব কাজে ওকালতি বৈধ:**

অধিকার তিন প্রকার:

১. এমন অধিকার যাতে সব অবস্থায় ওয়াকালতি সঠিক হয়। আর তা হচ্ছে যে সকল বিষয়ে প্রতিনিধিত্ব চলে যেমন: সকল প্রকার চুক্তিকরণ, চুক্তিভঙ্গণ, দণ্ডসমূহ ও এর মত আরও যা রয়েছে।

২. এমন জিনিস যাতে ওয়াকালতি কোনভাবেই সঠিক হয় না। আর তা হচ্ছে শারীরিক এবাদতসমূহ যেমন: পবিত্রা অর্জন ও নামাজ ইত্যাদি। অনুরূপ হারাম কাজে ওকালতি যেমন: মদ বিক্রি অথবা কোন নিষ্পাপ ব্যক্তিকে হত্যা কিংবা কারো সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া ইত্যাদি কাজের জন্য ওকালতি।

৩. এমন জিনিস যাতে অপর ব্যক্তির জন্য ওয়াকালতি চলে যেমন: ফরজ হজ্ব ও উমরা।

◆ **ওয়াকালতির অবস্থাসমূহ:**

ওয়াকালতি কিছু সময়ের জন্য হতে পারে যেমন: বলা, তুমি আমার এক মাসের জন্য উকিল। আর শর্ত করেও ওকালতী সঠিক হতে পারে যেমন বলা: যখন আমার বাড়ীর ভাড়া শেষ হবে তখন তা বিক্রি করবে। হাল অবস্থার জন্যও ওয়াকালতী সঠিক হয় যেমন বলা: এখন তুমি আমার উকিল। ওয়াকালতী জলদি এবং দেরী করে গ্রহণ করা সঠিক হবে।

◆ **উকিল অন্য কাউকে ওকালতীর দায়িত্বভার দেওয়ার বিধান:**

উকিলের জন্য যে ব্যাপারে তাকে ওয়াকালতীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাতে অন্য কাউকে উকিল নিয়োগ করতে পারবে না। তবে মুয়াক্কেল অনুমতি দিলে পারবে। যদি ওয়াকালতী করতে অক্ষম হয় তবে আর্থিক ব্যাপার ছাড়া অন্যান্য বিষয়দিতে উকিল নিয়োগ করতে পারবে। তবে অবশ্যই মুয়াক্কেলের অনুমতি নিতে হবে।

◆ **ওকালতি বাতিল কখন হবে?**

নিম্নের কারণ দ্বারা ওয়াকালতি বাতিল হয়:

১. দু'জনের মধ্যে কোন এক জনের পক্ষ থেকে চুক্তি বাতিল তথা রহিত করলে।
২. মুয়াক্কেলের পক্ষ থেকে উকিলকে অপসারণ করলে।
৩. দু'জনের মধ্যে কোন এক জনের মৃত্যু বা পাগল হলে।
৪. কোন এক জনের উপর নির্বোধ এমন হওয়ার বিধিনিষেধ আরোপ হলে।

◆ **উকিল নিয়োগের পদ্ধতি:**

পারিশ্রমিক দ্বারা বা কোন বিনিময় ছাড়াই উকিল নিয়োগ করা জায়েজ। যে ব্যাপারে উকিল নিয়োগ দেওয়া হয়েছে সে ব্যাপারে উকিল আমনতদার। তার হাতে কিছু নষ্ট হলে এবং তার পক্ষ থেকে কোন প্রকার অবহেলা প্রদর্শিত না হলে সে খেসারত দিবেনা বা জিম্মাদার হবে না। আর যদি তার পক্ষ থেকে কোন প্রকার সীমালংঘন বা অবহেলা

প্রদশিত হয় তবে সে ক্ষতিপূরণ দিবে। সে অবহেলা করেনি এমন কথা বললে হলফ দ্বারা তার কথা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

◆ **ওকালতি তলব করার বিধান:**

যে ব্যক্তি নিজ সম্পর্কে পরিপূর্ণতা ও আমনতদারী জানে এবং নিজের উপর ও আমানতের ব্যাপারে খিয়ানতের আশঙ্কা করে না এবং এর চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকে ওয়াকালতীর ফলে ব্যস্ত না হয়ে পড়ে, তাহলে তার জন্য ওয়াকালতী করা মুস্তহাব; করণ এতে রয়েছে অনেক প্রতিদান ও সওয়াব। এমনকি যদি পারিশ্রমিক গ্রহণের মাধ্যমে ভাল নিয়তে কাজ সমাপ্ত করে তবুও সে নেকি পাবে।

১২- কোম্পানি

◆ **কোম্পানি:** দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মাঝে কোন অধিকার বা লেনদেনে একত্রিত হওয়াকে কোম্পানি বলে।

◆ **কোম্পানি বিধি-বিধান করার হেকমত:**

কোম্পানির ভিত্তি ও কোন কাজ করার বিধি-বিধান করা ইসলামের বিশেষ বৈশিষ্টের একটি। একত্রে কোন কাজ করা বরকত নাজিল ও সম্পদ বৃদ্ধির অন্নতম কারণ। তবে শর্ত হলো যদি সততা ও আমানতদারীর সঙ্গে হয়। বিশেষ করে বড় ধরণের কাজের জন্য আমনতদারী অতীব প্রয়োজন; কারণ বড় প্রজেক্ট এক জনের দ্বারা সম্পাদন করা সম্ভবপর নয়। যেমন: শিল্প প্রজেক্ট, নির্মাণ কাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাষবাদ ইত্যাদি।

◆ **কোম্পানির বিধান:**

মুসলিম হোক বা অমুসলিম হোক তার সাথে কোম্পানি ভিত্তিক কাজ করার চুক্তি করা বৈধ। তাই যে কোন কাজে অংশগ্রহণ করা জায়েজ। তবে শর্ত হলো: মুসলিম ব্যক্তি ছাড়াই অমুসলিম একাই যেন কর্তৃত্ব বা লেনদেন না করে; কারণ করলে সে হারাম কাজের কারবারী করবে। যেমন : সুদ, ধোঁকাবাজি এবং আল্লাহর হারামকৃত ব্যবসা যেমন: মদ, শূকর, মূর্তি ইত্যাদির ব্যবসা।

◆ **কোম্পানির প্রকার:**

কোম্পানি দুই প্রকার:

১. মালিকানভুক্ত কোম্পানি:

ইহা হচ্ছে দুই বা এর অধিক ব্যক্তির কোন অর্থনৈতীক কাজে অংশীদারিত্ব করা যেমন: কোন ঘর-বাড়ীর মালিক হওয়ার ব্যাপারে শরিক হওয়া। অথবা কোন ফ্যাক্টরীর মালিকানায় অংশগ্রহণ করা। অথবা গাড়ি ইত্যাদির মালিকানায় শরিক হওয়া। দু'জনের কোন একজন অপর জনের অনুমতি ছাড়া কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা জায়েজ নেই। যদি হস্তক্ষেপ করতে চাই তবে শুধুমাত্র নিজের শরিকানা অংশে করতে

পারবে। কিন্তু যদি তার শরিক তাকে অনুমতি দেয় তবে সবকিছুতে পরিচালনা করতে পারবে।

২. চুক্তিআবদ্ধ কোম্পানি:

পরিচালনায় ও লেনদেনে শরিক হওয়া যেমন: কেনাবেচা, ভাড়া দেওয়া ইত্যাদি। ইহা আবার কয়েক প্রকার:

(ক) আমান কোম্পানি:

ইহা হচ্ছে দুই বা এর অধিক ব্যক্তি শরিক ও নিদিষ্ট অর্থ দ্বারা একত্রে কোম্পানি খোলা। আর এতে কম বেশি হলে তাতে কোন অসুবিধা নেই। দু'জনেই শ্রম দিবে অথবা একজন শুধুকাজ করবে যার লভ্যাংশ দ্বিতীয় জনের চেয়ে বেশী হবে। এতে শর্ত হলো মূল পুঁজির পরিমাণ নির্দিষ্ট হতে হবে। চাই নির্দিষ্ট টাকা হোক বা নির্দিষ্ট অবস্থানের ব্যবসাসমগ্রী হোক। আর লাভ ও ক্ষতি দু'জনের সম্পদের পরিমাণ ও শর্ত এবং সন্তুষ্টির ভিত্তিতে হবে।

(খ) মুযারাবা কোম্পানি:

ইহা হচ্ছে কোন একজন শরিক অপর শরিকের নিকট ব্যবসার জন্য অর্থ প্রদান করবে। আর প্রচলিত কোন নিয়মের কোন নির্দিষ্ট পরিমাণের লাভের ভিত্তিতে ঐক্যমতে পৌঁছবে। যেমন: অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ ইত্যাদি। এর যে কোন একটাতে ঐক্যমত ও রাজি হবে তাই সঠিক হবে। আর বাকি অংশ দ্বিতীয় জনের জন্য হবে। যদি ব্যবসা করতে গিয়ে লোকসান হয় তবে তা লভ্যাংশ থেকে পূরণ করতে হবে এবং যিনি কাজ করবে তার উপর কিছুই আসবে না। আর যদি কোন প্রকার সীমালঙ্ঘন বা অবহেলা ছাড়াই সম্পদ নষ্ট হয় তবে মুযারাবাকারী ব্যবসায়ী জিম্মাদারী হবে না। মুযারাবাকারী সম্পদ কব্জা করার ব্যাপারে আমানতদার আর পরিচালনার ব্যাপারে উকিল এবং কাজের ব্যাপারে শ্রমিক ও লাভে শরিক।

◆ **সীমালঙ্ঘন ও অবহেলা:**

ক্ষমতা প্রয়োগ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে যা জায়েজ না এমন কাজ করা সীমালঙ্ঘন। আর অবহেলা প্রদর্শন হলো: যা করা ওয়াজিব তা ত্যাগ করা।

(গ) অজুহ (খ্যাতি দ্বারা) কোম্পানি:

কোন সম্পদ ছাড়া নিজেদের দু'জনের পরিচিতি ও ব্যবসায়ীদের মাঝে বিশ্বাসের দ্বারা নিজেদের জিম্মায় কোন কিছু ক্রয় করে যা লাভ হবে তা দু'জনের মাঝে ভাগ করা। এদের একে অপরের উকিল ও জিম্মাদার। আর তাদের মাঝে মালিকানা হবে যে শর্তাদির উপর তারা একমত পোষণ করেছে। তাদের মালিকানা অনুপাতে লোকসান নির্ধারণ হবে এবং লাভ বণ্টন হবে তাদের মাঝে যে শর্ত একমত ও সন্তুষ্টি হয়েছে সে হিসাবে নির্ধারণ হবে।

(ঘ) আবদান তথা শারীরিক কোম্পানি:

দু'জন বা অধিক ব্যক্তি শারীরিক ভাবে হালাল উপার্জনে শরিক হওয়া। যেমন: কাঠ কাটা ও সকল প্রকার পেশা ও কাজ কর্ম। এর দ্বার আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে রুজিদান করবেন তা তাদের মাঝে যে ভাবে ঐক্যমত ও রাজি হবে সে হিসাবে বণ্টন হবে।

(ঙ) মুফাওয়াযা কোম্পানি:

প্রত্যেক শরিক তার অপর শরিককে অর্থনৈতীক ও শারীরিক যত প্রকার কেনাবেচা ও জিম্মাদারিত্ব আছে সব তার জিম্মায় কর্তৃত্ব অর্পণ করা। ইহা পূর্বের চার প্রকারের অংশীদার ভিত্তির সমন্বয়। আর লাভ তাদের মাঝের শর্ত মোতাবেক এবং লোকসান কোম্পানির মালিকানার পরিমাণ হিসাবে নির্ধাণ হবে।

◆ **কোম্পানির উপকার:**

আনান, মুযারাবা, ওজুহ, ও আবদান কোম্পানির পদ্ধতি সম্পদ বাড়ানোর এক উত্তম মাধ্যম এবং উপকার পৌঁছানোর ভাল আস্থা ও ইনসাফ বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা।

আনানে উভয় পক্ষ থেকে সম্পদ ও কাজ সমান হবে। মুযারাবাতে রয়েছে এক পক্ষের সম্পদ আর অপর পক্ষের পরিশ্রম। আর আবদানে রয়েছে দু'জনের পক্ষ থেকে কাজ এবং ওজুহতে রয়েছে মানুষের মাঝে সুপরিচিতি দ্বারা ব্যবসা পরিচালনা করা।

◆ এ ধরনের কোম্পানিগুলো লেনদেনে সুদি কারবার যা জুলুম ও বাতিল পন্থায় মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করা থেকে মুক্ত থাকার জন্য

যথেষ্ট। আর হালাল পন্থায় সীমা রেখার মধ্যে থেকে উপার্জনের পরিচিতি ব্যাপকতা লাভ ঘটে। শরিয়ত মানুষকে একাকি বা যৌথভাবে শরিয়ত সম্মত পন্থায় উপার্জন করা বৈধ করে দিয়েছে।

◆ **বৈধ কোম্পানির জন্য শর্তাবলী:**

শরিয়ত যেসব কোম্পানিকে বৈধ করেছে তার জন্য শর্ত হলো:

১. প্রত্যেক শরিকের মূলধন যেন জানাশুনা হয়।

২. প্রত্যেক শরিকের মূলধন হিসেবে লাভের অংশ ভাগ হতে হবে। অথবা একজনের এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ আর বাকি অপরের জন্য।

৩. কোম্পনির কারবার এমন কাজ ও বিষয়ে হতে হবে যা শরিয়তে বৈধ।

◆ **ব্যবসায় কোন ব্যক্তির নাম ব্যবহার করার বিধান:**

যদি কোন অমুসলিম কোম্পানি কোন দেশের কোন নাগরিকের সাথে একমত পোষণ করে যে, সে তার নাম ও পরিচিতি ব্যবহার করবে এবং তার নিকট হতে কোন প্রকার সম্পদ ও কাজ চাইবে না। আর এর মুকাবেলায় তাকে কিছু নির্দিষ্ট টাকা বা লাভের কিছু অংশ প্রদান করবে, তাহলে এ ধরণের কাজ বৈধ নয় এবং এ ধরণের চুক্তি সঠিক হবে না। কারণ এর মধ্যে রয়েছে মিথ্যা, ধোঁকাবাজি ও ক্ষতি যা শরিয়তে হারাম। আর পূর্বে উল্লেখিত কোম্পানিগুলো এ ধরনের কাজ থেকে মুক্তি পাওয়ার উত্তম বিকল্প ব্যবস্থা।

১৩- সশ্যক্ষেতে পানি সেচ ও বর্গায় জমি চাষাবাদ

◆ **ক্ষেতে সেচ দেওয়া:** যে গাছের ফল হয় যেমন : খেজুর ও আঙ্গুর গাছ কাউকে এই শর্তে দেওয়া যে, এর ফল পাকা পর্যন্ত সেচ দিবে এবং যা কিছু প্রয়োজন তা করবে। এর বদলায় তাকে প্রচলিত নিয়মে ফলের কিছু নির্দিষ্ট অংশ দিবে যেমন: অর্ধেক বা চার ভাগের এক ভাগ অথবা অন্য কোন পরিমাণ। আর বাকি অংশ মালিকের থাকবে।

◆ **বর্গায় জমি চাষ:**

প্রচলিত নিয়মে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশের বদলায় আবাদ করার জন্য ভূমি অর্পণ করা। যেমন : অর্ধেক বা এক চতুর্থাংশ ইত্যাদি আর বাকি অংশ জমির মালিকের।

◆ **ক্ষেতে পানি সেচ ও বর্গায় ভূমি চাষাবাদের ফজিলত:**

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ». متفق عليه.

আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"যে কোন মুসলিম ব্যক্তি একটি গাছ রোপণ করবে বা কোন সশ্যক্ষেত চাষাবাদ করবে। আর তা হতে পাখি বা মানুষ কিংবা জীবজন্তু ভক্ষণ করবে ইহা সে ব্যক্তির জন্য সদকায় পরিণত হবে।" [১]

◆ **বদলার বিনিময়ে গাছে পানি সেচ ও বর্গায় ভূমি চাষাবাদ বিধি-বিধান করার হেকমত:**

কিছু মানুষ এমন আছে যে জমিন ও গাছের মালিক অথবা জমিন ও বীজের মালিক। কিন্তু সে নিজে সেচ দেওয়া ও পরিচর্জা করতে অক্ষম। হহা না জানার কারণে বা অন্য কোন কাজে ব্যস্ত থাকায় নিজে করতে পারে না। অন্য দিকে কিছু মানুষ আছে সে কাজ করতে সক্ষম কিন্তু তার

১. বুখারী হাঃ নং ২৩২০ মুসলিম হাঃ নং ১৫৫৩

মালিকানাভুক্ত কোন গাছ বা জমি নেই। তাই উভয় পক্ষের উপকারার্থে ইসলাম বদলে পানি সেচ ও বর্গায় ভূমি চাষাবাদ বৈধ করেছে। আর এর ফলে জমিনের চাষাবাদ, সম্পদের বৃদ্ধি ও খেটে খাওয়া মানুষ তথা যারা কাজ করতে সক্ষম কিন্তু সম্পদ ও গাছের মালিক না তাদের হাতকে কাজে লাগানো হয়।

◆ **একত্রে বিনিময়ে পানি সেচ ও বর্গায় জমি চাষের বিধান:**

বিনিময়ে সেচ ও বর্গায় ভূমি চাষের চুক্তি একটি জরুরি চুক্তি। ইহা অন্য পক্ষের সন্তুষ্টি ছাড়া রহিত বা সম্পাদন করা জায়েজ নেই। এর জন্য শর্ত হলো সময় নির্দিষ্টকরণ যদিও তা দীর্ঘ হয় না কেন। আর দু'পক্ষের সন্তুষ্টিচিত্বে হতে হবে। একই বাগানে পানি সেচ ও বর্গায় জমিন চাষের সমন্বয় ঘটানো জায়েজ আছে। যেমন প্রচলিত নিয়মের নির্দিষ্ট ফলের এক অংশ দ্বারা পানি সেচ দেবে আর সশ্যের নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশের বিনিময়ে জমিন চাষ করবে।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] খয়বারের জমিন চাষাবাদ করার জন্য অর্ধেক অংশের বিনিময়ে কৃষক নিয়োগ দেন। সে জমিন হতে যে ফল বা সশ্য উৎপাদন হবে তার অর্ধেক তারা পাবে।"[১]

◆ **মুখাবারা:**

ভূমির মালিক এ শর্তে চাষাবাদ করতে দেওয়া যে, যে অংশ পানির ড্রেন ও সেচের পার্শ্বের সে অংশ তার। অথবা ক্ষেতের কোন নির্দিষ্ট অংশ কৃষকের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া। ইহা শরিয়তে হারাম; কারণ এতে রয়েছে ধোঁকাবাজি ও অজ্ঞতা এবং বিপদ। দেখা যাবে যে, কখনো এ অংশ ভাল হবে ও অন্য অংশ নষ্ট হয়ে যাবে; যার ফলে দু'জনের মাঝে ঝগড়া বাধবে।

[১] বুখারী হাঃ নং ২৩২৮ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৫৫১

◆ **জমি ভাড়া দেওয়ার বিধান:**

টাকার বিনিময়ে জমিন ভাড়া দেওয়া জায়েজ। অনুরূপ প্রচলিত নিয়মে সশ্যের কিছু নির্দিষ্ট অংশের বিনিময়ে যেমন : অর্ধেক বা এক তৃতীয় অংশ ইত্যাদিও জায়েজ।

◆ ভূমি চাষে, শিল্পে, ব্যবসা-বাণিজ্যে ও ঘর বাড়ী নির্মাণ ইত্যাদি কাজে অমুসলিমের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক ও লেনদেন করা জায়েজ। তবে শরিয়তের সাথে কোন প্রকার দ্বন্দ্ব যেন না হয়।

◆ **কুকুর পোষার বিধান:**

কোন প্রয়োজন ছাড়া কুকুর পোষা মুসলিম ব্যক্তির জন্য হারাম। প্রয়োজন যেমন: শিকারী কুকুর, পশু চরানোর জন্য কিংবা ক্ষেত পাহারা ও দেখা শুনার জন্য। কারণ মহানবী [ﷺ] বলেছেন:

«مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلَا مَاشِيَةٍ وَلَا أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِــنْ أَجْــرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ». متفق عليه.

“যে ব্যক্তি শিকারী কুকুর বা শিকার করার জন্য বা পশু চরানো কিংবা ক্ষেত পাহারার জন্য না এমন কুকুর রাখে তার প্রতি দিন দু’কিরাত নেকি কমে যায়।”[১]

◆ **অনিচ্ছাকৃতভাবে কারো সম্পদ জ্বালানোর বিধান:**

যদি কোন ব্যক্তি তার নিজ মালিকানাভুক্ত স্থানে সঠিক কোন উদ্দেশ্যে আগুন জ্বালানোর পর বাতাসে তা উড়িয়ে নিয়ে অন্যের সম্পদ জ্বালিয়ে দেয় এবং বাঁধা দেওয়ার কোন উপায় না থাকে, তবে সে ব্যক্তি তার জিম্মাদার হবে না।

---

[১] .বুখারী হাঃ নং ২৩২২ মুসলিম হাঃ নং ১৫৭৫ শব্দ তারই

১৪- ভাড়া

◆ **ভাড়া:** উপকারি কোন বৈধ বস্তুতে নির্দিষ্ট কিছু সময়ে নির্দিষ্ট বদলার বিনিময়ের চুক্তিকে ভাড়া বলে।

◆ **ভাড়ার বিধান:**

ভাড়া দুই পক্ষের মধ্যের একটি জরুরি চুক্তি। যে সকল শব্দ ভাড়ার প্রতি ইঙ্গিত করে তা দ্বারা ভাড়া সংঘটিত হয়। যেমন : তোমাকে ভাড়া দিলাম বা যে সকল প্রচলিত শব্দ দ্বারা সমাজে ভাড়া নির্দিষ্ট হয়।

◆ **ভাড়ার বিধান শরিয়ত সম্মত করার হেকমত:**

ভাড়ার মাধ্যমে মানুষ একে অপরের মাঝে উপকারী জিনিসের বিনিময় করতে পারে। কাজের জন্য বিভিন্ন পেশাজীবির বসবাসের জন্য ঘর-বাড়ির প্রয়োজর বোধ করে। আর জীবজন্তু, গাড়ি ও মেশানারী ইত্যাদি জিনিসের প্রয়োজন হয় বহন ও যাত্রা এবং উপকারের জন্য। তাই আল্লাহ তা'য়ালা ভাড়া পদ্ধতিকে মানুষের প্রতি সহজ করার জন্য বৈধ করেছেন। আর অল্প মালের বিনিময়ে মানুষের দুই পক্ষের প্রয়োজন পূরণ ও উপকারের ব্যবস্থা দিয়েছেন। সুতরাং, সকল প্রসংশা ও এহসান এক মাত্র আল্লাহরই।

◆ **ভাড়ার প্রকার:**

ভাড়া দেওয়া দুই প্রকার:

১. জানা-শুনা জিনিসের ভাড়া দেওয়া যেমন: তোমাকে এই বাড়িটি বা গাড়ি ইত্যাদি ভাড়া দিলাম।

১. নির্দিষ্ট কাজের উপর ভাড়া নেওয়া যেমন: কোন মানুষকে দেয়াল বানানো বা জমি চাষ ইত্যাদির জন্য ভাড়া নেওয়া।

◆ **ভাড়া দেওয়ার শর্তসমূহ:**

ভাড়া সঠিক হওয়ার জন্য শর্ত হলো:

১. এমন ব্যক্তির দ্বারা হওয়া যার কর্তৃত্ব বৈধ।

২. উপকার কি তা জানা-শুনা হওয়া। যেমন : বসবাসের বাড়ি বা মানুষের খিদমত ইত্যাদি।

৩. ভাড়ার পরিমাণ জানা-শুনা হওয়া।
৪. উপকারী বৈধ জিনিসের জন্য ভাড়া দেওয়া। যেমন : বাড়ি ভাড়া বসবাসের জন্য। তাই কোন হারাম জিনিসের ফায়দার জন্য ভাড়া দেওয়া চলবে না। যেমন : কোন বাড়ি বা দোকান মদ বিক্রির জন্য ভাড়া দেওয়া। অথবা পতিতালয়ের জন্য ঘড় ভাড়া দেওয়া। অনুরূপ কোন বাড়িকে মন্দির বা গির্জা বানোনো কিংবা হারাম জিনিস বিক্রির জন্য ভাড়া দেওয়া।
৫. দেখে বা বর্ণনা শুনে নির্দিষ্ট ভাড়ার জিনিসকে জানা শর্ত। আর চুক্তি উপকারের সমষ্টির উপর হবে তার কোন অংশের প্রতি না। ভাড়ার বস্তু হস্তান্তর যোগ্য ও বৈধ উপকারী জিনিস হতে হবে। আর ভাড়ার জিনিস ভাড়াদাতার মালিকানাভুক্ত অথবা সে ভাড়া দেওয়ার অনুমতিপ্রাপ্ত হতে হবে।

◆ **ভাড়াটিয়া জিনিস অন্যের নিকট ভাড়া দেওয়ার বিধান:**

ভাড়াটিয়া নিজে নির্দিষ্ট ফায়দা গ্রহণ করতে পারবে। ভাড়াটিয়ার জন্য তার অনুরূপ বা তার চেয়ে কম উপকার হাসিলকারীকে ভাড়াকৃত বস্তু ভাড়া দেওয়া জায়েজ। তবে তার চেয়ে বেশি উপকার হাসিলকারীকে ভাড়া দেওয়া জায়েজ নেই; কারণ এতে মূল মালিকের ক্ষতি রয়েছে।

◆ **প্রচলিত জিনিসের ভাড়া পরিশোধের অবস্থাসমূহ:**

যদি কেউ কোন চুক্তি ছাড়াই বিমানে বা গাড়িতে কিংবা পানি জাহাজে আরোহণ করে অথবা সেলাই করার জন্য দর্জিকে কাপড় দেয় কিংবা কুলি ভাড়া নেয় তবে এগুলো প্রচলিত ভাড়ার নিয়মে সঠিক হবে।

◆ **ওয়াকফকৃত বস্তুর ভাড়া দেওয়ার বিধান:**

ওয়াকফকৃত বস্তু ভাড়া দেওয়া বৈধ, ভাড়াদাতা মারা গেলে ও তার প্রতিনিধির নিকট তা হস্তান্তর হলে তাতে ভাড়ার চুক্তি ভঙ্গ হবেনা এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রতিদানে অংশ পাবে।

◆ যে বস্তু বিক্রি করা হারাম তা ভাড়া দেয়াও হারাম। কিন্তু ওয়াকফকৃত বস্তু, স্বাধীন ব্যক্তি ও দাস পুত্রের মা ব্যতীত হতে হবে।

◆ **ভাড়া কখন ওয়াজিব হবে?**

চুক্তির সাথে সাথেই ভাড়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে তবে তা বুঝিয়ে দেয়া ফরজ হয় মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর। কিন্তু উভয় পক্ষ যদি তা পিছানো অথবা আগানো কিংবা কিস্তিতে পরিশোধের উপর একমত হয়, তবে তা বৈধ। শ্রমিক তার কাজ নিপুনভাবে সম্পন্ন করার পর প্রতিদানের অধিকারী হয়। তার ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পাওনা পরিশোধ করা উচিত হয়ে পড়ে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّـــهُ: « ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ». أخرجه البخاري.

আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, নবী [দ:] বলেছেন: "আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: "আমি ক্বিয়ামত দিবসে তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদি হব: ঐ ব্যক্তি যে আমার নামে হলফ করে অঙ্গিকার করল। অত:পর সে তা ভঙ্গ করল। এমন ব্যক্তি যে কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষণ করল। আর ঐ ব্যক্তি যে কাউকে ভাড়া করে কাজ আদায় করে নিল অথচ তার পারিশ্রমিক দিল না।"[১]

◆ **ভাড়া দেওয়া বস্তু বিক্রি করার বিধান:**

ভাড়ায় আছে এমন বস্তু বিক্রি করা বৈধ যেমন ঘর, গাড়ী ইত্যাদি। ভাড়াটিয়া তার মেয়াদ শেষ করার পর ক্রেতা তা বুঝে নিবে।

◆ **ভাড়াটিয়া বস্তুর জামানতদারীর বিধান:**

ভাড়াকৃত ব্যক্তির অবহেলা কিংবা অপব্যবহার ব্যতীত কোন বস্তু বিনষ্ট হলে সে তার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য নয়। কোন মহিলার পক্ষে স্বীয় স্বামীর অনুমতি ব্যতীত যে কোন কাজ কিংবা দুধ পান করানোর কাজে নিজেকে ভাড়ায় নিয়োজিত করা বৈধ নয়।

◆ শিক্ষা দানে ও মসজিদ নির্মাণ ইত্যাদিতে বদলা গ্রহণ বৈধ।

◆ **এবাদতের কাজ করে ভাতা গ্রহণ করার বিধান:**

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ২২৭০

ইমাম, মুয়াজ্জিন ও কুরআনের শিক্ষকের পক্ষে রাষ্ট্রিয় ভাণ্ডার থেকে ভাতা গ্রহণ বৈধ। তবে তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যে তা করবে তার জন্য তাতে সওয়াব নিহিত রয়েছে। আর যারা রাষ্ট্রিয় ধনাগার থেকে ভাতা গ্রহণ করবে তা নেকির কাজে সহযোগিতা হিসাবে নিবে প্রতিদান বা বদলা হিসাবে নয়।

◆ **মুসলিমের জন্য কোন কাফেরের নিকট কাজ করার বিধান:**

কোন মুসলিম ব্যক্তির পক্ষে কাফিরের কাজ করা তিনটি শর্তে জায়েজ:

১. এমন কাজ হওয়া যা মুসলিমের জন্য করা বৈধ।
২. এমন কাজে সহযোগিতা করবে না যার ক্ষতি মুসলমানদের প্রতি বর্তাবে।
৩. এমন কাজ করবে না যাতে মুসলিমের জন্য লাঞ্ছনা রয়েছে।

◆ বিশেষ প্রয়োজনে কোন মুসলিম ব্যক্তি কাফেরকে ভাড়া করে নিতে পারে যেমন: মুসলমান না পাওয়া অবস্থায়।

◆ **হারাম কাজে ব্যবহারকারীদের নিকট কিছু ভাড়া দেয়ার বিধান:**

যারা হারাম কাজে ব্যবহার করে তাদের নিকট ঘর-বাড়ি, দোকান-পাট ভাড়া দেয়া বৈধ নয়। যেমন: গান-বাদ্যের হারাম যন্ত্রপাতি, উলঙ্গ ফিল্ম, মনভুলনো ছবি। এমনি ভাবে যারা হারাম লেনদেন করে যেমন:সুদী ব্যাংক। এ ছাড়া যে ব্যক্তি দোকানকে মদ তৈরীর ক্ষেত্রে পরিণত করবে অথবা গায়ক ও ব্যভিচারীদের থাকার স্থান বানাবে কিংবা বিড়ি-সিগারেট বিক্রি, দাড়ি মুণ্ডানোর সেলুন, গান ও সিনামার অডিও, ভিডিও, সিডির আড্ডাখানা বানানোর কাজে সহযোগিতা করা হয় যা থেকে আল্লাহ তা'য়ালা নিষেধ করেছে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۝٢﴾ المائدة: ٢

“তোমরা নেক ও তাকওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর। আর পাপ ও বাড়াবাড়ির কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর না। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, অবশ্যই আল্লাহ কঠিন শাস্তি দাতা।” [সূরা মায়েদা:২]

◆ ভাড়ার স্থান খালি করার বিনিময়ে কিছু প্রদান করার বিধান:

কোন বাসা বা দোকান এর চাহিদা বেশি দেখা দেয় ফলে এমতাবস্থায় ভাড়ার মেয়াদের ভিতর ভাড়াটিয়াকে ভাড়ার মূল্য অপেক্ষা কিছু বেশি দিয়ে হলেও তা দেয়া যাবে তবে মেয়াদ পার হয়ে গেলে তা করা চলবেনা।

◆ খেসারত বহণমূলক শর্তের বিধন:

খেসারত বহন মূলক শর্ত যা সচরাচর মানুষের মধ্যে চলে বান্দাদের অধিকারে তা বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য তা মেনে নেয়া অপরিহার্য। তা চুক্তি সম্পন্ন করার নিমিত্তে তাৎক্ষনিক বৈধ। এতে অরাজকতা ও খেলতামশার পথ বন্ধ করার ব্যবস্থা রয়েছে। শরয়ী ওজর না থাকা পর্যন্ত তার অপরিহার্যতা বলবত থাকবে, তবে তা পাওয়া গেলে অপরিহার্যতা বাদ পড়ে যাবে। র্শত যদি সচরাচর প্রচলিত নিয়মের আলোকে বেশি বিবেচিত হয় তবে বিচারপতির কথা অনুযায়ী ক্ষতি ও লাভ বিলুপ্তির হারে ন্যায় ও ইনসাফের প্রতি ফিরে যেতে হবে। উদাহরণ যেমন: এক ব্যক্তি অপরজনের সাথে এক লক্ষ মুদ্রার বিনিময়ে এক বৎসরে কোন বিল্ডিং তৈরী করে দেয়ার চুক্তি করল এবং সাথে এও বলে রাখল যে, যদি এক বৎসর থেকে মেয়াদ দীর্ঘ হয় তবে প্রত্যেক মাসে এক হাজার (ফেরত) দিতে হবে, ফলে দেখা গেল যে, চার মাস দেরী হল তাহলে ঘরের মালিককে চার হাজার টাকাই দিতে হবে।

১৫- প্রতিযোগিতায় বিজয়ীকে পুরস্কৃতকরণ

◆ **প্রতিযোগিতা:**

অন্যের আগে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার নাম প্রতিযোগিতা। এ ধরনের প্রতিযোগিতা বৈধ। আবার কখনো নিয়ত ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী মুস্তাহাবও বটে। বিজয়ীর পরিশ্রমের বিনিময় দেওয়াকে সাবাক্ বলে।

◆ **প্রতিযোগিতা বিধি-বিধান হওয়ার তাৎপর্য:**

প্রতিযোগিতা ও কুস্তিগিরী হচ্ছে ইসলামের সৌন্দর্যের মধ্যে হতে দুটি বৈধ কাজ। এতে রয়েছে সামরিক কলাকৌশলের উপর কমলতা ও প্রশিক্ষণ, আক্রমণ ও পলায়ন, শরীরচর্চা, ধৈর্য ও সাহসিকতা এবং আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও শরীরকে প্রস্তুত করার এ সুন্দর ট্রেনিং- এর ব্যবস্থা।

◆ **প্রতিযোগিতার প্রকার:**

প্রতিযোগিতা দৌড়ের মাধ্যমে হতে পারে, তীর কিংবা অস্ত্র ছুড়ার মাধ্যমে হতে পারে এবং ঘোড়া ও উটের মাধ্যমেও তা হতে পারে।

◆ **প্রতিযোগিতা বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী:**

১. বাহন অথবা অস্ত্র একই প্রকৃতির হওয়া।
২. দূরত্ব ও ছুড়ে মারার স্থান নির্ধারণ।
৩. পুরস্কার বৈধ ও পরিচিত হওয়া।
৪. বাহন কিংবা নিক্ষেপকারীদের নির্দিষ্টকরণ।

◆ **কুস্তিগিরী ও মুষ্টিযুদ্ধের বিধান:**

১. কুস্তিগিরী ও সাতার কাটাসহ শরীরকে শক্তিশালী করে এবং ধৈর্য ও সাহসিকতার সহায়ক হয় এমন যে কোন কাজ বৈধ। এর জন্য শর্ত হচ্ছে কোন অপরিহার্য কিংবা উক্ত কাজ অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ন কাজ থেকে যেন বিরত না রাখে অথবা সে কাজে কোন নিষেধ না থাকে।

২. আজকাল লাগামহীন ব্যমাগার গুলোতে যেসব মুষ্টিযুদ্ধ ও কুস্তির চরিতার্থ করা হয় তা হারাম; কারণ এতে আশঙ্কা, ক্ষতি ও বিশেষ অঙ্গের আওরত প্রকাশ পেয়ে থাকে যা শরিয়তে হারম।

◆ চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি ও লেলিয়ে দিয়ে লড়াই করানো হারাম। যেমন: মোরগ ও ষাঁড় ইত্যাদি লড়াই। অনুরূপ কোন পশুকে তীর ছুড়ে মারার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করাও হারাম।

◆ **প্রতিযোগিতায় বদলা নেওয়ার বিধান:**

বদল নিয়ে প্রতিযোগিতা উট, ঘোড়া ও তীর নিক্ষেপ ছাড়া অন্য কিছুতে বৈধ নয়; কেননা নবী [দ:] বলেছেন।

«**لاَ سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ**».أخرجه أبو داود والترمذي.

“তীর, ঘোড়া ও উট ব্যতীত অন্য কিছুতে প্রতিদান মূলক প্রতিযোগিতা শরিয়ত সম্মত না।”[১]

◆ **প্রতযোগিতায় বদলা গ্রহণে তিনটি অবস্থা:**

১. বদলা সহকারে যা বৈধ। ইহা হচ্ছে উট, ঘোড়া ও তীর নিক্ষেপের প্রতিযোগিতা।

২. বদলা কিংবা বদলা ছাড়া কোন ভাবেই বৈধ নয় যেমন: পাশা খেলা, দাবা খেলা কিংবা জুয়া খেলা ইত্যাদি।

৩. বদলা ছাড়া বৈধ কিন্তু বদলাসহ অবৈধ। আর ইহাই হলো আসল ও বেশিরভাগ প্রতিযোগিতা। যেমন: দৌড় প্রতিযোগিতা, নৌকা বাইচ কিংবা কুস্তিগিরী। এ সবে অনির্দিষ্ট ও নাম ঘোষণা ছাড়া পুরস্কার বা বদলা প্রদান করা জায়েজ।

◆ **জুয়া বলে:** এমন প্রতিটি অর্থনৈতিক লেনদেন যা বিনাকষ্টে অর্জন বা লোকসান হাসিল হয়।

◆ **জুয়া ও বাজি খেলার বিধান:**

জুয়া, বাজি ও পাশা খেলা হারাম।

১. আল্লাহ তা'য়ালা ফরমান:

﴿إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ ﴿٩٠﴾﴾ المائدة: ٩٠

“অবশ্যই মদ, জুয়া, মূর্তি ও লটারীর তীর অপবিত্র যা শয়তানের কাজ।” [সূরা মায়েদা: ৯০]

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হা নং ২৫৭৪, তিরমিজী হাঃ নং ১৭০০ শব্দগুলো তারই।

عَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ». أخرجه مسلم.

২. বুরাইদা (রা:) থেকে বর্ণিত, নবী [দ:] বলেন:"যে ব্যক্তি পাশা খেলল সে যেন তার হাতকে শূকরের মাংস ও রক্তে রঞ্জিত করল।"[১]

◆ **ফুটবল খেলার বিধন:**

ফুটবল খেলা বৈধ বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত। যদি ফুটবল খেলা কোন ফরজ ত্যাগ অথবা ফরজ আদায় করতে দেরী কিংবা কোন পাপে পতিত হওয়া বা কোন ক্ষতি বয়ে আনে কিংবা কল্যাণে বাধা হয়, তাহলে ইহা সেই বাতিল খেলার অন্তুর্ভুক্ত হবে যা আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে বিরত রাখে। তখন এ খেলা হারাম হবে; কারণ শরিয়তে ক্ষতিকর জিনিসকে দূরকরণ কল্যাণ বয়ে আনে এমন জিনিসের পূর্বে করা একান্তভাবে জরুরি। তাই যা হারাম পর্যন্ত পৌঁছাই তা হারাম।

আর মুসলিমের জন্য উত্তম হলো সে যেন তার সময়ের হেফাজত করে। তাই সে নিজের, আল্লাহর সৃষ্টির, তাদেরকে দা'ওয়াতে, শরিয়ত শিক্ষায়, জীবিকা উপার্জন ইত্যাদি দুনিয়া ও দ্বীনের উপকারী কাজে সময় ব্যয় করবে। এ ছাড়া তার কিছু সময় মনের প্রফুল্লতা ও আনন্দের জন্য নিযুক্ত করবে।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦٢﴾ ﴾ الأنعام: ١٦٢

"আপনি বলুন: আমার সালাত, আমার কুরবানি এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যেই।" [সূরা আন'য়াম:১৬২]

২. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا ﴿٣٦﴾ ﴾ الإسراء: ٣٦

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২২৬০

"যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, সে ব্যাপানে কোন কথা বল না। নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তর এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।"
[সূরা বনি ইসরাঈল: ৩৬]

◆ বাণিজ্যিক বাজার থেকে উপহার গ্রহণ করার বিধান:

বাজারে যেসব উপহার ও পুরস্কার দেয়া হয় বড় অংকের পন্যের উপর কিংবা শৈল্পিক, বাণিজ্যিক ও শরীরচর্চার মেলার প্রতিযোগিতায় অথবা প্রাণীর চিত্রঙ্কান ও ছবি গ্রহণ, ফ্যাশন ও বিশ্ব সুন্দরী ইত্যাদি। প্রতিযোগিতায় এমন সব পুরস্কার দেয়া হয় যা আল্লাহ কর্তৃক হারাম কাজে পতিত করে। এসব জাতির বিবেককে নিয়ে তামাশা করার নামান্তর এবং তার সম্পদ বাতিল পন্থায় ভক্ষণ করা, সময় নষ্ট করা, দ্বীন ও চরিত্র ধবংস করা। আর সর্বোপরি তাকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে তা থেকে বিরত রাখা হয়। তাই মুসলিম ব্যক্তির পক্ষে এসব কাজ থেকে সতর্ক থাকা জরুরি।

১৬–ব্যবহারের জন্য বস্তু দান

◆ **'আ-রিয়া তথা বস্তু দান:** এটি হচ্ছে কোন বস্তু যা থেকে উপকার গ্রহণের পর মূল বস্তু অবশিষ্ট থাকে এবং কোন বদলা ছাড়াই তা ফেরত দেয়া হয়।

◆ **ইহা প্রবর্তনের তাৎপর্য:**

কখনো কোন ব্যক্তি কোন বস্তু ব্যবহারের মুখাপেক্ষী হয় কিন্তু তার সে বস্তু ক্রয় করা কিংবা ভাড়া করার সামর্থ থাকে না। পক্ষান্তরে অপর পক্ষ দান খয়রাতও করে না। এমতাবস্থায় ইসলাম এ ধরনের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে, যেন মুখাপেক্ষী ব্যক্তি উপকৃত হতে পারে এবং দানকারী ব্যক্তি মূল বস্তু অবশিষ্ট রেখে শুধু ব্যবহারের সুবিধা দিয়েই প্রতিদান ও সওয়ার পেয়ে যায়।

◆ **ব্যবহার্য বস্তু দানের বিধান:**

ব্যবহার্য বস্তু দেয়া প্রিতিকর সুন্নত, কারণ এতে রয়েছে অনুগ্রহ, প্রয়োজন মিটানোর ব্যবস্থা এবং সমপ্রিতি ও ভালোবাসা অর্জনের উপায়। ইহা দান বস্তু বুঝানোর জন্য যে কোন কথা বা কাজ দ্বারা সংঘটিত হতে পারে।

◆ **ব্যবহার্য বস্তু দানের শর্ত:**

বস্তুটির অস্তিত্ব বহাল থাকা অবস্থায় তা থেকে উপকৃত হওয়ার উপযোগী হওয়া। এ ছাড়া উপকৃত হওয়ার কাজ বৈধ হওয়া এবং তার হস্তান্তরকারীকে যোগ্যতা ও মালিকানার অধিকারী হওয়া।

◆ **যা দান করা বৈধ:**

প্রত্যেক বৈধ সুবিধা অর্জন করা যায় বস্তুতে উক্ত দান চলবে। যেমন: ঘর, বাহন, গাড়ি ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদি।

◆ **যা দান করা অবৈধ:**

আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে বস্তু দান করা হারাম। যেমন : মদের পান পাত্র ও পতিতালয় ইত্যাদি।

◆ **দানকৃত বস্তু হেফাজতকরণ:**

বস্তু গ্রহণকারীর প্রতি তার হেফজত করা ও ক্রটিমুক্ত অবস্থায় মালিকের

নিকট ফেরত দেয়া ওয়াজিব। বস্তু গ্রহণকারী অন্য কাউকে তা মালিকের অনুমতি ছাড়া দিতে পারবে না।

◆ **দানকৃত বস্তুর জামানতদারী:**

বস্তু গ্রহণকারীর হাতে 'আ-রিয়া নষ্ট হলে ক্ষতিপূরণ তাকেই দিতে হবে, চাই অবহেলা করুক বা না করুক। কারণ যে জিনিস হাত দ্বারা গ্রহণ করা হয় তা তারই জিম্মায় থাকে যতক্ষণ না তা আদায় করে। কিন্তু যদি দাতা মাফ করে দেয় তবে ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব বহন করতে হবে না।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ۝٥٨ ﴾ [النساء/٥٨].

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের কোন বিচার-মীমাংসা করতে আরম্ভ কর, তখন মীমাংসা কর ন্যায়ভিত্তিক। আল্লাহ তোমাদিগকে সদুপদেশ দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, দর্শনকারী।" [সূরা নিসা:৫৮]

عَنْ يَعْلَي رضي الله عنه قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: «إذَا أتتكَ رُسُلي فأعْطِهِم ثلاثِينَ دِرْعاً وثلاثِينَ بَعيراً» قَالَ: فَقُلْتُ: يَارَسُولَ الله، أَعَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ أَوْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ؟ قَالَ: «بَلْ مُؤَدَّاةٌ». أخرجه أبوداود.

২. ইয়া'লা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] আমাকে বলেন:"যখন তোমার নিকট আমার দূতরা আসবে তখন তাদেরকে ৩০টি বর্ম এবং ৩০টি উট দেবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! সেগুলোকি ফেরতযোগ্য না অফেরতযোগ্য? তিনি [ﷺ] বললেন: ফেরতযোগ।"[১]

[১]. হাদীনৎসটি সহীহ, আবূ দাউদ হা: নং ৩৫৬৬

◆ **দানকৃত বস্তুর চুক্তির সময়-সীমা শেষ হওয়া:**

দানকৃত বস্তুর চুক্তির সময়-সীমা শেষ হবে:

১. দানকৃত বস্তু গ্রহণকারী তা ফেরত দিলে।

২. দু'জনের কোন একজন মারা গেলে বা পাগল হলে।

৩. দেউলিয়ার কারণে দানকারীর প্রতি বাধানিষেধ আরোপ হলে।

৪. কোন একজনের প্রতি নির্বোধ হওয়ার কারণে বাধানিষেধ আরোপ হলে।

১৭–জবরদখল

◆ **জবরদখল:**

অন্যের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের উপর জোরপূর্বক অনধিকার চর্চা করে দখল করাকে জবরদখল বলে।

◆ **জুলুমের প্রকার:**

জুলুম সর্বমোট তিন প্রকার:

প্রথম: এমন জুলুম যা আল্লাহ তা'য়ালা ছাড়েন না।

দ্বিতীয়: এমন জুলুম যা আল্লাহ ক্ষমা করেন।

তৃতীয়: এমন জুলুম যা ক্ষমা করেন না। যে জুলুমকে আল্লাহ ক্ষমা করেন না তা হচ্ছে শিরক। ইহা আল্লাহ কখনো ক্ষমা করেন না। আর যে জুলুম ক্ষমা করা হয় তা হচ্ছে আল্লাহ ও বান্দার মাঝে বান্দা কর্তৃক যা সংঘটিত হয়ে থাকে। আর যে জুলুমকে আল্লাহ ছাড়েন না তা হচ্ছে বান্দাদের মধ্যে পারস্পরিক যা ঘটে থাকে। আল্লাহ তা'য়ালা একজন থেকে অপর জনের প্রতিশোধ আদায় করবেন।

◆ **জবরদখলের বিধান:**

জবরদখল করা হারাম। কারো পক্ষে অন্যের অসন্তুষ্টিতে তার যে কোন জিনিস আয়ত্ব করা অবৈধ।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾ ﴾ البقرة: ١٨٨

"তোমরা পরস্পর বাতিল পন্থায় সম্পদ ভক্ষণ করো না। আর এটি নিয়ে বিচারকদের সমীপে উপস্থিত হয়ো না, যাতে জেনে বুঝে অন্যায়ভাবে অপরের কিছু সম্পদ ভক্ষণ করতে পার।" [সূরা বাকারা:১৮৮]

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زيد رضي اله عنه قَالَ:سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ». متفق عليه.

২. সা'য়ীদ ইবনে জায়েদ (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [দ:]কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন: "যে ব্যক্তি জুলুম করে জমিনের এক বিঘত জবরদখল করবে আল্লাহ তা'য়ালা কিয়ামতের দিন সাত তবক জমিন তার গলায় বেড়ি পরাবেন।"[১]

◆ **জবরদখল জমিতে যে কিছু করবে তার বিধান:**

১. কোন জমি জবরদখল করে কেউ তাতে কিছু রোপণ কিংবা নির্মাণ করলে তা অপসারণ করা জরুরি। আর মালিক চাইলে তার ক্ষতিপূরণসহ সমান করার কাজ সম্পন্ন করতে হবে। তবে উভয়জন মূল্যের উপর একমত হলে বৈধ হবে।

২. জবরদখলকারী জমিতে চাষ করার পর ফসল তুলে জমি ফেরত দিলে ফসল তারই থাকবে। কিন্তু জমির মালিককে ভাড়া দিয়ে দিতে হবে। আর ফসল তাতে বিদ্যমান থাকলে মালিককে দু'টি সমাধানের মধ্যে স্বাধীনতা দেয়া হবে; ফসল তুলা পর্যন্ত সমমানের ভাড়ার ভিত্তিতে তা থাকতে দিবে অথবা খরচের ভার বহন করে নিজে তা নিয়ে নিবে।

◆ **জবরদখলকৃত ফেরত দেয়ার বিধান:**

জবরদখলকারী বহুগুণে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও দখলকৃত মালিককে ফেরত দিতে হবে; কেননা তা অন্যের অধিকার ফলে তাকে তা ফেরত দিতেই হবে। আর যদি এটি দ্বারা ব্যবসা করে থাকে তবে এর লাভ উভয়ের মাঝে বণ্টন হবে। আর জবরদখলকৃত বস্তুর উপর ভাড়া আসতে থাকলে জবরদখলকারী দখলকৃত বস্তুর সাথে সাথে তার হাতে থাকার মেয়াদ অনুপাতে ভাড়াও বুঝিয়ে দিবে।

◆ **জবরদখলকৃত বস্তু পরিবর্ত হলে তার বিধান:**

ছিনতাইকারী ছিনতাইকৃত বস্তু দ্বারা কিছু বুনে থাকলে, কাপড় ছোট করে থাকলে কিংবা কাঠ দ্বারা কিছু তৈরী করলে তা মালিককে ফেরত দিতে হবে। এমনকি ক্ষতিপূরণসহ দিতে হবে এবং এ থেকে অপহরণকারী কিছুই পাবে না।

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৩১৯৮ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৬১০

◆ জবরদখলকৃত বস্তু অন্য বস্তুর সাথে মিশে গেলে তার বিধান:

অপহরণকারী যদি হরণকৃত বস্তুকে এমন বস্তুর সাথে মিশিয়ে ফেলে যা পৃথক করা সম্ভব নয় যেমন: তেল কিংবা চালকে তার মত তেল বা চালের সাথে মিশানো। এমতাবস্থায় মূল্য কম-বেশী না হলে উভয়ে যার যার পরিমাণ মত শরিক বিবেচিত হবে। আর কম হলে হরণকারী তা বহণ করবে আর বেশি হলে যার অংশের মূল্য বেশি হবে সে তা পাবে।

◆ জবরদখলকৃত বস্তু নষ্ট হয়ে গেলে তার বিধান:

অপহরণকৃত বস্তু বিনষ্ট কিংবা দোষযুক্ত হলে যদি তা কোন বস্তুর সমতুল্য হয়ে থাকে, তবে ঐ সমতুল্য বস্তু দ্বারা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। পক্ষান্তরে যদি তা এ ধরণের না হয়, তবে সমতুল্য বস্তু লাভ করা অসম্ভব হওয়ার পর মূল্য পরিশোধ করা বর্তাবে।

◆ জবরদখলকারীর কার্যাদির বিধান:

অপহরণকারীর যত কাজ যেমন: বিবাহ, ব্যবসা কিংবা হজ্ব যাই হোক না কেন মালিকের অনুমতির উপর ভিত্তিশীল, যদি সে অনুমতি দেয় তবে তা চলবে নচেৎ নয়।

◆ অপহরণের ব্যাপারে কার কথা গ্রহণযোগ্য:

বিনষ্ট হয়ে যাওয়া বস্তুর মুল্য, পরিমাণ ও বৈশিষ্টের শপথ সহকারে অপহরণকারীর কথাই গ্রহণযোগ্য যতক্ষণ পর্যন্ত মালিকের পক্ষে কোন সাক্ষ্য থাকবে না। পক্ষান্তরে তা ফেরত দেওয়া ও দোষমুক্ত হওয়াতে মালিকের কথাই চূড়ান্ত হবে যতক্ষণ না কোন সাক্ষ্য (এর বিপরীতে) পাওয়া যাবে।

◆ অন্যের মালিকানা বিনষ্ট করলে তার বিধান:

১. যদি কেউ কোন পিঞ্জর-খাঁচা, দরজা, ঢাকনা, বন্ধন কিংবা গিরা খুলে দেয় যার ফলে ভিতরের বস্তু চলে যায়, তবে সে দায়িত্বশীল হোক আর নাই হোক ক্ষতিপূরণ দিবে; কেননা সেই অপরের বস্তু হারিয়েছে।

২. যে ব্যক্তি কোন পাগল কুকুর বা সিংহ কিংবা নেকড়ে বাঘ অথবা আহতকারী পাখি ইত্যাদি পুষে। আর তা ছেড়ে রাখার ফলে কারো কোন ক্ষতি হলে, মালিককে তার জামানত দিতে হবে।

◆ **চতুস্পদ জন্তু কিছু বিনষ্ট করলে তার বিধান:**

চতুস্পদ জন্তু রাতের বেলায় ফসল জাতীয় কিছু বিনষ্ট করলে মালিক দায়ি হবে। কেননা রাতের বেলা এগুলোকে হেফাজতের দায়িত্ব তার। পক্ষান্তরে দিনের বেলায় একাজ ঘটলে সে দায়ী হবে না। কেননা উক্ত সময় পাহারার দায়িত্ব ফসলের মালিকের। কিন্তু পশুর মালিক যদি তার দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে, তবে সে ক্ষতিপূরণের দায়ভার গ্রহণ করবে।

◆ **জবরদখলকৃত বস্তু ফেরত দেয়ার বিধান:**

১. যদি কেউ হরণকৃত বস্তু ফেরত দিতে চায় কিন্তু মালিককে না পায় তাহলে তা সুবিচারক বিচারপতির হাতে জমা দিয়ে দিবে। আর যদি সুবিচরক না পায় তাহলে তার পক্ষ থেকে দান করবে এবং পরবর্তিতে মালিক (পাওয়া গেলে) জানানোর পর মেনে না নিলে ক্ষতিপূরণ দিবে।

২. যখন হরণকারীর নিকট হরণকৃত বস্তু, চুরিকৃত মাল, আমানত, গচ্ছিত সম্পদ কিংবা বন্ধকীকৃত ইত্যাদি কিছু জমা থাকবে। আর তার মালিককে জানা না যাবে, তখন সে তা দান করতে পারবে। অথবা মুসলমানদের সাধারণ স্বার্থে তা ব্যয় করবে, ফলে তার দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে।

◆ **হারাম উপায়ে উপার্জীত সম্পদের বিধান:**

যে ব্যক্তি হারাম সম্পদ উপার্জন করল যেমন : মদের মূল্য অত:পর তওবা করল, এ অবস্থায় সে যদি হারাম সম্পর্কে আগে হতে অবহিত না হয়ে থাকে বরং পরে তা জানে তাহলে তা ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু যদি এর হারাম সম্পর্কে পূর্ব থেকে অবহিত থাকে তবে তা ব্যবহার করতে পারবে না বরং কোন কল্যাণমুখী কাজে ব্যয় করে দায় মুক্ত হতে হবে।

◆ **হারাম বস্তু বিনষ্ট করার বিধান:**

গান-বাদ্যের যন্ত্র, ক্রুশ, মদের পাত্র, পথভ্রষ্টতা ও চরিত্র ধবংসী বই পুস্তক ও যাদু টোনার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বিনষ্ট করালে কোন দায়িত্ব বর্তায় না; কেননা এসব হারাম বস্তু যা বিক্রি করা বৈধ নয়। তবে হ্যাঁ এগুলো রাষ্ট্রপতির নির্দেশ ও তার তত্বাবধানে অবশ্যই হতে হবে যাতে অরাজকতার পথ বন্ধ হয় এবং সুবিধার পথ সুনিশ্চিত হয়।

◆ **আগুন পুড়িয়ে ফেললে তার বিধান:**

যে তার মালিকানাধিন জায়গায় আগুন ধরাল এবং তার অবহেলার ফলে অন্যের অধিকার পর্যন্ত তা অতিক্রম করে কিছু নষ্ট করে ফেলল, তবে সে তার ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকবে। পক্ষান্তরে যদি বাতাস তা ছড়িয়ে থাকে তবে সে তার দায়িত্ব বহন করবে না; কেননা এতে তার কোন দখল বা ত্রুটি নেই।

◆ **চতুস্পদ জন্তু রাস্তার উপর মারা গেলে তার বিধান:**

চতুস্পদ জন্তু যখন পাকা রাস্তা দিয়ে চলবে এমতাবস্থায় তাকে কোন গাড়ি আঘাত করে মেরে ফেললে তার কোন বিচার নেই এবং তাকে নিহতকারী ব্যক্তির উপর কোন ক্ষতিপূরণ বর্তাবে না, যদি সে অবহেলা কিংবা বাড়াবাড়ি না করে থাকে। পক্ষান্তরে জন্তুর মালিক একে ছেড়ে দেওয়া ও তার ব্যাপারে উদাসিনতা প্রদর্শনের ফলে পাপী হবে।

◆ **অপহরণকৃত সম্পদের বিধান:**

অপহরণকারী ব্যক্তির উপর হরণকৃত বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়া হারাম, এমনিভাবে যে কোন অধিকার দ্বারা ফায়দা হাসিল করা অবৈধ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَـــنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُـــونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যে ব্যক্তি তারই ভাইয়ের সম্ভ্রম কিংবা অন্য কিছুতে জুলুম করেছে, সে

যেন আজই তা ক্ষমা চেয়ে নেয়; এমন সময় আসার পূর্বে যে দিন স্বর্ণ-ও রোপ্য মুদ্রা কিছুই থাকবে না। তার নেক আমল থাকলে তা থেকে জুলুমের পরিমাণ মত নিয়ে নেয়া হবে। আর তা না থাকলে মাজলুমের পাপ হতে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হবে।"[১]

◆ কোন ব্যক্তির জান-মালের উপর হামলা হলে তার জন্য প্রতিহত করা বৈধ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ:« فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ».قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ:« قَاتِلْهُ ».قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: « فَأَنْتَ شَهِيدٌ». قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ ؟ قَالَ:« هُوَ فِي النَّارِ».أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা (রাযিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ [দ:]-এর নিকট এসে বলল: হে আল্লাহর রসূল [দ:]! যদি কেউ এসে আমার জান নিতে চায় তবে তাতে আপনার মত কি? তিনি [দ:] বললেন: তোমার মাল তাকে দিবে না। সে বলল: যদি সে আমার সাথে যুদ্ধ করে তবে আমি কি করব? তিনি [দ:] বললেন: তুমিও তার সাথে যুদ্ধ কর। সে বলল: যদি সে আমাকে হত্যা করে তবে আমি কি করব? তিনি [দ:] বললেন: তবে তুমি শহীদের মর্যাদা লাভ করবে। সে বলল: আর আমি যদি তাকে হত্যা করি তবে কি হবে? তিনি [দ:] বললেন: সে জাহান্নামে যাবে।"[২]

১.বুখারী হাদীস নং ২৪৪৯
২.মুসলিম হাদীস নং ১৪০

১৮- শরিকানা অংশ ক্রয় ও সুপারিশ

◆ **শরিকানা অংশ ক্রয়:**

কোন অংশীদার স্বীয় অংশ অন্য কারো নিকট বিক্রি করলে, অপর অংশীদার উহা বিক্রিত মূল্যে ক্রেতার নিকট থেকে ফিরিয়ে নেওয়াকে শরিকানা অংশ ক্রয় বলে।

◆ **শরিকানা অংশ ক্রয় বিধিবদ্ধ হওয়ার তাৎপর্য:**

এটি এজন্য বিধিবদ্ধ করা হয়েছে যে, প্রথমত: সে হচ্ছে ইসলামের সৌন্দর্যের একটি দিক যা দ্বারা অংশিদারের উপর থেকে অনিষ্ট দূর করার ব্যবস্থা নেয়া হয়। কোন শত্রু কিংবা দুশ্চরিত্র ব্যক্তি অংশিদারের অংশ ক্রয় করলে তার সাথে মনমালিন সৃষ্টি এবং প্রতিবেশী কষ্ট পায়। অত:এব শরিকানা অংশ ক্রয়ে কষ্ট থেকে নিস্কৃতির ব্যবস্থা হয়ে যায়।

◆ **শরিকানা অংশ ক্রয়ের বিধান:**

শরিকানা অংশ ক্রয় প্রত্যেক ঐ জমি, ঘর কিংবা দেয়ালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যা এখনো ভাগ বণ্টন হয়নি। এই অধিকার নষ্ট করার জন্য ছল-চাতুরি অবলম্বন করা হারাম; কেননা এটি তো বিধিবদ্ধ করাই হয়েছে অংশিদারের কষ্ট দূর করার উদ্দেশ্যে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ.

متفق عليه.

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিআল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, নবী [দ:] শরিকানা অংশ ক্রয়ের অধিকার প্রত্যেক ঐ বস্তুর ক্ষেত্রে নির্ধারণ করেছেন যা বণ্টন হয়নি। তাই যখন সীমা দাড় করানো হয় এবং পথ ভিন্ন করা হয় তখন আর শরিকানা অংশ ক্রয়ের সুযোগ থাকে না।”[১]

---

১. বুখারী, হাদীস নং- ২২৫৭ মুসলিম হাদীস নং ১৬০৮

◆ **শরিকানা অংশ ক্রয়ের সময়:**

১. শরিকানা অংশ ক্রয়ের অধিকার ততক্ষণ পর্যন্ত রয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয়ের কথা অংশীদার জানতে পারে। দেরি করলে তার সেই অধিকার নষ্ট হয়ে যাবে তবে সে অনুপস্থিত কিংবা অপারগ থাকলে যখন সক্ষম হবে তখন তার অধিকার পাওয়ার হকদার হবে। কিন্তু তার দাবীর উপর সাক্ষী উপস্থিত করা সম্ভব হলে এমতাবস্থায় সাক্ষী উপস্থিত না করলে তার শরিকানা অংশ ক্রয় করার অধিকার বাতিল হয়ে যাবে।

২. অংশীদার মারা গেলে তার উত্তরাধিকারীদের জন্য শরিকানা অংশ ক্রয়ের অধিকার সাব্যস্ত হবে। তবে অংশীদার বিক্রিত পূর্ণ মূল্য দিয়ে গ্রহণ করবে যদি কিছু মূল্য দিতে অপারগ হয় তবে অংশ নেয়া থেকে বঞ্চিত হবে।

◆ **শরিকানা অংশ ক্রয় সাব্যস্ত হওয়া:**

শরিকানা অংশ অংশীদারকে না জানিয়ে বিক্রি করবে না, যদি তাকে না জানিয়ে বিক্রি করে থাকে তবুও অংশীদার এর জন্য বেশী হকদার হবে। তবে জানিয়ে দিয়ে থাকলে এবং প্রতিপক্ষ যদি বলে যে, আমার প্রয়োজন নেই তবে বিক্রি হয়ে যাওয়ার পর সে দাবী তুলতে পারবে না।

◆ **প্রতিবেশীর জন্য শরিকানা অংশ ক্রয়ের বিধান:**

শরিকানা অংশে প্রতিবেশী সর্বাপেক্ষা বেশী হকদার, উভয়ের পথ-ঘাট অথবা পানি এক হলে উভয়ের জন্য শরিকানা সাব্যস্ত হবে; কারণ নবী [ﷺ]-এর বাণী:

«الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا». أخرجه أبو داود وابن ماجه.

"যদি উভয়ের রাস্তা একটি হয় এমন প্রতিবেশী শরিকানা অংশে সর্বাপেক্ষা বেশী হকদার। যদি সে অনুপস্থিত হয় তাহলে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।"[১]

---

১. হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাদীস নং ৩৫১৮, ইবনে মাজাহ হাদীস নং - ২৪৯৪

◆ সুপারিশ হচ্ছে: অন্যের জন্যে সাহায্য কামনা করা।

◆ **সুপারিশের প্রকার:**

সুপারিশ দুই প্রকার:

১. **ভাল সুপারিশ:** এমন ব্যাপারে সুপারিশ করা যা শরিয়ত সমর্থন করে। যেমন: ক্ষতি প্রতিরোধ করা অথবা কোন অধিকারভুক্ত বিষয়ে উপকার সাধন অথবা মাজলুম ব্যক্তির উপর থেকে জুলুম দূরকরণ। এ ধরনের সুপারিশ প্রশংসিত এবং এর সম্পাদনকারী প্রতিদানের অধিকারী।

২. **মন্দ সুপারিশ:** এমন ব্যাপারে সুপারিশ করা যাকে শরিয়ত হারাম কিংবা অপছন্দনীয় বলে আখ্যায়িত করেছে। যেমন: কোন দণ্ডনীয় অপরাধ মাফ করা কিংবা কোন অধিকার বিনষ্ট করা অথবা অধিকার ছাড়াই কাউকে তা দিয়ে দেয়ার ব্যাপারে সুপারিশ করা। এটি নিন্দনীয় এবং এর সম্পাদনকারী পাপী।

আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

﴿ مَّن يَشْفَعْ شَفَٰعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُۥ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن يَشْفَعْ شَفَٰعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُۥ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ مُّقِيتًا ﴿٨٥﴾ ﴾ النساء: ٨٥

"যে ব্যক্তি ভাল সুপারিশ করল তার জন্য কল্যাণের অংশ থাকবে আর যে ব্যক্তি মন্দ সুপারিশ করল তার জন্য অকল্যানের অংশ থাকবে। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।" [সূরা-নিসা: ৮৫]

১৯- আমানত

◆ **আমানত হচ্ছে:** কোন প্রকার বিনিময় ছাড়া কারো নিকট কোন মাল হেফাজতের জন্য আমানত রাখা।

◆ **এটি বিধিবদ্ধ হওয়ার তাৎপর্য:**

কখনো মানুষ এমন পরিস্থিতির শিকার হয়, যে ক্ষেত্রে সে স্বীয় সম্পদ হেফাজত করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। আর তা হয়ে থাকে স্থান না পাওয়া কিংবা সামর্থ না থাকার কারণে। পক্ষান্তরে অন্য ভাইয়ের নিকট উক্ত সম্পদ হেফাজতের সামর্থ থাকে। তাই ইসলাম একদিক থেকে সম্পদ হেফাজতের ব্যবস্থা ও অপর দিকে যার নিকট তা রাখা হবে তার প্রতিদানের সুযোগ হিসাবে আমানতের বিধান প্রবর্তন করেছে। আমানত হেফাজতে বহু বড় প্রতিদান রয়েছে। নবী [ﷺ] বলেন: "আল্লাহ তা'য়ালা ততক্ষণ বান্দার সাহায্যে থাকেন যতক্ষণ সে স্বীয় ভাইয়ের সাহায্যে থাকে।"

◆ **আমানত রাখার বিধান:**

আমানত একটি বৈধ চুক্তি। মালিক চাওয়া মাত্র তাকে তা ফেরত দেয়া অপরিহার্য। ঠিক তা গ্রহণকারী ব্যক্তি যদি তা ফেরত দিয়ে দেয় তবে মালিককে তা গ্রহণ করাও কর্তব্য।

◆ **আমানত কবুল করার বিধান:**

ঐ ব্যক্তির উপর আমানত গ্রহণ করা মুস্তাহাব যে জানবে যে, সে তা হেফাজত করতে সক্ষম; কেননা এতে পুণ্য ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা হয়। এতে আরো রয়েছে মহাপ্রতিদান তবে তা এমন ব্যক্তির কাজ হবে যার পক্ষে এ ধরণের ব্যাপারে জড়ানো বৈধ।

◆ **আমানতের জামানত:**

১. কোনরূপ সীমালঙ্ঘন কিংবা অবহেলা ছাড়াই আমানত বিনষ্ট হলে তা গ্রহণকারী দায়গ্রস্ত হবে না। তবে একে তার সমপর্যায়ের বস্তুর সংরক্ষণ উপযুক্ত স্থানে সংরক্ষিত রাখতে হবে।

২. আমানত গ্রহণকারী সফরকালে কোন প্রকার ভয় করলে মালিক কিংবা তার প্রতিনিধির নিকট তা ফেরত দিবে। আর যদি তা সম্ভব

না হয়, তবে মালিকের নিকট পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করবে।

৩. কারো কাছে কোন চতুষ্পদ জন্তু আমানত রাখা থাকলে সে যদি ঐ জন্তুর সুবিধা ব্যতীত অন্য কোন কারণে তাকে আরোহণ বানিয়ে ফেলে, অথবা গচ্ছিত টাকা-পয়সা অজান্তে অন্য টাকার সাথে মিশিয়ে ফেলার পর তার সব টাকা বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে আমানত গ্রহণকারী ক্ষতিপূরণ দিবে।

৪. আমনত গ্রহণকারী আমানতদার, তাই সে জামিনদার হবে না। কিন্তু যদি সে কোন প্রকার সীমালঙ্ঘন করে বা অবহেলা প্রদর্শন করে তাহলে জামানত দিতে হবে। আমনত ফেরত ও বিনষ্ট এবং সে কোন প্রকার অবহেলা করেনি এসব ব্যাপারে যদি সাক্ষী না থাকে তাহলে আমানত গ্রহণকারীর কথা শপথ সহকারে কবুল করা হবে।

◆ **আমানত ফেরত দেওয়ার বিধান:**

১. আমানতকৃত বস্তু মাল হোক বা অন্য কিছু তা আমানত গ্রহণকারীর নিকট আমাত। তার মালিক চাইলে তা ফেরত দেওয়া ওয়াজিব। যদি মালিক চাওয়ার পরেও তা ফেরত না দেয় এবং তা বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে তাকে জামানত দিতে হবে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا ﴾ [النساء: ٥٨]

"আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন তোমরা যেন আমানত তার অধিকারীকে বুঝিয়ে দাও।" [সূরা নিসা: ৫৮]

২. যদি একাধিক আমানতদাতাদের কোন একজন তার অংশ চায় যা মাপ অথবা ওজন কিংবা সংখ্যা বিশিষ্ট জিনিস ভাগ করা যায়, তাহলে তার অংশ তাকে দিতে হবে।

◆ **ব্যাংকে অর্থ আমানত রাখার বিধান:**

ব্যাংকে রাখা অর্থ ঋণ আমনত নয়; কারণ ব্যাংক এতে ব্যবসা দ্বারা হেরফের করে। আর আমানত হেফাজত করার জিনিস হেরফের করার জিনিস নয়। তাই কোন সীমালঙ্ঘন ও অবহেলা ছাড়া ব্যাংক পুড়ে গেলে

ব্যাংককে ঋণের জামানত দিতে হবে। কিন্তু আমানতের জামানত নেই; কারণ আমনত রক্ষাকারী আমানতদার সে সম্পদ কব্জা করছে মালিকের অনুমতিক্রমে এবং তার মালিকের উপকারার্থে। তাই সীমালজ্ঘন বা অবহেলা ছাড়া তাকে জামানত দিতে হবে না। আর ঋণগ্রহীতা সম্পদের মালিকের অনুমতিক্রমে তার ফায়দার জন্য ঋণগ্রহণ করেছ। তাই সম্পদের মালিককে ঋণের জামানত দিতে হবে।

২০- অনাবাদী জমি চাষ

◆ **অনাবাদী জমি:**

ঐ জমিকে বলে যার কোন মালিক নেই। যে জমি বিশেষ কোন কাজের জন্য নির্দিষ্ট ও কোন মা'সূমের মালিকানা থেকে মুক্ত। বিশেষ কাজের জন্য নির্দিষ্ট যেমন: বৃষ্টির পানির নালা, জ্বালানি ঘড়ির স্থানসমূহ, চারণভূমি, জন সাধারণের জন্য যেমন: বাগান ও কবরস্থান। আর মা'সূমের মালিকা অর্থাৎ–যা মানুষের মালিকানাভুক্ত। বনি আদমের মা'সূম হচ্ছে চারজন: মুসলিম ও চুক্তি আবদ্ধ, যিম্মী ও নিরাপত্তাধারী অমুসলিমরা। এদের কোন মালিকানাভুক্ত জিনিসের প্রতি কারো জুলুম করা জায়েজ নেই।

◆ **অনাবাদী জমির আবাদ বিধিবদ্ধ হওয়ার তাৎপর্য:**

অনাবাদী জমি আবাদে জীবিকার পরিধি প্রশস্ত হওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। সেই সাথে এর খাদ্যজাত ও অন্যান্য উৎপন্ন থেকে মুসলিম মিল্লাত উপকৃত হয়। আরো উপকৃত হয় সেই জাকাত থেকে যা পাওনাদারদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

◆ **ভাল নিয়তে জমি আবাদের ফজিলত:**

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ». متفق عليه.

আনাস ইবনে মালেক (রাযিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [দ:] বলেছেন:"যে কোন মুসলিম ব্যক্তি কোন গাছ লাগায় কিংবা কিছু চাষ করে। অত:পর তার উৎপন্ন থেকে কোন পাখি, মানুষ কিংবা চতুস্পদ জন্তু কিছু ভক্ষণ করে, এর বিনিময়ে ইহা তার জন্যে সাদকায় পরিণত হয়।"[১]

১. বুখারী হাদীস নং- ২৩২০ শব্দ গুলো তারই, মুসলিম হাদীস নং - ১৫৫৩

◆ **অনাবাদী জমি চাষের বিধান:**

যে ব্যক্তি কারো মালিকানাধিন নয় এমন জমি আবাদ করে তা তারই হয়ে যায়। চাই সে মুসলিম হোক কিংবা জিম্মি (কাফের) হোক, তাতে রাষ্ট্রনায়কের অনুমতি থাক আর নাই থাক। চাই তা ইসলামী রাষ্ট্রে হোক বা নাই হোক, যতক্ষণ না এটি মুসলিম সমাজের সাধারণ কোন স্বার্থের সঙ্গে সমপৃক্ত না হয়। যেমন: কবরস্থান, কাঠ কাটার স্থান ও হারাম শরীফ এবং আরাফাত ইত্যাদি জায়গার অনাবাদী জমি তথা এসব জমি আবাদ করলেই কেউ তার মালিক হয়ে যায় না।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ».أخرجه البخار.

আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সা:) বলেছেন:"কেউ কারো মালিকানাধিন নয় এমন জমি আবাদ করলে সেই তার অধিক হকদার।" [১]

◆ **অনাবাদ জমি আবাদের পদ্ধতি:**

জমি আবাদ নিম্মোক্ত পদ্ধতিতে হতে পারে: চিরাচরিত অভ্যাস হিসাবে দুর্ভেদ্য প্রাচীর তৈরী করা কিংবা পানি প্রবাহিত করা অথবা তাতে কুপ খনন করা কিংবা বৃক্ষ রোপণ করা। মোট কথা এ বিষয়ে সামাজিক প্রচলনের ভিত্তিতে সমাধান নিতে হবে। ফলে সমাজের লোক যে কাজকে আবাদ বলে বিবেচনা করবে তা দ্বারাই কেউ অনাবাদ জমির মালিক বলে গণ্য হবে। অতএব, যে ব্যক্তি শরয়ী বিধান মোতাবেক জমি আবাদ করবে সে তার মধ্যকার ছোট বড় সবকিছু সহ পূর্ণ জমির মালিক হবে। তবে যদি সে তা সামলাতে না পারে তা হলে রাষ্ট্রনায়ক তা নিজ দায়িত্বে বাজেয়াপ্ত করে সামলাতে সক্ষম এমন ব্যক্তিকে বুঝিয়ে দিবেন।

◆ **নিকটতম জমির মালিক হওয়ার নিয়ম:**

শহর ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকার জমি রাষ্ট্রনায়কের অনুমতি ছাড়া কেউ এর মালিক হতে পারবে না। কেননা কখনো মুসলিম সমাজ

১. বুখারী হাদীস নং ২৩৩৫

কবরস্থান, মসজিদ কিংবা স্কুল-মাদরাসা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারে। যার ফলে ব্যক্তি মালিকানা সর্বসাধারণের এই সুবিধা বিনষ্ট করে দিবে।

◆ যে অনাবাদী জমির পানি মালিকানাভুক্ত জমিতে গড়ায় তা উক্ত জমির অন্তর্ভুক্ত, ফলে জমির মালিকদের অনুমতি ছাড়া তা আবাদ করা কিংবা অন্যদের কর্তৃক একে দখল করা বৈধ নয়।

◆ **রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য কাউকে যা দেওয়া জায়েজঃ**

রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য এটি বৈধ যে, তিনি অনাবাদী জমিতে আবাদকারীর জন্য দখলদারী দিতে পারেন। এমনিভাবে লোকজনের কষ্ট না হয় সেই অনুপাতে প্রশস্তপথে ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য বসার বন্দবস্ত করতে পারেন। তবে সরকারী বন্দবস্ত ছাড়াও ঐ লোকের জন্য তাতে বসা বৈধ যে প্রথমে পৌঁছেছে। আর যদি দুই জনই এক সাথে পৌঁছে তবে লটারী করবে। আর লোকজন যখন রাস্তা-ঘাট নিয়ে মতানৈক্য করবে তখন (রাস্তার জন্য) সাত হাত রেখে দেয়া হবে।

◆ **জমি দখল নেয়ার বিধানঃ**

দখল নেয়ার নামই মালিকানা নয় বরং তা কেবল নির্দিষ্ট ও অন্যের উপর অগ্রাধিকার বুঝায়। যেমনঃ অদুর্ভেদ্য প্রাচীর দ্বারা কোন জমি বেষ্টন করা অথবা নেট বা গর্ত কিংবা মাটি দ্বারা বেষ্টনি তৈরী করা অথবা এমনভাবে কুপ খনন করা যা পানি পর্যন্ত পৌঁছে না। এ ক্ষেত্রে সরকার তা আবাদের জন্য সময় নির্ধারণ করে দিবে যদি (এর ভিতরে) শরয়ী নিয়মে তা আবাদ করা হয় তবে ভাল কথা। আর না হয় তার হাত থেকে সরিয়ে নিয়ে তা আবাদে আগ্রহী কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করবে।

◆ যে ব্যক্তি বৈধ পানির নিকট অবস্থান করে যেমনঃ নদী কিংবা উপত্যকা তার জন্য পানি সেচ ও গিরা পর্যন্ত পানি আটকে রাখা বৈধ। অত:পর তাদের পরে যারা রয়েছে তাদের জন্য তা ছেড়ে দেবে।

◆ **সীমা নির্ধারণ করার বিধানঃ**

রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য এমন একটি বিশেষ এরিয়া থাকা বৈধ যেখানে মুসলিমদের বায়তুল মালের চতুস্পদ জন্তু ও ঘোড়া বিচরণ করবে।

যেমন যুদ্ধের ঘোড়া ও সাদকার উট ইত্যাদি। এর শর্ত হলো যে, মুসলিম সমাজ এর কারণে যেন কোন অসুবিধায় না পড়ে।

- ◆ যে কোন বৈধ বস্তু পর্যন্ত আগে পৌঁছে গিয়ে তা দখল করে ফেললে তা তারই। যেমন: শিকার, ছাউনি ও কাঠ ইত্যাদি।
- ◆ মুসলমানরা তিনটি বিষয়ে অংশীদার যথা: পানি, ঘাস ও আগুন। মুসলিম জনসাধারণের প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ এরিয়া নির্ধারণ বৈধ নয়।

◆ **অন্যের অধিকারে জবরদখলের বিধান:**

মুসলিম ব্যক্তির উপর অন্যের অধিকার চাই তা সম্পদ কিংবা ভূমি হোক তার জবরদখল হারাম।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنْ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ». متفق عليه.

১. আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) বলেন: নবী [ﷺ] বলেছেন: "যে ব্যক্তি কারো জমির এক বিঘত জবরদখল করবে (কিয়ামতের দিন) তার ঘাড়ে সাত তবক জমিনের বোঝা চাপানো হবে।"[১]

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ:قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ أَخَذَ مِنْ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ». أخرجه البخاري.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী [দ:] বলেছেন:"যে ব্যক্তি কোন জমি জবরদখল করবে কিয়ামত দিবসে তাকে এর বদলে সাত তবক জমি পর্যন্ত ধসিয়ে দেয়া হবে।"[২]

---

১. বুখারী হাদীস নং ২৪৫৩ শব্দগুলো তারই , মুসলিম হাদীস নং ১৬১২
২. বুখারী হাদীস নং ২৪৫৪

২১- পুরস্কৃত করা

◆ **পুরুস্কৃতকরণ:**

কোন জানা বা অজানা বৈধ কাজের উপর সুনির্দিষ্ট পুরস্কার প্রদান করা। যেমন: কোন প্রাচীর তৈরী করা কিংবা হারানো পশুকে ধরে আনা করা ইত্যাদি।

◆ **পুরস্কৃত করার বিধান:** এটি বৈধ; কেননা মানুষ তার মুখাপেক্ষী।

◆ **পুরস্কৃত করার পদ্ধতি:**

কেউ বলবে: যে ব্যক্তি আমার জন্য এই দেয়াল তৈরী করবে অথবা এই কাপড় শেলাই করবে কিংবা এই ঘোড়া ধরে দিবে তার জন্য এই বস্তু পুরস্কার হিসাবে থাকবে। অতএব, যে তা করবে সে পুরস্কারের ভাগী হবে।

◆ **পুরস্কার বাতিল করার বিধান:**

পুরস্কার বাতিল করা বৈধ আছে; যদি কাজ সম্পাদনকারী নিজেই তা বাতিল করে তবে সে কিছুই পাবে না। আর পুরস্কার ঘোষণাকারী বাতিল করলে এমতাবস্থায় কাজ শুরু করার পূর্বে তা বাতিল করলে কার্য সম্পাদনকারী কিছুই পাবে না। তবে কাজ শুরু করার পর তা বাতিল ঘোষণা করলে তার কাজের বদলা পাওনা থাকবে।

◆ **উপকারকারীর বিধান:**

১. যে ব্যক্তি পুরস্কার ঘোষণা ছাড়াই কোন হারানো বা কুড়ানো ইত্যাদি বস্তু মালিককে ফেরত দিবে সে কোনরূপ বদলা পাবে না। কিন্তু যথা সম্ভব তাকে কিছু দেওয়া মুস্তাহাব-উত্তম।

২. যে ব্যক্তি অন্যের সম্পদ ধ্বংস থেকে বাঁচিয়ে তার মালিকের নিকট হস্তান্তর করে, সে অনুরূপ কাজের পারিশ্রমিক লাভের হকদার হবে, যদিও শর্ত ছাড়াই হয় না কেন।

২২- কুড়ানো বস্তু ও শিশু

◆ **কুড়ানো বস্তু:**

এমন সম্পদ বা বস্তু যাকে তার মালিক হারিয়ে ফেলেছে এবং অন্য কেউ তা কুড়িয়ে পেয়েছে এমন বস্তুকে কুড়ানো বস্তু বলে।

◆ **কুড়ানো বস্তুর বিধান:**

বস্তু কুড়ানো ও তার ঘোষণা দেয়া ইসলামের সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত; কারণ এতে রয়েছে অন্যের হক সংরক্ষণ এবং কুড়িয়ে ঘোষণা দাতার জন্য প্রতিদান।

◆ **হারানো সম্পদ তিন প্রকার:**

১. যে সব বস্তুর ব্যাপারে মানুষের মাঝে বিশেষ কোন আগ্রহ নেই যেমন: চাবুক, লাঠি, রুটি ও ফল ইত্যাদি। এসব বস্তুর মালিক না পাওয়া গেলে যে কুড়িয়েছে সে তার মালিক হয়ে যাবে এবং এর ঘোষণা অপরিহার্য নয়। আর উত্তম হচ্ছে একে দান করে দেয়া।

২. এমন সব হারানো পশু-পাখি যেগুলো ছোট-খাট হিংস্র প্রাণি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে যেমন: উট, গরু, ঘোড়া, হরিণ ও পাখি ইত্যাদি। এগুলো কুড়ানো চলবে না। আর যে নিবে তার প্রতি তার দায়-দায়িত্ব অর্পিত হবে এবং সর্বদা তার প্রচার ও ঘোষণা করা জরুরি হবে।

৩. সকল প্রকার সম্পদ যেমন: টাকা, সামান-পত্র, ব্যাগ-থলি এবং ঐ সকল জীবজন্তু যারা নিজেদেরকে হিংস্র পশু থেকে বাঁচাতে পারে না। যেমন: ছাগল ও উটের বাচ্ছা ইত্যাদি। এসব কুড়ানো এই শর্তে বৈধ রয়েছে যে, লোভ করবে না এবং এর ঘোষণা প্রদানে সক্ষম হবে। সে এর উপর বিশ্বস্ত দুজনকে সাক্ষী রাখবে। আর তার ঢাকনা ও বন্ধন সংরক্ষণ করবে। অত:পর পূর্ণ এক বৎসর যাবৎ উন্মুক্ত পরিবেশে বৈধ প্রচার মাধ্যম দ্বারা তার প্রচার চালাবে। যেমন: হাট বাজারে ও মসজিদের প্রবেশ পথ ইত্যাদি।

◆ **জানানোর পরে কুড়ানো বস্তুর বিধান:**

১. এক বৎসর যাবৎ যখন কুড়ানো বস্তুর ঘোষণা দেয়ার পর মালিক পাওয়া যাবে তকণ কোন সাক্ষী শপথ ছাড়াই তাকে তা বুঝিয়ে দিবে। আর তাকে না পেলে বস্তুর ঢাকনা ও পরিচয় জেনে তার মালিকানায় একে নিয়ে ব্যবহার করবে। কিন্তু যখন এর মালিক (পরে) এসে যাবে তখন তাকে তা বুঝিয়ে দিবে। এমনকি আংশিক নি:শেষ হয়ে থাকলে তার সমতুল্য বস্তু ফেরত দিবে।

২. কুড়ানো বস্তুর ঘোষণা দেয়ার বছরেই যদি তা কোনরূপ বাড়াবাড়ি ছাড়াই বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

◆ **কুড়ানো বস্তু কি করবে:**

কুড়ানো বস্তু যদি ছাগল কিংবা উটের বাচ্চা অথবা যে বস্তু বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন হয়, তবে আহরণকারীকে মালিকের জন্য যা বেশী উপকারী তাই করতে হবে। যদি খেয়ে নেয়ার যোগ্য হয় তবে খেয়ে নিবে তখন তাকে তার মূল্য দিতে হবে। আর যদি বিক্রি করা উত্তম হয় তো বিক্রি করে তার মূল্য সংরক্ষণ করবে। আর যদি সংরক্ষণ করা ভাল হয়, তবে প্রচার করার সময় পর্যন্ত হেফাজত করবে। আর এর জন্য যা খরচাদি করবে তা মালিকের উপর বর্তাবে।

عَنْ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ قَالَ:سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللُّقَطَةِ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ فَقَالَ:«اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ».وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَقَالَ:« مَا لَكَ وَلَهَا دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا». وَسَأَلَهُ عَنْ الشَّاةِ فَقَالَ: « خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ».متفق عليه.

জায়েদ ইবনে খালিদ জুহানী (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেন: রসূলুল্লাহ (সা:)কে জিজ্ঞাসা করা হল স্বর্ণ বা রৌপ্যের যে কোন একটির কুড়ানো বস্তু সম্পর্কে। জবাবে তিনি বলেন: "তুমি তার বন্ধন ও ঢাকনা চিনে নিয়ে এক বৎসর যাবৎ তার ঘোষণা দিতে থাকবে। যদি তার সন্ধান না

পাও তবে তা ব্যয় করবে এবং একে তোমার নিকট গচ্ছিত সম্পদ হিসাবে পরিগণিত করবে। যদি জীবনে কোন দিন তার খোঁজকারী আসে তবে তাকে তা বুঝিয়ে দিবে।"

আর তাঁকে কেউ হারানো উট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি [ﷺ] বলেন: "তাকে দিয়ে তোমার চিন্তা কিসের? বরং তাকে আপন গতিতে ছেড়ে দাও, তার সাথেই তার জুতা ও পানি রয়েছে। সে পানিতে অবতরণ করে ও গাছের পাতা ভক্ষণ করে পরিশেষে স্বীয় মালিকের সাথে সাক্ষাৎ করে।"

আর তাঁকে ছাগল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি (সা:) বলেন: "তুমি তা গ্রহণ কর, কেননা এটি হয় তোমার জন্য কিংবা তোমার ভাইয়ের জন্য অথবা নেকড়ে বাঘের জন্য।"[১]

◆ অবুঝ ও ছোট বাচ্চার কুড়ানো বস্তুর ঘোষণা অভিভাবকরা দিবেন।

◆ **মক্কার হারাম শরীফে পড়ে থাকা বস্তু কুড়ানোর বিধান:**

হারাম শরীফে পড়ে থাকা বস্তু কুড়ানো বৈধ নয়। কেবল বিনষ্ট ও হারিয়ে যাওয়ার আশংকা থাকলে তা গ্রহণ করবে এবং মক্কায় থাকা পর্যন্ত গ্রহণকারীকে এর ঘোষণা দেয়া অপরিহার্য।

আর যখন মক্কা ছেড়ে যাওয়ার মনস্থ করবে তখন তা সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল কিংবা তার সহকারী অথবা তার প্রতিনিধির নিকট হস্তান্তর করবে। মক্কার কুড়ানো বস্তুর মালিকানা কোন অবস্থায় বৈধ নয়। ঠিক যে ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত ঘোষণা দিবে সে ছাড়া অন্য কারো পক্ষে তা কুড়ানো বৈধ নয়। হাজি সাহেবদের পড়ে থাকা বস্তু হারাম শরীফের ভিতর কিংবা বাহিরে যে কোন জায়গা থেকে কুড়ানো হারাম।

◆ **মসজিদে হারানো বস্তু খোঁজার বিধান:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَــنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا». أخرجه مسلم.

১. বুখারী হাদীস নং ৯১ ও মুসলিম হাদীস নং ১৭২২ এবং শব্দগুলো তাঁরই

আবু হুরাইরা (রাযিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: যে ব্যক্তি কাউকে মসজিদে হারানো বস্তু খোঁজ করতে শুনবে সে যেন বলে: আল্লাহ যেন তোমার নিকট তা ফেরত না দেন, কেননা মসজিদ তো এ উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয়নি।"[১]

◆ **কুড়ানো শিশু:**

এ হচ্ছে সেই শিশু যার বংশ জানা যায় না অথবা যার মনিবকে কেউ চিনে না এভাবে তাকে কোন স্থানে ফেলে দেয়া হয়েছে কিংবা সে পথ ভুলে গিয়েছে।

◆ **পড়ে থাকা শিশুকে কুড়ানোর বিধান:**

এ ধরনের শিশুকে কুড়ানো ফরজে কেফায়া। আর যে তাকে কুড়িয়ে নিয়ে লালন-পালন করবে তার জন্য রয়েছে মহাপ্রতিদান।

◆ **কুড়ানো শিশুর বিধান:**

শিশু যদি ইসলামী দেশে পাওয়া যায় তবে তাকে মুসলিম বলে হুকুম দেয়া হবে। আর যেখানেই পাওয়া যাক স্বাধীন বলে হুকুম দেওয়া হবে; কারণ ইহাই তার আসল যতক্ষণ তার বিপরীত কিছু প্রমাণিত না হয়।

◆ **কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর লালন-পালন:**

কুড়িয়ে পওয়া শিশুর প্রতিপালনের দায়-দায়িত্ব যিনি পাবেন তারই প্রতি। যদি তিনি শরিয়াতের আজ্ঞাপ্রাপ্ত ও আমানতদার এবং ন্যায়পরায়ণ হন। আর তার খরচাদি বাইতুল মাল থেকে। আর যদি তার সঙ্গে কিছু পাওয়া যায় তবে তা তার জন্য খরচ করতে হবে।

◆ **কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর মিরাছ ও দিয়াতের বিধান:**

কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর মিরাছ ও দিয়াত বাইতুল মালে জমা হবে যদি তার কোন উত্তরাধিকারী না থাকে। আর তাকে কেউ স্বেচ্ছায় হত্যা করলে তার ওলি হবেন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি কেসাস ও দিয়াতের মাঝে যেটা মনে করবেন নির্দিষ্ট করবেন।

◆ **কার নিকট কুড়ানো শিশু সপর্দ করা হবে:**

যদি কোন পুরুষ বা মহিলা যার মুসলিম বা কাফের স্বামী বা স্ত্রী আছে এমন দাবি করে যে বাচ্চাটি তার তাহলে তাকেই দিতে হবে। আর

১.মুসলিম হাদীস নং ৫৬৮

যদি একাধিক ব্যক্তি দাবি করে তবে যার প্রমাণ থাকবে তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আর যদি কারো প্রমাণ না থাকে তবে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখে কার সন্তান বলতে পারে এমন ব্যক্তি যার জন্যে নির্দিষ্ট করবে সেই পাবে।

২৩- ওয়াক্‌ফ

◆ **ওয়াক্‌ফ:**

মূল জিনিস ধরে রেখে সওয়াবের উদ্দেশ্যে তার উপকার ফী সাবিলিল্লাহ দান করাকে ওয়াক্‌ফ করা বলে।

◆ **ওয়াকফ বিধিবিধান করার হেকমত:**

ধনী ও সচ্ছল ব্যক্তি যাদেরকে আল্লাহ অঢেল দিয়েছেন তারা চাই যে বিভিন্ন ধরণের ইবাদতের দ্বারা পাথেয় অর্জন করে। আর আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য বেশি বেশি ইবাদত করে। তাই তাদের সম্পদের কিছু স্থাবর জিনিসের আসলটা বাকি রেখে তার উপকার প্রবাহমান চলতে থাকার জন্য ওয়াকফ করে। যাতে করে তার মৃত্যুর পরে হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে পরবে না এমন ব্যক্তির নিকটে তার হস্তান্তর না হয়। তাই আল্লাহ তা'য়ালা ওয়াকফের বিধিবিধান করেছেন।

◆ **ওয়াকফের বিধান:**

ওয়াকফ করা মুস্তাহাব। ইহা উত্তম দানের একটি যার প্রতি আল্লাহ তা'য়ালা উৎসাহিত করেছেন। নৈকট্য লাভ ও সৎ এবং এহসানের এক গুরুত্বপূর্ণ আমল। আর এর উপকারিতা অধিক ও ব্যাপক।

ইহা এমন একটি আমল যা মৃত্যুর পরেও এর সওয়াব বন্ধ হয় না বরং জারি থাকে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَرضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ». أخرجه البخاري.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত নবী [ﷺ] বলেছেন:“যখন মানুষ মরে যায় তখন তিনটি আমল ছাড়া সব আমল বন্ধ হয়ে যায়। প্রবাহমান দান, উপকারী জ্ঞান ও সৎসন্তান যে তার জন্য দোয়া করবে।”[১]

[১]. মুসলিম হাঃ নং ১৬৩১

◆ **ওয়াকফ সহীহ্ হওয়ার জন্য শর্তাবলী:**

১. নির্দিষ্ট স্থাবর জিনিসে ওয়াকফ হতে হবে, যার আসল বাকি থেকে উপকার গ্রহণ করা যাবে।

২. নেকির কাজে হতে হবে যেমন: মসজিদ ও সেতু নির্মাণ এবং আত্মীয়-স্বজন ও ফকির-মিসকিনদের জন্য।

৩. নির্দিষ্ট জিনিসের দিক উল্লেখ হতে হবে যেমন: এমন মসজিদ বা অমুক ব্যক্তি তথা জায়েদ অথবা অমুক ধরণের ফকির-মিসকিনরা।

৪. স্থায়ী হতে হবে কোন সময়ের সঙ্গে নির্দিষ্ট ও ঝুলন্ত হবে না। কিন্তু যদি ওয়াকফ দাতার মৃত্যুর সঙ্গে সম্পৃক্ত করে তবে চলবে।

৫. এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে ওয়াকফ হওয়া যার কর্তৃত্ব ও হস্তান্তর গ্রহণযোগ্য।

◆ **কি দ্বারা ওয়াকফ অনুষ্ঠিত হয়:**

কথা দ্বারা ওয়াকফ অনুষ্ঠিত হতে পারে যেমন বলবে: ওয়াকফ করলাম, আটক করে দিলাম, ফী সাবিলিল্লাহ করে দিলাম ইত্যাদি। আবার কাজ দ্বারাও হতে পারে যেমন: কোন ব্যক্তি মসজিদ বানিয়ে সেখানে মানুষদেরকে নামাজ আদায়ের অনুমতি দান। অথবা কবরস্থান বানিয়ে সেখানে মানুষকে সমাধি করার অনুমতি দেওয়া।

◆ **ওয়াকফকৃত বস্তুর পরিচালনার নিয়ম:**

ওয়াকফকারীর শর্ত মোতাবেক জমা করা, আগে করা, তরতীব ইত্যাদি করা ওয়াজিব যদি শরীয়তের পরিপন্থী না হয়। যদি সাধারণ ভাবে কোন শর্ত ছাড়াই ওয়াকফ করে তবে অভ্যাস ও প্রচলিত রিতী ও প্রথা অনুযায়ী করতে হবে যদি শরীয়তের পরিপন্থী না হয়। আর না হয় তারা হকদারের দিক থেকে সকলেই সমান।

◆ **ওয়াকফকৃত বস্তুতে যা শর্ত:**

ওয়াকফকৃত বস্তুর উপকারিতার ব্যাপারে স্থায়ী উপকার হওয়াটা শর্ত। যেমন: ঘর-বাড়ি, জিবজন্তু, বাগান, অস্ত্র, বাড়ির আসবাব পত্র ইত্যাদি। আর মুস্তাহাব হলো ওয়াকফ সর্বোত্তম ও সুন্দর সম্পদ দ্বারা হওয়া।

◆ ওয়াকফনামা কি ভাবে লিখতে হয়:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا فَــأَتَى النَّبِــيَّ ﷺ فَقَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِــهِ؟ قَــالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَــوِّلٍ فِيهِ. متفق عليه.

ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, উমার [ﷺ] খয়বারের কিছু জমি পান। এরপর তিনি নবী [ﷺ]-এর নিকটে পেয়ে বলেন, আমি এমন জমিন পেয়েছি যার চেয়ে উত্তম সম্পদ আর আমি কখনো পায়নি। তাই আপনি সে ব্যাপারে আমাকে কি নির্দেশ করেন? নবী [ﷺ] বললেন: "যদি চাও তবে তার আসল ধরে রেখে তার উপকারটা ওয়াকফ করতে পার। এরপর উমার [ﷺ] তা এ ভাবে দান করেন যে, তার মূল বাকি থাকবে বেচা চলবে না। হেবা ও উত্তরাধিকার হবে না। ইহা ফকির, আত্মীয়-স্বজন, গোলাম আজাদ, আল্লাহর রাস্তায়, মেহমানদারী ও মুসাফিরদের জন্য। যে এর অলি হবে সে সৎভাবে তা থেকে কিছু খেলে অথবা কোন বন্ধুকে সম্পদশালী বানানো ছাড়া খাওয়ালে গুনাহগার হবে না।[১]

◆ ওয়াকফের আহকাম:

১. যদি কোন দলের প্রতি ওয়াকফ করে আর তাদের গণনা করা সম্ভরপর হয় তবে তাদের সকলকে দেওয়া ও সমান করা ওয়াজিব। আর যদি সম্ভব না হয় তবে কাউকে প্রাধান্য দেওয়া ও কিছু সংখ্যকদের উপর দেওয়া জায়েজ।

২. যদি নিজ সন্তানদের প্রতি ওয়াকফ করে অত:পর মিসকিনদের প্রতি তাহলে ইহা তার ছেলে-মেয়ে সন্তান-সন্ততিদের জন্য হবে যদিও নিচের

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ২৭৭২ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৬৩২

হোক না কেন। ছেলেরা মেয়েদের দ্বিগুণ পাবে। যদি সন্তানদের কারো বড় পরিবার থাকে বা অভাব কিংবা উপার্জনে অক্ষম কিংবা দ্বীনদার ও সৎ হয় তাহলে ওয়াক্‌ফ দ্বারা খাস করলে কোন অসুবিধা নেই।

৩. যদি বলে, এ ওয়াকফটি আমার ছেলেদের জন্য বা অমুক ব্যক্তির ছেলেদের জন্য তবে শুধু ছেলেরাই পাবে মেয়েরা পাবে না। কিন্তু যদি যাদের প্রতি ওয়াকফ গোত্র হয় যেমন: বনি হাশেম ইত্যাদি তাহলে পুরুষদের সাথে মহিলারাও মিলিত হবে।

◆ ওয়াকফের উপকারতিা যদি বিনষ্ট হয়ে যায় তা বিধান:

ওয়াকফ একটি জরুরি আকদ তথা চুক্তি যা রহিত হয় না, বেচা যায় না, দান করা ও উত্তরাধিকার হওয়া যায় না এবং বন্ধক রাখাও চলে না। খারাপ হয়ে গেলে বা অন্য কারণে এর উপকার বিনষ্ট হলে অথবা বিশেষ কোন প্রয়োজন হলে তা বিক্রি করা জায়েজ হবে। আর তার বিক্রয় মূল্য অনুরূপ কাজে লাগাতে হবে। যেমন মসজিদ যদি তার ফায়দা বিকল হয়ে পড়ে তবে তা বিক্রি করে অন্য কোন মসজিদের জন্য ব্যয় করতে হবে। আর এর দ্বারা ওয়াকফের উপকারিতা সংরক্ষণ হবে। তবে এতে যেন কোন প্রকার বিপর্যয় ও কারো কোন ক্ষতি সাধন না হয়।

◆ ওয়াকফের ধরণ পরিবর্তের বিধান:

প্রয়োজনে ওয়াকফের ধরণ পরিবর্তন করা জায়েজ। যেমন : ঘরকে দোকানে রুপান্তরিত করা বাগানকে ঘর করা। আর ওয়াকফের খরচাদি তার উপার্জিত থেকেই যদি অন্য কিছু থেকে শর্ত না করে থাকে।

◆ ওয়াকফের পরিচালক:

ওয়াকফকারী যদি ওয়াকফ ষ্টেট দেখা-শুনার জন্য কাউকে নির্দিষ্ট না করে তবে যার প্রতি ওয়াকফ করেছে সেই করবে যদি দির্নিষ্ট ভাবে করা হয়। আর যদি কোন বিভাগের জন্য করা হয় যেমন : মসজিদের জন্য বা এমন ব্যক্তিদের জন্য যা গণনা করা সম্ভব নয় যেমন মিসকিন তবে দেখা-শুনার দায়িত্ব সরকার বাহাদুরের উপর বর্তাবে।

◆ **ওয়াকফের সর্বোত্তম পথ:**

যে ওয়াকফ দ্বারা মুসলমানদের উপকার সর্ব সময়ে ও স্থানে ব্যাপকতা লাভ করবে তাই সর্বোত্তম ওয়াকফ। যেমন: মসজিদের জন্য ওয়াকফ, দ্বিনী শিক্ষার ছাত্রদের জন্য ওয়াকফ, আল্লাহর রাস্তায় মোজাহিদদের জন্য ওয়াকফ। অনুরূপ আত্মীয়-স্বজন ও মুসলমানদের ফকির-মিসকিন ও দুর্বল ইত্যাদির জন্য ওয়াকফ।

◆ ওয়াকফ একটি স্থায়ী মূল জিনিস যা অন্যের নিকট দেওয়া জায়েজ। সে তার নির্দিষ্ট লভ্য অংশ দ্বারা ওয়াকফ সম্পত্তির পরিচর্চা করবে।

◆ **ওয়াকফের জাকাতের বিধান:**

ওয়াকফের দু'টি অবস্থা:

প্রথম অবস্থা: ওয়াকফ যদি এমন ব্যক্তিরদের জন্য হয় যারা জাকাতের হকদার যেমন: ফকির ও মিসকিন, তাহলে এর কোন জাকাত বের করা লাগবে না।

দ্বিতীয় অবস্থা: ওয়াকফ যদি এমন ব্যক্তিদের জন্য হয় যারা জাকাতের হকদান নয়, তাহলে ওয়াকফ থেকে প্রত্যেক গ্রহণকারী তার হক নেওয়ার পরে নেসাব পরিমাণ মাল হলে ও এক বছর অতিবাহিত হলে জাকাত দেবে।

◆ **কাফেরের ওয়াকফের বিধান:**

ওয়াকফ একটি নৈকট্য লাভের কাজ যার দ্বারা বান্দা আল্লাহর নৈকট্যলাভ করে। আর কোন কাফেরের পক্ষ থেকে ওয়াকফ প্রকল্প করা সঠিক হবে। কিন্তু সে তার দান-খয়রাতের জন্য দুনিয়াতে প্রতিদান পাবে আখেরাতে তার কোন সওয়াব পাবে না; কারণ কাফেরের কোন আমল কবুল হয় না।

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً يُعْطَى بِهَا فِي الدُّنْيَا وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا.»

أخرجه مسلم.

আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:“নিশ্চয় আল্লাহ কোন মুমিনকে তার নেকির কাজে জুলুম করেন না। তাকে তার বদলা দুনিয়াতে দেওয়া হবে এবং আখেরাতও তার প্রতিদান দেওয়া হবে। আর কাফের যে কাজ আল্লাহর জন্য করে দুনিয়াতে সে তার ফল ভক্ষণ করবে। আর যখন সে আখেরাতে পৌঁছবে তখন তার ভাল কাজের কোন প্রতিদান পাবে না।”[১]

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৮০৮

২৪- হেবা ও দান-খয়রাত

◆ **সম্পদ দ্বারা অন্যকে সহযোগিতা করার তিনটি স্তর:**

১. অভাবী ব্যক্তিকে তোমার দাসের স্থানে মনে করে এমন কিছু দেওয়া যাতে করে তাকে মানুষের নিকট চাইতে না হয়। ইহা হচ্ছে সবচেয়ে নিম্নস্তর।

২. অভাবীকে তোমার নিজের স্তরের মনে করা এবং সে তোমার সম্পদে শরিক ও এতে তুমি সন্তুষ্ট। ইহা হলো মধ্যম স্তর।

৩. অভাবগ্রস্থকে তোমরা নিজের উপরে প্রাধান্য দেওয়া। ইহা হচ্ছে সর্বোচ্চ ও সিদ্দিকীন তথা সত্যবাদীদের স্তর।

◆ **হেবা:**

নিজের জীবদ্দশায় কোন বদলা ছাড়াই অন্যকে সম্পদের মালিক বানানো। এ অর্থে তাকে হাদিয়া ও 'আতিয়্যা (দান) বলে।

◆ **দান-খয়রাত:**

আল্লাহর নিকট সওয়াবের আশায় ফকির ও মিসকিনদেরকে সম্পদ দান করাকে সদকা তথা দান-খয়রাত বলে।

◆ **হেবা ও দান-খয়রাতের বিধান:**

হেবা ও দান-খয়রাত করা মুস্তাহাব কাজ। ইসলাম হেবা, দান-খয়রাত, হাদিয়া ও 'আতিয়্যা করার প্রতি উৎসাহিত করেছে; কারণ এর দ্বারা জন্ম নেই অন্তরের ভালোবাসা এবং মানুষের মাঝের ভালবাসার সেতু বন্ধন শক্ত হয়। আর আত্মাকে কৃপণতা ও লোভ লালসার খারাপি থেকে পবিত্র করে। এ ছাড়া যে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করবে তার জন্য অগণিত সওয়াব ও প্রতিদান রয়েছে।

◆ **খরচের ব্যাপারে নবী [ﷺ]-এর দিক নির্দেশনা:**

আল্লাহ তা'য়ালা দানশীল ও মহাৎ। তিনি দানলীশতা ও মহানুভবতাকে ভালোবাসেন। আর নবী [ﷺ] ছিলেন সবচেয়ে দানশীল ব্যক্তি। তিনি রমজান মাসে অধিক দানশীল হতেন। তিনি হাদিয়া গ্রহণ করতেন এবং এর প্রতিদান দিতেন ও তা গ্রহণ করার জন্য বলতেন। তিনি এ ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন। তিনি যা কিছুর মালিক হতেন তা

সবার চেয়ে বেশি দান করতেন। তাঁর নিকট কেউ কিছু চাইলে কম হোক বা বেশি হোক তা দিতেন কখনো না বলতেন না। তিনি এমন ভাবে দান করতেন যে ফকির হওয়ার ভয় করতেন না। আর দান-খয়রাত ছিল তাঁর নিকট সবচেয়ে প্রিয় জিনিস।

তাঁর নিকট হতে দান গ্রহিতার আনন্দর চেয়ে দান করে তিনি বেশি আনন্দ ও খুশি হতেন। কোন অভাবী তার প্রয়োজন পেশ করলে তিনি তা নিজের প্রয়োজনের উপর প্রাধান্য দিতেন। আর তাঁর [ﷺ] দান-খয়রাত ছিল বিভিন্ন প্রকার। কখনো হেবা কখনো দান-খয়রাত আর কখনো হাদিয়া। আর কখনো তিনি কোন জিনিস ক্রয় করে ক্রয় মূল্যের চেয়েও বেশি দিতেন। আবার কার নিকট থেকে ঋণ নিলে পরিশোধের সময় তার চেয়েও উত্তম ও বেশি দিতেন। আবার কখনো কারো নিকট হতে কিছু ক্রয় করে তার মূল্য ও সামগ্রী উভয়টা ফেরত দিতেন। তাই তিনি ছিলেন সবার চেয়ে উদার প্রাণের মানুষ। তাঁর অন্তর ছিল সবার চেয়ে পবিত্র ও দানশীল। হে আল্লাহ! তাঁর প্রতি অগণিত দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

◆ বদান্যতা ও এহসানের ফজিলত:

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْۚ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ ٱللَّهِۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ٢٧٢ ﴾ البقرة: ٢٧٢

"আর যা তোমরা ভাল কিছু খরচ কর তা তোমাদের নিজেদের জন্য। আর একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য খরচ কর। ভাল যা কিছু তোমরা খরচ কর তার প্রতিদান তোমাদেরকে পূরিপূর্ণভাবে দেওয়া হবে। আর তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।" [সূরা বাকারা: ২৭২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا

بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি একটি খেজুর পিরমাণ পবিত্র উপার্জন থেকে দান করবে। আর আল্লাহ পবিত্র জিনিস ছাড়া কবুল করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ তা তাঁর ডান দাত দ্বারা কবুল করেন। অত:পর তা তার মালিকের জন্য প্রতিপালন করেন যেমনটি তোমাদের কেউ তার উটের বাচ্চাকে প্রতিপালন করে থাকে। এমনকি তা একদিন পাহাড়ের ন্যায় হয়ে যাবে।" [১]

◆ **দান গ্রহণের বিধান:**

যার নিকট তার চাওয়া ও অপেক্ষা ছাড়াই কোন সম্পদ আসে সে যেন তা গ্রহণ করে এবং তা প্রতাখ্যান না করে; কারণ ইহা রিজিক যা আল্লাহ তার জন্য পাঠিয়েছেন। যদি চাই তা দ্বারা সম্পদশালী হবে অথবা চাইলে দান করে দেবে।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْعَطَاءَ فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ: أَعْطِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ». متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] উমার ইবনে খাত্তাব [ﷺ]কে দান করলে উমার [ﷺ] রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলেন: হে আল্লাহর রসূল! আমার চেয়ে অভাবী ব্যক্তিকে দান করুন। তখন রসূলুল্লাহ [ﷺ] উমারকে বলেন: "গ্রহণ কর এবং তা দ্বারা মালদার হও অথবা অন্যকে দান করে দাও। এ ধরনের যে সম্পদ তোমার নিকট

[১]. বুখারী হাঃ নং ১৪১০ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১০১৪

আসে যার তুমি প্রতিক্ষা-আশা করনি কিংবা চাওনি তা গ্রহণ কর। এ ছাড়া অন্য কিছুর পিছনে তোমার প্রবৃত্তিকে পিছু করবে না।”[১]

◆ মুসলিম ও অন্য ধর্মালম্বীর উপর দান-খয়রাত করা জায়েজ।

◆ **কি দ্বারা হেবা সম্পাদন হয়:**

অন্যকে কোন বদলা ছাড়া সম্পদের মালিক বানানোর যে কোন শব্দ দ্বারা হেবা অনুষ্ঠিত হতে পারে। যেমন : তোমাকে হেবা করলাম অথবা তোমাকে হাদিয়া দিলাম কিংবা তোমাকে দান করলাম। আর প্রতিটি দানকৃত বস্তু যা হেবার প্রতি ইঙ্গিত করে তার দ্বারা। যে সকল বস্তু বিক্রি করা সঠিক তা হেবা করাও জায়েজ। আর হেবার বস্তু কমও যদি হয় তা ফেরত নেওয়া মকরুহ।

◆ **মানুষ তার সন্তানদেরকে কিভাবে দেবে:**

১. মানুষের জীবদ্দশায় তার সন্তানদেরকে দান করতে পারে তবে শর্ত হলো তাদের উত্তরাধিকারের হিসাবে সবাইকে সমপরিমাণে দিতে হবে। যদি কাউকে কারো উপরে প্রাধান্য দেয় তাহলে বেশিটা নিয়ে ও কমটা বেশি করে সমান করে দিবে।

২. যদি কোন ব্যক্তি তার কোন সন্তানকে কোন কারণবশত: যেমন: অভাব বা বয়স বেশি কিংবা সন্তান বেশি অথবা অসুস্থ বা জ্ঞানার্জনে ব্যস্ত ইত্যাদি, তাহলে এর জন্য তাকে বিশেষ ভাবে দেওয়া জায়েজ আছে। কিন্তু প্রাধান্য দিয়ে কাউকে বেশি দেওয়া হারাম।

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍرضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ:إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ فَقَالَ: لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « فَارْجِعْهُ».متفق عليه.

নু'মান ইবনে বাশীর [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, তার বাবা তাকে নিয়ে রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকটে গিয়ে বললেন, আমি আমার ছেলেটিকে আমার একটি দাস দান করেছি। রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন: “তোমার

[১]. বুখারী হাঃ নং ৭১৬৪ মুসলিম হাঃ নং ১০৪৫ শব্দ তারই

প্রতিটি সন্তানকে এরূপ দান করেছ? বাবা বললেন: না, তখন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন:“যা দান করেছ তা ফেরত নেও।”[১]

◆ **হেবা ফেরত নেয়ার বিধান:**

বাবা ছাড়া অন্য কারো জন্য হাতে কব্জাকৃত হেবায় ফিরে যাওয়া যাবে না। ছেলের যে সম্পদ প্রয়োজন নেই এবং তা নেওয়াতে তার কোন প্রকার ক্ষতিও নেই সে মাল বাবার জন্য ফেরত নেওয়া জায়েজ আছে। সন্তানের জন্য বাবার নেওয়া ঋণ ইত্যাদি চাওয়া জায়েজ নেই। কিন্তু বাবার প্রতি সন্তানের জন্য যতটুকু খরচ করা ওয়াজিব তা চাইতে পারে।

◆ **হাদিয়াদাতা ও হাদিয়াগ্রহণকারীর জন্য সুন্নত:**

হাদিয়া গ্রহণ করা মুস্তাহাব এবং তার বিনিময়ে তার মত বা তার চেয়ে উত্তম দেওয়া সুন্দর কাজ। যদি দেওয়ার মত কিছু না পায় তবে তার জন্য দোয়া করবে। মুশরেকের চিত্তাকর্ষণ ও ইসলাম গ্রহণের আশায় তাকে হাদিয়া দেওয়া ও তার থেকে নেওয়া জায়েজ আছে।

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ صُنِعَ إِلَيْـهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ».أخرجه الترمذي.

উসামা ইবনে জায়েদ [রাঃ] থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:“কারো প্রতি কেউ কোন অনুগ্রহ করলে যদি সে কর্তার জন্য বলে: [জাজাকাল্লাহু খাইরাা] অর্থ: আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন, তাহলে সে ভূয়সী প্রশংসা করল।”[২]

◆ **সর্বোত্তম দান-খয়রাত:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَجُـلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ؟ فَقَالَ:« أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ২৫৮৬ মুসলিম হাঃ নং ১৬২৩ শব্দ তারই
[২]. হাদীসটি সহীহ, রিমিযী হাঃ নং ২০৩৫ সহীহ সুনানে তিরমিযী হাঃ নং ১৬৫৭

تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى، وَلَا تُمْهِلَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَـــذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا أَلَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একজন মানুষ নবী [ﷺ]-এর নিকট এস বলল, হে আল্লাহর রসূল! কোন দানের প্রতিদান অধিক? তিনি [ﷺ] বললেন:"তোমার সুস্থ ও কৃপণ অবস্থার দান, যখন তুমি অভাব অনটনের ভয় কর এবং ধনী হওয়ার চেষ্টা কর। আর দানের ব্যাপারটা কণ্ঠনালীতে মৃত্যু আসা পর্যন্ত দেরী করবে না। এ সময় বলবে, অমুকের জন্য এত, অমুকের জন্য এত এবং অমুকের প্রতি আমার এত ঋণ আছ।"[১]

◆ **মৃত্যুর সময় দানের বিধান:**

যার মৃত্যু ভয়ঙ্কর যেমন: মহামারী-প্লেগ ইত্যাদি তার প্রতি উত্তরাধিকারীদের জন্য কিছু দান করা জরুরি না এবং করলে সঠিক হবে না। তবে মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীদের অনুমতিক্রমে করা যেতে পারে। অনুরূপ ভাবে যারা উত্তরাধিকারী না তাদের জন্য এক তৃতীয়াংশের অধিক দান করা জরুরি না এবং করলে সঠিক হবে না। তবে মৃত্যুর পরে উত্তরাধিকারীদের অনুমতিক্রমে জায়েজ।

◆ যদি কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের জন্য সুপারিশ করে এরপর সে জন্য তাকে হাদিয়া দেয় এবং সে তা গ্রহণ করে, তাহলে সে সুদের এক বিরাট অধ্যায় রচনা করল।

◆ **হাদিয়া ফেরত দেওয়ার বিধান:**

কারণবশত: হাদিয়া ফেরত দেওয়া জায়েজ আছে। যেমন: জানা গেল যে হাদিয়াদাতা এহসানের জন্য খোঁটা দেয়। অথবা এ দ্বারা সে তিরস্কার করে কিংবা মানুষের কাছে বলে বেড়াই ইত্যাদি। আর যদি হাদিয় চুরি করা বা লুণ্ঠন করা হয় তবে তা প্রত্যাক্ষান করা ওয়াজিব।

◆ **মুশরেককে হাদিয়া ও তার থেকে গ্রহণ করার বিধান:**

মন রঞ্জন ও ইসলাম কবুলের আশায় কোন মুশরেককে হাদিয়া দেওয়া ও তার থেকে গ্রহণ করা জায়েজ।

[১]. বুখারী হাঃ নং ১৪১৯ মুসলিম হাঃ নং ১০৩২

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۝٨ ﴾ [الممتحنة/٨].

"ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লাড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিস্কার করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন।" [সূরা মুমতাহিনা:৮]

وعن أنس رضي الله عنه قال: أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ جُبَّةُ سُنْدُسٍ وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا فَقَالَ : « وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا ».متفق عليه.

২. আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী [ﷺ]কে একটি রেশমির জুব্বা হাদিয়া দেওয়া হয়। তিনি [ﷺ] রেশমির কাপড় থেকে নিষেধ করতেন। মানুষ এ দেখে আশ্চর্য হলে নবী [ﷺ] বলেন:"যে সত্তার হাতে মুহাম্মদের জীবন তাঁর কসম! সা'দ ইবনে মু'য়াযের জান্নাতের রুমাল এর চাইতেও সুন্দর।"[১]

عَنْ أَسْمَاءَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدَهُمْ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُ أُمِّي؟ قَالَ:« نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ ».متفق عليه.

৩. আসমা [রা:] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, কুরাইশদের সাথে হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় আমার মুশরেকা মা আমার নিকট আসেন। আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করি, হে আল্লাহর রসূল! আমার মা আমার নিকট এসেছেন কিছুর পাওয়ার আশায়, আমি কি তার সাথে সম্পর্ক রাখব? তিনি [ﷺ] বলেন: হ্যাঁ, তুমি তার সাথে

[১]. বুখারী হা: নং ২৬১৫ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ২৪৬৯

সম্পর্ক রাখ।"[১]

◆ **কোন উপকারের জন্য হাদিয়া দেওয়ার বিধান:**

যে ব্যক্তি কোন দায়িত্বশীলকে কোন নাজায়েজ কাজ করার জন্য হাদিয়া দেয় তা হাদিয়াদাতা ও গ্রহীতা উভয়ের জন্য হারাম। ইহা এমন ঘুষ যা দাতা ও গ্রহীতা অভিশপ্ত। আর যদি হাদিয়া দায়িত্বশীলের জুলুম থেকে বাঁচার জন্য অথবা তার ওয়াজিব অধিকার নেওয়ার জন্য হয়, তাহলে এই হাদিয়া গ্রহীতার জন্য হারাম আর দাতার জন্য জায়েজ; কারণ এর দ্বারা সে তার অনিষ্ট থেকে বাঁচতে পারবে ও নিজের হক হেফাজত করতে পারবে।

◆ **উত্তম দান-খয়রাত:**

সর্বোত্তম ও উৎকৃষ্ট দান হচ্ছে যা অভাবমুক্ত অবস্থায় করা হয়। যাদের প্রতি খরচ করা ওয়াজিব তাদের দিয়েই শুরু করতে হবে। কারণ নবী [ﷺ] বলেছেন:

« ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا». يَقُولُ:فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ. أخرجه مسلم.

"তোমার নিজের দ্বারা আরম্ভ কর তার উপর দান কর। এরপর যদি কিছু অতিরিক্ত থাকে তবে তা তোমার পরিবারের জন্য। অত:পর তোমার পরিবারকে দেওয়ার পর কিছু বাঁচলে তা তোমার আত্মীয়-স্বজনের জন্য। যদি তোমার আত্মীয়-স্বজনকে দেওয়ার পর কিছু অতিরিক্ত থাকে তবে তা এরূপ ও এরূপ। তিনি বলেন: তোমার সামনের, ডানের ও বামের লোকদের জন্য।"[২]

◆ **ভাল কার্যাদিতে খচর করার ফজিলত:**

আল্লাহর রাহে এবং মুসলমানদের উপকারী খাতে বয় করা এক বিরাট নৈকট্য লাভের কাজ। এর সওয়াব দশগুণ থেকে সাতশত ও

[১]. বুখারী হা: নং ২৬২০ ও মুসলিম হা: নং ১০০৩ শব্দ তারই

[২]. মুসলিম হাঃ নং ৯৯৭

বহুগুণ পর্যন্ত বাড়তে থাকে। আর আল্লাহর রাস্তায় খচর করা সাতশত গুণ বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ যার জন্য চাইবেন বর্ধিত করবেন। আর ইহা খরচকারীর অবস্থা, নিয়ত, ঈমান, এখলাস, এহসান, দিলের উদারতা ও এ দ্বারা তার আনন্দের উপর বিভিন্ন স্তরের হয়ে থাকে। ইহারখরচের পরিমাণ, উপকার ও তার যথাস্থানে ব্যবহারের উপর নির্ভর করবে। অনুরূপ যা খরচ করা হচ্ছে তার পবিত্রতা ও খরচের পদ্ধতির উপরেও নির্ভর করবে।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٖ مِّاْئَةُ حَبَّةٖۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١﴾ البقرة: ٢٦١

“যারা তাদের সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে তাদের উদাহরণ হলো একটি দানার ন্যায়। যা থেকে সাতটি শিষ হয়। আর প্রতিটি শিষে একশত করে দানা হয়। আল্লাহ যার জন্য চান তার অধিক বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ বড় দানশীল ও জ্ঞানী।” [সূরা বাকারা:২৬১]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُم بِٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ سِرّٗا وَعَلَانِيَةٗ فَلَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٢٧٤﴾ البقرة: ٢٧٤

“যারা তাদের সম্পদ রাতে দিনে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করছে তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট প্রতিদান। আর তাদের নেই কোন প্রকার ভয়। আর না তারা কোন প্রকার চিন্তা-ভাবনা করবে।” [সূরা বাকারা: ২৭৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ». متفق عليه.

৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যখন তোমাদের কেউ তার ইসলামকে সুন্দর করে তখন তার কৃত প্রত্যেকটি ভাল কাজের বিনিময়ে তার জন্য দশগুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত লেখা হয়।"[১]

[১]. বুখারী হাঃ নং ৪২ মুসরিম হাঃ নং ১২৯ শব্দ তারই

২৫–অসিয়ত

◆ **অসিয়ত হচ্ছে:**

মরণের পর কোন লেনদেন কিংবা সম্পদের দান সম্পর্কে কৃত বিশেষ উপদেশ।

◆ **অসিয়ত বিধি-বিধান হওয়ার তাৎপর্য:**

আল্লাহ তা'য়ালা তদীয় রসূলের জবান দ্বারা এ ধরনের অসিয়ত প্রবর্তন করে স্বীয় বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ এবং দয়া প্রদর্শন করেছেন। একজন মানুষ মারা যাওয়ার পূর্বে তার সম্পদের কিছু অংশ কল্যাণের কাজে বরদ্দ করে যেতে পারে, যা দ্বারা ফকির ও মুখাপেক্ষীরা উপকৃত হয় এবং অসিয়তকারী ব্যক্তিও নিজ আমল থেকে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার পর এর সাওয়াব ও প্রতিদান লাভের সুযোগ পায়।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ ﴾ البقرة: ١٨٠

"আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের উপর অবধারিত করেছন যে, তোমাদের কারো মৃত্যু যখন উপস্থিত হয় তখন বাবা-মা ও স্বজনের উদ্দেশ্য সদভাবে অসিয়ত করে যায়। ধর্মভীরুদের এটা অবশ্য করণীয়।"
[সূরা বাকারা :১৮০]

◆ **অসিয়তের বিধান:**

১. অসিয়ত মুস্তাহাব সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে যার প্রচুর ধন–সম্পদ রয়েছে এবং তার সন্তান–সন্ততি অমুখাপেক্ষী। সে তার সম্পদের উর্ধ্বে এক তৃতীয়াংশ অসিয়ত করে যাবে, যা কল্যাণ ও মঙ্গলের কাজে ব্যয় হবে, যেন সে মৃত্যুর পর এর সওয়াব লাভে ধন্য হতে পারে।

২. ঐ ব্যক্তির উপর অসিয়ত ফরজ যার জিম্মায় আল্লাহর পাওনা কিংবা কোন মানুষের পাওনা রয়েছে অথবা তার নিকট অন্যের আমানত জমা আছে। এরূপ অবস্থায় সে লিখবে ও প্রকাশ করে যাবে যাতে করে কারো অধিকার নষ্ট না হয়। এমনি ভাবে যে ব্যক্তির প্রচুর

সম্পদ আছে তার প্রতি উত্তরাধিকারীদের ছাড়া অন্যান্য নিকটাত্মীয়দের জন্যে ঊর্ধ্বে এক তৃতীয়াংশ অসিয়ত করা উচিত।

৩. হারাম অসিয়ত হলো: উত্তরাধিকারীদের মধ্য হতে শুধু এক জনকে যেমন: স্ত্রী কিংবা নির্দিষ্ট কোন ছেলে-মেয়ের জন্য সম্পদের অসিয়ত করা।

◆ **অসিয়তকৃত সম্পদের পরিমাণ:**

যারা উত্তরাধিকারী রয়েছে তাদের জন্য বেশী সম্পদ রেখে যাওয়া অস্থায় এক পঞ্চমাংশ কিংবা এক চতুর্থাংশ অন্যের ক্ষেত্রে অসিয়ত করা সুন্নত। কিন্তু এক পঞ্চমাংশের ক্ষেত্রে অসিয়ত করা উত্তম। অনুত্তরাধিকারীর জন্য এক তৃতীয়াংশের অসিয়ত করা বৈধ। যে অভাবী ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা মুখাপেক্ষী তার জন্য অসিয়ত করা মকরুহ। যার উত্তরাধিকারী নেই তার পক্ষে পূর্ণ সম্পদের অসিয়ত বৈধ। যার উত্তরাধিকারী আছে তার পক্ষে কোন অজ্ঞাত লোকের জন্য এক তৃতীয়াংশের বেশি অসিয়ত বৈধ নয়। উত্তরাধিকারীদের ক্ষেত্রে অসিয়ত বৈধ নয়। যদি তার মাতা, পিতা, ভাই ইত্যাদির কারো জন্য হজ্ব কিংবা কুরবানির অসিয়ত করে তাবে তারা জীবিত থাকলে তা বৈধ; কেননা তা হচ্ছে সওয়ার দ্বারা তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের নামান্তর। এটি সেই অসিয়ত নয় যা দ্বারা মালিক বানানো উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে।

◆ **কর্তৃত্বের ব্যাপারে উইলকারীর পক্ষ থেকে জন্য শর্ত:**

যার উদ্দেশ্যে অসিয়ত করা হবে তার জন্য শর্ত হল মুসলিম, বিবেকবান, বিবেচনা ও অসিয়তকৃত বিষয়ে সুন্দর পরিচালনার সামর্থ্যবান হওয়া। অসিয়তকৃত ব্যক্তি পুরুষ হোক কিংবা মহিলা।

◆ **কার অসিয়ত সঠিক হবে:**

অসিয়ত বিশুদ্ধ হবে প্রত্যেক বুদ্ধিমান, সাবালকের পক্ষ থেকে এবং বিবেকবান বাচ্চা ও সম্পদ সম্পর্কে নির্বোধ ইত্যাদি নারী-পুরুষের পক্ষ থেকে।

◆ **অসিয়ত ও হেবার মাধ্যে পার্থক্য:**

অসিয়ত হলো: মৃত্যুর পরে দানের দ্বারা কাউকে মালিক বানানো। আর হেবা হলো: বর্তমানে অন্য কাউকে সম্পদের মালিক বানানো।

উভয়টি মুসলিম ও কাফেরের দ্বারা সঠিক হয়। আর উত্তম হলো জীবদ্দশায় ভাল কাজের জন্য অসিয়ত করা; কারণ দান ও হেবা বেঁচে থাকা অবস্থায় করা মৃত্যুর পরের চাইতে উত্তম।

◆ **অসিয়তের নিয়ম:**

অসিয়তকারীর মৌখিক উক্তি কিংবা লিখিত বক্তব্যের দ্বারা অসিয়ত বিশুদ্ধ হবে। এ ধরনের অসিয়ত লিখা ও তার উপর সাক্ষী রাখা মুস্তাহাব যার দ্বারা বিবাদের পথ তাতে বন্ধ হয়ে যায়।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ». متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [দ:] বলেছেন:"কোন মুসলিম ব্যক্তির জন্য এই অধিকার নেই যে, তার অসিয়ত করার কোন বস্তু থাকা সত্বেও অসিয়ত না লিখা ছাড়াই দুই রাত অতিবাহিত করে।"[১]

◆ অসিয়ত ফেরত নেয়া ও কম বেশি করা বৈধ আছে তবে মারা যাওয়ার পরে তা স্থির হয়ে যায়।

◆ **কার জন্য অসিয়ত জায়েজ:**

প্রতিটি মুসলিম ও কাফের ব্যক্তির জন্য অসিয়ত এমন বস্তুর ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ হবে যাতে বৈধ পন্থায় উপকৃত হওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এমনি ভাবে তা মসজিদ, সেতু ও মাদরাসার জন্য বিশুদ্ধ।

◆ **অসিয়তের ক্ষেত্রসমূহ:**

১. অসিয়ত মারা যাওয়ার পরে নির্দিষ্ট কিছু কাজের লেনদেনের মাধ্যমে হয়ে থাকে যেমন: তার মেয়েদেরকে বিবাহ দেয়ার অসিয়ত ও ছোটদের দেখা শুনা করা অথবা তার তৃতীয়াংশকে ভাগ করা। ইহা মুস্তাহাব কাজ ও সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য এমন নৈকট্যপূর্ণ কাজ যার উপর সে পুরস্কৃত হবে।

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ২৭৩৮ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৬২৭

২. অসিয়ত সম্পদ দান করা দ্বারা হতে পারে যেমন : তার সম্পদের এক পঞ্চমাংশে অসিয়ত করল ফকিরদের উদ্দেশ্যে কিংবা আলেম, দ্বীনের মুজাহিদ, মসজিদ নির্মাণ অথবা পানি পান করার কুপ খনন ইত্যাদি ক্ষেত্রে।

◆ অসিয়ত মুস্তাহাব সেই মাতা-পিতার (যেমন কাফের) ক্ষেত্রে যারা উত্তরাধিকার পাবেন না। এমনি ভাবে সেই সব নিকটাত্মীয় ফকিরদের ক্ষেত্রে যারা উত্তরাধিকার পাবে না; কেননা এটি এক দিকে সাদকা ও অন্য দিকে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার কাজ।

◆ **অসিয়ত পরিবর্তন করার বিধান:**

অসিয়ত ভাল ভাবে হওয়া অপরিহার্য। যদি অসিয়তকারী উত্তরাধিকারীদের ক্ষতি করতে ইচ্ছা করেন তবে তা হারাম হবে এবং সে এর জন্য পাপী হবে। পক্ষান্তরে অসিয়ত ইনসাফ ভিত্তিক হলে অসিয়তকৃতদের পক্ষে তা পরিবর্তন করা হারাম। যে ব্যক্তি জানবে যে, অসিয়তে জুলুম কিংবা পাপ রয়েছে তার পক্ষে অসিয়তকারীকে উত্তম ও ইনসাফের জন্য উপদেশ দেয়া সুন্নত এবং তাকে জুলুম থেকে নিষেধ করবে। কিন্তু সে যদি তা গ্রহণ না করে তবে অসিতকৃতদের মাঝে মীমাংসা করবে যাতে ইনসাফ, সন্তুষ্টি ও মৃত ব্যক্তির দায়িত্ব মুক্তি লাভ হয়।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعۡدَ مَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثۡمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ١٨١ فَمَنۡ خَافَ مِن مُّوصٖ جَنَفًا أَوۡ إِثۡمٗا فَأَصۡلَحَ بَيۡنَهُمۡ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ١٨٢ ﴾

البقرة: ١٨١ - ١٨٢

"অত:পর যে ব্যক্তি শুনার পর তা পরিবর্তন করেম তবে এর পাপ তাদেরই হবে যারা এর পরিবর্তন করবে; নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রতা, সর্বজ্ঞাতা। আর যে অসিয়তকারীর পক্ষ থেকে জুলুম কিংবা পাপের আশঙ্কা করে ফলে তাদের মাঝে মীমাংসা করে তবে তার উপর কোন পাপ নেই। অবশ্যই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াশীল।"

[সুরা বাকারা:১৮১-১৮২]

◆ **পাপের কাজে অসিয়ত করার বিধান:**

পাপের কাজে অসিয়ত করা হারাম। যেমন: গীর্জা ও মাজার নির্মাণ বিষয়ে অসিয়ত করা। চাই অসিয়তকারী মুসলিম হোক কিংবা কাফিক হোক।

◆ **অসিয়ত গ্রহণযোগ্য হওয়ার সময়:**

অসিয়ত সঠিক হওয়া না হওয়া মৃত্যুর সময়কার অবস্থা অনুযায়ী ধর্তব্য হবে। যেমন: কোন উত্তরাধিকারীর উদ্দেশ্যে অসিয়ত করল কিন্তু সে ব্যক্তির মৃত্যুর সময় অনুত্তরাধিকারী হয়ে পড়ল। যেমন: কেউ আপন ভাইয়ের জন্য অসিয়ত করে মারা গেল। মৃত্যুর পর তার একজন ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণ করল। এর দ্বারা ভাই মিরাছ থেকে বঞ্চিত হবে এবং তার অসিয়ত সঠিক হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি কোন ব্যক্তি অনুত্তরাধিকারীর উদ্দেশ্যে অসিয়ত করে কিন্তু মৃত্যুর সময় সে উত্তরাধিকারী হয়ে যায়। যেমন: ছেলে থাকা অবস্থায় ভাইয়ের উদ্দেশ্যে অসিয়ত করল। অত:পর তার ছেলে মারা গেল তখন অসিয়ত বাতিল হয়ে যাবে যদি উত্তরধিকারীরা তা সমর্থন না করে।

◆ কোন ব্যক্তি মারা গেলে সর্বপ্রথম তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। অ:তপর অসিয়তকৃত বস্তু এবং পরিশেষে উত্তরাধিকার বণ্টন।

◆ **অসিয়তকৃত ব্যক্তিদের দায়িত্বের বিধান:**

অসিয়তকৃত ব্যক্তি এক কিংবা একাধিক হতে পারে তবে যদি তারা একাধিক হয় এবং প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে অসিয়ত নির্দিষ্ট থাকে তবে যার যার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে তা বিশুদ্ব হবে। কিন্তু যদি একাধিক অসিয়তকৃতকে এক বিষয়ে অসিয়ত করে থাকে। যেমন : তার সন্তান কিংবা সম্পদের দেখা-শুনার ব্যাপারে অসিয়ত এমতাবস্থায় কোন একজনের পক্ষে একা কিছু হস্তক্ষেপ করা চলবে না।

◆ **অসিয়ত কবুল করার সময়:**

অসিয়তকৃত ব্যক্তির পক্ষে অসিয়তকারীর জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পরে অসিয়ত গ্রহণ করা চলে। আর যদি সে অসিয়তকারীর মৃত্যুর পূর্বে

কিংবা পরে তা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে, তাহলে তার অধিকার শেষ হয়ে যাবে; কারণ সে তা গ্রহণ করেনি।

◆ যখন অসিয়তকারী এই বলে অসিয়ত করবে যে, আমি অমুকের উদ্দেশ্যে আমার ছেলের উত্তরাধিকার পরিমাণ অথবা অন্য যে কোন উত্তরাধিকারীর সমান অসিয়ত করলাম, তখন তার জন্য মূল সম্পত্তির সাথে সেই পরিমাণ অংশ পাওনা বলে বিবেচিত হবে। যদি একাংশ কিংবা কিছু পরিমাণের ক্ষেত্রে অসিয়ত করে, তবে উত্তরাধিকারীরা ইচ্ছানুযায়ী তাকে কিছু দিয়ে দিবে।

◆ যখন কোন ব্যক্তি এমন কোন স্থানে মারা যাবে যেখানে কোন বিচারক কিংবা অসিয়তকৃত ব্যক্তি নেই। যেমন মরুভূমি ও শূন্য প্রান্তর তবে তার পার্শ্ববর্তী মুসলিমদের জন্য বৈধ যে, তারা তার পবিত্যক্ত সম্পক্তি আয়ত্ব করে সুবিধামত কাজে লাগাবে।

◆ **অসিয়তের বাক্য:**

অসিয়ত নামার প্রারম্ভে তাই লিখা মুস্তাহাব যা আনাস (রা:) থেকে সাব্যস্ত হয়েছে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: كَانُوا يَكْتُبُونَ فِي صُدُورِهِ وَصَايَاهُمْ هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلاَنُ ابْنُ فُلاَنٍ أَوْصَى أَنَّهُ :يَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ السَّاعّةَ آتِيَةٌ لاَرَيْبَ فِيْهَا، وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، وَأَوْصَى مَنْ تَرَكَ بَعْدَهُ مِنْ أَهْلِهِ أَنْ يَتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، وَأَنْ يُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ، وَيُطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ، وَأَوْصَاهُمْ بِمَا أَوْصَى بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ﴿يَٰبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾﴾ البقرة: ١٣٢. ثُمَّ يَذْكُرُ مَا يُرِيدُ أَنْ يُوْصِي بِهِ.أخرجه البيهقي والدارقطني.

আনাস ইবনে মালেক (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: সাহাবাগণ অসিয়ত নামার শুরুতে লিখতেন: এটি হচ্ছে অমুকের সন্তান অমুকের অসিয়ত। সে অসিয়ত করছে যে, সে সাক্ষ্য দিচ্ছে আল্লাহ ব্যতীত

সত্যিকার কোন মাবুদ নেই, তিনি একক তার কোন অংশীদার নেই এবং মুহাম্মদ [দ:] আল্লাহর বান্দা ও রসূল। নি:সন্দেহে কিয়ামত সমাগত, আল্লাহ কবর বাসীদেরকে অবশ্যই উঠাবেন। সে অসিয়ত করছে তার পরবর্তী পরিবারবর্গকে, তারা যেন প্রকৃত পক্ষে আল্লাহকে ভয় করে। নিজেরা পারস্পরিক সম্পর্ক সুন্দর রাখে এবং মুমিন হয়ে থাকলে আল্লাহ ও তদীয় রসূলের আনুগ্যত করে। সে তাদেরকে ঐ অসিয়ত করছে যা ইবরাহীম (আ:) ও ইয়াকূব (আ:) তাঁদের স্বীয় সন্তানদেরকে করেছিলেন এই বলে:

﴿يَٰبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ١٣٢﴾ البقرة: ١٣٢

“হে প্রিয় বৎস! আল্লাহ তোমাদের জন্য দ্বীন নির্বাচন করেছেন। অতএব, তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করবে না।” [সূরা বাকারা:১৩২] অত:পর সে যা অসিয়ত করতে চায় তা উল্লেখ করবে।[১]

◆ **নিম্নোক্ত বিষয়াদির ফলে অসিয়ত বাতিল হয়:**

১. অসিয়তকৃত ব্যক্তি যখন পাগল হয়ে যাবে।
২. অসিয়তের বস্তু যখন বিনষ্ট হয়ে যাবে।
৩. অসিয়তকারী যখন অসিয়ত থেকে প্রত্যাবর্তন করবে।
৪. অসিয়তকৃত ব্যক্তি যখন তা ফেরত দিবে।
৫. যখন অসিয়তকৃত ব্যক্তি অসিয়তকারীর পূর্বে মারা যাবে।
৬. যখন অসিয়তকৃত ব্যক্তি অসিয়তকারীকে হত্যা করবে।
৭. যখন অসিয়তের নির্ধারিত সময় পার হয়ে যাবে। অথবা যে ব্যাপারে অসিয়তকৃত ব্যক্তিকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল তার মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে।

[১]. হাদীসটি সহীহ, বাইহাকী হাঃ নং ১২৪৬৩ দারাকুতনীঃ ৪/১৪৫ ইরওয়াউল গালীল দ্রঃ হাঃ নং ১৬৪৭

২৬–দাস-দাসী মুক্তকরণ

◆ **দাস-দাসীদের মুক্তকরণ:**

কোন মামুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে তার গর্দানকে স্বাধীন করে দেয়ার নাম দাস মুক্তকরণ।

◆ ইসলামে মানুষ মাত্র সবাই স্বাধীন। কেবল একটি কারণ দ্বারা তাদের উপর গোলামীর বোঝা চাপে। আর তা হলো: যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী কাফের হিসাবে যখন কাউকে বন্দী করে আনা হবে। ইসলাম এমন দাস-দাসীদের গোলামীর কলঙ্ক মুক্ত করার জন্য বহুবিধ পন্থা নির্ধারণ করেছে। যেমন : রমজানের দিনে যে রোজাদার স্ত্রী সঙ্গম করে তার কাফফারার প্রথম ধাপে রেখেছে দাস মুক্তি। অনুরূপ ভাবে স্ত্রীকে জিহার তথা সে সকল নারীকে বিবাহ করা হারাম তাদের কারো অঙ্গের সাথে তুলনা করার কাফ্ফারা, ভুলবশত: হত্যার কাফ্ফারা এবং শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা ইত্যাদি।

◆ **দাস মুক্তির বিধান প্রবর্তনের তাৎপর্য:**

ইহা হচ্ছে নৈকট্য লাভের বড় একটি পুণ্যের কাজ; কেননা আল্লাহ তা'য়ালা একে হত্যাসহ অন্যান্য অপরাধের হাফ্ফারা বানিয়েছেন। এতে নিরাপরাধ মানুষকে গোলামীর শিকল থেকে মুক্ত করার ব্যবস্থা রয়েছে। এর দ্বারা সে নিজের ইচ্ছানুযায়ী জীবন ও সম্পদ পরিচালনার সুযোগ পায়। উল্লেখ্য যে সর্বাপেক্ষা উত্তম সদকা হচ্ছে তাই যার মূল্য সবচেয়ে বেশী ও যা তার মালিকের নিকট সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ও প্রিয়।

◆ **সর্বোত্তম দাস-দাসী আজাদ:**

عَنْ أَبِي ذَرٍّ الغِفَارِي رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُـــولَ الله! أَيُّ الأَعْمَـــالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: « إِيْمَانٌ بالله وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ » قَالَ قُلْتُ: أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَـــلُ؟ قَالَ: «أَغلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا ». متفق عليه.

আবু যার গেফারী [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহর রসূল! সর্বোত্তম আমল কি? তিনি [ﷺ] বললেন: আল্লাহর প্রতি

ঈমান ও আল্লাহর রাহে জিহাদ। তিনি [ﷺ] বলেন, আমি বললাম, কোন গোলাম আজাদ করা সর্বোত্তম? তিনি [ﷺ] বললেন:"যে গোলামের মূল্য বেশি এবং সে তার মালিকের নিকট উৎকৃষ্ট।"[১]

◆ **তাদবীর:**

মৃত্যুর সঙ্গে গোলাম আজাদ করার শর্ত করাকে তাদবীর বলে। যেমন: মালিক তার গোলামকে বলবে: যদি আমি মারা যায় তাহলে তুমি আমার মত্যুর পর আজাদ। অতএব, যখন সে মারা যাবে গোলাম আজাদ হয়ে যাবে যদি তা মালিকের সম্পদের এক তৃতীয়াংশের বেশি না হয়। কিন্তু বেশি হলে তা বিক্রি করা ও দান করা জায়েজ হবে।

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: بَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ فَبَاعَهُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ أَرْسَلَ بِثَمَنِهِ إِلَيْهِ». متفق عليه.

জাবের [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী [ﷺ]-এর নিকট খবর পৌঁছল যে, তাঁর সাহাবাদের মধ্যে একজন তার মৃত্যুর পরে গোলাম আজাদ করেছে। কিন্তু এ ছাড়া তার আর কোন সম্পদ নেই। নবী [ﷺ] গোলামটিকে আট শত দিরহাম দ্বারা বিক্রি করে সে মূল্য তার (আত্মীয়-স্বজনের) নিকট প্রেরণ করেন।"[২]

◆ **কি দ্বারা আজাদ হবে:**

দাস মুক্তি সেচ্ছায় বা অনিচ্ছাকৃত প্রত্যেক এমন শব্দ দারা হতে পারে যা উক্ত বিষয়কে বুঝায়। যেমন : তুমি স্বাধীন কিংবা মুক্ত ইত্যাদি। যে ব্যক্তি এমন আত্মীয়কে দাস-দাসী হিসাবে ক্রয় করবে যাকে গোলাম বানানো হারাম তবে মালিক হওয়ার সাথে সাথে সে স্বাধীন বলে বিবেচিত হবে। যেমন: মাতা–পিতা ইত্যাদি। যে দাসী স্বীয় মনিবের পক্ষ থেকে সন্তান প্রসব করবে সেই মুনিব মারা যাওয়ার সাথে সাথে উক্ত দাসী স্বাধীন হয়ে যাবে।

[১]. বুখারী হা: নং ২৫১৮ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ৮৪

[২]. বুখারী হা: নং ৭২৮৬ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ৯৯৭

◆ দাস মুক্তির ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنْ النَّارِ».متفق عليه.

আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী [ﷺ] বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ব্যক্তিকে স্বাধীন করবে, তার প্রত্যেকটি অঙ্গের বিনিময়ে আল্লাহ তা'য়ালা প্রতিটি অঙ্গকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করবেন।"[১]

◆ মুকাতাবাহ তথা দাস মুক্তির চুক্তি:

এটি হচ্ছে দাস-দাসীর পক্ষ থেকে মনিবকে দির্নিষ্ট অর্থের বিনিময়ে আজাদ করার নাম।

◆ দাস মুক্তির চুক্তির বিধান:

১. এটি ভাল দাস-দাসীর পক্ষ থেকে মনিবের নিকট প্রস্তাবিত হলে তা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿وَٱلَّذِينَ يَبۡتَغُونَ ٱلۡكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ فَكَاتِبُوهُمۡ إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِيهِمۡ خَيۡرٗاۖ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ ءَاتَىٰكُمۡۚ ۝٣٣﴾ النور: ٣٣

"তোমাদের দাস–দাসীদের মধ্যে যারা দাসত্ব মুক্তির লিখিত চুক্তি করতে চায় তোমরা সে চুক্তিতে আবদ্ধ হও যদি তোমরা তাদের মধ্যে কল্যাণের ব্যাপারে অবগত হও। আর আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা হতে তোমরা তাদেরকে দান কর।" [সূরা নুর: ৩৩]

২. মনিবের প্রতি ওয়াজিব হলো: উক্ত দাসকে তার অর্থের কিছু অংশ যেমন এক চতুর্থাংশ দিয়ে কিংবা তার দেনা-পাওনা মাফ করে তাকে সাহায্য করা। লিখিত চুক্তিধারী দাসকে বিক্রি করা বৈধ, তার ক্রেতা তার

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ২৫১৭ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৫০৯

চুক্তিদাতার স্থলাভিষিক্ত হবে, ফলে তার উপর যে মূল্য বর্তায় সে তা পরিশোধ করলে স্বাধীন হয়ে যাবে। কিন্তু অপারগ হলে দাসই থেকে যাবে।

হে আল্লাহ! আমাদের সকলের গর্দানকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করুন। আর দুনিয়ার অপদস্ত ও আখেরাতের আজাব থেকে নিস্কৃতি দান করুন।

পঞ্চম পর্ব

বিবাহ ও তার পরিশিষ্ট

এর মধ্যে রয়েছে:

১. বিবাহের বিধান।
২. তালাকের বিধান।
৩. রাজা'য়াত: স্ত্রীকে তালাকের পর পুনরায় গ্রহণের বিধান।
৪. খোলা তালাক: স্ত্রীর আগ্রহে (ক্ষতিপূরণ নিয়ে) প্রদত্ত তালক।
৫. ইলা: চার মাস স্ত্রীর সংস্পর্শ পরিত্যাগের কসম করা।
৬. জিহার: স্ত্রীকে মা অথবা কোন মুহাররামাতের সাথে উপমা দেওয়া।
৭. লি'আন: স্বামী-স্ত্রীর একে অপরকে অভিশাপ দেওয়া।
৮. ইদ্দত: তালাকপ্রাপ্তা ও বিধবা মহিলাদের বিশেষ কালক্ষেপণ।
৯. রেজা'য়াত: শিশুদের স্তন্যদান।
১০. সন্তান প্রতিপালন।
১১. খোর-পোষ ও ভরণ-পোষণ।

(খাদ্য ও পানীয় বস্তু, জবাই ও শিকার)

قال الله تعالى:

﴿ وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ ﴾ [الروم:٢١]

আল্লাহর বাণীঃ

“আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য তেকে তোমাদের স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।” [সূরা রূম:২১]

১. বিবাহ অধ্যায়

বিবাহর আহকাম

◆ **বিবাহর রহস্য:**

প্রতিটি সৃষ্টিকুলে বিবাহ ও বৈবাহিক সম্পর্ক আল্লাহ তা'য়ালা নিদর্শনসমূহের একটি নির্দশন। ইহা জীবজন্তু ও উদ্ভিদের মাঝে সাধারণভাবে উন্মুক্ত। আর মানুষের বিষয়টা আল্লাহ তার অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় যৌনচর্চা করার পথ উন্মুক্ত রাখেননি। বরং তার উপযুক্ত সম্মানজনক নিয়ম-কানুন নিদ্ধারণ করে দিয়েছেন। যার দ্বারা মানব জাতির মর্যাদার হেফাজত ও সম্মান সংরক্ষণ হয়। আর তা হলো শরিয়ত সম্মত বিবাহ। এ দ্বারা একজন পুরুষ অপর মহিলার সঙ্গে সম্মানজনক সম্পর্ক হয়। ইহা উভয়ের সন্তুষ্টি ও ইজাব-কবুল এবং ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের প্রতি পতিষ্ঠিত। ইহা দ্বারা সঠিক পন্থায় যৌন চাহিদা পূরণ হয়। আর বংশানুক্রম বিনষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পায় এবং হেফাজতে থাকে প্রত্যেক অনিষ্টকারীর অনিষ্ট থেকে নারীরা।

◆ **বিবাহর ফজিলত:**

বিবাহ সমস্ত নবী-রসূলগণের সবচেয়ে তাকিদপূর্ণ একটি সুন্নত। যে সুন্নতের ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা ও রসূলুল্লাহ [ﷺ] উৎসাহ প্রদান করেছেন।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ ﴾ الروم: ٢١

"আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিণীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পারিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নির্দেশনাবলী রয়েছে।" [সূরা রূম: ২১]

২. আরো আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ﴿٣٨﴾ ﴾ الرعد: ٣٨

"আপনার পূর্বে আমি অনেক রসূল প্রেরণ করেছি এবং তাঁদেরকে পত্নী ও সন্তান- সন্ততি দিয়েছি।" [সূরা রা'দ: ৩৮]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ». متفق عليه.

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন: আমরা নবী [ﷺ]-এর সাথে এমন সব যুবক ছিলাম যাদের কিছুই ছিল না। নবী [ﷺ] আমাদের জন্য বললেন:"হে যুবকের দল! তোমাদের মাঝে যে 'বা'আত' তথা শারীরিক, অর্থনৈতিক ক্ষমতা রাখে সে যেন বিবাহ করে; কারণ ইহা চক্ষুকে নিচু রাখে এবং যৌনাঙ্গকে হেফাজত করে। আর যে সামার্থ্য রাখে না তার প্রতি রোজা; কারণ রোজা হল তার যৌন ক্ষমতার জন্য দমনকারী।"[১]

◆ বিবাহ:

বিবাহ হচ্ছে শরিয়তের একটি বন্ধন, যার দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর আপোসে একে অপরকে সম্ভোগ করা হালাল হয়ে যায়।

◆ বিবাহ বৈধকরণের হিকমত:

১. বিবাহ এমন একটি কাজ যা দ্বারা সৎ পরিবেশ ও সুন্দর সমাজ গঠন এবং পারিবারিক বন্ধনকে মজবুত করার ব্যাপারে সাহায্য করে। আর জীবনকে পূত-পবিত্র ও হারামে পতিত হওয়া থেকে হেফাজত রাখে। ইহা এক বাসস্থান ও প্রশান্তি। এর দ্বারা সৃষ্টি হয় ভালোবাসা, প্রণয়, মিল-মহব্বত ও স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিস্তার লাভ করে প্রফুল্লতা।

[১].বুখারী হাঃ নং ৫০৬৬ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৪০০

২. বিবাহ হচ্ছেঃ সন্তান জন্মের সর্বোত্তম পন্থা এবং বংশ কুল হেফাজতের সাথে সাথে বংশ বিস্তার করার বৈধ পদ্ধতি। এর দ্বারা জন্ম নেয় আপোসের মাঝে পরিচিতি, সাহায্য-সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব।
৩. বিবাহ হচ্ছেঃ যৌন চাহিদা পূরণের এক উত্তম পন্থা এবং বিভিন্ন ধরণের রোগ-বালা থেকে নিরাপদে থেকে যৌন ক্ষুধা পূরণ করার একমাত্র বৈধ পথ।
৪. বিবাহর দ্বারা সৎ পরিবার গঠন হয়, যা সুন্দর সমাজের জন্য একটি ভাল বীজ স্বরূপ। স্বামী কষ্ট করে উপার্জন করে, খরচ ও ভরণ পোষণ করে আর স্ত্রী সন্তানদের প্রতিপালন করে এবং সংসার পরিচালনা ও জীবিকা নিয়ন্ত্রণ করে। এর দ্বারা সুসংগঠিত হয় সমাজের অবস্থা।
৫. বিবাহ দ্বারা পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব স্বভাব পরিতৃপ্তি হয় যা সন্তানদের উপস্থিতিতে বৃদ্ধি পায়।

◆ বিবাহর বিধানঃ

১. যার যৌন চাহিদা রয়েছে এবং জেনায় ফেঁসে যাওয়ার ভয় নেই তার জন্য বিবাহ করা সুন্নত; কারণ এর মাঝে রয়েছে নারী-পুরুষ ও উম্মতের অনেক উপকার।
২. যে ব্যক্তি বিবাহ না করলে জেনায় ফেঁসে যাওয়ার ভয় রয়েছে তার প্রতি বিবাহ করা ওয়াজিব। নব দম্পতি তাদের বিবাহ দ্বারা নিজেদেরকে পূত-পবিত্র এবং আল্লাহর হারামকৃত জেনায় পতিত হওয়া থেকে হেফাজতের নিয়ত করবে। এর ফলে তাদের মধুর মিলন হবে সদকায় পরিণত।

◆ স্ত্রী নির্বাচনঃ

বিবাহ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য স্নেহময়ী, ঘন ঘন বাচ্চা দেয় এমন, কুমারী, দ্বীনদার ও সতী-সাধ্বী নারীকে বিবাহ করা সুন্নত।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:« تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ».متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "নারীদেরকে চারটি জিনিসের জন্য বিবাহ করা হয়। (এক) সম্পদের জন্য। (দুই) বংশ-বুনিয়াদের জন্য। (তিন) সৌন্দর্যের জন্য। (চার) দ্বীনের জন্য। অতএব, দ্বীনদারকেই অগ্রাধিকার দাও। তোমার হাত ধূসরিত (মঙ্গল) হক।"[১]

◆ **সর্বোত্তম নারী:**

সর্বোত্তম মহিলা হলো সেই সৎ নারী যার প্রতি তার স্বামী দৃষ্টি দিলে মনে আনন্দ পায়, নির্দেশ করলে তার আনুগত্য করে। আর স্বামীর বিপরীত চলে না এবং তার নিজের ও সম্পদের ব্যাপারে স্বামী ও তাঁর রসূল যা ঘৃণা করে তা করে না। তার প্রতি আল্লাহর যা আদেশ তা পালন করে এবং যা নিষেধ তা হতে বিরত থাকে।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« الـــدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا **الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ**».أخرجه مسلم.

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [ﷺ] কর্তৃক বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেছেন:"সমস্ত দুনিয়াটা উপকারী বস্তু আর সর্বোত্তম দুনিয়ার উপকারী বস্তু হচ্ছে সৎ স্ত্রী।"[২]

◆ **একাধিক বিবাহ বৈধকরণের হিকমত:**

আল্লাহ তা'য়ালা একজন পুরুষের জন্য ঊর্ধ্বে চারজন নারীকে বিবাহ করা বৈধ করেছেন এর অতিরিক্ত চলবে না। কিন্তু শর্ত হলো তার শারীরিক, অর্থনৈতিক ও তাদের মাঝে ইনসাফ করার ক্ষমতা থাকতে হবে। একাধিক বিবাহর মাঝে রয়েছে বহুবিদ উপকার। যেমন: লজ্জাস্থানের হেফাজত, যাদের বিবাহ করবে তাদেরকে পূত-পবিত্র রাখা এবং তাদের প্রতি এহসান করা। এ ছাড়া বংশের বিস্তার লাভ, যার দ্বারা উম্মতের সংখ্যা এবং আল্লাহর এবাদতকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অতএব, যদি ভয় করে যে, তাদের মাঝে ইনসাফ করতে পারবে না

[১]. বুখারী হাঃ নং ৫০৯০ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৪৬৬

[২]. মুসলিম হাঃ নং ১৪৬৭

তাহলে শুধুমাত্র একজন স্ত্রীকে বিবাহ করবে অথবা দাসী গ্রহণ করবে। আর দাসীর জন্য আলাদা কোন দিন ভাগ করা ওয়াজিব নয়।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾ ﴾ النساء: ٣

“আর যদি এতিম মেয়েদের হক যথাযথভাবে পূরণ করতে পারবে না এ ভয় কর, তবে সেসব মহিলাদের মধ্য হতে যাদের ভাল লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে, তাদের মাঝে ন্যায়-সঙ্গত আচরণ করতে পারবে না তবে একটিই; অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে; এতেই পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সম্ভবনা রয়েছে।”
[সূরা নিসা: ৩]

২. প্রজ্ঞাময় মহাজ্ঞানী আল্লাহ একাধিক বিবাহকে যখন বৈধ করেছেন তখন অন্য দিকে ইহা নিজস্ব আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে হারাম করে দিয়েছেন। যেমন: দু'বোনকে একত্রে বিবাহ করা হারাম। অনুরূপ ফুফু ও ভাতিজীকে এবং খালা ও ভাগিনীকে; কারণ এর ফলে সৃষ্টি হবে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন ও জন্ম নিবে বিভিন্ন ধরণের আপোসে দুশমনি। নিশ্চয় সতিনদের মাঝের ঈর্ষা বড় কঠিন।

◆ **বিবাহর পয়গামের জন্য কি করবে:**

যে ব্যক্তি কোন নারীকে বিবাহ করতে চায় তার জন্য মুস্তাহাব হলো: একাকি নির্জনতা ছাড়াই মেয়ের এমন কিছু অংশ দেখা যা তাকে বিবাহর জন্য আকৃষ্ট করে। তার সঙ্গে করমর্দন করবে না এবং শরীরের কোন অংশ স্পর্শ করবে না ও তার যা দেখবে তা কোথাও প্রকাশও করবে না। নারীও তার পয়গামদাতাকে দেখবে। আর যদি নিজে দেখা সম্ভবপর না হয় তবে বিশ্বস্ত কোন মহিলাকে দেখার জন্য পাঠাবে, সে দেখে এসে তার বর্ণনা দিবে।

◆ কোন মহিলা স্বামীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বিবাহ করলে সর্বশেষ স্বামীই কিয়ামতের দিন স্বামী হিসাবে পাবে।

◆ **অন্য ভাইয়ের পয়গামের উপর পয়গাম দেওয়ার বিধান:**

পয়গাম বা অন্য কোন ব্যাপারে ছবি দেওয়া-নেওয়া হারাম। আর পুরুষের প্রতি হারাম হলো অন্য ভাইয়ের পয়গামের উপর পয়গাম দেওয়া। তবে যদি প্রথম জন ছেড়ে দেয় বা তাকে অনুমতি দেয় কিংবা মেয়ের পক্ষ থেকে প্রথম ব্যক্তিকে না করে দেয়, তাহলে কোন অসুবিধা নেই। যদি প্রথম ব্যক্তির পয়গামের উপর পয়গাম দেয় আর বিবাহ হয়ে যায়, তবে আকদ সহীহ হয়ে যাবে কিন্তু সে গুনাহগার হবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমান বলে বিবেচিত হবে।

◆ মেয়ের গার্জিয়ানের প্রতি ওয়াজিব হলো: একজন সৎ ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেয়ার ব্যাপারে চেষ্টা-তদবির করা। মেয়ের বা বোনের কোন ভাল ও সৎ ছেলের নিকট বিয়ে দেয়ার জন্য প্রস্তাব করায় কোন অসুবিধা বা দোষের কথা নয়।

◆ **ইদ্দপালনকারিণীকে বিবাহর পয়গাম দেওয়ার বিধান:**

মৃত স্বামী বা তালাকে বায়েনার ইদ্দত পালনকারী মহিলাকে সুস্পষ্টভাবে বিবাহর প্রস্তাব দেয়া হারাম। তবে অস্পষ্টভাবে প্রস্তাব দেয়া জায়েজ। যেমন: পুরুষ বলবে: আমি তোমার মতকে চাই। নারী উত্তরে বলবে: তোমাকে ছাড়া আর কাউকে চাই না ইত্যাদি।

◆ তিন তালাকের কম তালাকে বায়েনার ইদ্দত পালনকারিণী নারীকে স্পষ্ট ও অস্পষ্ট দু'ভাবেই পয়গাম দেয়া বৈধ। কিন্তু রাজ'য়ী তালাকের ইদ্দত পালনকারিণীকে স্পষ্ট ও অস্পষ্ট যে কোন ভাবেই পয়গাম দেয়া হারাম।

◆ **বিবাহর আকদ সহীহ হওয়ার তিনটি রোকন:**

১. বিবাহ সহীহ হওয়ার কোন বাধা ছাড়াই (যেমন : দুধপান ও ভিন্ন দ্বীন ইত্যাদি) বর-কণের অস্তিত্ব থাকা।
২. ইজাব পাওয়া: মেয়ের অলি কিংবা তার প্রতিনিধির পক্ষ থেকে এ বলা যে, আমি তোমার সাথে অমুক মেয়ের বিবাহ দিলাম কিংবা তোমাকে মালিক বানিয়ে দিলাম ইত্যাদি শব্দ।
৩. কবুল পাওয়া: স্বামী অথবা তার উকিলের পক্ষ থেকে বলা: আমি এ বিবাহ কবুল করলাম... ইত্যাদি শব্দ বলা।

অতএব, যখন ইজাব ও কবুল পাওয়া যাবে, তখন বিবাহের আকদ হয়ে যাবে।

◆ **বিবাহ দেয়ার জন্য নারীদের অনুমতি নেওয়ার বিধান:**

মেয়ে কুমারী হোক বা বিবাহিতা হোক তার অলির প্রতি ওয়াজিব হলো: বিবাহ দেয়ার পূর্বে তার অনুমতি গ্রহণ করা। নারী যাকে ঘৃণা করে তার সঙ্গে বিয়ের জন্য তাকে বাধ্য করা জায়েজ নেই। যদি তার অনুমতি ও সন্তুষ্টি ছাড়াই তার বিবাহ দেয় তবে তার বিয়ের আকদ বাতিল করার অধিকার রয়েছে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لَا تُنْكَحُ الْـأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ:« أَنْ تَسْكُتَ ». متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] কর্তৃক বর্ণিত নবী [ﷺ] বলেছেন:" বিবাহিতা নারীর নির্দেশ তলব ছাড়া তার বিয়ে দেয়া চলবে না এবং কুমারী নারীর অনুমতি ব্যতিরেকে বিবাহ দেয়া যাবে না।" তাঁরা (সাহাবায়ে কেরাম) বললেন: কুমারীর অনুমতি আবার কিভাবে? তিনি [ﷺ] বললেন: "তার চুপ থাকই অনুমতি।"[১]

عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ رضي الله عنها: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا. أخرجه البخاري.

২. খানসা বিনতে খেযাম আনসারী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি একজন বিবাহিতা নারী ছিলেন তার বাবা তার অনুমতি ছাড়াই বিবাহ দেন। আর তিনি এ বিবাহকে অপছন্দ করেন। ফলে রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকটে আসলে তিনি [ﷺ] তার বিবাহকে বাতিল করে দেন।"[২]

◆ নয় বছরের কম বয়সের মেয়ের অনুমতি ও সন্তুষ্টি ছাড়াই তার জন্য উপযুক্ত ছেলের সঙ্গে বিবাহ দেয়া বাবার জন্য জায়েজ।

---

[১].বুখারী হাঃ নং ৫১৩৬ মুসলিম হাঃ নং ১৪১৯

[২].বুখারী হাঃ নং ৫১৩৮

◆ বিবাহর পয়গামের আংটির নামে পুরুষের জন্য স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করা চলবে না; কারণ ইহা শরিয়তে হারাম ও কাফেরদের সাথে সদৃশ।

◆ **বিবাহর খুৎবার বিধান:**

আকদকারীর জন্য মুস্তাহাব হলো: আকদের পূর্বে খুৎবায়ে হাজাত পড়া যেমন :খুৎবাতুল জুমায় উল্লেখ হয়েছে। ইহা বিবাহ ও অন্যান্য খুৎবার জন্য প্রযোজ্য। তা হলো "ইন্নাল হামদা লিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়া নাসতাঈনুহ্ --------" অত:পর খুৎবায় উল্লেখিত আয়াতসমূহ পাঠ করবেন। এরপর তাদের মাঝে আকদ তথা বন্ধন করে দিবেন এবং দু'জন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ সাক্ষী রাখবেন।

◆ **বিবাহর শুভেচ্ছা বিনিময়ের বিধান:**

বিবাহর শুভেচ্ছা দেয়া মুস্তাহাব।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَّأَ قَالَ:« بَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ». أخرجه أبوداود وابن ماجه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করার সময় বলতেন: "বাারাকাল্লাহু লাকুম, ওয়া বাারাকা 'আলাইকুম, ওয়া জামা'আ বাইনাকুমাা ফী খাইর।"[১]

অর্থ: আল্লাহ তোমাদের জন্য ও তোমাদের প্রতি বরকত দান করুন এবং তোমাদের দু'জনের মাঝে কল্যাণময় সুসম্পর্ক করে দেন।

◆ আকদের পরে স্বামীর জন্য তার স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে এবং নির্জনে হওয়া ও উপভোক করা জায়েজ; কারণ সে এখন তার স্ত্রী। কিন্তু এ সবই পয়গামের পরে ও আকদের পূর্বে হারাম।

◆ **নারীর আকদের সময়:**

পবিত্র ও মাসিক অবস্থায় নারীর বিবাহর আকদ করা জায়েজ। কিন্তু মাসিক অবস্থায় তালাক দেয়া হারাম। আর পবিত্র অবস্থায় তালাক দেয়া জায়েজ। এর বিধান পরে আসবে -ইনশাা আল্লাহ-।

---

[১].হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাঃ নং ২১৩০, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ১৯০৫ শব্দ তারই

◆ **বিবাহর শর্তসমূহ:**

বিহবাহ সঠিক হওয়ার জন্যে শর্ত হলো:

✓ বর-কণের নির্দিষ্টকরণ।

✓ বর- কণের উভয়ের সন্তুষ্টি।

✓ অলি: অলি ছাড়া কোন মহিলার বিবাহ জায়েজ নেই।

✓ মোহরানা দ্বারা বিবাহ হওয়া।

✓ বর-কণেকে নিষেধাজ্ঞা হতে মুক্ত হওয়া যেমন: দু'জনের বা কোন একজনের মাঝে এমন কিছু পাওয়া, যা বিবাহকে বারণ করে। চাই তা বংশের জন্য হোক বা অন্য কোন কারণের জন্য হোক যেমন: দুধপান ও ভিন্ন ধর্মালম্বী ইত্যাদি।

◆ **অলির জন্য শর্ত:**

অলিকে পুরুষ, স্বাধীন, সাবালক (প্রাপ্তবয়স্ক), বিবেকবান ও ন্যায়পরায়ণ হওয়া শর্ত। বর-কণের দ্বীন একই হওয়া শর্ত। নও মুসলিমা নারী যার কোন অলি নেয় তার অলি দেশের বাদশাহ নিজেই বা তাঁর প্রতিনিধি। অলি: মেয়ের বাবা, তিনিই তার বিয়ে দেয়ার সবচেয়ে বেশী হকদার। অত:পর বাবা যার অসিয়ত করবেন। এরপর দাদা। এরপর ছেলে অত:পর ভাইয়ের পর চাচা। অত:পর বংশের সবচেয়ে নিকটের আসাবা[১], এরপর দেশের বাদশাহ।

◆ **বিবাহর আকদের সময় সাক্ষী রাখার বিধান:**

বিয়ের আকদের জন্য দু'জন বিবেকবান ও সাবালক এবং ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী রাখা ওয়াজিব। যদি বিবাহর প্রচার হয় এবং তার উপর দু'জন সাক্ষী রাখা হয় তবে উত্তম। আর যদি দু'জন সাক্ষী ছাড়াই প্রচার হয় অথবা সাক্ষী রাখা হয় প্রচার ব্যতীত তবুও বিবাহ সহীহ হবে।

◆ যখন নিকটের অলি বাধা দিবে অথবা অলির যোগ্য না কিংবা অনুপস্থিত থাকবে যার সাক্ষাৎ কষ্ট ছাড়া অসম্ভব, এমন অবস্থায় তার পরের স্তরের অলি বিবাহ দিবেন।

---

[১]. আসাবা বলা হয়: নিকটাত্মীয় না থাকা অবস্থায় দূরবর্তী যেসব আত্মীয়-স্বজন মৃতের উত্তরাধিকার লাভ করে।

◆ **অলি ছাড়া বিবাহের বিধান:**

অলি ছাড়া বিবাহ বাতিল। বিচারকের নিকট তার বিয়ে বিচ্ছেদ অথবা স্বামী থেকে তালাক করানো ওয়াজিব। আর যদি বাতিল বিয়ের দ্বারা সহবাস হয় তবে স্ত্রীর যৌনাঙ্গ হালাল করার জন্য মহরে মিছিল দিতে হবে।

◆ **বিবাহতে কুফু তথা উপযুক্ততা:**

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে উপযুক্ত হওয়ার জন্য গ্রহণযোগ্য শর্ত হলো: দ্বীন ও স্বাধীনতা। অতএব, অলি যদি সতী-সাধ্বী মেয়ের কোন ফাজের তথা পাপিষ্ঠ-লম্পটের সাথে কিংবা স্বাধীন নারীকে কোন দাসের সঙ্গে বিবাহ দেয়, তবে বিয়ে সহীহ হবে। কিন্তু নারীর জন্য অধিকার রয়েছে বিবাহ বন্ধনে থাকা অথবা বিয়ে বিচ্ছেদ করা।

◆ **স্বামী-স্ত্রীর মিলনের উদ্দেশ্য:**

সহবাসের উদ্দেশ্য তিনটি:

বংশ বিস্তারের ধারাবাহিকতা সংরক্ষণ। যে পানি আটকিয়ে রাখলে ক্ষতি তা বেরকরণ। এ ছাড়া যৌন ক্ষুদা পূরণ এবং আল্লাহর দেয়া নেয়ামত দ্বারা মজা ও তৃপ্তি লাভকরণ। আর শেষেরটি শুধুমাত্র জান্নাতে হবে এবং পূর্ণতার চরম শিখরে পৌঁছবে।

◆ **স্বামী যখন বাসর ঘরে স্ত্রীর নিকট প্রবেশ করবে তখন কি করণীয়:**

১. স্বামী যখন স্ত্রীর নিকট বাসর ঘরে প্রবেশ করবে তখন স্ত্রীর প্রতি সদয়, সহনুভূতি ও ভালোবাসা প্রকাশ করবে। আর মাথার অগ্রভাগে হাত রেখে বিসমিল্লাহ বলবে ও বরকতের জন্য দোয়া করবে। অত:পর বলবে:

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ». أخرجه أبوداود وابن ماجه.

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা খাইরাহাা ওয়া খাইরা মাা জাবালতাহাা 'আলাইহ্ , ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন শাররিহাা ওয়া মিন শাররি মাা জাবালতাহাা আলাইহ্।"[১]

[১].হাদীসটি হাসান, আবূ দাউদ হাঃ নং ২১৬০ শব্দ তারই, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ২২৫২

২. মিলনের সময় হাদিসে উল্লেখিত দোয়াটি পড়া সুন্নত। দোয়াটি হলো:

« بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا» فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا».متفق عليه.

"বিসমিল্লাহ, আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ শাইত্ব-না ওয়া জান্নিবিশ শাইত্ব-না ম্যা রাজাক্বতানাা।"

যদি এ মিলনে তাদের মাঝে সন্তান হয় তবে শয়তান তার কখনোই ক্ষতি করতে পারবে না।"[১]

৩. স্বামীর জন্য স্ত্রীর যোনীপথে সামনে থেকে বা পিছন থেকে যে কোন ভাবে মিলন করা জায়েজ। আর স্ত্রীর মলদ্বারে মিলন করা হারাম।

◆ **স্বামী-স্ত্রীর একসাথে গোসল করার বিধান:**

স্বামী-স্ত্রী সহবাস করার পর দ্বিতীয় বার মিলন করতে চাইলে সালাতের ওযুর মত ওযু করা সুন্নত। ইহা দ্বিতীয় বারের জন্য প্রফুল্লতা সৃষ্টি করে। তবে গোসল করে দ্বিতীয় বার মিলন করাই উত্তম। তাদের দু'জনের জন্য একই স্থানে একসাথে বাথরুমে গোসল করা জায়েজ; যদিও একে অপরের সর্বাঙ্গ দেখে তবে কোন অসুবিধা নেই।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ فِي الْقَدَحِ وَهُوَ الْفَرَقُ وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ. قَالَ قُتَيْبَةُ: قَالَ سُفْيَانُ: وَالْفَرَقُ: ثَلَاثَةُ آصُعٍ.متفق عليه.

আয়েশা (রা:) কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করতেন। পাত্রটি 'ফারাক' পরিমাণ পানি ধরত। (আয়েশা) বলেন: আমি এবং রসূলুল্লাহ [ﷺ] একটি পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করতাম। কুতাইবা (রহ:) বলেন: সুফিয়ান (রহ:) বলেন: 'ফারাক' তিন সা' (প্রায় ৭.৫ লিটার পানি)

◆ স্বামী-স্ত্রী সহবাসের পর ওযু করে ঘুমানো মুস্তাহাব-উত্তম।

[১].বুখারী হাঃ নং ৬৩৮৮ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৪৩৪

মুহাররামাত

(যে সকল নারীদের বিবাহ করা হারাম)

◆ যে ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিবাহ করতে চায় তার জন্য শর্ত হলো সে যেন তার কোন মুহাররামাত নারী না হয়।

◆ **মহিলাদের মুহাররামাত দু'প্রকার:**

১. চিরস্থায়ী মুহাররামাত-এরা আবার তিন প্রকার:

(ক) বংশের দিক থেকে মুহাররামাত:

এরা হলো: মা, যতই উপরের হোক, মেয়ে যতই নিচের হোক, সর্বপ্রকার বোন-সহোদর, বৈমাত্রেয়া ও বৈপিত্রেয়া, খালা, ফুফু, ভাতিজী এবং ভাগিনী।

(খ) স্তন্যপানের দ্বারা মুহাররামাত:

বংশের রক্তের দ্বারা যেমন মুহাররামাত সাব্যস্ত হয় তেমনি স্তন্যপানের দ্বারাও মুহাররামাত সাব্যস্ত হয়। সুতরাং বংশের রক্তের যে সকল মহিলা হারাম হয় অনুরূপ স্তন্যপানের দ্বারাও হারাম হয়। কিন্তু দুধ ভাইয়ের মা ও দুধ ছেলের বোন স্তন্যপানের দ্বারা হারাম হবে না।

◆ যে দুধপানের দ্বারা মুহাররামাত সাব্যস্ত হয় তা হলো: শিশু অবস্থায় দু'বছর বয়সের মধ্যে পাঁচ ও ততোধিকবার কোন নারীর দুধ পান করা।

(গ) বৈবাহিকসূত্রে মুহাররররামাত:

এরা হলো: স্ত্রীর আপন মা, মিলন হয়েছে এমন স্ত্রীর অন্য স্বামীর ঘরের মেয়ে, বাবার স্ত্রীগণ ও ছেলের স্ত্রী।

বংশের দ্বারা ৭জন মুহাররামাত ও স্তন্যপানের দ্বারা অনুরূপ ৭জন এবং বৈবাহিকসূত্রে ৪জন। সর্বমোট ১৮জন মুহাররামাত।

আল্লাহর বাণী:

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَـٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّـٰتُكُمْ وَخَـٰلَـٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَـٰتُكُمُ ٱلَّـٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَـٰعَةِ

وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾ النساء: ٢٣

"তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভাতিজী, ভাগিনী, তোমাদের সে মাতা, যারা তোমাদেরকে স্তন্যপান করিয়েছে, তোমাদের দুধ-বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মাতা, তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছ সে স্ত্রীদের কন্যা-যারা তোমাদের লালন-পালনে আছে। যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক, তবে এ বিবাহে তোমাদের কোন গোনাহ নেই। তোমাদের ঔরষজাত পুত্রদের স্ত্রী এবং দুই বোন একত্রে বিবাহ করা; কিন্তু যা অতীত হয়ে গেছে। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।" [সূরা নিসা:২৩]

◆ স্থায়ী মুহাররামাতের কারণ হচ্ছে: বংশ, স্তন্যপান ও বৈবাহিকসূত্র।

◆ **বংশের দ্বারা হারামের মূলনীতি:**

পুরুষের বংশের সকল আত্মীয় তার প্রতি হারাম কিন্তু চাচার মেয়েরা, ফুফুর মেয়েরা, মামার মেয়েরা এবং খালার মেয়েরা, এরা চার প্রকার তার জন্য হালাল।

২. কিছু সময়ের জন্য যাদের সঙ্গে বিবাহ হারাম তারা হলো:

(ক) দু'বোনকে একত্রে, ফুফু ও তার ভাতিজীকে একত্রে, খালা ও ভাগিনীকে একত্রে। চাই এরা বংশের হোক বা দুধের হোক। যখন একজন মারা যাবে বা তালাক দিয়ে দিবে তখন অপরজনকে বিবাহ করা হালাল হয়ে যাবে।

(খ) ইদ্দত পালনকারিণী: যতক্ষণ সে তার ইদ্দত থেকে বের না হবে।

(গ) তিন তালাকপ্রাপ্তা নারী: যতক্ষণ সে অন্য স্বামী গ্রহণ করে একে অপরের মধু পান না করবে এবং স্বেচ্ছায় তালাক বা মারা না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না।

(ঘ) হজ্ব বা উমরার ইহরাম অবস্থায়, যতক্ষণ হালাল না হবে।

(ঙ) মুসলিম নারী কাফের পুরুষের জন্য যতক্ষণ সে ইসলাম গ্রহণ না করবে।

(চ) ইহুদি ও খ্রীষ্টান মহিলা ছাড়া অন্য কোন কাফের নারী যতক্ষণ সে ইসলাম গ্রহণ না করে ততক্ষণ কোন মুসলিমের জন্য বিয়ে করা হারাম।

(ছ) অন্যের স্ত্রী বা ইদ্দত পালনকারিণী মহিলা। কিন্তু যদি দাসীতে পরিণত হয় তাহলে তখন জায়েজ হবে।

(জ) ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ একজন অন্যের জন্য হারাম যতক্ষণ সে তওবা না করে এবং ইদ্দত শেষ না হয়।

এসব নারী নিষিদ্ধতা দূর না হওয়া পর্যন্ত হারাম।

(ঝ) উভয় লিঙ্গের খুনছা (হিজড়া)কে যতক্ষণ পর্যন্ত তার বিষয় সুস্পষ্ট না হয়।

- জেনার দ্বারা যে মেয়ে হয় তাকে বিয়ে করা হারাম। অনুরূপ জেনার দ্বারা যে ছেলে তার সাথে সে মার বিয়েও হারাম।
- কোন দাস তার কর্ত্রীকে বিবাহ করবে না এবং মনিব তার দাসীকে বিয়ে করবে না; কারণ সে তো তার দাসী হিসেবে মালিকানাভুক্ত। বিবাহ দ্বারা যার সাথে সহবাস হারাম সে দাসী হিসেবে মালিকানাভুক্ত হলেও হারাম। কিন্তু ইহুদি-খ্রীষ্টান দাসী ছাড়া, তাকে বিবাহ করা জায়েজ নয়। তবে দাসী হিসেবে মালিকানাভুক্ত হওয়ার জন্য সহবাস করা জায়েজ। শরিয়তে কোন মহিলাকে বিবাহ অথবা মালিকানাভুক্ত ছাড়া সহবাস করা জায়েজ নেই।

◆ উম্মুল ওয়ালাদের বিধান:

উম্মুল ওয়ালাদ সেই দাসী যে তার মালিকের দ্বারা গর্ভবতী হয়েছে এবং বাচ্চা প্রসব করেছে। তার সঙ্গে মালিকের সহবাস করা এবং তার খিদমত নেওয়া ও তাকে দাসীর মত ভাড়া দেওয়া জায়েজ। তবে স্বাধীন নারীর মতই তাকে বিক্রি, দান ও ওয়াকফ করা জায়েজ নেই। সে এক মাসিক ইদ্দত পালন করবে যার দ্বারা তার জরায়ু পরিস্কার প্রমাণিত হবে।

◆ আকদের বিপরীত এমন শর্তের বিধান:

যদি স্ত্রী বা তার অলি শর্ত করে যে, স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করবে না অথবা তার ঘর বা শহর অন্যত্র নিয়ে যাবে না কিংবা তার মোহরানা বাড়িয়ে দিবে ইত্যাদি যা আকদের পরিপন্থী নয়, তাহলে শর্তকরা সহীহ। অতএব, স্বামী সে শর্তের কোন বিপরীত করলে স্ত্রী চাইলে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারবে।

◆ হারানো স্বামীর স্ত্রীর বিধান:

যদি হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তির স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ করে এবং দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে সহবাসের পূর্বেই প্রথম স্বামী হাজির হয়, তাহলে সে প্রথম স্বামীরই থাকবে। আর সহবাসের পর হলে দ্বিতীয় স্বামীর তালাক ছাড়াই প্রথম স্বামী পূর্বের আকদ দ্বারাই গ্রহণ করবে। তবে ইদ্দত পূরণ করার পর তার সাথে মিলন করবে। আর প্রথম স্বামী দ্বিতীয় জন থেকে তার দেওয়া মোহরানা নিয়ে স্ত্রীকে দ্বিতীয় স্বামীর কাছে রেখেও দিতে পারে।

◆ স্বামী-স্ত্রীর কোন একজন বেনামাজি হলে তার বিবাহর বিধান:

১. যদি স্বামী বেনামাজি হয় তাহলে স্ত্রীর জন্যে তার সাথে ঘর-সংসার করা হালাল নয়। আর স্বামীর প্রতি তার সাথে সহবাস করা হারাম; কারণ নামাজ ত্যাগ করা কুফরি। আর কোন কাফেরের জন্য কোন মুসলিমা নারীর প্রতি কর্তৃত্ব থাকে না। আর যদি স্ত্রী নামাজ ত্যাগকারী হয়, তবে আল্লাহর নিকট তওবা না করলে তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা ওয়াজিব; কারণ সে কাফের নারী।

২. আর যদি আকদের সময় স্বামী-স্ত্রীর কেউ নামাজি না হয়, তবে আকদ সহীহ। কিন্তু যদি স্ত্রী নামাজি হয় আর স্বামী বেনামাজি কিংবা স্বামী নামাজি আর স্ত্রী বেনামাজি হয় এবং আকদ হয়ে থাকে তাহলে নতুন করে বিবাহর আকদ করা ওয়াজিব; কারণ তাদের একজন আকদের সময় কাফের ছিল, আর আকদ সহীহ হওয়ার জন্য উভয়কে মুসলিম হওয়া শর্ত।

◆ কোন মহিলাকে তার বোনের রাজ'য়ী তালাকের ইদ্দত পালনকালে বিবাহ করলে বিবাহ বাতিল হবে। আর যদি তালাকে বায়েনার ইদ্দত হয় তবে বিবাহ করা হারাম।

বিবাহ-শাদিতে শর্তাবলী

◆ **বিবাহর শর্তাগুলো দু'প্রকার:**

প্রথম প্রকার:

সঠিক শর্ত যেমন: মোহর বেশি হওয়ার শর্ত করা অথবা স্ত্রী তার নিজের শহরের বাইরে যাবে না কিংবা দ্বিতীয় বিবাহ করবে না। অথবা স্বামী শর্ত করে যে, স্ত্রীকে 'বিক্র' তথা কুমারী বা বংশের হতে হবে।

দ্বিতীয় প্রকার:

বাতিল শর্তাবলী। ইহা আবার দুই প্রকার:

১. এমন শর্ত যার দ্বারা বিবাহ বাতিল হয়ে যায় যেমন:

১. শিগার বিবাহ পদ্ধতি:

গার্জিয়ানের ক্ষমতা রয়েছে এমন ব্যক্তি তার মেয়ে বা বোন ইত্যাদির অন্য কারো সাথে বিয়ে দিবে এ শর্তে যে, সে তার মেয়ে বা বোন ইত্যাদির তার সাথে বিয়ে দিবে। এ ধরণের বিয়ে বাতিল এবং হারাম; চাই বিয়েতে মোহরানা উল্লেখ হোক বা না হোক।

যদি এ ধরণের বিবাহ হয় তাহলে দ্বিতীয় জনের শর্ত ছাড়াই প্রত্যেকের বিবাহ নবায়ন করা জরুরি। আর প্রত্যেকের নতুন মোহরানা ধার্য করত: নতুন আকদ দ্বারা বিবাহ পূর্ণ হবে যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এতে তালাক দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ. متفق عليه.

ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [ﷺ] শিগার বিবাহ থেকে নিষেধ করেছেন।"[১]

২. হিল্লা বিয়ে:

তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীকে এ শর্তে বিয়ে করা যে, যখন প্রথম স্বামীর জন্যে সে হালাল হয়ে যাবে, তখন তাকে তালাক দিয়ে দিবে। অথবা

---

[১].বুখারী হাঃ নং ৫১১২ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৪১৫

অন্তরে হালাল করার নিয়তে আকদের পূর্বে দু'জনে (প্রথম স্বামী ও হালালকারী) হালাল করার প্রতি ইত্তেফাক হওয়া।

এ ধরণের বিয়ে বাতিল ও হারাম। যে ইহা করবে সে মাল'উন তথা অভিশপ্ত; কারণ নবী [ﷺ] বলেন:

« لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ». أخرجه أبوداود والترمذي.

"আল্লাহ তা'য়ালা হালালকারী ও যার জন্য হালাল করা হয় উভয়কে লা'নাত তথা অভিশাপ করেছেন।"[১]

৩. মুত'আ (সম্ভোগের) বিয়ে:

ইহা হচ্ছে এক দিন বা সপ্তাহ কিংবা মাস অথবা বছর বা এর বেশী বা কম সময়ের জন্য কোন মহিলার সাথে মোহরানা দিয়ে এ শর্তে আকদ করা যে, সময় শেষ হলেই তাকে ত্যাগ করবে।

এ ধরণের বিয়ে বাতিল জায়েজ নয়; কারণ এর দ্বারা নারীর ক্ষতি সাধন হবে এবং তাকে ব্যবসা সামগ্রীতে পরিণত করা হবে, যার ফলে এক হাত থেকে অন্য হাতে হস্তান্তর করা হবে।

এ ছাড়া সন্তানরাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে; কারণ তারা না পাবে একটি স্থায়ী বাসস্থান যেখানে তারা বসবাস করেব ও তরবিয়ত পাবে। এর দ্বারা শুধু যৌন চাহিদা পূরণ করাই উদ্দেশ্য, না হবে বংশ বৃদ্ধি আর না সন্তানদের তারবিয়ত। মুত'আ বিবাহ ইসলামের প্রথম যুগে কিছু সময় বৈধ ছিল এরপর চিরতরে হারাম করে দেওয়া হয়েছে।

عَنْ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنْ النِّسَاءِ ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ». أخرجه مسلم.

সাবরা আল-জুহানী [রাঃ] থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "হে মানুষ সকল! আমি তোমাদেরকে মুত'আ বিয়ের অনুমতি প্রদান করেছিলাম।

[১].হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাঃ নং ২০৭৬ শব্দ তারই, তিরমিযী হাঃ নং ১১১৯

স্মরণ রাখ! নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা ইহা চিরতরে কিয়ামত পর্যন্ত হরাম করে দিয়েছেন। সুতরাং মুত'আর বিয়ের কেউ কারো নিকটে থাকলে তার পথ যেন সুগম করে দেয়। আর যা তাদেরকে দিয়েছ তার কোন অংশ গ্রহণ না করে।"[১]

◆ যে ব্যক্তির বন্ধনে চার জন স্ত্রী আছে। তার জন্য পঞ্চম স্ত্রীর আকদ সহীহ হবে না এবং করলেও বিবাহ বাতিল বলে প্রমাণিত হবে ও তা শেষ করা ওয়াজিব।

◆ **মুসলিম নারীর সাথে অমুসলিমের বিবাহর বিধান:**

অমুসলিমের সাথে মুসলিমা নারীর বিবাহ হারাম। চাই সে আহলে কিতাব (ইহুদি-খ্রীষ্টান) হোক বা অন্য কেউ হোক; কারণ মুসলিমা নারী তাওহীদ, ঈমান এবং পবিত্রতার দিক থেকে তার চেয়ে উচ্চ মর্যাশীলা। আর যদি এরূপ বিয়ে হয়ে যায়, তবে তা বাতিল এবং হারাম ও বিচ্ছেদ করা ওয়াজিব; কারণ কোন মুসলিম পুরুষ বা মুসলিমা নারীর উপর কোন কাফেরের ক্ষমতাসীন হওয়া চলবে না।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَـٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ ﴿٢٢١﴾ ﴾

[البقرة: ٢٢١]

"আর তোমরা মুশরেক নারীদেরকে বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান গ্রহণ করে। অবশ্য মুসলমান ক্রীতদাসী মুশরেক নারী অপেক্ষা উত্তম, যদিও তাদেরকে তোমাদের কাছে ভালো লাগে। আর তোমরা (মুসলিমা নারীকে) কোন মুশরেকের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ কর না, যে পর্যন্ত সে ঈমান না আনে। একজন মুসলমান ক্রীতদাসও একজন মুশরেকের তুলনায় অনেক ভাল, যদিও তোমরা তাদেরকে দেখে মোহিত হও।" [সূরা বাকারা:২২১]

[১].মুসলিম হাঃ নং ১৪০৬

২. এমন বাতিল শর্তাবলী যার দ্বারা বিবাহর আক্‌দ বাতিল হয় না যেমন :

১. যদি স্বামী বিবাহর আকদে নারীর কোন অধিকার রহিত করে যেমনঃ শর্ত করে যে, তার কোন মোহরানা নেই অথবা তার ভরণ-পোষন নেই কিংবা তার জন্য সতীনের চেয়ে কম বা বেশী বণ্টন করবে। অথবা স্ত্রী শর্ত করে তার সতীনের তালাকের এমন অবস্থায় বিবাহ সহীহ হবে তবে শর্ত বাতিল হয়ে যাবে।

২. যদি স্বামী শর্ত করে স্ত্রীকে মুসলিমা নারী হতে হবে কিন্তু জানা গেল যে সে কিতাবিয়া তথা ইহুদি বা খ্রীষ্টান। অথবা শর্ত করেছিল যে কুমারী হতে হবে কিন্তু বিবাহিতা প্রমাণিত হলো, কিংবা শর্ত করে ছিল দোষ-ত্রুটি মুক্ত হবে কিন্তু দোষ ধরা পড়ল যেমনঃ অন্ধ বা বোবা ইত্যাদি যা উল্লেখ করে ছিল তার বিপরীত, তবে বিবাহ সহীহ কিন্তু স্বামী চাইলে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারবে।

৩. যদি স্বাধীন বলে বিয়ে করে আর প্রমাণিত হয় যে দাসী, তবে স্বামীর জন্য এখতিয়ার রয়েছে, যদি দাসী তাদের অন্তর্ভুক্ত হয় যে তার জন্য হালাল। আর যদি কোন নারী স্বাধীন পুরুষকে বিয়ে করে আর প্রমাণিত হয় যে, সে দাস, তাহলে মহিলার জন্য এখতিয়ার রয়েছে তার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে থাকা অথবা বিচ্ছেদ করা।

বিবাহর মাঝের দোষ-ত্রুটি

◆ **বিবাহর মধ্যের দোষ-ত্রুটি দু'প্রকার:**

১. এমন ত্রুটি যার ফলে মিলনে বাধা সৃষ্টি করে। যেমন :পুরুষের লিঙ্গ কাটা, অণ্ডকোষ কাটা ও যৌন অক্ষমতা এবং নারীর যোনী পথ বন্ধ, আঁট ও গর্ভাশয় ভ্রংশ (Prolapse) হওয়া।

২. এমন দোষ-ত্রুটি যা মিলনের তৃপ্তিতে বাধা দেয় না কিন্তু ঘৃণা সৃষ্টি করে কিংবা পুরুষ বা নারীর মাঝে সংক্রমণ করে। যেমন : শ্বেতকুষ্ঠ ও কুষ্ঠরোগ, পাগলামি, গোদরোগ, অর্শরোগ (Piles) ভগন্দর রোগ (Fistula) ও যোনিতে প্রমেহ রোগ ইত্যাদি।

◆ যদি স্ত্রী স্বামীকে পূর্ণ লিঙ্গ কাটা পায় অথবা এতটুকু লিঙ্গ বাকি থাকে যা দ্বারা মিলন অসম্ভব তবে স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারবে। আর যদি আকদের পূর্বেই জানে এবং মেনে নেয় অথবা সহবাসের পরে মেনে নেয়, তাহলে স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদের হক রহিত হয়ে যাবে।

◆ এমন প্রতিটি দোষ-ত্রুটি যা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঘৃণা জন্মায় যেমন : কুষ্ঠরোগ, বোবা, যোনিতে ত্রুটি, প্রমেহ, পাগলামি, গোদরোগ, পেশাব ঝরা, অণ্ডকোষ কাটা, যক্ষ্মারোগ, দুর্গন্ধপূর্ণ মুখ, খারাপ গন্ধ ইত্যাদি। এসব পেলে স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেকের জন্য চাইলে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারবে। আর যে ত্রুটি মেনে নিবে এবং আক্‌দ করবে তার জন্য বিচ্ছেদের এখতিয়ার থাকবে না। কিন্তু যদি ত্রুটি আকদের পরে ঘটে তবে প্রত্যেকের বিবাহ বিচ্ছেদের এখতিয়ার থাকবে।

◆ পূর্বে উল্লেখিত ও এরূপ কোন ত্রুটির জন্য সহবাসের পূর্বে বিবাহ বিচ্ছেদ হলে স্ত্রী মোহরানা পাবে না। কিন্তু যদি বিচ্ছেদ মিলনের পরে হয় তাহলে নিকাহ নামায় উল্লেখিত মোহরানা পাবে। আর স্বামী যে তাকে ধোঁকা দিয়েছে তার থেকে মোহরানা গ্রহণ করবে।

◆ অস্পষ্ট নপুংসক-হিজড়ার ব্যাপার সুস্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ সহীহ হবে না।

◆ স্বামী যদি বন্ধ্যা প্রমাণিত হয় তবে স্ত্রীর জন্য বিবাহ্ বিচ্ছেদ করা বা না করার এখতিয়ার আছে; কারণ তার সন্তানের অধিকার রয়েছে।

◆ যৌন অক্ষম: যে স্ত্রীর যোনিতে লিঙ্গ প্রবেশ করাতে অক্ষম। যে মহিলা তার স্বামীকে যৌন অক্ষম পাবে তার বিচার ফয়সালার পর এক বছর সময় দেওয়া হবে। যদি এর মধ্যে মিলন করতে পারে তো ভাল আর যদি না পারে তবে স্ত্রীর জন্য বিচ্ছেদ করা বৈধ। আর যদি বাসর ঘরের পূর্বে বা পরে স্ত্রী যৌন অক্ষম স্বামীকে মেনে নেয় তবে তার এখতিয়ার রহিত হয়ে যাবে।

কাফেরদের সাথে বিবাহ

◆ আহলে কিতাবের (ইহুদি-খ্রীষ্টান) মেয়েদেরকে বিবাহ করার বিধান মুসলিমা মেয়েদের বিবাহর বিধানের ন্যায়। মোহরানা, ভরণ-পোষণ ওয়াজিব এবং তালাক ইত্যাদি বর্তাবে। মুসলিমাকে বিবাহর দ্বারা যে সকল নারী আমাদের প্রতি হারাম হয় তাদের অনুরূপ নারীরাও হারাম হবে।

◆ **কাফেরদের বাতিল বিবাহ বন্ধন ঠিক থাকবে দু'শর্তে:**

১. তারা যেন তাদের দ্বীনে সে বিবাহকে সহীহ বলে আকীদা পোষণ করে।

২. আমাদের নিকট যেন ফয়সালার জন্য না আসে। যদি ফয়সালার জন্য আমাদের কাছে আসে, তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা যা আমাদের প্রতি নাজিল করেছেন তা দ্বারা ফয়সালা করতে হবে।

◆ **কাফেরেদের বিবাহর আকদের পদ্ধতি:**

যদি তারা আকদের পূর্বে আমাদের নিকট আসে তবে আমাদের বিধান মোতাবেক আকদ করে দিব। ইজাব, কবুল, অলি এবং আমাদের থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী দ্বারা বিবাহ সম্পূর্ণ করে দিব। আর যদি আকদের পরে আসে তবে মহিলা বিয়ের নিষেধাজ্ঞামুক্ত হলে বিবাহকে স্বীকার করে নিব। আর যদি মহিলা নিষেধাজ্ঞামুক্ত না হয় তবে দু'জনের মাঝে বিচ্ছেদ করে দিব।

◆ **কাফের মহিলার মোহরানা:**

যদি মোহরানা উল্লেখ করা হয় এবং গ্রহণ করে নেয় তাহলে মোহরানা সঠিক জিনিস হোক বা বাতিল হোক তাই রয়ে যাবে। যেমন : মোহরানা মদ বা শূকর। আর যদি গ্রহণ না করে থাকে তবে সহীহ হলে গ্রহণ করবে। আর যদি মোহরানা বাতিল জিনিস হয় বা নির্ধারণ করা না হয়, তবে তার জন্য সহীহ জিনিস হতে মহরে মিছিল নির্ধারিত হবে।

◆ যদি স্বামী-স্ত্রী দু'জনে এক সাথে ইসলাম গ্রহণ করে অথবা স্ত্রী আহলে কিতাব হয়, তবে তাদের আগের বিবাহর উপরেই বাকি থাকবে।

- যদি স্বামী ইসলাম গ্রহণ করে আর স্ত্রী আহলে কিতাবের না হয় এবং বাসর ঘরও না হয় তবে বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে।
- যদি কাফের স্ত্রী কাফের স্বামীর সাথে বাসর ঘর হওয়ার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে; কারণ মুসলিমা নারী কাফের পুরুষের জন্য হালাল নয়।

◆ কাফের স্বামী-স্ত্রীর দু'জনের কোন একজন ইসলাম গ্রহণ করলে তার বিধান:

যখন কাফের স্বামী-স্ত্রীর দু'জনের কোন একজন মিলন হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করবে তখন বিবাহ স্থগিত থাকবে। স্বামী ইসলাম গ্রহণ করলে যদি স্ত্রী তার ইদ্দতের মধ্যেই ইসলাম গ্রহণ করে, তবে সে তার স্ত্রীই থেকে যাবে। আর যদি স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার ইদ্দত শেষ হয়ে যায় আর স্বামী ইসলাম গ্রহণ না করে, তবে স্ত্রীর জন্য অন্য স্বামীকে বিবাহ করা জায়েজ। আর যদি স্ত্রী আগের স্বামীকে ভালোবাসে তাহলে অপেক্ষা করবে। যদি স্বামী ইসলাম গ্রহণ করে তবে সে তার স্ত্রীই রয়ে যাবে, নতুন করে আকদ, বিবাহ ও মোহরানার প্রয়োজন হবে না। কিন্তু স্ত্রী স্বামীকে ইসলাম গ্রহণ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তার সঙ্গে মিলনের সুযোগ দিবে না।

◆ স্বামী-স্ত্রীর কোন একজন মুরতাদ হয়ে গেলে তাদের বিবাহর বিধান:

যখন স্বামী-স্ত্রী উভয়ে বা একজন মুরাতাদ (দ্বীন ত্যাগকারী) হয়ে যাবে, যদি মিলনের পূর্বে হয় তবে বিবাহ বাতিল। আর যদি মিলনের পরে হয়, তবে ইদ্দত শেষ হওয়ার উপর স্থগিত থাকবে। যদি যে মুরতাদ হয়েছে সে তওবা ক'রে তাহলে দু'জনেই আগের বিবাহর উপরেই অটল থাকবে। আর যদি তওবা না করে তবে মুরতাদ হওয়ার সময় থেকে ইদ্দত শেষে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে।

◆ স্বামী ইসলাম গ্রহণ করলে তার অবস্থাসমূহ:

১. যদি স্বামী ইসলাম গ্রহণ করে আর স্ত্রী আহলে কিতাবের হয় তবে বিবাহ বাকি থাকবে। আর যদি স্ত্রী আহলে কিতাবের না এমন কাফের নারী হয়, তবে ইসলাম গ্রহণ করলে ভাল, আর না হয় তার থেকে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে।

২. যদি কাফের ইসলাম গ্রহণ করে আর তার বন্ধনে চার জনের অধিক স্ত্রী থাকে এবং তারাও ইসলাম গ্রহণ করে অথবা তারা আহলে কিতাবের হয়, তবে তাদের মাঝের চার জনকে এখতিয়ার করবে আর বাকিদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে।

৩. যদি কাফের ইসলাম গ্রহণ করে আর তার বন্ধনে দু'বোন থাকে, তবে যে কোন একজনকে এখতিয়ার করবে। আর যদি ফুফু ও ভাতিজী কিংবা খালা ও ভাগিনীকে এক সঙ্গে বিবাহ করে থাকে, তবে যে কোন একজনকে এখতিয়ার করবে। আর যে কেউ ইসলাম গ্রহণ করবে তার প্রতি ইসলামের বিবাহ ও অন্যান্য বিধান প্রযোজ্য হবে।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٨٥ ﴾ آل عمران: ٨٥

"আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন তালাশ করবে তা তার থেকে কবুল করা হবে না। আর সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের দলে অন্তর্ভুক্ত হবে।" [সূরা আলে ইমরান: ৮৫]

বিবাহর মোহরানা

◆ **মোহরানা:** বিবাহর আকদের জন্য স্বামীর প্রতি ফরজ বিনিময়।

◆ **মোহরানার সূক্ষ্ম বুঝ:**

ইসলাম নারী জাতির মর্যাদা সমুন্নত করেছে। তাদেরকে মালিকানা হওয়ার অধিকার প্রদান করেছে। আর বিবাহর সময় তাদের জন্য মোহরানাকে ফরজ করে দিয়েছে। মোহরানা তার অধিকার হিসাবে নির্দিষ্ট করেছে যা দ্বারা পুরুষ তাকে সম্মানিত করে। ইহা দ্বারা তার অন্তরে পূর্ণ ভালোবাসা ও মর্যাদার বহি:প্রকাশ এবং তার থেকে তৃপ্তি লাভের বদলা। এ দ্বারা তার মন খুশী হয় এবং তার প্রতি পুরুষের কর্তৃত্বের উপর সন্তুষ্টি অর্জন করে।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤ ﴾ النساء: ٤

"আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহরানা দিয়ে দাও খুশীমনে। তারা যদি খুশী হয়ে তা থেকে কোন অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর।" [সূরা নিসা:৪]

◆ **নারীকে মোহরানা দেওয়ার বিধান:**

মোহরানা নারীর হক-অধিকার যা পুরুষকে তার গুপ্তাঙ্গ হালাল করার জন্য প্রদান করা তার প্রতি ফরজ। আর তার সন্তুষ্টি ছাড়া তা হতে কোন অংশ নেওয়া কারো জন্য হালাল নয়। তার ক্ষতি না হলে এবং প্রয়োজন না থাকলে শুধুমাত্র বাবার জন্য মোহরানা থেকে গ্রহণ করা জায়েজ যদিও সে অনুমতি না দেয়।

◆ **মহিলাদের মোহরানার পরিমাণ:**

১. মহিলাদের মোহরানা কম ও সহজ হওয়াটাই সুন্নত। সর্বোত্তম মহর হলো যা আসান ও আদায়ে সহজ। আর বেশী মহর কখনো স্বামী স্ত্রীর প্রতি রাগান্বিত হওয়ার কারণও হতে পারে। মহর অপচয় ও অহঙ্কারের সীমা পর্যন্ত পৌঁছলে এবং ঋণের বোঝায় স্বামীর ঘাড় ভারি হলে হারাম।

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ ؟ قَالَ: قُلْتُ : لَا . قَالَتْ : نِصْفُ أُوقِيَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ. أخرجه مسلم.

আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি নবী [ﷺ]-এর স্ত্রী আয়েশা (রা:)কে জিজ্ঞাসা করি। আল্লাহর রসূলের মোহরানা কত ছিল ? তিনি (রা:) বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর স্ত্রীগণের মোহরানা ছিল সাড়ে বার উকিয়া। ---- যার পরিমাণ হলো পাঁচশত দিরহাম। আর ইহা হলো রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর বিবিগণের মোহরানা।"[১]

২. নবী [ﷺ]-এর স্ত্রীগণের মোহরানা ছিল পাঁচশত দিরহাম আজকের দিনে (১৩১ ভরি-তোলা তথা ১৫২৭.৪৬ গ্রাম রূপা) আর তাঁর মেয়েদের মোহরানা ছিল চারশত দিরহাম (১০৫ ভরি-তোলা তথা ১২২৪.৩ গ্রাম রূপা) আমাদের জন্য রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর মাঝেই রয়েছে সর্বোত্তম নুমনা ও আদর্শ।

◆ মোহরানার প্রকার:

যে সকল জিনিসের মূল্য রয়েছে তা মোহরানা ধার্য করা সহীহ, যদিও পরিমাণে কম হোক না কেন। মহরের বেশীর কোন সীমা নির্ধারণ করা নেই। যদি স্বামী গরিব হয় তবে স্ত্রীর মহর কোন উপকারী জিনিস করতে পারে। যেমন : কুরআন শিক্ষা অথবা খিদমত ইত্যাদি। পুরুষ তার দাসীকে আজাদ করে তাই মহর নির্ধারণ করতে পারে এবং দাসী স্ত্রীতে পরিণত হবে।

◆ মোহরানা দেওয়ার সময়:

মোহরানা নগদ করাই উত্তম। কিন্তু বাকি করাও জায়েজ আছে। অথবা কিছু নগদ আর কিছু বাকি করাও জায়েজ। আর যদি আকদের সময় মোহরানা প্রিরিশোধ না করে থাকে তবে বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে।

[১].মুসলিম হাঃ নং ১৪২৬

কিন্তু স্ত্রীর জন্য মহরে মিছিল ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে অল্পের উপর ঐক্যমতে সন্তুষ্টি চিত্তে পৌঁছে যায় তবে সহীহ হয়ে যাবে।

- যদি কেউ তার মেয়ের বিবাহ মহরে মিছিল বা তার চেয়ে কম কিংবা বেশী দ্বারা দেয় তবে বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে। নারী আকদের দ্বারা মোহরানার মালিক হয় এবং মহর পূর্ণতা লাভ করে মিলন ও স্বামীর সঙ্গে নির্জনে হলে।

◆ মোহরানা নির্ধারণের পূর্বে স্বামী মারা গেলে তার বিধান:

আকদের পরে এবং মিলনের পূর্বে স্বামী মারা গেলে আর মহর নির্ধারণ না হলে স্ত্রীর জন্য তার বংশের মহিলাদের মহরে মিছিল তথা সমপরিমাণ মহর পাবে। আর তার প্রতি ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব এবং মিরাস (ওয়ারিসি সম্পতি) পাবে।

- বাতিল বিবাহর দ্বারা মিলন হলে যেমন: পঞ্চমা স্ত্রী, ইদ্দত পালনকারিণী ও সন্দেহ মূলক সহবাসকৃতা ইত্যাদির মহরে মিছিল ফরজ।
- স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মহরের পরিমাণ বা বস্তু নিয়ে মত পার্থক্য হলে হলফ করে স্বামীর কথায় গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি মহর গ্রহণ করা নিয়ে দু'জনে মাঝে দ্বিমত হয়, তবে কারো প্রমাণ না থাকলে স্ত্রীর কথায় গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

বিবাহর প্রচার

১. বিবাহর প্রচার করা সুন্নত। মহিলাদের জন্য বিবাহ অনুষ্ঠানে শুধুমাত্র দুফ বাজিয়ে প্রচার করা জায়েজ। আর ঐ সকল বৈধ গান গাওয়া জায়েজ যা সৌন্দর্য ও আকর্ষণীয় অঙ্গের বর্ণানা এবং বাজে ও নোংরা ইত্যাদি হতে সম্পূর্ণ মুক্ত।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: « يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ ». أخرجه البخاري.

আয়েশা [রা:] থেকে বর্ণিত। তিনি এক মহিলাকে একজন আনসারী পুরুষের নিকট বাসর ঘরের ব্যবস্থা করেন। এ সময় নবী [ﷺ] বলেন:"আয়েশা এদের সাথে কোন খেলা-ধুলা নাই; কারণ আনসারদেরকে খেলা-ধুলা ভাল লাগে।"[১]

২. বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে নারী-পুরষের অবাধ মেলামেশা হারাম। আর পর্দাহীন ও অন্যান্য নারীদের মাঝে বরের জন্য কনের নিকট প্রবেশ করা জায়েজ নেই।

৩. বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে খানাপিনা ও পোশাক ইত্যাদিতে অপব্যয় করা হারাম।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ٣١ ﴾ [الأعراف /٣١].

"হে বনি আদম! তোমরা প্রত্যেক সালাতের সময় সাজসজ্জা পরিধান করে নাও–খাও ও পান কর এবং অপব্যয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপব্যয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।" [সূরা আ'রাফ: ৩১]

১. বুখারী হা: নং ৫১৬২

৪. যে সকল গানে নারীদের আকর্ষণীয় অঙ্গ ও তাদের অনুভূতির বর্ণনা করা হয় তা জায়েজ নয়। আর খেল-তামাশার বাদ্রযন্ত্র যেমন :বীণা, গিটার, হারমোনিয়াম, বাঁশী ও সঙ্গীত ইত্যাদি বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা হারাম। বিবাহ বা অন্য কোন অনুষ্ঠানে গায়ক ও গায়িকাদেরকে গান গাওয়ার জন্য ভাড়া করা হারাম।

عَنْ أَبِي عَامِرٍ الأشعري ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ يَقُـــول:« لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَام يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِير وَالْخَمْرَ وَالْمَعَـــازِ ». أَخْرَجَـــهُ الْبُخَارِيّ معلقا وأبوداود.

আবু 'আমের আল-আশ'আরী [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছেন: "আমার উম্মতের মধ্যে এমন জাতি হবে যারা জেনা, রেশমী কাপড়, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল করে নিবে।"[১]

◆ বিবাহ ও অন্যান্য সময় ছবি তোলার বিধান:

১. প্রতিটি আত্মা বিশিষ্ট জিনিসের ছবি তোলা হারাম ও কবিরা গুনাহ। ছবি আকৃতি বিশিষ্ট হোক বা না হোক, ছায়া থাক বা না থাক, হাত দ্বারা করা হোক বা ফটোগ্রাফি দ্বারা হোক সর্বপ্রকার ছবি দেয়ালে লটকানো-ঝুলানো হারাম। আর অতি প্রয়োজনে যেমন: চিকিৎসা, অপরাধিদের পরিচয়, পাসপোর্ট, সার্টিফিকিট ইত্যাদি ছাড়া ছবি তোলা জায়েজ নয়, তবে অতি প্রয়োজনে জায়েজ আছে।

২. বিবাহ অনুষ্ঠানে নারীদের হোক বা পুরুষের কিংবা উভয়ের ছবি তোলা সম্পূর্ণ ভাবে হারাম। আর তার চেয়ে কঠিন ভাবে হারাম ও নিকৃষ্ট যদি ভিডিও ছবি করা হয়। আর এর চেয়েও জঘন্য যদি বাজারে বিক্রি করা হয় এবং মানুষের নিকটে প্রদর্শনী করা হয়। আর যে মানুষের জন্য ছবি তোলা জায়েজ করেছে তার প্রতি নিজের পাপ ও যারা কিয়ামত পর্যন্ত এ কাজ করবে তাদের পাপ বর্তাবে।

[১]. হাদীসটি সহীহ, বুখারী মু'য়াল্লাক হিসাবে হাঃ নং ৫৫৯০ শব্দ তারই সিলসিলা সহীহা দ্রঃ হা নং ৯১ আবূ দাউদ হাঃ নং ৪০৩৯

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ». متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [ﷺ] কর্তৃক বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "নিশ্চয়ই যারা এ সকল ছবি তৈরী করে তাদেরকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেওয়া হবে। তাদেরকে বলা হবেঃ যা তোমরা সৃষ্টি করেছিলে তা জিন্দা কর।"[১]

◆ **যা নারীদের জন্য করা হারাম:**

মহিলাদের প্রতি হারাম হলো চোখের ভুরু উঠানো, মাথায় কৃত্রিম কেশ পরা, অন্যের চুল মিলানো, শরীরে উলকি চিহ্ন করা, দাঁতের মাঝে কেটে ফাঁক করা, দাঁত কেটে তীক্ষ্মকরণ. পুরুষের সঙ্গে নাচা, চল্লিশ দিনের বেশী পর্যন্ত আঙ্গুলের নখ না কেটে লম্বা করা, যা প্রকৃতি স্বভাবের বিপরীত কাজ। পুরুষের পোশাকের ন্যায় যে কোন পোশাক পরিধান করা, অহঙ্কার ও খ্যাতির পোশাক পরা, যার মধ্যে অপচয় রয়েছে, বেপর্দায় ঘুরাফিরা করা, অপ্রয়োজনে উলঙ্গ হওয়া, বিভিন্ন উপলক্ষে পুরুষদের সাথে অবাধে মেলামেশা করা।

◆ **যা পুরুষ ও নারীর জন্য জায়েজ:**

১. যদি দেহের কোন ক্ষতি এবং নারীদের সদৃশ উদ্দেশ্য না হয় তবে পুরুষের জন্য তার শরীরের যেমন : পিঠ, বুক, পায়ের নলা ও উরুর লোম উঠানো জায়েজ।

২. মহিলাদের জন্য স্বর্ণ ও রেশমী পোশাক পরা জায়েজ আর পুরুষদের জন্য হারাম। আর পানি পৌঁছতে বাধা দেয় না এমন নেইল পালিশ ব্যবহার নারীদের জন্য জায়েজ যেমন: মেহদি ইত্যাদি। অনুরূপ চেহারায় যথা স্থানে না এমন লোম গজালে তা উঠান জায়েজ। কাফের নারীদের সদৃশ অনুসরণ করা হারাম; কারণ যে জাতি যাদের সদৃশ করে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হয়।

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৫৯৫১ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ২১০৮

◆ কাফের নারীদের সাথে মহিলাদের সদৃশ করার বিধানঃ

মহিলাদের জন্য পেন্ট পরা নাজায়েজ যদিও মহিলাদের সামনে হোক না কেন; কারণ এর দ্বারা শরীরের বিস্তারিত বর্ণনা প্রকাশ পায়। আরো কারণ হচ্ছে এর দ্বারা পুরুষ ও কাফের নারীদের সাথে সদৃশ হয়। নারীর প্রতি আরো হারাম হচ্ছে মাথার চুল কৃত্রিম লাল কিংবা হলুদ অথবা নিল রঙ্গ দ্বারা খেজাব-কলপ করা; কারণ এর দ্বারা কাফের নারীদের সাথে সদৃশ এবং ফেৎনা সৃষ্টি হয়। আর পাকা চুল মেহদি ও কাতাম ঘাস দ্বারা খেজাব লাগানো সুন্নত। আর চুলের আসল রঙ কালো বা হলুদকে সে রঙের রঙ দ্বারা কলপ করা জায়েজ।

হাই হিল বিশিষ্ট জুতা-সেন্ডেল পরা হারাম; ইহা বেপর্দার শামিল যা থেকে আল্লাহ তা'য়ালা নিষেধ করেছেন। মহিলাদেরকে চোখ দেখা যায় এমন নেকাব পরতে নিষেধ করতে হবে; কারণ এর দ্বারা বেশী করে চোখ বের করে রাখার দরজা খুলে যাবে। আজকাল বাস্তবে যে সব দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ণভাবে নাজায়েজ।

বিবাহের অলিমা

◆ **বিবাহের অলিমা:**

স্বামী-স্ত্রীর একত্রে হওয়ার জন্য বর পক্ষের আয়োজিত বিশেষ ভোজের অনুষ্ঠানকে অলিমা বলে।

◆ **অলিমার সময়:**

আকদ হওয়ার সময় বা পরে কিংবা বাসর ঘরের সময় অথবা পরে। ইহা মানুষের প্রথা ও রীতি মোতাবেক রাত্রে বা দিনে হবে।

◆ **অলিমার বিধান:**

১. স্বামীর প্রতি অলিমা করা ওয়াজিব। ধনী-গরিবের অবস্থা বুঝে একটি বা তার বেশী দুম্বা-খাশি দ্বারা অলিমা করা সুন্নত। অলিমা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে অপব্যয় করা হারাম।

২. অলিমার ভোজ অনুষ্ঠানে গরিব হোক বা ধনী হোক সৎ ব্যক্তিদের দাওয়াত করতে হবে। অলিমা যে কোন হালাল খাদ্য দ্বারা করা জায়েজ। গরিব-মিসকিনদের দাওয়াত না করে শুধুমাত্র ধনীদের দাওয়াত করা হারাম।

৩. ধনবান ও স্বচ্ছ ব্যক্তিদের নিজেদের সম্পদ দ্বারা বিবাহের অলিমায় শরিক হওয়া মুস্তাহাব।

◆ **অলিমার দাওয়াত গ্রহণ করার বিধান:**

অলিমার দাওয়াতকারী যদি মুসলিম হয়, দাওয়াত নির্দিষ্ট করে দেয়, প্রথম দিনে হয় এবং কোন তার ওজর না থাকে ও এমন কোন শরিয়ত বিরোধী কাজ-কর্ম না হয় যা পরিবর্তন করতে অক্ষম, তবে দাওয়াত গ্রহণ করা ওয়াজিব।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ ». أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা [রাঃ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: “যদি তোমাদের কেউ (অলিমার) দাওয়াতে আমন্ত্রিত হয়, তবে সে যেন

তা গ্রহণ করে। আর যদি রোজাদার হয় তবে যেন তার জন্য দোয়া করে। আর রোজাদার না হলে খানা খাবে।"[১]

◆ **অলিমার আমন্ত্রনে উপস্থিত ব্যক্তি কি বলবে:**

যে ব্যক্তি অলিমার দাওয়াত গ্রহণ করবে এবং আমন্ত্রনে উপস্থিত হবে তার জন্য মুস্তাহাব হলো, পানাহার শেষে নবী [ﷺ] হতে প্রমাণিত দোয়াসমূহ দ্বারা মেজবানের জন্য দোয়া করা যেমন:

« اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ، وَارْحَمْهُمْ ». أخرجه الترمذي.

১. "আল্লাহুম্মা বাারিক লাহুম ফীমাা রজাক্বতাহুম, ওয়াগফির লাহুম ওয়ারহামহুম।"[২]

«اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي، وَأَسْقِ مَنْ سَقَانِي » أخرجه مسلم.

২. "আল্লাহুম্মা আত'ইম মান আত'আমানী ওয়সক্বি মান সাক্ব–নী।"[৩]

« أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ».

أخرجه أبوداود وابن ماجه.

৩. "আফতারা 'ইন্দাকুমুস স–ইমূন, ওয়া আকালা ত্ব'আমাকুমুল আবরাার, ওয়া সল্লাত 'আলাইকুমুল মালাাইকাহ্।"[৪]

◆ বাসর ঘরের রাত্রির সকালে বরের বাড়ীতে যে সকল আত্মীয়-স্বজন আসবে তাদের সাথে বরের সাক্ষাৎ করা, তাদের প্রতি সালাম দেয়া এবং তাদের জন্য দোয়া করা মুস্তাহাব। আর আত্মীয়-স্বজনও তার প্রতি সালাম দিবে এবং তার জন্য দোয়া করবে।

◆ **অলিমার খানা খাওয়ার বিধান:**

অলিমার খানা খাওয়া মুস্তাহাব ওয়াজিব নয়। যার রোজা ওয়াজিব সে হাজির হবে এবং দোয়া দিয়ে ফিরে আসবে। আর যার রোজা নফল

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ১৪৩১

[২]. তিরমিযী হাঃ নং ৩৫০০ মেহমানের দোয়ার অধ্যায়ে

[৩].মুসলিম হাঃ নং ২০৫৫

[৪].হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাঃ নং ৩৮৫৪ শব্দ তারই, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ১৭৪৭

সে উপস্থিত হলে রোজা ভেঙ্গে দেয়া মুস্তাহাব; কারণ এর দ্বারা মুসলিম ভাইয়ের মনে সান্ত্বনা এবং আনন্দ লাভ করে।

◆ যখন কোন মুসলিম কোন জনগোষ্ঠির নিকটে প্রবেশ করবে তখন তাদেরকে সালাম দিবে এবং মজলিসের যেখানে স্থান পাবে সেখানেই বসবে। আর মজলিস থেকে বের হতে চাইলে সালাম দিবে।

◆ যে অলিমা অনুষ্ঠানে শরিয়ত বিরোধি কার্যাদি হয় সেখানে হাজির হওয়ার বিধান:

যদি জানতে পারে যে অলিমা অনুষ্ঠানে শরিয়ত বিরোধী কাজ-কর্ম ঘটছে আর তা পরিবর্তন করতে পারবে, তবে হাজির হয়ে তা দূর করবে। আর যদি দূর করার ক্ষমতা না থাকে তবে হাজির হওয়া জরুরি নয়। আর যদি হাজির হয়ে জানতে পারে তবে দূর করবে, আর না পারলে ফিরে আসবে। আর যদি জানতে পারে গর্হিত কাজ হচ্ছে কিন্তু দেখতে না পায় অথবা শুনতে পায় তবে সেখানে থাকা বা ফিরে চলে আসার মধ্যে তার এখতিয়ার রয়েছে।

◆ যদি কোন নারীকে দেখে ভাল লাগে তবে কি করবে:

عَنْ جَابِرٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً لَهَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ:« إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ». أخرجه مسلم.

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ [ﷺ] হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] একজন মহিলাকে দেখলেন। অত:পর তিনি তাঁর স্ত্রী জয়নাবের নিকটে আসলেন তখন তিনি (রা:) তার একটি চামড়া পাকা করার জন্যে কচলাতেছিলেন। রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাঁর চাহিদা পূরণ করলেন। অত:পর তাঁর সাহাবা কেরামের নিকট বের হয়ে বললেন: "নিশ্চয় নারী শয়তানের আকৃতিতে এগিয়ে আসে এবং শয়তানের সুরতেই পশ্চাতে ফিরে যায়।

এতএব, তোমদের কেউ কোন নারীকে দেখলে সে যেন তার স্ত্রীর নিকটে আসে; কারণ এর দ্বারা তার মনের সব চাহিদা দূর হয়ে যাবে।"[১]

◆ **সম্ভ্রান্ত ও বিদ্বানকে খাদ্য দ্বারা সম্মানিত করা:**

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ قَالَ: دَعَا أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ ﷺ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُرْسِهِ ، وَكَانَتْ امْرَأَتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ وَهِيَ الْعَرُوسُ قَالَ سَهْلٌ تَدْرُونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا أَكَلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ. متفق عليه.

সাহল ইবনে সা'দ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আবু উসাইদ আস-সাঈদী [ﷺ] রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে তার অলিমা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রন করেন। সেদিন তার স্ত্রী নববধূ তাদের খিদমত আঞ্জাম দেয়। সাহল বলেন: জান সে নববধূ রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে কি পান করিয়েছিল? সে রাত্রিতে খেজুর ভিজিয়ে রেখেছিল। যখন তিনি [ﷺ]খেলেন তখন সে তাঁকে সে খেজুর ভিজানো পানিও পান করাল।"[২]

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ১৪০৩

[২]. বুখারী হাঃ নং ৫১৭৬ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ২০০৬

স্বামী-স্ত্রীর অধিকার

◆ বিবাহর কিছু আদব রয়েছে এবং দু'পক্ষের একে অপরের প্রতি কিছু অধিকার রয়েছে: প্রত্যেকে অন্যের অধিকার আদায় করবে এবং তার প্রতি করণীয় কি সে ব্যাপারে দৃষ্টি রাখবে; যাতে করে গঠন হয় সুখী সংসার ও পরিচ্ছন্ন জেন্দেগী এবং আনন্দময় পরিবার।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾ ﴾ البقرة: ٢٢٨

"আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনি ভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর উত্তম নিয়ম অনুযায়ী। আর নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আল্লাহ পরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞ।" [সূরা বাকারা:২২৮]

◆ **স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকারসমূহ:**

১. স্বামীর প্রতি ওয়াজিব হলো স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণ-পোষণ করা এবং নিয়ম অনুযায়ী বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। খোশ মনের থাকা, ভাল ব্যবহার করা, সুন্দর সঙ্গী হওয়া। স্ত্রীর সাথে বিনয়, দয়া ও প্রফুল্লচিত্ত্বে মেলামেশা করা। যদি রাগ করে তবে ধৈর্যের পরিচয় দেয়া এবং অসন্তুষ্ট হলে খুশী করার চেষ্টা করা। স্ত্রীর পক্ষ হতে কোন প্রকার কষ্ট পেলে সহ্য করা। অসুস্থ হলে চিকিৎসার ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়া। বাড়ীর কাজে তাকে সাহায্য করা। ওয়াজিবসমূহ আদায় এবং হারামসমূহ ত্যাগ করতে নির্দেশ করা। দ্বীন না জানলে অথবা গুরুত্ব না দিলে তাকে শিক্ষা দেওয়া। আর সাধ্যের উপর কোন কাজের বোঝ না চাপানো। হালাল ও জায়েজ কোন জিনিস চাইলে এবং সম্ভবপর হলে তা হতে বঞ্চিত না করা। স্ত্রীর পরিবারের লোকজনের সম্মান রক্ষা করা এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে নিষেধ না করা।

২. স্বামীর জন্য স্ত্রী থেকে বৈধ যে কোন তৃপ্তি অর্জন এবং ভোগ করা, যে কোন সময় ও যে কোন অবস্থায় জায়েজ। কিন্তু সম্ভোগে স্ত্রীর কোন ক্ষতি হলে বা কোন ফরজ থেকে বিরত রাখলে জায়েজ নয়।
৩. নিজে যখন যা খাবে স্ত্রীকেও তা খাওয়াবে এবং যখন যা পরবে স্ত্রীকেও অনুরূপ মানের পরাবে। আর চেহারায় মারধর করবে না এবং কুৎসিত বর্ণনা, তিরস্কার ও ঘৃণা করবে না এবং শুধুমাত্র বিছানায় ছাড়া অন্য কোন ভাবে ত্যাগ করবে না।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ ،فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ ،وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "তোমরা নারীদেরকে সদুপদেশ দিবে; কারণ তারা পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি। আর পাঁজরের সবচেয়ে বাঁকা হাড় হচ্ছে উপরের হাড়। অতএব, যদি তুমি তাকে সোজা করতে চাও তবে ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি একেবারে ছেড়ে দাও তবে বাঁকা হতেই থাকবে। সুতরাং, নারীদেরকে সদপুদেশ দিবে।"[১]

◆ **স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অধিকারসমূহ:**

স্ত্রীর করণীয় হচ্ছে স্বামীর খিদমত করা, তার ঘর পরিপাটি ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, বাড়ী পরিচালনা করা, সন্তানদের তারবিয়ত-প্রতিপালন করা, তার কল্যাণ কামনা করা। নিজের ব্যাপারে স্বামীর মর্যাদা ও সম্পদ ও বাড়ী রক্ষা করা। সর্বদা প্রফুল্ল ও হাসি মুখে সাক্ষাৎ করা। তার জন্য সাজগোজ করা। সম্মান ও শ্রদ্ধা এবং সুন্দরভাবে মেলামেশা করা। স্বামীর জন্য আরাম-বিশ্রামের উপকরণাদি প্রস্তুত করে রাখা। স্বামীর অন্তরে প্রশান্তি দান করা যাতে করে বাড়ীতে সুখ ও আনন্দ উপভোগ করতে পারে।

[১].বুখারী হাৎ নং ৫১৮৬ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৪৬৮

আল্লাহর নাফরমানি না এমন কাজে তার আনুগত্য করা। আর যা দ্বারা রাগ হয় এমন কাজ পরিত্যাগ করা। অনুমতি ছাড়া বাড়ীর বাইরে চাবে না। তার কোন গোপন রহস্য প্রকাশ করবে না। অনুমতি ব্যতিরেকে তার সম্পদে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করবে না। যাকে পছন্দ করে সে ছাড়া আর কাউকে বাড়ীতে প্রবেশ করাবে না। তার পরিবারের মান-সম্মান রক্ষা করা এবং অসুস্থ বা অপারগ অবস্থায় সম্ভবপর তাকে সাহায্য করা।

◆ এর দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, একজন নারী তার স্বামীর বাড়ীতে ও তার সমাজে, যেমন গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদির আঞ্জাম দেয়, যা পুরুষের বাড়ীর বাইরের কার্যাদির চাইতে কোন দিক থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অতএব, যারা নারীদেরকে বাড়ী থেকে ও তার কর্মস্থল হতে বের করতে চায় এবং পুরুষদের কাজে অংশ গ্রহণ করাতে ও তাদের সঙ্গে আবাধ মেলামেশা করে ভিড় জমাতে চায়, তারা দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ বুঝতে বহু দূরের পথ ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হয়েছে তারই প্রমাণ। আর নিজেরাই শুধু পথভ্রষ্ট হয় নাই বরং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করছে, যার ফলে তাদের সামাজিক অবকাঠামো বিপর্যয়ের দিকে নিপতিত হয়েছে।

◆ স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের প্রতি যা জরুরি তা নিয়ে টালবাহনা করা এবং তা আদায়ে অবহেলা ও অপছন্দ করা হারাম। আরো হারাম উপকারের খোঁটা ও কষ্ট দেওয়া।

◆ **মাসিক ঋতুর সময় স্ত্রীর সাথে সবহাসের বিধান:**

১. মাসিক ঋতু চলাকালিন পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম করা হারাম।

২. স্ত্রীর মলদ্বারে সঙ্গম করা হারাম। আর যে তার স্ত্রীর মলদ্বারে মিলন করবে আল্লাহ তার দিকে চাইবেন না। মলদ্বার নোংরা ও ময়লার স্থান।

৩. স্ত্রীর মাসিক ঋতু বন্ধ হলে এবং গোসলের পরে স্বামীর জন্য সহবাস করা জায়েজ আর গোসলের পূর্বে জায়েজ নয়।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾ ﴾ البقرة: ٢٢٢

"আর তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে হায়েয (মাসিক ঋতু) সম্পর্কে। বলে দাও, এটা অপবিত্র। কাজেই তোমরা মাসিক ঋতু অবস্থায় স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাক। তখন পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়। যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন গমন কর তাদের কাছে, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারী এবং অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে তাদেরকে পছন্দ করেন।" [সূরা বাকারা:২২২]

◆ স্বামীর অধিকার রয়েছে স্ত্রীকে মাসিক শেষে গোসল করতে এবং অপবিত্র বস্তু ধৌত করতে বাধ্য করার। আর শরীরের যে সকল লোম বা পশম ইত্যাদি অপছন্দকর সেগুলো কাটতে বাধ্য করার অধিকারও রয়েছে।

◆ **সদৃশ ও সন্তান জন্মের রহস্য:**

১. স্বামী স্ত্রীর সাথে মিলন করার সময় তার বীর্যপাত আগে হলে তার সদৃশ সন্তান হবে। আর যদি স্ত্রীর বীর্যপাত আগে হয় তবে সন্তান স্ত্রীর সদৃশ হবে।

২. আর যদি পুরুষের বীর্য নারীর ডিম্বের উপরে প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে তবে আল্লাহর ইচ্ছায় সন্তান ছেলে হবে। আর যদি নারীর ডিম্ব পুরুষের বীর্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে তবে আল্লাহর ইচ্ছায় সন্তান মেয়ে হবে।

◆ **'আজল–বাইরে বীর্যপাত ঘটানোর বিধান:**

পুরুষের জন্য স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে আজল তথা মিলনের সময় বীর্যপাত বাইরে ঘটানো জায়েজ, তবে আজল না করাই উত্তম; কারণ এর দ্বারা স্ত্রীর আনন্দে ব্যাঘাত ঘটে এবং বংশ বিস্তারে ভাটা পরে যা বিবাহর উদ্দেশ্যের পরিপন্থী কাজ।

◆ ভ্রূণ নষ্ট করার বিধান:

কোন ওজর বা প্রয়োজনে ৪০দিনের পূর্বে জরায়ু থেকে বৈধ ঔষধ দ্বারা ভ্রূণ নষ্ট করা জায়েজ। তবে শর্ত হলো স্বামীর অনুমতি লাগবে এবং স্ত্রীর কোন প্রকার ক্ষতি যেন না হয়। আর অধিক সন্তান অথবা তাদের জীবিকার অপারগতা কিংবা লালান-পালনের ভয়ে ভ্রূণ নষ্ট করা জায়েজ নেই।

◆ এক বাড়িতে একাধিক স্ত্রীকে একত্রে রাখার বিধান:

দু'জন বা এর অধিক স্ত্রীকে এক বাড়ীতে তাদের সন্তুষ্টি ছাড়া একত্রে রাখা স্বামীর জন্য হারাম। আর লটারী ছাড়া কোন এক জনকে নিয়ে সফরে যাওয়াও হারাম। যার দু'জন স্ত্রীর কোন একজনের প্রতি ঝুঁকে পড়বে সে কিয়ামতের দিন তার এক পার্শ্ব কাত হয়ে উঠবে।

◆ স্ত্রীদের মাঝে ইনসাফের নিয়ম:

স্বামীর প্রতি স্ত্রীদের মাঝে বণ্টনে, রাত্রি যাপনে, ভরণ-পোষণে, বাসস্থানে ইনসাফ করা ওয়াজিব। আর সঙ্গমে বরাবর করা ওয়াজিব নয় তবে সম্ভব হলে উত্তম। আর দিলের আকর্ষণ কারো প্রতি বেশী হলে তার গুনাহ হবে না; কারণ কেউ তার দিলের মালিক নয়।

﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾ ﴾ [النساء/ ١٢٩].

"তোমরা কখনোও নারীদেরকে সমান রাখতে পারবে না, যদিও এর আকাঙ্ক্ষী হও। অতএব, সম্পূর্ণ ঝুকে পড়ো না যে, একজনকে ফেলে রাখ দোদুল্যমান অবস্থায়। যদি সংশোধন কর এবং আল্লাহভীরু হও, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।" [সূরা নিসা:১২৯]

◆ দ্বিতীয় স্ত্রী বিবাহ করলে কি করবে:

সুন্নত হলো কেউ কুমারী বিয়ে করলে তার নিকট আরো স্ত্রী থাকলে প্রথমে কুমারীর নিকট একাধারে সাত দিন থাকবে। অত:পর সবার মাঝে সমান করে বণ্টন করবে। আর যদি বিবাহিতা বিয়ে করে তবে তার

নিকট তিন দিন থাকবে। অত:পর সমান ভাবে বণ্টন করবে। আর যদি সাত দিন পছন্দ করে তবে তাই করবে এবং বাকিদের জন্যও অনুরূপ সাত দিন করে পূরণ করবে। অত:পর প্রত্যেকের জন্য একটি করে রাত্রি বণ্টন করবে।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَــزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا وَقَالَ:« إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَــبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي». أخرجه مسلم.

উম্মে সালামা (রা:) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] যখন উম্মে সালামা (রা:)কে বিবাহ করলেন তখন তার নিকটে তিন দিন থাকলেন এবং বললেন: "ইহা তোমার পরিবারের প্রতি অপমানকর নয়। যদি চাও তবে তোমার জন্য সাত দিন করব। আর তোমার জন্য সাত দিন করলে আমার বাকি স্ত্রীরদের জন্যও সাত দিন করব।"[১]

◆ কুমারী নারী স্বামীর নিকটে অপরিচিত এবং তার পরিবার থেকে দূরে, তাই নতুন জীবনে স্বামী বন্ধুত্বের ও একাকিত্ব-নি:সঙ্গতা দূর করার বেশী প্রয়োজন যা পূর্বে বিবাহিতা নারীর বিপরীত।

◆ **স্ত্রীদের মাঝে বণ্টনের আহকাম:**

স্ত্রী স্বামীর অনুমতি নিয়ে তার দিন সতীন বা স্বামীকে হেবা-দান করতে পারে এবং স্বামী তা অন্য স্ত্রীর জন্য নির্দিষ্ট করলে জায়েজ।

◆ যার একাধিক স্ত্রী আছে তার জন্য অন্যান্য স্ত্রীদের নিকট (যাদের আজ দিন না) প্রবেশ করা এবং নিকটবর্তী হওয়া ও খবরাদি নেওয়া জায়েজ। তবে রাত হলে যার পালা তার নিকটে ফিরে আসতে হবে এবং তার জন্যই রাত্রি নির্দিষ্ট করতে হবে।

◆ যদি স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়াই সফর করে বা তার সঙ্গে সফর করতে কিংবা তার নিকট বিছানায় রাত্রি যাপন করতে অস্বীকার করে, তাহলে তার জন্য না বণ্টন আর না ভরণ-পোষণ রয়েছে; কারণ সে নাফরমান-অবাধ্য।

[১].মুসলিম হাঃ নং ১৪৬০

◆ **বণ্টনের সময়ঃ**

যার উপার্জনের সময় দিনে তার সময় বণ্টন রাত্রে আর যার উপার্জনের সময় রাত্রে তার সময় বণ্টন দিনে। পবিত্র ও ঋতবতী এবং বয়স্কা ও ছোট সবার জন্যে বণ্টন করবে। কিন্তু যদি ঋতুবতী ও রুগিণীর জন্য বণ্টন না করার ব্যাপারে ঐক্যমত হয় তাহলে জায়েজ। আর যে তার অধিকার বিলুপ্ত করবে চাইলে তার জন্য সময় বণ্টন করবে না।

◆ **অনুপস্থিত স্বামীর আগমনের পদ্ধতিঃ**

অনুপস্থিত স্বামীর জন্য সুন্নত হলো হঠাৎ করে বাড়ীতে আগমন না করা বরং তার আগমনের সময় পূর্বেই জানিয়ে দেয়া; যাতে করে স্ত্রী সুন্দর ভাবে সাজগোজ ও পরিপাটি করে স্বামীকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাতে পারে। আর মাথার এলোমেলো চুল পরিপাটি-সিঁথী ও নাভির নিচের লোম পরিস্কার করতে পারে।

◆ **গাইর মুহাররামা অপরিচিত নারীর সাথে মুসাফাহা-করমর্দন করার বিধানঃ**

স্ত্রী ও মুহাররামাত নারীদের ছাড়া অন্য কোন অপরিচিত নারীর সাথে মুসাফাহা-করমর্দন ও একাকি নির্জনে হওয়া হারাম। আর মুহাররামাত হলো যাদের সঙ্গে স্থায়ীভাবে বিবাহ হারাম। চাই আত্মীয়তার জন্যে হোক বা স্তন্যপানের বিংবা বৈবাহিক কারণে হোক।

◆ স্বামীর ভাই, চাচা, মামা এবং চাচাত-মামত-ফুফাত ভাইদের জন্য ভাবি, চাচী, মামী ও চাচত-মামত-ফুফাত ভাবীদের সাথে মুসাফাহা করা বৈধ নয়; কারণ তারা সকলেই আজনবী নারী তথা মুহাররামাত নয় এবং ভাই ও অন্যান্যরা স্ত্রীর জন্য মুহাররাম নেই।

◆ কোন আজনবী নারীর সাথে মুসাফাহা করা জায়েজ নয় এবং এর চাইতে আরো জঘন্য হলো চুমা দেওয়া। চাই সে নারী যুবতি হোক বা বুড়ি হোক আর মুসাফাহাকারী যুবক হোক বা বয়স্ক ব্যক্তি হোক। আর হাতে কোন পর্দা দ্বারা হোক বা পর্দা ছাড়া হোক। কারণ নবী [ﷺ] বলেনঃ

« إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ ». أخرجه النسائي وابن ماجه.

"আমি কোন নারীর সাথে মুসাফাহা তথা করমর্দন করি না।"[১]

◆ মুসলিমা নারীর জন্য তার কোন অপরিচিত পুরুষের সাথে মুসাফাহা করা হারাম। আরো হারাম হলো কোন আজনবী যেমন ড্রাইভারের সাথে একাকি গাড়িতে আরোহণ করা।

◆ কারো সামনে স্বামী-স্ত্রীর মিলন করা হারাম। আরো হারাম নিজেদের মিলনতথ্য কারো কাছে ফাঁস করা; কারণ নবী [ﷺ] বলেন:

« إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا». أخرجه مسلم.

"কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে জঘন্য ব্যক্তি হলো ঐ পুরুষ, যে নিজের স্ত্রীর সাথে মিলন করে এবং স্ত্রীও তার সঙ্গে মেলামেশা করে। অত:পর স্ত্রীর গোপন রহস্য ফাঁস করে।"[২]

◆ **স্বামী স্ত্রীকে সহবাসের জন্যে আহ্বান করার পর না আসলে তার বিধান:**

যখন স্বামী স্ত্রীকে বিছানায় আহ্বান করবে তখন তার ডাকে সাড়া দেওয়া স্ত্রীর প্রতি জরুরি ও বিরত থাকা হারাম।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ».متفق عليه.

আবু হুরাইরা [রাঃ] হতে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"যখন স্বামী স্ত্রীকে তার বিছানায় আহ্বান করে আর সে আসতে অস্বীকার করে। ফলে স্বামী তার প্রতি রাগান্বিত অবস্থায় রাত্রি যাপন করে। তখন সকাল হওয়া পর্যন্ত ফেরেশতারা সে স্ত্রীর প্রতি অভিশাপ করতে থাকে।"[৩]

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, নাসাঈ হাঃ নং ৪১৮১, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ২৮৭৪

[২].মুসলিম হাঃ নং ১৪৩৭

[৩].বুখারী হাঃ নং ৩২৩৭ মুসলিম হাঃ নং ১৪৩৬ শব্দ তারই

◆ **মাহ্‌রাম পুরুষ ছাড়া নারীর সফরের বিধান:**

মাহরাম ছাড়া নারীর প্রতি একাকি সফর করা হারাম। চাই সফর গাড়িতে বা বিমানে কিংবা পানি জাহাজ-ষ্টিমারে অথবা রেল গাড়িতে হোক বা অন্য কিছুতে হোক; কারণ রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ ».

متفق عليه

"মাহরাম পুরুষ ছাড়া যেন নারী সফর না করে। আর তার সাথে মাহরাম না থাকা অবস্থায় যেন কোন পুরুষ তার নিকট প্রবেশ না করে।"[১]

◆ **শরিয়তী পর্দার পদ্ধতি:**

১. নারীর পর্দা যেন তার সমস্ত শরীর আবৃত করে। এমন কাপড়ের হয় যেন ভিতরের কিছু প্রকাশ না পায়। ঢালাঢিলা হতে হবে যেন আঁটসাট না হয়। নকশি করা যেন না হয়, যার ফলে পুরুষদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করবে। বাইরে যাওয়ার সময় কোন প্রকার আতর-সেন্ট ব্যবহার করবে না। আর পোশাক যেন খ্যাতির জন্য এবং কোন পুরুষ বা কাফের মহিলাদের সদৃশ না হয়। আর তাতে কোন প্রকার ক্রশ চিহ্ন ও ছবি যেন না থাকে।

২. প্রতিটি সাবালক মুসলিমা নারীর প্রতি শরিয়তী পর্দা করা ফরজ। আর তা হচ্ছে নারীর ঐ সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যা দেখলে পুরুষরা ফেৎনায় পতিত হয়। যেমন : চেহারা, হাতের তালুদ্বয়, চুল, ঘাড়, পা, পায়ের নলা, হাতের বাহু ইত্যাদি। কারণ আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَٰعًا فَسْـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ ﴿٥٣﴾ ﴾ الأحزاب: ٥٣

[১].বুখারী হাঃ নং ১৮৬২ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৩৪১

"তোমরা তাঁর (রসূল ﷺ)-এর স্ত্রীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্যে এবং তাঁদের অন্তরের জন্যে অধিকতর পবিত্রতার কারণ।" [সূরা আহযাব: ৫৩]

৩. নারীর জন্য চাকুরী ক্ষেত্রে, স্কুল-মাদরাসা, হাসপাতাল ইত্যাদিতে আজনবী পুরুষের সাথে অবাধ মেলামেশা করা হারাম। আরো হারাম হলো বেপর্দায় চলাফেরা করা এবং স্বামী ছাড়া অন্যের জন্য তার আকর্ষণীয় অঙ্গরাজ ও সৌন্দর্য প্রকাশ করা; কারণ এর মধ্যে রয়েছে অনেক ফেৎনা-ফেসাদ।

৪. নারীর প্রতি ফরজ হলো যারা তার মাহরাম না তাদের কাছে পর্দা করা। যেমন: দুলা ভাই, চাচাত ও মামাত এবং খালাত ইত্যাদি ভাইয়েরা। এরা তার মাহরামের অন্তর্ভুক্ত নয়।

গর্ভধারণের বিধান

◆ **জন্ম নিয়ন্ত্রনের বড়ি-পিল ব্যবহারের বিধি-বিধান:**

১. সন্তান-সন্ততি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বান্দার প্রতি এক বড় নিয়ামত। ইসলাম এর প্রতি উৎসাহিত করেছে; তাই স্থায়ীভাবে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা অবৈধ। আর অভাব-অনটনের ভয়ে জন্ম বিরতি করা না জায়েজ।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَٰقٍۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا ﴿٣١﴾ ﴾ الإسراء: ٣١

"তোমরা খাদ্য অভাবের ভয়ে তোমাদের সন্তাদেরকে হত্যা করো না। আমি তোমাদেরকে ও ওদেরকে রিজিক দান করি। নিশ্চয়ই তাদেরকে হত্যা করা এক মহাপাপ।" [সূরা বনি ইসরাঈল:৩১]

২. স্বামী-স্ত্রীর সন্তান জন্মের শক্তি স্থায়ীভাবে খর্ব করে বন্ধাকরণ হারাম। কিন্তু নিশ্চিত কোন ক্ষতির কারণ হলে জায়েজ।

৩. নিশ্চিত কোন ক্ষতির কারণ থাকলে স্বামীর সম্মতিসাপেক্ষ স্ত্রী জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। যেমন :অস্বাভাবিক ভাবে বাচ্চা প্রসব হওয়া। অথবা অসুস্থ যার ফলে প্রতি বছর বাচ্চা নিলে ক্ষতি হওয়া। এমন অবস্থায় জন্ম নিয়ন্ত্রণ বা বিরতি করতে নিষেধ নেয়। তবে উভয়ের সন্তুষ্টি থাকতে হবে এবং এমন পন্থা অবলম্বন করতে হবে যার দ্বারা স্ত্রীর কোন প্রকার ক্ষতি না হয়। এ ছাড়া বিশ্বস্ত চিকিৎসকের সিদ্ধান্ত দ্বারা হতে হবে।

◆ **গর্ভ সঞ্চারণের দ্বারা বাচ্চা নেওয়ার বিধান:**

১. যদি অন্য দু'জন আজনবীর বীর্য ও ডিম্ব দ্বারা বা নিজের ডিম্ব ও অন্য পুরুষের বীর্য দ্বারা স্ত্রীর গর্ভোৎপাদন করা হয়, তবে ইহা হারাম ও জেনার গর্ভ সঞ্চারণ বলে বিবেচিত হবে।

২. আর যদি আকদ সম্পাদনের পরে এবং স্বামীর মৃত্যু বা তালাকের পর সে স্বামীর বীর্য দ্বারা স্ত্রী গর্ভ সঞ্চারণ হয় তবুও হারাম।

৩. আর যদি স্বামী-স্ত্রীর বীর্য ও ডিম্ব হয় আর জরায়ু আজনবী ভাড়া করা হয় তবুও হারাম।

৪. আর যদি উভয়ের বীর্য ও ডিম্ব হয় আর জরায়ু স্বামীর অন্য কোন স্ত্রী হয় এবং গর্ভ সঞ্চারণ ভিতর বা বাহির থেকে হয় তাহলেও হারাম।

৫. আর যদি স্বামীর বীর্য ও স্ত্রীর ডিম্ব তারই জরায়ুর ভিতরে বা বাইরে টিউবে গর্ভ সঞ্চারণ করার পর সেই স্ত্রীর গর্ভাশয়ে স্থানান্তর করা হয় তবে জায়েজ; কারণ এর দ্বারা বহু প্রকার সমস্যা ও বাধা-নিষেধ হতে বাঁচা সম্ভাব। ইহা নিরুপায়ীদের জন্য বৈধ। আর প্রয়োজনের নির্ধারণ তার পরিমাণ মতই হতে হবে। আর যে এমন অবস্থায় পতিত হবে সে যেন যার দ্বীন ও জ্ঞানে বিশ্বাস রাখে তাঁর কাছে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করে।

◆ ছেলে ও মেয়ের যখন অঙ্গরাজির সৃষ্টি পূর্ণতা লাভ করবে তখন তাকে এক প্রকার থেকে অন্য প্রকারে পরিবর্তন করা হারাম। আর পরিবর্তনের চেষ্টা করা অপরাধ, যে করবে সে শাস্তি যোগ্য হবে; কারণ ইহা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন যা সম্পূর্ণ ভাবে হারাম।

◆ যদি কারো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নারী-পুরুষ উভয়ের আলামত একাভূত হয়, তবে দেখতে হবে যদি পুরুষীয় আলামত প্রাধান্য পায়, তবে অপারেশন বা হর্মোন দ্বারা চিকিৎসা করে তার নারীয় আলামত দূর করা জায়েজ।

◆ **স্ত্রীর গর্ভধারণ:**

১. আল্লাহর নির্দেশে প্রতি মাসে নারীর ডিম্ব সৃষ্টি হয়। আর যখন ভাগ্যের সময় চলে আসে এবং শুক্রণুপ্রাণী সেই ডিম্বের সঙ্গে পরাগায়ন হয়ে সংমিশ্রণ ঘটে তখন নারী গর্ভবতী হয়। আর এটাই হলো মিশ্রিত শুক্রকীট।

২. সাধারণত মহিলার প্রতি বছরে একটি করে বাচ্চা প্রসব করে। আর কখনো যমজ দু'জন ছেলে বা দু'জন মেয়ে কিংবা একজন ছেলে ও একজন মেয়ে প্রসব করে। আবার কখনো তিনজন বা এর অধিক প্রসব করে।

◆ **যমজ সন্তান দুই প্রকার:**

প্রথম: একটি শুক্রাণুপ্রাণীর সঙ্গে দু'টি ডিম্বের সংমিশ্রণে যমজ, যারা একে অপরের পূর্ণ সদৃশ হয়।

দ্বিতীয়: অদৃশ যমজ যা আল্লাহর নির্দেশে দু'টি শুক্রাণুপ্রাণী দু'টি ডিম্বের সাথে পরাগায়ন হয়। প্রত্যেকটি শুক্রাণুপ্রাণী আলাদা আলাদা ডিম্বের সাথে মিলে। নিশ্চয় আল্লাহই বেশী জ্ঞাত।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَٰهُ سَمِيعًۢا بَصِيرًا ۝٢﴾ الإنسان:

"আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে এভাবে যে, তাকে পরীক্ষা করব। অত:পর তাকে করে দিয়েছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন।" [সূরা দাহার:২]

২. আরো আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِى ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۝٦ ﴾ آل عمران: ٦

"তিনিই সেই আল্লাহ, যিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেন মায়ের গর্ভে, যেমন তিনি চেয়েছেন। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনি প্রবল পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা আল-ইমরান: ৬]

৩. আরো আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ لِّلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَٰثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ۝٤٩ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَٰثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۝٥٠ ﴾ الشورى: ٤٩ - ٥٣

"নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহর জন্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র-সন্তান দান করেন, অথবা তাদেরকে দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাশীল।" [সূরা শূরা: ৪৯-৫০]

স্ত্রীর অবাধ্যতা ও তার চিকিৎসা

◆ স্ত্রীর প্রতি স্বামীর জন্য যা ওয়াজিব সে ব্যাপারে অবাধ্যতা প্রদর্শনকে 'নুশূজ' বলে।

◆ মানুষের প্রতি যা করণীয় সে ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শন করাই মানুষের স্বভাব। কিন্তু অন্যের প্রতি তার যে সকল অধিকার সে ব্যাপারে বড়ই লোভী। তাই এ কু-অভ্যাসকে বিনাশ করতে এবং তার বিপরীত সৃষ্টি করার জন্যে সহজ পন্থা হলো: নিজের উপরে যে সকল অধিকার তা ব্যয় করার ব্যাপারে উদার দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করা। আর নিজের অধিকারের ব্যাপারে কিছু হলেও তাতে পরিতৃপ্তি লাভ করা। মূলত ইহাই হলো সবকিছুই সঠিক চিকিৎসা।

◆ **অবাধ্যতার বিধান:**

অবাধ্যতা করা পাপের কাজ যা শরিয়তে হারাম; কারণ এতে জুলুম ও অধিকারকে বারণ করা। স্ত্রীর প্রতি যা ওয়াজিব তা আদায় না করলে নাফরমানি এবং স্বামীর প্রতি যা ওয়াজিব তা আদায় না করলেও নাফরমানি।

স্ত্রী যদি স্বামীর পক্ষ থেকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা অনুভব করে এবং তাকে তালাক দেওয়ার আশঙ্কা করে, তাহলে তার পূর্ণ বা আংশিক অধিকার বিলুপ্ত করতে পারে। যেমন: রাত্রি যাপন বা ভরণ-পোষণ কিংবা পোশাক ইত্যাদি। আর স্বামীর জন্য তা কবুল করা উচিৎ তাতে দু'জনের প্রতি কোন পাপ হবে না। ইহা তালাক ও প্রতি দিন আপোসে ঝগড়া-ঝাটি করার চাইতে উত্তম।

﴿وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحًاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٌۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرًا ١٢٨﴾ [النساء/١٢٨].

"যদি কোন নারী স্বীয় স্বামীর পক্ষ থেকে অসদাচরণ কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে, তবে পরস্পর কোন মীমাংসা করে নিলে তাদের উভয়ের

কোন পাপ হবে না। মীমাংসাই উত্তম। মনের সামনে লোভ বিদ্যমান আছে। যদি তোমরা উত্তম কাজ কর এবং আল্লাহভীরু হও, তবে আল্লাহ তোমাদের সব কাজের খবর রাখেন।” [সূরা নিসা:১২৮]

◆ অবাধ্য স্ত্রীর চিকিৎসার পদ্ধতি:

১. যখন স্ত্রীর অবাধ্যতার আলামত প্রকাশ পাবে। যেমন : স্বামীর ডাকে বিছানায় বা আনন্দ গ্রহণে সাড়া না দেওয়া। অথবা বিরক্তিকর কিংবা ঘৃণা অবস্থায় সাড়া দেওয়া। তখন তাকে ওয়াজ-নসিহত করবে এবং আল্লাহর ভয় দেখাবে ও সহজ পন্থায় আদব দিবে।

যদি তার পরেও আগের অবস্থার উপর অটল থাকে তবে প্রয়োজন মত বিছানায় ত্যাগ করবে। আর তিন দিন পর্যন্ত কথা বলা বিরত রাখবে।

যদি তার পরেও আগের অবস্থায় অটল থাকে তবে দশ বা তার চেয়ে কম হালকা করে রক্ত বের না হয় এমন বেত্রাঘাত করবে। আর চেহারায় মারধর এবং কোন প্রকার কুৎসিত বর্ণনা ও তিরস্কার করবে না। যদি এসব দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায় এবং আনুগত্য শুরু করে তবে পূর্বে যা ঘটেছে সে ব্যাপারে তাকে কোন প্রকার ভর্ৎসনা করবে না।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤ ﴾ النساء: ٣٤

“পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। এ জন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সেমতে নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগত এবং আল্লাহ যা হেফাজতযোগ্য করে দিয়েছেন লোকচক্ষুর অন্তরালেও তারা তার হেফাজত করে। আর যাদের মধ্যে আবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং প্রহার কর। যদি তাতে

তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবার উপর শ্রেষ্ঠ।" [সূরা নিসা: ৩৪]

২. যদি স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে একে অপরের প্রতি জুলুমের দাবি করে। স্ত্রী তার অবাধ্যতা ও অহঙ্কার এবং খারাপ আচরণের উপর অটল থাকে। আর দু'জনের মাঝে সংশোধন করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, তবে স্বামীর পরিবারের একজন বিচারক এবং স্ত্রীর পরিরবারের অপরজন বিচারক প্রেরণ করবে। তারা দু'জনে যা কল্যাণকর তাই ফয়সালা করবে। হয় একত্রকরণ বা কোন বদলা অথবা বদলা ছাড়াই বিচ্ছেদকরণ।

৩. যদি বিচারক মহোদয়গণ ঐক্যমতে না পৌঁছে অথবা দু'জন বিচারক না পাওয়া যায় এবং দু'জনের মাঝে উত্তম আচরণ অসম্ভব হয়ে পড়ে; তাহলে কোর্টের বিচারক সাহেব তাদের ব্যাপারটা ভাল করে দেখবেন। আর কোন বিনিময়ে বা ক্ষতিপূরণ ছাড়াই যেমনটি তিনি ভাল মনে করবেন এবং শরিয়তের বিধি-বিধান মোতাবেক দু'জনের মাঝে বিচ্ছেদ করে দিবেন।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾ ﴾ النساء: ٣٥

"যদি তাদের মাঝে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মত পরিস্থিতিরই আশঙ্কা কর, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ের মীমাংসা চাইলে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছু অবহিত।" [সূরা নিসা: ৩৫]

৪. যদি স্ত্রী স্বামীর পক্ষ থেকে অপছন্দভাব বা উপেক্ষা উপলব্ধি করে এবং তাকে বিচ্ছেদের আশঙ্কা করে, তবে স্ত্রীর জন্য জায়েজ আছে স্বামীর প্রতি তার যে অধিকার তা রহিত করে দেওয়া। অথবা কিছু অধিকার যেমন : রাত্রি যাপন বা ভরণ-পোষণ ইত্যাদি হক বিলুপ্ত করা। আর স্বামীর জন্য জায়েজ তা গ্রহণ করা। এতে করে তাদের কোন গুনাহ হবে না। আর ইহা প্রতি দিন ঝগড়া করা ও বিচ্ছেদের চেয়ে উত্তম।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحًاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٢٨ ﴾ النساء: ١٢٨

“যদি কোন নারী স্বীয় স্বামীর পক্ষ থেকে অসদাচরণ কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে, তবে পরস্পর কোন মীমাংসা করে নিলে তাদের উভয়ের কোন গুনাহ নাই। মীমাংসাই উত্তম। মনের মধ্যে কৃপণতার প্রলোভন বিদ্যমান আছে। যদি তোমরা উত্তম কাজ কর এবং আল্লাহভীরু হও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সব কাজের খবর রাখেন।” [সূরা নিসা:১২৮]

২- তালাকের অধ্যায়

তালাকের আহকাম

◆ **তালাক:**

তালাক হলো বিবাহর পূর্ণ বা কিছু বন্ধন খুলে দেওয়ার নাম।

◆ **তালাক বৈধকরণের হিকমত:**

সুখী দাম্পত্য জীবন প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা বিবাহকে বিধান সম্মত করেছেন। দম্পতির জীবনে ভালোবাসা, প্রেম-প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হবে। আর প্রত্যেকে জীবনসঙ্গীকে পূত-পবিত্র থাকার ব্যাপারে সাহায্য করবে। এর দ্বারা মিটবে যৌন চাহিদা এবং আসবে নতুন প্রজন্ম।

যখন এ সমস্ত উপকারিতার ত্রুটি ঘটবে এবং কোন এক দম্পতির অসদাচরণের ফলে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। অথবা পরস্পর বিরোধপূর্ণ মেজাজ কিংবা দু'জনের মাঝের জীবন কষ্টকর ইত্যাদি কারণে বিরতিহিন বিরোধ হয়ে পড়ে, যার ফলে বৈবাহিক সম্পর্ক কঠিন অবস্থায় পৌঁছে যায়। অতএব, যখন পরিস্থিতি এমন অবস্থায় পৌঁছে যায় তখন স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মুক্তির উপায় হিসাবে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নিজ অনুগ্রহে তালাকের বিধি-বিধান দান করেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا ١ ﴾ الطلاق: ١

"হে নবী! তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে চাও, তখন তাদেরকে তালাক দিয়ো ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং ইদ্দত গণনা করো। তোমরা তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় কর। তাদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিস্কার করো না এবং তারাও যেন বের না হয়, যদি না তারা

কোন সুস্পষ্ট নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত হয়। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমালঙ্ঘন করে, সে নিজেরই অনিষ্ট করে। সে জানে না, হয়তো আল্লাহ এই তালাকের পর কোন নতুন উপায় করে দিবেন।" [সূরা তালাক: ১]

◆ **তালাকের মালিক কে:**

১. তালাক দেওয়া একমাত্র স্বামীর অধিকার; কারণ বৈবাহিক সম্পর্কের জন্য সে খরচ করে অনেক সম্পদ। তাই তো সে বিবাহ বন্ধন অটুট রাখতে সর্বদা বেশী আগ্রহী। পুরুষই অধিক বিলম্ব ও ধৈর্যধারণ করতে পারে এবং বিবেক দ্বারা চিন্তা করে আবেগ দ্বারা নয়।

২. নারীরা অতি দ্রুত রাগ করে এবং সহ্য করতে পারে কম। আর তাদের মাঝে দূরদর্শীতার চরম অভাব দেখা যায়। এ ছাড়া তালাকের পরবর্তী পরিণতি স্বামীর মত স্ত্রীর উপর আসে না। আর যদি উভয়ের হাতে তালাকের অধিকার দেওয়া হত তবে অতি সামান্য কারণে তালাকের অবস্থা বহুগুণে বেড়ে যেত।

৩. তালাক পুরুষের হাতে। একজন স্বাধীন পুরুষ তিনটি তালাকের মালিক। চাই স্ত্রী স্বাধীন হোক বা দাসী হোক। আর পরাধিন দাসরা দুই তালাকের মালিক।

◆ **কার পক্ষ থেকে তালাক পতিত হবে:**

প্রত্যেক সাবালক, বিবেকবান ও স্বেচ্ছায় তালাক দাতার তালাক পতিত হবে। জোরপূর্বক তালাক নিলে তালাক হবে না। অনুরূপ এমন মাতালের তালাক যে কি বলে তা নিজেই বুঝে না এবং এমন ক্রুদ্ধ ব্যক্তির তালাক যে কি বলে জানে না। যেমন : তালাক পতিত হবে না ভুলকারীর, অন্যমনস্ক ব্যক্তির, বিস্মৃতি ব্যক্তির, পাগল ইত্যাদির।

◆ **তালাকের বিধান:**

প্রয়োজনে যেমন: স্ত্রীর অসদাচরণ ও খারাপ মেলামেশার জন্য তালাক দেওয়া জায়েজ। আর অপ্রয়োজনে যেমন: দম্পতির স্থির সুখী জীবন তার পরেও তালাক দেওয়া হারাম। আর জরুরি কারণে তালাক দেওয়া উত্তম। যেমন : যদি স্ত্রী স্বামীর সাথে থাকাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় অথবা স্বামীকে ঘৃণা..... ইত্যাদি করে।

স্ত্রী সালাত আদায় না করলে অথবা তার ইজ্জত-আব্রুর ব্যাপারে নিষ্কলুষ না থাকলে এবং তওবা ও সদুপদেশ গ্রহণ না করলে তাকে তালাক দেওয়া ওয়াজিব।

◆ **যেসব অবস্থায় তালাক দেওয়া হারাম:**

মাসিক ঋতু ও প্রসূতি অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হারাম। আরো তালাক দেওয়া হারাম যে তহুরে তথা পবিত্রতায় সহবাস করেছে ও গর্ভধারণ প্রকাশ পায় নাই। এক শব্দে তিন তালাক অথবা এক বৈঠকে তিন তালাক দেওয়াও হারাম।

◆ স্বামী অথবা তার উকিলের পক্ষ থেকে তালাক দেওয়া সহীহ হবে। উকিলের এক তালাক দেওয়ার অধিকার রয়েছে এবং যখন চাইবে তখন দিতে পারবে। কিন্তু যদি তার জন্য সময় ও সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় তাহলে সে মোতাবেক প্রয়োজ্য হবে।

◆ **তালাকের শব্দসমূহ:**

তালাকের শব্দের দিক থেকে তালাক দু'প্রকার:

১. 'তালাকে সরীহ' তথা সুস্পষ্ট শব্দ দ্বারা তালাক: যে সব শব্দ তালাক ছাড়া অন্য কোন অর্থের অবকাশ থাকে না। যেমন: তোমাকে তালাক দিলাম, তুমি তালাক, তুমি তালাকপ্রাপ্তা, আমার প্রতি তোমাকে তালাক দেওয়া ওয়াজিব ইত্যাদি শব্দসমূহ।

২. 'কেনায়া তালাক' তথা পরোক্ষ ও অস্পষ্ট শব্দ দ্বারা তালাক: ঐ সব শব্দ যা তালাক ও অন্য অর্থ বহন করে। যেমন : তুমি বায়েন অথবা তোমার পরিবারে চলে যাও ইত্যাদি শব্দ।

◆ সরীহ তথা স্পষ্ট শব্দ দ্বারা তালাক পতিত হয়ে যাবে; কারণ তার অর্থ পরিস্কার। আর কেনায়া তথা অস্পষ্ট ও পরোক্ষ শব্দ দ্বারা ততক্ষণ তালাক পতিত হবে না যতক্ষণ শব্দের সাথে তালাকের নিয়ত না করা হবে।

◆ যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে: 'তুমি আমার প্রতি হারাম' তাহলে এর দ্বারা তালাক পতিত হবে না এবং হারামও হবে না। বরং ইহা হলফ-কসম হবে এবং এতে 'কাফফারা ইয়ামীন' তথা হলফ ভঙ্গের কাফফারা দিতে হবে।

◆ তালাক দেয়াতে আগ্রহি ও রসিকের তালাক পতিত হবে; কারণ এর দ্বারা বিবাহের বন্ধন খেল তামাশা ও টালবাহনা থেকে হেফাজতে থাকবে।

◆ **তালাকের পদ্ধতি:**

তালাক কোন শর্ত ছাড়া হতে পারে অথবা সংযুক্ত-সম্বন্ধকৃত কিংবা শর্তের সাথে ঝুলন্ত হতে পারে।

১. **শর্ত ছাড়া উপস্থিত তালাক:** যেমন স্ত্রীকে বলা: 'তুমি তালাক' অথবা 'তোমাকে তালাক দিলাম' ইত্যাদি। এ তালাক সাথে সাথে পতিত হবে; কারণ কোন কিছুর সঙ্গে শর্ত বা সংযুক্ত করে নাই।

২. **সংযুক্ত ও সম্বন্ধকৃত তালাক:** যেমন স্ত্রীকে বলা: 'তুমি আগামি কাল তালাক' অথবা 'তুমি মাসের শুরুতে তালাক'। এ তালাক ততক্ষণ পতিত হবে না যতক্ষণ তার নির্দিষ্টকৃত সময় অতিক্রম না করবে।

৩. **ঝুলন্ত ও শর্তকৃত তালাক:** ইহা স্বামীর দ্বারা তালাককে কোন শর্তের সঙ্গে ঝুলিয়া দেওয়া। ইহা আবার দু'প্রকার:

(ক) যদি তার তালাকের দ্বারা কোন কাজ করতে বা ছাড়তে বাধ্য করা উদ্দেশ্য হয় অথবা উৎসাহ প্রদান কিংবা নিষেধ করা বা খবরের তাকিদ ইত্যাদি হয়। যেমন: 'যদি বাজারে যাও তবে তুমি তালাক' এর দ্বারা তাকে নিষেধ করাই উদ্দেশ্য করে তবে তালাক পতিত হবে না। আর এতে যদি স্ত্রী বিপরীত করে বসে তবে স্বামীর প্রতি 'কাফফারা ইয়ামীন' তথা কসম ভঙ্গের কাফফারা ওয়াজিব হবে।

◆ **কাফফারা ইয়ামীন:**

দশজন মিসকিনকে খানা খাওয়ানো অথবা কাপড় পরানো কিংবা একটি গোলাম আজাদ করা। আর যদি উক্ত কোন একটি না পারে তবে তিনটি রোজা রাখা।

(খ) শর্ত পাওয়া গলে এবং তালাক উদ্দেশ্য হলে পতিত হবে। যেমন: স্বামীর কথা, যদি তুমি আমাকে অমুকটা দাও তবে তুমি তালাক।

এ তালাক পতিত হবে যখন শর্ত পাওয়া যাবে।

◆ **তালাকের ব্যাপারে সন্দেহ করার বিধান:**

আসল হলো যা ছিল তাই থাকা। তাই আসল হলো বিবাহ বন্ধন ঠিক থাকা। এ জন্যে একিন ছাড়া বিবাহ বন্ধ নষ্ট হবে না। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি তালাক কিংবা শর্তে সন্দেহ করে তাহলে তালাক পতিত হবে না। আর যদি তালাকের সংখ্যায় সন্দেহ করে তাহলে এক তালাক পতিত হবে।

আর যে সন্দেহসহ তালাক সাব্যস্ত করবে সে তিনটি ভয়ানক কাজ করবে। (১) স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছিন্ন। (২) তার বন্ধনে থাকা অবস্থায় স্ত্রীকে অন্যের বৈধ করা। (৩) স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ ও মিরাস থেকে বঞ্চিত করা।

◆ **যার মোহরানা সাব্যস্ত করা হয় নাই তার তালাকের বিধান:**

যদি মোহরানা সাব্যস্ত করা না হয় এবং সহবাসের পূর্বে তালাক দেয় তবে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর খরচ ওয়াজিব। সামর্থ্যবানের জন্য তার সামর্থ্য অনুযায়ী এবং কম সামর্থ্যবানের জন্য তার সাধ্য অনুযায়ী। আর যদি মোহরানা স্থির করা না হয় এবং সহবাসের পর তালাক দেয় তবে স্ত্রীর জন্য মোহরে মিছিল দিতে হবে এবং তার জন্য কোন খরচ নেই।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعًۢا بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾ ﴾ البقرة: ٢٣٦

"স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার আগে এবং কোন মোহরানা সাব্যস্ত করার পূর্বেও যদি তালাক দিয়ে দাও, তবে তাতেও তোমাদের কোন পাপ নেই। তবে তাদেরকে কিছু খরচ দেবে। আর সামর্থ্যবানদের জন্য তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এবং কম সামর্থ্যবানদের জন্য তাদের সাধ্য অনুযায়ী। যে খরচ প্রচলিত রয়েছে তা সৎকর্মশীলদের উপর দায়িত্ব।" [সূরা বাকারা: ২৩৬]

◆ **যার মোহরানা নির্দিষ্ট করা হয়েছে তার তালাকের বিধান:**

আর যদি স্পর্শ বা স্ত্রীর সঙ্গে একাকি নির্জনে হওয়ার পূর্বে তালাক দেয় আর মোহরানা সাব্যস্ত করা হয়ে থাকে তবে স্ত্রী অর্ধেক মোহর পাবে। কিন্তু যদি স্ত্রী বা তার অলি মাফ করে দেয় সেটা ভিন্ন ব্যাপার।

আর যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে বিচ্ছেদ ঘটে তবে তার সকল হক রহিত হয়ে যাবে।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا۟ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوٓا۟ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا۟ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾ ﴾ البقرة: ٢٣٧

"আর যদি মোহরানা সাব্যস্ত করার পর স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও, তাহলে যে মোহরানা সাব্যস্ত করা হয়েছে তার অর্ধেক দিতে হবে। অবশ্য যদি নারীরা ক্ষমা করে দেয় কিংবা বিয়ের বন্ধন যার অধিকারে (অলি) সে যদি ক্ষমা করে দেয় তবে তা স্বতন্ত্র কথা। আর তোমারা (স্বামী-স্ত্রী) যদি ক্ষমা কর, তবে তা হবে পরহেযগারীর নিকটবর্তী। আর পারস্পরিক সহানুভূতির কথা ভুলে যেও না। নিশ্চয় তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সে সবই অত্যন্ত ভাল করে দেখেন।" [সূরা বাকারা:২৩৭]

- বাতিল বিবাহর কারণে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে স্পর্শের পূর্বে বিচ্ছেদ হলে স্ত্রীর জন্যে মহোরানা ও খরচ কিছুই নেই। আর স্পর্শের পরে হলে সাব্যস্তকৃত মোহরানা স্ত্রীর জন্য ওয়াজিব হবে; কারণ এর দ্বারা পুরুষ তার গুপ্তাঙ্গ হালাল করেছে।

সুন্নতি ও বিদাতি তালাক

◆ সুন্নতি তালাকের পদ্ধতিসমূহ:

১. সুন্নতি তালাক:

স্বামী তার স্পর্শকৃত স্ত্রীকে যে তহুরে (পবিত্রতায়)তার সঙ্গে মিলন করে নাই এক তালাক দেয়া। স্বামী এ অবস্থায় স্ত্রীকে ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে নিতে পারবে। ইদ্দত হচ্ছে তিন মাসিক ঋতু। যদি ইদ্দত শেষ হয়ে যায় এবং ফিরিয়ে না নেই তবে এক তালাকে ছোট বায়েন হয়ে যাবে। নতুন আকদ ও মোহরানা ছাড়া ফিরিয়ে নিতে পারবে না। আর যদি ইদ্দতের মধ্যেই ফিরিয়ে নেয় তবে সে তার স্ত্রীই রয়ে যাবে।

- ◆ আর যদি দ্বিতীয় তালাক দিতে চায় তবে প্রথম তালাকের ন্যায় তালাক দেবে। অত:পর যদি ইদ্দতের মধ্যেই ফিরিয়ে নেয় তবে স্ত্রীই রয়ে যাবে। আর যদি ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে না নেই তবে দ্বিতীয় তালাকে ছোট বায়েন হয়ে যাবে। নতুন করে আকদ ও মোহরানা ছাড়া তার জন্য হালাল হবে না।
- ◆ এরপর যদি পূর্বের ন্যায় তৃতীয় তালাক দেয় তবে স্ত্রী তালাকে বড় বায়েন তালাক হয়ে যাবে। যতক্ষণ স্ত্রীর অন্যত্র সহীহ বিবাহ না হবে ততক্ষণ সে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না। এই পদ্ধতিতে ও তরতীবে তালাক দেওয়া সংখ্যার দিক থেকে সুন্নতি তালাক এবং সময়ের দিক থেকেও সুন্নতি তালাক।

২. সুন্নতি তালাকের আরো পদ্ধতি:

স্ত্রীর গর্ভধারণ সুস্পষ্ট হওয়ার পর এক তালাক দেওয়া। আর যদি স্ত্রী এমন হয় যার মাসিক হয় না তবে যে কোন সময় তালাক দিতে পারবে।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٍۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٢٩﴾ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾ ﴾

البقرة: ٢٢٩ - ٢٣٠

“তালাকে-রাজ‘য়ী হলো দুবার পর্যন্ত তারপর হয় নিয়মানুযায়ী রাখবে, না হয় সহৃদয়তার সঙ্গে বর্জন করবে। আর নিজের দেয়া সম্পদ থেকে কিছু ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জন্য জায়েজ নয় তাদের কাছ থেকে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই এ ব্যাপারে ভয় করে যে, তারা আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, অত:পর যদি তোমাদের ভয় হয় যে, তারা উভয়েই আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে (খোলা তালাক করে) অব্যহতি নিয়ে নেয়, তবে উভয়ের মধ্যে কারোরই কোন পাপ নেই। এই হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। কাজেই একে অতিক্রম করো না। বস্তুত: যারা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে, তারাই হলো জালেম।

তারপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয় বার) তালাক দেয় , তবে সে স্ত্রী যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া অপর কোন স্বামীর সাথে (সহীহ পন্থায়) বিবাহ করে না নেবে, তার জন্য হালাল নয়। অত:পর যদি দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিয়ে দেয় (বা মারা যায়) তাহলে তাদের উভয়ের জন্যই পরস্পরকে পুনারায় বিয়ে করতে কোন পাপ নেই, যদি আল্লাহর বিধান বজায় রাখতে ইচ্ছা থাকে। আর এই হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা; যারা উপলব্ধি করে তাদের জন্য এসব বর্ণনা করা হয়।”

[সূরা বাকারা: ২২৯-২৩০]

◆ অত:পর যখন তালাক পূর্ণ হবে এবং বিচ্ছেদ হয়ে যাবে তখন স্বামীর জন্য সুন্নত হলো স্ত্রীকে তার ও স্বামীর অবস্থার আলোকে কিছু খরচ দেয়া ইহা স্ত্রীর অন্তরের প্রশান্তির জন্য এবং তার কিছু অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে।

আল্লাহ তা‘য়ালার বাণী:

﴿ وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعُۢ بِٱلْمَعْرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ٢٤١ ﴾ البقرة: ٢٤١

"আর তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী খরচ দেয়া পরহেযগারদের উপর কর্তব্য।" [সূরা বাকারা: ২৪১]

◆ **বিদাতি তালাক:**

শরিয়ত পরিপন্থী তালাক হলো বিদাতি তালাক। ইহা আবার দু'প্রকার:

(ক) সময়ের মাঝে বিদাত:

যেমন: মাসিক ঋতু বা প্রসূতি কিংবা যে তহুরে মিলন করেছে এবং গর্ভধারণ এখনো সুস্পষ্ট হয় নাই এমন অবস্থায় তালাক দেয়া। এভাবে তালাক দেয়া হারাম তবে তালাক পতিত হবে। আর এরূপ তালাকদাতা পাপি হবে এবং তার প্রতি ওয়াজিব যদি তৃতীয় তালাক না হয় স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া।

ঋতুবতী বা প্রসূতিকে ফিরেয়ে নিয়ে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত রাখবে। অত:পর মাসিক হয়ে পবিত্র হলে চাইলে তালাক দেবে। আর যে মিলনকৃত তহুরে তালাক দেবে সে মাসিক হওয়া পর্যন্ত নিজের কাছে রাখবে এবং পবিত্র হওয়ার পর চাইলে তালাক দিবে।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:« مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا». أخرجه مسلم.

১. ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর স্ত্রীকে মাসিক ঋতু অবস্থায় তালাক দেন। উমার ফারুক [ﷺ] ইহা নবী [ﷺ]-এর নিকট উল্লেখ করলে নবী [ﷺ] বলেন:"তাকে স্ত্রী ফিরিয়ে নিতে বল। অত:পর পবিত্র অথবা গর্ভবতী অবস্থায় যেন তালাক দেয়।"[১]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:« مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُ بَعْدُ أَوْ يُمْسِكُ». متفق عليه.

[১].মুসলিম হাঃ নং ১৪৭১

২. ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর স্ত্রীকে মাসিক অবস্থায় তালাক দেন। উমার ফারুক [ﷺ] এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে জিজ্ঞাসা করলে তিন [ﷺ] বলেন:"তাকে স্ত্রী ফিরিয়ে নিয়ে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত রাখতে বল। এরপর যখন অন্য এক মাসিক হবে তারপর পবিত্র হবে তখন চাইলে তালাক দিবে অথবা রেখে দিবে।"[১]

(খ) **সংখ্যায় বিদাত:**

যেমন: এক শব্দে (তুমি তিন তালাক) তিন তালাক দেয়া। অথবা ভিন্নভাবে একই মজলিসে তিন তালাক দেয়া। যেমন বলা: তুমি তালাক, তুমি তালাক, তুমি তালাক। এ ধরণের তালাক দেয়া হারাম তবে পতিত হবে এবং তালাক দাতা গুনাহগার হবে। কিন্তু এক শব্দে বা একাধিক শব্দে একই তহুরে তিন তালাক দিলে শুধুমাত্র এক তালাকই পতিত হবে তবে তালাকদাতা গুনাহগার হবে।

◆ যদি স্ত্রী ছোট বা ঋতু বন্দ হয়ে গেছে কিংবা সহবাস হয়নি এমন হয়, তাহলে তার ব্যাপারে সুন্নতি ও বিদাতি যে কোন তালাক প্রযোজ্য এবং যখন ইচ্ছা তখন তালাক দিতে পারে।

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৫২৫১ মুসলিম হাঃ নং ১৪৭১ শব্দ তারই

রাজ'য়ী ও বায়েন তালাক

১. রাজ'য়ী (প্রত্যাহারযোগ্য) তালাক:

স্বামী স্পর্শকৃত স্ত্রীকে এক তালাক দিবে। ইদ্দতে থাকা অবস্থায় চাইলে স্বামী ফেরত নিতে পারবে। আর যদি ফিরিয়ে নিয়ে দ্বিতীয় তালাক দেয় তবে ইদ্দতে থাকা অবস্থায় স্বামী স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারবে। ইদ্দতে থাকলে এ দু'অবস্থায় স্ত্রীই থাকবে। এ অবস্থায় স্ত্রী স্বামীর মিরাস পাবে এবং স্বামীও স্ত্রীর মিরাস পাবে। আর স্ত্রীর জন্য রয়েছে খরচ ও বাসস্থান।

◆ রাজ'য়ী তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী কোথায় ইদ্দত পালন করবে:

এক বা দুই তালাকে রাজ'য়ী অবস্থায় যদি স্ত্রী মিলনকৃতা বা একাকি নির্জনে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে এমন হয় তবে তাকে স্বামীর বাড়ীতে ইদ্দত পালান করা ওয়াজিব। যাতে করে স্বামী তাকে ফিরিয়ে নেই। আর স্ত্রীর জন্য উত্তম হলো স্বামীর জন্য সাজগোজ করা যেন তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ফেরত নেই। আর ফেরত না নিলে স্ত্রীকে ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাড়ী থেকে বের করে দেয়া স্বামীর জন্য জায়েজ নেই।

২. বায়েন তালাক:

যে তালকের দ্বারা স্ত্রী তার স্বামী থেকে সম্পূর্ণ ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

ইহা আবার দু'প্রকার:

(ক) ছোট বায়েন তালাক:

তিনের চেয়ে কম তালাককে বলে। যখন স্বামী স্ত্রীকে এক তালাক দেবে যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অত:পর তার ইদ্দতের মধ্যে ফেরত নিবে না তখন 'তালাকে বায়েনা সুগরা' তথা ছোট বায়েন তালাক হবে। এতে স্বামীর অধিকার রয়েছে স্ত্রীকে নতুন মোহরানা ও আকদ দ্বারা বিবাহ করা যদি স্ত্রীর অন্য স্বামীর সাথে বিয়ে না হয়। অনুরূপ দ্বিতীয় তালাক দিয়ে ইদ্দতের মধ্যে ফেরত না নিলে ছোট বায়েন হয়ে যাবে। আর স্বামী চাইলে নতুন আকদ ও মোহরানা দ্বারা তাকে বিবাহ করতে পারবে যদি স্ত্রী দ্বিতীয় জনের সঙ্গে বিয়ে না করে থাকে।

(খ) বড় বায়েন (অপ্রত্যাহারযোগ্য) তালাক:

ইহা পূর্ণ তিন তালাক হয়ে যাওয়াকে বলে। অতএব, যখন তিন তালাক দিয়ে দিবে তখন স্ত্রী স্বামী থেকে পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। স্থায়ীভাবে স্ত্রী থাকার নিয়তে শরিয়তী পন্থায় দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে বিবাহ না হওয়া এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার পর উভয়ে একে অপরের মধু পান না করা পর্যন্ত প্রথম স্বামীর জন্য বৈধ হবে না। যদি দ্বিতীয় স্বামী স্বেচ্ছায় তালাক দেয় অথবা মারা যায় এবং তার ইদ্দত শেষ ক'রে, তাহলে প্রথম স্বামীর জন্য অন্যান্যদের ন্যায় নতুন আকদ ও মোহরানা দ্বারা তাকে বিবাহ করা জায়েজ।

◆ **বায়েন তালাকপ্রাপ্তা কোথায় ইদ্দত পালন করবে:**

তিন তালাকপ্রাপ্তা তার পরিবারের বাড়ীতে ইদ্দত পালন করবে; কারণ সে তার স্বামীর জন্য হালাল না। সে খরচ ও বাসস্থান পাবে না। আর ইদ্দত পালন অবস্থায় প্রয়োজন ছাড়া তার পরিবারের বাড়ী থেকে বের হবে না।

◆ যদি স্বামী তালাক অথবা শর্তের ব্যাপারে সন্দেহ করে তবে বিবাহ বাকি থাকবে যতক্ষণ তা দূর হওয়ার ব্যাপারে সে একিন না হবে।

◆ যখন স্বামী তার স্ত্রীকে বলবে:"তোমার বিষয় তোমার হাতে" তখন স্ত্রী নিজে সুন্নত মোতাবেক তিন তালাকের মালিক হয়ে যাবে। কিন্তু যদি স্বামী এক তালাকের নিয়ত করে তবে এক তালাকের মালিক হবে।

◆ **কখন স্ত্রীর জন্যে তালাক চাওয়া জায়েজ:**

যদি স্ত্রী এমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় যার ফলে তার জীবন যাত্রা বিপন্ন হয়ে পড়ে, তবে কোর্টে বিচারকের সামনে তালাক চাওয়া জায়েজ যেমন:

১. যদি স্বামী খরচের ব্যাপারে অবহেলা করে।

২. যদি স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে এমন ব্যবহার করে যার ফলে জীবন যাত্রা বিপন্ন হয়ে পড়ে। যেমন: গালি-গালাজ করা অথবা মারধর করা কিংবা কষ্ট দেওয়া যা সহ্য করার মত না বা কোন খারাপ কাজে বাধ্য করা ইত্যাদি।

৩. যদি স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রী ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং নিজের ব্যাপারে জেনায় লিপ্ত হওয়ার ভয় করে।
৪. যদি স্বামী দীর্ঘ সময় ধরে বন্দী থাকে যার বিরহে স্ত্রী ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
৫. যদি স্ত্রী স্বামীর স্থায়ী কোন ত্রুটি বা রোগ দেখে। যেমন : বন্ধ্যা অথবা সহবাসে অক্ষম কিংবা ঘৃণিত মারাত্মক কোন রোগ ইত্যাদি।

◆ একাই ভোগ করার উদ্দেশ্যে সতীনকে তালাক দিতে বলা হারাম।

◆ যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে তোমার মাসিক হলেই তুমি তালাক তবে সন্দেহমুক্ত প্রথম মাসিকেই তালাক হয়ে যাবে।

◆ **বায়েন তালাকের প্রকার:**

স্বামী থেকে স্ত্রীর বায়েন হওয়ার তিন অবস্থা:
বিবাহ বন্ধন রহিত করার দ্বারা ও বিনিময়ের দ্বারা বায়েন তথা খোলা' তালাক এবং তালাকের সংখ্যা তিন পূর্ণ হওয়ার মাধেমে।

◆ **কখন বায়েন তালাক পতিত হবে:**

যদি তালাক কোন বদলায় তথা খোলা তালাক অথবা স্পর্শের পূর্বে কিংবা তৃতীয় তালাক হয় তবে তালাকে বায়েন পতিত হবে।

◆ **ঝুলন্ত তালাকের বিধান:**

যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে তুমি যদি ছেলে সন্তার প্রসব কর তবে তুমি এক তালাক আর যদি মেয়ে সন্তান প্রসব কর তবে তুমি দু'তালাক। অত:পর যদি ছেলে সন্তান প্রসবের পর মেয়ে সন্তান প্রসব করে তবে প্রথমটি দ্বারা এক তালাতপ্রাপ্তা হবে আর দ্বিতীয়টি দ্বারা বায়েন হয়ে যাবে। আর তার উপর কোন ইদ্দত পালন করা জরুরি হবে না।

◆ **প্রসূতি অবস্থায় তালাকের বিধান:**

স্বামীর জন্য প্রসূতি স্ত্রীকে তালাক দেওয়া জায়েজ; কারণ প্রসূতি অবস্থা ইদ্দত হিসাব করা হয় না। আর স্ত্রী তালাক পাওয়ার সাথে সাথে ইদ্দ আরম্ভ করতে পারবে। কিন্তু ঋতু অবস্থার এর বিপরীত; কেননা ঋতু অবস্থায় তালক দিলে সাথে সাথে ইদ্দত আরম্ভ করতে পারবে না।

৩- তালাক দেওয়া স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ

◆ **রাজ'য়াত:**

প্রত্যাহারযোগ্য তালাক তথা বায়েন তালাকপ্রাপ্তা না এমন স্ত্রীকে নতুন আকদ ছাড়াই ইদ্দতের ভিতরে পুনরায় গ্রহণ করা রাজ'য়াত বলা হয়।

◆ **রাজ'য়াত বৈধকরণের হিকমত:**

তালাক কখনো রাগান্বিত ও তড়িৎ-ঘড়িৎ হয়ে থাকে। আবার কখনো তালাক হয় কোন চিন্তা-ভাবনা ও বিবেচনা ছাড়াই। আর তালাকের পরে কি ধরণের সমস্যা ও ক্ষতি এবং বিপর্যয় সৃষ্টি হবে সে ব্যাপারে থাকে না কোন জ্ঞান। তাই আল্লাহ তা'য়ালা বৈবাহিক জীবনের জন্যে রাজ'য়াত তথা প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করেছেন। ইহা একমাত্র স্বামীর অধিকার যেমন তালাক দেওয়া তারই অধিকার।

◆ ইসলামের সৌন্দর্যের মধ্যে হলো তালাক দেওয়া এবং পুনরায় গ্রহণকে বৈধকরণ। অতএব, যখন আপোসে ঘৃণা জন্মিবে এবং দাম্পত্য জীবন কঠিন হয়ে পড়বে তখন তালাক দেওয়া জায়েজ। আর যখন আপোসের সম্পর্ক সুন্দর হবে এবং পানির স্রোতধারা যখন তার নিজ গতিতে ফিরে আসবে তখন রাজ'আত তথা পুনরায় গ্রহণ করা জায়েজ হবে। আল্লাহরই সকল প্রশংসা ও এহসান।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾ ﴾

البقرة: ٢٢٨

"আর তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন মাসিক পর্যন্ত। আর যদি সে আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাতের দিবসের উপর ঈমানদার হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ যা তার জরায়ুতে সৃষ্টি করেছেন তা লুকিয়ে

রাখা জায়েজ নয়। আর যদি সদ্ভাব রেখে চলতে চায় তাহলে তাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার তাদের স্বামীরা সংরক্ষণ করে।"
[সূরা বাকারা:২২৮]

◆ পত্যাহারযোগ্য স্ত্রীর বিধান:

প্রত্যাহারযোগ্য তালাকপ্রাপ্তা নারী স্বামীর স্ত্রীই থাকে, সে স্বামীর বাড়িতে ইদ্দত পালন করবে, স্বমীর প্রতি তার ভরণ-পোষণ ওয়াজিব, স্ত্রীকে স্বামীর আনুগত্য করা জরুরি। স্বামীর জন্যে তার চেহারা খুলা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, তার সাথে বের হওয়া, পানাহারা করা সবকিছুই জায়েজ। স্বামীর জন্য স্ত্রীর সঙ্গে যা যা করা জায়েজ সবই করতে পারবে। তবে তার জন্যে কোন দিন বণ্টন করা লাগবে না; কারণ সে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। আর বৈধ কোন কারণ ছাড়া প্রত্যাহারযোগ্য তালাকপ্রাপ্তার জন্য স্বামীর বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও ইদ্দত পালন করা জায়েন নেই।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا ١﴾ [الطلاق/١].

"হে নবী, তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে চাও, তখন তাদেরকে তালাক দিয়ো ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং ইদ্দত গণনা করো। তোমরা তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করো। তাদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিস্কার করো না এবং তারাও যেন বের না হয় যদি না তারা কোন সুস্পষ্ট নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত হয়। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমালংঘন করে, সে নিজেরই অনিষ্ট করে। সে জানে না, হয়তো আল্লাহ এই তালাকের পর কোন নতুন উপায় করে দিবেন।"
[সূরা তালাক:১]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾ ﴾ [البقرة/٢٢٨].

“আর তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন মাসিক পর্যন্ত। আর যদি সে আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাতের দিবসের উপর ঈমানদার হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ যা তার জরায়ুতে সৃষ্টি করেছেন তা লুকিয়ে রাখা জায়েজ নয়। আর যদি সদ্ভাব রেখে চলতে চায় তাহলে তাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার তাদের স্বামীরা সংরক্ষণ করে। আর পুরুষদের যেমন অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর নিয়ম অনুযায়ী আর নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ।” [সূরা বাকারা: ২২৮]

◆ রাজা‘য়াত (প্রত্যাহার) সহীহ হওয়ার জন্য শর্তসমূহ:

১. তালাকপ্রাপ্তার সাথে সহবাস হয়েছে।
২. স্বামী যতগুলো তালাকের মালিক তার চেয়ে কম হওয়া। যেমন: তিন তালাকের কম।
৩. তালাক যেন কোন বিনিময়ে না হয়। যদি তালাক বিনিময়ে (খোলা তালাক) হয় তবে বায়েন হয়ে যাবে।
৪. প্রত্যাহার সহীহ বিবাহ দ্বারা ইদ্দতের মধ্যেই হতে হবে।

◆ যার দ্বারা প্রত্যাহার সাব্যস্ত হয়:

তালাকপ্রাপ্তাকে প্রত্যাহার কথা দ্বারা হতে পারে। যেমন: আমি আমার স্ত্রীকে ফেরত নিলাম। অথবা স্বামী স্ত্রীকে ধরে.... ইত্যাদি ভাবে রেখে দেওয়া। আবার কর্মের দ্বারাও হতে পারে। যেমন: ফেরত নেওয়ার নিয়তে স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস... ইত্যাদি করা।

◆ তালাক ও প্রত্যাহারের জন্য সাক্ষী রাখার বিধান:

তালাক দেওয়া ও ফেরত নেওয়ার সময় দু'জন সাক্ষী রাখা সুন্নত। আর সাক্ষী ছাড়াও তালাক দেওয়া ও ফেরত নেওয়া সহীহ। রাজ'য়ী তালাকপ্রাপ্তা যতক্ষণ ইদ্দতে থাকবে ততক্ষণ স্ত্রীই। আর পুনরায় ফিরিয়ে নেওয়ার সময় শেষ হবে ইদ্দতের সময় শেষ হলেই।

◆ রাজ'য়াত তথা পুনরায় ফিরিয়ে নেওয়ার সময় অলি, মোহরানা, স্ত্রীর সন্তুষ্টি এবং তাকে অবহিত করা এসবের কোনই প্রয়োজন নেই।

৪-খোলা তালাক

◆ **খোলা তালাক:**

স্বামী স্ত্রী থেকে বিনিময় নিয়ে বিচ্ছেদ করার নাম খোলা তালাক।

◆ **খোলা তালাক বৈধকরণের হিকমত:**

যদি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মহব্বত নি:শেষ হয়ে পড়ে এবং ঘৃণা ও শত্রুতা ভালোবাসার স্থান দখল করে ফেলে। আর সমস্যা জড়িত হয়ে পড়ে এবং দু'জনের অথবা একজনের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ পায়। এমন অবস্থায় আল্লাহ তা'য়ালা নিস্কৃতির বিকল্প পথ ও বের হওয়ার রাস্ত করে দিয়েছেন।

যদি নিস্কৃতি স্বামীর পক্ষ থেকে প্রয়োজন হয় তবে আল্লাহ তার হাতে তালাকের অধিকার দিয়েছেন। আর যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে প্রয়োজন হয় তবে আল্লাহ তার জন্য খোলা ক'রে নেওয়া বৈধ করে দিয়েছেন। স্ত্রী স্বামী থেকে যা গ্রহণ করেছে তার পূর্ণ বা কম কিংবা তার চেয়ে বেশী তাকে ফেরত দিবে যাতে করে সে তাকে বিচ্ছেদ করে দেয়।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ ﴿٢٢٩﴾ ﴾ البقرة: ٢٢٩

" (প্রত্যাহারযোগ্য) তালাক হলো দুবার পর্যন্ত তারপর হয় নিয়মানুযায়ী রাখবে, না হয় সহৃদয়তার সঙ্গে বর্জন করবে। আর তাদের কাছ থেকে নিজের দেয়া সম্পদ হতে কিছু ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জন্য জায়েজ নয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই এ ব্যাপারে ভয় করে যে, তারা আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, অত:পর যদি তোমাদের ভয় হয় যে, তারা উভয়েই আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে অব্যহতি নিয়ে নেয়, তবে উভয়ের মধ্যে কারোরই কোন পাপ নেই।" [সূরা বাকারা: ২২৯]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ » قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً». أخرجه البخاري.

২. ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত। ছাবেত ইবনে কাইস [ﷺ]-এর স্ত্রী নবী [ﷺ]-এর নিকটে এসে বলল: হে আল্লাহর রসূল! আমি ছাবেত ইবনে কাইসের চরিত্র ও দ্বীনের ব্যাপারে কোন দোষ-ক্রটি বর্ণনা করছি না। কিন্তু আমি ইসলামে কুফরিকে ভয় করছি। রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন: তুমি কি তার বাগান তাকে ফেরত দিবে? মহিলাটি বলল: হ্যাঁ, তখন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন: (ছাবেত!) "বাগান গ্রহণ ক'রে তাকে এক তালাক দিয়ে (খোলা করে) দাও।"[১]

◆ **খোলা তালাকের আবশ্যকীয়তা কি?**

১. যখন স্ত্রী স্বামীকে ঘৃণা করে তার খারাপ আচরণ বা অসৎ চরিত্র কিংবা চেহারা-সুরত অপছন্দ অথবা তার অধিকার ত্যাগে গুনাহ হওয়ার ভয় তখন খোলা তালাককে বৈধ করা হয়েছে। আর স্বামীর জন্য উত্তম হলো খোলা গ্রহণ করা; কারণ ইহা বৈধ করা হয়েছে।

২. যদি স্ত্রী স্বামীর দ্বীনের ক্রটির জন্য ঘৃণা করে। যেমন :সালাত ত্যাগ করা অথবা অসৎ চরিত্র। এমন অবস্থায় যদি স্বামীকে ভাল করা সম্ভব না হয় তবে স্ত্রীর জন্য বিচ্ছেদের চেষ্টা করা ওয়াজিব। আর যদি স্বামী কোন হারাম কাজ করে এবং স্ত্রীকে করতে বাধ্য না করে, তবে স্ত্রীর উপর খোলা তালাক নেওয়া ওয়াজিব নয়। আর যে কোন নারী কোন সমস্যা ছাড়াই স্বামীর কাছে তালাক চাইবে সে জান্নাতের সুগন্ধি পাবে না।

---

১. বুখারী হাঃ নং ৫২৭৩

◆ স্ত্রীকে আটকিয়ে রাখার বিধান:

স্ত্রীর নিকট থেকে জোরপূর্বক মোহরানা থেকে নেওয়ার উদ্দেশ্যে তাকে আটকিয়ে রাখা স্বামীর প্রতি হারাম। কিন্তু যদি স্ত্রী সুস্পষ্ট ফাহেশা তথা জেনায় লিপ্ত হয় তবে তখন হারাম হবে না।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ١٩ ﴾

النساء: ١٩

"হে ঈমানদারগণ! বলপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকার গ্রহণ করা তোমাদের জন্যে হালাল নয় এবং তাদেরকে আটকে রেখো না যাতে তোমরা তাদেরকে যা প্রদান করেছ তার কিয়দংশ নিয়ে নাও; কিন্তু তারা যদি কোন প্রকাশ্য অশ্লীলতা করে। নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন কর। অত:পর যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে হয়ত তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন।" [সূরা নিসা:১৯]

◆ খোলা তালাকের বিধান:

খোলা এক প্রকার বিচ্ছেদ চাই তা খোলা শব্দ দ্বারা হোক বা বিচ্ছেদ কিংবা বিনিময় অথবা মুক্তিপণ দ্বারা হোক। আর যদি তালাক শব্দ কিংবা পরোক্ষ কোন শব্দ তালাকের নিয়তে হয় তবে তালাক পরিগণিত হবে। খোলা তালাকের পর স্বামী স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারবে না। কিন্তু যদি পূর্বে তিন তালাক না হয়ে থাকে তবে চাইলে নতুন করে আকদ ও মোহরানা দ্বারা বিবাহ করতে পারবে।

◆ খোলা তালাকের সময়:

মাসিক ও পবিত্র সর্ব অবস্থায় খোলা করা জায়েজ আছে। আর খোলা তালাকপ্রাপ্তা এক মাসিক ইদ্দত পালন করবে। স্বামীর জন্য খোলাকৃতা স্ত্রীর অনুমতিক্রমে তাকে নতুন আকদ ও নতুন মোহরানা দ্বারা ইদ্দতের পর বিবাহ করতে পারবে।

◆ **খোলা তালাক করে নেয়ার সম্পদঃ**

যা মোহরানা হওয়ার জন্য জায়েজ তা খোলা তালাকে বিনিময় হওয়া জায়েজ। অতএব, স্ত্রী যদি বলে আমাকে এক হাজার টাকা ইত্যাদি দ্বারা খোলা করে দাও এবং স্বামী ক'রে তবে স্ত্রী ছোট বায়েন হয়ে যাবে। আর স্বামী এক হাজার টাকার হকদার হবে। আর যা মোহরানা দিয়েছিল তার চেয়ে বেশী গ্রহণ করা উচিৎ নয়।

৫-ঈলা

◆ ঈলা হলো:

সঙ্গম করতে সক্ষম এমন স্বামীর আল্লাহর নামে বা তাঁর অন্য কোন নাম বা গুণের দ্বারা হলফ করা যে, সে তার স্ত্রীর গুপ্তাঙ্গে কখনো বা চার মাসের অধিক সময় সঙ্গম করবে না।

◆ ঈলা বৈধকরণের হিকমত:

ঈলা দ্বারা স্বামীদের নাফরমান ও অবাধ্য স্ত্রীদেরকে আদব দেওয়া উদ্দেশ্য। তাই স্বামীর জন্য প্রয়োজন পরিমাণ তথা চার মাস বা এর কম ঈলা বৈধ করা হয়েছে। আর এর অতিরিক্তকে হারাম ও জুলুম এবং অন্যায় বলে বিবেচনা করা হয়েছে; কারণ ইহা স্বামীর প্রতি যা ওয়াজিব তা ত্যাগ করার উপর কসম।

◆ ঈলার সময় সীমা নির্ধারণের হিকমত:

জাহেলিয়াতের যুগে পুরুষরা যদি স্ত্রীকে পছন্দ না করত এবং অন্য কেউ যাতে বিবাহ না করতে পারে সে জন্যে স্ত্রীকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে হলফ করত যে, সে তার স্ত্রীকে চিরতরে বা এক বছর কিংবা দু'বছর স্পর্শ করবে না। তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখত, না স্ত্রী আর না তালাকপ্রাপ্তা। তাই আল্লাহ তা'য়ালা এর এক সীমা নির্ধারণ ক'রে দিয়েছেন। আর তা হলো ঊর্ধ্বে চার মাস এবং এর অতিরিক্ত অনিষ্টকর যা বাতিল করে দিয়েছেন।

◆ ঈলা করার পদ্ধতি:

যদি কসম করে যে স্ত্রীর নিকটে কখনো বা চার মাসের অধিক যাবে না তাহলে সে ঈলাকারী হয়ে যাবে। যদি চার মাসের মধ্যে স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তবে ঈলা শেষ হয়ে যাবে এবং তার প্রতি হলফ ভঙ্গের কাফফারা দেয়া জরুরি হয়ে যাবে। হলফ ভঙ্গের কাফফারা হলো: দশজন মিসকিনকে খানা খাওয়ানো অথবা তাদেরকে কাপড় পরানো কিংবা একটি দাস-দাসী আজাদ করা। যদি এগুলো না পারে তবে তিন দিন রোজা রাখা।

আর যদি মিলন ছাড়াই চার মাস অক্রিম হয়ে যায়, তবে স্ত্রীর অধিকার আছে স্বামীকে সহবাস করতে বাধ্য করবে। যদি মিলন করে তবে স্বামীর উপর হলফ ভঙ্গের কাফফারা ছাড়া আর কিছুই জরুরি হবে না।

আর যদি সহবাস করতে অস্বীকার করে, তবে স্ত্রী তালাক চাইবে। যদি তালাক দিতে অস্বীকার করে, তবে কোর্টের বিচারক সাহেব স্ত্রীকে অনিষ্ট হতে রক্ষার জন্যে স্বামীর প্রতি এক তালাক দেয়ার জন্য বাধ্য করবে।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾ ﴾ البقرة: ٢٢٦ ـ ٢٢٧

"যারা নিজেদের স্ত্রীর নিকট গমন করবে না বলে কসম খেয়ে বসে তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ রয়েছে। অত:পর যদি পারস্পারিক মিল-মিশ করে নেয় তবে আল্লাহ ক্ষমাকারী দয়ালু। আর যদি বর্জন করার সংকল্প করে নেয়, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী ও জ্ঞানী।" [সূরা বাকারা: ২২৬-২২৭]

◆ ঈলাকৃতা স্ত্রীর ইদ্দত তালাকপ্রাপ্তার ন্যায়। ইনশাাআল্লাহ সামনে এর বর্ণনা আসবে।

৬-জিহার

◆ **জিহার:**

স্ত্রীকে বা তার কোন অঙ্গকে যাকে স্থায়ীভাবে বিবাহ করা হারাম তার সাথে বা তার কোন অঙ্গের সাথে উপমা দেয়া। যেমন: স্বামীর কথা, তুমি আমার উপর আমার মার মত অথবা তুমি আমার প্রতি আমার বোনের পিঠের সদৃশ ইত্যাদি।

◆ **জিহার বাতিলকরণের হেকমত:**

জাহেলিয়াতের যুগে স্বামী স্ত্রীর প্রতি যে কোন কারণে রাগ হলে বলত: তুমি আমার প্রতি আমার মার পিঠের সদৃশ আর স্ত্রী তালাক হয়ে যেত। অত:পর ইসলাম এসে নারীদেরকে এ বিপদ থেকে নিস্কৃতি দান এবং সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করল যে, জিহার করা এক নোংরা ও মিথ্যা কথা; কারণ এর কোন ভিত্তি নেই এবং স্ত্রী মা নয়, তাই মার মত হারাম হবে। আর ইসলাম এর বিধানকে বাতিল বলে ঘোষণা করেছে এবং জিহারকৃত স্ত্রীকে ততক্ষণ হারাম করে দিয়েছে যতক্ষণ স্বামী তার ভুলের মাশুল কাফফফারা আদায় না করে।

◆ স্বামী তার স্ত্রীকে জিহার করে তার সঙ্গে সহবাস করতে চাইলে যতক্ষণ জিহারের কাফফারা আদায় না করবে ততক্ষণ মিলন করা হারাম।

◆ **জিহারের বিধান:**

১. জিহারকে আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন এবং জিহারকারীদের ভর্ৎসনা করেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَٰتُهُمْ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔى وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿٢﴾ ﴾ المجادلة: ٢

"তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীগণকে মাতা বলে ফেলে, তাদের স্ত্রীগণ তাদের মাতা নয়। তাদের মাতা কেবল তারাই, যারা তাদেরকে

জন্মদান করেছে। তারা তো অসমচীন ও ভিত্তিহীন কথাই বলে। নিশ্চয় আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।" [সূরা মুজাদালা: ২]

২. কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে জিহার করলে যতক্ষণ জিহারের কাফ্‌ফারা না আদায় করবে ততক্ষণ তার সাথে সঙ্গম করা হারাম।

◆ **জিহারের কিছু পদ্ধতি:**

১. বিনা শর্তে জিহার করা যেমন: স্বামী স্ত্রীকে বলা, তুমি আমার প্রতি আমার মার পিঠের মত।
২. শর্তের সাথে জিহার করা যেমন: বলা, যখন রমজান মাস প্রবেশ করবে তখন তুমি আমার প্রতি আমার মার পিঠের মত।
৩. কিছু সময়ের জন্য জিহার করা যেমন: বলা, তুমি আমার প্রতি আমার মার পিঠের মত শা'বান মাসে। যদি শা'বান মাস শেষ হয়ে যায় আর এর মধ্যে সহবাস না করে তবে জিহার শেষ হয়ে যাবে। আর যদি শা'বান মাসে সহবাস করে তবে তার প্রতি জিহারের কাফফারা ফরজ হয়ে যাবে।

◆ স্বামী স্ত্রীকে জিহার করলে তার সঙ্গে মিলনের পূর্বেই কাফফারা আদায় করবে। আর যদি কাফফারা আদায়ের র্পূবে সহবাস করে ফেলে তাহলে গুনাহগার হবে এবং তার প্রতি কাফফারা আদায় করা ফরজ হয়ে যাবে।

◆ **জিহারের কাফফারার বিধান:**

জিহারের কাফফারার নিম্নের তরতীবে ওয়াজিব:

১. একজন মুমিন দাস বা মুমিনা দাসী আজাদ করা।
২. যদি না পাই তবে একাধারে কোন বিরতি ছাড়াই দু'মাস রোজা রাখা। আর এর মাঝে যদি দু'ঈদে বা অসুস্থ ইত্যাদি অবস্থায় রোজা না রাখে তাতে ধারাবাহিকতার বিচ্ছিন্ন ধরা হবে না।
৩. যদি দু'মাস ধারাবাহিক রোজা রাখতে অক্ষম হয়, তবে ষাটজন মিসকিনকে দেশের প্রধান খাদ্য হতে খাওয়াবে বা দান করবে। প্রতিটি মিসকিনকে আধা সা'আ (প্রায় এক কেজি ২০ গ্রাম) খাদ্য দান করবে। অথবা ষাটজন মিসকিনকে দুপুরে বা রাত্রে একবার খানা খাওয়াবে।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ ذَٰلِكُمۡ تُوعَظُونَ بِهِۦۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ٣ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ مِن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۖ فَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ فَإِطۡعَامُ سِتِّينَ مِسۡكِينٗاۚ ذَٰلِكَ لِتُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۗ وَلِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٤ ﴾ المجادلة: ٣ ـ ٤

"যারা তাদের স্ত্রীগণকে মাতা বলে ফেলে, অত:পর নিজেদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তাদের কাফফারা এই: একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাসকে মুক্তি দিবে। এটা তোমাদের জন্যে উপদেশ হবে। আল্লাহ খবর রাখেন তোমরা যা কর। যার এর সামর্থ্য নেই, সে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একাধিক্রমে দুই মাস রোজা রাখবে। যে এতেও অক্ষম, সে ষাটজন মিসকিনকে আহার করাবে। এটা এ জন্যে, যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি। আর কাফেরদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আজাব।" [সূরা মুজাদালা: ৩-৪]

◆ আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি দয়াশীল তাই তো মিসকিন-ফকিরদেরকে আহার করানকে পাপের কাফফারা ও গুনাহ মিটিয়ে দেওয়ার মাধ্যম করে দিয়েছেন।

◆ যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে: যদি অমুক স্থানে যাও তবে তুমি আমার প্রতি আমার মার পিঠের ন্যায়। যদি এর দ্বারা স্ত্রী নিজের উপর হারাম করা উদ্দেশ্যে হয়, তবে জিহারকারী হবে। তাই যতক্ষণ জিহারের কাফফারা আদায় না করবে ততক্ষণ স্ত্রীর সাথে মিলন করতে পারবে না। আর যদি এর দ্বারা সে কাজটি করতে নিষেধ করা উদ্দেশ্যে হয় হারাম করা না, তবে স্ত্রী হারাম হবে না। কিন্তু স্বামীর প্রতি ওয়াজিব হলো হলফ ভঙ্গ করার কাফফারা আদায় করা এবং এরপর তার হলফ ভঙ্গ করা।

◆ যদি সকল স্ত্রীগণকে এক শব্দ দ্বারা জিহার করে, তবে একটি মাত্র কাফফারা জরুরি হবে। আর যদি একাধিক শব্দ দ্বারা তাদের সাথে জিহার করে, তবে প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা কাফফারা জরুরি হবে।

৭-লি'আন

(স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে অভিশাপ দেওয়া)

◆ **লি'আন:**

লি'আন হলো বিচারক বা তাঁর দায়িত্বশীলের নিকট স্বামীর পক্ষ হতে আল্লাহর লা'নত-অভিশাপের বদদোয়া। আর স্ত্রীর পক্ষ হতে আল্লাহর গজবের বদদোয়াসহ কতগুলি সাক্ষ্য ও কসমের নাম।

◆ **লি'আনের বিধান প্রবর্তনের হিকমত:**

যখন কোন স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে দেখবে, যার ফলে সমাজে লাঞ্চিত হচ্ছে অথবা তার পরিবার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, অথবা তার ঔরসে অন্যের সন্তান মিশ্রিত হচ্ছে। এমতাবস্থায় স্বামী কোন প্রমাণ উপস্থাপন করতে না পারলে এবং ব্যভিচারের অপরাধ সাব্যস্ত করতে না পারলে বা স্ত্রী স্বেচ্ছায় স্বীকার না করলে, এ বিপদ হতে নিস্কৃতি ও সমস্যা সমাধানের জন্যই আল্লাহ তা'আলা লি'আনের বিধান প্রবর্তন করেছেন। তাই উভয়ে পরস্পরকে অভিশাপ দেয়ার পূর্বে তাদেরকে আল্লাহর ভীতি প্রদান ও ওয়াজ-নসীহত করা মুস্তাহাব-উত্তম।

◆ স্বামী (স্ত্রীর অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ) উপস্থাপনের পর যদি আল্লাহর নামে কসম করে বলতে অস্বীকার করে, তাহলে তাকে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি ৮০বেত্রাঘাত প্রহার করতে হবে। আর স্ত্রী যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার কথা স্বীকার করে তাহলে তাকে রজম (প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা) করতে হবে।

◆ **অপর ব্যক্তির স্ত্রীকে জেনার অভিযোগের বিধান:**

কোন ব্যক্তি অপরের স্ত্রী অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ ক'রে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারলে তাকে মিথ্যা অপবাদ দানকারী হিসাবে শাস্তি স্বরূপ ৮০বেত্রাঘাত প্রহার করতে হবে। আর তওবা ও সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত সে ফাসেক বলে গণ্য হবে এবং তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ۝٤ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ وَأَصۡلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ۝٥ ﴾ النور: ٤ ـ ٥

"যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অত:পর স্বপক্ষে চারজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করতে পারে না, তাদেরকে আশিটি (৮০) বেত্রাঘাত কর এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য কবুল কর না, এরাই হলো ফাসেক বা নাফরমান। কিন্তু যারা এরপর তওবা করে এবং সংশোধিত হয়, আল্লাহ (তাদের জন্য) ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।" [সূরা নূর: ৪-৫]

◆ লি'আনের শর্তসমূহ:

১. রাষ্ট্রপতি বা প্রশাসক কিংবা তাদের প্রতিনিধির সম্মুখে প্রাপ্ত বয়স্ক স্বামী-স্ত্রীর মাঝে এ লি'আন সংঘটিত হতে হবে।

২. লি'আনের পূর্বে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর প্রতি যেনা-ব্যাভিচারের অপবাদ থাকতে হবে।

৩. স্বামীর এ অপবাদকে স্ত্রী অস্বীকার এবং লি'আন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত স্বীয় মতের উপর অটল থাকবে।

◆ লি'আনের পদ্ধতি:

যখন কোন স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে যেনা-ব্যাভিচারে লিপ্ত হওয়ার অপবাদ আরোপ করবে এবং কোন প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারবে না তখন তাকে (স্বামীকে) মিথ্যা অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে, তবে লি'আনের মাধ্যমে সে শাস্তি হতে নিস্কৃতি পেতে পারে।

◆ লি'আনের পদ্ধতি নিম্নরূপ:

১. সর্বপ্রথমে স্বামী চারবার বলবে:"আমি আল্লাহর কসম করে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমার এই স্ত্রীকে যেনা-ব্যাভিচারে লিপ্ত হওয়ার যে অপবাদ আরোপ করেছি, সে বিষয়ে আমি সত্যবাদী"। স্ত্রী উপস্থিত থাকলে তার দিকে ইঙ্গিত করবে। আর পঞ্চমবার উক্ত সাক্ষ্য এর সাথে আরো বৃদ্ধি করে বলবে :

﴿ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ۝٧ ﴾ النور: ٧

"যদি সে (স্বামী) মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার উপর আল্লাহর লা'নত-অভিশাপ বর্ষিত হবে।" [সূরা নূর:৭]

২. অত:পর স্ত্রী চারবার বলবে:"আমি আল্লাহর কসম করে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাকে যেনা-ব্যাভিচারে লিপ্ত হওয়ার যে অপবাদ দিয়েছেন তাতে সে মিথ্যাবাদী"। আর পঞ্চমবার উক্ত সাক্ষ্যের সাথে আরো বৃদ্ধি করে বলবে:

﴿ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ۝٩ ﴾ النور: ٩

"যদি সে (স্বামী) সত্যবাদী হয় তাহলে তার (স্ত্রীর) উপর আল্লাহর তা'য়ালার গজব পতিত হবে। " [সূরা নূর: ৯]

◆ **সুন্নতি নিয়ম হলো:**

লি'আন শুরু করার পূর্বে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের প্রত্যেককে ভয়-ভীতি ও নসীহত মূলক কথা শুনানো, পঞ্চমবার সাক্ষ্য প্রদানের সময় স্বামীর মুখে হাত রেখে তাকে বলতে হবে "আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ দুনিয়ার শাস্তি আখেরাতের শাস্তির চেয়ে অনেক হালকা; কারণ তোমার সাক্ষ্য সত্য না হলে তোমার জন্য আখেরাতের শাস্তি অপরিহার্য। অনুরূপভাবে স্ত্রীকেও বলতে হবে কিন্তু তার মুখে হাত রাখতে হবে না। আরো সুন্নতী নিয়ম হলো : রাষ্ট্রপতি বা প্রশাসক কিংবা তাঁদের প্রতিনিধি এবং জনসাধারণের উপস্থিতিতে দাঁড়ানো অবস্থায় উভয়ে লি'আন করবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ۝٦ وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ۝٧ وَيَدۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ أَن تَشۡهَدَ أَرۡبَعَ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ۝٨ وَٱلۡخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ۝٩ ﴾ النور: ٦ - ٩

"আর যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং তারা নিজেরা ছাড়া তাদের কোন সাক্ষী নেই, এরূপ ব্যক্তির সাক্ষ্য এভাবে হবে যে, সে আল্লাহর কসম খেয়ে চারবার সাক্ষ্য দেবে, সে অবশ্যই সত্যবাদী। এবং পঞ্চমবার বলবে যে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে তার উপর আল্লাহর লা'নত। আর স্ত্রীর শাস্তি রহিত হয়ে যাবে যদি সে আল্লাহর কসম খেয়ে চারবার সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামী অবশ্যই মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চমবার বলবে: যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয় তবে তার উপর আল্লাহর গজব নেমে আসবে।" [সূরা নূর: ৬-৯]

◆ **লি'আন সম্পন্ন হলে পাঁচটি হুকুম সাব্যস্ত হবে:**

১. স্বামীর উপর মিথ্যা অপবাদের শাস্তি রহিত হবে।
২. স্ত্রী ব্যাভিচারের শাস্তি রজম হতে মুক্তি পাবে।
৩. উভয়ের মাঝে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।
৪. উভয়ে একে অপরের জন্য চিরস্থায়ী ভাবে হারাম হয়ে যাবে।
৫. যদি কোন সন্তান হয় তাহলে সে সন্তান স্বামী পাবে না বরং স্ত্রী পাবে।

◆ লি'আনের কারণে বিবাহ বন্ধন বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর ইদ্দতে থাকা কালীন সময়ে স্ত্রী কোনরূপ ভরণ-পোষণ ও বাসস্থান পাবে না।

৮ – ইদ্দত

◆ ইদ্দত:

তালাক দ্বারা বিবাহ বন্ধন বিচ্ছিন্ন হওয়া অথবা স্বামীর মৃত্যুর পর যে নির্দিষ্ট সময়কাল স্ত্রী অপেক্ষা করে এবং অন্যের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া থেকে বিরত থাকে ঐ সময়কে ইদ্দত বলা হয়।

◆ ইদ্দতের হুকুম:

বিবাহের পর স্বামীর সাথে নির্জন বাস হলে তালাক দ্বারা বিবাহ বিচ্ছিন্ন হোক অথবা স্বামীর মৃত্যুর পর প্রতিটি স্ত্রীর ইদ্দত পালন করা ফরজ। যাতে করে সন্তান প্রসব হওয়া অথবা কয়েক মাসিক অতিক্রম হওয়া অথবা কয়েক মাস অতিবাহিত হওয়ার মাধ্যমে স্বীয় জরায়ুর সচ্ছতা সম্পর্কে অবগত হতে পারে। আর এ বিবাহ বিছিন্নতা চাই তালাকের মাধ্যমে অথবা খোলা তালাকের দ্বারা অথবা অন্য যেভাবেই হোক না কেন সকল ক্ষেত্রে ইদ্দত পালন করা প্রযোজ্য।

◆ ইদ্দতের বিধান প্রবর্তনের হিকমাত বা রহস্য:

১. জরায়ুর সচ্ছতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া, যাতে বংশে কোন রূপ সংমিশ্রণ না ঘটে।
২. তালাক প্রদানকারীকে কিছু অবকাশ দেওয়া, যাতে অনুতপ্ত হয়ে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে যেমনধ রাজ'য়ী তালাকে প্রযোজ্য।
৩. বিবাহ পদ্ধতির গুরুত্বারোপ করা হয়; কারণ ইহা কতগুলো শর্ত ছাড়া সংঘটিত হয় না অনুরূপ কিছু অপেক্ষা ও ধৈর্য্যধারণ ছাড়া ভঙ্গও হয় না।
৪. স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনকে সম্মান প্রদর্শন করা; কারণ এ জীবন সহজেই অন্যের জন্য হয়ে যায় না, কিছু অপেক্ষা ও অবকাশের প্রয়োজন হয়।
৫. স্ত্রী যদি গর্ভবতী হয় তাহলে গর্ভের সংরক্ষণ করা।

অতএব, ইদ্দতে চার ধরণের হক বা অধিকার রয়েছে: আল্লাহর হক, স্বামীর হক, স্ত্রীর হক ও সন্তানের হক।

◆ **ইদ্দতের আহকাম:**

স্ত্রীর সাথে মিলনের পূর্বেই যদি তালাক দেওয়া হয়, তাহলে তার কোন ইদ্দত নেই। আর যদি মিলনের পরে তালাক দেওয়া হয়, তাহলে তাকে অবশ্যই ইদ্দত পালন করতে হবে। কিন্তু মিলনের পূর্বে বা পরে যদি স্বামী মারা যায়, তাহলে সর্বাবস্থায় স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও সদাচরণের জন্য চারমাস দশ দিন ইদ্দত পালন করতেই হবে। আর এমতাবস্থায় স্ত্রী স্বামীর উত্তরাধীকার পাবে।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا ﴿٤٩﴾ ﴾ الأحزاب: ٤٩

"হে মু'মেনগণ! তোমরা যখন মুমিন নারীদেরকে বিবাহ কর। অত:পর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক দিয়ে দাও, তখন তাদেরকে ইদ্দত পালনে বাধ্য করার অধিকার তোমাদের নেই, তোমরা তাদেরকে কিছু দাও এবং তাদেরকে উত্তম পন্থায় বিদায় দাও।" [সূরা আহযাব: ৪৯]

২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ﴿٢٣٤﴾ ﴾ البقرة: ٢٣٤

"আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে ছেড়ে যাবে, তখন সে স্ত্রীদের কর্তব্য হলো, নিজেকে চারমাস দশদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করা। অত:পর যখন ইদ্দত পূর্ণ করবে, তখন নিজেদের ব্যাপারে ন্যায় সঙ্গত ব্যবস্থা নিলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না। আর তোমাদের যাবতীয় কর্মের ব্যাপারে আল্লাহ অবগত রয়েছেন। " [সূরা বাকারা: ২৩৪]

◆ **ইদ্দত পালনকারী মহিলাদের প্রকার:**

এরা ছয় প্রকার:

১. গর্ভবতী মহিলা:

স্বামীর মৃত্যু, তালাক ও বিবাহ বিচ্ছেদ হতে সন্তান প্রসব পর্যন্ত হলো গর্ভধারিণীর ইদ্দত। যার সর্বনিম্ন সময় হলো ছয় মাস আর ঊর্ধ্বে নয় মাস। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ ﴿٤﴾ ﴾ الطلاق: ٤

"গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত।" [সূরা তালাক:৪]

২. বিধবা নারী:

স্বামীর মৃত্যুর সময় যদি গর্ভবতী হয় তাহলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তার ইদ্দত। আর যদি গর্ভবতী না হয় তাহলে চার মাস দশ দিন তার ইদ্দত। অবশ্য এ সময়ের মধ্যে তার গর্ভবতী হওয়া ও না হওয়া স্পষ্ট হয়ে যাবে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ ﴿٢٣٤﴾ ﴾ البقرة: ٢٣٤

"আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদের ছেড়ে যাবে, তখন সে স্ত্রীদের কর্তব্য হলো, নিজেদেরকে চারমাস দশদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করা।" [সূরা বাকারা:২৩৪]

৩. তালাকপ্রাপ্তা নারী:

যদি গর্ভবতী না হয় তাহলে তার ইদ্দত হলো তিন মাসিক পর্যন্ত। আর যদি তালাক ছাড়া অন্য কোন ভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ হয় যেমন: খোলা তালাক, লি'আন ইত্যাদি তাহলে ইদ্দত হলো এক মাসিক-মিনস্‌। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ ﴿٢٢٨﴾ ﴾ البقرة: ٢٢٨

“আর তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন মাসিক পর্যন্ত।” [সূরা বাকারা:২৮৮]

৪. অপ্রাপ্ত বয়স্কা কিংবা বয়োবৃদ্ধা নারী:

যাদের ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গেছে কিংবা আরম্ভ হয়নি তাদের স্বামীর মৃত্যুবরণ ছাড়াই যদি বিবাহ বন্ধন (তালাক, খোলা ইত্যাদির মাধ্যমে) বিচ্ছিন্ন হয় তাদের ইদ্দত হলো তিন মাস।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ ٤ ﴾ الطلاق: ٤

“তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের ঋতুবতী হওয়ার আশা নেই, তাদের ব্যাপারে সন্দেহ হলে তাদের ইদ্দত হবে তিন মাস। আর যারা এখনও ঋতুর বয়সে পৌঁছেনি, তাদেরও অনুরূপ ইদ্দতকাল হবে।” [সূরা তালাক: ৪]

৫. যে নারীর হায়েয অজানা কারণে বন্ধ:

তার ইদ্দত হল এক বৎসর। নয় মাস গর্ভধারণের সময় হিসাবে আর তিন মাস ইদ্দতের জন্য।

৬. যে নারীর স্বামী নিখোঁজ:

যদি স্বামীর জীবণ-মরণ সম্পর্কে কোন খবর পাওয়া না যায় তাহলে স্ত্রী তার আগমনের জন্য অপেক্ষা করবে। অথবা বিচারক সতর্কতামূলক কোন সময় বেঁধে দিবেন। সে সময়ের মধ্যে না আসলে সময় শেষ হওয়ার পর বিচারক তার মৃত্যু হয়েছে বলে সিদ্ধান্ত দিবেন। সে দিন হতে স্ত্রী চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করবে। ইদ্দত শেষে ইচ্ছা করলে অন্যত্র বিয়ে বসতে পারবে।

- ◆ তালাকপ্রাপ্তা ক্রীতদাসীর ইদ্দত হল দুই মাসিক পর্যন্ত। যদি অপ্রাপ্ত বয়স্কা অথবা বৃদ্ধা হয় তাহলে দুই মাস। আর গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত।

◆ স্ত্রী না এমন যারা তাদের ইদ্দত:

১. কোন ব্যক্তি মিলন ঘটেছে এমন ক্রীতদাসীর মালিক হলে তার জরায়ুর সচ্ছতা স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তার সাথে মিলন করবে না। যদি গর্ভবতী হয় তাহলে প্রসব পযন্ত, হায়েয হলে এক হায়েয পর্যন্ত, বৃদ্ধা ও অপ্রাপ্ত বয়স্কা হলে এক মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

২. যে নারীর যেনা-ব্যভিচার, অশুদ্ধ বিবাহ বা অন্য কোন মাধ্যমে মিলন ঘটেছে, অথবা খোলা (তালাক) হয়েছে, তার ইদ্দত হলো এক হায়েয এর দ্বারা তার জরায়ুর সচ্ছতা অবগত হওয়া যায়। কোন নারী রাজ'য়ী তালাকের ইদ্দতে থাকা অবস্থায় তার স্বামী মারা গেলে, উক্ত ইদ্দত বাতিল হয়ে স্বামী মৃত্যুর দিন হতে (চার মাস দশ দিনের) ইদ্দত শুরু হয়ে যাবে।

◆ শোক পালনের বিধান:

যে নারীর স্বামী মারা যায় তার ইদ্দতের পূর্ণ সময়কাল শোক পালন করা অপরিহার্য।

◆ শোক পালন হলো:

চাকচিক্য বেশ ভূষণ, চাকচিক্য পোশাক পরিচ্ছেদ, অলংকার, মেহেদী, সুরমা, সুগন্ধি ইত্যাদি যা নারীর প্রতি আকর্ষণ বাড়াই এ সব বর্জন করা। কোন স্ত্রী যদি এরূপ শোক পালন না করে, তাহলে সে গুনাহগার হবে। আর এ জন্যে তাকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করা জরুরি।

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ». متفق عليهِ

মহিলা সাহাবী উম্মে আতীয়্যা (রা:) হতে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন:"কোন নারী মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের বেশি শোক পালন করতে পারবে না। কিন্তু মৃত স্বামী হলে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে। সাদা-সিধা

কাপড় ছাড়া কোন রঙ্গিন কাপড় পরিধান করবে না। আতর সুগন্ধি ও সুরমা ব্যবহার করবে না। তবে মাসিক হতে পবিত্রতা অর্জনের সময় তুলা ইত্যাদি দ্বরা অল্প সুগন্ধি লাগিয়ে লজ্জাস্থানে রাখতে পারবে।"[১]

◆ শোক পালনের সময় সীমা:

স্বামী ছাড়া অন্যের জন্য তিনদিন শোক পালন করা জায়েজ রয়েছে। আর স্বামী মারা গেলে চারমাস দশদিন যে ইদ্দত পালন করতে হয় মূলত: ইহাই শোক পালনের নির্ধারিত সময়। স্বামীর মৃত্যুর সময় স্ত্রী গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসবের মাধ্যমে ইদ্দত ও শোক পালনের সময়ও শেষ হয়ে যাবে।

◆ ইদ্দত পালনের স্থান:

১. স্বামী মারা গেলে স্ত্রী স্বামীর বাড়ীতেই ইদ্দত পালন করবে। যদি কোন ভয়-ভীতি ও সমস্যা থাকে তাহলে যেখানে ইচ্ছা ইদ্দত পালন করতে পারবে। ইদ্দত পালন কালে প্রয়োজনে বাইরে বের হওয়া জায়েজ রয়েছে। স্বামীর ঘরে বা অন্য যেখানেই থাকুক না কেন (চার মাস দশদিন) সময় পার হওয়ার সাথে সাথে ইদ্দতের সময় শেষ হয়ে যাবে।

২. রাজ'য়ী তালাকের ইদ্দত পালনকারী নারী স্বামীর বাড়ীতেই থাকবে এবং তাকে খোর-পোষ দিতে হবে; কেননা সে এখনও তার স্ত্রী। তার কথা ও কাজে এবং প্রকাশ্য অশ্লীলতায় পরিবারের লোকেরা কষ্ট না পাওয়া পর্যন্ত স্বামীর বাড়ী হতে তাকে বের করে দেওয়া যাবে না।

৩. বায়েন তালাকপ্রাপ্তা নারী গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত তাকে খরচ দিতে হবে। আর যদি গর্ভবতী না হয় তাহলে ইদ্দতের সময় কোন খোরাকি দিতে হবে না। বায়েন তালাকপ্রাপ্তা, খোলা তালাক ও অন্যভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে সে নারী তার পিতৃকুলে ইদ্দত পালন করবে।

---

১. বুখারী হাঃ নং ৫৩৪২ মুসলিম তালাক পর্বে হাঃ নং ৯৩৮ শব্দ তারই

◆ **ইদ্দতপালনকারিণীর জন্যে যা করা জায়েজঃ**

ইদ্দতপালনকারিণীর জন্যে জায়েজ হলো:

পরিস্কার-প্ররিচ্ছন্ন হওয়া, গোসল করা, চুল পরিপাটি করা, সাধারণ পোশাক পরিধান করা, শালীনভাবে প্রয়োজনে বাড়ি থেকে বের হওয়া এবং কোন প্রকার সন্দেহ না থাকলে পুরুষদের সাথে কথা বলা।

৯-দুধ পান করানো

◆ **দুধ পান করানো:**

দুই বৎসর বয়সের মধ্যে কোন মহিলার গর্ভাবস্থায় বা তার পরে স্তন হতে দুধ পান করাকে রাযা'আত বলা হয়।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ :«لَا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ، هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ». متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী [দ:] হামজা (রা:) এর মেয়ে সম্পর্কে বলেন: "সে আমার (বিবাহের) জন্য হালাল নয়; রক্তের কারণে যেরূপ হারাম হয় সেরূপ দুধ পানের দ্বারাও হারাম হয়। সে আমার দুধ ভাই (হামজা)-এর মেয়ে।"[১]

◆ **যে দুধ পান মাহরাম বানায়:**

দুই বৎসর বয়সের মধ্যে পাঁচবার দুধ পান করলে হারাম সাব্যস্থ হয়: যখন কোন মহিলা কোন শিশুকে দুই বৎসরের মধ্যে পাঁচবার দুধপান করাবে, তখন সে মহিলার সন্তান তার স্বামীর সন্তান এবং স্বামীর সকল মাহরাম (যাদের সাথে বিবাহ বন্ধন হারাম) সে শিশুর জন্য হারাম হয়ে যাবে। অনুরূপ দুধপানকারিণী মহিলার মাহরাম ও দুধপানকারী শিশুর মাহরাম বলে গণ্য হবে। দুধপানকারিণী মহিলা ও তার স্বামীর সকল সন্তানরা উক্ত শিশুর ভাই ও বোন বলে গণ্য হবে। কিন্তু দুধ পানকারী শিশুর পিতা-মাতা ও তাদের দু'জনের শাখা-প্রশাখার মাঝে এ হারাম বিধান সাব্যস্ত হবে না। সুতরাং দুধপানকারী শিশুর দুধ ভাই ও বোন এবং তার বংশীয় ভাই ও বোনদের মাঝে বিবাহ বন্ধন বৈধ হবে।

---

১. বুখারী হাঃ নং ২৬৪৫ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৪৪৭

◆ একবার দুধপানের পরিমাণ:

শিশুবাচ্চা স্তন হতে দুধপান শুরু করবে অত:পর সেচ্ছায় কোন কারণ ছাড়াই স্তন হতে মুখ তুলে নিবে, এটাই হল একবার দুধ পান করা। অথবা এক স্তন হতে দুধ পান করার পর অন্য স্তনে মুখ লাগালে একবার বলে গণ্য হবে। অপর স্তন হতে দুধ পান করে পূর্বের স্তনে ফিরে গেল দুইবার দুধ পান করা গণ্য হবে। অবশ্য সমাজে প্রচলিত নিয়মেরও এক্ষেত্রে গুরুত্ব রয়েছে। আর দুধপান করানোর ক্ষেত্রে সুষ্ঠ-সুন্দর এবং চরিত্র ও ধর্মীয় দিক থেকে উত্তম নারীকে দায়িত্ব দেওয়াটাই উত্তম।

◆ যা দ্বারা দুধ পান সাব্যস্ত হবে:

দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা অথবা একজন দীনদার মহিলা দুধপানকারিণী হোক বা অন্য কেউ হোক এর সাক্ষ্য দানের মাধ্যমে দুধপানের হুকুম সাব্যস্ত হবে।

◆ দুধ পানের প্রভাব:

১. যে কোন মহিলা শিশুকে দুধপান করালে উক্ত শিশু তার সন্তান হিসাবে গণ্য হবে। উভয়ের মাঝে বিবাহ-বন্ধন হারাম হয়ে যাবে। পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ বৈধ হয়ে যাবে। অনুরূপ একজনের মাহরাম অপরজনের মাহরাম বলে গণ্য হবে। কিন্তু একে অপরের খোর-পোষ দেয়া বা অভিভাবকত্ব ও উত্তরাধিকারীত্ব অপরিহার্য হবে না।

২. গৃহপালিত পশুর দুধপানের মাধ্যমে মেয়ে মানুষের দুধপানের মত রাযা'আত সাব্যস্ত হবে না। অতএব, যদি দুটি শিশু কোন এক পশুর দুধ পান করে এতে তারা দুধ ভাই বা বোন হবে না। কোন পুরুষ কোন মহিলাকে রক্তদান করলে এতেও কোন রাযা'আত সাব্যস্ত হয় না এবং উভয়ের মাঝে এ কারণে হারামও সাব্যস্ত হবে না।

৩. যদি কারো রাযা'আত সাব্যস্ত করতে সন্দেহ হয় অথবা পাঁচবার সংখ্যায় সন্দেহ হয় এবং কোন দলিল প্রমান পাওয়া না যায় তাহলে

সাব্যস্ত হবেনা; কেননা রাযা'আত সাব্যস্ত হারাম না হওয়াটাই হল আসল অবস্থা।

◆ **বড়দের দুধপানের বিধান:**

দুই বৎসর বয়সের মধ্যে পাঁচবার বা ততোধিক দুধপানের মাধ্যমে হারাম সাব্যস্ত হয় ইহাই হলো সাধারণ নিয়ম। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে কোন ব্যাক্তির বাড়ির ভিতরে আশা যাওয়া একান্ত প্রয়োজন দেখা দিলে এবং তার সাথে পর্দা রক্ষা করে চলা কষ্টসাধ্য হলে বয়স্ক ব্যাক্তিকে দুধপানের মাধ্যমেও রাজা'আত সাব্যস্ত করা জায়েজ রয়েছে।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ– وَهُوَ حَلِيفُهُ– فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَرْضِعِيهِ» قَالَتْ :وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ ؟ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ». زَادَ عَمْرٌو فِي حَدِيثِهِ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا.متفق عليه.

আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: সাহলা বিন্তে সুহাইল নবী [দ:] এর কাছে এসে বলল: হে আল্লাহর রসূল! আমার কাছে সালেমের আসাটা আবু হুযাইফা ভাল মনে করছেন না। নবী [দ:] বললেন: "ঠিক আছে তাহলে তাকে দুধ পান করায় দুধ ছেলে বানিয়ে নাও।" সে বলল, সে তো বড় মানুষ তাকে কিভাবে দুধ পান করাবো? নবী [দ:] হেসে বললেন: "আমি তো জানি সে বড় মানুষ।" আমর তার হাদীসে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, সে বদরের যুদ্ধে হাজির হয়েছিল।[১]

১. বুখারী হাঃ নং ৪০০০ মুসলিম হাঃ নং ১৪৫৩ শব্দ তারই

১০- শিশুর প্রতিপালন

◆ **"হাযানাহ" প্রতিপালনের সজ্ঞা:**

ছোট শিশু অথবা হতবুদ্ধি ব্যক্তিকে তার অনিষ্টকর জিনিস থেকে হেফাজত ও লালন-পালন করা। আর সে নিজে সাবলম্বি না হওয়া পর্যন্ত তার সেবা-শুশ্রূষা করার নাম 'হাযানাহ'।

◆ **শিশু বাচ্চার অভিভাবকত্ব বা পৃষ্টপোষকতা দুই প্রকার:**

১. শিশু বাচ্চার ধন-সম্পদ ও বিবাহ-শাদির পৃষ্টপোষকতা। এ ক্ষেত্রে মাতার চেয়ে পিতার প্রাধান্য বেশি।

২. শিশু বাচ্চার পরিচর্যা ও দুধপান করানোর পৃষ্টপোষকতা। এ ক্ষেত্রে পিতার চেয়ে মার প্রাধান্য বেশি।

◆ **শিশুর পরিচর্যার অধিকার কার বেশি:**

১. ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো শিশুর পরিচর্যায় পূর্ণ গুরুত্ব প্রদান। যদি পিতা-মাতার মাঝে বিচ্ছেদ ঘটে তাহলে এ ছোট বাচ্চার পরিচর্যার অধিকার হলো তার মাতার; কেননা ছোট বাচ্চার প্রতি মাই বেশি দয়াশীলা ও অধিক ধৈর্যধারণী এবং তার প্রতিপালন, পরিচর্যা ও ঘুম পাড়ানোর ব্যাপারে বেশি অবগত।

২. শিশুর পরিচর্যা করা পরিচর্যাকারীর অধিকার তার প্রতি জরুরি না। তাই যে তা হতে বিরত থাকতে চাইবে তা করতে পারবে। আর এ দায়িত্ব পরবর্তী ব্যক্তির উপর ন্যাস্ত হবে। আর পরিচর্যায় যে নিকটতম সেই প্রথমে হকদার। যদি বরাবর হয় তাহলে নারী অগ্রাধিকার। যেমন: বাবা-মার মাধ্যে নারী তথা মা অগ্রাধিকার হবে। আর যদি দুইজনেই পুরুষ বা মহিলা হয়, তাহলে একই দিকের হলে দু'জনের মাঝে লটারি করতে হবে। মা ও দাদা হলে মার অগ্রাধিকার; কারণ তিনি নিকটতম। আর বাবা ও দাদী হলে বাবা অগ্রাধিকার হবে; কারণ তিনি নিকটতম। আর মা ও বাবা হলে মার অগ্রাধিকার; কারণ নিকটতার দিক থেকে দুইজনে বরাবর, তাই মা অগ্রাধিকার। আর দাদা-দাদী হলে দাদী এবং মামা ও খালা হলে খালা অগ্রাধিকার হবে। দাদী ও নানী হলে দাদী অগ্রাধিকার পাবে।

আর যদি একই দিকের হয় তাহলে লটারি দ্বারা নির্বাচন করতে হবে।

◆ পরিচর্যার অধিকার বিলুপ্তকরণঃ

শিশু বাচ্চার পরিচর্যাকারী যদি অক্ষম হয় অথবা শিশু বাচ্চার কল্যাণার্থে তাকে না দেওয়া হয়, তখন পরবর্তী স্থান যার সেই দায়িত্বশীল হবে। শিশু বাচ্চার মা যদি দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করেন তাহলে তার অধিকার বাতিল হয়ে যাবে এবং পরবর্তীজন সে দায়িত্ব পাবে। তবে দ্বিতীয় স্বামীর সম্মতিসাপেক্ষ মা তার পরিচর্যার দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

◆ পার্থক্য জ্ঞান লাভের পর কোথায় পরিচর্যা হবেঃ

১. যখন শিশু-বাচ্চার বয়স সাত বৎসর হবে তখন তাকে পিতা-মাতার দু'জনের একজনকে গ্রহণ করার স্বাধীনতা দেয়া হবে, সে যাকে গ্রহণ করবে সেই পরিচর্যার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। যার কাছে শিশু-বাচ্চার সংরক্ষণ ও কল্যাণের ত্রুটির আশংকা করা হবে তার কাছে শিশুকে রাখা যাবে না। অনুরূপ কোন মুসলিম ব্যক্তির উপর কাফির ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেয়া যাবে না।

২. শিশু বাচ্চা মেয়ে হলে মার নিকট থাকবে যতক্ষণ স্বামী না গ্রহণ করে; কারণ মা অন্যান্যদের চেয়ে বেশি স্নেহশীলা এমনকি বাবা থেকেও। তা ছাড়া বাবা তার প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে যাবে যখন মেয়ে মা হতে মাহরুম হয়ে বাড়িতে একাকি পড়ে থাকবে।

৩. শিশু বাচ্চা ছেলে হলে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তার ইচ্ছানুযায়ী থাকবে।

◆ পরিচর্যার খরচাদিঃ

ছোট বাচ্চার পরিযর্চার খরচ বাবার প্রতি। যদি বাবা গরিব হয় তাহলে বাচ্চার নিজের সম্পদ থেকে খরচ করবে। কিন্তু যদি তার সম্পদ না থাকে তাহলে বাবার প্রতি খরচ বর্তাবে যা আদায় বা দায়মুক্ত হওয়া ছাড়া রহিত হবে না।

১১-ভরণ-পোষণের দায়িত্বভার

◆ **নাফাকাত:**

অধীনস্থ ব্যক্তিদের ন্যায্যভাবে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও নিজ প্রয়োজনীয় বিষয়াদির দায়িত্বভার গ্রহণের নাম হল নাফাকাত তথা ভরণ-পোষণ।

◆ **ভরণ-পোষণ ওয়াজিবের কারণ তিনটি:**

বৈবাহিক, আত্মীয়তা ও মালিকানা।

◆ **ভরণ-পোষণের দায়িত্বভার গ্রহণের মর্যাদা ও ফজিলত:**

১. আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾ ﴾ البقرة: ٢٧٤

'যারা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে রাত্রে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে। তাদের জন্য তাদের প্রতিদান রয়েছে তাদের প্রতিপালকের কাছে। তাদের কোন আশঙ্কা নেয় এবং তারা চিন্তিতও হবে না।"
[সূরা বাকারা:২৭৪]

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ». متفق عليه.

২. আবু মাসউদ (রা:) হতে বর্ণিত, নবী [দ:] বলেন:"যখন কোন মুসলিম ব্যক্তি স্বীয় পরিবারের জন্য ব্যয় করে এবং এতে প্রতিদানের আশা করে তখন তা সদকা বলে গণ্য হয়ে যায়।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :«السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ».متفق عليه.

১.বুখারী হাঃ নং ৫৩৫১ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১০০২

৩. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, নবী [দ:] বলেন:"বিধবা ও মিসকিনদের সহযোগিতায় প্রচেষ্টাকারী আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর ন্যায়। অথবা রাতভর নামাজ আদায়কারী ও দিনভর রোজা পালনকারীর ন্যায়।"[১]

◆ **স্ত্রীর ভরণ-পোষণের অবস্থাসমূহ:**

১. স্ত্রীর ভরণ-পোষণ তথা তার খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ও বাসস্থান অনুরূপ যা প্রয়োজন ইত্যাদির ব্যয় করা স্বামীর উপর ফরজ। অবশ্য তা স্থান, কাল-পাত্র ও উভয়ের অর্থনৈতিক সঙ্গতি অনুযায়ী হবে।
জাবের (রা:) হতে বর্ণিত, নবী [দ:] তাঁর বিদায় হজ্বের ভাষণে বলেন:

« إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ ......–وفيه_ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ ...... وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ». أخرجه مسلم.

"তোমাদের জান ও মাল অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করা হারাম--, এ হাদীসে আরো রয়েছে :"তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর; কারণ তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসাবে গ্রহণ করেছ। তোমরা আল্লাহর বাণীর মাধ্যমে তাদের যৌনাঙ্গকে হালাল করে নিয়েছ।------ সুতরাং তাদেরকে ভালভাবে ভরণ-পোষণ ও পোশাকাদি দেয়া তোমাদের কর্তব্য এবং এটা তাদের হক।"[২]

২. রাজ'য়ী তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ক্ষেত্রে তার ভরণ-পোষণ দেয়া স্বামীর কর্তব্য। এ ছাড়া তার আর কোন (যেমন রাত্রি যাপন ইত্যাদির) কোন অধিকার নেয়।

৩. স্ত্রী তালাক অথবা অন্যভাবে (স্বামী হতে) বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে গর্ভাবস্থায় ভরণ-পোষণ পাবে। আর যদি গর্ভবতী না হয় তাহলে ভরণ-পোষণ ও বাসস্থান কিছুই পাবে না।

২.বুখারী হাঃ নং ৫২৫৩ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ২৯৮২

১. মুসলিম হাঃ নং ১২১৮

৪. স্বামী মারা যাওয়ায় স্ত্রী বিধবা হলে তার জন্য কোন ভরণ-পোষণ নেয়। তবে যদি স্ত্রী গর্ভবতী হয় তাহলে গর্ভের সন্তানের উত্তরাধিকারের অংশ হতে বিধবা স্ত্রীর ভরণ-পোষণ দেওয়া ফরজ। আর যদি গর্ভের সন্তানের কোন অংশ না থাকে তাহলে ওয়ারিছদের ভাল ব্যবহার করা উচিৎ।

৫. স্ত্রী যদি স্বামীর সাথে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয় অথবা স্বামী হতে আবদ্ধ হয়ে যায় তাহলে স্ত্রী কোন ভরণ-পোষণ পাবে না তবে গর্ভবতী হলে পাবে।

◆ অনুপস্থিত স্বামীর স্ত্রীর অধিকার:

১. স্বামী যদি অনুপস্থিত থাকে এবং এ জন্য স্ত্রীর ভরণ-পোষণ না দেয় তাহলে অতীতের দিনগুলোসহ স্বামীকে ভরণ-পোষণ দিতে হবে।

২. স্বামী যদি ভরণ-পোষণ দিতে অপারগ হয় অথবা অনুপস্থিত থাকে এবং স্ত্রীর জন্য কোন ভরণ-পোষণ রেখে না যায়। আর স্বামীর সম্পদ হতে স্ত্রীকে গ্রহণ করার সম্মতি না দেয়, তাহলে স্ত্রী ইচ্ছা করলে আইনের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ করে নিতে পারে।

◆ পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-স্বজনের ভরণ-পোষণের ব্যয়ভার গ্রহণ করার বিধান:

পিতা-মাতা ও যতই উর্ধ্বের (অর্থাৎ দাদা-দাদী, নানা-নানী) হোক না কেন তাদের ভরণ-পোষন দেওয়া ফরজ। অবশ্য এ ক্ষেত্রে মাতা পিতার চেয়ে বেশি প্রাধান্য পাবেন। অনুরূপ সন্তান যতই নিম্নের (অর্থাৎ নাতি, পুতি) হোক না কেন তাদের ভরণ-পোষন দেওয়া ফরজ। এমনকি পরস্পর ওয়ারিছদের মধ্যে খরচদাতা যদি ধনী হয় এবং গ্রহীতা দরিদ্র হয় তাহলে পিতার উপর সন্তানের ভরণ-পোষন সুন্দর ও সতন্ত্রভাবে দেওয়া অপরিহার্য।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ ﴿٢٣٣﴾ ﴾ البقرة: ٢٣٣

'আর মাতারা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে, যদি দুধপানের পূর্ণ মেয়াদ সম্পন্ন করতে চায়। আর সন্তানদের অধিকারী অর্থাৎ পিতার উপর নারীর সমস্ত ভরণ-পোষণ দেয়া ফরজ প্রচলিত সুন্দর নিয়ম অনুযায়ী।" [সূরা বাকারা:২৩৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ ؟ قَالَ:« أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أَبُوكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ ». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন হে আল্লাহর রসূল! আমার সদাচরণ পাওয়ার সবচেয়ে বেশি হকদার কে? উত্তরে তিনি বললেন:"তোমার মা, তোমার মা, তোমার মা। অত:পর তোমার বাবা এবং এরপর তোমার অধিক নিকটতম ব্যক্তি।"[১]

◆ নিকট আত্মীয়র ভরণ-পোষণের শর্ত:

১. যাদের পরিত্যাক্ত সম্পদের উত্তরাধিকার হবে এমন সকলের জন্য ভরণ-পোষণ দেওয়া ফরজ।

২. রক্তের সম্পর্কের আওতায় না হলে অন্য কোন অসচ্ছল ব্যক্তির ভরণ-পোষণের দায়িত্ব কোন সচ্ছল ব্যক্তির উপর, তখন ফরজ হবে যখন সে সচ্ছল ব্যক্তি অসচ্ছল ব্যক্তির ওয়ারিছ হবে। অবশ্য সকলকে ইসলামের অনুসারী হতে হবে।

◆ কৃতদাসের অধিকার:

কৃতদাসের ভরণ-পোষণ দেয়া তার মালিকের উপর ওয়াজিব। কৃতদাস যদি মালিকের নিকট বিবাহের ব্যবস্থার দাবী করে তাহলে মালিক তাকে বিবাহ করাবে অথবা তাকে বিক্রি করে দিবে। আর কৃতদাসী যদি মালিকের কাছে বিবাহের ব্যবস্থার দাবী করে তাহলে

১. বুখারী হাঃ নং ৫৯৭১ মুসলিম হাঃ নং ২৫৪৮ শব্দ তারই

মালিকের ইচ্ছাধিন তাকে ব্যবহার করতে পারে অথবা তার বিবাহের ব্যবস্থা করবে অথবা তাকে বিক্রি করে দিবে।

◆ জিবজন্তুর জন্য খরচের বিধান:

যার মালিকানাধীন চতুষ্পদ জন্তু ও পশু-পাখি রয়েছে তার কর্তব্য হলো সেগুলোর খানা-পিনা ও পরিচর্যার ব্যবস্থা নেয়া এবং যা বহনে অক্ষম এমন বোঝা না চাপানো। মালিক পশু-পাখির পরিচর্যায় অক্ষম হলে তাকে তা বিক্রি করতে অথবা জবাই করতে (যদি গোশত খাওয়ার পশু হয়) অথবা ভাড়া দিতে বাধ্য করা হবে। আর অসুস্থ ও অচল হয়ে গেলে তা জবাই করা জায়েজ হবে না বরং তার ব্যবস্থা নিতে হবে।

◆ ভরণ-পোষণ দানকারীর অবস্থাভেদ:

ভরণ-পোষণকারীল দুই অবস্থা:

১. ভরণ-পোষণ দানকারী যদি দরিদ্র বা স্বল্প মালের মালিক হয় তাহলে স্ত্রী, পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও কৃতদাস ইত্যাদি যাদের বিষয়টা অতি গুরূত্বপূর্ণ তাদের ভরণ-পোষণ দেয়া ফরজ। এমতাবস্থায় সে প্রথমে নিজেকে দিয়ে শুরু করবে। অত:পর সচ্ছল-অসচ্ছল সর্বাবস্থায় যাদের ভরণ-পোষণ দেয়া ফরজ তাদের দিবে। যেমন: স্ত্রী, কৃত দাস-দাসী ও পশু-পাখি ইত্যাদি।

অত:পর তাদের ভরণ-পোষণ দেয়া ফরজ যদিও তাদের কোন পরিত্যক্ত সম্পদ নাও পায়, তারা হল: পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে। অত:পর অন্যান্য যাদের ওয়ারিছ হবে তাদের ভরণ-পোষণ দেয়া।

২. যদি ভরণ-পোষণ দানকারী ধনী ও সচ্ছল হয় তাহলে সকলের ভরণ-পোষণ করবে। আর প্রত্যেক অধিকারীর অধিকার দান করবে।

◆ কল্যাণমূলক তহবিল (চ্যারিটি ফান্ড)-এর বিধান:

একটি দলের প্রত্যেকে স্বেচ্ছায় নিজেদের সম্পদ থেকে ফান্ড জমা করার নাম কল্যাণমূলক তহবিল। প্রত্যেকের নিকট থেকে যে অনুসারে ইত্তেফাক হয়েছে তা গ্রহণ করবে। এ ফান্ডের সম্পদ শরিকদের কেউ বিপদ ও দুর্ঘটনায় পতিত হলে তার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকবে। এ

ধরণের কাজ শরিয়ত সম্মত। ইহা নেক ও তাকওয়ার কাজে এবং বিপদগ্রস্তদের সহযোগিতা।

عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُــولُ اللهِ ﷺ :« إِنَّ الْأَشْــعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ.». متفق عليه.

আবু মূসা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "নিশ্চয় মদীনার আশ'য়ারী গোত্রের যারা যুদ্ধে যখন বিধোবা হয়ে পড়ে বা তাদের পরিবারের খাদ্য কম পড়ে তখন তারা একটি কাপড়ে তাদের নিকট যা আছে তা একত্রে করে। অত:পর একটি পাত্র দ্বারা সবার মাঝে সমানভাবে বণ্টন করে। তারা আমার অন্তর্ভুক্ত এবং আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত।"[১]

[১]. বুখারী হা: নং ২৪৮৬ ও মুসলিম হা: নং ২৫০০

খাদ্য ও পানীয় বস্তু প্রসঙ্গ

◆ প্রতিটি খাদ্য বস্তুকে ত্ব'আম বলে যার বহুবচন আত'ইমাহ্ এবং পানীয় বস্তুকে শারাব বলে যার বহুবচন আশরিবাহ্।

◆ **খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের বিধান:**

উপকারী ও পবিত্র ভাল দ্রব্য মূলত: হালাল। আর ক্ষতিকারক ও অপবিত্র এবং নোংরা দ্রব্য হারাম। প্রতিটি বস্তুর মূল হলো হালাল ও বৈধ। কিন্তু যেসব জিনিস থেকে বারণ করা হয়েছে অথবা তার বিপর্যয় প্রকাশ্য ও সুসাব্যস্ত তার মূল হারাম ও অবৈধ।

১. অতএব, দেহ ও আত্মার উপকারী খাদ্য, পানীয় ও পরিধেয় বস্তুকে আল্লাহ তা'য়ালা হালাল করে দিয়েছেন। যাতে করে বান্দা এসবের মাধ্যমে সুস্থ থেকে আল্লাহর আনুগত্য করতে সক্ষম হয়।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ ١٦٨﴾ البقرة: ١٦٨

"হে মানব সকল! তোমরা পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু-সামগ্রী ভক্ষণ কর। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" [সূরা বাকারা:১৬৮]

২. আর যে সব বস্তু-সামগ্রী ক্ষতিকারক অথবা তার উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি, সে সবই আল্লাহ তা'য়ালা হারাম করে দিয়েছেন। বস্তুত: সকল বস্তু-সামগ্রীর পবিত্র ও পরিছন্নকেই আল্লাহ আমাদের জন্য হালাল করেছেন এবং সকল বস্তু-সামগ্রীর অপবিত্র-নাপাককেই আল্লাহ আমাদের জন্য হারাম করেছেন। যেমন: রসূল [দ:]-এর মাধ্যমে তা জানিয়েছেন।

﴿يَأۡمُرُهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَىٰهُمۡ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ ١٥٧﴾ الأعراف: ١٥٧

“তিনি (রসূল) তাদের নির্দেশ দেন সৎকর্মের আর বারণ করেন অসৎ কর্ম থেকে, তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন এবং অপবিত্র ও নোংরা বস্তুকে হারাম ঘোষণা করেন।” [সূরা আ'রাফ:১৫৭]

◆ **খাদ্যের প্রভাব:**

মানুষ খাদ্য হিসাবে অনেক কিছু আহার করে থাকে পরক্ষণে সে আহারের প্রভাব তার আচার-আচরণে প্রকাশ পায়। অতএব, ভাল পবিত্র খাদ্যের ভাল প্রভাব তার মাঝে প্রকাশ পায়। অনুরূপ খারাপ অপবিত্র খাদ্যের কুপ্রভাব তার মাঝে প্রকাশ পায়। এজন্যই আল্লাহ তা'য়ালা বান্দাকে ভাল পবিত্র খাদ্য গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন এবং খারাপ অপবিত্র খাদ্য হতে নিষেধ করেছেন।

◆ **খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় বস্তুর মূল:**

খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় বস্তু মূলত মুমিনদের জন্যে হালাল কাফেরদের জন্য নয়। তাই শস্য, ফলরি, দুধ, মধু, খেজুর ও গোশত ইত্যাদি সকল পবিত্র খাদ্য। আর পানীয় বস্তু যাতে কোন ক্ষতি নেয় তা সবই হালাল। আর কাফেরের প্রতি খাদ্য ও পানীয় বস্তু এবং সকল উপকারী জিনিস তাদের প্রতি হারাম। অতএব, প্রতিটি কাফের যেসব খাদ্য খাবে, পানির ঢোক পান করবে, পোশাক পরবে, বাহনে চড়বে, বাড়ি-ঘরে অবস্থান ইত্যাদি আল্লাহর নিয়ামরাজি ভোগ করবে সেসবের জন্য তার প্রতি কিয়ামতের দিন শাস্তি দেওয়া হবে।

﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ هِىَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾ ﴾ [الأعراف/٣٢].

“আপরি বলুন: আল্লাহর সাজ-সজ্জাকে–যা তিনি বান্দাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র খাদ্যবস্তুসমূহকে কে হারাম করেছে? আপনি বলুন: এসব নিয়ামত আসলে পার্থিব জীবনে মুমিনদের জন্যে এবং কিয়ামতের দিন খাঁটিভাবে তাদেরই জন্যে। এমনিভাবে আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি তাদের জন্যে, যারা বুঝে।” [সূরা আ'রাফ:৩২]

আর অপবিত্র খাদ্যদ্রব্য যেমন: মৃত প্রাণী, প্রবাহিত রক্ত ইত্যাদি হালাল নয়। অনুরূপ যা ক্ষতিকর যেমন: বিষ, মদ, ভাং (সিদ্ধিগাছের পাতা দ্বারা প্রস্তুত মাদক বিশেষ), মাদকদ্রব্য, তামাক ইত্যাদি হারাম; কেননা এসব নোংরাদ্রব্য যা শারীরিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক ভাবে ক্ষতিকর।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسۡتَقۡسِمُواْ بِٱلۡأَزۡلَٰمِۚ ذَٰلِكُمۡ فِسۡقٌۗ﴾ [المائدة/٣].

"তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস, যেসব জন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত হয়, যা কণ্ঠরোধে মারা যায়, যা আঘাত লেগে মারা যায়, যা উচ্চ স্থান থেকে পতনের ফলে মারা যায়, যা শিং-এর আঘাতে মারা যায় এবং যাকে হিংশ্র জন্তু ভক্ষণ করেছে, কিন্তু যাকে তোমরা জবাই করেছ। যে জন্তু বলীর বেদীতে জবাই করা হয় এবং যা ভাগ্য নির্ধারক শর দ্বারা বণ্টন করা হয়। এসব পাপের কাজ।" [সূরা মায়েদা: ৩]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩﴾ [النساء/٢٩].

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ। আর তোমরা নিজেদের কাউকে হত্যা করো না। নি:সন্দেহে আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়ালু।" [সূরা নিসা:২৯]

◆ খানা খাওয়ার দাওয়াত দিলে কি করণীয়:

১. সুন্নতি নিয়ম হলো কোন মুসলিম ব্যক্তির কাছে অপর মুসলিম ভাইয়ের আগমন হলে তাকে আপ্যায়ন করাবে। আর মুসলিম মেহমান সে সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করে তা খাবে। অনুরূপ সে পানীয় পান করালে কোন জিজ্ঞাসা না করে পান করবে। (অর্থাৎ খাদ্য বা পানিয় বস্তুর দোষত্রুটি বর্ণনা করবে না।)

২. লোক দেখানো ও খ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে অহংকার-গর্ব প্রকাশার্থে যে খানাপিনার আয়োজন করা হয়, তাতে সাড়া দেয়া ও অংশ গ্রহণ করা উচিত নয়।

◆ খাদ্য ও পানীয়বস্তুর প্রকার:

খাদ্য ও পানীয়বস্তুর মূল হলো বৈধ। ইহা তিন প্রকার:
জিবজন্তু, উদ্ভিদ ও তরল পদার্থ।

১. উদ্ভিদ চাই তা দানা জাতীয় হোক যেমন: চাল ও গম অথবা সবজি জাতীয় হোক যেমন: লাউ ও কপি কিংবা ফল জাতীয় যেমন: কলা ও কমলা ইত্যাদি এসব হালাল।
২. স্থলচর ও জলচর সকল জিবজন্তু ও সমস্ত পাখি হালাল। কিন্তু হালাল থেকে যা বাদ করা হয়েছে তা ব্যতীত।
৩. সমস্ত তরল পদার্থ যেমন: পানি, দুধ ও মধু সবই হালাল।

﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾ ﴾ [البقرة/٢٩].

“তিনিই সে সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু জমিনে রয়েছে সে সমস্ত। তারপর তিনি মনোসংযোগ করেছেন আকাশের প্রতি। বস্তু: তিনি তৈরী করেছেন সাত আসমান। আর আল্লাহ সব বিষয়ে অবহিত।” [সূরা বাকারা:২৯]

◆ **খেজুরের ফজিলত:**

খেজুর হলো সর্বোত্তম খাদ্য। খেজুর বিহীন বাড়ীর পরিবার যেন ক্ষুধার্ত পরিবার। খেজুর হলো জাদু ও বিষ প্রতিরোধক। মদীনার খেজুর হলো সবচেয়ে উত্তম খেজুর। বিশেষ করে "আজওয়া" খেজুর সর্বোত্তম।

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَــنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ سُمٌّ وَلَا سِــحْرٌ ». متفق عليه.

সা'দ ইবনে ওক্কাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [দ:] বলেন:"যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকালে সাতটি আজওয়া খেজুর খাবে, বিষ ও জাদু তার কোন ক্ষতি করতে পারে না।"[১]

◆ **খেজুরের উপকারিতা:**

খেজুর কলিজাকে মজবুত করে, স্বভাবকে নম্র করে, রক্তচাপ নিম্ন করে, শরীরের জন্য সবচেয়ে বেশি পুষ্টিকর ফল, যা মিষ্টিতে ভরপুর, বাসি পেটে খেলে কৃমি নাশ করে। ইহা একটি ফল আবার খাদ্য, ঔষধ ও মিষ্টিও বটে।

◆ পুরানা খেজুর খেলে তা ফেড়ে ভিতর পরিস্কার করে ময়লা ফেলে দেয়া উচিৎ।

◆ যে সমস্ত প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করা হারাম তা অপবিত্র। কিন্তু এ হতে বাদ হলো তিনটি:

মানুষ------। পোকা-মাকড় কিন্তু যা নোংরা থেকে জন্ম যেমন তেলপোকা। ইহা জিবীত ও মৃত্যু অবস্থায় অপবিত্র---। যেসব থেকে বেঁচে থাকা কঠিন যেমন: বিড়াল ও গাধা। আর এ হুকুম থেকে বাদ হলো কুকুর।

◆ **যে সমস্ত জিবজন্তু ও পাখি হারাম:**

যে সমস্ত পশুর হারামের কথা ইসলামে উল্লেখ করা হয়েছে যেমন: গৃহপালিত গাধা শুকর ইত্যাদি। অথবা কোন পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে

---

[১].বুখারী হাঃ নং ৫৪৪৫ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ২০৪৭

যেমন: বড় দাঁত বিশিষ্ট হিংস্র প্রাণী, আঘাতকারী বড় নখ বিশিষ্ট পাখি। অথবা যে প্রাণীর ক্ষতিকর দিকটা সুপ্রসিদ্ধ যেমন: ইঁদুর, কীট-প্রত্যঙ্গ। অথবা কোন কারণে যার মাঝে ক্ষতির বিষয়টি পাওয়া যায় যেমন : এমন গরু-ছাগল যা ময়লা খেতে অভ্যস্ত। অথবা এমন প্রাণী যাকে হত্যা করার ইসলামে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেমন: সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি। অথবা এমন প্রাণী যাকে হত্যা করতে ইসলামে নিষেধ করেছে যেমন: হুদহুদ পাখি, ব্যাঙ, পিপিলিকা ও মৌমাছি ইত্যাদি। অথবা এমন পাখি যা নোংরা আবর্জনা ভক্ষণ করে থাকে যেমন: শকুন, কাক ইত্যাদি। অথবা এমন প্রাণী যা হালাল ও হারাম প্রাণী হতে জন্ম লাভ করে যেমন : খচ্চর যা ঘোড়া ও গাধীর সংমিশ্রণে জন্ম হয়। অথবা কোন হালাল প্রাণী মৃত হওয়ার কারণে তা হারাম। অথবা শরিয়াত বর্জিত হওয়ার কারণে তা হারাম যেমন : আল্লাহর নাম না নিয়ে বা অন্যের নাম নিয়ে জবাই করা পশু। অথবা এমন প্রাণী যা ইসলামে ভক্ষণের অনুমতি দেয়া হয়নি যেমন: ছিনতাই ও চুরি করা ইত্যাদি প্রাণী।

◆ হারাম হিংস্র জিবজন্তুর প্রকার:

যে সমস্ত হিংস্র জন্তু কর্তনদন্ত দ্বারা শিকার করে বা ছিঁড়ে খায় যেমন: সিংহ, বাঘ, নেকড়ে বাঘ, চিতাবাঘ, হাতি, কুকুর, শৃগাল, শূকর, ফেরু, বিড়াল, সজারু, বানর ইত্যাদি এরূপ সব পশুই হারাম।

◆ হারাম পাখির প্রকার:

যে সকল পাখি পায়ের বড় নখ দিয়ে আঘাত করে শিকার করে থাকে যেমন -বাজপাখি, চিল, পেঁচা ইত্যাদি সবই হারাম। অনুরূপ যে সকল পাখি নোংরা আবর্জনা ইত্যাদি খেয়ে থাকে যেমন: কাক, শকুন ইত্যাদি হারাম।

◆ যে সমস্ত পশু -পাখি হালাল:

১. সকল স্থলচর প্রাণী হালাল তবে যে প্রাণীর আলোচনা পূর্বে উল্লেখ হয়েছে তা ব্যতীত। সুতরাং বাহিমাতুল আন'আম তথা উট, গরু, দুম্বা-ভেড়া ও ছাগল, বন্য গাধা, ঘোড়া, যব-সাঙা, নীল গাভী, হরিণ, খরগোশ

ও জিরাফ এবং হিংস্র দাঁত দিয়ে শিকার করে এমন প্রাণী ব্যতীত বাকি সকল বন্য প্রাণী হালাল।

২. সকল প্রকার পাখি হালাল তবে পূর্বে আলোচিত পাখি ব্যতীত। সুতরাং মুরগী, পাতিহাঁস, রাজহাঁস, কবুতর, উট পাখি, চড়ুই-বাবুই, বুলবুল, ময়ূর ও ঘুঘু ইত্যাদি পাখির গোশত হালাল।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ ».أخرجه مسلم.

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [দ:] কর্তনদন্ত দিয়ে শিকারকারী সকল প্রাণী এবং পায়ের আঘাতকারী নখ দিয়ে আহারকারী সকল পাখি ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন।"[১]

৩. জলচর ছোট বড় সকল প্রাণী যা জল ছাড়া বসবাস করেনা তা হালাল। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ﴿٩٦﴾ ﴾ المائدة: ٩٦

"তোমাদের জন্য সামুদ্রিক প্রাণী শিকার করা এবং তা খাওয়া হালাল করে দেওয়া হয়েছে। আর ইহা তোমাদের ও ভ্রমণকারীদের উপভোগের জন্য।" [সূরা মায়েদা: ৯৬]

◆ **যেসব খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করা হারাম:**

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَٰدِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾ ﴾ الأنعام: ١٢١

[১]. মুসলিম হাঃ নং ১৯৩৪

"যে সব প্রাণী আল্লাহর নাম স্বরণ না করে জবাই করা হয় তোমরা তা ভক্ষণ কর না; কেননা এটা গর্হিত বস্তু। [সূরা আন'আম: ১২১]

২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

﴿ حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسۡتَقۡسِمُواْ بِٱلۡأَزۡلَٰمِۚ ذَٰلِكُمۡ ﴿٣﴾ ﴾ المائدة: ٣

"তোমাদের জন্য মৃত, রক্ত, শূকরের মাংস, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত পশু, গলাটিপে মারা পশু, প্রহারে মৃত পশু, পতনের ফলে মৃত পশু, শিঙের গুঁতায় নিহত পশু এবং হিংস্র জন্তুতর খাওয়া পশু হারাম করা হয়েছে। তবে তোমরা যা জবাই দ্বারা পবিত্র করেছ তা হালাল। আর যে পশু পূজার প্রতিমায় বলি দেয়া হয়েছে তা এবং জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করাও তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। এ সবই পাপ কাজ।" [সূরা মায়িদা: ৩]

◆ কোন জীবন্ত প্রাণীর কোন অংশ কেটে নিলে তা মৃত বলে গণ্য হয় এমতাবস্থায় ঐ অংশ খাওয়া হারাম।

◆ **মৃত প্রাণী ও রক্তের মধ্যে যা হালাল:**

মৃত প্রাণী ও রক্ত উভয়টা হারাম, তবে কিছু অনুমতি রয়েছে-যা হাদীসে প্রমাণিত।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ». أخرجه أحمد وابن ماجه.

ইবনে উমার [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [দ:] বলেন: "আমাদের জন্য দু'টি মৃত প্রাণী এবং দু'ধরণের রক্ত হালাল করা

হয়েছে। মৃত প্রাণী দু'টি হল: মাছ ও টিড্ডি-পঙ্গপাল। আর দু'ধরণের রক্ত হল: কলিজা ও প্লীহা।"[১]

◆ **খাদ্যে মিশ্রিত তৈলের বিধান:**

তৈল জাতীয়দ্রব্য যা খাদ্য ও মিষ্টিতে ব্যবহার করা হয় এসব যদি উদ্ভিদ থেকে হয় এবং তাতে কোন অপবিত্র জিনিস মিশ্রিত না হয়, তাহলে তা হালাল। আর যদি হারাম প্রাণী যেমন: শূকর অথবা মৃত প্রাণীর চর্বি থেকে হয় তাহলে হারাম। আর যদি শরিয়ত সম্মত পদ্ধতিতে জবাইকৃত হালাল প্রাণীর চর্বি হতে হয় এবং তাতে কোন অপবিত্র জিনিস মিশ্রিত না হয় তাহলে হালাল।

◆ **মল-মূত্র ভক্ষণকারী পশুর গোশত খাওয়ার বিধান:**

যে সমস্ত পশু-পাখি বেশির ভাগ মল-মূত্র, অপবিত্র খাদ্য খেয়ে জীবণ ধারণ করে তা বাহন হিসাবে ব্যবহার করা, গোশত খাওয়া, দুধ পান করা, ডিম খাওয়া হারাম। তবে এ পশু বা মুরগীকে আটক করে রেখে পবিত্র খাদ্য খাওয়ানোর পর যখন পবিত্র মনে হবে তখন তা খাওয়া হালাল।

◆ **কখন হারাম জিনিস খাওয়া বৈধ:**

অপারগ অবস্থায় নিরুপায় হয়ে বিষাক্তদ্রব্য ব্যতীত জীবন রক্ষাযোগ্য পরিমাণ হারাম খাদ্য খাওয়া জায়েজ আছে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾ ﴾ البقرة: ١٧٣

"তিনি তোমাদের জন্য মৃত জীব, (প্রবাহিত) রক্ত, শূকরের মাংস এবং যা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উদ্দেশ্যে নিবেদিত এসব হারাম করে দিয়েছেন। তবে যে ব্যক্তি নিরুপায় কিন্তু বিদ্রোহী ও সীমালংঘনকারী নয়

[১].হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ৫৭২৩ শব্দ তারই সিলসিলা সহীহা দ্রঃ হাঃ নং ১১১৮ ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৩২১৮

তার জন্য (ঐ হারাম খাদ্য ভক্ষণে) পাপ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।" [সূরা বাকারা: ১৭৩]

◆ **মাদকদ্রব্যের হুকুম:**

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :«كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ». متفق عليه.

১. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমার (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [দ:] বলেন:"সকল প্রকার মস্তিস্ক বিকৃতকারক দ্রব্য মদের অন্তর্ভুক্ত। আর সকল মস্তিস্ক বিকৃতকারক হারাম, যে ব্যক্তি সর্বদা মদপানরত অবস্থায় তওবা না করেই মারা যাবে আখেরাতে (জান্নাতে প্রবেশ করলেও) জান্নাতের শরাব পান করা তার সৌভাগ্য হবে না।"[১]

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدَنَّ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالْخَمْرِ». أخرجه أحمد والترمذي.

২. উমার ইবনে খাত্তাব (রা:) হতে বর্ণিত, নবী [দ:] বলেন:"যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'য়ালা ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন অবশ্যই এমন খাওয়ার আয়োজনে না বসে যেখানে মদের ব্যবস্থা রয়েছে।"[২]

◆ **মদ পানকারীর শাস্তি:**

عَنْ جَابِرٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:«كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ قَالُوا يَا

[১].বুখারী হাঃ নং ৫৫৭৫ মুসলিম হাঃ নং ২০০৩ শব্দ তারই

[২]. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ১২৫ শব্দ তারই ইরওয়াউল গালীল দ্রঃ হাঃ নং ১৯৪৯ তিরমিযী হাঃ নং ২৮০১

رَسُولَ اللَّهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ:«عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ». أخرجه مسلم.

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [দ:] বলেন: "সকল মস্তিস্ক বিকৃতিকারক বস্তু হারাম, আর আল্লাহ তা'য়ালা অঙ্গীকারাবদ্ধ, যে ব্যক্তি মস্তিস্ক বিকৃতিকারক দ্রব্য পান করবে, তিনি তাকে 'তীনাতুল খাবাল' হতে পান করাবেন। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রসূল [দ:] 'তীনাতুল খাবাল' কি জিনিস? তিনি [দ:] বললেন:"জাহান্নামীদের ঘাম অথবা জাহান্নামীদের নিংড়ানো রক্ত-পুঁজ ইত্যাদি।" [১]

◆ **মাদক দ্রব্যের জন্য যারা অভিশপ্ত:**

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً :عَاصِرَهَا ،وَمُعْتَصِرَهَا ،وَشَارِبَهَا ،وَحَامِلَهَا ،وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ ،وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا ،وَآكِلَ ثَمَنِهَا ،وَالْمُشْتَرِي لَهَا، وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ ». أخرجه الترمذي وابن ماجه.

আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [দ:] মাদক দ্রব্যের ব্যাপারে দশজন ব্যক্তিকে অভিশাপ করেছেন তারা হচ্ছে: ১.মাদক দ্রব্য সংগ্রহকারী। ২. তৈরীকারী। ৩. পানকারী। ৪. বহনকারী। ৫. যার জন্য বহন করা হয়। ৬. যে পান করায়। ৭. বিক্রেতা। ৮. এর অর্থ ভক্ষণকারী। ৯. ক্রেতা। ১০. যার জন্য ক্রয় করা হয়।"[২]

◆ **নাবীয:** ইহা হলো পানির লবণাক্ত দূর করে মিঠা করার জন্য তাতে খেজুরের সাথে কিস্‌মিস অথবা ঐ জাতীয় কিছু দিয়ে ভিজিয়ে রাখা। এ পানি যদি অন্যরূপ ধারণ না করে এবং তিনদিন পূর্ণ না হয় তাহলে তা খাওয়া হালাল।

---

[১] .মুসলিম হাঃ নং ২০০২

[২] .হাদীসটি হাসান, তিরমিযী হাঃ নং ১২৯৫ শব্দ তারই সহীহ সুনানে তিরমিযী হাঃ নং ১০৪১ ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৩৩৮০

◆ **অন্যের সম্পদ ভক্ষণের বিধান:**

কোন বাগানের ফলবান বৃক্ষের অথবা গাছ হতে পড়ে যাওয়া ফল যা কোন বেষ্টনির মধ্যে নয় এবং কোন রক্ষকও নেয়। যদি এর পাশ দিয়ে কোন অভাবী লোক অতিক্রম করার সময় তার প্রয়োজন মিটানোর জন্য উক্ত ফল বিনিময় ছাড়া ভক্ষণ করে তাহলে জায়েজ। কিন্তু সাথে করে নিয়ে যেতে পারবে না। আর যে ব্যক্তি কোন অভাব বা প্রয়োজন ছাড়াই উক্ত ফল নিয়ে যাবে তাকে এর সমপরিমাণ জরিমানা দিতে হবে এবং শাস্তি ভোগ করতে হবে।

◆ **হারাম পাত্রে পানাহার করার বিধান:**

স্বর্ণ-রোপ্য নির্মিত প্রলেপ দেয়া পাত্রে নারী-পুরুষ সকলেই পানাহার করা হারাম। যে দেহ হারাম খাদ্য খেয়ে বৃদ্ধি হয় তা কখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

◆ **পাত্রে মাছি পড়লে তার সুন্নতি নিয়ম:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ، ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ؛ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً، وَفِي الْآخَرِ دَاءً». أخرجه البخاري.

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [দ:] বলেন: "যখন তোমাদের কারো পাত্রে মাছি পড়ে তখন যেন সম্পূর্ণ মাছিকে ভালভাবে ডুবিয়ে অত:পর তা তুলে ফেলে দেয়। কেননা, মাছির দু'ডানার এক ডানায় রয়েছে চিকিৎসা এবং অন্য ডানায় রয়েছে জিবানু।"[১]

[১].বুখারী হাঃ নং ৫৭৮২

পশু জবাই প্রসঙ্গে

◆ গোশত খাওয়া হালাল এমন স্থলচর প্রাণীর কণ্ঠনালী, খাদ্যনালী এবং পার্শ্বের দু'টি রগ অথবা দুটির একটি কাটার মাধ্যমে জবাই বা নহর সম্পাদন হয়।

◆ **যাকাহ বা জবাই ও নহরের পদ্ধতি:**

উটের ক্ষেত্রে হলো বাম হাত (সামনের পা) বেঁধে রেখে দাঁড়ানো অবস্থায় গর্দানের গোড়া ও বক্ষের মধ্যস্থলে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা বা কেটে দিয়ে জবাই করার নাম নহর, ইহাই সুন্নতি পদ্ধতি। আর গরু ও ছাগল-দুম্বা ইত্যাদির ক্ষেত্রে নিয়ম হলো ধারালো ছুরি দিয়ে পশুকে বাম কাতে শুয়ায়ে জবাই করাই সুন্নতি পদ্ধতি। চতুস্পদ জন্তুকে তীর নিক্ষেপ প্রশিক্ষণের নিশান নির্ধারণ করে তীর ছুড়া হারাম।

◆ পশুর গর্ভের বাচ্চার হুকুম হল মায়ের হুকুম, তবে যদি জীবিত অবস্থায় বের হয় তাহলে তাকে জবাই করা ছাড়া খাওয়া হালাল হবে না।

◆ **জবাই ও নহর শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী:**

১. জবাইকারীর শর্ত: জ্ঞানবান ও মুসলিম অথবা আহলে কিতাব (ইহুদি ও খ্রীষ্টান) হতে হবে, নারী-পুরুষ সকলেই জবাই করতে পারবে, তবে পাগল, মাতাল ও কাফির ব্যক্তির জবাই হালাল নয়।

২. জবাই করার অস্ত্র: নখ ও দাঁত ব্যতীত সকল প্রকার ধারাল অস্ত্র দিয়ে জবাই করা বৈধ হবে।

৩. কণ্ঠনালী, শ্বাসনালী ও পাশের দু'টির একটি রগ কাটার মাধ্যমে রক্ত প্রবাহিত করতে হবে।

৪. জবাই এর সময় "বিসমিল্লাহ" বলতে হবে। ভুল বশত: ছেড়ে দিলে বৈধ হবে। আর ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দিলে বৈধ হবে না।

৫. হক্কুল্লাহ এর ক্ষেত্রে শিকারী পশু যেন হারাম না হয়। যেমন: মক্কার হারাম ও মদীনার নিষিদ্ধ সীমানায় শিকার ও ইহরাম অবস্থায় শিকার না করা।

◆ **মৃত প্রাণীর প্রকারঃ**

যে পশু শ্বাস বন্ধ হয়ে, মাথায় আঘাত পেয়ে, বিদ্যুৎ শক খেয়ে, গরম পানি প্রয়োগে অথবা গ্যাস ব্যবহারে স্বাস রুদ্ধ হয়ে মারা যায়-তা হারাম, খাওয়া অবৈধ। কারণ এভাবে মারা গেলে রক্ত গোশতের সাথে জমাট হয়ে যায় যা ভক্ষণে মানুষের ক্ষতি রয়েছে এবং উক্ত পশুর প্রাণ বের হয়েছে সুন্নত বর্জিত পন্থায়, তাই তা হারাম।

◆ **আহলে কিতাবের জবাইকৃত পশু-পাখির বিধানঃ**

আহলে কিতাব তথা ইহুদি ও খ্রীষ্টানদের জবাইকৃত পশু-পাখি হালাল, তার গোশত খাওয়া বৈধ। আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

﴿ ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ ﴿٥﴾ ﴾
المائدة: ٥

"আজ তোমাদের জন্য পবিত্র খাদ্যদ্রব্য হালাল করে দেওয়া হয়েছে। অনুরূপ যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের খাদ্যও (জবাইকৃত পশুর মাংস) তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্যও তাদের জন্য হালাল।" [সূরা মায়েদা: ৫]

◆ আহলে কিতাব ইহুদি ও খ্রীষ্টানদের জবাই যদি শরিয়ত সম্মত পদ্ধতি অনুযায়ী হয় তাহলে খাওয়া জায়েজ। আর যদি তাদের জবাই শরিয়ত গর্হিত পদ্ধতিতে হয় যেমন-শ্বাসরুদ্ধ, বৈদ্যুতিক শক ইত্যাদির মাধ্যমে তাহলে তা খাওয়া অবৈধ। আর আহলে কিতাব ছাড়া অন্যান্য কাফেরদের জবাই সর্বাবস্থায় হারাম।

◆ **যা জবাই করা সক্ষম নাঃ**

শিকার অথবা কোন প্রাণী যদি যথাযথ নিয়মে জবাই করা সম্ভব না হয় তাহলে শরীরের যে কোন স্থানে আঘাতের মাধ্যমে রক্তপাত ঘটলে তা জবাই বলে গণ্য হবে। উল্লেখ্য যে, উপকৃত হওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া অন্যায়ভাবে কোন প্রাণীকে হত্যা করা হারাম।

◆ আহলে কিতাবের জবাইকৃত জিনিস মুসলিম কখন ভক্ষণ করবে:

কোন মুসলমান যদি অবগত হয় যে, আহলে কিতাব ব্যক্তি আল্লাহর নামে জবাই করেছে তাহলে তা খাওয়া বৈধ। আর যদি অবগত হয় যে, আল্লাহর নামে জবাই করেনি তাহলে তা খাওয়া অবৈধ। 'বিসমিল্লাহ' বলেছে কি না? কোনটাই যদি সঠিকভাবে জানা না যায় তাহলেও খাওয়া বৈধ। কেননা বলাটাই সাধারণ নিয়ম, এ ক্ষেত্রে বিসমিল্লাহ বলেছে কি না? তা জিজ্ঞাসা ও গবেষণা করা ওয়াজিব নয় বরং না করাই উত্তম।

◆ যে সমস্ত পশু জবাই বা নহর করা সম্ভব তা জবাই ও নহর ছাড়া কখনও হালাল হয় না। তবে মাছ, টিড্ডি-পঙ্গপাল ও জলচর প্রাণী জবাই ছাড়াই খাওয়া হালাল।

◆ শিকার খাওয়ার বিধান:

স্থলচর হালাল পশু-পাখি দুই শর্তে খাওয়া বৈধ হবে:

১. শরিয়ত সম্মত পদ্ধতিতে জবাই করা।

২. জবাইয়ের সময় 'বিসমিল্লাহ' বলা।

◆ অন্যের জন্য পশু জবাই করার বিধান:

যদি কোন ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে সওয়াবের উদ্দেশ্যে সদকা স্বরূপ কোন প্রাণী জবাই করে এতে কোন আপত্তি নেয় তা বৈধ হবে। কিন্তু যদি মৃত ব্যক্তির সম্মানার্থে এবং তার নেকট্য লাভের উদ্দেশ্যে কোন পশু জবাই করে তাহলে ইহা বড় শির্কে পরিণত হবে। আর এ পশুর গোশত সকলের জন্য খাওয়া হারাম হবে।

◆ জবাই ও হত্যায় এহসান করার নিয়ম:

১. জবাই করার উত্তম আচরণ হলো: ধারালো অস্ত্র দিয়ে জবাই করা এবং ধারবিহীন অস্ত্র ব্যবহার না করা; কারণ এতে পশুকে কষ্ট দেওয়া হয়। অন্যান্য পশুর সম্মুখে জবাই না করা এবং পশুর উপস্থিতিতে অস্ত্র ধার না দেওয়া। পশুর জীবন বের না হওয়া পর্যন্ত চামড়া না খালানো, ঘাড় বা অন্য কোন অঙ্গ না কাটা। আর উটকে নহর করা এবং অন্যান্য পশুকে জবাই করাই হলো নিয়ম।

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ﷺ قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ ».

أخرجه مسلم.

শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: দু'টি বিষয় আমি নবী [দ:] হতে মুখস্ত করেছি, তিনি বলেন:"আল্লাহ তা'য়ালা সকল ক্ষেত্রে এহসান করাকে আবশ্যক করে দিয়েছেন। অতএব, যখন তোমরা হত্যা করবে তখন উত্তম ভাবেই হত্যা সম্পন্ন কর। আর যখন তোমরা জবাই করবে তখন উত্তম ভাবে জবাই কর। তোমাদের কেউ তার অস্ত্র ধার করে নিয়ে তার পশুকে আরাম দিবে।"[১]

২. জবাইয়ের সময় পশুকে কিবলামুখী করা এবং "বিসমিল্লাহি" এর সাথে "আল্লাহু আকবার" কে সংযুক্ত করা।

« بِسْمِ اللهِ وَاللهُ اَكْبَرْ» أخرجه أبو داود والترمذي.

"বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার" বলে অত:পর জবাই করা।"[২]

◆ জবাই ও শিকার করার সময়:

জবাই ও শিকার করার সময় মুসলিম ব্যক্তির জন্য "বিসমিল্লাহ" বলা ওয়াজিব। পশুর মাংস হালালের জন্য বিসমিল্লাহ বলা শর্ত। ভুলে বা অজ্ঞতাবশত: বিসমিল্লাহ বলা রহিত হবে না। আর বিসমিল্লাহ বাদ পড়ে গেলে জবাইকৃত পশু হালাল হবে না; কারণ বিসমিল্লাহ বলা ইতিবাচক শর্ত যেমন ওযু সালাতের জন্য শর্ত। অতএব, ভুলে বা ভুলে গেলে বাদ পড়বে না। যে ভুলে বা ভুল করে বিসমিল্লাহ বলা ছেড়ে দেবে সে গুনাহগার হবে না। কিন্তু জবাইকৃত পশুর মাংস ভক্ষণ করা জায়েজ হবে না; কারণ সে জবাই করার সময় বিসমিল্লাহ বলে নাই যার ফলে হারাম

[১]. মুসলিম হাঃ নং ১৯৫৫

[২]. হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাঃ নং ২৮১০, তিরমিযী হাঃ নং ১৫২১

হবে। যেমন কোন ব্যক্তি যদি ওযু ছাড়া সালাত আদায় করে তাহলে তকে আবার সালাত দ্বিতীয়বা পড়তে হবে। তাই পাপ না হওয়া আমল সঠিক হওয়া জরুরি না। আর যে ইচ্ছা করে বিসমিল্লাহ বলা ছেড়ে দেবে তার পাপ হবে এবং জবাইকৃত পশু হালাল হবে না।

আল্লাহর বাণী:

﴿وَلَا تَأۡكُلُواْ مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسۡقٌۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوۡلِيَآئِهِمۡ لِيُجَٰدِلُوكُمۡۖ وَإِنۡ أَطَعۡتُمُوهُمۡ إِنَّكُمۡ لَمُشۡرِكُونَ ١٢١﴾ [الأنعام/١٢١].

“যেসব জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় না, সেগুলো থেকে ভক্ষণ করো না; এ ভক্ষণ করা পাপ। নিশ্চয় শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে প্রত্যাদেশ করে– যেন তারা তোমাদের সাথে তর্ক করে। যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তোমরাও মুশরেক হয়ে যাবে।”
[সূরা আন‘য়াম:১২১]

শিকার করা প্রসঙ্গে

◆ **শিকার:**

মালিক বিহীন বন্য হালাল পশু যা হাতের নাগালের বাইরে তাকে কৌশলে নির্দিষ্টভাবে আঘাত হেনে হস্তগত করার নাম শিকার করা।

◆ **শিকার করার বিধান:**

শিকার মূলত: মক্কা ও মদীনার হারাম সীমানা ব্যতীত সর্বত্রই বৈধ, অবশ্য ইহরাম অবস্থায় স্থলচর প্রাণী শিকার করাও হারাম।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَـٰعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾ ﴾ المائدة: ٩٦

"তোমাদের জন্য সামুদ্রিক শিকার ধরা ও তা খাওয়া হালাল করা হয়েছে, তোমাদের ও ভ্রমণকারীদের উপভোগের জন্য। আর ইহরাম অবস্থায় স্থলচর শিকার ধরা তোমাদের জন্য হারাম। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার সমীপে তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে। [সূরা মায়েদা: ৯৬]

◆ **শিকারের অবস্থাসমূহ:**

শিকারীর শিকার করার পর দুটি অবস্থা হতে পারে:

প্রথম অবস্থা: পূর্ণ সুস্থ ও জীবন্ত অবস্থায় পশু শিকার করা। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই শরিয়ত সম্মত পদ্ধতিতে জবাই করতে হবে।

দ্বিতীয় অবস্থা: আঘাতে নিহত হয়ে শিকার হয় অথবা প্রায় মৃত অবস্থার শিকার হয়। এক্ষেত্রে শিকারের শর্তসমূহ পাওয়া গেলেই যথেষ্ট হবে।

◆ **শিকার করা পশু হালাল হওয়ার শর্তসমূহ:**

১. শিকারকারীকে হতে হবে মুসলিম অথবা আহলে কিতাব এবং প্রাপ্তবয়স্ক ও বিবেকবান।

২. শিকারের মাধ্যম, ইহা দু'ধরণের। এক: ধারালো অস্ত্র যা দিয়ে আঘাত হানলে রক্ত প্রবাহিত হয়, তবে দাঁত ও নখ ব্যতীত। দুই:

আঘাতকারী প্রাণী যেমন কুকুর অথবা পাখি যদি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয় তাহলে শিকারী প্রাণী বৈধ হবে।

৩. কুকুর ও বাজপাখি শিকারীর উদ্দেশ্যে পাঠালে শিকারের নিয়ত করতে হবে।

৪. শিকারের জন্য অস্ত্র চালানোর সময় বা কুকুর ও বাজপাখি পাঠানোর সময় বিসমিল্লাহ বলতে হবে।

৫. শিকার যেন শরিয়ত সম্মত হয় যেমন: ইহরাম অবস্থায় স্থলচর প্রাণী এবং মক্কা-মদীনার হারাম সীমানায় শিকার করা শরিয়ত সম্মত নয়।

◆ যা জবাই করা সম্ভবপর না তার জবাই:

শিকারকৃত পাখি বা পশুর জবাই করা সম্ভব না হলে অথবা কোন পশুর যে কোন স্থানে রক্ত প্রবাহিত করে জবাই না করা গেলে এবং না হকভাবে পশু হত্যা ও উপকৃত না হলে এ সবই হারাম।

◆ কুকুর পোষার বিধান:

বিশেষ প্রয়োজন ও কল্যাণার্থে শিকার করার জন্য বা ক্ষেত-খামার ও পশু-পাখি পাহারা দেয়ার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর রাখা বৈধ। এ ছাড়া সাধারণ কুকুর রাখা বৈধ নয়; কেননা, এতে মানুষ ভয়-ভীতি পায়, আতংকিত হয়, ফেরেশ্‌তা ঘরে প্রবেশ করতে বাধাপ্রাপ্ত হয়, কুকুরের অপবিত্র ও নোংরা এবং মালিকের প্রতি দিন দুই কিরাত সওয়াব কমে যায়, তাই এ সমস্ত কুকুর রাখা হারাম।

◆ শিকারী কুকুর যদি শিকার করে বা তার মুখ দ্বারা ধরে তাহলে শিকার সাতবার ধৌত করতে হবে না; কারণ কুকুরের শিকার সহজ পন্থার উপর ভিত্তিশীল।

◆ তীর, লাঠি ইত্যাদি দ্বারা কোন শিকারকে আঘাত করলে শিকারী প্রাণীকে ভেদ করে রক্তাক্ত হয়ে মারা গেলে তা খাওয়া জায়েজ; আর যদি প্রাণী প্রচণ্ড আঘাতে মারা যায় কোন রক্তপাত না হয় এমতাবস্থায় তা খাওয়া না জায়েজ।

◆ **শিকারী দ্বারা খেল-তামাশা করার বিধান:**

◆ শিকারী প্রাণী দিয়ে খেল-তামাশা ও অনর্থক শিকার করা হারাম। যেমন: শিকার করে আবার ছেড়ে দেওয়া, না নিজে আর না অন্য কেউ তা দ্বারা উপকৃত হওয়া; কারণ এতে সম্পদ বিনষ্ট ও অপ্রয়োজনে আত্মা ধ্বংস করা হয়।

◆ কোন প্রাণী শিকার করা অথবা জবাই করার সময় প্রাণ নির্গত হওয়ার পূর্বেই যে রক্ত বের হয় তা অপবিত্র হারাম–উপকৃত হওয়া যাবে না।

◆ কোন চুরি করা বা ছিনতাইকৃত অস্ত্র দিয়ে শিকার করা হলে উক্ত প্রাণী হালাল হবে, কিন্তু শিকারী ব্যক্তি গুনাহগার হবে।

◆ পূর্ণ নামাজ বর্জনকারী (যে কখনও নামাজ পড়ে না) তার শিকারকৃত ও জবাইকৃত পশু খাওয়া হারাম; কেননা সে কাফির হয়ে গেছে।

◆ ইচ্ছায় অনিচ্ছায় বা ছলনায় সর্বাবস্থায় একজন নির্দোষ মানুষকে অস্ত্র দেখানো হারাম।

◆ **পাখি দ্বারা বাচ্চাদের আনন্দ দেওয়ার বিধান:**

ছোট বাচ্চাদের শান্তনা দেয়ার জন্য শিকার করা বা পাখি পোষা জায়েজ। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন বাচ্চারা শিকারী প্রাণীকে কষ্ট না দেয় এবং খানাপিনার ব্যাপারে অবহেলা না করে।

ষষ্ঠ পর্ব

ফরায়েজ অধ্যায়

এতে রয়েছেঃ

১. মিরাসের আহকাম।
২. নির্দিষ্ট অংশের অধিকারীদের বর্ণনা।
৩. অনির্দিষ্ট অংশের অধিকারীদের বর্ণনা।
৪. উত্তরাধিকারী হতে যেসব ব্যাপার বাঁধা হয় তার বর্ণনা।
৫. ভাগ-বণ্টনের মূলনীতি।
৬. মিরাস বণ্টন প্রণালী।
৭. 'আওল-সম্পত্তি বণ্টনের সময় কিছু অংশ অতিরিক্ত হলে তা পুনর্বণ্টন করা।
৮. রদ্দ- সম্পত্তি বণ্টনের সময় অংশ কম হলে সবার থেকে তা ফেরত নেওয়া।
৯. রক্তের সম্পর্কীয়দের মিরাস।
১০. গর্ভজাত সন্তানের মিরাস।
১১. হিজড়া (উভয় লিঙ্গ-নপুংসক)-এর মিরাস।
১২. হারানো ব্যক্তির মিরাস।
১৩. ডুবে কিংবা দেয়াল চাপা ইত্যাদিদের মৃতদের মিরাস।
১৪. হত্যাকারীর মিরাস।
১৫. বিধর্মীদের মিরাস।
১৬. মহিলদের মিরাস।

قال الله تعالى:

﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ٨﴾ [النساء:٧-٨]

আল্লাহর বাণী:

“পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে, আল্প হোক কিংবা বেশি। এ অংশ নির্ধারিত। সম্পত্তি বণ্টনের সময় যখন আত্মীয়-স্বজন, এতিম ও মিসকিন উপস্থিত হয়, তখন তা থেকে তাদের কিছু খাইয়ে দাও এবং তাদের সাথে কিছু সদালাপ করো।” [সূরা নিসা:৭-৮]

ফরায়েজ অধ্যায়

১- মিরাসের আহকাম

◆ **ফরায়েজ বিষয়ের জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব:**

ফরায়েজ বিষয়ক জ্ঞান অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদা সম্পন্ন এবং প্রতিদানের দিক থেকে অনেক উচ্চ ও মহান। এর গুরুত্বের ফলে আল্লাহ তা'য়ালা নিজেই এটা নির্ধারণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর অংশ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন এবং বহু ক্ষেত্রে অনেক আয়াতে এসবের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কারণ, ধন-সম্পদ ও তার ভাগ–বণ্টন মানুষের কাছে এক লোভনীয় বিষয়। আর মিরাস সাধরণত: নারী-পুরুষ, ছোট-বড় দুর্বল–সবল সকল প্রকৃতির লোকদের মাঝেই হয়ে থাকে; যেন এক্ষেত্রে খেয়াল খুশি ও প্রবৃত্তির অনুপ্রবেশ না ঘটে। তাই মহান আল্লাহ নিজেই এর সুস্পষ্টভাবে ভাগ–বণ্টন ক'রে দিয়েছেন। এ ছাড়া আল্লাহ তাঁর স্বীয় কিতাব কুরআনে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ইনসাফ ও নিজ জ্ঞানানুযায়ী সকলের কল্যাণ ভিত্তিক সুসম বণ্টনের ব্যবস্থা করেছেন।

◆ **মানুষের অবস্থাসমূহ:**

মানুষের দুটি অবস্থা: জীবন আর মরণ। ফরায়েজ বিদ্যায় বেশির ভাগ বিধি–বিধান মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত। তাই ইহা জ্ঞানের অর্ধেক এবং প্রতিটি মানুষই এ জ্ঞানের মুখাপেক্ষী।

◆ জাহিলি যুগের লোকেরা ছোটদেরকে বঞ্চিত করে শুধু বড়দেরকে মিরাস দিত। এ ভাবে মহিলাদের বঞ্চিত করে কেবল পুরুষদেরকে উত্তরাধিকার দিত। আর বর্তমানের জাহেলিয়াত নারীদেরকে তাদের অধিকারের উপরে পদ, কাজ ও সম্পদ দিয়েছে। এর ফলে অনিষ্ট বেড়েছে ও ফেসাদ-বিপর্যয় বিস্তার লাভ করেছে। পক্ষান্তরে ইসলাম নারী জাতিকে ইনসাফের ভিত্তিতে অধিকার দিয়েছে, উচ্চ মর্যদায় আসীন করেছে এবং অন্যান্যদের মত তার উপযুক্ত অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে।

◆ **ফরায়েজ বিদ্যার পরিচয়:**

টি এমন বিদ্যার নাম যা দ্বারা উত্তরাধিকার কোন্ ব্যক্তি পাবে, আর কে পাবে না এবং কে কি পরিমাণ পাবে তা জানা যায়। ইসলামি শাস্ত্র অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি তাঁর উত্তরাধিকারীদের মাঝে নির্ধারিত অংশে ভাগ করে দেওয়াকে ফরায়েজ বলে।

◆ **এর বিষয়বস্তু:** মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত (স্থাবর ও অস্থাবর) সমস্ত সম্পদ।

◆ **এর উপকারিতা:** উত্তরাধিকারীদের প্রত্যেকের নিকট যার যার অধিকার পৌঁছে দেয়া।

◆ **ফারীযা:** (সম্পত্তির নির্ধারিত অংশ) ইহা হচ্ছে সেই নির্ধারিত অংশ যা শরিয়ত নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যেমন: তৃতীয়াংশ, চতুর্থাংশ ইত্যাদি।

◆ **পরিত্যক্ত সম্পত্তির সাথে সম্পৃক্ত অধিকারসমূহ:**

পরিত্যক্ত সম্পত্তির সাথে সম্পৃক্ত অধিকার মোট পাঁচটি। ইহা বিদ্যমান থাকলে পর্যায়ক্রমে তা বাস্তবায়ন করা হবে। অধিকার ৫টি নিম্নরূপ:

১. পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফন ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।

২. ঐসব অধিকারসমূহ আদায় করা যা সরাসরি পরিত্যক্ত সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত যেমন: বন্ধক ইত্যাদির সাহায্যে সংঘটিত ঋণ।

৩. সাধারণ ঋণ, চাই তা আল্লাহর হোক যেমন: জাকাত, কাফ্‌ফারা ইত্যাদি অথবা মানুষের হোক।

৪. এরপর অসিয়ত।

৫. পরিশেষে উত্তরাধিকার।

◆ **উত্তরাধিকারের ভিত্তিসমূহ:**

উত্তরাধিকারের ভিত্তি তিনটি:

১. উত্তরাধিকারের মূল মালিক (মৃত ব্যক্তি)।

২. উত্তরাধিকারীগণ।

৩. মিরাস তথা পরিত্যক্ত সম্পদ।

◆ **উত্তরাধিকারের কারণসমূহ:**

উত্তরাধিকারের কারণ তিনটি:

১. সঠিক বিবাহ বন্ধন, যার ফলে স্বামী–স্ত্রী একজন অপরজনের উত্তরাধিকারী হবে।

২. বংশীয় সম্পর্ক, ইহা মূল নিকটাত্মীয়তার সূত্রে হতে পারে যেমন : মাতা–পিতা, শাখাগত নিকটাত্মীয় যেমন: সন্তান–সন্তুতি, পার্শ্বের আত্মীয়তা যেমন : ভাই, চাচা ও তাদের সন্তান–সন্তুতি।

৩. অনুগ্রহের সম্পর্ক, এটি এমন এক সম্পর্ক যা কোন মনিব স্বীয় দাসমুক্তির অনুগ্রহ দ্বারা অর্জন করে থাকে, ফলে উক্ত দাস-দাসীর বংশীয় কিংবা নির্ধারিত অন্য কোন উত্তরাধিকার না থাকলে পূর্বের মনিব তার ওয়ারিস হবে।

◆ **উত্তরাধিকারের জন্য শর্তাবলী:**

মৃতের উত্তরাধিকার পাওয়ার জন্যে তিনটি শর্ত:

১. মৃত্যু সাব্যাস্ত হওয়া।
২. মত্যুর সময় উত্তরাধিকারীর জীবিত থাকার প্রমাণ।
৩. উত্তরাধিকারী বানানোর কারণ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন যেমন: বংশ বা বিবাহ কারণ কিংবা গোলাম আজাদ করার ওয়ালা তথা অধিকার।

◆ **উত্তরাধিকারের বাধাসমূহ:**

উত্তরাধিকার হওয়াতে বাধা মোট তিনটি জিনিস:

১. দাসত্ব: এর ফলে দাস-দাসী উত্তরাধিকার পাবে না এবং অন্যকেও উত্তরাধিকারী বানাতে পারবে না; কেননা সে নিজ মনিবের অধীন।

২. অন্যায় ভাবে হত্যা করা: এর ফলে হত্যাকারী হত্যাকৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হলেও সে তার মিরাস পাবে না।

৩. ধর্মের ভিন্নতা: এর ফলে মুসলিম কাফেরের এবং কাফের মুসলিম ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হবে না।

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ».متفق عليه.

উসামা ইবনে জায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন: "মুসলিম কাফেরের উত্তরাধিকারী হবে না এবং কাফের মুসলিমের উত্তরাধিকারী হবে না।"[১]

◆ **তালাকপ্রাপ্তার মিরাস:**

১. রাজ'য়ী (ফেরতযোগ্য) তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর মেয়াদকালীন সময় পর্যন্ত তার ও স্বামীর মধ্যে উত্তরাধিকার সাব্যস্ত হবে।

২. যে স্ত্রীকে স্বামী "তালাকে বায়েনা কুবরা" তথা চিরবিচ্ছেদ যোগ্য তালাক দিয়েছে যদি তা সুস্থ অবস্থায় সংঘটিত হয়ে থাকে তাহলে কোন রূপ উত্তরাধিকার পাবে না। পক্ষান্তরে আশঙ্কাপূর্ণ অসুস্থ অবস্থায় যদি হয়ে থাকে এবং উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার অভিযোগ স্বামীর উপর না থাকে, তাহলে এমতাবস্থায়ও উত্তরাধিকার পাবে না। তবে যদি স্বামীর উপর এ অভিযোগ সাব্যস্ত হয়, তাহলে স্ত্রী স্বামীর উত্তরাধিকার পাবে।

◆ **উত্তরাধিকারের প্রকার:**

১. **নির্ধারিত:** এটি এমন উত্তরাধিকার যাতে উত্তরাধিকারীর অংশ নির্ধারিত থাকে যেমন: আর্ধেক, এক চতুর্থাংশ ইত্যাদি।

২. **অনির্ধারিত:** এটি এমন উত্তরাধিকার যাতে কোন উত্তরাধিকারীর অংশ নির্ধারিত থাকে না।

◆ **কুরআনে উল্লেখিত নির্ধারিত অংশ মোট ৬ টি:**

অর্ধেক, চতুর্থাংশ, অষ্টমাংশ, দুই তৃতীয়াংশ, এক তৃতীয়াংশ, ষষ্ঠাংশ ও সেই সাথে অবশিষ্ট অংশের এক তৃতীয়াংশ, ইহা এজতেহাদ দ্বারা সাব্যস্ত।

◆ **পুরুষ উত্তরাধিকারীরা:**

পুরুষ উত্তরাধিকারীরা বিস্তারিত ভাবে মোট ১৫ জন:

ছেলে, ছেলের ছেলে, তার ছেলে, তার ছেলে ইত্যাদি, পিতা, দাদা, দাদার পিতা, তার পিতা ইত্যাদি, আপন ভাই, বৈমাত্র ভাই, বৈপিত্র ভাই, আপন ভাইয়ের সন্তান ও বৈমাত্র ভাইয়ের সন্তান, তার সন্তান, তার সন্তান ইত্যাদি, স্বামী, আপন চাচা, তার চাচা, তার চাচা-- , বৈমাত্র চাচা, তার চাচা, তার চাচা----, আপন চাচার সন্তান ও বৈমাত্র চাচার

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৭৬৪ মুসলিম হাঃ নং ১৬১৪

সন্তান তাদের সন্তান, তাদের সন্তান, কেবল দাস মুক্তকারী পুরুষ সন্তানগণ ও তার অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত রক্তের সম্পর্কের ব্যক্তিবর্গ। এসব পুরুষ ব্যতীত অন্য আর যারা রয়েছে তারা সবাই আত্মীয় যেমন: মামারা, বৈপিত্র ভাতিজা, বৈপিত্র চাচা ও বৈপিত্র চাচাত ভাই ইত্যাদি।

◆ **নারীদের মধ্যের ওয়ারিস:**

নারীদের মধ্যে ওয়ারিস সর্বমোট ১১ জন:

মেয়ে, ছেলের মেয়ে তার ছেলের মেয়ে, তার ছেলের মেয়ে----, মা, নানী, নানীর মা, তার মা এভাবে উপর পর্যন্ত, দাদি, দাদির মা, তার মা যদিও এভাবে মহিলানুক্রমে আরো উপরে যায়, দাদার মা, আপন বোন, বৈমাত্রী বোন, বৈপিত্রী বোন, স্ত্রী ও দাস-দাসীমুক্তকারিণী।

নোট: এ ছাড়া যত মহিলা আছে সবাই রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় কিন্তু ওয়ারিস নয়। যেমন : খালা ইত্যাদি।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝٧﴾ النساء: ٧

“মাতা–পিতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে গিয়েছে তাতে পুরুষদের জন্য অংশ রয়েছে। এমনি ভাবে মাতা–পিতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে গিয়েছে তাতে নারীদের জন্যও অংশ রয়েছে, যা কম বা বেশী নির্ধারিত অংশ।” [সূরা নিসা:৭]

উত্তরাধিকারীদের প্রকার

২-নির্ধারিত অংশপ্রাপ্তগণ

◆ **উত্তরাধিকারের প্রকার:**

ইহা দুই প্রকার: নির্ধারিত ও অনির্ধারিত। এই দুইয়ের মাধ্যমে উত্তরাধিকারী হওয়ার ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী মোট ৪ প্রকার:

১. যারা কেবল নির্ধারিত অংশ পাবে এরা মোট ৭জন:

মা, বৈপিত্র ভাই, বৈপিত্রী বোন, নানী, দাদি, স্বামী ও স্ত্রী।

২. যারা কেবল অনির্ধারিত অংশ পাবে তারা মোট ১২ জন:

ছেলে, ছেলের ছেলে, তার ছেলে, তার ছেলে---, আপন ভাই, বৈমাত্র ভাই, আপন ভাইয়ের ছেলে, বৈমাত্র ভাইয়ের ছেলে, তাদের ছেলে, তাদের ছেলে---, আপন চাচা ও বৈমাত্র চাচা, তাদের চাচা, তাদের চাচা-----,আপন চাচাত ভাই ও বৈমাত্র চাচাত ভাই, তাদের চাচাত ভাই, তাদের চাচাত ভাই---, দাস-দাসী মুক্তকারী ও দাস-দাসী মুক্তকারিণী।

৩. যারা কখনো নির্ধারিত এবং কখনো অনির্ধারিত আবার কখনো উভয় প্রকার দ্বারা উত্তরাধিকার লাভ করে এরা মোট ২ জন:

পিতা ও দাদা। তাদের একেক জন শাখাজাত উত্তরাধিকারীর সাথে নির্ধারিত ভাবে ষষ্ঠাংশ পাবে। আর তার সাথে শাখাজাত উত্তরাধিকারী না থাকলে সে একক ভাবে অনির্ধারিত অংশ পাবে। নির্ধারিত ও অনির্ধারিত ভাবে মহিলা শাখাজাত উত্তরাধিকারীর সাথে উত্তরাধিকার পাবে, যখন নির্ধারিত অংশের পর ষষ্ঠাংশের বেশি অবশিষ্ট থাকবে। যেমন: কোন ব্যক্তি মেয়ে, মাতা ও পিতা রেখে মারা গেল এক্ষেত্রে মোট অংশ ৬ থেকে মেয়ে পাবে অর্ধেক, মাতা ষষ্ঠাংশ আর অবশিষ্ট দুই অংশ নির্ধারিত ও অনির্ধারিত ভাবে পিতা পেয়ে যাবে।

৪. **যারা কখনো নির্ধারিত আর কখনো অনির্ধারিত ভাবে উত্তরাধিকার পায় এবং কোন সময়ই উভয় প্রকার এক সাথে পায় না, তারা মোট ৪ জন:**

মেয়ে (এক বা ততোধিক), ছেলের মেয়ে (এক বা ততোধিক), তার ছেলের মেয়ে, তার ছেলের মেয়ে------, এক বা ততোধিক আপন বোন ও এক বা ততোধিক বৈমাত্রেয় বোন। এরা শুধু নির্ধারিত অংশ দ্বারা উত্তরাধিকারী হবে যতক্ষণ তাদেরকে অনির্ধারিত অংশ দ্বারা উত্তরাধিকারী বানানোর কেউ থাকবে না। সে হচ্ছে তাদের ভাই। আর যখন তাদেরকে অনির্ধারিত অংশ দ্বারা উত্তরাধিকারী বানানোর কেউ থাকবে তখন অনির্ধারিত অংশ লাভ করবে। যেমন : মেয়ের সাথে ছেলে, বোনের সাথে ভাই ও মেয়েদের সাথে বোনেরা থাকলে তারা অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত হিসাবে অংশ পাবে।

◆ **নির্ধারিত অংশপ্রাপ্তদের সংখ্যা:**

নির্ধারিত অংশপ্রাপ্তদের মোট সংখ্যা ১১ জন:

স্বামী, এক বা একাধিক স্ত্রী, মাতা, পিতা, দাদা, এক বা একাধিক দাদি, মেয়েরা, ছেলের মেয়েরা, আপন বোনেরা, বৈমাত্রেয় বোনেরা এবং বৈপিত্র ভাই ও বৈপিত্রী বোনেরা। তাদের উত্তরাধিকার নিম্নোরূপ:

১- স্বামীর মিরাস

◆ **স্বামীর মিরাসের অবস্থাসমূহ:**

১. স্বামী তার স্ত্রীর অর্ধেক উত্তরাধিকার পাবে, যদি স্ত্রীর শাখাজাত কোন উত্তরাধিকারী না থাকে। আর শাখাজাত উত্তরাধিকারীরা হচ্ছে: ছেলে বা মেয়ে সন্তানরা এবং ছেলেদের সন্তানরা এবং তাদের পরবর্তী বংশধর। আর এখানে মেয়েদের সন্তানরা হলো যারা তাদের সন্তানদের মধ্যে উত্তারাধিকারী না তারা।

২. স্বামী তার স্ত্রীর এক চতুর্থাংশের উত্তরাধিকারী হবে যদি স্ত্রীর কোন সন্তানাদি থাকে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ ﴿١٢﴾ ﴾

النساء: ١٢

“তোমাদের স্ত্রীদের কোন সন্তান না থাকলে তোমরা তাদের পরিত্যক্ত সম্পদের অর্ধেক পাবে। আর তাদের সন্তান থাকলে তোমরা তাদের পরিত্যক্ত সম্পদের এক চতুর্থাংশ পাবে। তাদের কৃত অসিয়ত কিংবা ঋণ আদায়ের পরে।” [সূরা নিসা:১২]

◆ **উদাহরণ:**

১. স্বামী, মা ও একজন সহদর ভাই রেখে স্ত্রী মারা গেল। অংক ৬ দ্বারা হবে। স্বামী পাবে অর্ধেক, মা পাবে এক তৃতীয়াংশ, আর ভাই আসাবা হিসেবে বাকিটুকু পাবে।

২. স্বামী ও ছেলে রেখে স্ত্রী মারা গেল। অংক ৪ দ্বারা হবে। স্বামী পাবে এক চতুর্থাংশ আর বাকি পাবে ছেলে।

২- স্ত্রীর মিরাস

◆ **স্ত্রীর মিরাসের অবস্থাসমূহ:**

১. স্বামীর শাখাজাত উত্তরাধিকারী (সন্তান-সন্ততি) না থাকলে স্ত্রী তার স্বামীর এক চতুর্থাংশ উত্তরাধিকারের মালিক হবে।

২. যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে কিংবা অন্য কোন পক্ষের মাধ্যমে শাখাজাত উত্তরাধিকারী (ছেলে-মেয়ে বা নাতি-নাতনি) থাকে তবে স্ত্রী তার স্বামীর এক অষ্টমাংশ উত্তরাধিকারের মালিক হবে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ ١٢ ﴾

النساء: ١٢

“আর তোমাদের সন্তান না থাকলে তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পদের এক চতুর্থাংশ পাবে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে তবে তারা তোমাদের পিরত্যক্ত সম্পদের এক অষ্টমাংশ পাবে। তোমাদের কৃত অসিয়ত কিংবা ঋণের পরে।” [সূরা নিসা: ১২]

◆ একাধিক স্ত্রী হলে তারা সবাই এক চতুর্থাংশ কিংবা এক অষ্টমাংশে অংশীদার হবে।

◆ **উদাহরণঃ**

১. স্ত্রী, মা ও সহদর একজন চাচা রেখে স্বামী মারা গেল। অংক ১২ দ্বারা হবে। এর মধ্যে স্ত্রী পাবে এক চতুর্থাংশ, মা এক তৃতীয়াংশ আর বাকি আসাবা হিসেবে চাচা পাবে।

২. স্ত্রী ও ছেলে রেখে স্বামী মারা গেল। অংক ৮ দ্বারা হবে। স্ত্রী পাবে অষ্টমাংশ আর বাকি পাবে ছেলে।

৩. তিনজন স্ত্রী, মেয়ে ও ছেলে রেখে মারা গেল। অংক ৮ দ্বারা হবে। তিনজন স্ত্রী পাবে অষ্টমাংশ আর বাকি ছেলে-মেয়ে–পুরুষের জন্য নারীর দ্বিগুণ হিসেবে।

৩- মায়ের মিরাস

◆ **মায়ের মিরাসের অবস্থাসমূহঃ**

১. তিনটি শর্তে এক তৃতীয়াংশঃ

ইহা তিনটি শর্তে উত্তরাধিকার পাবেনঃ শাখাজাত উত্তরাধিকারী (সন্তান-সন্ততি) না থাকা, ভাই–বোনদের সাথে অংশিদারিত্বে শামিল না হওয়া এবং বিষয়টি দুই উমারিয়ার মাসয়ালার কোন একটি না হয়।[১]

২. অষ্টমাংশঃ

যদি মৃত ব্যক্তির শাখাজাত (সন্তান-সন্ততি) উত্তরাধিকারী থাকে কিংবা ভাই অথবা বোনদের কয়েকজন বিদ্যমান থাকে।

৩. অবশিষ্ট অংশের তিন ভাগের এক ভাগঃ

যদি দুই উমারিয়া যাকে 'গারাওয়াইন'ও বলা হয় এর মাসয়ালা হয়। উমারিয়ার মাসয়ালা দু'টি হলোঃ

(ক) স্ত্রী, মা ও বাবাঃ অংকটি ৪ দ্বারা হবেঃ অর্থাৎ পরিত্যক্ত সম্পত্তিকে ৪ ধরে নিলে স্ত্রীর জন্য এক চতুর্থাংশ, মায়ের জন্য অবশিষ্টি (স্ত্রীর অংশ দেওয়ার পর) অংশের এক তৃতীয়াংশ এবং অবশিষ্ট অর্ধেক পিতার জন্য।

---

[১]. ফরায়েজ শাস্ত্রে মৃত ব্যক্তির মাতা–পিতার সাথে স্বামী কিংবা স্ত্রী থাকলে, তাকে "উমারিয়াহ"-এর মাসয়ালা বলে; কারণ এ দ্বারা উমর ফারুক (রাঃ)এ মাসয়ালার ফয়সালা করেছিলেন।

(খ) স্বামী, মা ও বাবা: অংকটি ৬ দ্বারা হবে, অর্থাৎ সর্বমোট অংশ ৬ ভাগ ধরে করতে হবে। স্বামীর জন্য অর্ধেক তথা ৩, মায়ের জন্য (স্বামীর অংশ বণ্টনের পরে) অবশিষ্ট অংশের একতৃতীয়াংশ তথা ১ এবং অবশিষ্ট ২ পিতার জন্য।

◆ মাকে অবশিষ্ট অংশের এক তৃতীয়াংশ এ জন্য দেয়া হবে যাতে করে ইহা পিতার অংশের চেয়ে বেশি না হয়ে যায়; কারণ উভয় জন মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে একই পর্যায়ের। আর এক জন পুরুষ দুজন মহিলার অংশের সমান অংশ যেন পায়।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ﴿١١﴾ ﴾ النساء: ١١

"আর মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান থাকলে তার পিতামাতার প্রতিজন তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে এক ষষ্ঠাংশ পাবে। আর যদি তার কোন সন্তান না থাকে এবং শুধু পিতামাতাই তার উত্তরাধিকারী হয় তবে তার মাতা এক তৃতীয়াংশ পাবে। আর যদি তার ভাইয়েরা থাকে তবে তার কৃত অসিয়ত ও ঋণ পরিশোধ করার পর তার মাতা এক ষষ্ঠাংশ পাবে।" [সুরা নিসা: ১১]

◆ **উদাহরণ:**

১. একজন মানুষ মা ও চাচা রেখে মালা গেল। মার জন্য এক তৃতীয়াংশ আর বাকি আসাবা হিসেবে চাচার জন্য।

২. একজন মানুষ মা ও ছেলে রেখে মারা গেল। অংক হবে ৬দ্বারা। মার জন্য ষষ্ঠাংশ আর বাকি আসাবা হিসেবে ছেলের জন্য।

৪- পিতার মিরাস

◆ **পিতার মিরাসের অবস্থাসমূহ:**

১. পিতা নির্ধারিত অংশ হিসাবে এক ষষ্ঠাংশ পাবেন: এর জন্য শর্ত হলো: পুরুষ জাতীয় শাখাজাত উত্তরাধিকারী থাকা যেমন : ছেলে কিংবা ছেলের ছেলে এভাবে যদিও আরো নিচের হয়।

২. মৃত ব্যক্তির শাখাজাত কোন উত্তরাধিকারী থাকলে, পিতা অনির্ধারিত অংশের উত্তরাধিকার পাবেন।

৩. শাখাজাত উত্তরাধিকারী কোন মেয়ে বা মেয়ের মেয়ে ইত্যাদি হলে, পিতা নির্ধারিত ও অনির্ধারিত উভয় অংশের মিরাস পাবেন। যেমন : মেয়ে কিংবা ছেলের মেয়ে থাকা অবস্থায় তিনি নির্ধারিত অংশ হিসাবে এক ষষ্ঠাংশ পাবেন এবং অবশিষ্ট অংশ অনির্ধারিত ভাবে লাভ করবেন, যেমন ইতিপূর্বে উল্লেখ হয়েছে।

◆ আপন ভাইয়েরা কিংবা বৈমাত্র অথবা বৈপিত্র ভাইদের কেহই পিতা ও দাদা বিদ্যমান থাকা অবস্থায় মিরাসের কোন অংশ পাবে না।

◆ **উদাহরণ:**

১. একজন মানুষ বাবা ও ছেলে রেখে মারা গেল। এ অবস্থায় বাবার জন্য ষষ্ঠাংশ আর বাকি ছেলের জন্য।

২. একজন মানুষ মা ও বাবা রেখে মারা গেল। মার জন্য এক তৃতীয়াংশ আর বাকি বাবার জন্য।

৩. একজন মানুষ বাবা ও মেয়ে রেখে মারা গেল। মেয়ের জন্য অর্ধেক আর বাবার জন্য ষষ্ঠাংশ ফরজ হিসেবে এবং বাকি আসাবা হিসেবে।

৪. একজন মানুষ বাবা ও সহদর ভাই কিংবা বৈমাত্র অথবা বৈপিত্র ভাই রেখে মারা গেল। এ অবস্থায় পূর্ণ সম্পত্তির ওয়ারিস হবেন বাবা এবং বাবার কারণে ভাইয়েরা বাদ পড়ে যাবে।

৫-দাদার উত্তরাধিকার

◆ উত্তরাধিকারী দাদা তিনি যার মাঝে ও মৃত ব্যক্তির মাঝে কোন নারীর সম্পর্ক থাকবে না যেমন : পিতার পিতা। সুতরাং নানা উত্তরাধিকারী হবেন না; কারণ তার মাধ্যম মা নারী দ্বারা। দাদার উত্তরাধিকার পিতার মতই কেবল উমারিয়ার দুটি প্রসঙ্গ ছাড়া; কেননা সে দুটিতে মা দাদার সাথে সম্পূর্ণ সম্পত্তির এক তত্বীয়ংশ পাবেন। কিন্তু পিতার সাথে অবশিষ্ট সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ পাবেন। এটি হবে স্বামী–স্ত্রী হিসাবে নির্ধারিত অংশ পাওয়ার পরের ব্যাপার যেমন ইতি পূর্বে উল্লেখ হয়েছে।

◆ **দাদার মিরাসের অবস্থাসমূহ:**

১. দাদা দুটি শর্তসাপেক্ষে এক ষষ্ঠাংশের উত্তরাধিকারী হবেন যথা: মৃতব্যক্তির শাখাজাত উত্তরাধিকারী বিদ্যমান থাকা ও পিতা না থাকা।

২. দাদা উপরোক্ত অবস্থায় অনির্ধারিত অংশ পাবেন যখন মৃত ব্যক্তির কোন শাখাজাত উত্তরাধিকারী থাকবে না এবং যখন পিতাও থাকবেন না।

৩. দাদা নির্ধারিত ও অনির্ধারিত উভয় অংশ দ্বারা একই সাথে উত্তরাধিকার পাবেন। ইহা যখন মৃত ব্যক্তির মহিলা জাতীয় শাখাজাত উত্তরাধিকারী থাকবে যেমন : মেয়ে ও ছেলের মেয়ে ইত্যাদি।

◆ **উদাহরণ:**

১. একজন দাদা ও ছেলে রেখে মারা গেল। অংক ৬ দ্বারা হবে। দাদার জন্য ষষ্ঠাংশ আর বাকি ছেলের জন্য।

২. একজন মা ও দাদা ছেড়ে মারা গেল। অংক ৩ দ্বারা হবে। মার জন্য এক তৃতীয়াংশ আর বাকি দাদার জন্য।

৩. একজন মারা গেল দাদা ও মেয়ে রেখে। অংক ৬ দ্বারা হবে। মেয়ের জন্য অর্ধেক ফরজ হিসেবে আর দাদার জন্যে ষষ্ঠাংশ ফরজ হিসেবে এবং বাকি আসাবা হিসেবে।

৬- দাদী ও নানীর উত্তরাধিকার

- দাদী, নানী বলতে সেই উত্তরাধিকারিণী উদ্দেশ্য যিনি হবেন মায়ের মা নানী কিংবা পিতার মা দাদী ও দাদার মা (বড় দাদী) যদিও কেবল মহিলাদের মাধ্যমে আরো উপরে যায়। পিতার দিক থেকে তারা দুইজন ও মাতার দিক থেকে একজন।
- মাতার জীবদ্দশায় দাদী-নানীরা কোন প্রকার উত্তরাধিকার (মিরাস) পাবেন না।
- মা না থাকালে এক বা একাধিক দাদী-নানী হলে তাঁরা সকলে মিলে এক ষষ্ঠমাংশ পাবেন।
- **উদাহরণঃ**

১. এক ব্যক্তি একজন দাদী বা নানী ও ছেলে রেখে মারা গেল। অংক ৬ দ্বারা হবে। দাদী বা নানীর জন্য ষষ্ঠাংশ আর বাকি আসাবা হিসেবে ছেলের জন্য।

২. এক ব্যক্তি একজন দাদী বা নানী, মা ও ছেলে রেখে মারা গেল। অংক ৬ দ্বারা হবে। মার জন্য ষষ্ঠাংশ আর বাকি ছেলের জন্য এবং দাদী বা নানী মার জন্য বাদ পড়ে যাবে।

৭- মেয়েদের উত্তরাধিকার

◆ মেয়ের মিরাসের অবস্থাসমূহ:

১. এক বা একাধিক মেয়ে অনির্ধারিত অংশ দ্বারা উত্তরাধিকারিণী হবে যখন তাদের সাথে ভাই থাকবে। এক পুরুষ দুই জন মহিলার সমান পাবে।

২. মেয়ে একা হলে (ছেলে বা অন্য মেয়ে না থাকলে) অর্ধেক অংশ পাবে।

৩. মেয়েরা দুই বা ততোধিক হলে দুই তৃতীয়াংশ পাবে। শর্ত হলো: যদি অনির্ধারিত অংশের উত্তরাধিকারীতে পরিণতকারী তাদের ভাই না থাকা। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُ ﴿١١﴾ ﴾ النساء: ١١

"আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছেন যে, এক পুরুষ দুই মহিলার সমান অংশ পাবে। তবে তারা দুয়ের উর্ধ্বে মেয়ে সন্তান হলে তারা পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে দুই তৃতীয়ংশ পাবে। আর মেয়ে একজন হলে সে অর্ধেক পাবে।"
[সূরা নিসা:১১]

◆ উদাহরণ:

১. একজন ব্যক্তি দাদী, মেয়ে ও ছেলে রেখে মারা গলে। অংক ৬ দ্বারা হবে। দাদীর জন্য ষষ্ঠাংশ আর বাকি ছেলে ও মেয়ের জন্য–পুরুষ নারীর চেয়ে দ্বিগুন হিসেবে।

২. এক ব্যক্তি মেয়ে ও চাচা রেখে মারা গেল। অংক ২ দ্বারা হবে। মেয়ের জন্য অর্ধেক আর বাকি আসাবা হিসেবে চাচার জন্য।

৩. এক ব্যক্তি মা, দু'জন মেয়ে ও দাদা রেখে মারা গেল। অংক ৬ দ্বারা হবে। মার জন্য ষষ্ঠাংশ, দাদার জন্য ষষ্ঠাংশ আর দু'মেয়ের জন্য দুই তৃতীয়াংশ।

৮- ছেলের মেয়েদের উত্তরাধিকার

◆ **ছেলের মেয়ের মিরাসের অবস্থাসমূহ:**

১. এক বা একাধিক ছেলের মেয়ে অনির্ধারিত অংশের উত্তরাধিকারী হবে, যখন তার সাথে তার সমপর্যায়ের কোন ভাই থাকবে। আর সে হচ্ছে ছেলের ছেলে।

২. একজন ছেলের মেয়ে অর্ধেক উত্তরাধিকারিণী হবে যদি তার কোন ভাই-বোন এবং মৃত ব্যক্তির কোন ছেলে-মেয়ে না থাকে।

৩. ছেলের মেয়েরা একাধিক হলে দুই তৃতীয়াংশের উত্তরাধিকারিণী হবে। তবে শর্ত হলো: তাদের ভাই এবং মৃতের ছেলে-মেয়ে না থাকা।

৪. একাধিক ছেলের মেয়েরা তাদের ভাই না থাকলে এক ষষ্ঠমাংশের উত্তরাধিকারিণী হবে, যদি মৃতের কোন ছেলে না থাকে এবং একটি মাত্র মেয়ে থাকে যে অর্ধেকের মালিক।

নোট: এমনি ভাবে ছেলের ছেলের মেয়েরা ছেলের মেয়ের সাথে উপরোক্ত নিয়মে অংশ পাবে।

◆ **উদাহরণ:**

১. এক ব্যক্তি মেয়ে, ছেলের মেয়ে ও ছেলের ছেলে রেখে মারা গেল। অংক ২ দ্বারা হবে। মেয়ের জন্য অর্ধেক আর বাকি ছেলের মেয়ে ও ছেলের ছেলের জন্য আসাবা হিসেবে মেয়ে ছেলের অর্ধেক পাবে।

২. এক ব্যক্তি ছেলের মেয়ে ও চাচা রেখে মারা গলে। অংক ২ দ্বারা হবে। ছেলের মেয়ের জন্য অর্ধেক আর বাকি আসাবা হিসেবে চাচার জন্য।

৩. এক ব্যক্তি দুইজন ছেলের মেয়ে ও সহদর ভাই রেখে মারা গলে। মসালা ৩ দ্বারা হবে। দুই ছেলের মেয়ের জন্য দুই তৃতীয়াংশ আর বাকি সহদর ভাইয়ের জন্য।

৪. এক ব্যক্তি মেয়ে, ছেলের মেয়ে ও বৈপিত্র ভাই রেখে মারা গেল। অংক ৬ দ্বারা হবে। মেয়ের জন্য অর্ধেক ও ছেলের মেয়ের জন্য ষষ্ঠাংশ আর বাকি বৈপিত্র ভাইয়ের জন্য।

৯-আপন বোনদের উত্তরাধিকার

◆ **সহদর বোনদের মিরাসের অবস্থাসমূহ:**

১. আপন বোন একজন হলে অর্ধেকের উত্তরাধিকারিণী হবে। যদি তার ভাই না থাকে এবং মৃতের মূল তথা পিতা বা দাদা ও ভাই-বোন না থাকে।

২. আপন বোন একের অধিক হলে দুই তৃতীয়াংশের উত্তরাধিকারিণী হবে। শর্ত হলো: তাদের কোন ভাই এবং মৃতের ছেলে-মেয়ে ও মূল তথা বাবা-দাদা না থাকা।

৩. এক বা একাধিক আপন বোন অনির্ধারিত অংশের উত্তরাধিকারিণী হবে, যদি তাদের সাথে তাদের ভাই থাকে। এমতাবস্থায় এক ভাই দুই বোনের সমান অংশ পাবে। এমনি ভাবে তারা ভাই-বোন মৃতের মেয়েদের সাথে হলেও একই ভাবে অংশ পাবে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَـٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ ﴿١٧٦﴾﴾ النساء: ١٧٦

"তারা তোমাকে প্রশ্ন করছে তুমি বল: আল্লাহ তোমাদেরকে 'কালালাহ' সম্বন্ধে উত্তর দিচ্ছেন: যদি কোন ব্যক্তি নি:সন্তান অবস্থায় মারা যায় এবং তার বোন থাকে তবে সে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে অর্ধাংশ পাবে। আর যদি কোন নারীর সন্তান না থাকে তবে তার ভাইয়েরা উত্তরাধিকারী হবে। তবে যদি দুই বোন থাকে তাহলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ তারা পাবে।" [সূরা নিসা:১৭৬]

◆ **উদাহরণ:**

১. এক ব্যক্তি মা, সহদর বোন ও দুইজন বৈমাত্রিয়া বোন রেখে মারা গেল। অংক ৬ দ্বারা হবে। মার জন্য ষষ্ঠাংশ, সহদর বোনের জন্য অর্ধেক আর বৈমাত্রিয়া দুই বোনের জন্য এক তৃতীয়াংশ।

২. এক ব্যক্তি স্ত্রী, দুইজন সহদর বোন ও বৈপিত্র ভাইয়ের ছেলে রেখে মারা গেল। অংক ১২ দ্বারা হবে। স্ত্রীর জন্য এক চতুর্থাংশ, দুই বোনের জন্য দুই তৃতীয়াংশ আর বাকি বৈপিত্র ভাইয়ের ছেলের জন্য।

৩. এক ব্যক্তি স্ত্রী, একজন সহদর বোন, একজন সহদর ভাই রেখে মারা গেল। অংক ৪ দ্বারা হবে। স্ত্রীর জন্য এক চতুর্থাংশ আর বাকি ভাই ও বোনের মাঝে পুরুষ নারীর দ্বিগুন হিসেবে বন্টন হবে।

৪. এক ব্যক্তি স্ত্রী, মেয়ে ও সহদর বোন রেখে মারা গেল। অংক ৮ দ্বারা হবে। স্ত্রীর জন্য অষ্টমাংশ, মেয়ের জন্য অর্ধেক আর বাকি সহদর বোনের জন্য।

১০- বৈমাত্রেয় বোনদের উওরাধিককার

◆ বৈমাত্রেয় বোনদের মিরাসের অবস্থাসমূহ:

১. বৈমাত্রেয় বোন একজন হলে অর্ধেকের উত্তরাধিকারিণী হবে। শর্ত হলো: সাথে তার কোন ভাই-বোন এবং মৃতের বাবা-দাদা ও আপন ভাই-বোন না থাকা।

২. বৈমাত্রেয় একাধিক হলে দুই তৃতীয়াংশের উত্তরাধিকারিণী হবে: শর্ত হলো: সাথে তার কোন ভাই এবং মৃতের বাবা-দাদা ও আপন ভাই-বোন না থাকা।

৩. এক বা একাধিক বৈমাত্রেয় বোন মৃতের শুধু আপন এক বোনের সাথে এক ষষ্ঠমাংশের উত্তরাধিকারিণী হবে, যদি তাদের কোন ভাই এবং মৃতের আপন ভাই, মূল তথা বাবা-দাদা ও ছেলে-মেয়ে না থাকে।

৪. এক বা একাধিক বৈমাত্রেয় বোন তাদের ভাইয়ের সাথে অনির্ধারিত অংশের উত্তরাধিকারিণী হবে। (এমতাবস্থায় এক পুরুষের জন্য দুই মহিলার সমান অংশ হবে।) মৃতের মেয়েদের সঙ্গেও তারা অনুরূপ অংশ পাবে।

◆ উদাহরণ:

১. এক ব্যক্তি মা, বৈমাত্রেয় বোন ও দুইজন বৈপিত্র ভাই রেখে মারা গলে। অংক ৬ দ্বারা হবে। মার জন্য ষষ্ঠাংশ, বৈমাত্রেয় বোনের জন্য অর্ধেক আর বৈপিত্র দুই ভাইয়ের জন্য এক তৃতীয়াংশ।

২. এক ব্যক্তি স্ত্রী, বৈমাত্রেয় দুই বোন ও বৈমাত্র ভাইয়ের ছেলে রেখে মারা গেল। অংক ১২ দ্বারা হবে। স্ত্রীর জন্য এক চতুর্থাংশ, বৈমাত্রেয় দুই বোনের জন্য দুই তৃতীয়াংশ আর বাকি বৈমাত্র ভাইয়ের ছেলের জন্য।

৩. এক ব্যক্তি মা, বৈপিত্রেয় বোন, সহদর বোন ও বৈমাত্রেয় দুই বোন রেখে মারা গেল। অংক হবে ৬ দ্বারা। মার জন্য ষষ্ঠাংশ, বৈপিত্রেয় বোনের জন্য ষষ্ঠাংশ, বৈমাত্রেয় দুই বানের জন্য ষষ্ঠাংশ আর সহদর বোনের জন্য অর্ধেক।

৪. এক ব্যক্তি মা, বৈমাত্রেয় দুই বোন ও বৈমাত্র ভাই রেখে মারা গেল। অংক হবে ৬ দ্বারা। মার জন্য ষষ্ঠাংশ আর বাকি দুই বোন ও তাদের ভাইয়ের মাঝে পুরুষ নারীর দ্বিগুন হিসেবে বণ্টন হবে।

৫. একজন মহিলা স্বামী, মেয়ে ও বৈমাত্রেয় বোন রেখে মারা গেল। অংক হবে ৪ দ্বারা। স্বামীর জন্য এক চতুর্থাংশ, মেয়ের জন্যে অর্ধেক আর বাকি বোনের জন্যে।

১১- বৈপিত্র ভাইদের উত্তরাধিকার

◆ বৈপিত্র ভাইদের ক্ষেত্রে মহিলাদের উপর পুরুষদের কোন প্রাধান্য নেই এবং তাদের মধ্যকার পুরুষ মহিলাদেরকে অনির্ধারিত অংশের উত্তরাধিকারিণী বানাতে পারবে না, ফলে ভাই-বোন সবাই সমান অংশের উত্তরাধিকারী হবে। এদের পুরুষকে নারীরা টেনে এনে ওয়ারিস বানায়। এরা মার দ্বারা বারণ হয়ে কম পায়।

◆ **বৈপিত্র ভাইদের মিরাসের অবস্থাসমূহ:**

১. বৈপিত্র ভাই কিংবা বৈপিত্রী বোন একজন হলে এক ষষ্ঠমাংশের উত্তরাধিকারী হবে। শর্ত হলো: মৃতের ছেলে-মেয়ে ও মূল বাবা কিংবা দাদা থাকবে না।

২. বৈপিত্র ভাই ও বৈপিত্রী বোনরা একাধিক হলে এক তৃতীয়াংশের উত্তরাধিকারী হবে। শর্ত হলো: মৃতের ছেলে-মেয়ে ও মূল বাবা কিংবা দাদা থাকবে না।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾﴾ النساء: ١٢

"যদি কোন মূল ও শাখাবিহীন পুরুষ বা মহিলা মারা যায় এবং তার এক ভাই কিংবা এক বোন থাকে, তবে তারা প্রত্যেকেই এক ষষ্টাংশ পাবে। আর যদি একাধিক হয় তবে তারা এক তৃতীয়াংশ অংশীদার হবে কৃত অসিয়ত পূরণের পর অথবা ঋণ পরিশোধের পর কারও অনিষ্ট না করে। ইহা আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।" [সূরা নিসা: ১২]

◆ **উদাহরণ:**

১. এক ব্যক্তি স্ত্রী ও বৈপিত্র ভাই এবং সহদর চাচার ছেলে রেখে মারা গেল। এ অংক ১২ দ্বারা হবে। স্ত্রীর জন্যে এক চতুর্থাংশ, বৈপিত্র ভাইয়ের জন্যে ষষ্ঠাংশ আর বাকি সহদর চাচার ছেলের জন্যে।

২. একজন মহিলা স্বামী, দুইজন বৈপিত্র ভাই ও সহদর চাচা ছেড়ে মারা গেল। অংক ৬ দ্বারা হবে। স্বামীর জন্য অর্ধেক, দুই বৈপিত্র ভাইয়ের জন্য এক তৃতীয়াংশ আর বাকি চাচার জন্য।
৩. এক ব্যক্তি মা-বাবা ও দুইজন বৈপিত্র ভাই রেখে মারা গেল। অংক ৬ দ্বারা হবে। মার জন্য ষষ্ঠাংশ এবং বাকি বাবার জন্যে। আর বৈপিত্র ভাইয়েরা বাবার কারণে বাদ পড়ে যাবে।

নির্ধারিত অংশপ্রাপ্তদের বিভিন্ন মাসায়েল

◆ নির্ধারিত অংশ সংক্রান্ত উত্তরাধিকার বিষয়ের প্রসঙ্গগুলো মোট তিন প্রকার:

১. অংশগুলো মূল অংকের সমান হলে একে “ ‘আ্যাদিলাহ্” বলা হয়।

উদাহরণ: স্বামী ও বোন, অংকটি দুই দ্বারা হবে, স্বামীর জন্য অর্ধেক হিসাবে এক ও বোনের জন্য অর্ধেক হিসাবে অপর এক থাকবে।

২. অংশগুলো মূল অংক অপেক্ষা কম হলে একে “নাক্বিসাহ্” বলা হয়। এ অবস্থায় অবশিষ্ট অংশ স্বামী–স্ত্রী ব্যতীত অন্যান্য অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তরা পাবে। যদি এতে অনির্ধারিত অংশগুলো পূর্ণ সম্পত্তি শামিল না করে এবং কোন অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত না থাকে, তাহলে তারাই এর অগ্রাধিকার যোগ্য হকদার হবে। আর তাদের অনির্ধারিত অংশ অনুপাতে গ্রহণ করবে।

উদাহরণ: স্ত্রী ও মেয়ে, অংকটি আট দ্বারা হবে, স্ত্রীর জন্য অষ্টমাংশ হিসাবে এক থাকবে এবং মেয়ের জন্য অনির্ধারিত অংশ ও অবশিষ্ট ফেরত যোগ্য অংশ হিসাবে সাত ভাগ থাকবে।

৩. অংশগুলো মূল অংক অপেক্ষা বেশি হলে একে “ ‘আয়িলাহ্ ” বলা হয়।

উদাহরণ: স্বামী ও বৈমাত্রী দুই বোন, এক্ষেত্রে স্বামীকে অর্ধেক দেয়া হলে বোনদ্বয়ের অধিকার দুই তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে না; তাই মূল অংক ছয় দ্বারা হবে যা বেড়ে সাতে দাঁড়াবে: স্বামীর জন্য অর্ধেক হিসাবে তিন এবং দুই বোনের জন্য দুই তৃতীয়াংশ হিসাবে চার, ফলে যার যার অংশ অনুপাতে প্রত্যেকের ভাগে কম পড়বে।

৩-আসাবা তথা অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তগণ

◆ অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তরা হলো: যারা নির্ধারিত অংশ ছাড়া উত্তরাধিকারী হয়।

◆ অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তগণ দুই প্রকার:

(১) বংশ সূত্রে অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত।

(২) কারণসাপেক্ষ অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত।

১. বংশ সুত্রে অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তগণ মোট তিন প্রকার:

১. অন্যের মাধ্যম ব্যতীত অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ:

এরা পুরুষ জাতীয় উত্তরাধিকারী কিন্তু স্বামী, বৈপিত্র ভাই, দাস মুক্তকারী ব্যতীত যথা: ছেলে, ছেলের ছেলে যদিও নিচে যায়, পিতা, দাদা যদিও উপরে যায়, আপন ভাই, বৈমাত্র ভাই, আপন ভাইয়ের ছেলে যদিও নিচে যায়, বৈমাত্র ভাইয়ের ছেলে যদিও নিচে যায়, আপন চাচা, বৈমাত্র চাচা, আপন চাচার ছেল যদিও নিচে যায়, বৈমাত্র চাচার ছেলে যদিও নিচে যায়।

◆ এদের মধ্যে যে একা থাকবে সে পূর্ণ সম্পত্তি পেয়ে যাবে। আর যখন নির্ধারিত অংশপ্রাপ্তদের সাথে থাকবে তখন নির্ধারিত অংশের পরে যা অবশিষ্ট থাকবে তা গ্রহণ করবে, তবে নির্ধারিত অংশ পূর্ণ সম্পত্তি শামিল করে নিলে বাদ পড়ে যাবে।

◆ অনির্ধারিত অংশে উত্তরাধিকারদানকারী পক্ষগুলোর একটি অপরটি অপেক্ষা নিকটবর্তী। পক্ষগুলো পর্যায়ক্রমে পাঁচটি: সন্তান পক্ষ, অত:পর পিতৃ পক্ষ, এরপর ভাই ও ভাইয়ের সন্তান পক্ষ, অত:পর চাচারা ও তাদের সন্তান পক্ষ এবং সব শেষে দাস মুক্তকারী পক্ষ।

◆ দু'জন অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত এক সাথে হলে তাদের বিভিন্ন অবস্থা হয়ে থাকে যেমন :

১. প্রথম অবস্থা এই যে, তার পক্ষ, স্তর ও ক্ষমতা সমান হবে যেমন : দুই ছেলে অথবা দুই চাচা। এমতাবস্থায় উভয়জন সমান ভাবে অংশীদার হবে।

২. দ্বিতীয় অবস্থায় এই যে, তারা পক্ষ ও স্তরে সমান হবে কিন্তু ক্ষমতায় ভিন্ন থাকবে যেমন : আপন চাচা ও বৈমাত্র চাচা, এক্ষেত্রে ক্ষমতার প্রাধান্য দেওয়া হবে, ফলে আপন চাচা উত্তরাধিকারী হবেন এবং বৈমাত্র চাচা হবেন না।

৩. তৃতীয় অবস্থা এই যে, তারা পক্ষগত ভাবে এক হবে, তবে স্তরে ভিন্ন হবে যেমন : ছেলে ও ছেলের ছেলে, এক্ষেত্রে স্তরের প্রাধান্য দেওয়া হবে, ফলে পূর্ণ সম্পত্তি ছেলের জন্য হয়ে যাবে।

৪. চতুর্থ অবস্থা এই যে, তারা পক্ষগত ভাবে ভিন্ন হবে, এমতবস্থায় উওরাধিকারে পক্ষগত ভাবে নিকটবর্তী ব্যক্তিকে দূরবর্তী ব্যক্তির উপর প্রাধান্য দেয়া হবে, যদিও সে স্তরের দিক থেকে দূরবর্তী হয় এবং পূর্বোক্ত ব্যক্তি নিকটবর্তী হয়, ফলে ছেলের ছেলে পিতার উপর প্রাধান্য পাবে।

২. অন্যের মধ্যস্থতায় অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ:

এরা মোট চারজন নারী যথা:

১. এক অথবা একাধিক ছেলের মধ্যস্থতায় এক অথবা ততোধিক মেয়ে, এক অথবা একাধিক ছেলের ছেলের মধ্যস্থতায়।

২. এক অথবা একাধিক মেয়ের মেয়ে, এক অথবা একাধিক আপন ভাইয়ের মধ্যস্থতায়।

৩. এক অথবা একাধিক আপন বোন, এক অথবা একাধিক বৈমাত্র ভাইয়ের মধ্যস্থতায়।

৪. এক অথবা একাধিক বৈমাত্রী বোন।

এরা উত্তরাধিকারে একজন পুরুষ দুই মহিলার সমান অংশ হিসাবে পাবে এবং নির্ধারিত অংশের পরে অবশিষ্ট সম্পত্তি তারাই পাবে। কিন্তু যদি নির্ধারিত অংশ সবটুকু সম্পত্তি শেষ করে ফেলে তবে তারা বাদ পড়ে যাবে।

৩. অন্যের সাথে অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ:

এরা দুই প্রকার মানুষ যথা:

১. এক অথবা একাধিক মেয়ে কিংবা এক অথবা ততোধিক ছেলের মেয়ের সাথে অথবা উভয় প্রকারের সাথে এক অথবা একাধিক আপন বোন।

৫. এক অথবা ততোধিক মেয়ে কিংবা এক অথবা ততোধিক ছেলের মেয়ে অথবা উভয় প্রকারের সাথে এক অথবা ততোধিক বৈমাত্রেয় বোন।

বস্তুত: বোনেরা সব সময়ই মেয়ে কিংবা ছেলের মেয়েদের সাথে তারা যতই নিচে যায় না কেন অনির্ধারিত অংশের অধিকারী হয়ে থাকে, তাই তারা নির্ধারিত অংশের পরের অবশিষ্ট সম্পত্তি পায়, তবে নির্ধারিত অংশ পূর্ণ সম্পত্তি শেষ করে ফেললে তারা বাদ পড়ে যাবে।

২. কারণসাপেক্ষ অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তগণ:

এরা পুরুষ কিংবা মহিলা নির্বিশেষে দাস মুক্তকারী ও তারা সরাসরি অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তগণ।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ أَن تَضِلُّواْۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ ١٧٦﴾ النساء: ١٧٦

"আর যদি তারা পুরুষ ও নারী ভাই-বোন হয় তবে পুরুষ দুই মহিলার সমান অংশ পাবে। আল্লাহ তোমাদের উদ্দেশ্যে এ জন্য বর্ণনা করেছেন, যেন তোমরা বিভ্রান্ত না হও। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।" [সূরা নিসা: ১৭৬]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».متفق عليه.

২. ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি নবী [দ:] হতে বর্ণনা করেন, তিনি [দ:] বলেছেন:"তোমরা উত্তরাধিকারীদেরকে

তাদের প্রাপ্য বুঝিয়ে দাও। অত:পর যা অবশিষ্ট থাকে তা নিকটবর্তী পুরুষ লোকদের জন্য।"[১]

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৭৩২ মুসলিম হাঃ নং ১৬১৫

মিরাসের ক্ষেত্রে কিছু নীতিমালা

১. **উসূল-মূল:** প্রতিটি নিকটাত্মীয় যারা উপরের স্তরকে মিরাস থেকে বঞ্চিত করে দেয় যদি একই শ্রেণীর হয়। যেমন: বাবা দাদাকে বাদ করে দেয়, মা দাদী-নানীকে বাদ করে। আর মা দাদাকে বাদ করে দেয় না এবং বাবা দাদীকে বাদ করে না; কারণ একই শ্রেণীর না।

২. **ফরূ'-শাখা:** প্রতিটি পুরুষ যারা তার নিচের স্তরকে বাদ করে দেয়। চাই একই শ্রেণীর হোক বা ভিন্নি শ্রেণীর হোক। যেমন: ছেলে ছেলের ছেলে ও ছেলের মেয়েকে বাদ করে দেয়। আর নারীরা তাদের নিচের স্তরকে বাদ করে না। তাই ছেলের মেয়ে মেয়ের সাথে মিরাস পাবে।

৩. **হাওয়াশী-পাশ্ববর্তী আত্মীয়:** এদেরকে উসূল ও ফরূ'র প্রতিটি পুরুষ মিরাস থেকে বঞ্চিত করে দেয়। যেমন বাবা ভাই ও বোনদেরকে বাদ করে দেয় এবং ছেলে ভাই ও বোনদেরকে বঞ্চিত করে দেয়। আর প্রতিটি নিকট পার্শ্ববর্তী আত্মীয় সর্বদা দূরবর্তীকে বঞ্চিত করে দেয়। তাই ভাই ভাইয়ের ছেলেকে বাদ করে দেয়। আর নারীদের পার্শ্ববর্তীর মধ্যে বোনরা ছাড়া আর কেউ মিরাস পায় না।

৪. **ফরূ'দের মিরাসের নীতিমালা হলো:** কোন নারীর মাধ্যম দ্বারা যেন সম্পর্ক না হয়, চাই পুরুষ হোক বা নারী হোক। সুতরাং ছেলের ছেলে ও ছেলের মেয়ে দুই জনেই মিরাস পাবে। কিন্তু মেয়ের ছেলে ও মেয়ের মেয়ে মিরাস পাবে না; কারণ এদের সম্পর্ক নারীর মাধ্যমে।

৫. উসূল-মূলের প্রত্যেকেই যারা ওয়ারিসের সাথে সম্পর্ক তারা মিরাস পাবে যেমন: দাদার মাগণ।

৬. দাদা সকল প্রকার ভাই-বোনদেরকে বাদ করে দেবে, চাই তারা সহদর হোক বা বৈমাত্র হোক কিংবা বৈপিত্র হোক। আর চাই পুরুষ হোক বা নারী হোক। দাদা সম্পূর্ণ বাবার মতই।

৭. দাদী-নানীরা শাখা ওয়ারিস থাক বা না থাক অথবা ভাই-বোনরা থাক বা না থাক কিংবা আসাবার সাথে হোক বা না হোক সর্বাস্থায় শুধুমাত্র এক ষষ্ঠাংশের অধিকারিণী হবেন।

৮. প্রতিটি দাদী-নানী যে ওয়ারিসের সাথে সম্পর্ক সে মিরাস পাবে যেমন: বাবার মা ও মার মা।

৯. স্ত্রীরা ও দাদী-নানীরা এক হোক বা একাধিক মিরাস একই হবে। তাই স্ত্রীগণ চতুর্থাংশে বা অষ্টামাংশে শরিক হবে এবং দাদী-নানীরা ষষ্ঠাংশে শরিক হবে।

১০. চারজনের ফরজ অংশ তাদের সংখ্যা বেশির কারণে বেড়ে যাবে না: তারা হলেন: স্ত্রীগণ, দাদী-নানীগণ, ছেলের মেয়েরা মেয়ের সাথে ও বৈমাত্রেয় বোনেরা সহদর বোনের সাথে।

১১. যখন এইক স্তরে নারী ও পুরুষ একত্রে জমা হবে তখন পুরুষ নারীর দ্বিগুণ পাবে। যেমন: ছেলে ও মেয়ে অথবা বাবা ও মা উমারিয়ার দুই অংকতে (স্বামী ও বাবা-মা) ছয় থেকে এবং (স্ত্রী ও বাবা-মা) চার থেকে মার জন্য বাকির এক তৃতীয়াংশ।

১২. ফরায়েজের বিধানে বৈপিত্র ভাই-বোনরা ছাড়া আর কোন নারী-পুরুষ বরাবর হবে না। তাদের পুরুষ ও নারীরা মিরাসে সমান সমান।

১৩. বোনরা সর্বদা মেয়েদের সাথে আসাবা হবে।

৪- বঞ্চিতকরণ

◆ ইহা হলো: কারো পক্ষে উত্তরাধিকার পাওয়ার কোন কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাকে পূর্ণ কিংবা বড় অংশ থেকে বঞ্চিত করার নাম।

◆ বঞ্চিতকরণ হচ্ছে উত্তরাধিকার বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ ও বড় এক অধ্যায়। যে এ সম্পর্কে অবগত থাকবে না সে কখনো উত্তরাধিকারকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রে দিবে অথবা এমন ব্যক্তিকে অধিকার দিয়ে দিবে যে তার অধিকারী নয়। আর এই দুই অবস্থাতেই রয়েছে পাপ ও জুলুম।

◆ **আসাবার পক্ষগুলো:**

ছেলে যদিও নিচের স্তরে চলে যায় যেমন: ছেলের ছেলে-----, সহদর ভাই---, বৈমাত্র ভাই---, সহদর ভাইয়ের ছেলে---, বৈমাত্র ভাইয়ের ছেলে----, সহদর চাচা----, বৈমাত্র চাচা---, সহদর চাচার ছেলে----, বৈমাত্র চাচার ছেলে। এরা সকলে মানুষের আসাবা। এদের কেউ একাকী হলে সমস্ত সম্পদ গ্রহণ করে নেবে। আর ফরজ অংশীদের সাথে বাকি অংশ তাদের হবে। যদি একজন মানুষ মারা যায় আর সহদর ভাই ছাড়া আর কেউ না থাকে, তাহলে তারই জন্যে সমস্ত সম্পদ হবে।

◆ **উত্তরাধিকারীদের অবস্থাসমূহ:**

উত্তরাধিকারীরা এক সাথে হলে তাদের মোট ৩টি অবস্থা:

১. যখন সব পুরুষরা এক সাথে হবে তখন তাদের মধ্যে কেবল তিনজন উত্তরাধিকার পাবে যথা: পিতা, পুত্র ও স্বামী। এদের অংক হবে ১২দ্বারা: পিতার জন্য এক ষষ্ঠমাংশ হিসাবে দুই, স্বামীর জন্য এক চতুর্থাংশ হিসাব তিন। আর অবশিষ্ট সাত ছেলের জন্য অনির্ধারিত অংশ হিসাবে।

২. যখন সমস্ত মহিলারা এক সাথে হবে তখন তাদের মধ্যে কেবল পাঁচজন উত্তরাধিকার পাবে যথা: স্ত্রী, মা, মেয়ে, ছেলের মেয়ে, ও আপন বোন। আর অন্যান্যরা সকলে বাদ পড়ে যাবে। এদের অংক হবে ২৪ দ্বারা: স্ত্রীর জন্য অষ্টমাংশ হিসাবে ২৪থেকে ৩। মার জন্য ষষ্ঠমাংশ হিসাবে ২৪ থেকে ৪। মেয়ের জন্য অর্ধেক হিসাবে ২৪ থেকে ১২।

ছেলের মেয়ের জন্য ষষ্ঠমাংশ হিসাবে ২৪ থেকে ৪। আর আপন বোনের জন্য অনির্ধারিত অংশ হিসাবে ২৪ থেকে থাকবে অবশিষ্ট মাত্র ১।

৩. যখন সকল পুরুষ ও সমস্ত মহিলা এক সাথে হবে তখন কেবল পাঁচজন উত্তরাধিকারী হবে যথাঃ পিতা, মাতা, ছেলে, মেয়ে, স্বামী ও স্ত্রীর যে কোন একজন। এর দুই অবস্থা যথা:

১. তাদের সাথে স্ত্রী থাকলে অংকটি ২৪ দ্বারা হবেঃ পিতার জন্য ষষ্ঠমাংশ হিসাবে ২৪ থেকে ৪। মার জন্য ষষ্ঠমাংশ হিসাবে ২৪ থেকে ৪। স্ত্রীর জন্য অষ্টমাংশ হিসাবে ২৪ থেকে ৩। আর অবশিষ্ট ২৪ থেকে ১৩ অনির্ধারিত অংশ হিসাবে ছেলে ও মেয়ের জন্য ছেলে মেয়ের দ্বিগুণ হিসাবে বণ্টন হবে।

২. তাদের সাথে স্বামী থাকলে অংকটি ১২ দ্বারা হবেঃ পিতার জন্য ষষ্ঠমাংশ হিসাবে ১২ হতে ২। মার জন্য ষষ্ঠমাংশ হিসাবে ১২ হতে ২। স্বামীর জন্য চতুর্থাংশ হিসাবে ১২ হতে ৩। আর অবশিষ্ট ১২ হতে ৫ অনির্ধারিত অংশ হিসাবে ছেলে ও মেয়ের জন্য ছেলে মেয়ের দ্বিগুণ হিসাবে বণ্টন হবে।

২. উসূল-মূল, ফরু'-শাখা ও হাওয়াশী-পাশ্ববর্তী আত্মীয়:

আত্মীয়রা মূল, শাখা ও পার্শ্ব।

- **মূল হলোঃ** যাদের থেকে শাখা হয়েছে। এরা হলো সকল বাবা ও মায়েরা।
- **শাখা হলোঃ** যারা নিজের থেকে শাখা হয়েছে। এরা হলো ছেলে ও মেয়েরা।
- **পার্শ্ব হলোঃ** যারা নিজের মূল থেকে শাখা। এদের মধ্যে সকল ভাই-বোন ও চাচা ও মামারা প্রবেশ করবে।
- **মূল থেকে যারা আত্মীয়ঃ** প্রতিটি পুরুষ যার ও মায়্যেতের মাঝে নারীর মাধ্যম যেমনঃ মার বাবা অর্থাৎ নানা।
- **শাখা থেকে যারা আত্মীয়ঃ** প্রতিটি পুরুষ যার ও মায়্যেতের মাঝে নারীর মাধ্যম যেমনঃ মেয়ের ছেলে ও মেয়ের মেয়ে।

বঞ্চিত হওয়ার প্রকার

◆ **বঞ্চিত হওয়া মোট দুই ভাগে বিভক্ত:**

১. বিশেষ বৈশিষ্টের কারণে বঞ্চিত হওয়া:

এটি হচ্ছে উত্তরাধিকারী উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার কোন বিশেষ বৈশিষ্টে জড়িয়ে পড়ার নাম যথা: দাসত্ব, হত্যা ও ভিন্ন ধর্মের হওয়া। আর এটি প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। অতএব, যে ব্যক্তি এসব বৈশিষ্টের যে কোন একটি দ্বারা ভূষিত হবে সে উত্তরাধিকার পাবে না এবং তার থাকাকে না থাকা বলে বিবেচিত হবে।

২. ব্যক্তি বিশেষের কারণে বঞ্চিত হওয়া:

এখানে যা উদ্দেশ্য তা হচ্ছে কোন ব্যক্তিকে অপর কোন ব্যক্তির কারণে বারণ করার নাম।

এটি আবার দুই ভাগে বিভক্ত:

কম জাতীয় বারণ ও পূর্ণবঞ্চিত জাতীয় বারণ এর বিবরণ নিম্নরূপ:

১. কম জাতীয় বঞ্চিত:

এটি হচ্ছে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে বড় অংশ থেকে বারণ করা তথা বারণকারীর কারণে বারণকৃত ভাগে কম পড়ার নাম।

এটি আবার দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার: কম জাতীয় বঞ্চিত যার কারণ স্থানান্তর, ইহা চার প্রকার:

১. বঞ্চিত ব্যক্তি নির্ধারিত অংশ থেকে অপেক্ষাকৃত কম নির্ধারিত অংশে স্থানান্তরিত হবে। এরা মোট পাঁচ জন: স্বামী, স্ত্রী মা, ছেলের মেয়ে ও বৈমাত্রী বোন। যেমন: স্বামীর অর্ধেক থেকে চতুর্থাংশে স্থানন্তরিত হওয়া।

২. অনির্ধারিত অংশ থেকে তদোপেক্ষা কম অনির্ধারিত অংশে স্থানান্তরিত হওয়া। আর ইহা কেবল পিতা ও দাদার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

৩. নির্ধারিত আংশ থেকে তদোপেক্ষা কম অনির্ধারিত অংশে স্থানান্তরিত হওয়া। আর ইহা অর্ধেকের অধিকারীদেরর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। এরা হচ্ছে মেয়ে, ছেলের মেয়ে, আপন বোন ও বৈমাত্রী বোন যখন তাদের প্রত্যেকের সাথে স্বীয় ভাই থাকবে।

৪. অনির্ধারিত অংশ থেকে তার চেয়ে কম অনির্ধারিত অংশে স্থানান্তরিত হওয়া। আর ইহা অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, ফলে আপন অথবা বৈমাত্রী বোন মেয়ে অথবা ছেলের মেয়ের সাথে অবশিষ্ট অংশ পাবে যা হবে অর্ধেক, তবে তার সাথে তার ভাই থাকলে অবশিষ্ট অংশ তাদের দুই জনের মধ্যে বণ্টন হবে। এতে পুরুষের জন্য দুই মহিলার অংশের সমান থাকবে।

দ্বিতীয় প্রকার: যার কারণ একাধিক অংশের সংমিশ্রণ, ইহা তিন প্রকার:

১. এটি নির্ধারিত ফরজ অংশে হবে যা সাত জন উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে যথা: দাদা, স্ত্রী, একাধিক মেয়ে ও ছেলের মেয়েরা, আপন বোনেরা, বৈমাত্রী বোনেরা, বৈপিত্র ভাইয়েরা।

২. অনির্ধারিত অংশে সংমিশ্রণ: ইহা প্রত্যেক অনির্ধারিত অংশ প্রাপকদের ক্ষেত্রে হবে যেমন : ছেলেরা, ভাইয়েরা, চাচারা ও আরো অন্যান্য।

৩. মূল অংকের চেয়ে অংশ বেশি হওয়ার ভিত্তিতে একাধিক অংশের সংমিশ্রণ। আর এটি হবে নির্ধারিত অংশ প্রাপকগণের ক্ষেত্রে যখন তারা এক সাথে সবাই অংশীদার হবে।

২. পূর্ণ জাতীয় বঞ্চিত:

এটি হচ্ছে কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ ভাবে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার নাম। এটি ছয়জন ব্যতীত অন্য সব উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এরা হলো ছয়জন: পিতা, মাতা, স্বামী, স্ত্রী, ছেলে ও মেয়ে।

ব্যক্তির মাধ্যমে বঞ্চিতদের নীতিমালা

১. প্রত্যেক মূল উত্তরাধিকারী তার উপরের মূলকে বঞ্চিত করবে, ফলে পিতা দাদাদেরকে বঞ্চিত করবেন ও মাতা নানীদেরকে বঞ্চিত করবেন ইত্যাদি।

২. প্রত্যেক উত্তরাধিকারী সন্তান তার নিচের স্তরকে বঞ্চিত করবে, চাই সে সজাত ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, ফলে ছেলে ছেলের ছেলে-মেয়েদেরকে বঞ্চিত করবে। আর মেয়েরা দুই তৃতীয়াংশ পাওয়া অবস্থায় তাদের নিচের মেয়েদেরকে বঞ্চিত করবে। কিন্তু যদি মেয়েদেরকে কোন পুরুষ অনির্ধারিত অংশের অধিকারিণী বানায় তাহলে অবশিষ্ট অংশ পুরুষরা অনির্ধারিত অংশ হিসাবে পেয়ে যাবে।

৩. প্রত্যেক মূল তথা বাবা-দাদা ও ছেলে-মেয়েরা প্রত্যেক শাখা তথা আপন ও বৈমাত্র ভাই-বোন ও তাদের সন্তানাদি এবং বৈপিত্র ভাই, অনুরূপ আপন ও বৈমাত্র চাচা ও তাদের ছেলেরকে বঞ্চিত করবে। আর নারীর মূল তথা মা ও দাদী অথবা মেয়ে ও ছেলের মেয়েরা শুধুমাত্র বৈপিত্র ভাইদেরকে বঞ্চিত করবে অন্যান্যদেরকে না।

৪. পার্শ্ববর্তী তথা ভাই-বোন কিংবা চাচারা উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে একজন অপর জনের সমতুল্য। অতএব, তাদের মধ্যে যে কেউ অনির্ধারিত অংশে উত্তরাধিকারী হবে সে নিচের ব্যক্তিকে বঞ্চিত করবে। নীচ দিক বা নিকট কিংবা ক্ষমতার কারণে হয়। তাই বৈমাত্র ভাই, আপন ভাই ও অন্যের সাথে অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তা বোনের কারণে বঞ্চিত হবে। আপন ভাইয়ের ছেলে, আপন ভাই ও অন্যের সাথে অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তা বৈমাত্রী বোনের কারণেও বঞ্চিত হবে। আর বৈমাত্র ভাইয়ের ছেলে পূর্বোক্ত চারজন ও আপন ভাইয়ের ছেলের কারণে বঞ্চিত হবে। আপন চাচা পূর্বোক্ত পাঁচজন ও বৈমাত্র ভাইয়ের ছেলের কারণে বঞ্চিত হবে। বৈমাত্র চাচা পূর্বোক্ত ছয়জন ও আপন চাচার কারণে বঞ্চিত হবে। আপন চাচার ছেলে পূর্বোক্ত সাতজন ও বৈমাত্র চাচার কারণে বঞ্চিত হবে। বৈমাত্র চাচার ছেলে পূর্বোক্ত আটজন ও আপন চাচার ছেলের কারণে

বঞ্চিত হবে। বৈপিত্র ভাইয়েরা পুরুষের মূল তথা বাবা-দাদা ও ভাই-বোনদের উত্তরাধিকারীর কারণে বঞ্চিত হবে।

৫. মূল উত্তরাধিকারীদেরকে কেবল মূল উত্তরাধিকারীরাই বঞ্চিত করবে। আর শাখা উত্তরাধিকারীদেরকে কেবল শাখা উত্তরাধিকারীরাই বঞ্চিত করবে। কিন্তু পার্শ্ববর্তী (ভাই-বোন ও চাচ ও তাদের সন্তানাদি) উত্তরাধিকারীদেরকে মূল, শাখা ও পার্শ্ববর্তী সবাই বঞ্চিত করতে পারবে যা ইতিপূর্বে উল্লেখ হয়েছে।

৬. **বঞ্চিত উত্তরাধিকারীরা মোট চার ভাগে বিভক্তঃ**

(ক) যারা অন্যদেরকে বঞ্চিত করবে কিন্তু তাদেরকে কেউ বঞ্চিত করবে না যথা: মাতা–পিতা ও ছেলে-মেয়ে।

(খ) যাদেরকে বঞ্চিত করা হবে কিন্তু তারা অন্যদেরকে বঞ্চিত করতে পারবেনা, তারা হচ্ছে বৈপিত্র ভাইয়েরা।

(গ) যারা না কাউকে বঞ্চিত করে আর না তাদেরকে কেউ বঞ্চিত করতে পারবে, তারা হচ্ছে স্বামী, স্ত্রী।

(ঘ) যারা অন্যকে বঞ্চিত করে এবং তাদেরকেও অন্যরা বঞ্চিত করে, তারা হচ্ছে অন্যান্য উত্তরাধিকারীগণ।

৭. দাস-দাসী আজাদকারী পুরুষ ও আজাদকারিণী মহিলা সে দাস-দাসীর নিকটবর্তী প্রত্যেক অনির্ধারিত অংশিদারের কারণে বঞ্চিত হবে।

৫- অংকের মূল সংখ্যা নির্ণয়

- **মূল সংখ্যা নির্ণয় করা:** সবচেয়ে ছোট সংখ্যা নির্ণয়করণ যার দ্বারা কোন ভগ্নাংশ ছাড়াই মাসালার অংক নির্দিষ্ট করা যাবে।
- **মূল সংখ্যা নির্ণয়করণের উপকারিতা:** বণ্টন করার মূল সংখ্যাগুলো জানা যাবে এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টনে সহজ হবে।
- **উত্তরাধিকারীদের অংকগুলোর তিন অবস্থা:**
- প্রত্যেক অংকের মূল সংখ্যা উত্তরাধিকারীদের অবস্থা ভেদে ভিন্ন হবে:

১. যদি তারা অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত হয় তবে মূল সংখ্যা তাদের সংখ্যানুপাতে নির্ধারিত হবে। এর নিয়ম হলো: পুরুষের জন্য দুই মহিলার সমান অংশ থাকবে। যেমন : কেউ এক ছেল ও এক মেয়ে রেখে মারা গেলে অংকটি তিন দ্বারা সংঘটিত হবে: ছেলের জন্য দুই ও মেয়ের জন্য এক থাকবে।

২. যদি মূল অংকে নির্ধারিত এক অংশের অধিকারী ও অনির্ধারিত অংশের অধিকারীরা থাকে তবে মূল অংক নির্ধারিত এক অংশের উৎস দ্বারা হবে যেমন: কেউ স্ত্রী ও ছেলে রেখে মারা গেলে, অংকটি আট দ্বারা হবে, স্ত্রীর জন্য নির্ধারিত অংশ হিসাবে এক অষ্টমাংশ তথা এক থাকবে এবং ছেলের জন্য অনির্ধারিত অংশ হিসাবে অবশিষ্ট সম্পত্তি সাত থাকবে।

৩. যখন মূল অংকে কেবল নির্ধারিত অংশপ্রাপ্তরা থাকবে অথবা তাদের সাথে অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তরা থাকবে তখন নির্ধারিত অংশের প্রতি নিম্নলিখিত চারটি সম্বন্ধ অনুযায়ী দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হবে।

সম্বন্ধগুলো যথা: সদৃশ, পরস্পর অনুপ্রবেশ মূলক, অনুকুল জাত ও বৈপরীত্য মূলক। ফলটি হবে অংকের মূল সংখ্যা। আর নির্ধারিত অংশ যেমন : অর্ধেক, এক চতুর্থাংশ, এক ষষ্ঠাংশ, এক তৃতীয়াংশ, এক অষ্টমাংশ, দুই তৃতীয়াংশ। এতে দুই সদৃশ্যের ক্ষেত্রে যে কোন একটিকে যথেষ্ট মনে করা হবে, দুই পরস্পর অনুপ্রবেশকারীর ক্ষেত্রে বড় সংখ্যকে গ্রহণ করা হবে, অনুকুল জাত দুই সম্বন্ধের ক্ষেত্রে একটির অনুকুল

সংখ্যাকে অপরটির পূর্ণ সংখ্যার সাথে পূরণ দিতে হবে এবং বৈপরীত্য পূর্ণ দুই সম্বন্ধের ক্ষেত্রে একটির পূর্ণ সংখ্যাকে অপরটির পূর্ণ সংখ্যার সাথে পূরণ দিতে হবে যেমন : সদৃশ (১/৩, ১/৩), পরস্পর অনুপ্রবেশ মূলক (১/২, ১/৬), অনুকুল মূলক (১/৮,১/৬)ও বৈপরীত্য মূলক (২/৩ ১/৪) ইত্যাদি।

- নির্ধারিত অংশপ্রাপ্তদের অংকের মূল সংখ্যামোট সাতটি যথা: ২, ৩, ৪, ৬, ৮, ১২ ও ২৪।
- নিধংরিত অংশ প্রাপকদের পরে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে আর কোন অনির্ধারিত অংশ প্রাপক না থাকে তবে স্বামী–স্ত্রী ব্যতীত অন্য সব নির্ধারিত অংশ প্রাপকদের উপর সেই অনুপাতে তা ফেরত আসবে যেমন : স্বামী ও মেয়ে, অংকটি চার দ্বারা হবে,স্বামীর জন্য এক চতুর্থাংশ হিসাবে এক থাকবে এবং অবশিষ্টি সম্পত্তি নির্ধারিত অংশ ও ফেরত হিসাবে মেয়ের জন্য থাকবে। এভাবেই অন্যান্যগুলো করতে হবে।

৬- পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টন

◆ **পরিত্যক্ত সম্পত্তি হলো:** মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি চাই তা মাল-সম্পদ হোক বা অন্য কিছু।

◆ **পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টনের পন্থাসমূহ:**

পরিত্যক্ত সম্পদ উত্তরাধিকারীদের মাঝে নিম্নের যে কোন একটি পদ্ধতি অনুযায়ী বণ্টন করা যাবে:

১. সম্মন্ধ করণের প্রদ্ধতি:

ইহা হলো : প্রত্যেক অংশীদারের মূল অংক থেকে তার পাওনাকে তার প্রতি সম্বন্ধ করবে এবং সে অনুপাতে তাকে সম্পত্তি দেওয়া হবে। যদি কেউ মরণকালে (স্ত্রী, মা ও চাচা) রেখে যায়, আর পরিত্যক্ত সম্পত্তি ১২০ হয়, তবে ১২ দ্বারা অংক হবে, স্ত্রীর জন্য এক চতুর্থাংশ হিসাবে তিন থাকবে, মার জন্য এক তৃতীয়াংশ হিসাবে চার থাকবে এবং চাচার জন্য অবশিষ্ট পাঁচ থাকবে। ফলে অংকের সাথে স্ত্রীর তিনের সম্বন্ধ হচ্ছে এক চতুর্থাংশের। অতএব, সে সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ হিসাবে ত্রিশ পাবে, মায়ের চারের সম্বন্ধ হচ্ছে এক তৃতীয়াংশের। অতএব, তিনি সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ হিসাবে চল্লিশ পাবেন। চাচার পাঁচের সম্বন্ধ হচ্ছে এক চতুর্থাংশ ও ষষ্ঠংশের। অতএব, তিনি সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ ও ষষ্ঠমাংশ হিসাবে পঞ্চাশ পাবেন।

২. ইচ্ছা করলে প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর অংশকে পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পূরণ দিয়ে অত:পর পূরণফলকে অংকের বিভাজ্য পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা ভাগ দিলে তার সম্পত্তির অংশ বেরিয়ে আসবে। অতএব, পূর্বোক্ত অংকে স্ত্রীর এক চতুর্থাংশ হিসাবে প্রাপ্তিকে পূর্ণ সম্পত্তি (১২০) দ্বারা পূরণ দিলে পূরণফল (৩২০)কে মূল অংকের (১২) দ্বারা ভাগ করলে তার অংশ হবে (৩০)। অনুরূপ বাকিগুলোতেও।

৩. চাইলে সম্পত্তিকে অংকের বিভাজ্য পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা ভাগ দিয়ে ভাগ ফলকে অংকের প্রাপ্ত উত্তরাধিকারীর অংশ দ্বারা পূরণ করতে হবে। আর এ পূরণফল হবে সম্পতি থেকে তার অংশ। অতএব, পূর্বোক্ত অংকে পূর্ণ সম্পত্তি (১২০)কে মূল অংকের (১২) দ্বারা ভাগ করে ভাগ ফল (১০)কে

প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর অংশের সাথে পূরণ দিতে হবে। ফলে পূর্বোক্ত অংকে মার অংশ এক তৃতীয়াংশ হিসাবে চারকে দশ দ্বারা গুণ দিলে (১০×৪=৪০) ইহা সম্পত্তিতে মার পাওনা অংশ। অনুরূপ বাকিরাও।

◆ **মিরাছ বণ্টনের সময় যারা হাজির হবে তাদের কিছু দেওয়ার বিধান:**
মিরাছ বণ্টনের সময় যদি মৃতের যারা উত্তরাধিকারী নয় তারা বা এতিমরা কিংবা যাদের কোন সম্পদ নেই তারা হাজির হয়, তাহলে মিরাছ বণ্টনের পূর্বে তাদেরকে সম্পদ থেকে কিছু দেওয়া মুস্তাহাব।
আল্লাহ তা'য়ালার বাণী

﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾ ﴾ النساء: ٨

"আর যখন মিরাছ বণ্টনের সময় আত্মীয়-স্বজন ও এতিম এবং মিসকিনরা হাজির হয় তখন তাদেরকে তা থেকে কিছু দান কর। আর তাদেরকে উত্তম কথা বল।" [সূরা নিসা: ৮]

◆ **উত্তরাধিকারীদের মাসয়ালাগুলোর প্রকার:**
উত্তরাধিকারীদের মাসয়ালাগুলো তিন প্রকার:
প্রথম: মাসয়ালা আদিলা: এ হলো প্রত্যেকের অংশের যোগফল মূল অংকের সাথে সমান হওয়া যেমন: স্বামী ও সহদর বোন যার অংক হবে ২ দ্বারা। প্রত্যেকের জন্য অর্ধেক করে। সুতরাং দুই অংশ মূল অংকের সমান।
দ্বিতীয়: মাসয়ালা নাকিসা: এ হলো সবার অংশের যোগফল মূল অংক থেকে কম হওয়া যেমন: স্ত্রী ও বৈপিত্রেয়া বোন যার অংক হবে ১২ দ্বারা। স্ত্রীর জন্যে এক চতুর্থাংশ (৩) ও বৈপিত্রেয়া বোনের জন্যে ষষ্ঠাংশ (২)। অতএব, যোগফল (৩+ ৫=৮) যা মূল অংক (১২)-এর চাইতে কম।
তৃতীয়: মাসয়ালা 'আয়িলা: এ হলো সবার অংশের যোগফল মূল অংকের চাইতে বেশি হওয়া। যেমন: মা, বৈপিত্র ভাই-বোন ও সহদর বোন দুইজন। অংক ৬ দ্বারা এর মধ্যে মার জন্যে ষষ্ঠাংশ (১) বৈপিত্র ভাই-বোনদের জন্যে এ তৃতীয়াংশ (২) এবং দুই সহদর বোনের জন্য দুই

তৃতীয়াংশ (৪)। যোগফল (৭) যা মূল অংক (৬) হতে অধিক। তাই মাসয়ালা 'আয়িলা (৭) দিয়ে।

◆ **ওয়ারিস হওয়ার দিক থেকে উত্তরাধিকারীদের প্রকার:**

ওয়ারিস হওয়ার দিক থেকে উত্তরাধিকারীরা পাঁচ প্রকার:

১. শুধুমাত্র ফরজ অংশীদারগণ। এরা হলো: স্বামী-স্ত্রী, মা ও মার সন্তানরা।

২. শুধুমাত্র আসাবা অংশীদারগণ। এরা হলো: ছেলেরা ও ছেলেদের ছেলেরা, ভাইয়েরা ও ভাইদের ছেলেরা ও চাচারা ও চাচাদের ছেলেরা।

৩. যারা নিজে ফরজ অংশীদার এবং আবার আসাবা অংশীদারও যেমন: বাবাও দাদা।

৪. যারা নিজে ফরজ অংশীদার এবং অন্যের দ্বারা আসাবা যেমন: বোনেরা মেয়েদের সাথে।

৫. যারা না ফরজ অংশীদার আর না আসাবা অংশীদার। এরা হলো আত্মীয়-স্বজন।

৭- 'আওল বা অংশ বেড়ে যাওয়া

◆ **'আওল বলে:**

অংশ বেড়ে যাওয়া ও হিস্সা কমে যাওয়া। অর্থাৎ– পরিত্যক্ত সম্পত্তি অংশীদারগণের মধ্যে বণ্টন করার সময় কিছু অংশ অতিরিক্ত হয়ে গেলে তা পুনর্বণ্টন করা।

◆ **অংশীদারগণের প্রতি অংশ বেড়ে যাওয়ার প্রভাব:**

মাসয়ালাতে 'আওল তথা অংশ বেড়ে গেলে প্রত্যেক অংশীদারের হিস্সা কমে যাবে।

◆ **'আওল হিসেবে মূল মাসায়েলগুলোর প্রকার:**

মাসায়েলগুলোর মূল সাতটি: (২, ৩, ৪, ৬, ৮, ১২, ২৪)।

'আওল হাওয়া না হওয়ার দিক থেকে মাসায়েলগুলোর মূল দুই প্রকার:

প্রথম: যেসব মূল মাসায়েলগুলোতে 'আওল হবে না সেগুলো চারটি: (২, ৩, ৪, ৮)।

দ্বিতীয়: যেসব মূল মাসায়েলগুলোতে 'আওল হবে সেগুলো তিনটি: (৬, ১২, ২৪)।

◆ **মূল মাসায়েল এর 'আওলের শেষ:**

১. মূল (৬)-এর 'আওল হবে চারবার:

(ক) সাত পর্যন্ত 'আওল হবে যেমন: একজন মহিলা তার স্বামী এবং দুইজন সহদর বোন রেখে মারা গেল। মাসয়ালা (৬) দ্বারা হবে এবং (৭) পর্যন্ত 'আওল তথা বেড়ে যাবে। স্বামীর জন্যে অর্ধেক (৩) এবং দুই বোনের জন্যে দুই তৃীয়াংশ (৪) অর্থাৎ– (৩+৪=৭)।

(খ) আট পর্যন্ত 'আওল হবে যেমন: যদি একজন মহিলা তার স্বামী, একজন সহদর বোন ও বৈপিত্রেয় দুই বোন রেখে মারা যায়, তাহলে মাসয়ালা হবে ৬ দ্বারা যা 'আওল হয়ে দাঁড়াবে (৮)। স্বামীর জন্যে অর্ধেক (৩), সহদর বোনের জন্যে অর্ধেক (৩) এবং বৈপিত্রেয় দুই বোনরে জন্যে এক তৃতীয়াংশ (২) অর্থাৎ-(৩+৩+২=৮)।

(গ) নয় পর্যন্ত 'আওল হবে যেমন: একজন মহিলা স্বামী, দুইজন সহদর বোন ও দুইজন বৈপিত্র ভাই রেখে মারা গেল। মাসয়ালা হবে (৬) দ্বারা

যা 'আওল হয়ে পৌঁছবে (৯)। স্বামীর জন্যে অর্ধেক (৩),দুই সহদর বোনরে জন্যে দুই তৃতীয়াংশ (৪) এবং দুই বৈপিত্র ভাইয়ের জন্যে এক তৃতীয়াংশ (২) অর্থাৎ–(৩+৪+২=৯)

(ঘ) দশ পর্যন্ত 'আওল হবে যেমন: একজন মহিলা স্বামী, মা, দুইজন সহদর বোন ও দুইজন বৈপিত্রেয়া বোন রেখে মারা গেল। মাসয়ালা হবে (৬) দ্বারা যা 'আওল হয়ে দাঁড়াবে (১০)। স্বামীর জন্যে অর্ধেক (৩), মার জন্যে ষষ্ঠাংশ (১), দুই সহদর বোনের জন্যে দুই তৃতীয়াংশ (৪) এবং বৈপিত্রেয় বোনের জন্যে এক তৃতীয়াংশ (২) অর্থাৎ–(৩+১+৪+২=১০)

২. মূল (১২)-এর 'আওল হবে তিনবার:

(ক) তের পর্যন্ত 'আওল হবে যেমন: একজন মহিলা তার স্বামী, বাবা, মা, ও মেয়ে ছেড়ে মারা গেল। মাসয়ালা হবে (১২) দ্বারা যা 'আওল তথা বেড়ে হবে (১৩)। স্বামীর জন্যে এক চতুর্থাংশ (৩), বাবার জন্যে ষষ্ঠাংশ (২), মার জন্যে ষষ্ঠাংশ (২) এবং মেয়ের জন্যে অর্ধেক (৬) অর্থাৎ–(৩+২+২+৬=১৩)।

(খ) পনের পর্যন্ত 'আওল হবে যেমন: একজন মহিলা তার স্বামী, বাবা, মা, ও দুইজন মেয়ে রেখে মারা গেল। মাসয়ালা (১২) দ্বারা হবে যা 'আওল হয়ে (১৫) দাঁড়াবে। স্বামীর জন্যে এক চতুর্থাংশ (৩), বাবার জন্যে ষষ্ঠাংশ (২), মার জন্যে ষষ্ঠাংশ (২) এবং দুই মেয়ের জন্যে দুই তৃতীয়াংশ (৮) অর্থাৎ–(৩+২+২+৮=১৫)।

(গ) সতের পর্যন্ত 'আওল হবে যেমন: এক ব্যক্তি তার স্ত্রী, মা, দুইজন বৈমাত্রেয় বোন ও দুইজন বৈপিত্রেয় বোন রেখে মারা গেল। মাসয়ালা হবে (১২) দ্বারা যা বেড়ে হবে (১৭)। স্ত্রীর জন্যে এক চতুর্থাংশ (৩), মার জন্যে ষষ্ঠাংশ (২), দুইজন বৈমাত্রেয় বোনের জন্যে দুই তৃতীয়াংশ (৮) ও দুইজন বৈপিত্রেয় বোনের জন্যে এক তৃতীয়াংশ (৪) অর্থাৎ–(৩+২+৮+৪=১৭)।

৩. মূল (২৪)-এর 'আওল হবে মাত্র একবার (২৭) পর্যন্ত:

উদাহরণ: যদি একজন ব্যক্তি তার স্ত্রী, বাবা, মা ও দুইজন মেয়ে রেখে মারা যায়, তাহলে মাসয়ালা হবে (২৪) দ্বারা যা 'আওল হয়ে

(২৭) পর্যন্ত দাঁড়াবে। স্ত্রীর জন্যে অষ্টমাংশ (৩), বাবার জন্যে ষষ্ঠাংশ (৪), মার জন্যে ষষ্ঠাংশ (৪) ও দুই মেয়ের জন্যে দুই তৃতীয়াংশ (১৬) অর্থাৎ– (৩+৪+৪+১৬=২৭)।

৮- রদ্দ-ফেরত দেওয়া

◆ **রদ্দ বলে:** মাসয়ালর বাকি অংশ ফরজ অংশীদারদের মাঝে যারা হকদার তাদেরকে ফেরত দেওয়া। অর্থাৎ– পরিত্যক্ত সম্পত্তি ফরজ অংশীদারগণের মধ্যে বণ্টন করার সময় কিছু অংশ বাকি থেকে গেলে তা পুনর্বণ্টন করা।

◆ **রদ্দ–এর কারণ:** অংশে কম ও হিস্‌সায় বেশি হওয়া। ইহা 'আওলের বিপরীত।

◆ **রদ্দ–এর প্রভাব:**

রদ্দ তথা ফেরত দেওয়ার ফলে অংশীদারগণের হিস্‌সা বেড়ে যাবে।

◆ **যাদের প্রতি রদ্দ-ফেরত দেওয়া হবে:**

স্বামী-স্ত্রী, বাবা ও দাদা ছাড়া সকল ফরজ অংশীদারগণের প্রতি রদ্দ–ফেরত দেওয়া হবে। এরা হলো আটজন: মেয়ে, ছেলের মেয়ে, সহদর বোন, বৈমাত্রেয় বোন, মা, দাদী-নানী, বৈপিত্র ভাই ও বৈপিত্রেয় বোন।

◆ **রদ্দ–ফেরত দেওয়ার শর্তাবলী:**

রদ্দ–ফেরত দেওয়ার জন্য তিনটি শর্ত:

১. ফরজ অংশীদারগণ যেন মাসয়ালা সম্পূর্ণ পরিব্যপ্ত না করে ফেলে; কারণ পরিব্যপ্ত করলে বাকি কিছুই থাকবে না যা ফেরতযোগ্য হবে।

২. কোন আসাবা যেন না থাকে; কারণ আসাবা ব্যক্তি বাকি অংশ নিয়ে নেবে, যার ফলে বাকি থাকবে না যা রদ্দ–ফেরত দেওয়া হবে।

৩. ফরজ অংশীদারগণের উপস্থিতি থাকা।

◆ **রদ্দ–ফেরতের মাসয়ালার অংক করার পদ্ধতি:**

যাদের প্রতি রদ্দ–ফেরত দেওয়া হবে তাদের সাথে স্বামী-স্ত্রীর কোন একজন থাকবে অথবা থাকবে না।

১. যদি স্বামী-স্ত্রীর কোন একজন না থাকে তাহলে তাদের তিন অবস্থা:

প্রথম অবস্থা: তাদের মধ্যে শুধুমাত্র একজন থাকবে যেমন: মেয়ে বা বোন। সে ফরজ ও রদ্দ–ফেরত হিসেবে সমস্ত সম্পত্তি গ্রহণ করবে।

দ্বিতীয় অবস্থা: তাদের মধ্যে শুধুমাত্র এক শ্রেণীর অংশীদার থাকবে যেমন: মেয়েরা বা বোনেরা। এদের সংখ্যা দ্বারা মাসয়ালা করতে হবে। যেমন যদি মৃত ব্যক্তি তিনজন মেয়ে রেখে মারা যায়, তাহলে তাদের সংখ্যা তিন দ্বারা মাসয়ালা করতে হবে।

তৃতীয় অবস্থা: তাদের মধ্যে একাধিক শ্রেণীর অংশীদার উপস্থিত থাকবে। এ অবস্থায় প্রত্যেক ফরজ অংশীদারকে তার ফরজ অংশ দিতে হবে। আর মাসয়ালা এমনভাবে করতে হবে যেন তাতে কোন রদ্দ–ফেরত না থাকে। রদ্দ-ফেরতের সকল মাসয়ালার মূল (৬) দ্বারা হবে। অত:পর ফরজ অংশগুলো একত্র করতে হবে যা রদ্দের মূল দাঁড়াবে।

উদাহরণ: একজন মানুষ একজন মেয়ে ও একজন ছেলের মেয়ে রেখে মারা গেল। মাসয়ালা হবে (৬) দ্বারা যা রদ্দের মাধ্যমে দাঁড়াবে (৪)। সুতরাং মেয়ের জন্যে অর্ধেক (৩) আর ছেলের মেয়ের জন্যে ষষ্ঠাংশ (১) এবং বাকি (২)। তাই মূল মাসয়ালার ফরজ অংশগুলোর মোট (৪)কে রাদ্দের মূল মাসয়ালা করা হবে। অতএব, মেয়ে পাবে (৩) ফরজ ও রদ্দ হিসেবে এবং ছেলের মেয়ে পাবে (১) ফরজ ও রদ্দ হিসেবে। এভাবে রাদ্দের মাসয়ালা করতে হবে।

২. যদি তাদের সাথে স্বামী-স্ত্রীর কোন একজন থাকে:

এ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর কোন একজন তার ফরজ অংশ মূল সম্পত্তি থেকে নেবে। আর বাকি ফরজ অংশীদারগণ তাদের মাথাপিছু পাবে। চাই তারা একই শ্রেণীর হোক যেমন: এক মেয়ে অথবা একাধিক যেমন: তিন মেয়ে অথবা একাধিক শ্রেণীর হোক যেমন: মা ও মেয়ে।

৯- আত্মীয়-স্বজনদের মিরাছ

■ **আত্মীয়-স্বজন:**

ঐ সকল আত্মীয় যারা না নির্ধারিত অংশ দ্বারা আর না আসাবা তথা অনির্ধারিত অংশ হিসাবে মিরাছ পায়।

■ **আত্মীয়-স্বজনরা দু'টি শর্তে মিরাছ পাবে:**

(এক) স্বামী ও স্ত্রী ব্যতীত অন্যান্য নির্ধারিত অংশপ্রাপ্তগণ না থাকা। (দুই) আসাবাগণ (যাদের মিরাছ অনির্ধারিত অংশ)-এরা না থাকা। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ ٧٥ ﴾ [الأنفال/٧٥].

"বস্তুত: যারা আত্মীয়-স্বজন, আল্লাহর বিধান মতে তারা পরস্পর বেশি হকদার। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাবতীয় বিষয়ে অবগত।" [সূরা আনফাল:৭৫]

■ **আত্মীয়-স্বজনদের মিরাছের নিয়ম:**

যারই সম্পর্ক নারীর মাধ্যমে সে মিরাছ পাবে না যেমন: মা, মেয়ের ছেলে, বোনের মেয়ে। কিন্তু তারা আত্মীয়-স্বজন। আর তাদের তিনটি দিক: পুত্রত্ব, পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব।

আত্মীয়-স্বজনদের মিরাছ প্রত্যেককে তার স্থানে অবতারণ করে করতে হবে। তাই প্রত্যেক আত্মীয়কে যার দ্বারা সে প্রকাশ পায় তার স্থানে অবতারণ করতে হবে। অত:পর যাদের দ্বারা প্রকাশ পায় তাদের প্রতি সম্পত্তি বণ্টন করে প্রত্যেককের জন্য যা হবে তাই প্রত্যেক আত্মীয় গ্রহণ করবে যেমন :

১. মেয়েদের সন্তান ও ছেলেদের মেয়েদের সন্তানরা তাদের মায়ের স্থানে।
২. ভাইদের মেয়েরা ও তাদের ছেলেদের মেয়েরা তাদের বাবাদের স্থানে। আর বৈমাত্র ভাইদের সন্তানরা বৈমাত্র ভাইদের স্থানে। আর সকল বোনদের সন্তানরা তাদের মাগণের স্থানে।

৩. মামারা ও খালারা এবং নানা মায়ের মতই।
৪. ফুফুরা ও বৈমাত্র চাচারা বাবার ন্যায়।
৫. মায়ের অথবা বাবার পক্ষের ঝরে যাওয়া নানী ও দাদীরা। যেমন : নানার মা ও দাদার বাবার মা। প্রথম জন নানীর স্থানে আর দ্বিতীয় জন দাদীর স্থানে।
৬. বাবা অথবা মার পক্ষের ঝরে যাওয়া দাদাগণ। যেমন : বাবার মার বাবা ও মায়ের বাবার বাবা। প্রথম জন মার স্থানে আর দ্বিতীয় জন দাদীর স্থানে।

◆ যে কেউ পূর্বে উল্লেখিত কোন একটি বিভাগের দ্বারা সম্পৃক্ত হবে সে যার দ্বারা সম্পৃক্ত হবে তারই স্থানে হবে যেমন : ফুফুর ফুফু ও খালার খালা ইত্যাদি।

১০- পেটের বাচ্চার মিরাছ

◆ মায়ের পেটের বাচ্চাকে আরবিতে **"হামল"** ও **"জানীন"** বলা হয়।

◆ **পেটের বাচ্চা কখন মিরাছ পাবে:**

পেটের বাচ্চা মিরাছ পাবে যদি সে আওয়াজ করে মার পেট থেকে জন্মগ্রহণ করে। আর উত্তরাধিকারকের মৃত্যুর সময় যেন মায়ের গর্ভে থাকে যদিও নুতফা তথা ভ্রুণ হোক না কেন। জন্মগ্রহণ আওয়াজ করে বা হাঁচি দিয়ে কিংবা কেঁদে ইত্যাদি ভাবে হতে পারে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« مَا مِنْ بَنِي آدَمَ مَوْلُودٌ إِلَّا يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِينَ يُولَدُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا».متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "প্রত্যেক আদম সন্তানকে শয়তান তার জন্মের সময় স্পর্শ করে। তাই শয়তানের স্পর্শের কারণে চিল্লিয়ে উঠে। কিন্তু মরিয়ম (রা:) ও তার সন্তান (ঈসা [ﷺ]) ব্যতীত।"[১]

◆ যে ব্যক্তির উত্তরাধিকারদের মাঝে পেটের বাচ্চাও আছে তাদের দুই অবস্থা:

১. হয়তো পেটের বাচ্চা প্রসব পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ও বাচ্চার অবস্থা প্রকাশ পাবে। এরপর সম্পদ বণ্টন করবে।

২. অথবা বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই বণ্টন করবে। এ অবস্থায় পেটের বাচ্চার জন্য দুই জন ছেলে বা মেয়ের মিরাছের চেয়ে বেশি রেখে বাকিরা বণ্টন করে নেবে। আর যখন জন্মগ্রহণ করবে তখন সে তার অধিকার নেবে আর যা বাকি থাকবে তা তার হকদারা গ্রহণ করবে। আর যাকে পেটের বাচ্চা বারণ করে না যেমন: দাদা তিনি তার পূর্ণ হক নিয়ে নেবে। আর যার হক কমিয়ে দেয় যেমন: স্ত্রী ও মা তারা কম নিবে। আর যে পেটের বাচ্চার কারণে বাদ পড়ে যায় তাকে

[১]. বুখারী হাঃ নং ৩৪৩১ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ২৩৬৬

কিছুই দেওয়া হবে না যেমন ভাইয়েরা। এর অংশ বিরত রাখতে হবে যতক্ষণ বাচ্চা না জন্মে।

◆ অতএব, যদি কোন ব্যক্তি গর্ভবতী স্ত্রী, দাদী ও সহদর ভাই রেখে মারা যায়, তাহলে মাসয়ালা (২৪) দ্বারা হবে। দাদীর জন্যে ষষ্ঠাংশ চাই স্ত্রীর পেটের বাচ্চা ছেলে হোক বা মেয়ে কিংবা মৃত্যু হোক। আর স্ত্রীর জন্যে অষ্টমাংশ যদি বাচ্চা জীবত জন্মগ্রহণ করে এবং এক চতুর্থাংশ মৃত্যু জন্ম গ্রহণ করলে। স্ত্রীকে যা একিন তথা অষ্টমাংশ দেবে। আর সহদর ভাই যদি বাচ্চা ছেলে হয় তাহলে বাদ পড়ে যাবে। আর যদি মেয়ে হয় তাহলে বাকি অংশ পরে পাবে। আর যদি মৃত্যু জন্মগ্রহণ করে বাকি অংশ নেবে। তাই তার মিরাছ দেওয়া বিরত থাকবে।

১১- হিজড়াদের মিরাছ

◆ খুনছা তথা হিজড়া বলা হয় যাদের পুরুষ ও স্ত্রী উভয়লিঙ্গ থাকে।

◆ **খুনছা তথা উভয়লিঙ্গদের (হিজড়া) মিরাছের নিয়ম:**

১. খুনছার অবস্থা যদি অস্পষ্ট হয় তবে পুরুষের অর্ধেক ও মহিলার অর্ধেক মিরাছ পাবে।

২. যদি খুনছার অবস্থা প্রকাশ হওয়ার আশা করা যায় তবে তার বিষয় সুস্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। যদি অপেক্ষা না করে ভাগ-বণ্টন করতে চায় তবে খুনছা ও তার সঙ্গে যারা আছে তাদের সাথে ক্ষতি তথা কম দ্বারা কাজ সারতে হবে। আর বাকিগুলো আটকিয়ে রাখতে হবে যতক্ষণ খুনছার অবস্থা পার্থক্য না করা যায়। এ অবস্থায় খুনছাকে পুরুষ ধরে কাজ করতে হবে। অত:পর আবার তাকে মহিলা হিসাবে ধরতে হবে। আর খুনছা ও তার সঙ্গের ওয়ারিছদেরকে দুই অংশের কমটা দিতে হবে। আর বাকি সম্পদ তার অবস্থার পার্থক্য না করা যাওয়া পর্যন্ত আটকিয়ে রাখতে হবে।

◆ **খুনছার অবস্থা জানার আলামত:**

খুনছার অবস্থা কিছু বিষয় দ্বারা সুস্পষ্ট হয় যেমন:
দুই লিঙ্গের কোন একটি লিঙ্গ দিয়ে পেশাব অথবা বীর্য বের হওয়া। যদি দু'টি দিয়েই পেশাব বের হয় তবে যেটি দ্বারা আগে হবে সেটি ধরা হবে। আর যদি দুইটি হতে এক সাথে বের হয় তবে যেটি দ্বারা বেশি সেটি পরিগণিত হবে। এ ছাড়া যৌন আকর্ষণ, দাড়ি গজানো, মাসিক ঋতু, গর্ভবতী হওয়া, বুকের স্তন বড় হওয়া স্তন থেকে দুধ বের হওয়া ইত্যাদি দ্বারাও বুঝা যাবে।

◆ **উদাহরণ:**

এক ব্যক্তি এক ছেলে, এক মেয়ে এবং ছোট একটি খুনছা সন্তান রেখে মারা গেল। পুরুষ হলে মাসয়ালা হবে (৫) দ্বারা: ছেলের জন্যে দুই, মেয়ের জন্যে (১) এবং খুনছার জন্যে (২)। আর নারী হলে মাসয়ালা (৪) দ্বারা: ছেলের জন্যে (২), মেয়েরে জন্যে (১) এবং খুনছার জন্যে (১)।

ছেলে ও মেয়ের জন্য খুনছা পুরুষ হলে ক্ষতি। তাই তাদেরকে পুরুষ মাসয়ালা থেকে দিতে হবে। আর খুনছার জন্য সে নারী হলে ক্ষতি। তাই তাকে নারী মাসয়ালা থেকে দিতে হবে। অত:পর বাকি অংশ বিরত রাখা হবে যতক্ষণ পর্যন্ত তার বিষয় সুস্পষ্ট না হয়ে যায়।

১২- হারানো ব্যক্তির মিরাছ

◆ হারানো ব্যক্তিকে আরবিতে 'মাফকূদ' তথা যার সর্বপ্রকার খবর বন্ধ হয়ে গেছে তাকে বলে। যার অবস্থা জানা যায় না, সে কি জীবিত আছে না মারা গেছে।

◆ **হারানো ব্যক্তির আহকাম:**

হারানো ব্যক্তির দুই অবস্থা: জীবিত অথবা মৃত্যু। আর প্রতিটি অবস্থার রয়েছে বিশেষ বিধান। তার স্ত্রীর বিধান, অন্যদের থেকে তার মিরাছ পাওয়ার বিধান, অন্যরা তার থেকে ওয়ারিছ হওয়ার বিধান, অন্যরা তার সঙ্গে ওয়ারিছ হবার বিধান। সুতরাং, যদি দুইটি অবস্থার কোন একটি অন্যটির উপর প্রাধান্য না পায় তবে একটি সময় সীমা নির্ধারণ করা জরুরি। সে সময়ের মধ্যে তালাশ করার অবকাশ পাওয়া যাবে এবং তার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যাবে। আর ঐ সময় সীমা নির্ধারণের ব্যাপারটা বর্তাবে বিচারক সাহেবর ইজতিহাদের উপরে।

◆ **হারানো ব্যক্তির অবস্থাসমূহ:**

১. হারানো ব্যক্তি যদি উত্তরাধিকারী রেখে গেছে এমন হয়, তাহলে তার অপেক্ষার সময় সীমা শেষ হওয়ার পরেও যদি তার ব্যাপারটা স্পষ্ট না হয়, তবে সে মারা গেছে বলে হুকুম জারি করা হবে এবং তার নিজস্য সম্পদ বণ্টন করা হবে। আর যে তাকে উত্তরাধিকার বানিয়েছে তার সম্পদ থেকে যা তার জন্যে আটকিয়ে রাখা হয়েছে সেটাও তার মৃত্যুর হুকুম জারির সময় যারা উপস্থিত উত্তরাধিকার ছিল তাদের মাঝে বণ্টন দিতে হবে। কিন্তু যারা তার অপেক্ষার সময় মারা গেছে তারা ব্যতীত।

২. আর যদি হারানো ব্যক্তি উত্তরাধিকার হয় এবং তার সাথে কেউ না থাকে, তবে তার সম্পদ তার জন্য আটক করে রাখতে হবে যতক্ষণ না তার বিষয়টা স্পষ্ট হয়। অথবা অপেক্ষার সময় সীমা শেষ না হয়। আর যদি তার সাথে উত্তরাধিকারীরা থাকে ও বণ্টন চায়, তবে কম দ্বারা তাদের সঙ্গে সমাধা করতে হবে। আর বাকি সম্পদ তার ব্যাপাটা সুস্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আটকিয়ে রাখতে হবে। যদি জীবিত

থাকে তাহলে তার অংশ গ্রহণ করবে নতুবা তার হকদারের নিকট ফেরত দেবে।

- অতএব, হারানো ব্যক্তিকে জীবিত ধরে মাসালাটি ভাগ করতে হবে। অত:পর তাকে মৃত ধরে ভাগ করতে হবে। এরপর যে ব্যক্তি দু'টি অংকতে কম ও বেশি অংশ পাচ্ছে তাকে কমটা দিতে হবে। আর যে দু'টি মাসালাতে সমান সমান অংশ পাচ্ছে তাকে তার সম্পূর্ণ অংশ দিতে হবে। আর যে শুধুমাত্র একটি অংকতে অংশ পাচ্ছে তাকে কিছুই দেওয়া হবে না। আর বাকি অংশ আটকিয়ে রাখতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত হারানো ব্যক্তির খবর সুস্পষ্ট না হয়।

১৩- ডুবন্ত, বিধ্বস্ত ও অনুরূপ ব্যক্তিদের মিরাছ

◆ **এমন ব্যক্তিদের দারা উদ্দেশ্য হলো:** ঐ সকল দল যারা একে অপরের উত্তরাধিকার কোন এক দুর্ঘটনায় একই সঙ্গে মারা গেছে। যেমন: ডুবে, পুড়ে, হত্যা, বিধ্বস্ত, গাড়ি বা বিমান কিংবা রেল গাড়ি দুর্ঘটনা ইত্যাদি।

◆ **ডুবন্ত, বিধ্বস্ত ও অনুরূপ ব্যক্তিদের অবস্থাসমূহ:**

ডুবন্ত, বিধ্বস্ত ও অনুরূপ ব্যক্তিদের পাঁচটি অবস্থা:

১. যদি নির্দিষ্ট করে জানা যায় যে, এদের মধ্যে কে পরে মারা গেছে তাহলে যে আগে মারা গেছে তার উত্তরাধিকার হবে এর বিপরীত হবে না।

২. যদি জানা যায় যে, তারা একই সঙ্গে সবাই মারা গেছে তবে কেউ কারো মিরাছ পাবে না।

৩. যদি তাদের মৃত্যুর অবস্থা অজানা হয়, তারা কি পর্যায়ক্রমে মারা গেছে না একই সঙ্গে মারা গেছে? তাহলে কেউ কারো মিরাছ পাবে না।

৪. যদি জানা যায় যে, তাদের মৃত্যু পর্যায়ক্রমে হয়েছে। কিন্তু নির্দিষ্ট করে তাদের মাঝে কে পরে মারা গেছে অজানা হয় তাহলেও কেউ কারো মিরাছ পাবে না।

৫. যদি জানা যায় কে পরে মারা গেছে কিন্তু ভুলে গেছে তাহলেও কেউ কারো মিরাছ পাবে না।

পরের এই চারটি মাসালাতে কেউ কারো মিরাছ পাবে না। এ অবস্থায় তাদের প্রত্যেকের রেখে যাওয়া সম্পদ শুধুমাত্র যারা জীবিত আছে তারাই পাবে। আর যারা তাদের সঙ্গে যারা মারা গেছে তারা পাবে না।

◆ **উদাহরণ:**

দুই ভাই ও মা গাড়ি দুর্ঘটনায় এক সাথে মারা গেল। প্রথম ভাই তার স্ত্রী, মেয়ে ও ছেলে ছেড়ে গেল। আর দ্বিতীয় ভাই ছেড়ে গেল স্ত্রী ও

ছেলে এবং মা ছেড়ে গেল মেয়ে, ছেলের মেয়ে ও চাচা। মৃতদের শুধু জীবিত ওয়ারিছদেরকে সম্পত্তি বণ্টন করে দিতে হবে।

প্রথম মাসালা (৮) দ্বারাঃ স্ত্রীর জন্যে অষ্টমাংশ (১) আর বাকি ছেলে ও মেয়ের মাঝে পুরুষ নারীর দ্বিগুন হিসেবে বণ্টন করতে হবে।

দ্বিতীয় মাসালা (৮) দ্বারাঃ স্ত্রীর জন্যে অষ্টমাংশ (১) আর বাকি ছেলের জন্য আসাবা হিসেবে।

তৃতীয় মাসালা (৬) দ্বারাঃ মেয়ের জন্যে অর্ধেক (২), ছেলের মেয়ের জন্যে ষষ্ঠাংশ (১) আর বাকি (২) চাচার জন্যে আসাবা হিসেবে।

১৪- হত্যাকারীর মিরাছ

◆ **হত্যাকারীর মিরাছের বিধান:**

হত্যাকারীর দুই অবস্থা:

১. যে উত্তরাধিকার তার পূর্বসুরীকে একাকি বা অন্যদের সাথে সরাসরি শরিক হয়ে কিংবা কারণ হয়ে কোন অধিকার ছাড়া হত্যা করে সে তার মিরাছ পাবে না। আর কোন অধিকার ছাড়া হত্যা হলো: যাতে জামানত রয়েছে কিসাস অথবা দিয়াত কিংবা কাফফারা। যেমন: ইচ্ছাকৃত হত্যা, ইচ্ছাকৃত হত্যার ন্যায় হত্যা, ভুল করে হত্যা। আর যা ভুলে হত্যার হুকুমে আসবে যেমন : হত্যার কারণ ঘটানো, ছোট বাচ্চা, ঘুমন্ত ব্যক্তি এবং পাগল ব্যক্তির হত্যা। সুতরাং ইচ্ছা করে হত্যাকারী মিরাছ পাবে না। এর হেকতম হলো: সে এর দ্বারা অগ্রিম মিরাছ পেতে চেয়েছিল। আর যে ব্যক্তি কোন জিনিস তার সময়ের পূর্বে পেতে চায় তাকে তা থেকে বঞ্চিত করে শাস্তি দিতে হয়। এ ছাড়া আরো কারণ হলো: হত্যার দরজা বন্ধকরণ এবং রক্তের হেফাজত করার জন্য; যাতে করে লোভ-লালসা রক্তপাতের কারণ না হয়। আর যদি হত্যা ইচ্ছা করে না হয় তবে তাকে মিরাছ থেকে বঞ্চিত করা হবে না।

◆ হত্যা যদি কিসাস স্বরূপ হয় বা দণ্ড হিসাবে কিংবা জীবন রক্ষা ইত্যাদি হয় তাহলে মিরাছ থেকে বঞ্চিত হবে না।

◆ **মুরতাদ ও কুড়ানো শিশুর মিরাছ:**

১. মুরদাত তথা দ্বীনত্যাগী কারো উত্তরাধিকার হবে না এবং কাউকে সে উত্তরাধিকারও বানাবে না। যদি সে মুরদাত অবস্থায় মারা যায় তবে তার সমস্ত সম্পদ মুসলমানদের বাইতুল মালে জমা হবে।

২. কুড়ানো শিশুর যদি কোন ওয়ারিস না থাকে তাহলে তার সমস্ত সম্পদ মুসলমানদের বাইতুল মালে জমা হবে।

১৫- অমুসলিমদের মিরাছ

◆ কোন মুসলিম ব্যক্তি কাফেরের মিরাছ পাবে না। অনুরূপ কোন কাফের মুসলিমের মিরাছ পাবে না; কারণ তাদের দ্বীন ভিন্ন এবং কাফের প্রকৃত পক্ষে মৃত আর মৃত ব্যক্তি কারো মিরাছ পায় না।

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: « لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ المسْلِمَ ». متفق عليه.

উসামা ইবনে জায়েদ [ﷻ] থেকে বর্ণিত নবী [ﷺ] বলেন: "মুসলিম কোন কাফেরকে উত্তরাধিকার বানাবে না এবং কাফেরও কোন মুসলিমকে উত্তরাধিকার বানাবে না।"[১]

◆ **অন্যান্য ধর্মের মানুষের মিরাছ:**

১. অমুসলিমরা একে অপরের মিরাছ পাবে যদি তাদের দ্বীন একই হয়। কিন্তু ভিন্ন হলে হবে না। কাফেররা বিভিন্ন ধর্মালম্বী কেউ ইহুদি, কেউ খৃষ্টান আর কেউ অগ্নি পূজক ইত্যাদি।

২. ইহুদিরা একে অপরের মিরাছ পাবে। অনুরূপ খৃষ্টানরাও একে অপরের মিরাছ পাবে। সেভাবে অগ্নি পূজকরাও একে অপরের মিরাছ পাবে। আর অন্যান্য বাকি ধর্মালম্বীরা নিজেদের ভিতরে একে অপরের মিরাছ পাবে। কিন্তু কোন ইহুদি খৃষ্টানের মিরাছ পাবে না। বাকিদের ব্যাপারটাও অনুরূপ।

◆ **যার বাবার পরিচয় নাই তার মিরাছ:**

জেনার সন্তান, স্বামীর পক্ষ থেকে লি'আন করত: মহলিরা সন্তান। এরা ও তাদের বাবার মাঝে কেউ কারো মিরাছ পাবে না; কারণ এদের মধ্যে শরিয়তের বংশ সম্পর্ক নেই। তবে এদের ও মায়েদের এবং মায়ের আত্মীয়দের একে অপরের মাঝে মিরাছ পাবে। কেননা বাবার পক্ষের বংশ সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন এবং মায়ের পক্ষের সম্পর্ক সুসাব্যস্ত।

---

[১]. বুখারী হা: নং ৬৭৬৪ ও মুসলিম হা: নং ১৬১৪

◆ **উদাহরণ:**

১. এক ব্যক্তি মা ও অবৈধ একটি ছেলে রেখে মারা গেল। পরিত্যক্ত সম্পত্তি ফরজ ও ফেরত হিসেবে শুধু মার জন্যে। আর ছেলের জন্যে কিছুই থাকবে না।

২. একজন অবৈধভানে জন্মগ্রহণকারী সন্তান তার মা, বাবা ও ভাই রেখে মারা গেল। সব সম্পত্তি মার জন্যে। আর বাবা ও ভাইয়ের জন্যে কিছুই নেই; কারণ এরা দুইজন সাধারণ আত্মীয় মাত্র।

১৬- নারীদের মিরাছ

◆ ইসলাম নারীদেরকে সম্মান প্রদান করে তাদের অংশ নির্ধারণ করেছে ও তাদের অবস্থার জন্য উপযুক্ত মিরাছ দান করেছে। আর তা হচ্ছে:

১. কখনো পুরুষের সমান অংশ গ্রহণ করে যেমন: বৈমাত্র ভাই ও বোনরা একত্রে হলে সবাই সমান সমান মিরাছ পায়।

২. আবার কখনো নারীর অংশ পুরুষের সমান বা তার চেয়ে কিছু কম। যেমন: মা বাবার সঙ্গে মৃত ব্যক্তির ছেলে সন্তানরা বা ছেলে ও মেয়েরা হলে মার ষষ্ঠাংশ এবং বাবারও ষষ্ঠাংশ। আর যদি তাদের দু'জনের সাথে শুধুমাত্র মৃতের মেয়েরা হয় তবে মার ষষ্ঠাংশ ও বাবার অংশও ষষ্ট এবং বাকিগুলো আসাবা তথা অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত না থাকলে বাবার জন্য।

৩. আর কখনো পুরুষ যা পাবে তার অর্ধেক পাবে। আর ইহাই বেশির ভাগ হয়ে থাকে।

নারীরা পুরুষদের পাঁচটি জিনিসে অর্ধেক:

মিরাছ, সাক্ষী, আকিকা, দিয়াত ও আজাদ।

◆ **নারীর চাইতে পুরুষকে অধিক মিরাছ দেওয়ার হেকমত:**

ইসলাম পুরুষের প্রতি এমন কষ্ট ও অর্থনৈতিক দায়িত্ব অর্পণ করেছে যা নারীর প্রতি করে নাই। যেমন : বিবাহের মোহর প্রদান, ঘর-বাড়ি নির্মাণ, স্ত্রী ও সন্তানদের খরচ ও সগোত্রীয় কেউ হত্যা করলে তার দিয়াত প্রদান। কিন্তু নারীর প্রতি কোন প্রকার খরচ করা বাধ্য নয়। না নিজের প্রতি আর না সন্তানদের প্রতি।

আর ইসলাম এ ভাবেই নারীকে সম্মান প্রদান করেছে যার ফলে না আছে তার উপর কষ্টকর কোন শক্ত কাজ আর না আছে খরচাদির দায়িত্ব। বরং সবকিছুই উঠিয়ে দিয়েছে পুরুষের কাঁধে। এরপরেও দিয়েছে তাকে পুরুষের অর্ধেক। নারীর সম্পদ বাড়ে আর পুরুষের সম্পদ নিজের ও স্ত্রীর এবং সন্তানদের প্রতি খরচ করে কমে। আর ইহাই হচ্ছে দুই শ্রেণীর মাঝে ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা।

স্মরণ রাখুন! প্রতিপালক মহান আল্লাহ কোন বান্দার প্রতি জুলুম করেন না। আল্লাহ মহাজ্ঞনী ও বিজ্ঞ।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ ﴿٣٤﴾﴾ النساء: ٣٤

"পুরুষরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। এ জন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে ---।" [সূরা নিসা: ৩৪]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ وَإِيتَآئِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْىِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾﴾ النحل: ٩٠

"নিশ্চয় আল্লাহ নির্দেশ করেন ইনসাফ, এহসান ও নিকট আত্মীয়-স্বজনদেরকে দেওয়ার জন্যে। আর নিষেধ করেন অশ্লীল ও নোংরা কাজ এবং সীমা লজ্ঘণ করা থেকে। তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন যাতে করে তোমরা স্মরণ করতে পার।" [সূরা নাহ্ল: ৯০]

সপ্তম পর্ব

কেসাস ও দণ্ডবিধি

১-কেসাস অধ্যায়

এতে রয়েছেঃ

১. অপরাধসমূহঃ

১. প্রাণনাশের অপরাধ।

২. হত্যার প্রকারঃ

(ক) ইচ্ছাকৃত হত্যা।

(খ) ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ।

(গ) ভুলবশতঃ হত্যা।

২. প্রাণনাশের চেয়ে ছোট অপরাধঃ

(ক) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর অন্যায়।

(খ) জখম করে অন্যায়।

৩. দিয়াতঃ

১. প্রাণের রক্তপণ।

২. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রক্তপণ।

قال الله تعالى:

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ۖ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَـٰنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِى ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَـٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾ ﴾ [البقرة: ١٧٨ -١٧٩]

আল্লাহর বাণী:

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কেসাস গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, দাস দাসের বদলায় এবং নারী নারীর বদলায়। অত:পর তার ভাইয়ের তরফ থেকে যদি কাউকে কিছুটা মাফ করে দেয়া হয়, তবে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে এবং ভালভাবে তাকে তা প্রদান করতে হবে। এটা তোমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে সহজ এবং বিশেষ অনুগ্রহ। এরপরেও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করে, তার জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আজাব। হে বুদ্ধিমান! কেসাসের মধ্যে তোমাদের জন্যে জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার।"

[সূরা বাকারা: ১৭৮-১৭৯]

কেসাস অধ্যায়

১-অপরাধসমূহ

১- প্রাণনাশের অপরাধ

◆ **আজ-জিনায়াহ–অপরাধঃ** ইহা কোন ব্যক্তির উপর এমন শারিরীক আক্রমণ করাকে বলা হয় যার কারণে কিসাস, অর্থ-সম্পদ (রক্তপণ) অথবা কাফফারা ফরজ হয়ে যায়।

◆ **কেসাস নীতি প্রবর্তনের হিকমতঃ**

আল্লাহ তা'য়ালা স্বীয় হস্তে আদম (আ:)কে সৃষ্টি করেছেন, তার মাঝে রুহ ফুঁকে দিয়েছেন এবং সকল সৃষ্টির মাঝে সম্মানিত করেছেন, তাঁকে পৃথিবীর বুকে এক মহান কাজের প্রতিনিধি করেছেন–সে কাজ হলো স্বীয় প্রতিপালক এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ তা'য়ালার এবাদত করা। আল্লাহ তা'য়ালা সমগ্র মানব জাতিকে আদম (আ:)-এর বংশোদ্ভূত করেছেন, তাদের প্রতি নবী-রসূল প্রেরণ করেছেন। যাতে করে মানব জাতি আল্লাহ তা'য়ালার এবাদত করে। যে ঈমান এনে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মেনে চলে আল্লাহ তাকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং যে ঈমান না এনে কুফুরি করে, নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয় আল্লাহ তাকে জাহান্নামের শাস্তির ধুমকি দিয়েছেন।

মানুষের মাঝে কেউ তার আকিদা-বিশ্বাস দুর্বল হওয়ার কারণে ঈমানের ডাকে সাড়া দিতে পারে না। আবার কেউ জ্ঞান-বুদ্ধিতে দুর্বল হওয়ার কারণে বিচারকের রায়ে অমনযোগী হয়, ফলে অপরাধে লিপ্ত হওয়ার বিষয়টা তার কাছে সবল হয়ে পড়ে। এমনকি অপরের জানমাল ও সম্মানের উপর আক্রমণ করে বসে। মানুষ যাতে এ সমস্ত অপরাধে লিপ্ত না হয়, সে জন্যই শাস্তির বিধান করা হয়েছে। কারণ, কিছু মানুষ রয়েছে (শরিয়তের) আল্লাহর সীমা-রেখা মেনে চলার জন্য শুধু আদেশ ও নিষেধই তাদের যথেষ্ট হয় না বরং কঠোর শাস্তির ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। আর যদি এ শাস্তির ব্যবস্থা না থাকত তাহলে অনেকেই অপরাধ ও শরিয়ত গর্হিত কাজে লিপ্ত হয়ে যেত এবং ইসলামের বিধি-নিষেধে উদাসীন হয়ে পড়ত।

ইসলামের এ দণ্ড-বিধি বাস্তবায়নে রয়েছে জীবণ ও মানব স্বার্থের সংরক্ষণ এবং বিভ্রান্ত আত্মা ও নিষ্ঠুর-নির্দয় হৃদয়ের প্রতি শাসন। কেসাসের বিধান বাস্তবায়নে রয়েছে অপহত্যা রোধ, শত্রুতার অপনোদন, সমাজ সংরক্ষণ, জাতীয় স্বস্থির জীবন, রক্তপাতের অবসান, নিহতদের পরিবারের আত্ম-সংযমতা দান, ন্যায়-নিষ্ঠা ও নিরাপত্তা বাস্তবায়ন এবং বর্বর নিষ্ঠুরদের নিরপরাধী মানুষকে হত্যা, নারীদের স্বামী হারা ও শিশুদের এতিম করা হতে জাতি ও সমাজকে সংরক্ষণ।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَـٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧٩ ﴾

البقرة: ١٧٩

"হে জ্ঞানবান লোকেরা! প্রতিশোধ গ্রহণে (কেসাসে) তোমাদের জন্য রয়েছে (শান্তিময়) জীবন যাতে তোমরা ধর্মভীরু হও।"

[সূরা বাকারা:১৭৯]

◆ **পাঁচটি জরুরি জিনিসের সংরক্ষণ:**

ইসলাম এমন পাঁচটি জরুরি জিনিস সংরক্ষণে গুরুত্ব আরোপ করেছে যেগুলো পূর্বের সকল আসমানী বিধানে সংরক্ষিত ছিল। সেগুলো হলো:

- দ্বীন বা ধর্মের সংরক্ষণ।
- প্রাণের সংরক্ষণ।
- আকল বা সুস্থ বিবেক বুদ্ধির সংরক্ষণ।
- সম্মান-মর্যাদার সংরক্ষণ।
- ধন-সম্পদের সংরক্ষণ।

এসব সংরক্ষণের কারণেই সে গুলোর উপর আঘাত-আক্রমণকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। উক্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো সংরক্ষণের মাধ্যমেই সমাজে প্রতিটি ব্যক্তির প্রশান্তি এবং সুশৃংখল সমাজ কায়েম সম্ভব।

◆ **হক-অধিকারসমূহের প্রকার:**

অধিকারসমূহ দুই প্রকার:

১. বান্দা ও রবের মাঝে হক বা অধিকার: এসব অধিকারের মধ্যে ঈমান

ও তাওহীদ বা একত্ববাদ এর পরেই গুরুত্বপূর্ণ হক হলো সালাত।

২. বান্দা ও অন্যান্য সৃষ্টি জীবের মাঝে হক বা অধিকার: এসব অধিকারের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল রক্তের হক বা অধিকার। কিয়ামতে দিবসে বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে নামাজের। আর মানুষের হকের মাধ্যে সর্বপ্রথম যে বিষয়ের ফয়সালা করা হবে তা হলো রক্তের অধিকার বিষয় ফয়সালা।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْكَبَائِرِ قَالَ: « الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَقَوْلُ الزُّورِ أَوْشَهَادَةُ الزُّورِ». متفق عليه.

১. আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (দ:) করিবা গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে বলেন:"বড় কবিরা গুনাহ হলো: আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা, ও মিথ্যা কথা বলা বা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।"[১]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ ». متفق عليه.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (দ:) বলেন: "যে মুসলিম ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত সত্যিকার কোন মাবুদ নেয় এবং আমি আল্লাহর রসূল। তিনটি কারণ ব্যতীত তার রক্ত বা জানে হস্তক্ষেপ হালাল হবে না। (১) (বিবাহিত) বৃদ্ধ জেনাকারী, (২) হত্যার বিনিময়ে হত্যা এবং (৩) মুরতাদ মুসলিমদের জামাাত ত্যাগকারী।"[২]

[১] .বুখারী হাঃ নং ৬৮৭১ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ৮৮

[২]. বুখারী হাঃ নং ৬৮৭৮ মুসলিম হাঃ নং ১৬৭৬ শব্দ তারই

◆ **মানুষের মাঝে সমানাধিকার:**

মুসলিম সমাজ রক্তের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি সমপর্যায়ের। অতএব, কিসাস, রক্তপণে, বংশ, বর্ণ ও শ্রেণী ভেদে কোন পার্থক্য নেই, সকলেই সমমুল্যের। আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣ ﴾ الحجرات: ١٣

"হে মানব সকল! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে সেই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন।" [সূরা হুজরাত: ১৩]

◆ **কেসাসের বিধান:**

কেসাস হলো: অপরাধির সাথে যেরূপ সে করেছে হুবহু তাই করা। আল্লাহ তা'য়ালা এ উম্মতের জন্যে তিনটি স্তর বৈধ করেছেন: কেসাস--- অথবা দিয়াত (রক্তপণ) গ্রহণ--- অথবা মাফকরণ।

আর উত্তম হলো যার দ্বারা কল্যাণ বাস্তবায়িত হবে এবং বিপর্যয় দূর হবে তাই করা। যদি কেসাস নেয়া কল্যাণকর হয় তাহলে কেসাসই উত্তম। আর যদি দিয়াত গ্রহণ কল্যাণকর হয় তাহলে দিয়াত নেয়া উত্তম হবে। আর যদি মাফ করাই কল্যাণকর হয় তাহলে মাফ করবে।

তাই প্রতিটি অবস্থায় সাধারণ ও বিশেষ কল্যাণ বাস্তবায়ন ও অনিষ্ট দূর করার ভিত্তিতে বিধান সাব্যস্ত হবে। আর সর্ব অস্থায় মাফ করাই উত্তম নয়। বরং যা দ্বারা কল্যাণ সাধিত হবে তাই উত্তম বলে বিবেচিত হবে। আর আমরা তো আল্লাহর চাইতে বেশি মাফ করার হকদার নয়। তাই তো তিনি অনিষ্ট দূর করার জন্য কেসাস ও দণ্ডবিধি ওয়াজিব করেছেন।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ أَفَحُكۡمَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ يَبۡغُونَۚ وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكۡمٗا لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ ٥٠ ﴾ [المائدة/٥٠].

“তারা কি জাহেলিয়ত আমলের ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্ববাসীর জন্যে উত্তম ফয়সালাকারী কে?” [সূরা মায়েদা:৫০]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٤٥﴾ [المائدة/٤٥].

“আমি এ গ্রন্থে তাদের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং জখমসমূহের বিনিময়ে সমান জখম। অত:পর যে ক্ষমা করে, সে গোনাহ্ থেকে পাক হয়ে যায়। যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই জালেম।” [সূরা মায়েদা:৪৫]

৩. আল্লাহর বাণী:

﴿وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثْلُهَاۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ ٤٠﴾ [الشورى/٤٠].

“আর মন্দের প্রতিফল তো অনুরূপ মন্দই। যে ক্ষমা করে ও আপোস করে তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে রয়েছে; নিশ্চয় তিনি অত্যাচারীদেরকে পছন্দ করেন না।” [সূরা শূরা:৪০]

২-হত্যার প্রকার

◆ হত্যার প্রকার:

হত্যা তিন প্রকার:

১. ইচ্ছাকৃত হত্যা।

২. ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার অনুরূপ।

৩. ভুলবশত: হত্যা।

(ক)- ইচ্ছাকৃত হত্যা

◆ ইচ্ছাকৃত হত্যা:

ইহা হলো হত্যাকারীর স্বজ্ঞানে জেনে বুঝে কোন নির্দোষ মানুষকে এমন অস্ত্র দিয়ে হত্যা করা যার আঘাতে সাধারণত মৃত্যু হয়।

◆ ইচ্ছাকৃত হত্যার বিধান:

ইচ্ছাকৃত হত্যা করা আল্লাহর সাথে শিরক করার পরে সবচেয়ে বড় কবিরা গোনাহ্। মুমিন ব্যক্তি দ্বীনের প্রশস্তার মাঝেই থাকে যতক্ষণ সে কোন হারাম রক্তপাত না ঘটে। আর হত্যা মহাপাপ যার শাস্তি দুনিয়া ও আখেরাতে আবশ্যকীয়।

﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء/٩٣].

“যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্যে ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।” [সূরা নিসা: ৯৩]

◆ ইচ্ছাকৃত হত্যার পদ্ধতিসমূহ:

ইচ্ছাকৃত হত্যার অনেকগুলো পদ্ধতি রয়েছে যেমন:

১. এমন অস্ত্র দিয়ে আঘাত হানা যা শরীরে বিদ্ধ হয় এবং এতে মৃত্যুবরণ করে যেমন : ছুরি, বর্শা ও বন্দুক ইত্যাদি।

২. কোন ভারি বস্তু দ্বারা যেমন : বড় পাথর, মোটা লাঠি দ্বারা প্রহার করা অথবা গাড়ীতে চাপা দেওয়া অথবা উপরে কোন দেয়াল ভেঙ্গে ফেলে চাপা দিয়ে মারা।

৩. এমন কিছুতে ফেলে দেওয়া যা হতে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব যেমন : গভীর পানিতে ফেলে দেওয়া যাতে ডুবে যায়। অথবা কঠিন আগুনে ফেলে দেয়া যাতে পুড়ে যায়। অথবা এমন কারাগারে আবদ্ধ করে রাখা যেখানে পানাহারের ব্যবস্থা নেয় ফলে উক্ত কারণেই মৃত্যুবরণ করা।

৪. রশি বা অন্য কিছু দিয়ে ফাঁস দেয়া অথবা মুখ বন্ধ করে রাখা ফলে মৃত্যুবরণ করা।

৫. এমন কোন গর্তে ফেলে রাখা যেখানে বাঘ কিংবা সিংহ অথবা বিষাক্ত সাপ অথবা কুকুরের আক্রমণের ফলে মৃত্যুবরণ করা।

৬. কোন ব্যক্তিকে না জানিয়ে বিষপান করানো যার ফলে মৃত্যুবরণ করা।

৭. জাদু-টোনা ও বান ইত্যাদির মাধ্যমে হত্যা করা।

৮. কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে হত্যাযোগ্য বিষয়ে দু'জন সাক্ষী দাড় করা এবং তাকে হত্যা করা। অত:পর তাদের দু'জনের বলা যে, আমরা তাকে হত্যার ইচ্ছা করেছিলাম। অথবা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে কেসাস হিসাবে তাকে হত্যা করা ইত্যাদি।

◆ **ইচ্ছাকৃত হত্যার জন্য যা ফরজ:**

"কতলে 'আমাদ" বা ইচ্ছাকৃত হত্যার কারণে কেসাস ফরজ হয়ে যায়। অর্থাৎ হত্যাকারীকে হত্যা করা ফরজ হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় নিহতের অভিভাবক (হত্যাকারীকে) হত্যা করতে পারে অথবা দিয়াত-রক্তপণ নিতে পারে অথবা ক্ষমাও করতে পারে, তবে ক্ষমা করাই উত্তম।

১. আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا۟ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ۚ ﴿٢٣٧﴾﴾ البقرة: ٢٣٧

"আর যদি তোমরা ক্ষমা কর, তবে তা হবে তাক্ওয়ার নিকটবর্তী।" [সূরা বাকারা: ২৩৭]

২. হাদীসে রসূল (দ:):

عن أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:...... وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ .....». متفق عليه.

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (দ:) বলেন:"---- নিহত ব্যক্তির অভিভাবক দু'টি বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারে। রক্তপণ গ্রহণ করবে অথবা কেসাস হিসাবে হত্যা করবে--- ।"[১]

৩. হাদীসে রসূল (দ:):

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ». أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (দ:) বলেন:"দান-সদকা করাতে মালের কোন কমতি হয় না এবং ক্ষমার কারণে আল্লাহ তা'য়ালা বান্দাকে আরো সম্মানিত করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাকে আরো উঁচ্চাসনে পৌঁছে দেন।"[২]

◆ **প্রাণ হত্যার কেসাসের শর্তাবলী:**

প্রাণ হত্যার কেসাসে নিম্নের শর্তাবলী প্রযোজ্য:

১. নিহত ব্যক্তি নির্দোষ হওয়া। সুতরাং যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি যুদ্ধের ময়দানে কোন কাফেরকে অথবা মুরতাদকে অথবা বিবাহিত ব্যভিচারীকে হত্যা করে এতে কোন কেসাস ও দিয়াত-রক্তপণ কিছুই ফরজ হবে না। তবে শাসকের অনুমতি ছাড়াই এ হত্যাকার্য ঘটানোর জন্য তাকে সামান্য উপযুক্ত শাস্তি দেয়া হবে।

২. হত্যাকারীকে প্রাপ্তবয়স্ক, বিবেকবান ও স্বেচ্ছায় হত্যা করেছে এমন হতে হবে। সুতরাং অপ্রাপ্ত বয়স্ক, পাগল ও ভুলবশত: হত্যাকারীর উপর

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৮৮০ মুসলিম হাঃ নং ১৩৫৫ শব্দ তারই

[২]. মুসলিম হাঃ নং ২৫৮৮

কেসাস ওয়াজিব হবে না, তার রক্তপণ ফরজ হবে।

৩. নিহত ব্যক্তি যেন হত্যাকারীর সমমুল্যের হয় অর্থাৎ একই ধর্মের হয়। সুতরাং, নিহত কাফেরের জন্য মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে না। কিন্তু নিহত মুসলিম ব্যক্তির জন্য কাফেরকে হত্যা করা যাবে। নারীর জন্য পুরুষ ও পুরুষের জন্য নারীকে হত্যা করা যাবে।

◆ উপরে উল্লেখিত শর্তসমূহের কোন একটি যদি না থাকে তাহলে কেসাস প্রযোজ্য হবে না বরং শক্ত দিয়াত-রক্ত মূল্য অপরিহার্য হয়ে যাবে।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٧٨ ﴾ [البقرة/١٧٨].

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কেসাস গ্রহণ করা বিধিবিদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, দাস দাসের বদলায় এবং নারী নারীর বদলায়। অত:পর তার ভাইয়ের তরফ থেকে যদি কাউকে কিছুটা মাফ করে দেয়া হয়, তবে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে এবং ভালভাবে তাকে তা প্রদান করতে হবে। এটা তোমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে সহজ এবং বিশেষ অনুগ্রহ। এরপরেও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করে, তার জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আজাব।" [সূরা বাকারা:১৭৮]

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قال: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ؟ قَالَ: لَا إِلَّا كِتَابُ الله، أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ: قُلْتُ: فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ». متفق عليه.

২. আবু জুহাইফা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আলী [ﷺ]কে বললাম: আপনাদের (আহলে বায়তের) নিকট কোন কিতাব আছে?

তিনি (আলী) বললেন: আল্লাহর কিতাব ছাড়া আর কিছু না অথবা একজন মুসলিম ব্যক্তির বুঝ কিংবা এ সহিফাতে যা আছে। আবু জুহাইফা বলেন, আমি বললাম: এ সহিফাতে কি আছে? তিনি (আলী) বললেন: দিয়াত ও যুদ্ধ বন্দীদের মুক্তকরণ এবং কোন মুসলিমকে কাফেরের বদলায় হত্যা করা যাবে না।[১]

◆ **কেসাস সম্পন্ন করার শর্তাবলী:**

১. নিহতের অভিভাবককে জ্ঞান সম্পন্ন, প্রাপ্তবয়স্ক এবং উপস্থিত হতে হবে। যদি অভিভাবক অপ্রাপ্তবয়স্ক বা পাগল কিংবা অনুপস্থিত হয় তাহলে প্রাপ্তবয়স্ক বা সুস্থ জ্ঞানবান অথবা উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত হত্যাকারীকে আটক করে রাখতে হবে। অত:পর অভিভাবক ইচ্ছা করলে কেসাস নিবে বা রক্তপণ নিবে অথবা ক্ষমা করে দিবে আর ক্ষমা করে দেয়াটাই উত্তম।

২. নিহতের সকল অভিভাবকদের কেসাস সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে একমত হতে হবে। যদি কেউ একমত না হয় অথবা কেউ ক্ষমা করে দেয় তাহলে কেসাস রহিত হয়ে রক্তপণ অপরিহার্য হয়ে যাবে।

৩. কেসাস সম্পন্ন করার সময় হত্যাকারী ব্যতীত অন্যরা যেন নিরাপদ হয়। সুতরাং, কোন গর্ভবতী মহিলার উপর যদি কেসাস ফরজ হয় তাহলে সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত কেসাস সম্পন্ন করা যাবে না। প্রসবের পর সন্তানকে দুধপান করানোর মত কাউকে পাওয়া না গেলে বাচ্চার দুধপান সম্পন্ন করা পর্যন্ত অবকাশ দিতে হবে।

◆ উপযুক্ত শর্তসমূহ পাওয়া গেলে কেসাস সম্পন্ন করা জায়েজ। আর যদি সবশর্ত পাওয়া না যায় তাহলে কেসাস বাস্তবায়ন করা যাবে না।

◆ **যদি ছোট বাচ্চা বা পাগল হত্যা করে তার বিধান:**

হত্যাকারী ছোট বাচ্চা ও পাগল হলে তাদের ব্যাপারে কেসাস প্রযোজ্য হবে না। তবে তাদের মাল হতে কাফফারা দিতে হবে এবং অভিভাবককে রক্তপণ দিতে হবে। যদি কোন ব্যক্তি ছোট বাচ্চা বা

[১]. বুখারী হা: নং ১১১ শব্দ তারই ও মুসরিম হা: নং ১৩৭০

পাগলকে অন্য কোন ব্যক্তিকে হত্যা করার আদেশ দেয় এবং তারা হত্যা করে, এতে শুধু আদেশ দাতার উপর কেসাস ফরজ হবে; কেননা ছোট বাচ্চা ও পাগল এখানে শুধু কারণ হিসাবে বিবেচিত হবে।

◆ হত্যায় শরিক হলে তার বিধান:

যদি কোন ব্যক্তি কাউকে ধরে রাখে আর তৃতীয় একজন এসে ঐ ধরা ব্যক্তিকে স্বেচ্ছায় হত্যা করে তাহলে কেসাস হিসাবে হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে। আর যে ব্যক্তি ধরে রেখে ছিল যদি জানা যায় যে তারও উদ্দেশ্য ছিল হত্যা করা তাহলে তাকেও কেসাস হিসাবে হত্যা করতে হবে। আর যদি তার উদ্দেশ্য জানা না যায় তাহলে বিচারক যেমন মনে করেন তাকে কারাগারে বন্দী রেখে শাস্তি দিবেন।

◆ যাকে হত্যা করতে বাধ্য করে তার বিধান:

যদি কোন ব্যক্তি নির্দোষ ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য কাউকে বাধ্য করে এবং সে হত্যা করে তাহলে কেসাস হিসাবে দু'জনকেই হত্যা করা হবে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُوْلِي ٱلْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧٩ ﴾ البقرة: ١٧٩

"হে জ্ঞানবান লোকেরা! কেসাসের মাধ্যমে প্রতিশোধ গ্রহণে তোমাদের জন্য রয়েছে শান্তিময় জীবন, যাতে তোমরা ধর্মভীরু হও।"
[সূরা বাকারা:১৭৯]

◆ জাহিলী যুগের বিধান:

অনেক অমুসলিম দেশে হত্যাকারীর প্রতি দয়া করে তার শাস্তি দেওয়া হয় জেলহাজত। কিন্তু এতে নিহত ব্যক্তির প্রতি দয়া করা হয় না। নিহতের পরিবার, ছেলে- মেয়ে যারা তাদের অভিভাবককে হারিয়েছে তাদের প্রতি দয়া করা হয় না। মানব সমাজের প্রতি দয়া করা হয় না যারা ঐ সব অপরাধী সন্ত্রাসীদের ভয়ে জানমাল ও সম্মানের ঝুকি নিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে জীবন-যাপন করছে। আর কেসাস নীতি বর্জন

করে জেলবন্দী শাস্তির কারণে বাড়ছে আরো অন্যায়, হত্যা ও নানান ধরণের অপরাধ।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾ ﴾ المائدة: ٥٠

"তারা কি জাহিলী ফয়সালা কামনা করে? বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ অপেক্ষা উত্তম ফয়সালাকারী আর কে?" [সূরা মায়েদা: ৫০]

◆ **কেসাস সাব্যস্তকরণ:**

কেসাস সাব্যস্ত হয় নিম্নরূপে:

১. হত্যাকারীর হত্যার স্বীকারোক্তির মাধ্যমে।

২. হত্যার ব্যাপারে দু'জন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীর সাক্ষ্যের মাধ্যমে অথবা কসম খাওয়ার মাধ্যমে যার বর্ণনা সামনে আসবে।

◆ **কেসাস বাস্তবায়ন:**

যখন কেসাস প্রমাণিত হবে এবং নিহত ব্যক্তির অভিভাবক শাসক বা দায়িত্বশীলের নিকট কেসাস বাস্তবায়নের আবেদন করবে তখন শাসকের প্রতি কেসাস বাস্তবায়ন করা ফরজ হয়ে পড়বে। শাসক অথবা তার দায়িত্বশীলের উপস্থিতি ছাড়া কেসাস সম্পন্ন হতে পারে না। অনুরূপ ধারালো তরবারি বা ঐ জাতীয় অস্ত্র দিয়ে হত্যাকারীর গর্দান ছিন্ন করে দেয়ার মাধ্যমে কেসাস সম্পন্ন হতে হবে। যেমন: কাউকে যদি দু'টি পাথরের মাঝে মাথা রেখে আঘাত করে হত্যা করা হয় তাহলে এর কেসাসে হত্যাকারীকেও অনুরূপ ভাবে পাথরের আঘাতে হত্যা করতে হবে।

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ ا لله ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ». أخرجه مسلم.

১. শাদ্দাদ ইবনে আওস [﵁] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ] থেকে দুইটি জিনিস মুখস্ত করেছি। তিনি [ﷺ] বলেছেন:"নিশ্চয় আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের প্রতি এহসান করা ফরজ করে দিয়েছেন।

অতএব, যখন তোমরা হত্যা করা তখন ভাল করে হত্যা কর এবং যখন জবাই কর তখন ভাল করে জবাই কর। আর পশুকে আরাম দেয়ার জন্য তোমরা ছুরিকে ধার করে নিও।"[১]

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، قِيلَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ؟ أَفُلَانٌ أَفُلَانٌ ! حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُــودِيُّ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. متفق عليه.

২. আনাস [রাযিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত। একজন ইহুদি একটি ছোট মেয়ের মাথা দু'টি পাথরের মধ্যে রেখে চূর্ণ করে ফেলে। মেয়েটিকে বলা হলো: কে তোমার সাথে এরূপ আচরণ করেছে? অমুক! অমুক! এমনকি যখন সে ইহুদির নাম নেওয় হলো তখন মেয়েটি তার মাথা নেড়ে ইশারা কলর। উহুদিকে ধরে নিয়ে আসা হলো। অত:পর সে স্বীকার করলে নবী [ﷺ]-এর নির্দেশে দু'টি পাথরের মাধ্যে রেখে তার মাথা চূর্ণ করা হলো।[২]

◆ **কেসাসের সময় অপরাধির সাথে যা করতে হবে:**

কেসাস ফরজ হলে অপরাধির প্রাণ বা প্রাণের চেয়ে ছোট কেসাস বাস্তবায়ন করতে হবে। আর কষ্ট অনুভব না করার জন্যে কেসাসের সময় অপরাধিকে অবশ করা চরবে না; কারণ তাকে যদি অবশ করা হয় তাহলে ইনসাফের সাথে কেসাস হবে না। কেননা সে হত্যা বা কাটা কিংবা জখম করেছে অবশ না করা অবস্থায়। তাই অবশ ছাড়াই তার কেসাস নিতে হবে। অনুরূপ শরিয়তের প্রতিটি দণ্ডবিধিতে অপরাধিদেরকে অবশ করা চলবে না; যাতে করে ভয় ও কষ্ট অনুভব করে অন্যায় থেকে দূরে থাকে।

◆ **নিহতের অভিভাবক:**

নিহতের অভিভাবক কেসাস নিবে অথবা ক্ষমা করে দিবে:

নিহতের অভিভাবকরা ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, সকলেই যদি কেসাস দাবী করে তাহলে কেসাস ফরজ হয়ে যাবে। আর যদি তারা সকলে

---

১. মুসলিম হা: নং ১৮৫৫

২. বুখারী হা: নং ২৪১৩ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ১৬৭২

ক্ষমা করে দেয় তাহলে কেসাস রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু কেউ যদি ক্ষমা করে আর অধিকাংশ ক্ষমা না করে তবুও কেসাস রহিত হয়ে যাবে। যদি কেসাস বাতিল করা নিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু হয় তাহলে কেবল মাত্র রক্তসম্পর্কীয় পুরুষদের ক্ষমাই ক্ষমা বলে গণ্য হবে, অন্যদের ক্ষমা ক্ষমা বলে গণ্য হবে না।

◆ **স্বেচ্ছায় হত্যার দিয়াত-রক্তপণ:**

যদি অভিভাবকরা রক্তপণ আদায় সাপেক্ষ কেসাস ক্ষমা করে তাহলে হত্যাকারীর সম্পদ হতে একশত উট রক্তপণ দেয়া ফরজ। নবী (দ:) বলেন:

« مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُول فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ، وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ الْعَقْلِ ».أخرجه الترمذي وابن ماجه.

"যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করবে, তার বিষয়টা নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের প্রতি ছেড়ে দেওয়া হবে। তারা চাইলে হত্যার বিনিময় হত্যা করবে অথবা রক্তপণ নিবে। দিয়াত-রক্তপণ হলো: ৩০টি চার বছর বয়সে পড়েছে এমন উট এবং ৩০টি পাঁচ বছরে পড়েছে এমন বয়সের উট ও ৪০টি গাভিন উট সর্বমোট ১০০টি উট। আর যদি আপোসে কোন সিদ্ধান্ত নেয় সেটা তাদের বিষয়। আর ইহা দিয়াতকে শক্ত করার জন্যই।"[১]

[১].হাদীসটি হাসান, তিরমিযী হাঃ নং ১৩৮৭ শব্দ তারই, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ২৬২৬

- নিহতের অভিভাবকরা ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে যে দিয়াত বা রক্তপণ নিয়ে থাকে ইহা মূলত: হত্যার (কাফফারা হিসাবে) দিয়াত বা রক্তপণ নয়, বরং ইহা হল কেসাসের বদলা স্বরূপ। তাই এ ক্ষেত্রে নিহতের অভিভাবকদের অধিকার রয়েছে হত্যাকারীর সাথে চুক্তি করে এর চেয়েও বেশি বা কম পরিমাণে নেয়ার অথবা ক্ষমা করার। অবশ্য ক্ষমা করাই উত্তম।
- বর্তমান সৌদী আরবে যে বিধান কার্যকর রয়েছে তাহল ইচ্ছাকৃত হত্যায় মুসলিম পুরুষ ব্যক্তির রক্তপণ হলো এক লক্ষ দশ হাজার সৌদী রিয়াল। আর মহিলার জন্য অর্ধেক। অবশ্য নিহতের অভিভাবকদের অধিকার রয়েছে এর চেয়ে কম বেশি তলব করা বা ক্ষমা করার।

◆ স্বেচ্ছায় হত্যার কিছু বিধান:

১. এক ব্যক্তির হত্যায় একদল অংশগ্রহণ করলে সকলকেই কেসাস হিসাবে হত্যা করা হবে। কিন্তু রক্তপণের ক্ষেত্রে সকলে মিলে একজনের রক্তপণ দিলেই যথেষ্ট হবে। যদি কোন ব্যক্তি অপ্রাপ্ত বয়স্ককে অথবা প্রাপ্তবয়স্ক কিন্তু হত্যা করা হারাম ইহা জানে না এমন ব্যক্তিকে অন্য কাউকে হত্যা করার জন্য নির্দেশ দেয়। অত:পর তার নির্দেশে সে (অপ্রাপ্তবয়স্ক বা হত্যা হারাম এ বিধান অজানা প্রাপ্তবয়স্ক) যদি হত্যা করে বসে, তাহলে এমতাবস্থায় কেসাস বা রক্তপণ হত্যার নির্দেশ দানকারীর উপর বর্তাবে। আর যদি নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রাপ্তবয়স্ক হয় এবং হত্যার হুকুম সম্পর্কে অবগত হয় তাহলে কেসাস বা রক্তপণ হত্যাকারীর উপরই বর্তাবে নির্দেশকারীর উপর নয়।

২. কোন হত্যায় যদি এমন দু'জন অংশগ্রহণ করে যাদের একজন করলে কেসাস ফরজ হয় না। যেমন: হত্যাকারী পিতা ও অপর একজন অথবা হত্যাকারী একজন মুসলিম ও অপরজন কাফের। এমতাবস্থায় পিতার শরিক ও মুসলিমের শরিক কাফেরের উপর শুধু কেসাস ফরজ হবে। আর পিতা ও মুসলিমকে সাধারণ শাস্তি প্রদান করা হবে। আর যদি কেসাস এর বদলে দিয়াত-রক্তপণ নিতে চাই তাহলে পিতার শরিকের উপর অর্ধেক এবং মুসলিম শরিকের উপর অর্ধেক পরিমাণ বর্তাবে।

৩. ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে হত্যাকারী যদি নিহত ব্যক্তির ওয়ারিছ হয় তাহলে তার মিরাছ বাতিল হয়ে যাবে।

◆ **কসম খাওয়ার পদ্ধতি:** নির্দোষ ব্যক্তিকে হত্যার ক্ষেত্রে বারবার কসম করানো।

◆ **কসম করানোর বিধান:**

নিহত ব্যক্তির হত্যাকারীক যদি জানা না যায় এবং কোন দলিল-প্রমাণ ছাড়াই কোন ব্যক্তিকে হত্যার অপবাদ দেয়া হয়, আর বাদীর দাবির সত্যতার আলামত পাওয়া যায়, তাহলে এমতাবস্থায় কসমের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছার নিয়ম ইসলামে রয়েছে।

◆ **কসম খাওয়ানোর শর্তসমূহ:**

শত্রুতার জের থাকা অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তি হত্যার কাজে প্রসিদ্ধ অথবা সুস্পষ্ট কারণ থাকা। যেমন : হত্যা ঘটিয়ে দূরে চলে যাওয়া ও নিহত ব্যক্তির ব্যাপারে কটুক্তি করা। আর নিহতের অভিভাবকদের হত্যার অভিযোগে একমত হওয়া।

◆ **কসম খাওয়ানোর পদ্ধতি:**

কসম খাওয়ার শর্ত পূর্ণ হলে বাদীর কসম দ্বারা শুরু করা হবে। পঞ্চাশজন ব্যক্তি একত্রিত হয়ে সকলে একবার করে মোট পঞ্চাশবার কসম করবে। কসমে বলবে: অমুক ব্যক্তি তাকে হত্যা করেছে। এর দ্বারা কেসাস সাব্যস্ত হবে। আর যদি বাদী পক্ষ কসম না খায় অথবা তাদের সংখ্যা পূর্ণ না হয় তাহলে তাদের সম্মতিতে বিবাদী পঞ্চাশবার কসম খাবে। এভাবে সে কসম খেলে মুক্তি পেয়ে যাবে। আর যদি বাদী পক্ষ কসম না খায় এবং বিবাদীর কসমেও রাজি না হয় তাহলে প্রশাসক বায়তুল মাল হতে রক্তপণ প্রদান করবেন, যাতে করে নির্দোষ ব্যক্তির রক্ত বৃথা না যায়।

◆ **স্বেচ্ছায় আত্মহত্যার বিধান:**

যে কোন পন্থায় আত্মহত্যা হারাম। আর যে ব্যক্তি সেচ্ছায় আত্মহত্যা করে তার শাস্তি হলো চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ تَـرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَـنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَـا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَـنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا». متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত নবী (দ:) বলেন: "যে ব্যক্তি পাহাড় হতে গড়ে পড়ে আত্মহত্যা করে সে জাহান্নামে ঐরূপ পড়ে যাওয়ার শাস্তি চিরস্থায়ীভাবে ভোগ করতে থাকবে। আর যে বিষপানে আত্মহত্যা করে সে জাহান্নামে ঐরূপ বিষপানের কষ্ট চিরস্থায়ীভাবে ভোগ করতে থাকবে। আর যে অস্ত্রের আঘাতে আত্মহত্যা করে সে জাহান্নামে ঐরূপ অস্ত্র দিয়ে পেটে আঘাত করতে থাকবে এবং চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করবে।"[১]

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُـولُ: « إِذَا الْتَقَـى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ» قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ :« إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ ».متفق عليه.

২. আবু বাকরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"যখন দুইজন মুসলিম ব্যক্তি তাদের তরবারি নিয়ে যুদ্ধ করবে তখন হত্যাকারী ও নিহত উভয়ে জাহান্নামী হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! হত্যাকারী জাহান্নামী হবে ভাল কথা কিন্তু নিহত ব্যক্তির ব্যাপারটা কি? তিনি [ﷺ] বললেন:"সেও তার ভাইকে হত্যার ব্যাপারে আগ্রহী ছিল।"[২]

[১]. বুখারী হাঃ নং ৫৭৭৮ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১০৯

[২]. বুখারী হা: নং ৬৩৬৫শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ১০

◆ **স্বেচ্ছায় হত্যাকারীর তওবা প্রসঙ্গেঃ**

স্বেচ্ছায় হত্যাকারী তওবা করলে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন। কিন্তু এ তওবায় কেসাসের শাস্তি হতে রেহাই পাবে না; কেননা কেসাস হল হক্কুল'ইবাদ। সুতরাং, স্বেচ্ছায় হত্যার সাথে তিনটি হক জড়িতঃ (এক) আল্লাহর হক। (দুই) নিহত ব্যক্তির হক। (তিন) অভিবভাবকদের হক।

যখন কোন স্বেচ্ছায় হত্যাকারী আল্লাহর ভয়ে তওবা করে, অনুতপ্ত হয়ে বিচারকের নিকট আত্মসমর্পণ করে, তখন তওবার মাধ্যমে আল্লাহর হক আদায় হয়ে যায়। অনুরূপ কেসাস বা রক্তপণ বা ক্ষমার মাধ্যমে অভিভাকদের হকও আদায় হয়ে যায়। কিন্তু বাকি থাকে নিহত ব্যক্তির হক। আর তওবার কবুলের শর্ত হলোঃ বান্দার হক ফিরিয়ে দেয়া যা এখানে অসম্ভব। এমতাবস্থায় সে আল্লাহর ইচ্ছাধীন থাকবে, আল্লাহর দয়া প্রতিটি জিনিসকে ব্যপৃত করে রেখেছে।

(খ)- ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ

◆ **ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ হত্যা:**

ইহা এমন আক্রমণ যা দ্বারা সাধারণত কোন নির্দোষ মানুষের হত্যা বা বড় ধরণের আহত করা হয় না। কিন্তু তা দ্বারাই মৃত্যু ঘটে যায়। যেমন: কোন ছোট লাঠি বা বেত দিয়ে কাউকে সাধারণভাবে প্রহার করা অথবা হাত দিয়ে ঘুষি মারা ইত্যাদি। এখানে প্রহার করা উদ্দেশ্য হলেও হত্যা করা কখনও উদ্দেশ্য ছিল না, তাই ইহাকে ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ হত্যা বলা হয়। এতে কোন কেসাস নেই। তবে দিয়াত দিতে হবে।

◆ **ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ হত্যার বিধান:**

ইহা হারাম; কেননা, ইহা এক নির্দোষ ব্যক্তির উপর আক্রমণ।

◆ **স্বেচ্ছায় হত্যার অনুরূপ হত্যায় কি ফরজ হবে:**

এরূপ হত্যা এবং ভুলবশত: হত্যায় রক্তপণ ও কাফফারা উভয়টা ফরজ হবে। পক্ষান্তরে ইচ্ছাকৃত শত্রুতামূলক হত্যায় কোন কাফফারা নেই; কারণ সে হত্যায় এত বড় জঘন্য অপরাধ যার গুনাহ মিটে যায় না।

◆ **ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ হত্যায় যা ফরজ হয়:**

এরূপ হত্যায় দিয়তে মুগাল্লাযা তথা কঠিন রক্তপণ ও কাফফারা ফরজ হয়। আর তা নিম্নরূপ:

১. কঠিন রক্তপণ: ইহা হল একশত উট, তম্মধ্যে চল্লিশটি উট এমন হবে যাদের পেটে বাচ্চা রয়েছে। নবী (দ:) বলেন:

«..... أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا ». أخرجه أبو داود وابن ماجه.

"-----অনিচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ, যা সাধারণত বেত ও লাঠি দিয়ে ঘটে থাকে। এর রক্তপণ হলো একশত উট, তম্মধ্যে চল্লিশটি উট এমন হবে যাদের পেটে বাচ্চা রয়েছে।"[১]

---

[১].হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাঃ নং ৪৫৪৭ শব্দ তারই, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ২৬২৮

◆ এ রক্তপণ বা তার মুল্যের দায়িত্ব বহন করবে হত্যাকারীর রক্ত সম্পর্কীয় পুরুষ ব্যক্তিগণ। আর এ রক্তপণ তিন বৎসর সময় ধরে পরিশোধ করবে।

২. কাফ্ফারা:

ইহা হলো একটি মু'মিন দাস আজাদ করা, যা হত্যাকারী নিজস্ব সম্পদ হতে দিতে হবে, যাতে তার কৃত অপরাধ মোচন হয়ে যায়। আর এতে সক্ষম না হলে একাধারে দু'মাস রোজা রাখবে।

◆ হত্যার বিধান বিভিন্ন ধরনের হওয়ার রহস্য:

ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ হত্যায় কেসাস ফরজ নয়; কারণ হত্যাকারীর মূলত: হত্যা করা লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল না। বরং রক্তপণ ফরজ হবে কারণ সে একজন ব্যক্তিকে নষ্ট করেছে। তাই এর ক্ষতিপূরণ হিসাবে রক্তপণ দিতে হবে। আর এ রক্তপণ মুগাল্লাযাহ বা কঠিন প্রকৃতির করে দেয়া হয়েছে; কারণ তার উদ্দেশ্য হত্যা না থাকলেও আক্রমণ উদ্দেশ্য ছিল। আর রক্তপণের দায়িত্বভার রক্ত সম্পর্কীয় পুরুষদের উপর দেয়া হয়েছে; কারণ তারাই অনুগ্রহ ও সহযোগিতা দিয়ে থাকে। আর দাস আজাদ বা রোজা রাখার কাফফারা হত্যাকারীর প্রতি অপরিহার্য করে দেয়া হয়েছে, যাতে করে অপরাধীর গুনাহ মাফ করে নিতে পারে।

◆ নিহতের অভিভাবকদের রক্তপণ না নিয়ে ক্ষমা করে দেয়া উত্তম। আর যদি ক্ষমা করে দেয় তাহলে তা দিতে হবে না। কিন্তু অপরাধিকে কাফফারা অবশ্যই আদায় করতে হবে।

◆ **মৃতদেহের ময়নাতদন্ত** (Postmortem) **করার বিধান:**

বিশেষ প্রয়োজনে মৃতদেহের আঘাত বা ক্ষতস্থান পরিক্ষা করে দেখা বৈধ রয়েছে, যাতে মৃত্যুর সঠিক কারণ সনাক্ত করা যায়। আর সন্ত্রাসী আক্রমণ হতে মৃতব্যক্তি ও জনগণের অধিকার সংরক্ষণ করা যায়। অনুরূপ ভাবে কাফের ব্যক্তির মৃতদেহ মেডিকেল কলেজে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য কাটা-ছেড়া করা জায়েজ রয়েছে।

◆ **অপহরণ করে হত্যা করা বা ধোকা দিয়ে হত্যা:**

ইচ্ছাকৃত ও শত্রুতাবশত:

কাউকে ধোঁকা দিয়ে হত্যা করা অথবা তাকে নিরাপদে রাখার নাম করে গোপন জায়গায় নিয়ে হত্যা করা, অথবা তার মাল কেড়ে নিয়ে নির্জনে তাকে হত্যা করে ফেলা, যাতে ছিনতাই বা ডাকাতির খবর মানুষ না জানতে পারে। এমন হত্যার ক্ষেত্রে হত্যাকারী মুসলমান হোক, আর কাফের হোক তাকে কেসাস নয় বরং শাস্তি হিসাবে হত্যা করতে হবে এবং নিহতের অভিভাবকদের পক্ষ হতে ক্ষমা বা অন্য কোন প্রকারের মতামত গ্রহণ করা হবে না।

◆ যদি কোন ব্যক্তি কোন অত্যাচারীর হাত হতে বাচাঁর জন্য অত্যাচারীকে আঘাত হানে আর এতে অত্যাচারী মারা যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে ঐ ব্যক্তিকে কোন রক্তপণ বা অন্য কিছু দিতে হবে না।

(গ)- ভুলবশত: হত্যা

◆ **ভুলবশত: হত্যা:**

ইহা হলো মানুষ তার কাজ করতে থাকে এরই মাঝে হত্যা ঘটে যায়। যেমন: শিকারী শিকারের উদ্দেশ্যে তীর ছুড়ে অথবা চিহ্নিত স্থানে তীর ছুড়ে কিন্তু তা কোন নির্দোষ ব্যক্তির গায়ে লেগে নিহত হয়। মূলত: ঐ ব্যক্তি ইহা কখনও ইচ্ছা করেনি। ছোট বাচ্চা ও পাগলের ইচ্ছাকৃত হত্যা এবং কোন কারণ জনিত হত্যাও ভুলবশত: হত্যার সাথে সম্পৃক্ত।

◆ **ভুলবশত: হত্যার প্রকার:**

ভুলবশত: হত্যা দু'প্রকার:

১. প্রথম প্রকার: হত্যাকারীকে কাফ্ফারা এবং তার রক্তসম্পর্কীয় পুরুষদেরকে রক্তপণ দিতে হবে। ইহা হলো যুদ্ধের ময়দান ছাড়াই কোন মু'মিন ব্যক্তিকে ভুলবশত: হত্যা করা অথবা এমন সম্প্রদায়ের কাউকে হত্যা করা যাদের সঙ্গে চুক্তি রয়েছে। এমন হত্যাকাণ্ডে হত্যাকারীর উপর কাফফারা এবং তার রক্তসম্পর্কীয় পুরুষদের উপর হালকা রক্তপণ ফরজ হবে।

(ক) হালকা রক্তপণ: একশত উট।

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَعَشَرَةُ بَنِي لَبُونٍ ذَكَرٍ. أخرجه أبو داود وابن ماجه.

আমর ইবনে শু'আইব তিনি তার বাবা তিনি তাঁর দাদা (রা:) হতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (দ:) ফয়সালা করে দিয়েছেন:"যে ভুলবশত: হত্যা করবে তার রক্তপণ হল একশত উট: ত্রিশটি দুই বৎসরে পড়েছে এমন উষ্ট্রী, ত্রিশটি তিন বৎসরে পড়েছে এমন উষ্ট্রী, ত্রিশটি চার বৎসরে পড়েছে এমন উষ্ট্রী এবং দশটি তিন বৎসরে পড়েছে এমন উট।"[১]

[১].হাদীসটি হাসান, আবূ দাউদ হাঃ নং ৪৫৪১ শব্দ তারই, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ২৬৩০

◆ এ রক্তপণের দায়িত্ব বহন করবে হত্যাকারীর রক্তসম্পর্কীয় পুরুষ ব্যক্তিগণ। বর্তমান সৌদী আরবে ভুলবশত: হত্যার রক্তপণ হল: একলক্ষ সৌদী রিয়াল মাত্র–যা তিন বৎসর সময়ের মধ্যে পরিশোধ করবে। আর মহিলার জন্য অর্ধেক পঞ্চাশ হাজার সৌদী রিয়াল মাত্র।

(খ) কাফ্ফারা হলো:

একটি মুমিন দাস আজাদ করা, এতে অক্ষম হলে একাধারে দু'মাস রোজা রাখা। আর এ কাফফারা হতে হবে হত্যাকারীর সম্পদ হতে যাতে তার অপরাধ মাফ হয়।

◆ নিহতের অভিভাবকদের রক্তপণ ক্ষমা করে দেয়া হল উত্তম কাজ, যদি ক্ষমা করে দেয় তাহলে বাদ হয়ে যাবে কিন্তু অপরাধীকে অবশ্যই কাফ্ফারা দিতে হবে।

২. দ্বিতীয় প্রকার: যাতে শুধু কাফফারা ফরজ হবে। এ হলো: কোন মু'মিন ব্যক্তিকে কাফেরের দেশে কাফের মনে করে মুসলমানদের হত্যা করা, এমন হত্যায় কোন রক্তপণ দিতে হবে না বরং হত্যাকারীকে কাফফারা দিতে হবে, তা হলো: একটি মু'মিন দাস আজাদ করা, অক্ষম হলে একাধারে দু'মাস রোজা রাখা।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾﴾ النساء: ٩٢

"মুমিনের কাজ নয় কোর মুমিনকে হত্যা করা কিন্তু ভুলক্রমে। যে ব্যক্তি কোন মানুষকে ভুলক্রমে হত্যা করে, সে একজন মু'মিন কৃতদাস আজাদ করবে এবং রক্ত সমর্পন করবে তার স্বজনদেরকে, কিন্তু যদি তারা ক্ষমা করে দেয়। অত:পর যদি নিহত ব্যক্তি তোমাদের শত্রুসম্প্রদায়ের

অন্তর্গত হয়, তবে মুসলমান কৃতদাস আজাদ করবে। আর যদি সে তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত মুমিন হয়, তাহলে রক্তপণ সমর্পন করবে তার স্বজনদেরকে এবং মু'মিন কৃতদাস আজাদ করবে। আর যদি তা না পায় তাহলে সে আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফ করানোর জন্য একাধারে দুই মাস রোজা রাখবে, আল্লাহ তা'য়ালা মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা নিসা: ৯২]

◆ **মৃতের পক্ষ হতে রোজা কাজা করার বিধান:**

যে ব্যক্তি রমজান মাসের কাজা রোজা, কাফফারার দুই মাস রোজা, অথবা মানতের রোজা রেখে মারা যায় তার দু'টি অবস্থা হতে পারে:

১. রোজা রাখতে সক্ষম ছিলেন কিন্তু রোজা রাখেননি। এমতাবস্থায় তার পক্ষ হতে তার ওয়ারিছরা রোজা রাখবে, অবশ্য তারা পরস্পর ভাগাভাগি করে নিতে পারে, তবে শর্ত হলো যেন একজনের পর আরেকজন এভাবে ধারাবাহিকতার সাথে শেষ করে।

২. অসুস্থ বা অন্য কোন কারণে অপারগ ছিলেন, এমতাবস্থায় তার পক্ষ হতে কাজা বা মিসকিনকে খাওয়ানো কোনটাই করতে হবে না।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ».متفق عليه.

আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী (দ:) বলেছেন: "যে ব্যক্তি রোজা পাল না করে মারা যায় তার পক্ষ হতে তার অভিভাবক রোজা পালন করে নিবে।"[১]

◆ **মানুষের রক্ত সম্পর্কীয় ব্যক্তিবর্গ:**

ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ হত্যা ও ও ভুলবশত: হত্যায় হত্যাকারীর রক্ত সম্পর্কীয় পুরুষ ব্যক্তিবর্গ দিয়াত বা রক্তপণ পরিশোধ করবে। আর হত্যাকারীকে কাফফারা দিতে হবে। রক্তপণের দায়িত্ব বহনকারীরা হলো: হত্যাকারীর রক্তসম্পর্কীয় পুরুষ ব্যক্তিবর্গ। নিকটবর্তী ও দূরবর্তী, উপস্থিত ও অনুপস্থিত সকলেই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। প্রথমে অতি

[১].বুখারী হাঃ নং ১৯৫২ মুসলিম হাঃ নং ১১৪৭

নিকটতম অত:পর যারা নিকটতম দিয়ে শুরু হবে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে মূল যারা তারাই শুধু গণ্য হবে, শাখা-প্রশাখা নয়। আর এসব ব্যক্তিবর্গ রক্তপণের এক তৃতীয়াংশের বেশি ভাগের দায়িত্ব বহন করবে।

◆ রক্ত সম্পর্কীয়রা যা বহন করবে না:

ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে এসব ব্যক্তিরা রক্তপণ এর দায়িত্ব নিবে না। কোন কৃতদাস হত্যা করলে বা তাকে হত্যা করা হলে তখনও রক্তপণের দায়িত্ব নিবে না। এমনকি এক তৃতীয়াংশের কম বা কোন সন্ধিচুক্তি অথবা স্বীকারোক্তি কোন ক্ষেত্রেই তারা দায়িত্ব বহন করবে না। অনুরূপ কোন অপ্রাপ্তবয়স্ক, মহিলা, দরিদ্র ও বিধর্মীর উপর রক্তপণের দায়িত্ব বর্তাবে না।

২- প্রাণহানী ছাড়া যেসব অপরাধ

◆ **প্রাণহানী ছাড়া যে সমস্ত অপরাধ:**

ইহা হল অন্যের পক্ষ হতে কোন মানুষের শরীরে এমন সবকষ্ট ও আঘাত হানা যাতে প্রাণনাশ হয় না।

◆ **শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে জখম ও বিচ্ছেদ করার মত আক্রমণ:**

ইহা যদি ইচ্ছাকৃত হয় তা হলে কেসাস আর যদি ভুলবশত: বা ইচ্ছাকৃতের অনুরূপ হয় তা হলে রক্তপণ।

◆ যে ব্যক্তিকে কোন ব্যক্তির বিনিময়ে কেসাস করা হয় তাকে ঐ ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও আঘাতের ও কেসাস করা হয়, আর যদি ব্যক্তির বিনিময়ে ব্যক্তিকে কেসাস করা না যায় তাহলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রেও যাবে না, অর্থাৎ যে কারণে প্রাণের কেসাস ফরজ হয়। আর তাহল ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকাণ্ড বা আঘাত ঘটালে। সুতরাং, ভুলবশত: ও ইচ্ছাকৃত এর অনুরূপে কোন কেসাস নেয় বরং তাতে রয়েছে রক্তপণ-দিয়াত।

◆ **প্রাণহানী ছাড়া ইচ্ছাকৃত আক্রমণে দুই ধরণের কেসাস:**

১. প্রথম প্রকার: অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কেসাস: হাত, পা, চক্ষু, কান, নাক, আঙ্গুল, দাঁত, ঠোঁট, লিঙ্গ ইত্যাদি শরীরের প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে অনুরূপ অঙ্গ কেসাস হবে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾ ﴾ المائدة: ٤٥

"আমি এ গ্রন্থে তাদের প্রতি ফরজ করে দিয়েছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং জখমসমূহের বিনিময়ে সমান জখম। অত:পর যে ক্ষমা করে, সে গুনাহ হতে পবিত্র হয়ে যায়। যে সব লোক

আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করে না তারাই জালেম।" [সূরা মায়িদা:৪৫]

◆ **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কেসাসে শর্তাবলী:**

আহত ব্যক্তি নির্দোষ হতে হবে, আঘাতকারী ও আহত একই ধর্মের হতে হবে; কারণ কাফেরের অঙ্গের বিনিময় মুসলমানের কেসাস হতে পারে না। অপরাধীকে প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে, আঘাতকারী যেন পিতা না হয় এবং আঘাত হতে হবে স্বেচ্ছায়। এসব শর্ত পাওয়া গেলে নিম্ন শর্তের আলোকে কেসাস সম্পন্ন করতে হবে।

◆ **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কেসাস সম্পন্ন করার শর্তবলী:**

১. সীমারেখার সংরক্ষণ: অঙ্গ জোড়া পর্যন্ত বা তার পূর্ণ সীমা পর্যন্ত কর্তন করা।

২. নাম ও পরিমাণে বরাবর রক্ষা করা: অর্থাৎ চক্ষুর বিনিময় চক্ষু তুলতে যেন বামের বিনিময়ে ডান না হয়, অনুরূপ এক আঙ্গুলের বিনিময় আরেক আঙ্গুল যেন না হয়।

৩. সুস্থতায় ও পূর্ণতায় বরাবর হওয়া: সুতরাং ভাল হাত বা পা-পঙ্গু হাত বা পা এর বিনিময় কাটা যেতে পারে না। অনুরূপ দৃষ্টিহীন চোখের বিনিময় ভাল চোখ নেয়া যেতে পারে না, তবে ভালোর বিনিময় খারাপ বা দুর্বল নেয়া যেতে পারে, তবে ধোকা যেন না হয়।

যখন উপরোক্ত শর্তসমূহ পরিপূর্ণ হবে তখন কেসাস নেয়া বৈধ হবে। আর যদি পরিপূর্ণ না হয় তাহলে কেসাস বাদ হয়ে দিয়াত-রক্তপণ ফরজ হয়ে যাবে।

২. দ্বিতীয় প্রকার: জখমের কেসাস: যখন স্বেচ্ছায় জখম করবে তখন কেসাস ফরজ হবে।

◆ ব্যক্তির কেসাসের ক্ষেত্রে যে সমস্ত শর্ত রয়েছে জখমের কেসাসের ক্ষেত্রেও ঐ সমস্ত শর্ত প্রযোজ্য। কেসাস সম্পন্নের ক্ষেত্রে জখমের সীমারেখা অবশ্যই লক্ষ্যণীয়। শরীরের যে অংশেই জখম হোক না কেন যেমন: মাথা, উরু, পায়ের নলা ইত্যাদি। যেখানে হাড় পর্যন্ত জখম হয়েছে সেখানে সমপরিমাণ কেসাস হবে।

◆ যথাযথ পরিমাণে যখন কেসাস সম্ভব হবে না তখন কেসাস বাদ হয়ে রক্তপণ অপরিহার্য হয়ে যাবে।

◆ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও জখমের ক্ষেত্রে ক্ষমাশীল হয়ে কেসাস না নিয়ে দিয়াত-রক্তপণ নেয়াই উত্তম। তার চেয়েও উত্তম হল সবকিছু ক্ষমা করে দেয়া। আর যে ব্যক্তি ক্ষমা করে দিয়ে সংশোধন করে নিবে তার প্রতিদান আল্লাহ তা'য়ালার কাছে রয়েছে। অবশ্য যে ক্ষমা করতে সক্ষম তার কাছে ক্ষমা চাওয়া উত্তম।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا رُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ فِيهِ الْقِصَاصُ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ. أخرجه أبو داود وابن ماجه.

আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:"রসূলুল্লাহ (দ:)-এর কাছে যখন কোন কেসাসের বিষয় উপস্থাপন করা হতো তখন তিনি ক্ষমা করে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিতেন।"[১]

◆ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলে তার বিধান:

১. যে সমস্ত অপরাধে কোন অঙ্গহানী করা হয় তার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ পরবর্তীতে সেটির জের হিসাবে বড় কোন ক্ষতি হলে বা মারা গেলে তাতেও কেসাস বা দিয়াত ফরজ হবে। যেমন : কারো একটা আঙ্গুল কাটার কারণে যদি হাত নষ্ট হয়ে যায় তাহলে হাতের কেসাস ফরজ হবে এবং এ কারণে মৃত্যু ঘটলে ব্যক্তির কেসাস ফরজ হয়ে যাবে।

২. যে ব্যক্তি চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদির দণ্ড-বিধি প্রয়োগে মারা যায় অথবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও জখমের কেসাসে মারা যায় বায়তুল মালের ফান্ড হতে তার রক্তপণ প্রদান করা হবে।

৩. শরীরে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হতে পারে এমন কোন অঙ্গ বা জখম ভাল না হওয়া পর্যন্ত তার কেসাস নেয়া যাবে না।

৪. যদি কোন আঙ্গুল কেটে ফেলে আর বাদী তা মাফ করে দেয়। অত:পর তা কব্জি বা প্রাণ নাশ পর্যন্ত পৌঁছে এবং মাফ কোন বদলা

[১].হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাঃ নং ৪৪৯৭, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ২৬৯২ শব্দ তারই

ছাড়াই হয় তাহলে কোন কেসাস ও দিয়াত লাগবে না। আর যদি মাফ মাল দ্বারা হয়েছিল এমন হয় তাহলে পুরা দিয়াত পাবে।

◆ **হকের ব্যাপারে ইনসাফ করার বিধান:**

যে ব্যক্তি অন্যকে লাঠি, বেত বা হাত দিয়ে প্রহার করে অথবা চপেটাঘাত করে এর কেসাস হিসাবে অপরাধিকে সেইরূপ ভাবে একই স্থানে ও পরিমাণে আঘাত করা হবে। তবে যদি মাফ করে দেয় তাহলে মাফ হয়ে যাবে।

◆ **যে মানুষের বাড়িতে অনুমতি ছাড়া দৃষ্টি দেয় তার বিধান:**

কেউ যদি কারো ঘরে অনুমতি ছাড়াই দৃষ্টি দেয়, আর তারা তার চোখ তুলে নেয় এতে কোন রক্তপণ বা কেসাস নেই।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺقَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আবুল কাসেম মুহাম্মদ (দ:) বলেন:"যদি কোন ব্যক্তি তোমার অনুমতি ছাড়াই তোমার বাড়ির ভিতরে দিকে উঁকি মারে আর তুমি তার দিকে পাথর ছুড়ে মেরে তার চোখ ফুটা করে দাও তাহলে তোমার কোন অপরাধ হবে না।"[১]

◆ **একজন মানুষের রক্ত আরেক জনের জন্য দেওয়ার বিধান:**

১. বিশেষ প্রয়োজনে একজন মানুষের রক্ত আরেকজনের শরীরে দেয়া বৈধ আছে। যদিও এ বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট দলিল নেয় তবুও অতি প্রয়োজনে ইহা বৈধ। কোন অবিজ্ঞ ডাক্তারের ব্যবস্থাপনায় রক্ত দাতার কোনরূপ ক্ষতি ছাড়াই সম্মতিসাপেক্ষ ডাক্তারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রোগীর মুক্তির জন্য প্রাণ বাঁচানোর পরিমাণ শরীরের খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা বৈধ রয়েছে।

২. বিপদগ্রস্ত ও আকস্মিক অবস্থা যেমন: দুর্ঘটনা ও বাচ্চা প্রসবের অবস্থার জন্য ব্লাড ব্যাংকে রক্ত জমা করে রাখা জায়েজ। এ ছাড়া আরো যে সকল অবস্থায় রক্তশূন্য দেখা দেয়।

---

[১].বুখারী হাঃ নং ৬৯০২ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ২১৫৮

৩- দিয়াতসমূহ

১- প্রাণনাশের দিয়াত বা রক্তপণ

◆ **দিয়াত–রক্তপণ হলো:**

আক্রান্ত ব্যক্তি বা তার অভিভাবককে আক্রমণের কারণে যে সম্পদ প্রদান করা হয় তাকেই দিয়াত বা রক্তপণ বলা হয়।

◆ **দিয়াতের শ্রেণী:**

দিয়াতের শ্রেণী ছয়টি:
(১০০) টি উট, (২০০) টি গরু, (২০০০) ছাগল বা দুম্বা, (১০০০) মিছকাল সোনা, (১২০০০) রূপ্য মুদ্রা ও (২০০) জোড়া কাপড়।

◆ **মুসলিমের দিয়াতের আসল:**

একজন মুসলিম ব্যক্তির মূল রক্তপণ হল: একশত উট। আর অন্যান্য শ্রেণীগুলো তার পরিবর্তে যদি উটের দাম অধিক পরিমাণে বেড়ে যায় অথবা না পাওয়া যায়। সুতরাং একজন মুসলিমের মূল দিয়াত একশত উট। যদি মূল্য বেড়ে যায় তাহলে তার বদলে অন্যটি গ্রহণ করবে। আর যদি অন্যটি হাজির করে তাহলে তা গ্রহণ করা জরুরি। আর দেশের রাষ্ট্রপ্রধান চাইলে যাতে উপকার ও মানুষের জন্য সহজ তা নির্বাচন করতে পারেন।

عَنْ عُمَرَ بن الخطاب ﷺ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: أَلَا إِنَّ الْإِبلَ قَدْ غَلَتْ قَال فَفَرَضَـــهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِـــائَتَيْ حُلَّـــةٍ، قَالَ: وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا فِيمَا رَفَعَ مِنْ الدِّيَةِ. أخرجه أبو داود والبيهقي.

উমার ইবনে খাত্তাব (রা:) একদা খুৎবা প্রদান কালে বলেন: জেনে রাখ উটের মূল্য বেড়ে গেছে। বর্ণনাকারী বলেন: উমার (রা:) দিয়াত নির্ধারণ করেন এভাবে: স্বর্ণের মালিকের জন্য একশত উটের বিনিময় এক হাজার দিনার, রূপার মালিকের জন্য বার হাজার দেরহাম, গরুর মালিকের জন্য দুইশত গরু, ছাগলের মালিকের জন্য দুই হাজার ছাগল,

কাপড়ের মালিকের জন্য দুইশত জোড়া কাপড়। বর্ণনাকারী বলেন: তিনি জিম্মিদের দিয়াতের ব্যাপারটা পূর্বের উপরেই ছেড়ে দেন তথা কোন শিথিল করেননি।"[১]

◆ এক হাজার দিনার ৪২৫০ গ্রাম স্বর্ণ পরিমাণ।

◆ **মুসলিমা নারীর দিয়াতের পরিমাণ:**

একজন মুসলমান নারীকে ভুলবশত: হত্যা করা হলে তার রক্তপণ হলো পুরুষের অর্ধেক। অনুরূপ তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ও জখমের দিয়াত পুরুষের অর্ধেক।

عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ أَنَّ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ تَسْتَوِي فِي السِّنِّ وَالْمُوْضِحَةِ، وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَدِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ. أخرجه ابن أبي شيبة.

শুরায়হ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার নিকট 'উরওয়া বারেকী উমার [ﷺ]-এর নিকট থেকে এসে বলেন: নিশ্চয় নারী ও পরুষ দাঁত ও মাথার জখমের দিয়াতে বরাবর। আর এর চেয়ে উপরের দিয়াতে নারী পরুষের অর্ধেক।[২]

◆ **দিয়াতের প্রকার:**

শ্রেণীর দিক থেকে দিয়াত তিন প্রকার:

প্রাণনাশের দিয়াত----, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিয়াত----- ও কল্যাণকর জিনিসের দিয়াত। যে কেউ সরাসরি কোন মানুষের জীবন নাশে বা কারণে জড়িত থাকবে তার প্রতি দিয়াত জরুরি হবে।

১. যদি দু'জনে সরাসরি অংশ গ্রহণ করে তাহলে দু'জনের প্রতি দিয়াত বর্তাবে।
২. যদি দু'জনই কারণ হয় তাহলে দু'জনের প্রতি দিয়াত আসবে।
৩. যদি একজন সরাসরি আর অপরজন কারণ হয় তাহলে সরাসরি ব্যক্তির উপর জামানত জরুরি। কিন্তু তিনটি মাসায়েল ছাড়া:

---

[১].হাদীসটি হাসান, আবূ দাউদ হাঃ নং ৪৫৪২, বাইহাকী হাঃ নং ১৬১৭১ ইরওয়া দ্রঃ হাঃ নং ২২৪৭

[২]. হাদীসটি সহীহ, ইবনু আবি শাইবা মুসান্নাফে হা: নং ২৭৪৮৭ ইরওয়াউল গালীল দ্র:২২৫০

(ক) যদি সরাসরি ব্যক্তিকে জামানতে শামিল করা সম্ভব না হয়। যেমন: যদি একজন অপরজনকে হাত বাঁধা অবস্থায় সিংহের খাঁচায় নিক্ষেপ করে আর সিংহ তাকে খেয়ে ফেলে।

(খ) যদি সরাসরি ব্যক্তিকে শরিয়তের আজ্ঞাপ্রাপ্ত না হওয়ার কারণে জামানতে বাধ্য না করা যায় যেমন: ছোট বাচ্চা ও পাগল, তাহলে জামানত যারা তাদেরকে অপরাধের জন্য নির্দেশ করেছে তার প্রতি।

(গ) শরিয়তে বৈধ এমন কারণ দ্বারা ঘটলে যেমন: একটি দল মিলে হত্যার যোগ্য কাজের উপর সাক্ষী দেওয়ার পলে তাকে হত্যা করা হলো। এরপর তারা সাক্ষ্য থেকে প্রত্যাবর্তন করে বলল: আমরা তাকে হত্যার ইচ্ছায় সাক্ষী দিয়েছি, তাহলে জামানত সাক্ষীদের প্রতি।

◆ দিয়াতের বিধান:

সাধারণ মুসলিম ব্যক্তি অথবা নিরাপত্তাকামী যিম্মি অথবা চুক্তিবদ্ধ যিম্মি যে ব্যক্তিই হোক না কেন কোন প্রাণকে নষ্ট করলে তার উপর রক্তপণ ফরজ হয়ে যাবে। এ অপরাধ যদি স্বেচ্ছায় হয় তাহলে তৎক্ষনাত অপরাধির সম্পদ হতে রক্তপণ আদায় করা ফরজ। আর যদি সেস্বছায় না হয় বরং সেস্বছার অনুরূপ বা ভুলবশত: হত্যা হয় তাহলে অপরাধির রক্তসম্পর্কীয় পুরুষ ব্যক্তিদের উপর তিন বছর সময়কালে রক্তপণ আদায় করা ফরজ হবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «... وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ». متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"----যার কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে সে যে কোন একটি কল্যাণকর এখতিয়ার করে। চাই সে ফিদয়া নেবে অথবা হত্যার বদলায় হত্যা করবে।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

[১]. বুখারী হা: নং ৬৮৮০ ও মুসলিম হা: নং ১৩৫৫ শব্দ তারই

فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيهَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ.متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [রাঃ] থেকে বর্ণিত। হুযাইল গোত্রের দু'জন নারী একজন অপরজনের উপর পাথর নিক্ষপ করলে তার গর্ভপাত ঘটে। তখন রসূলুল্লাহ [ﷺ] একটি দাস বা দাসী দ্বারা ফয়সালা করেন।"[১]

[১]. বুখারী হা: নং ৬৯০৪ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ১৬৮১

◆ **দিয়াত ফরজের অবস্থাসমূহ:**

নিম্নের অবস্থাগুলোতে দিয়াত নির্দিষ্ট হবে:
যদি নিহত ব্যক্তির অলি দিয়াত এখতিয়ার করে। যদি কেসাস মাফ করে দেয়। যদি অপরাধি ব্যক্তি ধ্বংস হয়ে যায়। যদি অপরাধি চারজনকে হত্যা করে তাহলে তার প্রতি চারটি গর্দান লাগবে। অতএব, যদি চারজনের একজন কেসাস এখতিয়ার করে তাহলে তাকে হত্যা করতে হবে। আর বাকি তিনজনকে তিনটি দিয়াত দিতে হবে; কারণ তাদের প্রত্যেকের হক রয়েছে। কিন্তু পর্যায়ক্রমে শুরু করতে হবে।

◆ **কাফেরের দিয়াতের পরিমাণ:**

কাফের চাই সে আহলে কিতাব হোক বা অগ্নিপূজক কিংবা মূর্তিপূজক হোক অথবা অন্য কোন কাফের হোক। তাদের পুরুষের জন্য রক্তপণ হল একজন মুসলিম পুরুষের রক্তপণের অর্ধেক এবং নারীর রক্তপণ মুসলিমা নারীর অর্ধেক। চাই সে রক্তপণ ব্যক্তির ক্ষেত্রে হোক বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রে বা জখমের ক্ষেত্রেই হোক। অনুরূপ ইচ্ছাকৃত হত্যার হোক বা ভুলবশত: হত্যার হোক; কারণ সকলেই কাফের। কেননা আহলে কিতাব নবী [ﷺ]-এর নবুওয়াতের পরে ইসলামের সাথে কুফরি করেছে। তাই এরা ও কাফেররা সকলেই কুফরিতে, আজাবে, জাহান্নামে প্রবেশে বরাবর এবং দিয়াতেও সমান। কিন্তু যা দলিল দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে যেমন: আহলে কিতাবের নারীদের বিবাহ করা এবং তাদের জবাইকৃত পশু-পাখির মাংস খাওয়া জায়েজ অন্যান্য সমস্ত কাফের থেকে ভিন্ন।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٨٥﴾ ﴾ آل عمران: ٨٥

“আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন তালাশ করে তা তার থেকে কবুল করা হয় না। আর সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।”
[সূরা আলে ইমরান: ৮৫]

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ». وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « دِيَةُ عَقْلِ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ ». أخرجه أبوداود والترمذي.

২. আমর ইবনে শু'য়ায়েব থেকে বর্ণিত, তিনি তার বাবা ও বাবা তার বাবার বাবা (দাদা) থেকে বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"কোন কাফেরের বদলায় কোন মুসলিম হত্যা করা চলবে না।"

একই সনদে নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন, তিনি [ﷺ] বলেছেন: "কাফেরের দিয়াত মুমিনের দিয়াতের অর্ধেক।"[১]

◆ **পেটের বাচ্চার দিয়াতের পরিমাণ:**

যদি পেটের বাচ্চার মার প্রতি আক্রমণের ফলে মৃত্যু অবস্থায় গর্ভপাত ঘটে তাহলে একটি দাস বা দাসী দিয়াত লাগবে। যার মূল পাঁচটি উট। ইহা তার মার দিয়াতের এক দশমাংশ। আর গোলামের দিয়াত তার মূল্য কম হোক বা বেশি হোক।

◆ **বাস-গাড়ি দুর্ঘটনায় কার প্রতি দিয়াত জরুরি:**

গাড়ীর চালকের উদ্ধতা ও অনিয়মের কারণে যদি গাড়ী উল্টে যায় অথবা অন্য গাড়ীর সাথে দুর্ঘটনায় পতিত হয় এতে যা ক্ষতি হবে সবকিছুই চালকের উপর বর্তাবে। কেউ মারা গেলে তার উপর রক্তপণ ও কাফফারা ফরজ হয়ে যাবে। আর যদি চালকের অনিয়ম ছাড়াই কোন দুর্ঘটনা ঘটে যেমন: ভাল চাকা নিয়ে বের হয়েছে কিন্তু পরে তা পাঞ্চার হয়ে দুর্ঘটনা ঘটেছে, এমতাবস্থায় চালককে কোন রক্তপণ ও কাফফারা দিতে হবে না।

◆ **দিয়াত কে বহন করবে:**

তিনজনের কোন একজন দিয়াত বহন করবে:

[১]. হাদীসটি হাসান, আবূ দাউদ হা: নং ৪৫৮৩ ও তিরমিযী হা: নং ১৪১৩ শব্দ তারই

১. হত্যাকারী: স্বেচ্ছায় হত্যায় তার নিজস্ব সম্পদ থেকে তার প্রতি দিয়াত ফরজ হবে, যদি নিহত ব্যক্তির অলিরা কেসাস নেয়া থেকে বিরত হয়।
২. 'আকেলা তথা রক্তসম্পর্কীয় পুরুষ ব্যক্তিরা। এদের প্রতি স্বেচ্ছায় হত্যার অনুরূপ ও ভুলবশত: হত্যার দিয়াত দেয়া ফরজ।
৩. বাইতুল মাল তথা কোষাগার।

◆ **নিম্নলিখিত অবস্থায় বাইতুল মাল ঋণ ও রক্তপণ বহণ করবে:**

১. যখন কোন মুসলমান ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা না রেখে ঋণগ্রস্থ হয়ে মারা যায়, তখন প্রশাসকের দায়িত্ব হলো বাইতুল মাল হতে উক্ত ঋণ পরিশোধ করা।

২. যখন কোন ব্যক্তি ভুলবশত: অথবা ইচ্ছাকৃতের অনুরূপভাবে হত্যা করে এবং তার পক্ষ হতে রক্তপণ পরিশোধের সামর্থ্যবান ব্যক্তি না থাকে। এমনকি নিজেও অক্ষম তখন বাইতুল মাল হতে রক্তপণ প্রদান করা হবে।

৩. যদি কোন নিহত ব্যক্তির হত্যাকারী জানা না যায় যেমন : প্রচণ্ড যানযোটের ভীড়ে পড়ে অথবা তওয়াফ করতে গিয়ে চাপে পড়ে ইত্যাদি ভাবে মারা যায় তাহলে এমন ব্যক্তিদের রক্তপণ বাইতুল মাল হতে প্রদান করা হবে।

৪. যদি বিচারক সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য কসম খাওয়ার ফয়সালা দেন, আর নিহতের ওয়ারিসগণ কসম খেতে ভয় পায় এবং অপরাধিও কসমে রাজি না হয়। এমতাবস্থায় রাষ্ট্রপতি বাইতুল মাল হতে দিয়াত প্রদান করবেন।

৫. যদি রাষ্ট্রপতির বিশেষ কাজে ভুলের কারণে দিয়াত ফরজ হয় তাহলে বাইতুল মাল থেকে আদায় করবেন।

- যদি রাজা প্রজাকে, পিতা পুত্রকে, শিক্ষক ছাত্রকে আদব দেয়ার জন্য সাধারণভাবে শাস্তি প্রয়োগ করে এবং এতে কোন ক্ষতি হয় তখন তারা দায়ভার বহন করবে না।
- যদি কোন ব্যক্তি কুপ খননের জন্য অথবা গাছে উঠার জন্য কোন কর্মচারী নিয়োগ করে এবং সে উক্ত কাজ করতে গিয়ে মারা যায় তাহলে মালিক কোন দায়ভার বহন করবে না।

◆ যিম্মী ব্যক্তিকে হত্যার বিধান:

চুক্তিবদ্ধ যিম্মি অথবা নিরাপত্তাধারী যিম্মিকে হত্যা করা হারাম। যে হত্যা করবে সে মহাপাপে লিপ্ত হবে; কারণ নবী (দ:) বলেন:

« مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا»

أخرجه البخاري.

“যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ লোককে হত্যা করে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না অথচ জান্নাতের ঘ্রাণ চল্লিশ বছরের দূরত্ব হতে পাওয়া যাবে।”[১]

◆ অপরাধি ব্যক্তি মারা গেলে তার দিয়াতের বিধান:

যে স্বেচ্ছায় কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে অত:পর মারা যাবে তার কেসাস রহিত হয়ে যাবে। তবে নিহত ব্যক্তির অলিদের জন্য তার দিয়াত বাকি থাকবে।

---

[১].বুখারী হাঃ নং ৩১৬৬

২-অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও জখমের রক্তপণ

◆ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও জখমের অপরাধ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ঘটানো হয় তাহলে কেসাস ফরজ হবে। আর যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে হয় তাহলে কেসাস নয় বরং রক্তপণ ফরজ হবে।

◆ **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও জখমের রক্তপণ তিন প্রকার:**

১. প্রথম প্রকার: শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও উপকারী বস্তুসমূহের রক্তপণ।

(ক) মানুষের শরীরে যে সমস্ত অঙ্গ একটি সে ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির পূর্ণ রক্তপণ দিতে হবে যেমন: নাক, জিহবা, লিঙ্গ, অনুরূপ শ্রবণ শক্তি, দর্শন শক্তি, বাকশক্তি, বিবেক বুদ্ধি ও মেরুদণ্ড ইত্যাদি।

(খ) মানুষের শরীরে যে সমস্ত অঙ্গ দুটি যেমন: দুই চক্ষু, দুই কান, দুই ঠোঁট, দুই হাত, দুই পা ও দুই চোয়াল ইত্যাদি। এগুলোর প্রতিটির জন্য অর্ধেক রক্তপণ। আর যদি দু'টিই নষ্ট হয়ে যায় তখন একজন মানুষের পূর্ণ রক্তপণ দিতে হবে। যদি কোন একটি অকেজো হয়ে যায় তাহলে অর্ধেক রক্তপণ। আর যদি দু'টিই অকেজো হয়ে যায় তখন পূর্ণ রক্তপণ দিতে হবে। আর এক চোখ অন্ধ অপরটি ভাল, এমন ব্যক্তির ভাল চোখটি নষ্ট হয়ে গেলে পূর্ণ দিয়াত-রক্তপণ দিতে হবে।

(গ) মানুষের শরীরে যে সমস্ত অঙ্গ চারটি যেমন: দু চোখের চারটি পাতা, এগুলোর একটি নষ্ট হলে এক চতুর্থাংশ রক্তপণ। আর চারটি নষ্ট হয়ে গেলে পূর্ণ রক্তপণ দিতে হবে।

(ঘ) মানুষের শরীরে যে সমস্ত অঙ্গ দশটি যেমন: দুই হাত ও দুই পা এর দশটি আঙ্গুল। প্রতিটি আঙ্গুলে এক দশমাংশ রক্তপণ আর দশটি আঙ্গলে পূর্ণ রক্তপণ। এক আঙ্গুলের মাথায় পূর্ণ আঙ্গুলের এক তৃতীয়াংশ রক্তপণ। আর বৃদ্ধা আঙ্গুলের মাথায় অর্ধ আঙ্গুলের রক্তপণ। যদি কোন একটি আঙ্গুল অকেজো হয়ে যায় তাতে এক দশমাংশ রক্তপণ। দশটি আঙ্গুলই অকেজো হয়ে গেলে পূর্ণ মানুষের রক্তপণ।

(ঙ) দাঁতের রক্তপণ: মানুষের মোট ৩২টি দাঁত। এর মধ্যে চারটি ছানায়া-সামনের দাঁত, চারটি রুবাইয়া, চারটি আনয়াব-কর্তন দাঁত এবং

বাকি বিশটি আযরাস-মাঢ়ীর দাঁত। প্রতিটি দাঁতের রক্তপণ হল-পাঁচটি করে উট। আর সমস্ত দাঁতের মোট দিয়াত হলো (১৬০) টি উট।

◆ **চুল ও পশমের দিয়াত:**

মাথা, দাঁড়ি, দুই চোখের ভ্রু ও দুই চোখের পাতার চুল-এই চার শ্রেণীর চুলের যে কোন একটি নষ্ট হয়ে গেলে পূর্ণ রক্তপণ দিতে হবে। তবে শুধু এক চোখের ভ্রু নষ্ট হলে অর্ধেক রক্তপণ এবং এক চোখের পাতার চুল নষ্ট হলে এক চতুর্থাংশ রক্তপণ দিতে হবে।

◆ **অবশ অঙ্গের দিয়াত:**

পঙ্গু হাত, দৃষ্টিহীন চোখ ও কালদাঁত নষ্ট হলে স্ব-স্ব রক্তপণের এক তৃতীয়াংশ প্রদান করতে হবে।

২. দ্বিতীয় প্রকার: মাথা ও শরীরে বড় আঘাত হলে তার রক্তপণ:

মাথা বা চেহারায় যে আঘাত হয় ইহা সাধারণত: দশ ধরণের হতে পারে, পাঁচটিতে বিচার অনুযায়ী রক্তপণ দিতে হবে আর অপর পাঁচটিতে শরীয়তের নির্ধারিত রক্তপণ দিতে হবে।

বিচার দ্বারা পাঁচটি আঘাত হলো:

১. হারেসা: চামড়ায় সামান্য জখম, যাতে কোন রক্তপাত হয় না।
২. বাজেলা: এমন জখম যাতে সামান্য রক্তপাত হয়।
৩. বাযে'আ: চামড়া জখম হওয়ার পর গোশতও ভেদ করে।
৪. মুতালাহেমা: যে জখম গোস্তের গভীরে চলে যায়।
৫. সেমহাক: যে জখম গোশত ও হাড়ের মাঝে পাতলা আবরণ পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

◆ উপরোক্ত পাঁচটি জখমের ক্ষেত্রে রক্তপণের পরিমাণ নির্ধারণ করা নেই বরং এগুলো বিচার দ্বারা করতে হবে।

◆ **বিচার হলো:** অপরাধিকে একজন অপরাধি না এমন দাস নির্ধারণ করবে। অত:পর সে তা থেকে মুক্ত নির্ধারণ করবে। এরপর যে কম মূল্য হবে সে পরিমাণ তার দিয়াত হবে। আর বিচারক সাহেব এর নির্ধারণে প্রচেষ্টা করবেন এবং বিচারে দুর্নাম, ক্ষতি ও ব্যাথা হাসিলের ব্যাপারে লক্ষ্য রাখবেন।

আর যে সমস্ত জখমে ইসলামী শরিয়তে রক্তপণ নির্দিষ্ট করে দেয়া আছে তা হলো:

১. **মূযেহা:** যে জখম হাড় পর্যন্ত পৌঁছে এবং হাড় স্পষ্টভাবে বের হয়ে যায়। এতে রক্তপণ হল পাঁচটি উট।

২. **হাশেমা:** যে জখম হাড় পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং হাড় ভেঙ্গে দেয়। এতে রক্তপণ হল দশটি উট।

৩. **মুনাক্কিলা:** যে জখম হাড় পর্যন্ত পৌছে যায় এবং হাড় ভেঙ্গে ও হাড় বের হয়ে যায় বা সরে যায়। এতে রক্তপণ হল: পনেরটি উট।

৪. **মা'মূমা:** যে জখম মস্তিস্ক বা মগজের উপরের আবরণ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এতে রক্তপণ হল: পূর্ণ রক্তপণের এক তৃতীয়াংশ।

৫. **দামেগা:** যে জখমে মস্তিস্ক বা মগজের উপরের আবরণ ভেদ বা ছিন্ন হয়ে যায় এতেও পূর্ণ রক্তপণের এক তৃতীয়াংশ।

◆ সমস্ত শরীরের কোথাও যদি জখম হয় এবং তা গভীরে পৌঁছে যায় তাহলে এক তৃতীয়াংশ রক্তপণ দিতে হবে। আর যদি গভীরে না পৌঁছে তাহলে বিচারকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রক্তপণ দিতে হবে।

◆ জায়েফা অর্থাৎ– জখম যদি পেট, পিঠ, বক্ষ ও কণ্ঠনালীর গভীরে পৌঁছে যায় তাহলে এক তৃতীয়াংশ রক্তপণ দিতে হবে।

৩. তৃতীয় প্রকার: হাড়ের রক্তপণ:

হাড় ভাংলে নিম্নের নিয়মে দিয়াত ওয়াজিব হবে:

১. পাঁজর ভেঙ্গে যাওয়ার পর তা ব্যাণ্ডেজ করে ঠিক হয়ে গেলে একটি উট রক্তপণ দিতে হবে।

২. কাঁধের সাথে সম্পৃক্ত বুকের একটি হাড় ভেঙ্গে গেলে তা ব্যাণ্ডেজ করে ঠিক হলে একটি উট। আর দু'টি হাড় হলে দুটি উট রক্তপণ দিতে হবে।

৩. হাত, বাহু, উরু, পায়ের নলা যদি ভাঙ্গার পর ব্যাণ্ডেজ করে ঠিক হলে দু'টি উট।

৪. উল্লেখিত হাড়গুলো ব্যাণ্ডেজ করে ঠিক না হলে বিচারকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রক্তপণ দিতে হবে। আর মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেলে ব্যাণ্ডেজ দিয়ে ঠিক করা সম্ভব না হলে পূর্ণ ব্যক্তির রক্তপণ দিতে হবে।

◆ উপরোল্লেখিত হাড় ছাড়া অন্যসব হাড়ের ক্ষেত্রে বিচারকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রক্তপণ দিতে হবে।

◆ যদি আক্রমনাক্ত ব্যক্তি অপরাধির নিকট দিয়াতের বদলায় চিকিৎসা চায়, তাহলে ইহা তার হক হবে না। বরং শরিয়ত কর্তৃক দিয়াত তাকে দেওয়া হবে। চাই তা কম হোক বা বেশি হোক এবং সে তার প্রতি আল্লাহ ত তাঁর রসূলের বিধানে সন্তুষ্টি থাকা ওয়াজিব।

পূর্বোল্লেখিত বিধানসমূহের দলিল হল:

عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ: .... وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ الْإِبِلِ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ، وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ ». أخرجه النسائ والدارمي.

নবী (দ:) ইয়ামান বাসীদের জন্য লিখিতভাবে এক ফরমান জারি করেন যাতে ফরজ, সুন্নাত ও রক্তপণের বিবরণ ছিল------। কোন ব্যক্তির রক্তপণ হল: একশত উট, সম্পূর্ণ নাক কেটে ফেললে পূর্ণ রক্তপণ, অনুরূপ জিহবা, দুই ঠোঁট, অণ্ডকোসের দুই বিচি, লিঙ্গ, মেরুদণ্ড, দুই চক্ষু ইত্যাদিতে পূর্ণ রক্তপণ, একটি পায়ে অর্ধেক রক্তপণ, মাথার জখমে মস্তিস্ক বা মগজের উপরের আবরণ পর্যন্ত পৌঁছলে এবং পেট, পিঠ, বুক ও কণ্ঠনালীর গভীরে পর্যন্ত জখম হলে এক তৃতীয়াংশ রক্তপণ, শরীরের গোশত ভেদ হয়ে হাড় ভেঙ্গে বের হয়ে আসলে পনেরটি উট রক্তপণ, হাত ও পায়ের প্রতিটি আঙ্গুলে দশটি উট, দাঁতে এবং মাংস ভেদ হয়ে হাড় বের হয়ে গেলে এতে পাঁচটি উট, মহিলাকে কোন পুরুষ হত্যা

করলে তাকেও কেসাস হিসাবে হত্যা করা হবে। আর স্বর্ণের মালিকের নিকট এক হাজার দিনার নেয়া হবে।"[১]

◆ **নারীর দিয়াতের পরিমাণ:**

মহিলাকে ভুলবশত: হত্যা করা হলে পুরুষের অর্ধেক রক্তপণ। অনুরূপ মহিলার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও জখমে পুরুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও জখমের অর্ধেক রক্তপণ।

[১].হাদীনটি সহীহ, নাসাঈ হাঃ নং ৪৮৫৩, দারেমী হাঃ নং ২২৭৭ ইরওয়াউল গালীল দ্রঃ ২২১২

২- সাজা-দণ্ডবিধির অধ্যায়

এর মধ্যে রয়েছেঃ

১. জেনা-ব্যভিচারের সাজা।

২. জেনার অপবাদের সাজা।

৩. চুরি করার সাজা।

৪. রাহাজানি-ডাকাতি-ছিনতাই ইত্যাদির সাজা।

৫. বিদ্রোহীদের সাজা।

(এ ছাড়াও রয়েছে সাধারণ শাস্তি, ধর্মত্যাগ, হলফ-সপথ, নজর-মান্নত)

قال الله تعالى :

﴿ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾ ﴾ [البقرة:١٨٧]

আল্লাহর বাণীঃ

"এই হলো আল্লাহ কর্তৃক বেঁধে দেয়া সীমানা। অতএব, এর কাছেও যেও না। এমনিভাবে বর্ণনা করেন আল্লাহ নিজের আয়াতসমূহ মানুষের জন্য, যাতে তারা বাঁচতে পারে।" [সূরা বাকারা:১৮৭]

দণ্ড-সাজা অধ্যায়

দণ্ডবিধির আহকাম

◆ "হুদূদ" শব্দটি "হাদ্দ"এর বহুবচন যার অর্থ দণ্ড বা সাজাসমূহ। ইসলামে দণ্ড-সাজা বলা হয়: আল্লাহ তা'য়ালার আদেশের নাফরমানি করার জন্য শরিয়ত কর্তৃক নির্দিষ্ট শাস্তি।

◆ **দণ্ডবিধির প্রকারসমূহ:**

ইসলামে দণ্ডবিধি পাঁচ প্রকার যথা:

১. জেনা-ব্যভিচারের সাজা।

২. সতী-সাধ্বী মহিলা বা সৎ-সাধু পুরুষের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপের সাজা।

৩. চুরি করার সাজা।

৪. রাহাজানি-ছিনতাই-ডাকাতি ইত্যাদির সাজা।

৫. বিদ্রোহীদের সাজা।

এ সকল অপরাধের প্রতিটির জন্য রয়েছে শরীয়তের নির্দিষ্ট শাস্তি।

◆ **দণ্ডবিধি-সাজা জারিকরণের হিকমত:**

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর এবাদত ও আনুগত্য করার জন্য নির্দেশ করেছেন। তিনি যা আদেশ করেছেন তা করতে এবং যা নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাকতে নির্দেশ করেছেন। আর তাঁর বান্দাদের কল্যাণার্থে বিভিন্ন দণ্ডবিধি আরোপ করেছেন। যারা এগুলো পালন করবে তাদের জন্য জান্নাত এবং যারা অমান্য করবে তাদের জন্য জাহান্নামের অঙ্গিকার করেছেন।

সুতরাং, মানুষের প্রবৃত্তি যখন অবাধ্য হয়ে পড়ে এবং পাপে লিপ্ত হয় তখন আল্লাহ তার জন্য তওবা ও ক্ষমার দরজা উম্মুক্ত করে দেন। কিন্তু যখন প্রবৃত্তি আল্লাহর নাফরমানি করতেই থাকে এবং ফিরে আসতে অস্বীকার করে বরং আল্লাহর নিষিদ্ধ সীমানার মাঝে ঢুকে পড়ে এবং তাঁর সীমা-রেখা অতিক্রম করে। যেমন : মানুষের সম্পদ ও ইজ্জতের উপর চড়াও করা। এমতাবস্থায় আল্লাহর দণ্ড ও সাজা বাস্তবায়ন করে তার

নফসের অবাধ্যতাকে নিয়ন্ত্রণ করা ও বাধা দেয়া একান্ত জরুরি। যাতে করে উম্মতের নিরাপত্তা ও শান্তি নিশ্চিত হয়। আর প্রতিটি দণ্ডবিধি আল্লাহর পক্ষ থেকে দয়া স্বরূপ এবং সবার প্রতি নিয়ামত।

◆ পাঁচটি জরুরি জিনিসের সংরক্ষণ:

মানুষের জীবন পাঁচটি জরুরি (দ্বীন, জীবন, সম্পদ, বিবেক ও সম্মান) জিনিসকে হেফাজত করার উপর নির্ভরশীল। দণ্ড-সাজা বাস্তবায়নে ঐ জরুরি বিষয়গুলোর হেফাজত ও প্রতিরক্ষা হয়।

অতএব, কেসাস দ্বারা জীবনের হেফাজত, চুরির সাজা বাস্তবায়নে সম্পদের হেফাজত, ব্যভিচার ও অপবাদের দণ্ডদানে ইজ্জত-সম্মানের রক্ষা, মদ পানের সাজায় বিবেকের হেফাজত, বিদ্রোহের দণ্ডবিধি দ্বারা নিরাপত্তা ও সম্পদ এবং জীবন ও সম্মানের হেফাজত। আর সকল দণ্ডবিধি প্রয়োগে হয় দ্বীনের রক্ষা।

◆ দণ্ড-সাজার ফিকাহ-সূক্ষ্ম বুঝ:

শরিয়তের দণ্ড-সাজাসমূহ পাপ করার জন্য শরিয়ত কর্তৃক নির্দিষ্ট শাস্তি। শরিয়তে পাপ ছাড়া কোন শাস্তি নেই। তাই ওয়াজি বা জায়েজ কাজ ত্যাগ করলে কোন শাস্তি নেই। আর ওয়াজিব ত্যাগ করা হারাম কাজ করা শামিল। কিন্তু তাতে কোন শাস্তি নেই। হ্যাঁ, যদি মুরদাত হয়ে যায় তাহলে তাতে হত্যা রয়েছে। মুরদাত হলে হত্যা ও স্বেচ্ছায় হত্যা করলে কেসাস এ দু'টি দণ্ড-সাজার অন্তর্ভুক্ত নয়; কারণ দণ্ড-সাজা আল্লাহর হক যা অবশ্যই বাস্তবায়ন করতে হবে এবং কোন ক্রমেই বাদ পড়বে না যদিও কর্তা তওবা করুক না কেন। আর কেসাস মাফ করার মাধ্যমে বাদ পড়ে যায়; কারণ ইহা মানুষের হক, সে চাইলে বাদ করতে পারে। আর মুরদাত তথা ধর্ম ত্যাগের হত্যা সে তওবা করে ইসলামে ফিরে আসলে বাদ পড়ে যায়।

◆ দণ্ড-সাজা কায়েম করার সূক্ষ্ম বুঝ:

দণ্ডবিধি ও সাজাসমূহ পাপ থেকে ধমকি ও তিরস্কার এবং সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য পরিপূরক ও সংশোধন। তাকে তার পাপ ও অপরাধ থেকে

পবিত্র করে। আর অন্যদের ঐ কাজে লিপ্ত না হওয়ার জন্য হুমকি ও ভয়-ভীতি এবং আতঙ্ক সৃষ্টিকারী।

◆ আল্লাহ কর্তৃক শরিয়তের দণ্ডবিধি ও সাজাসমূহ:

ইহা হলো আল্লাহর হারামকৃত বস্তুসমূহ যা সম্পাদন ও লঙ্ঘন করতে নিষেধ করেছেন। যেমন: ব্যভিচার, চুরি ইত্যাদি। তাঁর দণ্ডবিধিসমূহ যা তিনি নির্দিষ্ট ও সীমিত করেছেন যেমন: উত্তরাধিকারের বিধিমালা। আর আল্লাহর হারামকৃত বস্তু হতে হুমকি ও বিরতকারী নির্দিষ্ট সাজাসমূহ। যেমন: ব্যভিচার ও অপবাদের সাজা এবং অনুরূপ আরো যা শরিয়ত নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এগুলোর মাঝে কম-বেশী করা নাজায়েজ।

◆ কেসাস ও হুদূদের মধ্যে পার্থক্য:

কেসাসে হক আদায় বা মাফ করার ব্যাপারটা নিহত ব্যক্তির অভিভাবক ও যার প্রতি অপরাধ করা হয়েছে বেঁচে থাকলে সে নিজেই। আর তারা যা চাইবে তার বাস্তবায়নকারী হলেন রাষ্ট্রপতি। আর হুদূদ তথা দণ্ডবিধির ব্যপারটা হলো রাষ্ট্রপতির হাতে। সুতরাং, বিষয়টা তাঁর নিকটে পৌঁছার পর রহিত করা জায়েজ নয়। অনুরূপ কেসাসের অপরাধ মাফ করে তার পরিবর্তে দিয়াত নেওয়া বা সম্পূর্ণ ক্ষমা করাও জায়েজ আছে। কিন্তু দণ্ডবিধিতে কোন বদলী বা বদলী ছাড়া কোনভাবেই মাফ করা এবং শুপারিশকরা জায়েজ নেই।

◆ কার উপরে দণ্ড-সাজা কায়েম করা যাবে:

সাবালক, বিবেকবান, ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদনকারী, স্মরণকারী, হারাম বিষয়ে অবগত ও মুসলিম ও যিম্মী এমন ইসলামের হুকুম পালনকারী ছাড়া অন্যের উপর সাজা বাস্তবায়ন করা যাবে না।

عَنْ عَلِيٍّ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَـــةٍ :عَـــنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِـــلَ».

أخرجه أحمد وأبو داود.

১. আলী [ﷺ] কর্তৃক বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ননা করেন। তিনি [ﷺ] বলেছেন:"তিনজনের কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে: ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ ঘুম থেকে না উঠে। নাবালক বাচ্চারা যতক্ষণ সাবালক না হয়। আর পাগল-উম্মাদ যতক্ষণ বিবেকবান না হয়।"[১]

وَلَمَّا نَـــزَلَتْ: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ﴿٢٨٦﴾ ﴾ قَالَ اللهُ تَعَالَى : « قَدْ فَعَلْتُ ». أخرجه مسلم.

২. আল্লাহর বাণী: "হে আমাদের প্রতিপালক আমরা যা ভুলে যায় বা ভুল-ক'রে করি সে ব্যাপারে আমাদেরকে পাকড়াও কর না।"

[সূরা বাকারা: ২৮৬] যখন নাজিল হয় তখন আল্লাহ [ﷻ] বলেন: "নিশ্চয়ই তা করেছি।"[২]

◆ সাজা বাস্তবায়ন করতে দেরী করার বিধান:

প্রমাণিত হলে জলদি করে সাজা বাস্তবায়ন করা ফরজ। আর যদি এমন কোন প্রতিবন্ধক পেশ হয় যার মাঝে ইসলামের উপকার নিহিত রয়েছে, তাহলে সাজা প্রদানে দেরী করা জায়েজ আছে। যেমন: যুদ্ধ ও রোগ। অথবা অপরাধির সঙ্গে আছে এমন জিনিস যেমন: গর্ভবতী ও দুগ্ধপায়ী বাচ্চা ইত্যাদি।

◆ দণ্ড-সাজা কে কায়েম করবেন:

দণ্ড বাস্তবায়নের দায়িত্ব নিবেন মুসলিমদের রাষ্ট্রপতি অথবা তিনি যাকে দায়িত্ব দিবেন তিনি। মানুষের সমাবেশ হয় এমন কোন স্থানে মুমিনদের একটি দলের উপস্থিতিতে সাজা দিতে হবে। কোন মসজিদে সাজা দেয়া চলবে না।

---

[১] .হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ৯৪০, ইরওয়াউল গালীল দ্রষ্টব্য হাঃ নং ২৯৭ আবূ দাউদ হাঃ নং ৪৪০৩ শব্দ তারই

[২] .মুসলিম হাঃ নং ১২৬

◆ মক্কার সীমানার ভিতরে সাজা কায়েম করার বিধান:

মক্কার হারামে কেসাস ও সাজা কায়েম করা জায়েজ। সেখানে কোন অপরাধিকে আশ্রয় দেয়া যাবে না। অতএব, যার উপর আল্লাহ তা'য়ালার কোন দণ্ড-সাজা ফরজ হবে। যেমন : চাবুক মারা কিংবা জেলে আবদ্ধ রাখা বা হত্যা করা। মক্কার হারামে বা অন্য যে কোন স্থানে হোক না কেন তা তার উপর কায়েম করতে হবে।

◆ সাজার চাবুক মারার পদ্ধতি:

চাবুক না নতুন আর না পুরাতন বরং মধ্যম ধরনের চাবুক দ্বারা চাবুক মারতে হবে। চাবুক মারার সময় কাপড় খুলে নেওয়া যাবে না। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় মারতে হবে। আর মুখমণ্ডল, মাথা, লজ্জাস্থান ও সামনে মারবে না। মহিলাদের চাবুক মারার সময় কাপড় ভাল করে বেঁধে নিতে হবে।

◆ একাধিক সাজা একত্রে হলে তার বিধান:

যদি আল্লাহর একই ধরণের সাজা একজনের উপর একত্রিত হয় যেমন: একাধিক বার ব্যভিচার বা চুরি করেছে তাহলে শুধুমাত্র একবার শাস্তি দিতে হবে। আর যদি বিভিন্ন ধরণের সাজা হয় যেমন: বিবাহিত ব্যক্তির ব্যভিচার, চুরি ও মদ পান তাহলে হালকা হতে শুরু করতে হবে। প্রথমে মদ পানের তারপরে ব্যভিচারের এবং শেষে চুরির হাত কাটা।

◆ সাজার চাবুক মারার প্রকার:

আল্লাহর দণ্ডবিধির সবচেয়ে শক্ত হলো ব্যভিচারের চাবুক। অত:পর অপবাদের এরপর মদ পানের।

◆ যে ব্যক্তি রাষ্ট্রপতির নিকট সাজা স্বীকার করবে তার বিধান:

যদি কোন ব্যক্তি নিজের সাজার কথা রাষ্ট্রপতির নিকট স্বীকার করে আর বর্ণনা না দেয় তাহলে তার দোষ ঢেকে রাখতে হবে এবং সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা যাবে না।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، قَالَ: وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُ قَالَ وَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللَّهِ، قَالَ:« أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا؟ » قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ:« فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ أَوْ قَالَ حَدَّكَ». متفق عليه.

আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি নবী [ﷺ]-এর নিকটে ছিলাম এমন সময় একজন মানুষ এসে বলল: ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি সাজার কাজ করে ফেলেছি। অতএব, আমার প্রতি তা কায়েম করুন। আনাস (রা:) বলেন: তিনি [ﷺ] সে ব্যাপারে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না। সালাতের সময় হলে লোকটি রসূল [ﷺ]-এর সাথে সালাত আদায় করল। নবী [ﷺ] যখন সালাম শেষ করলেন তখন লোকটি তাঁর নিকটে দাঁড়িয়ে বলল: ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি সাজার কাজ করেছি। সুতরাং, আমার উপর আল্লাহর কিতাবের সাজা কায়েম করুন। নবী [ﷺ] বললেন: তুমি আমাদের সাথে সালাত আদায় করনি? লোকটি বলল হ্যাঁ। রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন: "নিশ্চয় আল্লাহ তোমার পাপকে অথবা বলেন: তোমার সাজাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।"[১]

◆ **নিজের ও অন্যের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখার ফজিলত:**

মোস্তাহাব হলো যে ব্যক্তি পাপ করবে তা গোপন রেখে আল্লাহর নিকট তওবা করা। আর যদি কেউ পাপ ক'রে তা প্রকাশ না করে তাহলে তার পাপ জানার পরে তা গোপন রাখা মোস্তাহাব। কারণ এর দ্বারা উম্মতের মাঝে অশ্লীল কাজ প্রচার ও বিস্তার হবে না।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنْ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ

[১]. বুখারী হাঃ ৬৮২৩ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ ২৭৬৪

يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولَ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا ، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ». متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "পাপ করে প্রকাশকারী ব্যতীত আমার উম্মতের সকলকে মাফ করা হবে। প্রকাশের মধ্যে যেমন:একজন রাত্রের অন্ধকারে কোন পাপ করে। অত:পর প্রভাত করে আল্লাহ তার পাপকে গোপন রাখা অবস্থায়। কিন্তু সে বলে বেড়ায়: হে অমুক! আমি গতকাল রাত্রে এমন এমন কাজ করেছি। অথচ তার প্রতিপালক পাপকে গোপন রেখে তাকে রাত্রি যাপন করিয়েছেন। আর সে তার থেকে আল্লাহর পর্দাকে উম্মোচন করে প্রভাত ক'রে।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ».

أخرجه مسلم.

২. আবু হুরাইরা [رضي الله عنه] কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোন মুমিনের দুনিয়ার কোন মুসিবত দূর করবে আল্লাহ তা'য়ালা তার কিয়ামতের দিনের মুসিবত দূর করবেন। আর যে কোন ঋণ আদায়ে অক্ষম ব্যক্তির উপর সহজ করবে আল্লাহ তা'য়ালা তার উপর দুনিয়া-আখেরাতে সহজ করবেন। আর যে কোন মুসলিম ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবে আল্লাহ তা'য়ালা তার দুনিয়া-আখেরাতে গোপন রাখবেন। আল্লাহ বান্দার ততক্ষণ সাহায্য করেন যতক্ষণ বান্দা ভাইয়ের সাহায্য করে।"[২]

[১]. বুখারী হাঃ ৬০৬৯ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ ২৯৯০

[২] .মুসলিম হাঃ নং ১৬৯৯

◆ **দণ্ড-সাজার ব্যাপারে সুপারিশের বিধান:**

নিকটের ও দূরের এবং ভদ্র ও ইতর সকলের উপর সাজা বাস্তবায়ন করা ফরজ। যখন কোন সাজার ব্যাপার রাষ্ট্রপতির নিকট পৌঁছে যাবে তখন তা রহিত করার জন্য সুপারিশ করা অথবা তা বন্ধ করার জন্য প্রচেষ্টা করা হারাম। আর রাষ্ট্রপতির জন্য কোন প্রকার সুপারিশ গ্রহণ করাও হারাম। তাঁর নিকটে যখন কোন সাজার ব্যাপার আসবে তখন তা কায়েম করা তাঁর প্রতি ফরজ। আর অপরাধীর নিকট থেকে কোন প্রকার খুষ নিয়ে তার দণ্ড রহিত করা হারাম।

আর যে ব্যভিচারী বা চোর কিংবা মদ্যপায়ী ইত্যাদির নিকট থেকে কোন প্রকার টাকা-পয়সা নিয়ে আল্লাহর দণ্ডবিধি রহিত করবে সে জঘন্য দু'টি বিপর্যয় একত্র করবে। একটি হলো: দণ্ডবিধি রহিতকরণ আর অপরটি হচ্ছে ঘুষ ভক্ষণ এবং একটি ফরজকে ত্যাগ ও হারাম কাজের প্রদর্শন।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّتْهُمْ الْمَرْأَةُ الْمَخْزُومِيَّةُ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ؟» ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ قَالَ:« يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا». متفق عليه.

আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত কুরাইশদেরকে মাখযূমী গোত্রের মহিলার চুরির ব্যাপাটা চিন্তিত করে ফেলে। ফলে তারা বলে: কে এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সঙ্গে কথা বলবে। এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর প্রিয় উসামা বিন জায়েদ [رضي الله عنه] ছাড়া আর কেউ সাহস রাখে না। উসামা রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সথে কথা বললে, তিনি বলেন:"তুমি আল্লাহ প্রদত্ত দণ্ডবিধি ব্যাপারে সুপারিশ করছ?" অত:পর তিনি [ﷺ] দাঁড়িয়ে ভাষণ

প্রদান করে বলেন: "হে মানুষ সকল! তোমাদের পূর্বের জাতিরা ধ্বংস হয়েছে তার কারণ; যদি কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করত তাহলে তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যদি কোন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করত তাহলে তার প্রতি তারা সাজা বাস্তবায়ন করত। আল্লাহর শপথ! যদি ফাতেমা বিন্তে মুহাম্মদও চুরি করত তাহলে মুহাম্মদ তার হাত কর্তন করত।" [১]

◆ হত্যাকৃত ব্যক্তির জানাজা নামাজের বিধান:

কেসাস তথা হত্যার বদলে হত্য অথবা কোন সাজা কিংবা শাস্তি প্রদান করে হত্যাকৃত ব্যক্তি যদি মুসলিম হয় তাহলে তাকে গোসল দিয়ে তার নামাজে জানাজা আদায় করতে হবে। আর মুসলমানদের কবরস্থানে সমাধি করতে হবে। আর মুরতাদ তথা দ্বীনত্যাগী কাফেরকে গোসল ও তার জানাজার নামাজ এবং মুসলমানদের কবরাস্থনে দাফন কোনটাই চলবে না। তার জন্য একটি গর্ত করে সেখানে কাফেরদের ন্যায় পুঁতে দিতে হবে।

◆ দণ্ড-সাজা কায়েম করা ফরজ:

অপরাধসমূহের সমাপ্তি ঘটানো ও সমাজকে তার অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর একটিই মাত্র উপায় তা হলো: অপরাধীদের উপর আল্লাহর শর'য়ী দণ্ড-সাজাসমূহের বাস্তবায়ন। আর অপরাধীদের থেকে আর্থিক জরিমানা গ্রহণ অথবা জেল খানায় আবদ্ধ রাখা কিংবা অনুরূপ মানব রচিত বিভিন্ন ধরনের শাস্তি প্রদান করা নিশ্চয় জুলুম, ধ্বংস ও অনিষ্টতার বৃদ্ধি ছাড়া আর কি?

◆ নিরপরাধ ব্যক্তিরা:

নিরপরাধ ব্যক্তিরা হলো চারজন: মুসলিম, যিম্মী, নিরাপত্তাধারী ও সন্ধিকৃত ব্যক্তি। আর ইসলামের বিধান মানতে যারা বাধ্য তারা হলো দুই প্রকার: মুসলিম ও যিম্মী। যিম্মী ব্যক্তি ইসলামের বিধানসমূহ মানতে বাধ্য। কিন্তু তাকে এবাদত করার ব্যাপারে বাধ্য করা যাবে না। আর যে

---

[১].বুখারী হাঃ নং ৬৭৮৮ শব্দ তারই , মুসলিম হাঃ নং ১৬৮৮

বিষয়ে সে হারাম আকিদা রাখে শুধু সে ব্যাপারে তার প্রতি দণ্ড-সাজা কায়েম করা যাবে যেমন জেনা।

জেনা প্রতিটি শরিয়তেই হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। যদি যিম্মী ব্যক্তি তার অনরূপ মহিলার সাথে জেনা করে তাহলে তার প্রতি সাজা কায়েম করা হবে; কারণ জেনায় দু'টি কারণ রয়েছে: অনুরূপ কাজে দ্বিতীয়বার যেন পতিত না হয় এবং গোনাহ্ মাফ। যদি সে মাফযোগ্য না হয় কারণ সে কাফের তাহলে দ্বিতীয় কারণে তার প্রতি সাজা কায়েম করা হবে আর তা হলো:অনুরূপ কাজে যেন আবার লিপ্ত না হয়।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ. متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [রাঃ] থেকে বর্ণিত। ইহুদিরা তাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী যারা জেনা করেছিল নবী [ﷺ]-এর নিকট নিয়ে আসে। তখন তিনি [ﷺ] তাদের দুইজনকে রজম করার নির্দেশ করেন। অত:পর তাদেরকে মসজিদের জানাজার নামাজ পড়ার স্থানের নিকটে রজম করা হয়।"[১]

[১]. বুখারী হা: নং ১৩২৯ শব্দ তারই ও মুসলিম ১৬৯৯

দণ্ড-সাজার প্রকার

১- ব্যভিচারের দণ্ড-সাজা

◆ **জেনা-ব্যভিচার:**

অবৈধ নারীর স্ত্রীলিঙ্গে মিলন করা এমন অশ্লীল কাজকে জেনা-ব্যভিচার বলে।

◆ **জেনার বিধান:**

জেনা করা সম্পূর্ণভাবে হারাম। ইহা একটি বিরাট অপরাধ। আর আল্লাহর সঙ্গে শিরক ও নিরপরাধী কোন ব্যক্তিকে হত্যার পরের স্তরের কবিরা গুনাহ। এর ঘৃণ্যতা ও নোংরাপনার বিভিন্নরূপ রয়েছে। বিবাহিত নারীর সঙ্গে জেনা, মুহাররামাতের (যাদের সাথে স্থায়ীভাবে বিবাহ হারাম) সঙ্গে জেনা এবং পড়শীর স্ত্রীর সাথে জেনা সবচেয়ে জঘন্য জেনা।

◆ **জেনার ক্ষতি:**

জেনার সর্বনাশা সবচেয়ে বড় সর্বনাশ। ইহা দুনিয়াতে বংশকুল ও লজ্জাস্থান এবং ইজ্জত-সম্মান হেফাজতের যে নীতিমালা রয়েছে তার সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ। জেনায় সর্বপ্রকার অনিষ্ট কেন্দ্রিভূত হয়। এর দ্বারা বান্দার জন্য সমস্ত পাপের দরজাগুলো খুলে যায়। এ ছাড়া জন্ম নেয় বহুবিধ মানসিক ও দৈহিক রোগ-বালা। আর বানায় অভাব ও অনটনের উত্তরাধিকারী। ব্যভিচারীরা মানুষের নিকট ঘৃণিত ও অসম্মানিত বলে বিবেচিত হয়। ব্যভিচারীর চেহারায় ফুটে উটে ফেসাদের চিহ্ন এবং হয়ে পড়ে মানুষ সমাজ থেকে নি:সঙ্গ।

জেনার শাস্তি বড় কঠিন। দুনিয়াতে বিবাহিতকে প্রস্তর নিক্ষেপ করে রজম করার মত কঠোর সাজা এবং অবিবাহিতকে ১০০চাবুক ও নির্বাসন। আর আখেরাতে তওবা ছাড়া মারা গেলে কঠিন শাস্তি। সকল ব্যভিচারী নারী-পুরুষকে জাহান্নামের আগুনের চুলায় একত্রিত করা হবে।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ ﴾ [النور/٢].

"ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ; তাদের প্রত্যেককে একশ' করে বেত্রাঘাত কর। আল্লাহর বিধান কার্যকর-করণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। মুসলমানদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।" [সূরা নূর:২]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد الله الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمْ أَتَى رَسُولَ الله ﷺ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ الله ﷺ فَرُجِمَ وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ .متفق عليه.

২. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারী [ﷺ] থেকে বর্ণিত। আসলাম গোত্রের একজন মানুষ নবী [ﷺ]-এর নিকট এসে জেনা করেছে স্বীকার করে নিজের উপর চারটি সাক্ষ দেয়। অত:পর রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাকে রজম করার নির্দেশ দিলে তাকে রজম করা হয়। আর সে বিবাহিত ছিল।"[১]

◆ 'মুহসিন' ও 'সাইয়েব' ঐ ব্যক্তিকে বলে যে সঠিক বিবাহ বন্ধন দ্বারা তার স্ত্রীর সঙ্গে মিলন করেছে। স্বামী-স্ত্রী উভয় স্বাধীন ও শরিয়তের মুকাল্লাফ তথা আজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তি হতে হবে। আর 'বিক্র' বলা হয় এর বিপরীত কুমারী নারীকে-যার সাথে বৈধ মিলন ঘটেনি।

◆ **জেনা-ব্যভিচার থেকে বাঁচার উপায়:**

যৌন চাহিদা পূরণ ও বংশকুল হেফাজতের জন্য ইসলাম শর'য়ী বিবাহ ব্যবস্থাপনা করেছে যা নিরাপদের এক অনুপম নীতিমালা। ইসলাম

[১]. বুখারী হা: নং ৬৮১৪ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ১৬৯১

এ শর'য়ী পথ ছাড়া অন্য কোন কর্ম-কাণ্ড নিষেধ করত: পর্দা, চক্ষুকে সংযত করার নির্দেশ করেছে। আর মহিলাদেরকে তাদের পায়ের অলংকারাদির ঝঙ্কার ও বেপর্দায় চলতে নিষেধ করেছে। আরো নিষেধ করেছে অবাধ মেলামেশা ও সৌন্দর্য প্রদর্শন এবং বেগানা পুরুষের সাথে একাকী মিলতে ও করমর্দন করতে। অনুরূপ বারণ করেছে মাহরাম পুরুষ ব্যতিরেকে ভ্রমণ করতে। এ সমস্ত শুধুমাত্র যাতে করে নারী-পুরুষ জেনার মত্য জঘন্য অশ্লীল কাজে লিপ্ত না হয়।

◆ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জেনা:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنْ الزِّنَا مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الِاسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [ﷺ] বলেছেন:" বনি আদমের উপর তার জেনার অংশ লিখা হয়েছে যা সে অবশ্যই পাবে। অতএব, দু'চোখের জেনা হলো দৃষ্টি নিক্ষেপ করা। দু'কানের জেনা হলো শ্রবণ করা। জিভের জেনা হচ্ছে কথা বলা। হাতের জেনা হলো ধরা। পায়ের জেনা হলো সে কাজের জন্য চলা। অন্তরের জেনা হলো সে দিকে ঝোঁকা ও আশা-আকাংখা করা। এরপর লজ্জাস্থান জেনাকে বাস্তবায়ন করে অথবা করে না।" [১]

◆ জেনার শাস্তি:

১. বিবাহিত নারী-পুরুষ হলে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা, চাই সে মুসলিম হোক বা কাফের হোক।

২. আর অবিবাহিত নারী-পুরুষ হলে ১০০ চাবুক এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন। যদি দাস-দাসী হয় তাহলে ৫০ চাবুক। আর নারী হোক বা পুরুষ তাদের জন্য নির্বাসন নেই।

---

[১].বুখারী হাঃ নং ৬২৪৩ ও মুসলিম হাঃ নং ২৬৫৭ শব্দ তারই

◆ যদি এমন কোন মহিলা (যার স্বামী নাই বা দাসী যার মালিক নাই) গর্ভবতী হয় এবং কোন প্রকার সংশয় না থাকে বা জোরপূর্বক না হয় তাহলে তাকে সাজা দিতে হবে। যদি কেউ কোন মহিলার সঙ্গে জোরপূর্বক জেনা করে তাহলে তার শাস্তি হবে আর মহিলার উপর কোন শাস্তি বর্তাবে না; কারণ সে অক্ষম ও অপারগ।

◆ **জেনার সাজার শর্তাবলী:**

জেনার সাজা প্রদানের জন্য তিনটি শর্ত:

১. জীবিত মহিলার লজ্জাস্থানে পুরুষাংগের আসল মাথা প্রবেশ করানো।

২. কোন প্রকার সংশয়-সন্দেহ না থাকা। তাই যদি কেউ নিজের স্ত্রী ধারণা করে কারো সঙ্গে সহবাস করে বসে তার উপর সাজা নেই।

৩. জেনা সাব্যস্ত হওয়া। ইহা দুইভাবে হতে পারে:

(ক) স্বীকারোক্তির দ্বারা: বিবেকবান ব্যক্তির একবার এবং দুর্বল বিবেক এমন ব্যক্তির জন্য চারবার স্বীকারোক্তি হতে হবে। আর দু'জনের ব্যাপারেই সঙ্গমের হকিকত সুস্পষ্ট হতে হবে এবং সাজা বাস্তবায়ন করা পর্যন্ত তার স্বীকারের উপর অটল থাকতে হবে।

(খ) সাক্ষী দ্বারা: চারজন ন্যায়পরায়ণ মুসলিমের এ ব্যাপারে সাক্ষী দ্বারা সাজা প্রদান করা যাবে।

◆ **কার উপর জেনার সাজা কায়েম করা হবে:**

১. মুসলিম হোক বা কাফের তার উপর জেনার সাজা কায়েম করতে হবে। কারণ এ দণ্ড জেনা করার জন্য তাই কাফেরের উপরেও ফরজ যেমন ফরজ কেসাসে হত্যা ও চুরিতে হাত কাটা।

২. যদি বিবাহিত পুরুষ কোন অবিবাহিত নারীর সঙ্গে জেনা করে তাহলে প্রত্যেকের আপন আপন সাজা তথা বিবাহিতর জন্য রজম আর অবিাহিতর জন্য চাবুক ও নির্বাসন।

৩. যদি স্বাধীন ব্যক্তি দাসীর সঙ্গে কিংবা এর বিপরীত কোন স্বাধীন নারী দাসের সঙ্গে জেনা করে তাহলে প্রত্যেকের বিধান মোতাবেক সাজা হবে।

৪. ব্যভিচারীর উপর সাজা কায়েম করা হবে যদি সে মুকাল্লাফ (শরীয়তের আজ্ঞাবহ) হয় এবং স্বেচ্ছায় ও হারাম জেনে ক'রে। আর বিচারপতির নিকটে স্বীকার করে অথবা সাক্ষী প্রমাণ এবং সংশয় মুক্ত হয়।

- নারী হোক বা পুরুষ হোক রজম করার সময় গর্ত খনন করা লাগবে না। কিন্তু মহিলার উপর কাপড় শক্ত করে বেঁধে দিতে হবে যাতে করে উলঙ্গ না হয়ে যায়।
- যে কোন মহিলা জেনার দ্বারা গর্ভবতী হলে অথবা নিজে স্বীকার করলে তাকে সর্বপ্রথম রজম করবেন রাষ্ট্রপতি। অত:পর সাধারণ মানুষরা। আর যদি চারজন সাক্ষী দ্বারা জেনা সাব্যস্ত হয়, তাহলে সাক্ষীরাই প্রথমে রজম করবে। অত:পর রাষ্ট্রপতি ও এরপর জন সাধারণরা।

◆ যে অজ্ঞতায় সাজা কায়েম করা নিষেধ:

এ ব্যাপারে অজ্ঞতার অজুহাত অগ্রহণযোগ্য। কিন্তু কাজটি হারাম কি না সে ব্যাপারে অজ্ঞতা কৈফিয়ত যোগ্য। অতএব, যার জেনা হারাম এ জ্ঞান আছে কিন্তু তার সাজা রজম বা চাবুক জানে না তার এ অজ্ঞতার অজুহাত চলবে না। বরং তার উপর সাজা কায়েম করা হবে।

◆ জেনার পরে স্বামী-স্ত্রীর হুকুম:

কোন বিবাহিত ব্যক্তি জেনা করলে তার স্ত্রী তার জন্য হারাম হবে না। অনুরূপ কোন বিবাহিতা নারী জেনা করলে তার স্বামী তার জন্য হারাম হবে না। কিন্তু তারা দু'জনেই জঘন্য পাপ সম্পাদন করেছে তার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। তাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালার নিকট তওবা ও ক্ষমা চাওয়া ওয়াজিব।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ إِنَّهُۥ كَانَ فَـٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾ ﴾ الإسراء: ٣٢

"তোমরা জেনার নিকটেও যেও না; কারণ ইহা অশ্লীল ও মন্দ পথ।"

[সূরা বনি ইসরাঈল: ৩২]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ ؟ قَالَ :« أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ». قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ:« وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ». قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ:« أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَجَارِكَ».متفق عليه.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে জিজ্ঞাসা করলাম আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় পাপ কোনটি? তিনি [ﷺ] বললেন: "তুমি আল্লাহর সঙ্গে কোন শরিক করবে অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" সাহাবী বলেন: আমি তাঁকে বললাম নিশ্চয় ইহা কঠিন ব্যাপার। আবার বললাম: এরপর কোনটি? তিনি [ﷺ] বললেন: "তোমার সন্তানকে হত্যা করা এ ভয়ে যে সে তোমার সাথে খাবে।" সাহাবী বলেন: এরপর কোনটি? তিনি [ﷺ] বলেন: "তোমার পড়শীর স্ত্রীর সঙ্গে জেনা করবে।"[১]

◆ **যে মুহাররামাত নারীর সঙ্গে জেনা করবে তার বিধান:**

যে ব্যক্তি কোন মুহাররামাত (যাদেরকে বিবাহ করা হারাম) যেমন: আপন বোন, মেয়ে ও বাবার স্ত্রী ইত্যাদি-এর সঙ্গে হারাম জানা সত্ত্বেও জেনা করবে তাকে হত্যা করা ফরজ।

عَنْ الْبَرَاءِ ﷺ قَالَ أَصَبْتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايَةٌ فَقُلْتُ أَيْنَ تُرِيدُ ؟ فَقَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ، وَآخُذَ مَالَهُ». أخرجه الترمذي والنسائي.

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৮১১ ও মুসলিম হাঃ নং ৮৬ শব্দ তারই

বারা ইবনে আজেব [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি বলেন: আমার চাচাকে ঝাণ্ডা উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে দেখে বললাম: কোথায় চলেছেন? তিনি বললেন: আমাকে রসূলুল্লাহ [ﷺ] পাঠিয়েছেন ঐ মানুষের নিকট যে তার বাবার স্ত্রীকে বিবাহ করেছে। তিনি [ﷺ] আমাকে নির্দেশ করেছেন তার গর্দান উড়িয়ে দেয়ার জন্যে এবং তার সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার জন্যে।" [১]

◆ সমকামিতা (Sodomy):

পুরুষে পুরুষে জেনা করা অর্থাৎ মলদ্বারে অশ্লীল কাজ করা এবং নারী বাদ দিয়ে পুরুষ দ্বারা যথেষ্ট মনে করা।

◆ সমকামিতার কদর্যতা:

ইহা চরিত্র ও স্বভাব ধ্বংসী এক বিরাট অপরাধ। এর শাস্তি জেনার শাস্তির চেয়েও কঠিন; কারণ ইহার নিষিদ্ধতা বড় কঠোর। ইহা মারাত্মক এক ব্যতিক্রমধর্মী যৌনচর্চা যার ফলে জটিল মানসিক ও শারীরিক রোগের জন্ম নেয়। লূত [عليه السلام]-এর জাতি এ অপকর্ম করার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে জমিনে ধ্বসিয়ে মেরেছেন। আর তাদের উপর প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন। এ ছাড়া কিয়ামতের দিন রয়েছে তাদের জন্য আগুন।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾ ﴾ الأعراف: ٨٠ - ٨١

"এবং আমি লূতকে প্রেরণ করেছি। যখন সে স্বীয় জাতিকে বলল: তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে সারা বিশ্বের কেউ করেনি? তোমরা তো কামবশত: পুরুষের কাছে গমন কর নারীদেরকে ছেড়ে। বরং তোমরা সীমা অতিক্রম করেছ।"

[১].হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ ১৩৬২, নাসাঈ হাঃ ৩৩৩২ শব্দ তারই

[সূরা আ'রাফ: ৮০-৮৪]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿فَلَمَّا جَآءَ أَمۡرُنَا جَعَلۡنَا عَٰلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمۡطَرۡنَا عَلَيۡهَا حِجَارَةٗ مِّن سِجِّيلٖ مَّنضُودٖ ۝٨٢ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَۖ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ بِبَعِيدٖ ۝٨٣﴾

[هود/ ٨٢-٨٣].

"অবশেষে যখন আমার হুকুম পৌঁছল, তখন আমি উক্ত জনপদকে উপরকে নিচে করে দিলাম এবং তার উপর স্তরে স্তরে কাঁকর–পাথর বর্ষণ করলাম। যার প্রতিটি তোমার পালনকর্তার নিকট চিহ্নিত ছিল। আর সেই পাপিষ্ঠদের থেকে খুব দূরেও নয়।" [সূরা হূদ:৮২-৮৩]

◆ সমকামিতার বিধান:

সমকামিতা হারাম। তার শাস্তি হলো বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত হোক কর্তা ও কর্ম দু'জনকেই হত্যা করা। রাষ্ট্রপতি যেটা উপযুক্ত মনে করবেন তরবারি দ্বারা হত্যা অথবা প্রস্তর নিক্ষেপ করে রজম বা এর অনুরূপ অন্য কিছু। কারণ নবী [ﷺ] বলেছেন:

« مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ ». أخرجه أبو داود والترمذي.

"তোমরা লূতের জাতির কর্ম করত: যাকে পাবে তার কর্তা ও কর্ম উভয়কে হত্যা করবে।"[১]

◆ মহিলাদের সমকামীতা (LESBIANISM):

এক মহিলা অপর মহিলার গুপ্তাঙ্গের সঙ্গে ঘর্ষণ করে বীর্যপাত ঘটানোকে আরবীতে "সিহাক" বলে। ইহা হারাম এবং এর জন্যে রয়েছে শাস্তি।

১.হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাঃ নং ৪৪৬২, তিরমিযী হাঃ নং ১৪৫৬

◆ **হস্তমৈথুন করার বিধান:**

হস্তমৈথুন বা অন্য কোন ভাবে বীর্যপাত ঘটানো সম্পূর্ণভাবে হারাম। আর রোজা রাখা এর বিকল্প ব্যবস্থা।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَوٰةِ فَـٰعِلُونَ ۝٤ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـٰفِظُونَ ۝٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝٦ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۝٧ ﴾ المؤمنون: ٤ - ٧

"আর যারা তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে। তবে স্ত্রী এবং দাসীদের ব্যতিরেকে এ ব্যাপারে তারা তিরস্কৃত হবে না। সুতরাং যারা এ ছাড়া অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করবে তারাই হলো সীমালঙ্ঘনকারী।"
[সূরা মুমিনূন: ৫-৭]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود ﷺ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ».متفق عليه.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"হে যুবকের দল তোমদের মধ্যে যারা বিবাহ করার সামর্থ্য রাখ তারা বিবাহ কর। কেননা ইহা চোখকে সংরক্ষণ করে এবং লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে। আর যারা বিবাহ করার সামর্থ্য রাখে না তাদের জন্য রোজা; কারণ রোজা তাদের যৌন চাহিদাকে সংযত করে।"[১]

[১].বুখারী হাঃ নং ৫০৬৬ মুসলিম হাঃ নং ১৪০০ শব্দ তারই

- কেউ কোন পশুর সঙ্গে জেনা করলে রাষ্ট্রপতি বা বিচারক তার জন্য উপযুক্ত যে কোন শাস্তি দিবেন এবং পশুটিকে হত্যা করে ফেলতে হবে।

২- অপবাদের সাজা

◆ **অপবাদ হলো:** কোন সৎ পুরুষ বা কোন সতী-সাধ্বী নারীকে জেনা বা সমকামিতার অপবাদ দেয়া। অথবা কারো বংশ সম্বন্ধকে অস্বীকার করা। এ ধরনের অপবাদ সাজার যোগ্য অন্যায়।

◆ **অপবাদের শাস্তি নির্ধারণের হিকমত:**

ইসলাম ইজ্জত-আব্রু হেফাজতের জন্য উৎসাহিত করেছে এবং যার দ্বারা কলঙ্কিত ও ধ্বংস হয়, তা থেকে নিষেধ করেছে। নেক ও সৎজনদের ইজ্জত-আব্রুকে কলঙ্কিত করা থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ করেছে। আর অন্যায়ভাবে তাদের ইজ্জত নষ্ট করা হারাম করে দিয়েছে। ইহা একমাত্র ইজ্জত-সম্মানকে কলঙ্কিত হতে হেফাজত ও সংরক্ষণ করার জন্য।

এমন কিছু মানুষ আছে যারা আল্লাহ যা হারাম করে দিয়েছেন যেমন: অপবাদ দেয়া এ ব্যাপারে অগ্রসর হয়। আর বিভিন্ন কুমতলবে মুসলমানদের ইজ্জত-সম্মানকে কলঙ্কিত করে। যখন নিয়তের ব্যাপারটা অপ্রকাশ্য তখন অপবাদদাতাকে চারজন সাক্ষী হাজির করার জন্য বাধ্য করা হয়েছে। তাই যদি হাজির করতে না পারে তবে তার উপর ৮০ চাবুক সাজা কায়েম করতে হবে।

◆ **অপবাদের হুকুম:**

অপবাদ দেয়া হারাম। ইহা কবিরা গুনাহ। আল্লাহ তা'য়ালা অপবাদ দাতার উপর দুনিয়া-আখেরাতে কঠিন শাস্তি ফরজ করে দিয়েছেন।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤ ﴾ النور: ٤

"আর যারা সতী-সাধ্বী নারীদেরকে অপবাদ আরোপ করে, অত:পর স্বপক্ষে চার জন পুরুষ সাক্ষী হাজির করতে না পারে তাদেরকে ৮০

চাবুক মার এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। এরাই ফাসেক তথা নাফরমান।" [সূরা নূর: ৪]

২. আরো আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْغَٰفِلَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ لُعِنُوا۟ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾﴾ النور: ٢٣

"নিশ্চয় যারা সতী-সাধ্বী, নিরীহ ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা ইহকালে ধিকৃত এবং তাদের জন্যে রয়েছে গুরুতর শাস্তি।" [সূরা নূর: ২৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ؛ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ/ وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ». متفق عليه.

৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বস্তু থেকে বেঁচে থাক। সাহাবায়ে কেরাম বললেন: হে আল্লাহর রসূল সেগুলো কি কি? তিনি বললেন: "আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা, জাদু, কোন হক ছাড়াই আল্লাহ যাদের হত্যা করা হারাম করেছেন তাদের হত্যা করা, ঘুষ গ্রহণ করা, এতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পশ্চাদ ফিরিয়ে পলায়ন করা এবং সতী-সাধ্বী, নিরীহ ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করা।"[১]

◆ অপবাদের সাজা:

স্বীধীন নারী-পুরুষ হলে ৮০ চাবুক আর দাস-দাসী হলে ৪০ চাবুক মারতে হবে।

[১].বুখারী হাঃ নং ২৭৬৬ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৮৯

◆ অপবাদের শব্দাবলী:

১. **সুস্পষ্ট অপবাদ:** যেমন বলা: হে জেনাকারী, হে সমকামী, হে লম্পট ইত্যাদি।

২. **ইঙ্গিতে বা পরোক্ষভাবে অপবাদ:** এমন শব্দ ব্যবহার করা যা অপবাদ ও অন্য কিছুও বহন করে। যেমন: হে নিকৃষ্ট, হে ফাজের ইত্যাদি। যদি এ দ্বারা জেনার অপবাদ দেয়া উদ্দেশ্য হয় তাহলে অপবাদের সাজা দিতে হবে। আর যদি জেনার অপবাদের উদ্দেশ্য না হয় তাহলে সাধারণ শাস্তি দিতে হবে।

◆ অপবাদের সাজা ফরজ হওয়ার জন্য শর্তাবলী নিম্নরূপ:

১. অপবাদ দাতা যেন মুকাল্লাফ তথা শরীয়তের আজ্ঞাবহ ব্যক্তি হয়, ইচ্ছাকৃত ভাবে করে থাকে এবং অপবাদীর বাবা-মা যেন না হয়।

২. অপবাদী যেন মুসলিম, স্বাধীন, সচ্চরিত্র ও সহবাস করতে সক্ষম এমন ব্যক্তি হয়।

৩. অপবাদী যেন অপবাদ দাতার উপর সাজা দাবী করে।

৪. যেন সাজা ফরজ এমন জেনার অপবাদ দেয় এবং অপবাদ সাব্যস্ত না হয় এমন।

◆ অপবাদের সাজা প্রমাণিত হওয়া:

অপবাদী নিজে স্বীকার করলে অথবা অপবাদের পক্ষে দু’জন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ সাক্ষী দিলে অপবাদ প্রমাণিত হবে।

◆ অপবাদ আরোপের সাজা:

অপবাদক ও যার নামে অপবাদ আরোপ করা হয় তাদের ব্যক্তি বিশেষে শাস্তি কম বেশি হবে।

অপবাদ আরোপকারী দুই প্রকার:

প্রথম: যদি অপবাদক স্বাধীন অথবা দাস হয় আর যার প্রতি অপবাদ আরোপ কারা হয়েছে সে মুহসিন হয়, তাহলে তার শাস্তি ৮০ বেত্রাঘাত।

দ্বিতীয়ঃ যদি মুহসিন না এমন ব্যক্তিকে অপবাদ আরোপ করা হয় তাহলে তার প্রতি কোন সাজা নেই। কিন্তু এ থেকে বিরত রাখার জন্য তাকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করতে হবে।

"মুহসিন" বলতে এখানেঃ মুসলিম, স্বাধীন, শরিয়তের আজ্ঞাপ্রাপ্ত, পূত-পবিত্র ও দ্বীনদার ব্যক্তি, যার অনুরূপ মানুষ সহবাস করতে সক্ষম।

অপবাদের সাজা যার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হয়েছে তার হক। এ জন্য নিম্নের কার্যাদি আরোপ হবেঃ

মাফ করলে অপবাদের সাজা রহিত হয়ে যাবে। আর যার প্রতি অপদাব আরোপ করা হয়েছে সে না চাইলে সাজা কায়েম করা যাবে না। আর দাসের প্রতিও পুরা ৮০ বেত্রাঘাত সাজা কায়েম করতে হবে।

◆ অপবাদের সাজা রহিত হওয়াঃ

অপবাদী জেনার কথা স্বীকার করলে অথবা জেনা প্রমাণিত হলে অপবাদের সাজা রহিত হয়ে যাবে। অনুরূপ কোন স্বামী স্ত্রীর উপর জেনার অপবাদ দেয়ার পর লি'আন করলে সাজা বাদ পড়ে যাবে।

◆ অপবাদের সাজা প্রমাণিত হলে কি করতে হবেঃ

অপবাদের সাজা প্রমাণিত হলে অপবাদ আরোপকারীর উপর সাজা কায়েম হবে। আর তওবা ছাড়া তার কোন প্রকার সাক্ষী গ্রহণ করা যাবে না এবং তওবা না করা পর্যন্ত তাকে ফাসেক বলে ভূষিত করতে হবে।

◆ জেনা ও সমকামিতা না এমন দ্বারা কাউকে অপবাদ দিলে তার বিধানঃ

যদি জেনা বা সমকামিতা ব্যতীত অন্য কোন ব্যাপারে অপবাদ দেয় আর সে মিথ্যুক বলে প্রমাণিত হয় তাহলে সে একটি হারাম কাজ সম্পাদন করল। তবে অপবাদের সাজা হবে না কিন্তু বিচারক সাহেব যা উপযুক্ত মনে করেন তা শাস্তি প্রদান করবেন।

জেনা ছাড়া অন্য কিছুর অপবাদ যেমনঃ কুফুরি বা মুনাফেকি, অথবা মদপান কিংবা চুরি বা খিয়ানত ইত্যাদির অপবাদ দেয়া।

◆ অপবাদ আরোপকারীর তওবার নিয়ম:

অপবাদ দাতার তওবা এস্তেগফার তথা আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়া ও লজ্জিত হওয়া এবং এ দৃঢ় সংকল্প করা যে আর কোন দিন এ কাজ করবে না। আর নিজেকে অপবাদের ব্যাপারে মিথ্যুক বলে বিবেচিত করা

৩- চুরির সাজা

◆ **চুরি:** অন্যের নির্দিষ্ট পরিমাণের সম্মান জনক জিনিস কোন প্রকার সন্দেহ ছাড়াই বিশেষ স্থান হতে গোপনে নেওয়াকে চুরি বলে।

◆ **চুরি করার বিধান:**

১. চুরি করা হারাম এবং কবিরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত।

২. ইসলাম সম্পদের হেফাজতের জন্য নির্দেশ করেছে এবং তার উপর সর্বপ্রকার আক্রমণ করা হারাম করেছে। তাই চুরি, ছিনতাই, লুণ্ঠন ও আত্মসাৎ করা হতে নিষেধ করেছে। কারণ এসব মানুষের সম্পদ বাতিল পন্থায় ভক্ষণ।

◆ **চুরির সাজা নির্ধারণের হিকমত:**

আল্লাহ তা'য়ালা চোরের হাত কাটা ফরজ করে সম্পদের হেফাজত করেছেন। কারণ খেয়ানতকারী হাত একটি রোগাক্রান্ত অঙ্গ যা কর্তন করা ফরজ যেন শরীর নিরাপদে থাকে। আর চোরের হাত কাটাতে রয়েছে যারা মানুষের সম্পদ চুরি করার চিন্তা-ভাবনা করে তাদের জন্যে উপদেশ। আরো রয়েছে চোরের পাপ হতে তাকে পবিত্রকরণ। এ ছাড়া সমাজে নিরাপত্তা ও শান্তির নীতিসমূহ সুদৃঢ় ও স্থিরকরণ এবং উম্মতের সম্পদের হেফাজত।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [রাযিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] বলেছেন: "জেনাকারী জেনা করার সময় মুমিন থাকে না। মদ পানকারী মদ পান করার সময় মুমিন থাকে না। চোর চুরি করার সময় মুমিন থাকে না। ছিনতাইকারীর দিকে মানুষ দৃষ্টি উঠিয়ে দেখে আর সে ছিনতাই করতে

থাকে এ সময় সে মুমিন থাকে না।"[১]

◆ **চোরের সাজা:**

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾ فَمَن تَابَ مِنۢ بَعْدِ ظُلْمِهِۦ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٩﴾ ﴾ المائدة: ٣٨-٣٩

"পুরুষ চোর ও নারী চোর তাদের হাত কেটে দাও তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসাবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে হুশিয়ারী। আল্লাহ পরাক্রান্ত, জ্ঞানময়। অত:পর যে তওবা করে স্বীয় অত্যাচারের পর এবং সংশোধিত হয়, নিশ্চয় আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।" [সূরা মায়েদা: ৩৮-৩৯]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ».متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি রসূলুল্লাহ [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেছেন: "যে চোর ডিম বা দড়ি চুরি করে ফলে তার হাত কাটা হয় তার উপর আল্লাহ তা'য়ালা অভিশাপ করেন।" [২]

◆ **নিম্নের শর্তগুলো পাওয়া গেলে চোরের হাত কাটা ফরজ:**

১. চোর যেন মুকাল্লাফ তথা সাবালক, বিবেকবান, স্বেচ্ছায় চুরি, মুসলিম বা যিম্মী হওয়া।

২. চুরিকৃত সম্পদ যেন সম্মান জনক হয়। অতএব, বাদ্যযন্ত্র বা মদ ইত্যাদি চুরি করলে হাত কাটা যাবে না।

---

[১]. বুখারী হা: নং ২৪৭৫ শব্দ তাইর ও মুসলিম হা: নং ৫৭

[২].বুখারী হাঃ নং ৬৭৯৯ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৬৮৭

৩. চুরির মাল যেন হাত কর্তনের নেসাব পরিমাণ হয়। আর তা হলো এক দিনারের চার ভাগের এক ভাগ স্বর্ণ ও এর অধিক। অথবা পণ্যসামগ্রী যার মূল্য এক দিনারের এক চতুর্থাংশ ও এর অধিক।

৪. গোপন ভাবে সম্পদ নেওয়া হতে হবে। যদি এমন না হয় তাহলে হাত কাটা যাবে না। যেমন: পকেটমারী, ছিনতাই, লুণ্ঠন ইত্যাদি এগুলোতে শাস্তি রয়েছে।

৫. মালিকের সংরক্ষিত স্থান হতে নিয়ে সেখান থেকে চম্পট দেয়া। আর সংরক্ষিত স্থান বলতে যেখানে সম্পদ সংরক্ষণ করা হয়। সংরক্ষণ স্থান আদত ও প্রথা অনুসারে ভিন্ন হতে পারে। আর সংরক্ষণ প্রতিটি মালের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। অতএব, ঘর-বাড়ি, ব্যাংক, দোকান সম্পদ সংরক্ষণের স্থান যেমন: পশুশালা ছাগল-ভেড়ার ইত্যাদির জন্য সংরক্ষণের স্থান।

৬. চোরের কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয় যেন না থাকে। অতএব, বাপ-দাদা ও মা-দাদী ও নানী ইত্যাদি উপরের বা ছেলে-মেয়ে ইত্যাদি নিচের যে কারো মাল চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। এভাকে স্বামী-স্ত্রীর কেউ কারো সম্পদ চুরি করলে কারো হাত কাটা যাবে না। অনুরূপ কেউ ক্ষুধার কারণে চুরি করলেও হাত কাটা হবে না।

৭. চুরিকৃত মালের মালিকের পক্ষ থেকে তার আবেদন থাকতে হবে।

৮. চুরির প্রমাণ হওয়া, এর দুই অবস্থায় হতে পারে:

(ক) চোরের পক্ষ থেকে দু'বার স্বীকারোক্তি।

(খ) দু'জন ন্যায়পরায়ণ পুরুষের পক্ষ থেকে তার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান।

◆ চুরি সাব্যস্ত হলে কি করতে হবে:

১. চোরের উপর দু'টি হক। একটি বিশেষ হক আর তা হলো: চুরিকৃত মাল যদি পাওয়া যায় অথবা অনুরূপ কিংবা তার মূল্য যদি নষ্ট হয়ে যায়। আর তার উপর অপরটি হকটি হলো: সাধারণ হক যা আল্লাহর

হক। আর সেটি হচ্ছে তার হাত কর্তন যদি সকল শর্তাবলী পাওয়া যায় অথবা সাধারণ শাস্তি যদি সকল শর্তবলী না পূর্ণ হয়।

২. যদি হাত কাটা ফরজ হয় তাহলে তার ডান হাত কব্জি পর্যন্ত কাটতে হবে। আর গরম তেলে ডুবিয়ে বা যা দ্বারা রক্ত বন্ধ হয় এমন জিনিস দিয়ে রক্ত ঝরা বন্ধ করতে হবে। আর তার উপর আরো করণীয় হলো: চুরিকৃত মাল অথবা তার বদলে মালিককে ফেরত দিতে হবে। আর বিচারপতির নিকট বিচার পৌঁছার পরে চুরির ব্যাপারে সুপারিশ করা হারাম।

৩. যদি দ্বিতীয়বার চুরি করে তাহলে তার বাম পায়ের পাতার অর্ধেক কেটে দিতে হবে। যদি এরপর আবার চুরি করে তাহলে জেলে আবদ্ধ করে রাখতে হবে এবং তওবা না করা পর্যন্ত শাস্তি দিতে হবে কিন্তু আর কাটা যাবে না।

◆ পকেটমারের হাত কাটতে হবে; কারণ সে পকেট ইত্যাদি কেটে গোপনে সম্পদ হরণ করে। যদি চুরিকৃত মাল হাত কাটার নেসাব পরিমাণ হয় কারণ সে সংরক্ষিত স্থান থেকে চুরি করেছে।

◆ চুরির নেসাব-পরিমাণ:

এক দিনারের[১] চার ভাগের একভাগ ও এর অতিরিক্ত অথবা তা বরাবর পণ্য সামগ্রী।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ».متفق عليه.

আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী [ﷺ] বলেছেন:"এক চতুর্থাংশ ও এর অতিরিক্ত দিনারে হাত কাটা যাবে।"[২]

[১].এক দিনার প্রায় সোয়া চার গ্রাম স্বর্ণ। অনুবাদক

[২].বুখারী হাঃ নং ৬৭৮৯ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৬৮৪

◆ **সন্দেহ থাকলে সাজা রহিত করার বিধান:**

যদি চোর চুরির স্বীকার করে আর তার সঙ্গে তা না পাওয়া যায় তাহলে বিচারক সাহেব তার স্বীকারোক্তি থেকে তাকে প্রত্যাবর্তন করার জন্য উপদেশ দিবেন। যদি অনড় থাকে এবং তার স্বীকারোক্তি হতে না ফিরে তাহলে তার হাত কেটে দিতে হবে। আর যদি চোর নিজে স্বীকার করার পর অস্বীকার করে তাহলে হাত কাটা যাবে না। কারণ সাজাসমূহ সংশয় ও সন্দেহের কারণে ফিরাতে হয়।

◆ **বাইতুল মাল (সরকারী কোষাগার) থেকে চুরি করলে তার বিধান:**

যে ব্যক্তি বাইতুল মাল তথা রাজস্ব ভাণ্ডার থেকে চুরি করে তাকে শাস্তি এবং অনুরূপ অর্থদণ্ড করতে হবে হাত কাটা চলবে না। অনুরূপ কেউ যদি গনিমত বা এক পঞ্চমাংশ হতে চুরি করে।

◆ **ধারের জিনিস অস্বীকারকারীর বিধান:**

ধারের বস্তু অস্বীকারীর হাত কাটা ফরজ; কারণ ইহাও চুরির মধ্যে শামিল।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ كَانَتْ: امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهَا ...أخرجه مسلم.

আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন: একজন মাখযুমী মহিলা আসবাবপত্র ধার নিয়ে অস্বীকার করত। তাই নবী [ﷺ] তার হাত কাটার জন্য নির্দেশ করেন।-----[১]

◆ **চুরির মালের বিধান:**

চোরের তওবা পূর্ণ হওয়ার জন্য চুরিকৃত মাল তার মালিককে জামানত দিতে হবে যদি নষ্ট করে ফেলে। যদি সম্পদশালী হয় তাহলে মালিককে ফেরত দিবে আর যদি অক্ষম হয় তাহলে পরিশোধের জন্য

[১]. মুসলিম হাঃ নং ১৬৮৮

সুযোগ দিতে হবে। আর যদি চুরিকৃত সম্পদ হাজির থাকে তবে তা তার মালিককে ফেরত দিবে। আর ইহা তার তওবা সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত।

◆ পাকড়াও করার পূর্বে যে তওবা করবে তার বিধান:

যার প্রতি চুরি বা জেনা অথবা মদ পনের সাজা ফরজ হবে। যদি বিচারকের নিকট প্রমাণিত হওয়ার পূর্বে সে তওবা করে তাহলে সাজা রহিত হয়ে যাবে। আর আল্লাহ তা'য়ালা তাকে ঢেকে রাখার পর তার জন্য নিজেকে প্রকাশ করা বৈধ নয়। কিন্তু তার করণীয় হলো চুরিকৃত সম্পদ ফেরত দিতে হবে।

৪- রাহাজানি, ডাকাতি, ছিনতাই, সড়ক-জলদস্যুর সাজা

◆ ডাকাত যারা পথে-ঘাটে, মরুভূমিতে ও বাড়ি-ঘরে ও বাস ইত্যাদিতে অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে মানুষের উপর আক্রমণ করে তাদের মাল প্রকাশ্য ভাবে জোরপূর্বক নেয়, গোপনে চুরি করে না। তাদেরকে মুহারিব তথা যুদ্ধকারী-বিদ্রোহী বলা হয়।

◆ **রাহজানিদের পরিচয়:**

যে ব্যক্তি তার অস্ত্র প্রকাশ করে এবং রাস্তায় ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে। আর তার রয়েছে নিজের বা অন্যান্য বিভিন্ন প্রকার দল ও গোষ্ঠীর শক্তি। যেমন: হত্যা কাণ্ড ঘটানোর দল, ডাকাত দল যারা ঘর-বাড়ি ও ব্যাংকে ডাকাতি করে। অপহরণকারী দল যারা যুবতীদের সঙ্গে জেনা করার জন্য অপহরণ করে। আর ছোট বাচ্চাদের অপহরণকারী ইত্যাদি দল। এরাই হল রাহাজানী ও দস্যু দল।

◆ **দ্রোহ করার বিধান:**

মরুভূমিতে বা বাড়ি-ঘরে কিংবা যানবাহনে খুন-খারাবি, ইজ্জত নষ্ট ও সম্পদ ইত্যাদি ডাকাতি করার জন্য মানুষের উপর অস্ত্রধারণকে বিদ্রোহ বলা হয়। এর মধ্যে আসবে যেসব কাজ রাস্তায়, বাড়ি–ঘরে, বাসে, রেল গাড়িতে, জাহাজে ও বিমানে ঘটে থাকে। চাই তা অস্ত্র দ্বারা আতঙ্ক সৃষ্টি করে হোক বা বিস্ফোরক দ্রব্য পুঁতে রেখে হোক কিংবা ঘর-বাড়ি উড়িয়ে দিয়ে হোক অথবা আগুন জ্বালিয়ে বা পণবন্দী করে হোক। ইহা সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ। তাই এর সাজা-দণ্ড সবচেয়ে কঠিন ও শক্ত।

◆ **ডাকাতি ও ছিনতাই ইত্যাদির সাজা:**

ডাকাতি ও ছিনতাই ইত্যাদির চার অবস্থা:

১. যদি হত্যা করে সম্পদ নেয় তাহলে তাদেরকে হত্যা করে এবং শূলে চড়াতে হবে।

২. আর যদি হত্যা করে এবং মালামাল না নেয় তাহলে হত্যা করতে হবে তবে শূলে চড়াতে হবে না।

৩. আর যদি হত্যা ছাড়াই শুধু মালামাল নেয় তাহলে তাদের প্রত্যেকের ডান হাত ও বাম পা কেটে দিতে হবে।

৪. আর যদি হত্যা না করে এবং কোন মালামাল গ্রহণ না করে বরং পথিকদের ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে তাহলে দেশ থেকে বহিস্কার করতে হবে। আর রাষ্ট্রপতি তাদের ব্যাপারে এজতেহাদ করে যা তাদের ও অন্যান্যদের এ ধরনের জঘন্য কাজ হতে বিরত রাখার জন্য উপযুক্ত তাই করবেন। আর ইহা সর্বপ্রকার অনিষ্ট ও অনাচার এবং বিপর্যয়ের মূলোৎপাটনের জন্য।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبۡلِ أَن تَقۡدِرُواْ عَلَيۡهِمۡۖ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣٤ ﴾

المائدة: ٣٣-٣٤

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে সংগ্রাম করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিস্কার করা হবে। এটি হলো তাদের জন্যে পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি। কিন্তু যারা তোমাদের গ্রেফতারের পূর্বে তওবা করে; জেনে রাখ, আল্লাহ ক্ষমাকারী, দয়ালু।" [সূরা মায়েদা: ৩৩-৩৪]

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرٌ مِنْ عُكْلٍ، فَأَسْلَمُوا ، فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ ، فَيَشْرَبُوا مِنْ

أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا ، فَفَعَلُوا فَصَحُّوا ، فَارْتَدُّوا وَقَتَلُوا رُعَاتَهَا وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ ثُمَّ لَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَاتُوا ». متفق عليه.

২. আনাস ইবনে মালিক [ﷺ] কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন: উক্ল গোত্রের কিছু মানুষ নবী [ﷺ]-এর নিকটে এসে ইসলাম গ্রহণ করল। এদিকে মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকুলে হলো না ফলে রসূরুল্লাহ [ﷺ] তাদেরকে ছদকার উটের স্থানে যাওয়ার আদেশ করেন এবং সেখানে গিয়ে (চিকিৎসার জন্য) উটের দুধ ও পেশাব পান করতে বলেন। তারা তাই করল এবং সুস্থও হলো। অত:পর তারা মুরতাদ হয়ে পড়ল এবং উটের রাখালদেরকে হত্যা করে উট নিয়ে ভাগতে লাগল। তখন রসূহুল্লাহ [ﷺ] তাদেরকে গ্রেফতার করার জন্য কিছু মানুষকে প্রেরণ করলেন। তাদেরকে আনা হলো এবং তাদের হাত ও পা কেটে দেওয়া হলো। আর তাদের চোখকে উপড়ে ফেলা হলো। এরপর তাদের রক্ত বন্ধের ব্যবস্থা করা হলো না ফলে তারা শেষ পর্যন্ত মারা গেল।” [১]

◆ ডাকাতি ও ছিনতাই ইত্যাদির সাজা ফরজের শর্তাবলী:

১. ডাকাত-ছিনতাইকারীকে সাবালক, বিবেকবান, মুসলিম অথবা যিম্মী [২] হতে হবে, চাই সে পুরুষ হোক বা মহিলা হোক।

২. যে মাল গ্রহণ করে তা সম্মান জনক সম্পদ হতে হবে।

৩. মাল কম হোক বা বেশি হোক সংরক্ষিত স্থান হতে নেওয়া হতে হবে।

৪. ডাকাতি বা ছিনতাই করার স্বীকারোক্তি বা দু’জন ন্যায়পারায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রদান।

৫. কোন প্রকার সংশয় ও সন্দেহ না থাকা যেমন:চুরির ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে।

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৮০২ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৬৭১

[২]. ইসলামী রাষ্ট্রে জিযিয়া করদাতা অমুসলিম নাগরিক। অনুবাদক

◆ দেশ থেকে বহিস্কার করার পদ্ধতি:

ডাকাত ও ছিনতাইকারী ইত্যাদিরা যদি মানুষকে ভয় প্রদর্শন করে এবং হত্যা না ঘটায় ও কোন সম্পদ না নেই, তাহলে তাদেরকে দেশ থেকে বহিস্কার করতে হবে। যে স্থানে তারা ডাকাতি-ছিনতাই করবে সেখানে থেকে বহিস্কার করতে হবে যাতে করে মানুষ থেকে তাদের অনিষ্ট দূর হয় এবং তারা আতঙ্কিত হয়।

আর কখনো বন্দী রেখেও হতে পারে; কারণ বন্দী দুনিয়ার জেলখানা এবং বন্দী রাখা দেশ থেকে বহিস্কারের মতই। আর বন্দী রাখা তাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচার বেশি কর্যকর। যদি দেশ থেকে বহিস্কার দ্বারা তাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচা সম্ভব হয় তাহলে বহিস্কার করতে হবে। আর যদি বহিস্কার সম্ভব না হয় তাহলে তাদেরকে বন্দী রাখতে হবে, যাতে করে মানুষ থেকে তাদের অনিষ্ট দূর হয়।

◆ বিদ্রোহীদের তওবা:

ডাকাত, দস্যু, রাহাজানীদের যে গ্রেফতারের পূর্বে তওবা করবে তার থেকে আল্লাহর যে হক ছিল তা রহিত হয়ে যাবে। যেমন: বহিস্কার, কর্তন, শূলী, আবশকীয় হত্যা। আর মানুষের যা হক তার প্রতিশোধ নিতে হবে চাই তা জীবন, চক্ষু ও সম্পদ যাই হোক। কিন্তু যদি তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। আর যদি তওবার পূর্বে গ্রেফতার করা হয় তবে তার প্রতি দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করতে হবে।

◆ আত্মরক্ষার পদ্ধতি:

যে ব্যক্তি নিজের জীবন বা পরিবার পরিজন কিংবা মানুষ বা পশু সম্পদ রক্ষা করবে সে যেন তার ধারণায় যা সহজ তা দ্বারা প্রতিহত করে। অত:পর যদি হত্যা ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা বিরত না হয় তাহলে সে তাই করবে, তাতে তার প্রতি কোন জামানত বর্তাবে না। যদি প্রতিরক্ষাকারীকে হত্যা করা হয় তাহলে সে শহীদ হয়ে যাবে।

◆ জিন্দীকের বিধান:

জিন্দীক: যে বাইরে ইসলাম প্রকাশ করে আর ভিতরে কুফুরিকে গোপন রাখে তাকে জিন্দীক বলে। জিন্দীক আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রসূলের সঙ্গে যুদ্ধকারী। আর জিন্দীকের জবান দ্বারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হাত ও অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা ডাকাতি-রাহাজানীর চেয়েও কঠিন; কারণ এর সমস্যা সম্পদ ও শরীরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু জিন্দীকের সমস্যা অন্তর ও ঈমানের ভিতরের সাথে সম্পর্ক। অতএব, তাকে গ্রেফতারের পূর্বে যদি সে তওবা করে তাহলে তার তওবা কবুল করা হবে এবং তার রক্তকে হেফাজত করা হবে। আর যদি গ্রেফতার করার পর তওবা করে তাহলে তার তওবা গ্রহণ করা হবে না এবং তওবা তলব করা ছাড়াই তাকে হত্যা করতে হবে।

৫-বিদ্রোহীদের দণ্ড-সাজা

◆ "বুগাত" আরবি শব্দ এর একবচন "বাগী" যার অর্থ: এমন এক গোষ্ঠী যাদের নিজেদের শক্তি ও ক্ষমতা রয়েছে। যারা রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে তাদের মতে জায়েজ কোন কারণ মনে করে বিদ্রোহ করে। তারা চায় তাঁকে বিচ্যুত করতে অথবা তার বিরোধিতা ও আনুগত্য না করতে।

◆ **বিদ্রোহীদের পরিচয়:**

প্রতিটি গোষ্ঠী যারা তাদের প্রতি অর্পিত হক প্রদানে বাধা দেয় অথবা মুসলমানদের ইমাম থেকে পৃথক হয়ে পড়ে কিংবা তার আনুগত্য থেকে বিচ্যুতি হয় তারাই হলো বিদ্রোহী জালেম দল। বিদ্রোহীরা মুসলমান কাফের নয়।

◆ **বিদ্রোহীদের সঙ্গে আচরণের পদ্ধতি:**

১. বিদ্রোহীরা রাষ্টপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে তিনি তাদের সঙ্গে পত্রালাপ করবেন এবং তারা তাঁর কি শাস্তি চায় তা জিজ্ঞাসা করবেন। যদি কোন জুলুমের কথা উল্লেখ করে তাহলে তিনি তা দূর করবেন। আর যদি কোন সংশয় দাবী করে তাহলে তা প্রকাশ করে দিবে।

যদি ফিরে আসে তাহলে ভাল নয়লে তাদেরকে ওয়াজ-নসিহত এবং হত্যার ভয় দেখাবেন। তার পরেও যদি অটল থাকে তবে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। এমন অবস্থায় রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে যতক্ষণ তাদের অনিষ্ট দূরা না হয় এবং ফেৎনা নির্মূল না হয়।

২. যখন রাষ্ট্রপ্রধান তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন তখন যেন এমন কোন ভারী অস্ত্র যেমন:ধ্বংসাত্মক বোমা ব্যবহার না করেন বরং সাধারণ ভাবে হত্যা চালাবেন না। তাদের সন্তান, পলায়নকারী, আহত ও যারা যুদ্ধ ত্যাগ করেছে তাদেরকে হত্যা করা জায়েজ হবে না। আর তাদের যাকে যুদ্ধবন্দী করা হয়েছে তাদেরকে ফেৎনা না নিভা পর্যন্ত আটক রাখবেন।

তাদের মালামাল গনিমত হিসাবে নেয়া যাবে না এবং তাদের সন্তানদেরকে যুদ্ধবন্দী করা যাবে না।

৩. যুদ্ধ বন্ধ এবং ফেৎনা নিভে যাওয়ার পর যুদ্ধকালিন তাদের যে সমস্ত সম্পদ নষ্ট হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। আর তাদের মাঝে যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে তার কোন জামানতও লাগবে না। আর যুদ্ধ চলাকালিন যে সমস্ত সম্পদ ও জীবন খোয়া গেছে তারাও সেগুলোর জামানত দেবে না।

◆ দু'টি দল আপোসে যুদ্ধ করলে কি করা ওয়াজিব:

যদি দুটি দল আপোসে স্বজনপ্রীতি বা নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের জন্য যুদ্ধ করে তাহলে তারা দু'পক্ষই জালেম। আর প্রত্যেকেই অন্যের যা ধ্বংস করেছে তা জামানত প্রদান করবে।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٩ ﴾ الحجرات: ٩

"যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। অত:পর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর চড়াও হয়, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দিবে এবং ইনসাফ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে পছন্দ করেন।" [সূরা হুজুরাত: ৯]

عَنْ عَرْفَجَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ». أخرجه مسلم.

২. আরফাজা [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "তোমরা একজন দেশের ইমাম তথা রাষ্ট্র প্রধানের সহিত একত্রে জামাতবদ্ধ থাকা অবস্থা যদি কেউ তোদের শক্তিকে ভংতে চায় অথবা তোমাদের জামাতকে বিভক্ত করতে চায় তাহলে তাকে হত্যা কর।" [১]

◆ **ইসলামী দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার বিধান:**

১. একজন দেশের ইমাম দাঁড় করানো দ্বীনের বিরাট এক ফরজ। তাই তাঁর অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হারাম যদিও তিনি অন্যায় ও জুলুম করেন। যতক্ষণ তিনি আল্লাহর দলিল দ্বারা সুস্পষ্ট এমন কোন কুফুরি না করেন ততক্ষণ তাঁকে অমান্য করা যাবে না। চাই তার ইমামাত নির্বাচন মুসলমানদের ইজমা দ্বারা হোক অথবা তাঁর পূর্বের যিনি দেশের ইমাম ছিলেন তার মারফতে নিয়োগ হোক। কিংবা "আহলুল হাল্লি ওয়াল 'আকদ" তথা পূর্ণ কর্তৃত্ব ও নিয়োগের অধিকারী নেতৃবর্গের এজতেহাদ দ্বারা অথবা তাঁর চাপের মুখে জনগণ তাঁকে মেনে নিয়েছে এবং ইমাম বলে ডাকা শুরু করেছে এমন। তাঁর ফাসেকির কারণে তাঁকে অপসারণ করা যাবে না। কিন্তু যদি সুস্পষ্ট কুফুরি করে যার দলিল আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের নিকট সুসাব্যস্থ।

২. দেশের ইমামের বিরোধিতাকারীরা হয় রাহাজানি অথবা বিদ্রোহী কিংবা খারেজী বলে বিবেচিত হবে। আর খারেজীরা পাপিষ্ঠদের কাফের ফতোয়া দেয় এবং মুসলমানদের রক্তপাত ও সম্পদকে হালাল মনে করে। এরাই ফাসেক তাদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরা করা বৈধ। এরাই তিন প্রকার খারেজী দল যারা দেশের ইমামের আনুগত্য থেকে বের হয়ে যায়। এদের মধ্যের যারা মারা যাবে তাদের মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু।

[১].মুসলিম হাঃ নং ১৮৫২

◆ **মুসলমানদের রাষ্ট্রপতির প্রতি কি ওয়াজিব:**

১. মুসলিমদের ইমাম পুরুষ হওয়া ওয়াজিব। কোন মহিলা দেশের ইমাম তথা প্রধান হওয়ার যোগ্য নয়। নবী [ﷺ] বলেন”

« لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً». رواه البخاري.

“যে জাতি তাদের কার্যভার কোন নারীর উপর ন্যাস্ত করে তারা কখনো কল্যাণকামী হতে পারে না।”[১]

আর দেশের ইমামের প্রতি ফরজ হলো: ইসলামি রাষ্ট্রকে রক্ষা করা, দ্বীনের হেফাজত করা, আল্লাহর বিধানকে বাস্তবায়ন করা, সমস্ত দণ্ডবিধিকে কায়েম করা, বর্ডারসমূহ সুরক্ষিত করা, জাকাত-সদকা আদায় করা, ইনসাফের সহিত বিচার করা, দুশমনদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা এবং আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত ও ইসলামের প্রচার-প্রসার করা।

২. দেশের ইমামের প্রতি আরো ফরজ হলো: দেশের জনগণের কল্যাণকামী হওয়া। তাদের প্রতি কোন কিছু কঠিন না করা। আর সর্ব অবস্থায় তাদের সঙ্গে নরম ব্যবহার করা। নবী [ﷺ] বলেছেন:

« مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». متفق عليه.

“আল্লাহ যে কোন বান্দাকে কোন জনগোষ্ঠীর দায়িত্বশীল বানায়। আর সে তার জনগণের সহিত ধোকাবাজি করে মারা যায়, আল্লাহ তা'য়ালা তার জন্যে জান্নাতকে হারাম করে দেন।” [২]

◆ **আল্লাহর নাফরমানি না এমন কাজে দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য করা উম্মতের উপর ওয়াজিব।**

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

---

[১]. বুখারী হা: নং ৪০৭৩
[২].বুখারী হাঃ নং ৭১৫১ ও মুসলিম হাঃ নং ১৪২ শব্দ তারই

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩ ﴾ النساء: ٥٩

"হে ঈমনিদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা দায়িত্বশীল তাদের। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি প্রত্যাপণ কর-যদি তোমারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক থেকে উত্তম।" [সূরা নিসা: ৫৯]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:« عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ ».متفق عليه.

২. ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন: তিনি [ﷺ] বলেছেন: "মুসলিম ব্যক্তির উপর ফরজ হলো পছন্দ-অপছন্দ সকল ব্যাপারে শুনা এবং আনুগত্য করা। কিন্তু কোন নাফরমানি কাজের নির্দেশ পালনীয় নয়। যদি কোন নাফরমানির আদেশ করে তাহলে সে ব্যাপারে শুনা ও আনুগত্য করা চলবে না।"[১]

◆ **সাজা ফরজ এমন অপরাধকারীর তওবা:**

যদি তাকে গ্রেফতারের পর তওবা করে তাহলে তার সাজা রহিত হবে না। কিন্তু যদি গ্রেফতারের পূর্বে তওবা করে তাহলে তার তওবা কবুল করা যাবে এবং তার সাজাও রহিত হয়ে যাবে। আর ইহা হলো রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে তার পাপিষ্ঠ বান্দাদের প্রতি দয়া করে সাজা উঠিয়ে নেয়া।

[১].বুখারী হাঃ নং ৭১৫১ ও মুসলিম হাঃ নং ১৮৩৯ শব্দ তারই

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبۡلِ أَن تَقۡدِرُواْ عَلَيۡهِمۡۖ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ﴿٣٤﴾ ﴾ المائدة: ٣٣ - ٣٤

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিস্কার করা হবে। এটি হলো তাদের জন্যে পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি। কিন্তু যারা তোমাদের গ্রেফতারের পূর্বে তওবা করে; জেনে রাখ, আল্লাহ ক্ষমাকারী, দয়ালু।" [সূরা মায়েদা: ৩৩-৩৪]

২. আরো আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنۢ بَعۡدِهَا وَءَامَنُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنۢ بَعۡدِهَا لَغَفُورٞ رَّحِيمٞ ﴿١٥٣﴾ ﴾ الأعراف: ١٥٣

"আর যারা পাপ করে। অত:পর তওবা করে এবং ঈমান আনে। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক এরপরে ক্ষমাশীল ও দয়ালু।" [সূরা আ'রাফ: ১৫৩]

"তা'জীর" সাধারণ শাস্তি প্রদান করা

◆ **তা'জীর বলা হয়ঃ** যে ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট সাজা ও কাফফারা নেয় সে বিষয়ে পাপিষ্ঠদের উপর অনির্দিষ্ট কোন শাস্তি প্রদান করা।

◆ **পাপের শাস্তিগুলো তিন প্রকারঃ**

১. যার নির্দিষ্ট সাজা রয়েছে যেমনঃ জেনা, চুরি, ইচ্ছাকৃত হত্যা। এগুলোর মধ্যে কোন কাফফারা বা তা'জীর নেই।

২. যার কাফফারা রয়েছে কিন্তু সাজা নাই যেমনঃ ইহরাম অবস্থায় ও রমজান মাসের দিনে স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করা এবং ভুল করে হত্যা করা।

৩. যার না আছে নির্দিষ্ট সাজা আর না আছে কোন কাফফারা। এরূপ কাজে রয়েছে শাস্তি প্রদান।

◆ **সাধারণ শাস্তি প্রদান বৈধকরণের হিকমতঃ**

আল্লাহ তা'য়ালা নির্দিষ্ট দণ্ডবিধি ও সাজা প্রবর্তন করেছেন যার কম-বেশী করা চলবে না। আর এগুলো ঐ সকল অপরাধের উপর যা উম্মতের দ্বীন, জীবন, সম্পদ, ইজ্জত-সম্মান ও বিবেকের হেফাজতের বহির্ভূত কাজ। আর ঐ গুলোর জন্যই প্রবর্তন করেছেন বাধা ও নিয়ন্ত্রণকারী দণ্ডবিধি ও সাজা। সেগুলো এমন মূল বস্তু ও উপাদান যা ব্যতীত উম্মতের জীবন যাপন করা অসম্ভব। তাই সেগুলোর হেফাজতের নিমিত্তে কায়েম করা হয়েছে দণ্ডবিধি ও সাজাসমূহ।

আর এগুলো সাজা ও দণ্ডবিধির জন্য রয়েছে শর্তাবলী ও নীতিমালা। কখনো এর এমন কিছু আছে যা প্রমাণিত না হলে নির্দিষ্ট সাজা হতে বিচারক যা উচিত মনে করেন এমন অনির্দিষ্ট সাজায় পরিবর্তন হয়ে যায়। এগুলোকে বলা হয় তা'জীর তথা সাধারণ শাস্তিসমূহ। আর সেগুলো হচ্ছে এমন প্রতিটি পাপ যা আল্লাহ তা'য়ালা নির্দিষ্ট কোন সাজা নির্ধারণ করেন নাই বরং অনির্দিষ্ট রেখে দিয়েছেন।

◆ সাধারণ শাস্তি প্রদানের হুকুম:

যে সকল পাপের নির্দিষ্ট কোন সাজা ও কাফফারা নেয় সেগুেলোতে শাস্তি দেয়া ওয়াজিব। চাই তা কোন হারাম করণ হোক বা ওয়াজিব-ফরজ ত্যাগ করা হোক। যেমন:কোন নারীর দেহ থেকে এমন উপভোগ করা, যার কোন নির্দিষ্ট সাজা নেয়। এমন চুরি করা যার হাত কর্তন নাই এবং এমন অপরাধ যার কোন কেসাস নাই। অনুরূপ নারীদের সমকামিতা, জেনা ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা অপবাদ দেয়া ইত্যাদি। অথবা শক্তি-ক্ষমতা থাকার পরেও কোন ওয়াজি-ফরজ ত্যাগ করা। যেমন: ঋণ পরিশোধ না করা, আমানত আদায় না করা, লুণ্ঠনকৃত মাল ও জুলুম ইত্যাদি ফিরিয়ে না দেওয়া। আর যে ব্যক্তি এমন পাপ করবে যার নির্দিষ্ট কোন সাজা নেয়। অত:পর সে তওবা করত: লজ্জিত অবস্থায় আসবে তার উপর কোন শাস্তি নাই।

◆ সাধারণ শাস্তির প্রকারসমূহ:

১. **আদব ও তরবিয়তের জন্য শাস্তি প্রদান:** যেমন: বাবা-মা তাদের সন্তানদেরকে, স্বামী স্ত্রীকে, মালিক খাদেমকে কোন পাপকর্ম ছাড়াই আদব দেওয়া। এ ধরণের শাস্তি দশ চাবুকের বেশি দেওয়া যাবে না। কারণ নব [ﷺ]-এর বাণী:

« لَا تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ».متفق عليه.

“আল্লাহর সাজাসমূহ ব্যতীত অন্য কিছুতে দশের বেশি চাবুক-কষাঘাত মার না।”[১]

২. **পাপকর্মের প্রতি শাস্তি প্রদান:** নির্দিষ্ট সাজা নাই এমন পাপ হলে প্রয়োজন ও উপকারার্থে এবং পাপের পরিমাণ হিসাবে ও কম-বেশীর কারণে বিচারকের জন্য বেশী করা জায়েজ আছে। কিন্তু যদি এমন পাপ হয় যার সাজা শরিয়ত কর্তৃক নির্দিষ্ট রয়েছে সে ব্যাপারে

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৮৫০ শব্দ তারই ও মুসলিম হা নং ১৭০৮

অতিরিক্ত বেশি সাজা প্রাদান করা বৈধ নয়। যেমন: জেনা ও চুরি ইত্যাদি।

◆ **শাস্তি প্রদানের পদ্ধতি:**

শাস্তি প্রদান অনেকগুলো শাস্তির সমন্বয়। শুরু হবে ওয়াজ-নসিহত, পরিত্যাগ, ধমকি, ভয়-ভীতি প্রদর্শন এবং দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দ্বারা। আর শেষ হবে শক্ত শাস্তি দ্বারা যেমন: জেলে আবদ্ধ ও চাবুক মারা। কখনো আবার সাধারণ মঙ্গলের প্রয়োজনে হত্যা দ্বারাও শাস্তি প্রদান হতে পারে। যেমন: গোয়েন্দা, বিদাতী ও মারাত্মক অপরাধীকে হত্যা করা। আবার কখনো প্রচারের মাধ্যমে বা অর্থদণ্ড কিংবা নির্বাসন দ্বারা শাস্তি প্রদান করা হতে পারে।

◆ **সাধারণ শাস্তি:**

সাধারণ শাস্তি প্রদান নির্দিষ্ট কোন সাজা নয়। বিচারক মণ্ডলী অপরাধীর জন্য যেমন উপযুক্ত মনে করবেন শর্ত মোতাকেব শাস্তি নির্ধারণ করবেন। যেমন:আল্লাহ যা আদেশ বা নিষেধ করেছেন তার বহির্ভূত না হয় যার বর্ণনা পূর্বে হয়েছে। আর এগুলো স্থান, কাল, ব্যক্তি, পাপ এবং অবস্থাভেদে বিভিন্ন ধরণের হতে পারে।

◆ **নেশাগ্রস্তের শাস্তি:**

সমস্ত সাজা যা শরিয়ত অপরাধের উপর নির্ধারণ করেছে তাতে কোন প্রকার কম-বেশি করা চলবে না। নেশাগ্রস্তের শাস্তি সাধারণ শাস্তির অন্তর্ভুক্ত। সুন্নত দ্বারা এর সবচেয়ে কম সংখ্যা হলো ৪০ বেত্রাঘাত যার চেয়ে কম করা যাবে না। তবে রাষ্ট্রপতির জন্য এর চেয়ে বেশি করা জায়েজ আছে যদি তিনি এতে উপকার মনে করেন।

মদ পানকারীর শাস্তি সাধারণ শাস্তির অন্তর্গত নির্দিষ্ট দণ্ড-সাজা নয়; কারণ এর সাজা না কুরআনে আর না সুন্নতে উল্লেখ হয়েছে। আর সাহাবাগণ নিকট কোন মদ পায়ীকে নিয়ে আসা হলে তাঁরা খেজুরের ডাল ও সেন্ডেল-জুতা ইত্যাদি দ্বারা প্রহার করতেন। যদি এর কোন

নির্দিষ্ট সাজা হতো তাহলে অন্যান্য সাজার মত এর সাজা নির্দিষ্ট করা হত।

নবী [ﷺ]-এর যুগে মদ পায়ীকে প্রায় ৪০ বেত্রাঘাত করা হত। অনুরূপ আবু বকর [ﷺ]-এর খেলাফত আমলেও। আর যখন মদ পায়ী মানুষের সংখ্যা বেড়ে গেল তখন উমার ফারুক [ﷺ] মদ পায়ীকে ৮০ বেত্রাঘাত করেন। উমার [ﷺ] সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করে সবচেয়ে অপবাদের হালকা সাজার সাথে মিলিয়ে করেন। যদি মদ পানের নির্দিষ্ট কোন সাজা থাকত তাহলে উমার [ﷺ] বা অন্য কেউ তার সীমা অতিক্রম করতে পারতেন না; কারণ দণ্ডবিধি অপরিবর্তনশীল। এর দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গলে যে, মদ পায়ীর শাস্তি তা'জীর (সাধারণ শাস্তি) হাদ্দ (নির্দিষ্ট সাজা) নয়।

◆ **মদ হলো:** যে কোন পানীয় দ্রব্য যা বিবেককে আচ্ছাদিত ও ঢেকে ফেলে।

◆ **যে কোন শরাব যার বেশিটা নেশাগ্রস্ত করে তার অল্পটাও হারাম:**

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِتْعِ –وَهُوَ شَرَابُ الْعَسَلِ– فَقَالَ:« كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ ».متفق عليه.

আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে মধু দ্বারা বানানো শরাবের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে বলেন: "প্রত্যেক শরাব যা নেশাগ্রস্ত করে তা হারাম।"[১]

◆ **মদপন হারাম করার হিকমত:**

মদ সমস্ত দুষ্কর্মের মূল। সর্বভাবে এর ব্যবহার হারাম। যেমন: পান করা অথবা বেচা-কেনা করা কিংবা প্রস্তুত করা বা যে কোন কাজ করা যা পান করার দিকে নিয়ে যায়। ইহা পানকারীর বিবেককে ঢেকে ফেলে যার কারণে সে এমন সকল কাজ করে যা তার শরীর, আত্মা, সম্পদ, সন্তান, ইজ্জত-সম্মান, ব্যক্তি ও সমাজের ক্ষতি সাধন করে। এর দ্বারা রক্তে চাপ বেড়ে যায়। আর এর ফলে তার নিজের ও সন্তানদের মাঝে

[১].বুখারী হাঃ নং ৫৫৮৬ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২০০১

ঘটে নির্বোধ-হাবলামী ও পাগলামী এবং শরীরে অবশ-পক্ষাঘাতগ্রস্ত (Raralysis) আর সৃষ্টি হয় অন্যায় করার প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ।

নেশায় রয়েছে কিছু মজা ও মাতালতা যার ফলে পার্থক্য জ্ঞান লোপ পায়। তাই মদ পানকারী সে কি বলে বুঝে না। আর এ জন্যই ইসলাম এর পান করা হারাম করে দিয়েছে এবং যে কোন ভাবে এর সাথে জড়িত ব্যক্তির জন্য শাস্তি প্রণয়ন করেছে।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٩١ ﴾

المائدة: ٩٠ - ٩١

"হে ঈমানদারগণ! এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈধ নয়। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাক- যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও। শয়তান তো চায়, মদ, জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। সুতরাং তোমরা এখনও কি নিবৃত্ত হবে না?"

[সূরা মায়েদা: ৯০-৯১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"জেনাকারী জেনা করা অবস্থায় মুমিন থাকে না। আর মদ্যপায়ী মদ পান করার সময়

মুমিন থাকে না। চোর চুরি করার সময় মুমিন থাকে না। লুটেরা লুট করে আর মানুষ তার দিকে চেয়ে থাকে এমন সময় সে মুমিন থাকে না।”[১]

◆ **মদ পান প্রমাণিত হবে দুইভাবে:**

১. মদ পায়ীর স্বীকারোক্তি দ্বারা।

২. দু’জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা।

◆ **শরাব পানকারীর সাজা:**

১. যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে এ কথা জানে যে বেশি পান করলে নেশা হয় তাহলে তাকে ৪০ চাবুক মারতে হবে। আর রাষ্ট্রপতি যদি দেখেন যে মানুষ মদ পানে ডুবে পড়েছে তাহলে তিনি চাইলে শাস্তির জন্যে ৮০ চাবুক পর্যন্ত প্রহার করতে পারেন।

২. যে ব্যক্তি প্রথমবার পান করবে তার মদ পানের চাবুক মারতে হবে। দ্বিতীয়বার যদি পান করে তাহলেও চাবুক মারতে হবে। তৃতীয়বার পান করলে চাবুক মারতে হবে। কিন্তু যদি চতুর্থবার পান করে তাহলে ইমাম তাকে জেল খানায় আটক রাখবে অথবা জন সাধারণের হেফাজত ও বিপর্যয় বন্ধ করার জন্য তাকে হত্যা করবে।

৩. যে ব্যক্তি মদ পান করে তওবা ছাড়াই মারা যাবে সে জান্নাতে প্রবেশ করলেও পরকালে জান্নাতী শরাব পান করতে পারবে না। আর শরাব আসক্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর যে ব্যক্তি পান করে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তার চল্লিশ দিনের সালাত কবুল হয় না এবং এমন অবস্থায় মারা গেলে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর যদি তওবা করে তাহলে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। আর যে বারবার পান করবে আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের রস তথা রক্ত-পুঁজ পান করাবেন।

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ جَيْشَانَ وَجَيْشَانُ مِنْ الْيَمَنِ فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنْ الذُّرَةِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

[১].বুখারী হাঃ নং ৬৭৭২ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৫৭

«أَوَمُسْكِرٌ هُوَ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، إِنَّ عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: «عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ، أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ». رواه مسلم.

১. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত। একজন মানুষ ইয়ামেনের জায়শান থেকে আগমন করে। সে নবী [ﷺ]কে তাদের দেশে ভুট্টা দ্বারা বানানো 'মিজ্‌র' নামের শারাব পান করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে। নবী [ﷺ] বলেন: "ওকি নেশাগ্রস্ত করে? সে বলল, হ্যাঁ। নবী [ﷺ] বললেন: "প্রতিটি নেশাগ্রস্ত জিনিস হারাম। নিশ্চয়ই যারা শারাব পান করবে আল্লাহ তাদেরকে 'তীনাতুল খাবাল' পান করাবেন। তারা (সাহাবাগন) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! 'তীনাতুল খাবাল' কি? তিনি [ﷺ] বললেন:"জাহান্নামীদের ঘাম অথবা জাহান্নামীদের রস।"[১]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ». متفق عليه.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"যে দুনিয়াতে শারাব পান করে তওবা ছাড়া মারা যাবে সে আখেরাতে তা হতে বঞ্চিত হবে।"[২]

◆ রাষ্ট্রপতির জন্য শরাবের পাত্র ভাংচুর করা ও মদ্যপায়ীদের স্থান জ্বালিয়ে দেয়া জায়েজ। আর ইহা পান করা থেকে বিরত রাখা এবং তিরস্কারের জন্য হবে। তিনি যেমন প্রয়োজন মনে করবেন তাই নির্দেশ দিবেন।

[১]. মুসলিম হা: নং ২০০২

[২]. বুখারী হা: নং ৫৫৭৫ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ২০০৩

◆ মাদকদ্রব্যের বিধান:

মাদকদ্রব্য শরীরকে ধ্বংস করে ফেলে এবং গায়ে ও বিবেকে অবশ ও অলসতা সৃষ্টি করে। ইহা এক জটিল ও কঠিন রোগ যা বিভিন্ন ধরনের অনিষ্ট ও রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এর গ্রহণ, পাচারকরণ, প্রচার-প্রসার করণ, ব্যবসা-বাণিজ্য সবই হারাম। আর রাষ্ট্রপ্রধান হত্যা অথবা চাবুক কিংবা জেলহাজত বা অর্থ জরিমানা যা উপযুক্ত মনে করবেন তা দ্বার শাস্তি দিবেন। এর দ্বারা অনিষ্ট ও বিপর্যয় দূরীভূত হবে এবং জীবন, সম্পদ, ইজ্জত-সম্মান ও বিবেকের হেফাজত হবে।

◆ মাদকদ্রব্য গ্রহণকারীদের শাস্তি:

মাদকদ্রব্যের ভয়াবহতা ব্যপাক ও এর ধ্বংসাত্মক ক্ষতির জন্য কিছু মান্যবর উলামাবৃন্দু নিম্নের ফতোয়া প্রদান করেছেন:

১. মাদকদ্রব্যের পাচারকারীর শাস্তি হত্যা; কারণ এর ক্ষতি ও অনিষ্ট অনেক বড়।

২. মাদকদ্রব্যের কেনাবেচা বা প্রস্তুতকরণ অথবা আমদানিকরণ কিংবা কাউকে উপঢৌকন দেয়া ইত্যাদি। প্রথমবারের প্রচার-প্রসারকারীকে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হবে। যেমন: জেলে আবদ্ধ করে বা চাবুক মেরে কিংবা অর্থদণ্ড দ্বারা অথবা চাবুক ও অর্থদণ্ড উভয়টা দ্বারা এসব বিচারপতির রায়ের উপর নির্ভর করবে। আর যদি বারবার করে তাহলে উম্মত থেকে অনিষ্ট দূর করার জন্য প্রয়োজনে হত্যাও করা যেতে পারে; কারণ সে জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

◆ অবসন্নকারী ও উৎসাহ-উদ্দীপনা স্তিমিতকারী জিনিসের বিধান:

এসব জিনিস শরীরে অলস ও অবসন্ন সৃষ্টি করে। যেমন: ধূমপান তথা বিড়ি-সিগারেট, চুরুট, হুঁকা ইত্যাদি এবং তামাক, গুল, জর্দা ও কাত (এক প্রকার গাছের পাতা যা ইয়ামেনে আবাদ হয়) ইত্যাদি খাওয়া। এগুলোতে নেশা হয় না এবং বিবেকও লোপ পায় না। এসব হারাম; কারণ এতে রয়েছে শারীরিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক ক্ষতি।

◆ ধূমপান ও এ জাতীয় জিনিস যারা গ্রহণ করবে বিচারপতি যা দ্বারা কল্যাণ সাধিত হয় এমন তিরস্কার মূলক শাস্তি প্রদান করবেন।

◆ **যে ব্যক্তি অবৈধভাবে কোন মহিলাকে চুমা দিয়ে লজ্জিত হয়ে হাজির হবে তার কাফ্ফারা:**

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ﷺ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنْ امْرَأَةٍ قُبْلَةً فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿أَقِمْ الصَّلَاةَ طَرَفَيْ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ فَقَالَ: الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِي هَذَا ؟ قَالَ: « **لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ**». متفق عليه.

ইবনে মাসউদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত একজন মানুষ একজন মহিলাকে চুমা দিয়ে নবী [ﷺ]-এর নিকট এসে তাঁকে বলল: তখন আল্লাহ তা'য়ালা নাজিল করলেন:"আর সালাত কায়েম কর দিনের দু'প্রান্তে এবং রাতেরও প্রান্তভাগে। নিশ্চয় নেক আমল পাপরাজিকে দূর করে দেয়।" [সূরা হূদ:১১৪] মানুষটি বলল: হে আল্লাহর রসূল! ইহা কি শুধুমাত্র আমার জন্য? তিনি [ﷺ] বললেন: "আমার উম্মতের সকলের জন।"[১]

[১] . বুখারী হাঃ নং ৫২৬ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৭৬৩

রিদ্দত তথা ইসলাম ধর্মত্যাগ

◆ **মুরতাদ হলো:** যে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করার পর বা কোন পুরাতন মুসলিমের কাফের হয়ে যওয়া।

◆ **মুরতাদের বিধান:**

আসল কাফেরের চেয়ে মুরতাদের কুফুরি চরম কঠিন। মুরতাদ যদি তওবা না করে তাহলে দুনিয়াতে তার হুকুম হলো হত্যা এবং উত্তরাধিকারী হবে না ও কাউকে উত্তরাধিকার বানাবে না। আর যখন মারা যাবে তখন তার সমস্ত সম্পদ বায়তুলমালে জমা হবে। আর আখেরাতে তার হুকুম চিরস্থয়ী জাহান্নামী:

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُو۟لَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢١٧﴾ ﴾ البقرة: ٢١٧

"তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো জাহান্নামী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে।" [সূরা বাকারা: ২১৭]

عَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» أخرجه البخاري.

২. ইবনে আব্বাস [ﷺ] হতে বর্ণিত নবী [ﷺ] বলেন:"যে ব্যক্তি তার দ্বীনকে বরিবর্তন করে তাকে তোমরা হত্যা কর।"[১]

[১].বুখারী হাঃ নং ৩০১৭

◆ মুরতাদকে হত্যা করার হিকমত:

ইসলাম হলো জীবনের পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস এবং মানব জীবনের প্রয়োজনীয় সকল জিনিসের পরিপূর্ণ নীতিমালা। ইহা স্বভাব ও বিবেক সম্মত। দলিল-প্রমাণ ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আর ইহা সর্ববৃহৎ নেয়ামত। এর দ্বারাই দুনিয়া-আখেরাতে সুখ-শান্তি বাস্তবায়িত সম্ভব। আর যে এর মধ্যে প্রবেশ করার পর মুরতাদ হলো সে নিচের স্তরে নেমে গেল এবং আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের জন্য যে দ্বীন মনোনিত করেছেন তা ত্যাগ করল। আর আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সঙ্গে খেয়ানত করল। সুতরাং তাকে হত্যা করা ফরজ; কারণ সে এমন সত্যকে অস্বীকর করল যা ব্যতীত দুনিয়া-আখেরাত সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

◆ ধর্মত্যাগের প্রকার:

ধর্মত্যাগ তিন প্রকার:

১. **আকীদাগত ধর্মত্যাগ:** যেমন: আল্লাহর রবূবিয়াত তথা কাজে বা উলূহিয়াত তথা ইবাদতে তাঁর সঙ্গে শরিক আছে বলে আকিদা পোষণ করা। অথবা আল্লাহর রবূবিয়াত বা একত্ববাদ কিংবা তাঁর কোন গুণকে অস্বীকার করা। অথবা নবী-রসূলগণকে মিথ্যুক বলে আকিদা রাখা। অথবা নাজিলকৃত আসমানী কিতাবসমূহকে অস্বীকার করা। অথবা পুনরুত্থান বা জান্নাত-জাহান্নাম কিংবা দ্বীনের কোন কিছুকে ঘৃণা করা যদিও আমল করে। অথবা জেনা বা মদপান ইত্যাদি প্রকাশ্য হারাম জিনিসকে হালাল মনে করা কিংবা সালাত, জাকাত ইত্যাদি দ্বীনের প্রকাশ্য ফরজসমূহকে অস্বীকার করা।

২. **কথার দ্বারা মুরতাদ:** যেমন: আল্লাহকে অথবা তাঁর রসূলগণকে কিংবা ফেরেশতামণ্ডলিকে বা নাজিলকৃত কিতাবসমূহকে গালি দেওয়া। অথবা নবুয়াতী দাবী করা কিংবা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে আহ্বান করা। অথবা বলা যে আল্লাহর সন্তান কিংবা স্ত্রী আছে। অথবা প্রকাশ্য হারাম বস্তুকে অস্বীকার করা। যেমন: জেনা, চুরি, মদপান ইত্যাদি। অথবা দ্বীন কিংবা দ্বীনের কোন কিছুকে নিয়ে

ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা। যেমন: আল্লাহর ওয়াদা অথবা শাস্তি। অথবা সাহাবাগণ বা কোন একজনকে গালি-গালাজ করা।

৩. **কর্মের দ্বারা মুরদাত:** যেমন: আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবাই করা অথবা গাইরুল্লাহকে সেজদা করা। অথবা সালাত ত্যাগ করা। অথবা আল্লাহর দ্বীন থেকে বিমুখ হওয়া। দ্বীন না শিখা এবং আমলও না করা। অথবা মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরেকদের সাহায্য-সহযোগিতা করা।

◆ মুরতাদের সাথে কি করা হবে:

যে সাবালক, বিবেকবান ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ইসলামকে পরিত্যাগ করবে তাকে ইসলামের দা'ওয়াত দিতে হবে এবং উৎসাহিত করতে হবে। আর তওবা করার জন্য বলতে হবে হয়তো বা তওবা করবে। যদি তওবা করে তাহলে সে মুসলিম। আর যদি তওবা না করে এবং মুরতাদ অবস্থার উপর অনড় থাকে তাহলে তরবারি দ্বারা কুফুরির জন্য হত্যা করতে হবে সাজার জন্য নয়।

عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ فَأَتَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ :مَا لِهَذَا ؟ قَالَ: أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ ، قَالَ لَا أَجْلِسُ حَتَّى أَقْتُلَهُ قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .متفق عليه.

আবু মূসা [ﷺ] হতে বর্ণিত, একজন মানুষ ইসলাম গ্রহণ করার পর আবার ইহুদি হয়ে যায়। এমন সময় মু'আয ইবনে জাবাল [ﷺ] মূসা আশ'আরী [ﷺ]-এর কিট আসেন যখন তাঁর নিকট ঐ মুরদাত ব্যক্তি উপস্থিত ছিল। মু'আয [ﷺ] বললেন: এর কি হয়েছে? আবু মূসা [ﷺ] বললেন: ইসলাম গ্রহণ করার পর আবার ইহুদি হয়েগেছে। মু'আয [ﷺ] বললেন: যতক্ষণ একে হত্যা না করব ততক্ষণ আমি বসব না। আর ইহাই হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ফয়সালা।"[১]

[১].বুখারী হাঃ নং ৭১৫৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৮২৪ ইমারাত পর্বে

◆ যার মুরতাদী দ্বীনের কোন কিছুকে অস্বীকারের দ্বারা তার তওবা অস্বীকারকৃত বস্তুর স্বীকারোক্তির সাথে শাহাদাতাইন তথা আল্লাহ এক ও মুহাম্মদ [ﷺ] তাঁর রসূল এর সাক্ষ দিতে হবে।

◆ **স্বামী মুরতাদ হলে তার বিধান:**

যদি স্বামী মুরতাদ হয়ে যায় তবে তার স্ত্রী তার জন্য বৈধ নয়। আর তওবা করলে স্ত্রী ইদ্দতের মধ্যে থাকলে স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারবে। আর যদি ইদ্দত থেকে বের হয়ে যায় তাহলে ফেরত নিতে পারবে না এবং স্ত্রী নিজের মালিক হয়ে যাবে। অত:পর স্ত্রীর সন্তুষ্টি এবং নতুন মোহরানা ও নতুন 'আকদ ছাড়া সে তার জন্য হালাল হবে না।

◆ **জাদু হলো:** কিছু গিঁঠ ও মন্ত্র যা জাদুকৃত ব্যক্তির শরীর ও বিবেকের উপর কুপ্রভাব ফেলে।

◆ **জাদুর হুকুম:**

জাদু শিখা, কাউকে শিখানো এবং জাদু করা ও তার নির্দেশ করা সবই হারাম। এর হুকুম হলো:

১. যদি জাদু শয়তানের মাধ্যমে হয় তাহলে জাদুকর কাফের। যদি তওবা না করে তাহলে মুরতাদ হিসাবে হত্যা করতে হবে।

২. আর যদি শুধুমাত্র জাদু জড়ি-বড়ি ও প্রতিষেধক দ্বারা হয় তাহলে ইহা কুফুরি নয় বরং একটি কবিরা গুনাহ। যদি তওবা না করে তাহলে বিচারকের এজতেহাদ মোতাবেক হামলাকারীর হত্যার ন্যায় হত্যা করতে হবে।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ وَٱتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ ٱلشَّيَٰطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَٰنَۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَٰنُ وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ ﴿١٠٢﴾ ﴾ البقرة: ١٠٢

"সুলাইমান কুফুরি করেনি বরং শয়তানরাই কুফুরি করেছে। যারা মানুষদেরকে জাদু শিখাত।" [সূরা বাকারা: ১০২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :«اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ » قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ:« الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ ...». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন: তিনি [ﷺ] বলেছেন:"তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী জিনিস হতে বিরত থাক।" সাহাবায়ে কেরাম বললেন: ইয়া রসূলাল্লাহ! সেগুলো কি? তিনি [ﷺ] বললেন:" আল্লাহর সাথে শিরক করা এবং জাদু......।[১]"

[১]. বুখারী হাঃ নং ২৭৬৬ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৮৯

শপথ-কসম-হলফ

◆ "ইয়ামীন" এর বহুবচন হলো "আয়মান" ইয়ামীন বলা হয়: আল্লাহ অথবা তাঁর নামসমূহের কোন নাম বা গুণসমূহের কোন গুণ উল্লেখ করত: হলপকৃত বস্তুর নির্দিষ্ট ভাবে তাকিদ প্রদান করা। একে হলফ বা কসম করা বলে।

◆ **সম্পাদিত হলফ:**

যে সকল শপথ সম্পাদন হয় এবং ভঙ্গ করলে কাফফারা ফরজ হয় সেগুলো হচ্ছে: আল্লাহ বা তাঁর কোন নাম কিংবা গুণ দ্বারা শপথ করা। যেমন: ওয়াল্লাহ্ ও তাল্লাহ্, (আল্লাহর নামে কসম) ওয়াররহমান, (রহমানের নামে কসম) ওয়া 'আযামাতিল্লাহ্ ওয়া জালালিহ ওয়া 'ইজ্জাতিহ্, (আল্লাহর মহত্ত্ব ও মর্যাদার কসম) ওয়া রহমাতিহ্ (আল্লাহর দয়ার কসম) ইত্যাদি।

◆ **আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে হলফ করার বিধান:**

১. আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে হলফ হরা হারাম এবং ছোট শিরক; কারণ হলফ করা মানে যার নামে করা হয় তাকে তা'যীম তথা সম্মান প্রদর্শন করা। আর তা'যীম-সম্মান প্রদর্শন করা আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য বৈধ নয়।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ ». أخرجه أبو داود والترمذي.

ইবনে উমার [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"যে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে হলফ করল সে শিরক করল।"[১]

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাঃ নং ৩২৫১ শব্দ তারই, তিরমিযী হাঃ ১৫৩৫

২. গাইরুল্লাহর নামে শপথ করা হারাম। যেমন: বলা, নবীর কসম, তোমার জীবনের কসম, আমানতের কসম, কা'বার কসম, বাপ-দাদার কসম ইত্যাদি।

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ« أَلَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ ». متفق عليه.

নবী [ﷺ] বলেছেন:" আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের বাপ-দাদার নামে হলফ করতে নিষেধ করেছেন। অতএব, যে হলফ করতে চায় সে যেন আল্লাহর নামে হলফ করে অথবা চুপ থাকে।"[১]

◆ শপথ করার পর তা সংরক্ষণ করা এবং তার গুরুত্ব দেওয়া ওয়াজিব। কসমের গুরুত্ব অধিক। অতএব, হলফ নিয়ে উদাসিনতা প্রদর্শন এবং তার হুকুম থেকে বাঁচার জন্যে চালাকি-কৌশল করা অবৈধ। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাকিদের জন্য কসম করা শরিয়তে জায়েজ আছে।

◆ **হলফের প্রকার:**

১. "আল-ইয়ামীনুল মুন'আক্বিদাহ" অর্থাৎ শক্ত হলফ করা যার কাফফারা রয়েছে যদি হলফ ভঙ্গ করে।

২. "আল-ইয়ামীনুল গুমূস" ইহা হারাম। এর পদ্ধতি হলো: অতীতের কোন বিষয়ে জেনে-বুঝে মিথ্যা হলফ করা। এর দ্বারা অধিকারসমূহকে হজম করে ফেলা হয়। অথবা এর দ্বারা ফাসেকী ও খেয়ানত উদ্দেশ্য করা হয়। ইহা কবিরা পাপসমূহের একটি। এটিকে গুমূস বলা হয়েছে; কারণ গুমূস অর্থ নিমজ্জিত হওয়া আর এ ধরণের হলফকারী নিমজ্জিত হয় পাপে এরপরে হবে জাহান্নামে। এর কোন কাফফারা নেয় এবং অনুষ্ঠিতও হবে না। আর জলদি করে তা হতে তওবা করা ওয়াজিব।

---

[১] .বুখারী হাঃ নং ২৬৭৮ ও মুসলিম হাঃ নং ১৬৪৬ শব্দ তারই

৩. "আল-ইয়ামীনুল লাগূ" অপ্রয়োজনীয় হলফ যা শপথের উদ্দেশ্যে করা হয় না। ইহা সাধারণত মানুষের জবানে প্রচলিত। যেমন: না, আল্লাহর কসম, হাঁ, আল্লাহর কসম। অথবা আল্লাহর কসম অবশ্যই তুমি খাবে বা পান করবে ইত্যাদি। অথবা অতীতের কোন বিষয়ে হলফ করা এ ধারণা করে যে উহা সত্য কিন্তু প্রকাশ পেল তার বিপরীত। এ ধরণের শপথ অনুষ্ঠিত হবে না এবং কোন কাফফারাও দেওয়া লাগবে না। আর শপথকারীকে পাকড়াও করা যাবে না।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَٰنِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَٰنَ ﴿٨٩﴾ ﴾ المائدة: ٨٩

"আল্লাহ তোমাদেরকে নিরর্থক শপথের ব্যাপারে পাকড়াও করবেন না কিন্তু পাকড়াও করবেন ঐ সকল শপথের জন্যে যা তোমরা মজবুত করে বাঁধ" [সূরা মায়েদা:৮৯]

◆ যদি শপথে "ইন্ শাাআল্লাহ" বলে যেমন: আল্লাহর কসম এরূপ করব ইন্ শাআল্লাহ (যদি আল্লাহ চান) তাহলে যদি না করে শপথভঙ্গকারী হবে না।

◆ **আল্লাহ তা'য়ালা ছাড়া অন্যের নামে হলফ করার কাফফারা:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :«مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ:« لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: «تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ ». متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যে ব্যক্তি লাত ও উযযার নামে হলফ করে সে যেন বলে: "লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ"। আর যে তার সঙ্গিকে বলে আস জুয়া খেলি সে যেন সদকা করে।"[১]

[১]. বুখারী হাঃ নং ৪৮৬০ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃনং ১৬৪৭

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ أَنَّهُ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ ثَلَاثًا، وَاتْفُلْ عَنْ شِمَالِكَ ثَلَاثًا، وَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ وَلَا تَعُدْ ». أخرجه أحمد وابن ماجه.

২. সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস [ﷺ] কর্তৃক বর্ণিত যে, তিনি লাত ও উজ্জার নামে শপথ করেন। তখন তাকে নবী [ﷺ] বলেন: "লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহ" তিনবার বল। আর তোমার বাম দিকে তিনবার থুথু ফেল ও শয়তান হতে পানাহ চাও এবং আর কখনো এ কাজ করবে না।"[১]

◆ **শপথের আহকাম:**

শপথের পাঁচটি আহকাম রয়েছে:

১. **ওয়াজিব শপথ:** এমন হলফ যা দ্বারা কোন নিস্পাপ ব্যক্তিকে ধ্বংস হওয়া থেকে মুক্তির জন্য করা হয়।

২. **মুস্তাহাব শপথ:** যেমন মানুষের মাধ্যে মীমাংসা করার জন্যে হলফ করা।

৩. **বৈধ শপথ:** যেমন কোন বৈধ কাজ করার বা ত্যাগ করার জন্যে শপথ করা। অথবা কোন ব্যাপারে তাকিদ ইত্যাদির জন্য শপথ করা।

৪. **মকরুহ শপথ:** যেমন কোন মকরুহ কাজ করা বা মুস্তাহাব কাজ ত্যাগ করার জন্য শপথ করা। অনুরূপ বেচাকেনার ব্যাপারে শপথ করা।

৫. **হারাম শপথ:** যেমন যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত মিথ্যা শপথ করে। অথবা পাপ কাজ করার জন্যে শপথ করে কিংবা কোন ওয়াজিব ত্যাগ করার জন্যে শপথ করে।

[১]. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ ১৬২২ শব্দ তারই আর আরনাউত বলেনঃ সনদটি সহীহ, ইনবে মাজাহ হাঃ নং ২০৯৭

◆ **হলফ ভঙ্গ করার বিধান:**

যদি মঙ্গল ও কল্যাণকর হয় তবে হলফ ভঙ্গ করা সুন্নত। যেমন: যে ব্যক্তি কোন মকরুহ কাজ করার জন্যে অথবা কোন মুস্তাহাব কাজ ত্যাগ করার জন্যে হলফ করে। এ অবস্থায় হলফ ভঙ্গ করে যা কল্যাণকর তা করবে।

এর দলিল নবী [ﷺ]-এর বাণী:

« مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ».أخرجه مسلم.

"যে ব্যক্তি হলফ করে অত:পর অন্যের মাঝে এর চেয়ে বেশি কল্যাণ দেখে সে যেন তাই করে। আর হলফভঙ্গের কাফফারা আদায় করে।"[১]

◆ যদি কোন ওয়াজিব ত্যাগ করার কসম করে তাহলে কসম ভঙ্গ করা ওয়াজিব। যেমন: যে ব্যক্তি কসম করে যে সে আত্মীয়তা বন্ধন রাখবে না। অথবা কোন হারাম কর্ম করার জন্যে কসম করে। যেমন: যে ব্যক্তি কসম করে যে, সে মদপান করবে। এ অবস্থায় কসম ভঙ্গ করা তার উপর ওয়াজিব এবং তার কাফফারা আদায় করা জরুরি।

◆ হলফ ভঙ্গ করা বৈধ আছে। যেমন : যদি কেউ কোন বৈধ কাজ করার বা ত্যাগ করার শপথ করে তাহলে ভঙ্গ করা বৈধ এবং শপথের কাফফারা দিবে।

◆ **শপথভঙ্গের কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী:**

১. সাবালক ও বিবেকবান ব্যক্তির পক্ষ হতে কোন সম্ভবপর ভবিষ্যৎ বিষয়ে কসম সম্পাদন হওয়া। যেমন: যে কসম করে যে, সে অমুকের বাড়ীতে প্রবেশ করবে না।

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ১৬৫০

২. শপথ যেন স্বেচ্ছায় করে। তাই যদি কেউ চাপে পড়ে শপথ করে তার কসম সম্পাদন হবে না।

৩. ইচ্ছা করে কসমকারী হতে হবে। যদি কেউ অনিচ্ছাকৃত কসম করে তার কসম অনুষ্ঠিত হবে না। যেমন: যে ব্যক্তির কথার মধ্যে জবানে এসে যায়: না, আল্লাহর কসম, ও হাঁ, আল্লাহর কসম।

৪. কসমভঙ্গ হতে হবে। তাই যা ত্যাগ করার জন্যে কসম করেছিল তা করা অথবা যা স্বেচ্ছায় ও স্মরণকরত: কসম করেছিল তা না করা।

◆ **কসমের কাফফারা:**

যার প্রতি কাফফারা জরুরি তার জন্য নিম্নের যে কোন একটি এখতিয়ার করা জয়েজ:

১. দশজন মিসকিনকে খাদ্য প্রদান। প্রতিটি দেশের প্রধান খাদ্য হতে প্রতিটি মিসকিনকে আধা সা' তথা প্রায় ১ কেজি ২০ গ্রাম করে খাদ্য দিবে। যেমন: গম অথবা খেজুর কিংবা চাউল ইত্যাদি। যদি দশজন মিসকিনকে দুপুরের বা রাত্রে একবার পেট পূরে আহার করাই তবুও জায়েজ।

২. দশজন মিসকিনকে সালাত আদায় করতে যথেষ্ট এমন পোশাক পরানো।

৩. একজন মুমিন দাস বা দাসী আজাদ করা।

যদি এগুলোর কোন একটি না পারে তাহলে তিনটি রোজা রাখবে। আর উপরের তিনটির কোন একটি আদায় করতে ব্যর্থ না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য রোজা রাখা জায়েজ নয়।

◆ **কসমভঙ্গের অগ্রিম কাফফারার বিধান:**

◆ কসমভঙ্গ করার পূর্বে এবং পরেও কাফফারা আদায় করা জায়েজ। যদি পূর্বে আদায় করে তাহলে সে কসমকে হালালকারী আর যদি পরে করে তাহলে কাফফারা আদীয়কারী।

কসমভঙ্গ করার কাফফারা সম্পর্কে আল্লাহ বর্ণনা করে বলেন:

﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَٰنِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَٰنَ ۖ فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيْمَٰنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَٱحْفَظُوٓا۟ أَيْمَٰنَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾ ﴾ المائدة: ٨٩

“আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না তোমাদের অনর্থক শপথের জন্যে; কিন্তু পাকড়াও করেন ঐ শপথের জন্যে যা তোমরা শক্ত করে বাঁধ। অতএব, এর কাফফারা এই যে, দশজন মিসকিনকে খাদ্য প্রদান করবে; মধ্যম শ্রেণীর খাদ্য, যা তোমরা স্বীয় পরিবারকে দিয়ে থাক। অথবা তাদেরকে বস্ত্র প্রদান করবে অথবা একজন ক্রীতদাস কিংবা দাসী মুক্ত করে দিবে। যে ব্যক্তি সামর্থ রাখে না, সে তিন দিন রোজা রাখবে। এটা কাফফারা তোমাদের শপথের, যখন শপথ করবে। তোমরা স্বীয় শপথসমূহ রক্ষা কর। এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় নির্দেশ বর্ণনা করেন যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।” [সূরা মায়েদা: ৮৯]

- যদি কোন মুসলিম ভাই তার অপর ভাইয়ের উপর পাপ না এমন শপথ করে তাহলে তার প্রতি শপথকারীর হক হলো তা পূরণ করা।
- যদি শপথ করে কোন কাজ না করার। অত:পর ভুলে বা চাপে পড়ে কিংবা অজ্ঞতা বশত: করে বসে তাহলে তার হলফভঙ্গ হবে না এবং তাকে কাফফারাও লাগবে না। আর তার শপথ বাকি থাকবে।
- যদি কোন মানুষের প্রতি শপথ করে তাকে সম্মান করার ইচ্ছায়, তাহলে কোন অবস্থাতেই শপথভঙ্গ হবে না। আর যদি সম্মান করা জরুরি করে নেয় এবং না করে, তাহলে শপথ ভঙ্গকারী হবে।
- প্রতিটি আমল নিয়তের উপর নির্ভশীল। অতএব, যে ব্যক্তি কোন বিষয়ের উপর শপথ করল এবং অন্তরালে অন্যটা লুকিয়ে রাখল তাহলে তার নিয়ত অনুযায়ী ধরা হবে শব্দ দ্বারা নয়।

◆ শপথের হকিকত:

শপথ তলবকারীর নিয়তের উপর শপথ নির্ভর করবে। সুতরাং বিচারক সাহেব যদি কোন অভিযোগে অথবা অন্য কোন ব্যাপারে হলফ করায় তাহলে বিচারকের নিয়তের উপর নির্ভর করবে। শপথকারীর নিয়তের উপর নয়। আর হলফ না করিয়েও যদি হলফ করে তাহলে হলফকারীর নিয়তের উপর নির্ভর করবে।

◆ স্ত্রী ছাড়া হালাল কোন জিনিস নিজের প্রতি হারাম করার বিধান:

যদি কেউ স্ত্রী ব্যতীত অন্য কিছুকে নিজের উপর হারাম করে নেয় যেমন : কোন খাদ্য বা অন্য কিছু তাহলে তা তার উপর হারাম হবে না। কিন্তু যদি সে তা করে তাহলে তার প্রতি হলফের কাফফারা জরুরি হবে। এ মর্মে আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَۖ تَبۡتَغِي مَرۡضَاتَ أَزۡوَٰجِكَۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ۝١ قَدۡ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمۡ تَحِلَّةَ أَيۡمَٰنِكُمۡۚ وَٱللَّهُ مَوۡلَىٰكُمۡۖ وَهُوَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡحَكِيمُ ۝٢ ﴾ التحريم: ١-٢

"হে নবী! আল্লাহ যা আপনার জন্যে হালাল করেছেন, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে খুশী করার জন্যে তা নিজের জন্যে হারাম করেছেন কেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়। আল্লাহ তোমাদের জন্যে কসম থেকে অব্যহতি লাভের উপায় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তোমাদের মালিক। তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা তাহরীম:১-২]

◆ কোন পাপকর্ম করার শপথকারীর বিধান:

যে ব্যক্তি কোন কল্যাণকর কাজ না করার হলফ করে তার জন্য তার প্রতি জিদ করা বৈধ নয়। বরং তার হলফের কাফফারা দিবে এবং কল্যাণকর কাজ করবে।

এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ وَلَا تَجۡعَلُواْ ٱللَّهَ عُرۡضَةٗ لِّأَيۡمَٰنِكُمۡ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصۡلِحُواْ بَيۡنَ ٱلنَّاسِۚ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٢٤ ﴾ البقرة: ٢٢٤

“আর নিজেদের শপথের জন্য আল্লাহর নামকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে নিও না মানুষের সাথে কোন আচার-আচারণ থেকে, পরহেজগারী থেকে এবং মানুষের মাঝে মীমাংসা করে দেয়া থেকে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ সবকিছুই শুনেন, জানেন।”[সূরা বাকারা:২২৪]

নজর-মান্নত

◆ নজর-মান্নত হলো:

কোন শরিয়তের আজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষ থেক স্বেচ্ছায় নিজের উপর আল্লাহর জন্য কিছু করা জরুরি করে নেওয়া যা শরিয়তে আবশ্যকীয় না।

◆ নজর-মান্নতের হুকুম:

নজর মানা মকরুহ; কারণ নবী [ﷺ] এ হতে নিষেধ করেছেন। আর বর্ণনা করেছেন যে, নজর কোন কল্যাণ বয়ে আনে না এবং তাতে কোন উপকার নেই। নজর মানা না কোন মঙ্গল আনে আর না কোন ভাগ্য বরিবর্তন করে। কেননা আল্লাহ তা'য়ালা যারা নজর মানে তাদের প্রশংসা করেননি। বরং যারা নজর মেনে পুরা করে তাদের প্রশংসা করেছেন।

নজরের পরিণাম প্রশংসনীয় নয়; কারণ কখনো পূর্ণ করতে অক্ষম হলে পাপ তাকে গ্রেফতার করবে। মানতকারী আল্লাহর সাথে শর্ত ও বিনিময়ের চুক্তি করে যে, যদি তার উদ্দেশ্য হাসিল হয় তাহলে সে যা মানত মেনেছে তা পূরণ করবে। আর যদি হাসিল না হয় তাহলে করবে না। আল্লাহ তা'য়ালা বান্দা ও তাদের আনুগত্য থেকে সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী।

﴿يُوفُونَ بِٱلنَّذۡرِ وَيَخَافُونَ يَوۡمٗا كَانَ شَرُّهُۥ مُسۡتَطِيرٗا ٧﴾ [الإنسان/٧].

“তারা মান্নত পূর্ণ করে এবং সেদিনকে ভয় করে, যেদিনের অনিষ্ট হবে সুদূরপ্রসারী।” [সূরা দাহার:৭]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ: «إِنَّهُ لاَ يَرُدُّ شَيْئاً وَلَكِنَّهُ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ». متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [رضي الله عنهما] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী [ﷺ] নজর-মান্নত মানতে নিষেধ করেছেন। আর বলেছেন: “নজর মানা কিছু দূর

করতে পারে না। বরং নজর মানার মাধ্যমে বখিলের সম্পদ বের হয়।"[১]

◆ আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য নজর-মান্নত মানার বিধান:

নজর এক প্রকার এবাদত। তাই আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্যে করা যাবে না; কারণ নজর দ্বারা যার জন্য নজর মানা হয় তাঁকে তা'যীম তথা সম্মান প্রদর্শন করা এবং তার দ্বারা তাঁর নৈকট্য হাসিল করাই উদ্দেশ্য হয়। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে নজর মানল। যেমন: কোন কবর বা কবরবাসী অথবা কোন ফেরেশতা, কিংবা কোন নবী বা কোন অলি, তাহলে সে আল্লাহর সঙ্গে বড় শিরক করল। আর ইহা বাতিল এবং পূরণ করা হারাম।

◆ কার নজর মানা সঠিক হবে:

সাবালক ও বিবেকবান ব্যক্তির পক্ষ থেকে চাই মুসলিম হোক বা কাফের এবং স্বেচ্ছায় না হলে নজর সহীহ হবে না।

◆ নজরের প্রকার:

১. **সাধারণ নজর:** যেমন কেউ বলে, আমি যদি এমন কাজ করি তাহলে আমার উপর আল্লাহর জন্য এমনটা জরুরি। অত:পর সে তা করেই বসে তাহলে তার প্রতি হলফভঙ্গের যে কাফফারা তা জরুরি হয়ে যাবে।

২. **জিদ অথবা রাগের নজর:** যে নজরকে কোন শর্তের সঙ্গে ঝুলন্ত রাখে। আর ইহা কোন কাজ হতে নিষেধ করার উদ্দেশ্যে অথবা তার প্রতি উৎসাহিত করার জন্যে কিংবা সত্যায়নের উদ্দেশ্যে বা মিথ্যা প্রমাণের জন্যে। যেমন বলা: যদি তোমার সাথে কথা বলি তাহলে আমার প্রতি হজ্ব জরুরি। এমত: অবস্থায় তার জন্য দু'টি কাজের মধ্যে যে কোন একটি এখতিয়ার করতে হবে। যার নজর মেনেছে তা করা অথবা শপথভঙ্গের কাফফারা আদায় করা।

[১]. বুখারী হা: নং ৬৬০৮ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ১৬৩৯

৩. **কোন বৈধ কাজ করার জন্য নজর:** যেমন: কেউ যদি তার পোশাক পরিধান করবে অথবা বাহনে আরোহণ করবে এমন নজর মানে, তাহলে সে কাজটি করা এবং শপথভঙ্গের কাফফারা এর যে কোন একটির এখতিয়ার করতে পারে।

৪. **মকরূহ নজর:** যেমন তালাক ইত্যাদি দেওয়ার নজর মানা। এ অবস্থায় তার জন্য সুন্নত হলো শপথের কাফফারা দেওয়া এবং কাজটি সম্পাদন না করা।

৫. **গুনাহর কাজের নজর:** যেমন কাউকে হত্যা করার নজর মানা। অথবা মদপানের কিংবা জেনা করার বা ঈদের দিনে রোজা রাখার নজর মানা। এ ধরণের নজর সহীহ হবে না এবং পূর্ণ করাও হারাম। কিন্তু তার প্রতি কাফফারা আদায় করা জরুরি। কারণ নবী [ﷺ] বলেছেন:

« لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ». أخرجه أبو داود والترمذي.

"কোন পাপের কাজে নজর মানা বৈধ নয়। আর তার কাফফারা হলফভঙ্গের অনুরূপ কাফফারা।"[১]

৬. **এবাদত করার জন্য নজর:** কোন শর্ত ছাড়াই নজর মানা। যেমন: সালাত আদায় করা, রোজা রাখা, হজ্ব-উমরা পালন করা, এতেকাফ ইত্যাদির আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় নজর মানা। এ ধরণের নজর পূর্ণ করা ওয়াজিব। আর যদি শর্ত করে নজর মানে যেমন: যদি আল্লাহ আমার রোগ আরোগ্য দান করেন অথবা আমার মালে লাভ দেন তাহলে আল্লাহর জন্য আমার প্রতি এতো কাটা দান বা এতো দিন রোজা ইত্যাদি জরুরি। যদি শর্ত পাওয়া যায় তাহলে তার প্রতি নজর পূরণ করা ওয়াজিব। নজর পূরণ করা এবাদত যা আদায় করা ওয়াজিব। আল্লাহ তা'য়ালা মুমিনদের প্রশংসা করে বলেন যে, তারা তাদের নজর পূরণ করে।

[১].হাদীসটি সহীহ, আবূ দাঊদ হাঃনং ৩২৯০, তিরমিযী হাঃ নং ১৫২৪

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذۡرِ وَيَخَافُونَ يَوۡمٗا كَانَ شَرُّهُۥ مُسۡتَطِيرٗا ٧ ﴾ الإنسان: ٧

"তারা নজর-মান্নত পূর্ণ করে এবং সেদিনকে ভয় করে, যেদিনের অনিষ্ট হবে সুদূরপ্রসারী।" [সূরা দাহার: ৭]

২. আরো আল্লা তা'য়ালাহর বাণী:

﴿ وَمَآ أَنفَقۡتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوۡ نَذَرۡتُم مِّن نَّذۡرٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُهُۥۗ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٍ ٢٧٠ ﴾ البقرة: ٢٧٠

"এবং যা কিছু তোমরা খরচ কর অথবা যা কিছু নজর মান আল্লাহ তা জানেন। আর জালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই।" [সূরা বাকারা:২৭০]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ ». أخرجه البخاري.

৩. আয়েশা (রা:) কর্তৃক বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি [ﷺ] বলেছেন:" যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার নজর মানে সে যেন তাঁর আনুগত্য করে। আর যে আল্লাহর নাফরমানি করার নজর মানে সে যেন তাঁর নাফরমানি না করে।"[১]

- ◆ যে ব্যক্তি কোন এবাদত করা নজর মেনে পূর্ণ করার আগেই মারা যাবে তার পক্ষ থেকে তার অলিরা তা পূর্ণ করে দিবে।

◆ নজর পুরা করতে অক্ষম ব্যক্তির বিধান:

আর যে ব্যক্তি কোন আনুগত্যের নজর মানার পর পূর্ণ করতে অক্ষম হলো তার প্রতি কাফফারা আদায় করা ওয়াজিব। আর এমন ব্যক্তির জন্য নজর মানা মকরুহ। কারণ ইবনে উমার [ﷺ] হতে বর্ণিত: নবী [ﷺ] নজর মানা হতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন:

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৬৯৬

« إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ ».متفق عليه.

"নজর মানায় কোন কিছু পরিবর্তন করে না। বরং নজর-মান্নত দ্বারা কৃপণের মাল বের হয়ে যায়।"[১]

◆ **মানুষের প্রতি কষ্টকর এমন জিনিসের নজর মানার বিধান:**

যে সকল কাজ-কর্ম ও এবাদত সম্পাদন করা বান্দার প্রতি কষ্ট হয় এমন বিষয়ে নজর মানা মকরুহ। অতএব, যে ব্যক্তি এমন নজর মানল যা তার ক্ষমতার বাইরে এবং তাতে রয়েছে প্রচণ্ড কষ্ট। যেমন:যে ব্যক্তি নজর মানে সমস্ত রাত্রি সালাত কায়েম করার কিংবা সারা বছর রোজা রাখার অথবা সমস্ত সম্পদ দান করার বা হজ্ব অথবা উমরা পায়ে হেঁটে করার। এ অবস্থায় তার নজর পূরণ করা তার প্রতি ওয়াজিব নয় বরং তার প্রতি জরুরি হলো কাফফারা দেওয়া।

◆ **নজর-মান্নত খরচের খাত:**

মানতকারীর নিয়ত অনুযায়ী আনুগত্যের নজরের খাত নির্দিষ্ট হবে। তবে পবিত্র শরিয়তের গণ্ডির মধ্যে হতে হবে। যদি মান্নতকৃত বস্তু যেমন: গোশত বা অন্য কিছু গরিব-মিসকিনের জন্য নিয়ত করে, তাহলে তা হতে তার ভক্ষণ করা জয়েজ নয়। আর যদি নিয়ত করে তার পরিবার-পরিজন অথবা বন্ধ-বান্ধব কিংবা সঙ্গী-সাথীরা তাহলে তার জন্য তাদেরই একজন হিসাবে খাওয়া জায়েজ।

◆ **নেকিকে পাপের সাথে সংমিশ্রণকারীর নজরের বিধান:**

যে ব্যক্তি তার মানতে পাপ ও নেকির সংমিশ্রণ ঘটাবে তার জন্যে নেকির কাজ করা এবং পাপের কাজ ত্যাগ করা জরুরি।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ بَيْنَما النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ ، وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ». أخرجه البخاري.

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৬৯৩ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৬৩৯

ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী [ﷺ] একদা বক্তৃতা প্রদান করতে ছিলেন। দেখলেন একজন মানুষ দাঁড়ান। তিনি [ﷺ] লোকটির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা (সাহাবাগণ) বললেন: এ হলো আবু ইসরাঈল। সে নজর মেনেছে যে, দাঁড়িয়ে থাকবে, বসবে না, ছায়া গ্রহণ করবে না, কথা বলবে না এবং রোজা রাখবে। তখন নবী [ﷺ] বললেন:"তাকে নির্দেশ কর কথা বলার ও ছায়া গ্রহণের জন্যে। আর বল বসতে এবং তার রোজা পূর্ণ করতে।"[১]

◆ **নির্দিষ্ট দিনের রোজা রাখার নজর মানার পর তা কুরবানির ঈদ অথবা রোজার ঈদের দিনে পড়লে তার হুকুম:**

কারো জন্যে দুই ঈদের দিনে রোজা রাখা জায়েজ নেই। তাই যে সে দিনে রোজা রাখার নজর মানবে সে তার নজরের কাফফারা দেবে।

عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ ثَلَاثَاءَ أَوْ أَرْبِعَاءَ مَا عِشْتُ فَوَافَقْتُ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ فَأَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ مِثْلَهُ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ. متفق عليه.

জিয়াদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি ইবনে উমার [ﷺ]-এর সাথে ছিলাম। তখন তাঁকে একজন মানুষ জিজ্ঞাসা করে বলল: আমি নজর মেনেছি যতদিন বাঁচব ততদিন প্রতি মঙ্গলবার অথবা বুধবার রোজা রাখব। অত:পর সে দিন কুরবানির ঈদের দিনে পড়েছে। তিনি [ﷺ] বললেন: আল্লাহ আমাদেরকে নজর পূরণ করতে নির্দেশ করেছেন এবং আমাদেরকে ঈদের দিনে রোজা রাখতেও নিষেধ করা হয়েছে। লোকটি আবারো পুনরাবৃত্তি করল। তিনি [ﷺ] একই কথা বললেন এবং তার অতিরিক্ত কিছু করলেন না।"[২]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৭০৪

[২]. বুখারী হাঃ ৬৭০৬ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ ১১৩৯

অষ্টম পর্ব

বিচার-ফয়সালা

এতে রয়েছেঃ

১. কজার অর্থ ও তার হুকুম।
২. বিচার-ফয়সালা করার ফজিলত।
৩. বিচার করার ভয়াবহতা।
৪. বিচারকের আদবসমূহ।
৫. ফয়সালার পদ্ধতি।
৬. মামলা-মকদ্দমা ও অভিযোগ এবং দলিল-প্রমাণ-সাক্ষী।

قال الله تعالى:

﴿ وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنۢ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعۡضِ ذُنُوبِهِمۡۗ وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ ٤٩ ﴾ [المائدة:٤٩]

আল্লাহর বাণী:

“আর আমি আদেশ করেছি যে, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা নাজিল করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন–যেন তারা আপনাকে এমন কোন নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা আল্লাহ আপনার প্রতি নাজিল করেছেন। অনন্তর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে নিন, আল্লাহ তাদেরকে তাদের গোনাহর কিছু শাস্তি দিতেই চেয়েছেন। মানুষের মধ্যে অনেকেই নাফরমান।” [সূরা মায়েদা:৪৯]

বিচার-ফয়সালার অধ্যায়

১-কাজার অর্থ ও বিধান

◆ **কজা তথা বিচার-ফয়সালা করা হলো:** শরিয়তের বিধান সুস্পষ্ট ও প্রকাশ করা এবং তা অবধারিতকরণ ও ঝগড়া-বিবাদের ফয়সালা করা।

◆ **বিচার-ফয়সালা করা বৈধকরণের হিকমত:**

আল্লাহ তা'য়ালা সকল অধিকার হেফাজত, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা, জীবন-সম্পদ ও ইজ্জত-সম্মানের রক্ষা করার জন্য বিচার-ফয়সালা করাকে বৈধ করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের একজনকে অপরজনের বিভিন্ন প্রকার কাজ করার জন্য মুখাপেক্ষী করে দিয়েছেন। যেমন: কেনাবেচা, বিভিন্ন পেশা, বিবাহ-শাদি, তালাক, ভাড়া, ভরণ-পোষণ ইত্যাদি জীবনের জরুরি বিষয়াদি। এ সমস্ত জিনিসের জন্য শরিয়ত নিয়ম-নীতি ও শর্তাবলী প্রণয়ন করেছে যা মানুষের মাঝের লেনদেনের ফয়সালা করে দেয় এবং ইনসাফ ও নিরাপত্তা বিস্তৃতি লাভ করে।

কিন্তু মাঝে-মধ্যে সেই সকল নীতিমালা ও শর্তাবলীর কিছু বিপরীত ঘটে। তা ইচ্ছা করে হোক বা অজ্ঞতা বশত: হোক যার ফলে সমস্যা সৃষ্টি হয়। আর আপোসের মধ্যে জন্ম নেয় ঝগড়া-বিরোধ ও দুশমনি-ঘৃণা। আর কখনো অবস্থা এমন পরিস্থিতি দাঁড়ায় যার ফলে সম্পদ লুণ্ঠন, জীবন নিশ্চিহ্ন ও ঘর-বাড়ীর বিনাশ সাধন। সুতরাং মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাদের কল্যাণার্থে তাঁর শরিয়ত দ্বারা বিচার-ফয়সালা করা বৈধ করেছেন। যার ফলে ঐ সকল ঝগড়া-বিবাদের অপসারণ ও সমস্ত সমস্যার সমাধান হয় এবং বান্দার মাঝে ইনসাফ ও ন্যায়ের বিচার হয়।

আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

﴿ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمُهَيْمِنًا

عَلَيۡهِۖ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُۖ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلۡحَقِّۚ ﴿٤٨﴾ ﴾ المائدة: ٤٨

"আমি আপনার প্রতি নাজিল করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষাণাবেক্ষণকারী। অতএব, আপনি তাদের পারস্পারিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা নাজিল করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন এবং আপনার কাছে যে সৎপথ এসেছে, তা ছেড়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না-- ।" [সূরা মায়েদা: ৪৮]

◆ **বিচার-ফয়সালা করার হুকুম:**

বিচার করা ফরজে কিফায়াহ। মানুষের জন্য প্রতিটি এলাকা বা শহরে প্রয়োজন মোতাকেব একজন বা একাধিক বিচারক নিয়োগ দেওয়া রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতি ফরজ। কারণ তাঁরা ঝগড়া-বিবাদের ফয়সালা, সকল সাজার বাস্তবায়ন, ইনসাফ ও ন্যায়ের সাথে বিচারকরণ, হকসমূহের ফেরত, মাজলুমের প্রতি ইনসাফ এবং মুসলমানদের কল্যাণকর বিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ ইত্যাদি কাজের আনজাম দিবেন।

ইনসাফসের সাথে মানুষের মাঝে বিচার ফয়সালা করা ফরজে কেফায়া; কারণ উদ্দেশ্য কাজটি কর্তা নয়। আর যদি উদ্দেশ্য কাজ ও কর্তা উভয়টি হতো তাহলে ফরজে আইন হত। যেমন : সালাত, রমজানের সিয়াম ইত্যাদি।

আল্লাহর বাণী:

﴿ يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدُۢ بِمَا نَسُواْ يَوۡمَ ٱلۡحِسَابِ ﴿٢٦﴾ ﴾ [ص/٢٦].

"হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব, তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাকে রাজত্ব কর এবং কেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি, এ কারণে যে, তারা হিসাব দিবসকে ভুলে যায়।" [সূরা স্ব–দ:২৬]

◆ **বিচারকের জন্য শর্ত:**

যে বিচারের দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন তা জন্য শর্ত হলো:

১. কাজিকে শক্তিশালী ও আমানতদার হতে হবে। অবশ্যই কাজিকে তার জাজ্ঞে শক্তিশালী এবং তার কাজ বাস্তবায়নে আমানতদার হতে হবে।

২. মুসলিম হতে হবে; কারণ কাজিকে আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান দ্বারা ফয়সালা করতে হবে।

৩. সাবালক ও বিকেকবান হতে হবে; কারণ নাবালক ও পাগল দায়িত্বের ব্যাপারে অপরিপূর্ণ।

৪. ন্যায়পরায়ণ হতে হবে; কারণ ফাসেক ব্যক্তি তার ফাসেকির জন্য জুলুম থেকে নিরাপদ নয়।

৫. শ্রবণকারী হতে হবে; কারণ বধির বাদী বিবাদীর কথা শুনতে পারবে না।

৬. কথা বলতে পারেন এমন হওয়া; যাতে করে বাদী বিবাদীর সাথে কথা বলতে পারেন।

৭. মুজতাহিদ ও আহকাম সম্পর্কে অবগত এমন হওয়া; কারণ মুকাল্লেদ তথা দলিল ছাড়া অন্যের কথা মান্যকারী ও সাধারণ ব্যক্তি বিচার ফয়সালার জন্য উপযুক্ত নয়।

৮. পুরুষ মানুষ হতে হবে; কারণ নারী বিবেক অসম্পূর্ণ ও অতি দ্রুত আবেগী, যার ফলে বেশি বেশি ধোকায় পড়বে।

এ শর্তগুলো সম্ভবপর পরিগণিত হবে এবং দৃষ্টিবানকে অন্ধের উপরে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আর সর্বোত্তমের ভিত্তিতে দায়িত্বভার দেয়া ওয়াজিব।

◆ **কাজি-বিচারক নির্বাচনকরণ:**

কাজি নির্বাচন করার দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির। তাঁর প্রতি ফরজ হলো বিচারক পদের জন্য সবচেয়ে জ্ঞানী, মোত্তাকী, চালাক ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিকে নির্বাচন করবেন; কারণ কিছু মানুষ সত্যবাদী আর কিছু বাতিলপন্থী এবং যাতে করে হক বিনষ্ট না করেন ও ফাজেরের ধোকায় না পড়েন।

আর সবচেয়ে ধার্মিক ব্যক্তিকে চয়ন করবেন; যাতে করে হারাম না খান এবং কাউকে ভয়ও না পান। এ ছাড়া নির্বাচনে সবচেয়ে মুত্তাকী ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দিবেন; কারণ তাকওয়াতে কার্যাদি সহজ হয় এবং জটিল বিষয়াদি আসান হয় ও সত্যকে জানা, ভালাবাসা ও তা দ্বারা ফয়সালা করাও সহজ হয়। জ্ঞানে জবরদস্ত ও কাজে আমানতদার এবং সত্যবাদী ফাকীহ ব্যক্তিকে এখতিয়ার করবেন।

আল্লাহর বাণীঃ

﴿ قَالَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ ٢٦ ﴾

[القصص/٢٦].

"বালিকাদ্বয়ের একজন বলল বাবা, তাকে চাকর নিযুক্ত করুন। কেননা, আপনার চাকর হিসেবে সে-ই উত্তম হবে, সে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত।" [সূরা কসাস:২৬]

২- বিচার করার ফজিলত

◆ যে মানুষের মাঝে ফয়সালা করে তার জন্য অনেক ফজিলত রয়েছে। ইহা করতে সক্ষম এবং নিজের প্রতি জুলুম করা হতে নিরাপদে থাকবেন তার জন্যে জায়েজ। ইহা আল্লাহর নৈকট্য লাভের এক উত্তম পন্থা; কারণ এতে রয়েছে মানুষের মাঝে মীমাংসা করা, মাজলুমের প্রতি ইনসাফ ও জালেমকে প্রতিহত করা, সৎকর্মের নির্দেশ, অসৎকাজের নিষেধ, সাজাসমূহের বাস্তবায়ন, হকদারের হক পৌঁছানো। এ ছাড়া নবী-রসূলগণ (আ:)-এর কাজ। এ সকল মহৎ কাজের জন্যই আল্লাহ তা'য়ালার এর মধ্যে ভুল হলেও সওয়াব নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আর এজতেহাদ করার পরে যদি বিচারকের ভুল হয় তা রহিত করে দিয়েছেন। আর যদি সঠিক করেন তাহলে দ্বিগুণ সওয়াব। একটি হলো এজতেহাদের আর অপরটি সঠিক বিচার করার। আর যদি এজতেহাদ করার পর ভুল করেন তাহলে একটি সওয়াব। তা হচ্ছে এজতেহাদের এবং তার কোন গুনাহ নেই।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾﴾ [النساء/١١٤].

"তাদের অধিকাংশ সলা-পরামর্শ ভাল নয়; কিন্তু যে পরামর্শ দান খয়রাত করতে কিংবা সৎকাজ করকে অথবা মানুষের মধ্যে সন্ধিস্থাপন কল্পে করতো তা স্বতন্ত্র। যে এ কাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আমি তাকে বিরাট সওয়াব দান করব।" [সূরা নিসা: ১১৪]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« لاَ حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا ».متفق عليه.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"দু'টি জিনিসে গিবতা (অন্যের ন্যায় কামনা) করা জায়েজ। একজন মানুষ যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন যা থেকে সে সত্যের পথে খরচ করে। আর অপরজন যাকে আল্লাহ তা'য়ালা হিকমত দান করেছেন যা দ্বারা সে বিচার করে এবং অন্যদেরকে শিক্ষা দেয়।" [১]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا ». أخرجه مسلم.

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"নিশ্চয় ইনসাফকারীগণ আল্লাহ তা'য়ালার ডান হাতের পার্শ্বের নূরের মিনারার নিকটে থাকবে। আর আল্লাহর দু'টি হাতই ডান। যারা তাদের বিচার ফয়সালায়, পরিবারে এবং যাদের দায়িত্ব অর্পিত হয় তাদের সঙ্গে ইনসাফ করে।" [২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :« سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ».

متفق عليه.

[১].বুখারী হাঃ নং ৭৩ ও মুসলিম হাঃ নং ৮১৬ শব্দ তারই

[২]. মুসলিম হাঃ নং ১৮২৭

৪. আবু হুরাইরা [ﷺ] কর্তৃক বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেছেন: "যেদিন আল্লাহ তা'য়ালার ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না আল্লাহ সেদিন সাত শ্রেণীর মানুষকে ছায়াদান করবেন। ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ। ঐ যুবক যার যৌবন কাল লালিত-পালিত হয় আল্লাহর এবাদতে। ঐ মানুষ যার অন্তরটা মসজিদসমূহের সঙ্গে ঝুলে থাকে। আর ঐ দু'জন মানুষ যারা একজন অপরজনকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসে এবং এরই ভিত্তিতে একত্রিত এবং বিচ্ছিন্ন হয়। ঐ মানুষ যাকে কোন বড় পদের ও সুন্দরী মহিলা যখন জেনা করার জন্য আহ্বান করে, তখন সে বলে: নিশ্চয়ই আমি আল্লাহকে ভয় করি। ঐ মানুষ যে দান-খয়রাত করার সময় তা গোপনে করে। এমনকি তার ডান হাত যা খরচ করে বাম হাত তার খবর রাখে না। ঐ মানুষ যে একাকী নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে তখন তার দু'চোখ অশ্রুসজল করে।"[১]

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ». متفق عليه.

৫. আমর ইবনে 'আস [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছেন:"যখন বিচারক এজতেহাদ করে বিচার ফয়সাল করে। অত:পর সঠিক করে তার জন্যে দু'টি সওয়াব। আর যখন এজতেহাদ করে বিচার করে আর ভুল করে তখন তার জন্যে একটি সওয়াব।"[২]

[১]. বুখারী হাঃ নং ১৪২৩ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১০৩১

[২]. বুখারী হাঃ নং ৭৩৫২ ও মুসলিম হাঃ নং ১৭১৬

৩- বিচার করার ভয়াবহতা

১. বিচারের বিষয় হচ্ছে মানুষের মাঝে তাদের খুন, ইজ্জত-সম্মান, সম্পদ ও সকল হকের ব্যাপারে ফয়সালা করা। অতএব, এর ভয়াবহতা বড় কঠিন; কারণ বাদী-বিবাদীর দু'জনের মধ্যে কোন একজনের প্রতি বিচারকের দুর্বলতার আশঙ্কা রয়েছে। হতে পারে সে তাঁর আত্মীয় বা বন্ধু কিংবা উঁচু পদের মালিক যার উপকার কাম্য অথবা কর্তৃত্বের অধিকারী যার ক্ষমতার ভয় করা হয় ইত্যাদি। যার ফলে বিচারের সময় উপরোক্ত কারণের প্রভাবান্বিত হয়ে জুলুম করতে পারে।

২. বিচারক শরিয়তের হুকুম জানার জন্যে বড় ধরণের চেষ্টা ব্যয়, দলিল তালাশে প্ররিশ্রম এবং সঠিকে পৌঁছার জন্য কষ্ট স্বীকার করবেন। এতে বিচারক তাঁর শরীরকে করেন ক্লান্ত ও দুর্বল। আল্লাহ তা'য়ালা বিচারকের সঙ্গে থাকেন যতক্ষণ তিনি জুলুম না করেন। আর যখন জুলুম করেন তখন আল্লাহ তা'য়ালা তাকে তার নিজের প্রতি ছেড়ে দেন।

◆ **বিচারকদের প্রকার ও তাঁদের কাজ-কর্ম:**

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ يَـٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَـٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴿٢٦﴾ ﴾ ص: ٢٦

“হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব, তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে বাদশাহী কর। আর খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না; তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি; কারণ তারা হিসাবদিবসকে ভুলে যায়।”
[সূরা স্ব–দ:২৬]

عَنْ بُرَيْدَةَ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: اثْنَانِ فِي النَّارِ ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، رَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ جَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ ». أخرجه أبو داود وابن ماجه.

২. বুরাইদা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি রসূলুল্লাহ [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি [ﷺ] বলেছেন: "বিচারক তিন প্রকার: দু'জন যাবে জাহান্নামে আর একজন জান্নাতে। একজন সত্য জানে অত:পর তা দ্বারা বিচার করে সে প্রবেশ করবে জান্নাতে। আর একজন না জেনে বিচার করে সে যাবে জাহান্নামে। আর একজন জুলুম করে বিচার করে সেও জাহান্নামী।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :«مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ ». أخرجه أبو داود وابن ماجه.

৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [ﷺ] বলেছেন: "যাকে মানুষের মাঝে ফয়সালা করার জন্য বিচারক নিয়োগ করা হলো তাকে যেন ছুরি ছাড়াই জবাই করা হলো।"[২]

◆ **বিচারকের পদ তলব করার হুকুম:**

বিচারকের পদ তালাশ করা উচিৎ নয় এবং তার লোভ করাও ঠিক নয়; কারণ নবী [ﷺ]-এর বাণী:

« يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلْ الْإِمَارَةَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا ».متفق عليه.

"হে আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা! কখনো নেতৃত্ব চাইবে না; কারণ যদি চাওয়ার পর দেয়া হয় তবে তোমাকে তার প্রতিই ছেড়ে দেয়া হবে। আর যদি না চেয়ে দেয়া হয় তবে তার প্রতি তোমাকে সাহায্য করা হবে।"[৩]

---

[১].হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাঃ নং ৩৫৭৩, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ২৩১৫ শব্দ তারই
[২] .হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাঃ নং ৩৫৭২, ইবনে মাজাহ হাঃনং ২৩০৮
[৩] .বুখারী হাঃ নং ৭১৪৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৬৫২

◆ **বেদাতীদেরকে বিচারক নিয়োগ করার বিধান:**

মানুষের মাঝে ফয়সালা করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ। তাই ইহা কোন বেদাতীকে অর্পণ করা জায়েজ নেই; কারণ তাদের মধ্যে শর্ত অনুপস্থিত।

◆ **বেদাতী দুই প্রকার:**

প্রথম: কুফরি পর্যায়ের বেদাতী, যার থেকে ইসলামের শর্ত অনুপস্থিত।

দ্বিতীয়: ফাসেক পর্যায়ের বেদাতী, যার থেকে ন্যায়পরায়ণতার শর্ত অনুপস্থিত। অতএব, না এরা আর না ওরা কোন প্রকারই কাজির দায়িত্ব অর্পণ করা চলবে না যদিও তাদের জাতির হোক না কেন।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ ».متفق عليه.

আয়েশা [রা:] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"যে আমাদের দ্বীনে বিদাত আবিস্কার করে যা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত না তা প্রত্যাখ্যাত।"[১]

[১]. বুখারী হা: নং ২৬৯৭ শব্দ তাইর ও মুসলিম হা: নং ১৭১৮

৪-বিচারকের আদব-আখলাক

- সুন্নত হলো কাজি-বিচারক সাহেব কঠোরতা ছাড়াই শক্ত প্রকৃতির হওয়া; যাতে করে জালেমরা লোভ না করে। আর দুর্বলতা ছাড়াই নরম হওয়া যাতে করে হকদার ভয় না পায়।
- বিচারককে ধৈর্যশীল হওয়া উচিত যাতে করে বাদীর কথা শুনে রাগ না হন। কারণ এতে করে তাড়াতাড়ি ও দ্রুত এবং অদৃঢ়তা তাঁকে স্পর্শ করে বসবে।
- ধীরতার অধিকারী হওয়া চাই; যাতে করে তাঁর জলদিকরণ অনুচিতের দিকে না নিয়ে যায়। আর চালাক হওয়াটাও জরুরি; যাতে করে কোন বাদী তাঁকে ধোকা না দিতে পারে। তিনি নিজে ও তাঁর সম্পদ সম্পূর্ণ পূত-পবিত্র ও দোষমুক্ত হতে হবে। বিচারককে আমানতদার ও তাঁর কাজে মুখলিস তথা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই হতে হবে। এর দ্বারা সওয়াব ও প্রতিদান তালাশ করবেন এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবেন না।

  বিচার-ফয়সালার হুকুম-আহকাম সম্পর্কে পূর্ব হতেই অবিজ্ঞ হতে হবে; যাতে করে চিবার করা তার উপর সহজ হয়।
- বিচারকের আরো উচিত হলো তাঁর মজলিসে ফিকাহবিদ ও বিদ্বানগণকে হাজির করানো এবং যা তাঁর জন্য সমস্যা হয় সে ব্যাপারে তাঁদের সাথে পরামর্শ করা।
- বিচারকের প্রতি ওয়াজিব হলো বাদী ও বিবাদী উভয়কে সর্ব বিষয়াদিতে সমানভাবে সুযোগ দেওয়া। যেমন : প্রবেশ, সানমে বসা, মনোযোগ, কথা শ্রবণ ও আল্লাহর বিধান দ্বারা বিচার করা।
- চরম রাগান্বিত অবস্থায় বিচার করা বিচারকের প্রতি হারাম। অনুরূপ পেশাব-পায়খানা ধরে রেখে অথবা প্রচণ্ড ক্ষুধা বা পিপাসা কিংবা দুশ্চিন্তা অথবা ক্লান্তি-অস্বস্তি বা অলসতা কিংবা তন্দ্রা নিয়ে বিচার করা হারাম। যদি এ অবস্থায় ফয়সালা করেন আর সঠিকভাবেই করেন তাহলে বাস্তবায়ন করা হবে।

◆ বিচারকের জন্য সুন্নত হলো একজন মুসলিম, সাবালক, বিবেকবান ও ইনসাফগার কেরানি গ্রহণ করা। যিনি তাঁর জন্য ঘটনাসমূহের বর্ণনা ও মোকদ্দমা ইত্যাদি বিষয় লিপিবদ্ধ করবে।

◆ **যা থেকে বিচারক দূরে থাকবেন:**

বিচারকের উপর অন্যের ন্যায় ঘুষ নেয়া হারাম। আর কারো কোন প্রকার হাদিয়া গ্রহণ করবেন না। কিন্তু যার হাদিয়া বিচারক হওয়ার পূর্বে গ্রহণ করতেন সে ছাড়া। তবে গ্রহণ না করাই উত্তম; কারণ নবী [ﷺ]-এর বাণী:

« **هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ** ». أخرجه أحمد.

"কর্মচারীদের হাদিয়া গ্রহণ আত্মসাৎ-চুরি বলে বিবেচিত।"[১]

◆ **বিচারক কি তাঁর জ্ঞানানুসারে বিচার করবেন?**

বিচারক তাঁর জ্ঞানানুসারে ফয়সালা করবে না; কারণ ইহা তাকে অপবাদের দিকে ঠেলে দিবে। বরং তিনি যা শুনবেন সে মোতাবেক বিচার করবেন। আর অপবাদের ভয় না থাকলে তার জানা মোতাবেক ফয়সালা করতে পারেন। অথবা বিষয়টা তাঁর নিকটে ধারাবাহিক ও খবরটা পস্পারিক ভাবে পৌঁছেছে, যার জানার ব্যাপারে তিনি ও অন্যান্যরা শরিক।

◆ **মানুষের মাঝে মীমাংসা ও তাদের প্রতি দয়া করার ফজিলত:**

বিচারকের প্রতি মুস্তাহাব হলো দু'জন ঝগড়া-বিবাদকারীর মাঝে মীমাংসা করা। আর শরিয়তের ফয়সালা স্পষ্ট না হওয়ার কারণে তাদেরকে মাফ ও ক্ষমার প্রতি উৎসাহিত করা।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَىٰهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَٰحٍۭ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾ ﴾

النساء: ١١٤

[১].হাদীসটি সহীহ, মুসনাদে আহমাদ হাঃ নং ২৩৯৯৯, ইরওয়াউল গালিল হাঃ নং ২৬২২ দ্রষ্টব্য

“তাদের অধিকাংশ সলা-পরামর্শ ভাল নয়; কিন্তু যে সলা-পরামর্শ দান খয়রাত করতে কিংবা সৎকাজ করতে কিংবা মানুষের মধ্যে মীমাংসা করতে নির্দেশ করে তা স্বতন্ত্র। যে এ কাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আমি তাকে বিরাট সওয়াব দান করব।” [সূরা নিসা: ১১৪]

২. আরো আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾ ﴾ الحجرات: ١٠

“মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে-যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।” [সূরা হুজুরাত: ১০]

৩. আরো আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ ﴿٢٩﴾ ﴾ الفتح: ٢٩

“মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল।” [সূরা ফাত্‌হ: ২৯]

عَنْ جَرِيرِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ:قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ ». متفق عليه.

৪. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ [ﷺ] কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:“যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না সেও দয়াপ্রাপ্ত হয় না।”[১]

◆ **বিচারের পূর্বে বাদী-বিবাদীকে ওয়াজ-নসিহত করার বিধান:**

বিচারকের জন্য মুস্তাহাব হলো ফয়সালার পূর্বে বাদী-বিবাদীকে ওয়াজ-নসিহত করা।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ،

[১].বুখারী হাঃ নং ৭২৭৬ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ২৩১৯

فَأَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ؛ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ». متفق عليه.

উম্মে সালামা (রা:) থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"আমি একজন মানুষ। তোমরা আমার নিকট বিবাদ নিয়ে আস। আর তোমাদের একজন অপরজনের চেয়ে তার দলিল বর্ণনায় অধিক পটু। অতএব, আমি যেমন শুনি তেমনি ফয়সালা করি। তাই যদি কারো জন্য তার ভাইয়ের হক ফয়সালা ক'রে দেই তাহলে সে যেন তা গ্রহণ না করে; কারণ আমি যেন তার জন্যে ইহা জাহান্নামের এক টুকরা আগুন কেটে দেই।"[১]

◆ বিচারক তাঁর নিজের ব্যাপারে নিজেই হুকুম বাস্তবায়ন করবেন না। আর যাদের সাক্ষী বিচারকের ব্যাপারে কবুল করা হয় না তাদের প্রতিও হুকুম বাস্তবায়ন করবেন না। যেমন: নিজ বংশের বাপ-দাদা উপরের যে কেউ বা সন্তান-সন্ততি নিচের যে কেউ। অনুরূপ স্বামী-স্ত্রী একে অপরের প্রতি।

◆ দুই বা এর অধিক ব্যক্তি যদি তাদের মাঝের ফয়সালার জন্য কোন নেক ব্যক্তিকে বিচার করার জন্য হাকিম মেনে নেয় তাহলে তাদের মাঝে তার বিচার কার্যকর করা যাবে।

◆ **আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্যান্য বিধান দ্বারা ফয়সালা করার ভয়াবহতা:**

আল্লাহর বিধান দ্বারা মানুষের মাঝে বিচার করা বিচারকের উপর ফরজ। যে কোন অবস্থাতে আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কোন বিধান দ্বারা তাদের মাঝে বিচার করা হারাম। কারণ আল্লাহর বিধান ছাড়া মানব রচিত কোন বিধান দ্বারা বিচার করা কাফেরদের কাজ।

ইসলামি শরিয়ত যখন মানব জাতির সকল বিষয়ের সর্ব অবস্থার সংশোধন করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, তখন বিচারপতির উপর ওয়াজিব হলো তাঁর নিকটে যে সমস্ত মামলা-মোকদ্দমা আসে সেগুলোর অবস্থা যায় হোক না কেন তা পর্যবেক্ষণ করা। আর আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান

---

[১].বুখারী হাঃ নং ৭১৬৯ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৭১৩

দ্বারা ফয়সালা করা; কারণ আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণ ও যথেষ্ট এবং আরোগ্যকর।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ﴾ المائدة: ٤٤

"এবং যারা আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান দ্বারা বিচার করে না তারা কাফের।" [সূরা মায়েদা:88]

২. আরো আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنۢ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعۡضِ ذُنُوبِهِمۡۗ وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ ﴾ المائدة: ٤٩

"আর আমি আদেশ করেছি যে, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করুন; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন-যেন তারা আপনাকে এমন কোন নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা আল্লাহ আপনার প্রতি নাজিল করেছেন। অনন্তর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে নিন, আল্লাহ তাদেরকে তাদের গোনাহর কিছু শাস্তি দিতেই চেয়েছেন। মানুষের মধ্যে অনেকেই নাফরমান।"
[সূরা মায়েদা: ৪৯]

◆ **কাজি ও মুফতির মধ্যে পার্থক্য:**

বিচারকের তিনটি গুণ প্রমাণ করার দিক থেকে একজন সাক্ষী। আর হুকুম বয়ান করার দিক থেকে একজন মুফতি। আর হুকুম বাস্তবায়ন করার দিক থেকে ক্ষমতার অধিকারী। একজন বিচারক ও মুফতির মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে: বিচারক শার'য়ী হুকুম বর্ণনা করেন এবং তা বাস্তবায়ন করেন কিন্তু মুফতি শুধমাত্র হুকুম বর্ণনা করেন।

৫- বিচার-ফয়সালার পদ্ধতি

◆ যখন বিচারকের নিকট বাদী ও বিবাদী দু'জনে উপস্থিত হবে তখন বিচারক জিজ্ঞাসা করবেন: তোমাদের মাঝে বাদী কে? তাদের কোন একজন শুরু করা পর্যন্ত তিনি চুপ থাকবেন। যে প্রথমে অভিযোগ করবে তাকেই বাদী হিসাব করবেন। অত:পর যদি বিবাদী তা স্বীকার করে নেয় তাহলে তার উপর ফয়সালা করবেন।

◆ আর যদি বিবাদী অস্বীকার করে, তাহলে বিচারক বাদীকে বলবেন: যদি তোমার সাক্ষী থাকে তবে হাজির কর। যদি সাক্ষী হাজির করে তাহলে শুনবেন এবং সে মোতাবেক বিচার করবেন। আর নিজের জ্ঞানানুসারে বিচার করবেন না তবে বিশেষ অবস্থা ছাড়া যেমন পূর্বে বর্ণনা হয়েছে।

◆ যদি বাদী বলে আমার কোন সাক্ষী নেই, তাহলে বিচারক তাকে জানাবেন যে, এখন বিবাদীর প্রতি হলফ। যদি বাদী বিবাদীকে হলফ করাতে বলে তবে বিচারক তাকে হলফ করাবেন এবং তাকে ছেড়ে দিবেন।

◆ যদি বিবাদী হলফ করা থেক নিরব থাকে এবং হলফ না করে তাহলে বিচারক তার নিশ্চুপ থাকার উপর ভিত্তি করে ফয়সালা করবেন। কারণ নিরবতা বাদীর সত্যতার প্রতি প্রকাশ্য একটি লক্ষণ-ইঙ্গিত।
বিবাদী যখন হলফ করা থেকে বিরত থাকবে তখন বিচারক বাদীকে হলফ করার জন্যে বলবেন। বিশেষ করে যখন বাদীর দিকটা শক্ত প্রমাণিত হবে। সুতরাং, যদি বাদী হলফ করে তবে তার পক্ষে ফয়সালা করে দিবেন।

◆ আর যদি অস্বীকারকারী হলফ করে আর বিচারক তাকে ছেড়ে দেন। অত:পর বাদী সাক্ষী হাজির করে তবে সাক্ষ্য দ্বারা বিচার করবেন। কারণ অস্বীকারকারীর হলফ ঝগড়াকে দূর করতে পারে। কিন্তু কোন হককে দূরিভূত করতে পারে না।

◆ আর বিচারকের হুকুম খণ্ডন হবে না কিন্তু যদি কুরআন অথবা সুন্নাহ কিংবা অকট্য ইজমার বিপরীত হয় তবে।

◆ যতক্ষণ মুসলিমের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ না পায় ততক্ষণ মুসলমানদের আসল হলো ন্যায়পরায়ণতা। যদি তার প্রতি কোন সন্দেহ প্রকাশ পায় তাহলে প্রকাশ্য ও গোপনীয়ভাবে তার ন্যায়পরায়ণতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা জরুরি; যাতে করে কাজি আল্লাহর হারামকৃত বস্তুতে পতিত না হয়।

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمَۢا بِجَهَـٰلَةٍ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَـٰدِمِينَ ۝٦ ﴾ [الحجرات/٦].

"হে ঈমানদারগণ! যদি কোন পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ আনয়ন করে, তবে তা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশত: তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত না হও।" [সূরা হুজুরাত: ৬]

৬- দাবি ও সাক্ষ্য-প্রমাণ

- **দাবি:** অন্যের হাতে আছে এমন কোন জিনিস নিজের হক বলে দাবি করা।
- **বাদী:** হক তলবকারী। আর যদি বাদী চুপ থাকে তাহলে ছেড়ে দিতে হবে।
- **বিবাদী:** যার নিকটে হক তলব করা হয়। সে চুপ থাকলে ছেড়ে দেয়া হবে না।
- **মামলার রোকন:**

  মামলার রোকন তিনটি: বাদী, বিবাদী ও দাবিকৃত জিনিস।
- **প্রমাণ:** যার দ্বারা হক-অধিকার প্রকাশ পায়। চাই তা সাক্ষী হোক বা হলফ হোক কিংবা অবস্থা ইত্যাদির লক্ষণ-ইঙ্গিত হোক।
- **প্রমাণের বর্ণনা:**

প্রমাণ হলো: যা কোন বিষয়কে সুস্পষ্ট ও প্রকাশ করে দেয়। চাই তা শরিয়তের প্রমাণ হোক যেমন সাক্ষ্য যা কবুল করা ওয়াজিব অথবা লক্ষণ হোক যা গ্রহণ করা বৈধ। আর সাক্ষীদেরকে প্রমাণ বলা হয়েছে; কারণ তারা যার হক এবং যার প্রতি হক তা প্রমাণ করে।

- **দাবি-মামলা সহীহ হওয়ার শর্তাবলী:**

বিস্তারিত লিখিত ছাড়া মামলা সহীহ হবে না; কারণ ফয়সালা তার উপর নির্ভলশীল। আর যে জিনিসের দাবি করা হবে তা জ্ঞাত ও নির্দিষ্ট হতে হবে। বাদীকে তার অধিকার তলব করে বিবৃত প্রদান করতে হবে। আর দাবিকৃত জিনিসটি যদি ঋণ হয় তাহলে তার পরিশোধের সময় হয়েছে এমন হতে হবে।

- **দাবির নিয়ম:**

দাবি হলো কোন মানুষ অন্যের প্রতি নিজের জন্য কোন জিনিস সংযুক্ত করা। চাই সে জিনিস কোন নির্দিষ্ট বস্তু বা উপকার কিংবা অধিকার অথবা ঋণ হোক।

◆ নিজের জন্য সংযুক্তকরণ তিন প্রকার:

প্রথম: কোন মানুষ অন্যের প্রতি নিজের জন্য কোন জিনিস সংযুক্ত করা। একে দাবী বলে যেমন বলা: অমুকের প্রতি আমার এরূপ জিনিস রয়েছে।

দ্বিতীয়: কোন মানুষ অন্যের জন্য নিজের প্রতি কোন জিনিস সংযুক্ত করা। একে স্বীকার করা বলে।

তৃতীয়: কোন মানুষ অন্যের জন্য অন্যের প্রতি কোন জিনিস সংযুক্ত করা। একে বলে সাক্ষ্য প্রদান।

◆ সাক্ষ্য-প্রমাণের অবস্থা:

১. কখনো প্রমাণ দু'জন সাক্ষী দ্বারা আবার কখনো একজন পুরুষ আর দু'জন মহিলা দ্বারা হয়। কখনো চারজন সাক্ষী আর কোন সময় তিনজন দ্বারা হয়। আবার কখনো একজন সাক্ষী ও বাদীর হলফ (যার বর্ণনা সামনে আসবে) দ্বারা।

২. সাক্ষ্য প্রদানে সাক্ষীকে ন্যায়পরায়ণ হওয়া শর্ত এবং বিচারক তা দ্বারাই ফয়সালা করবেন। বিচারক যদি সাক্ষ্য যা দিয়েছে তার বিপরীত কিছু জানতে পারেন তবে সে মোতাবেক ফয়সালা করা জায়েজ নয়। আর যার ইনসাফ অজানা তার ব্যাপারে তিনি জিজ্ঞাসা করবেন। আর যদি বিবাদী সাক্ষীদেরকে অসত্য প্রমাণিত করে তাহলে তাকে সাক্ষ্য আনার দায়িত্ব প্রদান করবেন এবং তিন দিনের সময় দিবেন। যদি সে সাক্ষী হাজির করতে না পারে তবে তার প্রতি ফয়সালা করবেন।

◆ অপবাদের ব্যাপারে মানুষ তিন প্রকার:

১. মানুষের নিকট তাদের দ্বীন ও পরহেজগারী এবং অপবাদের অন্তর্ভুক্ত না এমন শ্রেণী। এমন ব্যক্তিকে জেলে আটক বা মারধর করা যাবে না বরং অভিযোগকারীকে আদব দিবেন।

২. অভিযুক্ত ব্যক্তির ভাল-মন্দ অবস্থা অজানা। এমন ব্যক্তিকে যতক্ষণ তার অবস্থা প্রকাশ না পায় ততদিন অধিকার হেফাজতের উদ্দেশ্যে তাকে জেলে বন্দী রাখতে হবে।

৩. অভিযুক্ত ব্যক্তি অন্যায়-অনাচার দ্বারা পরিচিত। এরমত মানুষ অভিযুক্ত হয়ে থাকে। এ দ্বিতীয় প্রকারের চেয়ে বেশি মারাত্মক।

একে যতক্ষণ স্বীকার না করে ততক্ষণ মারধর ও আবদ্ধ করে যাচাই করতে হবে। আর ইহা মানুষের হক হেফাজতের উদ্দেশ্যে মাত্র।

◆ যখন বিচারক সাক্ষীর ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে জ্ঞাত হবেন তখন তা দ্বারা ফয়সালা করবেন। আর কোন প্রকার সত্যায়নের প্রয়োজন হবে না। কিন্তু যদি ইনসাফগার না এমন জানেন তবে তার দ্বারা ফয়সালা করবেন না। আর যদি সাক্ষীদের অবস্থা অজানা হয় তবে তাদেরকে সত্যায়নকারী ন্যায়পরায়ণ দু'জন সাক্ষী হাজির করতে বলবেন।

◆ বিচারকের বিচারের পদ্ধতি:

বিচারকের ফয়সালা দ্বারা কোনা হারাম হালাল হবে না আর কোন হালাল হারাম হবে না। যদি সাক্ষীরা সত্যবাদী হয় তবে বাদীর জন্য তার হক নেওয়া বৈধ হবে। আর যদি সাক্ষীরা মিথ্যুক হয় যেমন: মিথ্যা সাক্ষ্য এবং বিচারক তা দ্বারা ফয়সালা করেন তাহলে বাদীর জন্য তা গ্রহণ করা বৈধ নয়।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ فَلَا يَأْخُذْهُ ». متفق عليه.

উম্মে সালামা (রা:) থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"আমি একজন মানুষ। তোমরা আমার নিকট বিবাদ নিয়ে আস। আর তোমাদের একজন অপরজনের চেয়ে তার দলিল বর্ণনায় অধিক পটু। অতএব, আমি যেমন শুনি তেমনি ফয়সালা করি। তাই যদি কারো জন্য তার ভাইয়ের হক ফয়সালা ক'রে দেই তাহলে সে যেন তা গ্রহণ না করে; কারণ আমি যেন তার জন্যে ইহা জাহান্নামের এক টুকরা আগুন কেটে দেই।"[১]

◆ অনুপস্থিত ব্যক্তির উপর বিচারের নিয়ম:

যদি সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হয় তাহলে অনুপস্থিত ব্যক্তির উপর ফয়সালা করা জায়েজ। তবে মানুষের হক হতে হবে আল্লাহর হক নয়। চাই অনুপস্থিত ব্যক্তির দূরত্ব বেশি হোক বা কম হোক যার ফলে সে

---

১. বুখারী হাঃ নং ২৬৮০ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৭১৩

হাজির হতে পারে নাই। যদি অনুপস্থিত ব্যক্তি হাজির হয় তাহলে তার দলিল-প্রামাণ অনুযায়ী হবে।

◆ **দাবী কোথায় কায়েম করা হবে:**

বিবাদীর শহরে মামলা দায়ের করা হবে; কারণ আসলে সে দোষমুক্ত। যদি সে ভেগে যায় অথবা টালবাহনা করে কিংবা কোন অযুহাত ছাড়াই হাজিরা দিতে দেরী করে তাহলে তাকে আদব দেয়া জরুরি।

◆ সত্যায়ন, দোষারোপ ও বার্তার ব্যাপারে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির কথা ছাড়া গ্রহণযোগ্য হবে না। আর অনুবাদে একজন ন্যায়পরায়ণের কথা গ্রহণ করা যাবে। আর যদি দু'জন সম্ভব হয় তাহলে উত্তম।

◆ **এক বিচারকের লিখা মামলা অপর বিচারকের নিকট প্রেরণের বিধান:**

একজন বিচারকের লিখা মামলা অপর বিচারকের নিকটে মানুষের হকের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য। যেমন: বেচাকেনা, ইজারা, অসিয়ত, বিবাহ, তালাক, অপরাধ, কেসাস ইত্যাদি। আর এক বিচারক অন্য বিচারকের নিকট আল্লাহর দণ্ডবিধি যেমন: জেনা, মদ ইত্যাদি ব্যাপারে লিখা উচিৎ নয়; কারণ এগুলো গোপন রাখাই ভাল এবং সন্দেহ হলে মাফ যোগ্য।

◆ **দাবিকৃত বস্তুর বিধান:**

যদি বাদী ও বিবাদী কোন নির্দিষ্ট বস্তু নিয়ে উভয়ে দাবি করে তাহলে এর ৬ অবস্থা:

১. যদি বস্তুটি কোন একজনের হাতে হয় আর বিবাদীর সাক্ষী না থাকে তবে উহা যার হাতে তারই হলফ করলে। আর যদি উভয়েই সাক্ষী পেশ করে তাহলে যার হাতে তারই হবে যদি সে হলফ করে।

২. যদি বস্তুটি উভয়ের হাতে হয় আর কোন সাক্ষী-প্রমাণ নেয় তাহলে দু'জনকেই হলফ করাতে হবে এবং তাদের মাঝে বণ্টন করে দিতে হবে।

৩. যদি বস্তুটি অন্য কারো হাতে হয় এবং কোন দলিল-প্রমাণ না থাকে তবে দু'জনের মাঝে লটারি করে যার নাম উঠবে হলফ করিয়ে তাকেই দিতে হবে।

৪. বস্তুটি কারো হাতে না এবং কারো কোন দলিল-প্রমাণও নেয় এমন অবস্থায় দু'জনকে হলফ করাতে হবে এবং অর্ধেক করে ভাগ করে দিতে হবে।

৫. প্রত্যেককের প্রমাণ আছে আর বস্তুটি কারো হতে নেয় এমন অবস্থায় দু'জনের মাঝে সমান ভাবে বণ্টন করতে হবে।

৬. যদি কোন পশু বা গাড়ি নিয়ে ঝগড়া হয় আর একজন আরোহণ করত: অপরজন তার লাগাম ধরে আছে। এ অবস্থায় ইহা হলফ করে প্রথম জনের যদি কোন দলিল-প্রমাণ না থাকে।

◆ **মিথ্যা হলফ করার ভয়াবহতা:**

অন্যায় ভাবে কোন ভাইয়ের সম্পদ মিথ্যা হলফ করে নেওয়া হারাম; কারণ নবী [ﷺ] এরশাদ করেছেন:

« مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ». أخرجه مسلم.

"যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের হক হলফ করে গ্রহণ করে আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামকে ওয়াজিব করে দেন। আর তার প্রতি জান্নাতকে হারাম করে দেন। একজন মানুষ বলল: যদি সামান্য জিনিসও হয় হে আল্লাহর রসূল! তিনি [ﷺ] বললেন: আরাক গাছের একটি ডালও যদি হয় না কেন।"[১]

◆ **এজমালি বস্তু বণ্টনের বিধান:**

একাধিক মালিকানাভুক্ত বস্তু যা ক্ষতি বা ক্ষতিপূরণ ছাড়া বণ্টন করা অসম্ভব তা ভাগ করা জায়েজ নয়। কিন্তু শরিকদের স্বেচ্ছায় হলে জায়েজ। আর যার মধ্যে ভাগ করলে ক্ষতি বা বিনিময় নেয় এমন বস্তু হলে যদি অংশিদার তার ভাগ তলব করে তাহলে অন্য জনকে বাধা

[১]. মুসলিম হাঃ নং ১৩৭

করতে হবে। অংশিদাররা নিজেরাই ভাগ করবে অথবা নিজেরাই একজন বণ্টনকারী নির্বাচন করবে কিংবা বিচারকের নিকট তার অংশ ও পারিশ্রমিক চাইবে মালিকানা অনুযায়ী। যখন নিজেরা ভাগ করবে বা লটারি করবে তখন বণ্টন করা জরুরি হয়ে যাবে।

◆ **দাবি প্রমাণ করার পদ্ধতি:**

তিনটির কোন একটি দ্বারা দাবি প্রমাণিত হয়: স্বীকারোক্তি, সাক্ষ্য প্রদান ও হলফ করা।

১- স্বীকারোক্তি

◆ **স্বীকারোক্তি:**

সাবালক ও বিবেকবান ব্যক্তির তার উপর যা ওয়াজিব তা স্বেচ্ছায় প্রকাশকরণ।

◆ **কার স্বীকারোক্তি সঠিক হবে:**

প্রতিটি সাবালক, বিবেকবান ও বারণকৃত না এমন ব্যক্তির স্বেচ্ছায় স্বীকার সহীহ হবে। আর স্বীকার সর্বশ্রেষ্ঠ দলিল।

◆ **স্বীকারোক্তির বিধান:**

১. মানুষের জিম্মাদারীতে আল্লাহর হক যেমন: জাকাত ইত্যাদি বা মানুষের হক যেমন: ঋণ ইত্যাদি থাকলে তার স্বীকারোক্তি করা ওয়াজিব।

২. সাবালক ও বিবেকবান ব্যক্তির প্রতি আল্লাহর কোন সাজা যেমন:জেনা থাকলে তার স্বীকার করা জায়েজ। কিন্তু নিজেরে উপর তা ঢেকে রাখা এবং তওবা করাই অতি উত্তম।

৩. যদি স্বীকারোক্তি সহীহ ও প্রমাণিত হয় আর হকের সম্পর্ক মানুষের সাথে হয় তাহলে প্রত্যাবর্তন করা জায়েজ নয় এবং কবুলও করা যাবে না। আর যদি হক আল্লাহর হয় যেমন: জেনা অথবা মদ পান কিংবা চুরি ইত্যাদির সাজা তাহলে তা থেকে প্রত্যাবর্তন করা জায়েজ আছে; কারণ সংশয় ও সন্দেহর জন্য সাজা রহিত হয়।

২- সাক্ষ্য প্রদান

◆ **সাক্ষ্য প্রদান:**

যা জেনেছে তার সম্পর্কে 'আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি' বা 'আমি দেখেছি' বা 'আমি শুনেছি' ইত্যাদি শব্দ দ্বারা খবর দেওয়া। ইহা আল্লাহ তা'য়ালার হুকুম তথা অধিকারসমূহ সাব্যস্ত ও প্রমাণিত করার জন্য প্রবর্তন করেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِ ۚ ﴿٢﴾ ﴾ الطلاق: ٢

"এবং তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন নির্ভরযোগ্য সাক্ষী রাখবে। তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দিবে।" [সূরা তালাক:২]

◆ **সাক্ষ্য প্রদান ওয়াজিবের শর্তাবলী:**

প্রয়োজন হওয়া, সাক্ষ্য প্রদানে সক্ষম হওয়া, সাক্ষ্য প্রদানে তার শরীরে বা ইজ্জত-সম্মানে অথবা সম্পদে কিংবা পরিবার-পরিজনে কোন প্রকার ক্ষতির আশঙ্কা না হওয়া।

◆ **সাক্ষ্যদানের বিধান:**

১. যদি মানুষের হক হয় তবে সাক্ষ্য প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করা ফরজে কেফায়া। আর যার উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে তার প্রতি আদায় করা ফরজে 'আইন যদি মানুষের হক হয়। কারণ আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾ ﴾ البقرة: ٢٨٣

"তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। যে কেউ তা গোপন করবে, তার অন্তর পাপপূর্ণ হবে।" [সূরা বাকারা:২৮৩]

২. আল্লাহর হকের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করা যেমন: জেনা ইত্যাদির সাজার সাক্ষ্য দেয়া বৈধ। তবে না দেওয়া উত্তম; কারণ মুসলিমের দোষ-ক্রটি গোপন রাখা ওয়াজিব। কিন্তু যদি প্রকাশকারী এবং ফেসাদে

পরিচিত ব্যক্তি হয় তাহলে সাক্ষ্য দেয়া উত্তম; যাতে করে ফেসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের জড় সমূলে শেষ হয়ে যায়।
৩. না জেনে সাক্ষ্য প্রদান করা বৈধ নয়। আর জানা দেখে বা শুনে অথবা প্রচার-প্রসার দ্বারা অর্জিত হয় যেমন: কারো বিবাহ বা মৃত্যু ইত্যাদি।

◆ মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করার বিধান:

মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা কবিরা গুনাহ এবং চরম পাপ যার দ্বারা মানুষের সম্পদ বাতিল পন্থায় ভক্ষণ হয়। আর অন্যের অধিকার বিনষ্ট এবং বিচারকদেরকে ধোকা দেওয়ার কারণ বিশেষ, যার ফলে তাঁরা আল্লাহর বিধান ছাড়া ফয়সলা করেন।

◆ যার সাক্ষ্য কবুল করা যাবে তার শর্তাবলী:

১. সাবালক ও বিবেকবান হতে হবে। অতএব, ছোটদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে না। কিন্তু তাদের মাঝে হলে চলবে।
২. কথা বলতে পারে, তাই বোবাদের সাক্ষ্য চলবে না। কিন্তু যদি লিখে সাক্ষ্য দেয় তবে চলবে।
৩. মুসলিম হতে হবে। তাই কোন মুসলিমের বিপক্ষে কাফেরের সাক্ষী চলবে না। কিন্তু সফর অবস্থায় মুসলিম না পাওয়া গেলে অসিয়াতে কাফেরের সাক্ষ্য চলবে। আর কাফেরদের একজনের অপরজনের ব্যাপারে সাক্ষ্য চলবে।
৪. স্মরণ শক্তি সম্পূর্ণ হওয়া। কোন উদাসীনের সাক্ষ্য কবুল করা হবে না।
৫. ন্যায়পরয়ণতা: ইহা প্রতিটি স্থান-কাল মোতাবেক হয়ে থাকে। এর জন্য দু'টি জিনিস হওয়া জরুরি:

(ক) দ্বীনের মধ্যে সৎ হওয়া: এর জন্যে প্রয়োজন সকল ফরজ আদায় করা এবং সমস্ত হারাম থেকে বিরত থাকা।
(খ) মানবিক গুণাবলী ও চোক্ষুলজ্জার ব্যবহার: এ হলো এমন সকল কাজ করা যার দ্বারা সৌন্দর্য বাড়ে যেমন: দানশীলতা, সৎচরিত্র ইত্যাদি এবং যে সকল কাজ কলুষিত করে যেমন : জুয়া খেলা, ভেলকিবাজি ও নিকৃষ্ট জিনিসের দ্বারা প্রশিদ্ধলাভ ইত্যাদি।

৬. অপবাদ মুক্ত হওয়া।

◆ আল্লাহর দণ্ড-সাজা ছাড়া প্রতিটি বিষয়ে সাক্ষ্যর উপর সাক্ষ্য কবুল করা হবে। যদি আসল সাক্ষী অপারগ হয় যেমন : মৃত্যুর কারণে বা অসুস্থ কিংবা অনুপস্থিত তাহলে বিচারক তার পরিবর্তে সাক্ষী কবুল করতে পারেন, যদি আসল সাক্ষী তাকে তার প্রতিনিধি বানায়। যেমন: বলে আমার সাক্ষীর প্রতিবর্তে অমুককে সাক্ষী বানালাম ইত্যাদি।

যে সকল কারণে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না

◆ **যে সকল কারণে সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে না সেগুলো ৮ টি যথাঃ**

১. জন্মসূত্রের আত্মীয়তাঃ তারা হলো বাপ-দাদা যতো উপরের হোক এবং সন্তান-সন্ততিরা যতো নিচের হোক। এদের সাক্ষী একজন অপজনের জন্য গ্রহণ করা যাবে না; কারণ আত্মীয়তার সম্পর্ক শক্ত। তবে তাদের বিরুদ্ধে একে অপরের সাক্ষী গ্রহণ করা যাবে। আর বাকি আত্মীয় যেমনঃ ভাই, চাচা ইত্যাদি এদের সাক্ষী পক্ষে ও বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য।

২. স্বামী-স্ত্রীঃ স্বামীর সাক্ষ্য স্ত্রীর পক্ষে এবং স্ত্রীর সাক্ষ্য স্বামীর পক্ষে গ্রহণ করা যাবে না। কিন্তু একে অপরের বিপক্ষে সাক্ষী কবুল করা যাবে।

৩. ঐ ব্যক্তির যার নিজের উপকার বয়ে আনে। যেমন:তার শরিক বা দাস-দাসী।

৪. ঐ ব্যক্তির যে তার সাক্ষ্য দ্বারা নিজের ক্ষতি দূর করে।

৫. দুনিয়াবি শত্রুতাঃ যে কোন ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি পেলে খুশী হয় বা তার দুশ্চিন্তায় আনন্দ পায় সে তার দুশমন।

৬. যে ব্যক্তি বিচারকের নিকট সাক্ষ্য দেয়ার পর খেয়ানত ইত্যাদি কারণে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

৭. পক্ষপাতিত্ব : যার স্বজনপ্রীতির ব্যাপার প্রসিদ্ধ তার সাক্ষ্য কবুল করা যাবে না।

৮. যদি যার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করা হয়, সে সাক্ষীর মালিক হয় বা সাক্ষী তার খাদেম হয়।

যার সাক্ষ্য দেওয়া হয় তার প্রকার ও সাক্ষীর সংখ্যা

◆ **ইহা সাত প্রকার:**

১. জেনা ও সমকামিতা: এর জন্য চার জন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ সাক্ষী জরুরি; কারণ আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةً وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدًاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤ ﴾ النور: ٤

"যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অত:পর স্বপক্ষে চার জন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে ৮০টি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। এরাই নাফরমান।" [সূরা নূর: ৪]

২. জাকাত প্রদান না করার জন্যে কোন পরিচিত ধনী ব্যক্তি যদি ফকির বলে দাবি করে তাহলে এর পক্ষে তিন জন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ ব্যক্তির সাক্ষ্য জরুরি।

৩. যা কেসাস ফরজ করে বা জেনা ছাড়া অন্য সাজা কিংবা সাধারণ শাস্তির জন্য দু'জন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ সাক্ষী জরুরি।

৪. সম্পদ সংক্রান্ত বিষয়াদি যেমন: বেচাকেনা, ধার, ইজারা ইত্যাদি এবং হকুক তথা অধিকারসমূহ। যেমন: বিবাহ, তালাক, স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর পুনরায় গ্রহণ ইত্যাদি। আর সাজা ও কেসাস ব্যতিরেকে যত আছে তাতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলার সাক্ষী গ্রহণ করা যাবে। আর বিশেষ করে সম্পদের ব্যাপারে একজন পুরুষ ও বাদীর হলফনামা গ্রহণযোগ্য যদি সাক্ষী পূর্ণ করেত অক্ষম হয়।

(ক) আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ ٢٨٢ ﴾ البقرة: ٢٨٢

"দু'জন সাক্ষী কর, তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে। যদি দু'জন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা। ঐ সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর-যাতে একজন যদি ভুলে যায়, তবে একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِـــيَمِينٍ وَشَـــاهِدٍ.
أخرجه مسلم.

(খ) ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ [ﷺ] হলফ ও একজন সাক্ষী দ্বারা ফয়সালা করেছেন।" [১]

৫. যে সকল বিষয়ে সাধারণত পুরুষরা অবগত হতে পারে না। যেমন: দুধপান, সন্তান প্রসব, মাসিক ইত্যাদি ব্যাপারে পুরুষরা হাজির হয় না। এ সকল ব্যাপারে দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা কিংবা চারজন মহিলার সাক্ষী কবুল করা হবে। একজন ন্যায়পরয়ণা মহিলার সাক্ষী কবুল করাও জয়েজ তবে দু'জন অধিকতর নিরাপদ বা একজন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ। আর পরিপূর্ণ হলো যা পূর্বে উল্লেখ হয়েছে।

৬. রমজান ও অন্যান্য মাসের চাঁদ দেখার ব্যাপারে একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষী গ্রহণযোগ্য।

৭. পশুর রোগ ও মাথায় আঘাত এবং হাড় ভাংচুরের ইত্যাদি ব্যাপারে একজন ডাক্তার ও একজন পশু চিকিৎসকের (যার বিকল্প না পাওয়ায়) সাক্ষী কবুল করা যাবে। যদি কোন ওজর না থাকে তবে দু'জন হতে হবে।

- ◆ বিচারকের জন্য যায়েজ আছে সাজা ও কেসাস ছাড়া অন্য ব্যাপারে একজন সাক্ষী ও বাদীর হলফ (যদি তার সত্যতা প্রকাশ পায়) দ্বারা ফয়সালা করা।
- ◆ যদি একজন সাক্ষী ও হলফ দ্বারা বিচারক ফয়সালা করেন। অত:পর সাক্ষী প্রত্যাবর্তন করে তাহলে সাক্ষীকে সমস্ত সম্পদের জরিমানা দিতে হবে।

---

[১].মুসলিম হাঃ নং ১৭১২

◆ **সাক্ষী তার সাক্ষ্য হতে প্রত্যাবর্তন করলে তার বিধান:**

যদি সম্পদের সাক্ষীরা বিচারের পর প্রত্যাবর্তন করে তাহলে ফয়সালা খণ্ডন হবে না। আর তাদেরকে জামানত দেওয়া জরুরি হবে। তবে সাক্ষীদেরকে যারা সত্যায়ন করেছে তাদের প্রতি জামানত আসবে না। আর যদি সাক্ষীরা ফয়সালার পূর্বেই প্রত্যাবর্তন করে তবে রহিত হয়ে যাবে কোন বিচার হবে না এবং জামানতও লাগবে না।

৩- হলফ-শপথ-কসম

◆ "ইয়ামীন" আরবী শব্দ যার অর্থ আল্লাহ বা তাঁর কোন নাম কিংবা তাঁর কোন গুণ দ্বারা হলফ-শপথ-কসম করা।

◆ **হলফ করা বৈধকরণ:**

মানুষের হকের দাবির ব্যাপারেই শুধুমাত্র হলফ করানো বৈধ। আর আল্লাহর হকে যেমন সমস্ত এবাদত ও সাজা এগুলোতে হলফ করানো যাবে না। সুতরাং, যদি কেউ বলে আমি আমার সম্পদের জাকাত প্রদান করেছি এমতাবস্থায় তাকে হলফ করানো যাবে না। অনুরূপ কেউ আল্লাহর সাজা যেমন:জেনা ও চুরি অস্বীকার করে তাকে হলফ করানো যাবে না; কারণ ইহা গোপন রাখা এবং ইশারা-ইঙ্গিতে তা থেকে প্রত্যাবর্তন করাই মুস্তাহাব (উত্তম)।

◆ **দাবিতে কসম করার বিধান:**

বাদী যখন অন্যের উপর তার হকের সাক্ষ্য প্রমাণ করতে ব্যর্থ হবে এবং বিবাদী অস্বীকার করবে তখন বিবাদীর হলফ ছাড়া আর কিছু করা থাকবে না। আর ইহা শুধুমাত্র মাল ইত্যাদি ব্যাপারে নির্দিষ্ট কেসাস ও সাজার ব্যাপারে জায়েজ নয়। হলফ করাই ঝগড়ার নিস্পত্তি হয় কিন্তু হক তথা অধিকার রহিত হয়ে যায় না। বাদীর প্রতি সাক্ষী আর যে অস্বীকার করবে তার প্রতি হলফ।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لَـوْ يُعْطَـى النَّـاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ». متفق عليه.

১. ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত নবী [ﷺ] বলেন:"যদি মানুষকে তাদের দাবি অনুযায়ী দেওয়া হতো তাহলে কিছু মানুষ অবশ্যই কিছু পুরুষের রক্ত ও সম্পদ দাবি করত। তাই বিবাদীর প্রতি হলফ করা শরিয়াতের বিধান।"[১]

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ: « الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ». أخرجه الترمذي.

২. আমর ইবনে শু'আইব হতে বর্ণিত তিনি তার বাবা থেকে, বাবা তার দাদা [ﷺ] থেকে নবী [ﷺ] বলেছেন:" বাদীর উপর সাক্ষী হাজির করা আর বিবাদীর উপর হলফ করা শরিয়াতের বিধান।"[২]

◆ **হলফ করানোতে শক্তকরণের বিধান:**

বিচারকের জন্য যাতে ভয়াবহতা মারত্মক যেমন:কেসাস ফরজ না এমন অপরাধে শক্ত করে হলফ করানো জায়েজ। অনুরূপ অধিক সম্পদ ইত্যাদি হলে আর সে সম্পদ চাইলে তার প্রতি শক্ত হলফ করানো। সময়ে হলফ শক্ত করানো যেমন:আসরের পর। আর স্থানে শক্ত হলফকরণ যেমন:মসজিদের মেম্বারের নিকটে। যদি বিচারক হলফ শক্তকরণ ত্যাগ করা পছন্দ করেন তাতে তিনি সঠিক করবেন। আর যে শপথ শক্তকরণ অস্বীকার করবে সে হলফ থেকে মুক্তি পাবে না। আর যার জন্যে আল্লাহর নামে কসম করা হবে সে যেন মেনে নেয়।

◆ প্রতিটি বিবাদীর জন্য হলফ করানো বৈধ। চাই সে মুসলিম হোক বা ইহুদি-খ্রীষ্টান হোক। যদি বাদীর সাক্ষী-প্রমাণ না থাকে তবে আল্লাহর নামে শপথ করাতে হবে। আর আহলে কিতাব তথা ইহুদি-খ্রীষ্টানদেরকে হলফ করাতে হবে। ইহুদিকে এ বলে:

[১]. বুখারী হাঃ নং ৪৫৫২ ও মুসলিম হাঃ নং ১৭১১ শব্দ তারই

[২]. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ১৩৪১

« أُذَكِّرُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي نَجَّاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وَأَقْطَعَكُمْ الْبَحْرَ، وَظَلَّلَ عَلَيْكُمْ الْغَمَامَ، وَأَنْزَلَ عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، وَأَنْزَلَ عَلَيْكُمْ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى ..» أخرجه أبو داود.

(আল্লাহর নামে তোমাদেরকে স্মরণ করাচ্ছি, যিনি তোমাদেরকে ফেরাউনের কবল থেকে নাজাত দান করেছেন। তোমাদেরকে সাগর পার করিয়েছেন। তোমাদের প্রতি মেঘমালার ছায় দান করেছেন। তোমাদের প্রতি মান্ ও সালওয়া নাজিল করেছেন। তোমাদের নবী মূসা [ﷺ]-এর প্রতি তওরাত নাজিল করেছেন।------)"[১]

◆ **সবচেয়ে জঘন্য মানুষ:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ ».متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছেন:"নিশ্চয় সবচেয়ে জঘন্য মানুষ দ্বি-চেহারার মানুষ। যে এ দলের নিকটে আসে এক চেহারা নিয়ে আর অপর দলের নিকটে আসে আর এক চেহারা নিয়ে।" [২]

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَ:« أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ ». متفق عليه.

আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বেলন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "প্রচণ্ড ঝগরাটে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত মানুষ।"[৩]

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, আবূ দাঊদ হাঃ নং ৩৬২৬

[২]. বুখারী হাঃ নং ৭১৭৯ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৫২৬

[৩]. বুখারী হাঃ নং ৭১৮৮ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৬৬৮

নবম পর্ব

আল্লাহর রাহে জিহাদ

এতে আছেঃ

১. জিহাদের অর্থ, হুকুম ও ফজিলত।
২. জিহাদের প্রকার।
৩. ইসলামে জিহাদের আদব।
৪. রিাপত্তার চুক্তিনামা।
৫. যুদ্ধ বিরতির চুক্তিনামা।
৬. খেলাফত ও আমীরাত।

قال الله تعالى:

﴿ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَٰهِدُواْ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ٤١﴾

[التوبة:٤١]

আল্লাহর বাণী:

“তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সনঞ্জামের সাথে এবং জিহাদ কর আল্লাহর রাহে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে, এটি তোমাদের জন্যে অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার।” [সূরা তাওবা: ৪১]

১-জিহাদের অর্থ, বিধান ও ফজিলত

◆ **আল্লাহর রাহে জিহাদ:**

আল্লাহর কালেমা তথা তওহীদকে উড্ডিন করার নিমিত্বে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে শক্তি ও প্রচেষ্টা ব্যয় করা।

◆ **আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদ:**

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؟ قَالَ :«مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». متفق عليه.

আবু মূসা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একজন মানুষ নবী [ﷺ]-এর নিকটে এসে বলল: একজন মানুষ গনিমতের মালের জন্য যুদ্ধ করে। আর একজন মানুষ স্মরণীয় থাকার জন্য যুদ্ধ করে। অপরজন যুদ্ধ করে নিজের মর্যাদা দেখনোর জন্যে। এদরে মধ্যে আল্লাহর রাহে জিহাদকারী কে? তিনি [ﷺ] বললেন:"যে ব্যক্তি আল্লাহর কালেমা তথা তওহীদকে উড্ডিন করার জন্যে যুদ্ধ করে সেই একমাত্র আল্লাহর রাহে জিদাহকারী মুজাহিদ।"[১]

◆ **জিহাদ বৈধকরণের হিকমত:**

১. আল্লাহ তা'য়ালা জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহকে প্রবর্তন করেছেন; আল্লাহর কালেমা তথা তওহীদকে উড্ডিন করার জন্যে। পূর্ণ দ্বীন একমাত্র আল্লাহর জন্য হওয়ার জন্যে। মানুষকে অন্ধকার (শিরক-কুফরি ইত্যাদি) থেকে বের করে আলোর (তওহীদ-ঈমান ইত্যাদি) দিকে আনার জন্যে। ইসলামের প্রচারের জন্যে। ইনসাফ কায়েম করার জন্যে। জুলুম ও বিপর্যয় বন্ধ করার জন্যে। মুসলমানদের প্রতিরক্ষার জন্যে ও দুশমনদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ এবং তাদেরকে দমন করার জন্য।

---

[১].বুখারী হাঃ নং ২৮১০ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৯০৪

২. আল্লাহ জেহাদকে বৈধ করেছেন তাঁর বান্দাদের পরীক্ষার জন্যে। যাতে করে সত্যবাদী ও মিথ্যুক এবং মুমিন ও মুনাফেকের মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। আর জানা যায় মুজাহিদ ও ধৈর্যশীল। যুদ্ধ কাফেরদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা নয় বরং তাদেরকে বাধ্য করা ইসলামের বিধানকে মানতে যাতে করে পূর্ণ দ্বীন একমাত্র আল্লাহর জন্য হয়।

৩. আল্লাহর রাহে জিহাদ করা একটি কল্যাণের পথ। এর দ্বারা আল্লাহ দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ দূর করে দেন। আর এর মাধ্যমে জান্নাতের উঁচু স্থানসমূহ লাভ হয়।

◆ আল্লাহর রাহে জিহাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য:

ইসলামে যুদ্ধের উদ্দেশ্য হলো কুফরি ও শিরকের অপসারণ করা। মানুষদেরকে কুফুরি, শিরক ও অজ্ঞতা থেকে ঈমান ও জ্ঞানের আলোর দিকে বের করে আনা। সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে দমন করা। ফেৎনা-ফেসাদ দূরা করা। আল্লাহর কালেমা তথা তওহীদকে উঁচু করার জন্যে। আল্লাহর দ্বীনকে প্রচার-প্রসার করা। আর যারা দ্বীনের প্রচার-প্রসারের বাধা দেয় তাদেরকে বিতাড়িত করা। এ সকল যদি যুদ্ধ ছাড়াই অর্জিত হয় তাহলে যুদ্ধের কোন প্রয়োজন নেই। আর যাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে নাই তার সঙ্গে যুদ্ধ দা'ওয়াতের পরেই হবে। যদি তারা অস্বীকার করে তবে তাদেরকে রাষ্ট্রপ্রধান জিযিয়া-কর দেয়ার নির্দেশ করবেন। যদি তারা অমান্য করে তবে আল্লাহর সাহায্য নিয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন।

যদি তাদের পর্যন্ত দা'ওয়াত পৌঁছে থাকে তাহলে শুরুতেই তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা জায়েজ। আল্লাহ তা'য়ালা বনি আদমকে একমাত্র তাঁরই এবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। অতএব, তাদের মধ্যে শুধুমাত্র যারা বিরোধিতা করে এবং কুফুরির উপরেই অটল থাকে তাকেই হত্যা করা জায়েজ। অথবা যে মুরতাদ হয়ে যায় কিংবা জুলুম বা সীমালঙ্ঘন করে কিংবা মানুষকে ইসলামে প্রবেশ করতে বাধা প্রদান করে। অথবা মুসলমানদেরকে কষ্ট দেয়। নবী [ﷺ] ইসলামের প্রতি দা'ওয়াত ছাড়া কোন জাতির সঙ্গে কখনো যুদ্ধ করেননি।

◆ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের বিধান:

আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ফরজে কিফায়াহ। যদি কিছু সংখ্যক মানুষ জিহাদ করে যা যথেষ্ট তাহলে বাকিদের উপর হতে রহিত হয়ে যাবে। আর যদি কেউ না করে তবে সকলেই পাপি হবে।

◆ নিম্নের অবস্থাসমূহে সকল সামর্থ্যবানের প্রতি জিহাদ ফরজ:

১. যখন জিহাদের ময়দানে হাজির হয়ে যাবে।
২. খলীফা যখন সাধারণ ভাবে সমস্ত মানুষকে জিহাদের জন্যে আহ্বান করবেন।
৩. যখন তার শহর দুশমরা ঘেরাও করে ফেলবে।
৪. যখন তার মত মানুষের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে। যেমন: ডাক্তার ও পাইলট ইত্যাদি।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَٰهِدُواْ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ٤١﴾ التوبة: ٤١

"তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে এটি তোমাদের জন্যে অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার।" [সূরা তাওবা: ৪১]

২. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿وَقَٰتِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَٰتِلُونَكُمْ كَآفَّةًۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ٣٦﴾ [التوبة/٣٦].

"আর মুশরেকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর সমবেতভাবে, যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে। আর মনে রেখো, আল্লাহ মুত্তাকীনদের সাথে রয়েছেন।" [সূরা তাওবা: ৩৬]

◆ আল্লাহর রাহের মুজাহিদদের আহকাম:

আল্লাহর পথে জিহাদ: কখনো জান ও মাল দ্বারা ফরজ হয়। যেমন: শারীরিক ও অর্থনৈতিক ভাবে সামর্থবানের প্রতি। আবার কখনো জান

দ্বারা ফরজ মাল দ্বারা নয়। যেমন:যার কোন সম্পদ নেই। আবার কখনো মাল দ্বারা ফরজ জান দ্বারা নয়। যেমন: যে ব্যক্তি তার শারীরিক ভাবে অক্ষম।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوْا فَلَا عُدْوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٩٣﴾ ﴾ البقرة: ١٩٣

"ফেৎনা তথা শিরক থাকা পর্যন্ত তাদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং দ্বীন পূর্ণভাবে আল্লাহর জন্য হয়। যদি তারা বিরত হয়ে যায় তবে জালেমদের ছাড়া অন্যদের প্রতি কোন প্রকার দুশমনি নেই।" [সূরা বাকারা:১৯৩]

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ ». أخرجه أبو داود والنسائي.

২. আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেছেন:" মুশরেকদের বিরুদ্ধে তোমাদের মাল, জান ও জবান দ্বারা জিহাদ কর।" [1]

◆ **আল্লাহর পথে জিহাদের ফজিলত:**

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَٰنٍ وَجَنَّٰتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿٢١﴾ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾ ﴾ التوبة: ٢١ - ٢٢

"যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করেছে; তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহর কাছে, আর তারাই সফলকাম। তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন তাদের প্রতিপালক স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, সেখানে আছে তাদের জন্য স্থায়ী শান্তি। তথায় তারা থাকবে চিরদিন। নি:সন্দেহে আল্লাহর কাছে আছে মহাপুরস্কার।" [সূরা তাওবা:২০-২২]

[1]. হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাঃ নং ২৫০৪ শব্দ তারই, নাসাঈ হাঃ নং ৩০৯৬

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :« مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ –وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ– كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ، وَتَوَكَّلَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ بِأَنْ يَتَوَفَّاهُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ ».متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"আল্লাহর রাহে জিহাদকারীর (আল্লাহই ভাল জানেন কে তাঁর রাহে জিহাদকারী) উদাহরণ ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে সর্বদা দিনের বেলা রোজাদার এবং রাত্রিতে সালাত কায়েমকারী। আল্লাহ তাঁর পথে জিহাদকারীর জন্য এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন যে, তাকে মৃত্যু দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন অথবা প্রতিদান কিংবা গনিমতের মালসহ নিরাপদে বাড়ীতে ফিরিয়ে আনবেন।"[১]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ :«الصَّلَاةُ عَلَى مِيقَاتِهَا». قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ: « ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ». قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ« الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ».متفق عليه.

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে জিজ্ঞাসা করলাম সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি [ﷺ] বললেন: "সময়মত সালাত আদায় করা।" আমি বললাম: এরপর কোনটি? তিনি [ﷺ] বললেন: "অত:পর বাবা-মার সাথে সদ্ব্যবহার করা।" আমি বললাম: এরপর কোনটি? তিনি [ﷺ] বললেন: "আল্লাহর পথে জিহাদ করা।" [২]

[১]. বুখারী হাঃ নং ২৭৮৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৮৭৬

[২]. বুখারী হাঃ নং ২৭৮২ শব্দ তারইর ও মুসলিম হাঃ নং ৮৫

◆ গাজীকে প্রস্তুত বা তাঁর উত্তম প্রতিনিধিত্ব করার ফজিলত:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :« مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا». متفق عليه.

জায়েদ ইবনে খালেদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"যে ব্যক্তি আল্লাহর পথের গাজীকে প্রস্তুত করে দেয় সেও যুদ্ধ করল। আর যে আল্লাহর রাহের গাজীর উত্তম প্রতিনিধিত্ব করবে সেও যুদ্ধ করল।"[১]

◆ আল্লাহর পথে জিহাদ ত্যাগকারীর শাস্তি:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :«مَنْ لَمْ يَغْزُ أَوْ يُجَهِّزْ غَازِيًا أَوْ يَخْلُفْ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ، أَصَابَهُ اللَّهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ». أخرجه أبو داود وابن ماجه.

আবু উমামা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] হতে বর্ণনা করেন তিনি [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি জিহাদ করবে না অথবা গাজীকে প্রস্তুত করাবে না কিংবা গাজীর পরিবারে উত্তম প্রতিনিধিত্ব করবে না। তাকে আল্লাহ কিয়ামতের পূর্বে মহাপ্রলয় পৌঁছাবেন।" [২]

◆ ধ্বংসে পতিত হওয়ার পদ্ধতি:

ধ্বংসে পতিত হওয়া হলো: নিজ নিবাসে বসবাস করা এবং সম্পদ সংরক্ষণে ব্যস্ত হওয়া ও আল্লাহর রাহে জিহাদ ত্যাগ করা। সম্পদ জমা করা ও ধরে রাখা এবং আল্লাহর রাহে খরচ না করা। সম্পদ নিয়ে ব্যস্ত থাকা ও সত্যের সাহায্য না করা। ধ্বংসে পতিত হওয়া মানে আল্লাহর আদেশ ত্যাগ করা এবং নিষেধ কাজ করা। আর এ দ্বীন হলো তার জন্যে যে এর থেকে সমস্যা দূর করে, ওর জন্যে নয় যে দ্বীন থেকে বিমুখ হয়।

[১]. বুখারী হাঃ নং ২৮৪৩ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৮৯৫

[২]. হাদীসটি হাসান, আবূ দাউদ হাঃ নং ২৫০৩ শব্দ তারই, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ২৭৬২

অতএব, আল্লাহর রাহে জিহাদ করা দুইটি মসিবত সৃষ্টি করে: শত্রুদের প্রাধান্যলাভ ও মুসলমানদের দেশে তাদের কব্জার মাধ্যমে দুনিয়াতে মুসলমানদের অপদস্ত ও লাঞ্ছনা। আর এরপর তাদেরকে দ্বীন থেকে বিরত রাখা। যেমন আখেরাতে রয়েছে কঠিন শাস্তি। মুজাহিদ তো যে নিজেকে শত্রুদের ভিতরে ধ্বংসের জন্য নিপতিত করল সে নয় বরং যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের জান উৎসর্গ করে আল্লাহর রাহে জিহাদ করল। আর কোন মুসলিমের জন্য অন্যকে হত্যার আশায় আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণ করা বৈধ নয়; কারণ ইহা স্বেচ্ছায় আত্মহত্যায় শামিল।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ وَأَحۡسِنُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ١٩٥ ﴾ [البقرة/١٩٥].

"আর ব্যয় কর আল্লাহর পথে, তবে নিজের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন কর না। আর মানুষের প্রতি অনুগ্রহ কর। আল্লাহ অনুগ্রহকারীদেরকে ভালবাসেন।" [সূরা বাকারা:১৯৫]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡرِي نَفۡسَهُ ٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ ٱللَّهِۚ وَٱللَّهُ رَءُوفُۢ بِٱلۡعِبَادِ ٢٠٧ ﴾ [البقرة/٢٠٧].

"আর মানুষের মাঝে এক শ্রেণীর লোক রয়েছে–যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে নিজেদের জানের বাজি রাখে। আল্লাহ হলেন তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান।" [সূরা বাকারা: ২০৭]

عَنْ أَسْلَمَ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ: غَزَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ نُرِيدُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ وَعَلَى الْجَمَاعَةِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَالرُّومُ مُلْصِقُو ظُهُورِهِمْ بِحَائِطِ الْمَدِينَةِ فَحَمَلَ رَجُلٌ عَلَى الْعَدُوِّ فَقَالَ النَّاسُ: مَهْ مَهْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يُلْقِي بِيَدَيْهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ، فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: إِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِينَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ لَمَّا نَصَرَ اللهُ نَبِيَّهُ وَأَظْهَرَ

الْإِسْلَامَ قُلْنَا هَلُمَّ نُقِيمُ فِي أَمْوَالِنَا وَنُصْلِحُهَا فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى (وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ الله وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) فَالْإِلْقَاءُ بِالْأَيْدِي إِلَى التَّهْلُكَةِ أَنْ نُقِيمَ فِي أَمْوَالِنَا وَنُصْلِحَهَا وَنَدَعَ الْجِهَادَ، قَالَ أَبُو عِمْرَانَ: فَلَمْ يَزَلْ أَبُو أَيُّوبَ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ الله حَتَّى دُفِنَ بِالْقُسْطَنْطِينِيَّةِ. أخرجه أبو داود والترمذي.

৩. আবু আসলাম ইমরান থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা ইস্তাম্বুলের উদ্দেশ্যে মদিনা থেকে যুদ্ধের জন্য বের হয়। সেদিন আমীর ছিলেন আব্দুর রহমান ইবনে খালেদ ইবনে আল-ওয়ালিদ। আর রোম জাতি তাদের শহরের একটি কেল্লার ভিতরে ঢুকে পড়ে। একজন মানুষ শত্রুদলের উপর আক্রমণ করার জন্য ঝাপিয়ে পড়লে মানুষ বলতে লাগে: দাঁড়াও! দাঁড়াও! লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ এতো নিজেকে ধ্বংসের দিকে পতিত করছে। তখন আবু আইয়ূই আনসারী [ﷺ] বলেন: এ আয়াতটি তো আমাদের আনসারদের ব্যাপারে নাজিল হয়। যখন আল্লাহ তাঁর নবীকে মদদ করেন এবং ইসলাম বিজয় লাভ করে তখন আমরা বলি, আস আমরা এখন আমাদের সম্পদ নিয়ে ব্যস্ত হয় এবং তা হেফাজত করি। এর পরিপেক্ষিতে আল্লাহ তা'য়ালা এ আয়াত নাজিল করেন। "আর ব্যয় কর আল্লাহর পথে, তবে নিজের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন কর না।" অতএব, ধ্বংসের সম্মুখীন হওয়া মানে সম্পদ নিয়ে আমরা ব্যস্ত হওয়া ও তার হেফাজত করা এবং জিহাদ ত্যাগ করা। আবু ইমরান বলেন, ইস্তাম্বুলে দাফন হওয়া পর্যন্ত আবু আইয়ূব তাঁর শেষ জীবন পর্যন্ত জিহাদ করতেই থাকেন।[১]

◆ **আল্লাহর পথে জিহাদ ফরজের শর্তবালী:**

মুসলিম, বিবেকবান, সাবালক, পুরুষ, ক্ষতি হতে নিরাপদ যেমন: কঠিন অসুস্থ এবং ভরণ-পষোণ থাকা।

◆ **জিহাদে যাওয়ার জন্য বাবা-মার অনুমতি গ্রহণ করা:**

১. মুসলিম পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া নফল জিহাদ করা কোন মুসলিমের জন্য জায়েজ নেই; কারণ জিহাদ বিশেষ অবস্থা ছাড়া ফরজে

[১]. হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হা: নং ২৫১২ শব্দ তারই ও তিরমিযী হা: নং ২৯৭২

কিফায়াহ আর প্রতিটি অবস্থায় বাবা-মার খিদমত করা ফরজে 'আইন। কিন্তু যদি জিহাদ ফরজ হয়ে পড়ে তাহলে তখন তাঁদের অনুমতি ছাড়াই জিহাদ করতে হবে।

২. যাতে মানুষের উপকার আছে এবং তাতে পিতা-মাতার কোন ক্ষতি নেয় এমন প্রতিটি নফল এবাদতের জন্য তাঁদের দু'জনের অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন নেই। যেমন: রাত্রের সালাত, নফল রোজা রাখা ইত্যাদি। কিন্তু যদি তার দ্বারা বাবা-মার কিংবা কোন একজনের ক্ষতি সাধন হয় তবে তাঁদের নিষেধ করার অধিকার রয়েছে। আর সন্তানকে বিরত থাকা জরুরি; কারণ বাবা-মার আনুগত্য করা ফরজ আর নফল ফরজ নয়।

◆ **রিবাত হলো:** মুসলমান ও কাফেদের মাঝের সীমান্ত পাহারা দেওয়া।

◆ **দেশের সীমান্ত এলাকার হেফাজত করার বিধান:**

মুসলমানদের প্রতি কাফেরদের সীমান্ত হেফাজত করা ফরজ। অবস্থার চাহিদা মোতাবেক চাই চুক্তির দ্বারা অথবা অস্ত্র-শস্ত্র ও প্রহরী দ্বারা।

◆ **আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেয়ার ফজিলত:**

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا ...». أخرجه البخاري.

সাহল ইবনে সা'দ [ﷺ] কর্তৃক বর্ণিত রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "একদিন আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেওয়া দুনিয়া ও দুনিয়ার উপর যা কিছু আছে তার চেয়েও অতি উত্তম-- ।"[১]

◆ **আল্লাহর রাহে খরচ করার ফজিলত:**

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

[১]. বুখারী হাঃ নং ২৮৯২

﴿ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾ ﴾ البقرة: ٢٦١

“যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশ করে দানা থাকে। আল্লাহ যার জন্যে ইচ্ছা করেন বর্ধিত করে দেন, বস্তুত আল্লাহ হচ্ছেন বিপুল দাতা, মহাজ্ঞানী।” [সূরা বাকারা:২৬১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ كُلُّ خَزَنَةِ بَابٍ أَيْ فُلُ هَلُمَّ ..». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [ﷺ] বলেছেন:“ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জোড়া জোড়া (দ্বিগুণ) খরচ করবে তাকে জান্নাতের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতা প্রতিটি দরজা থেকে আহ্বান করে বলবেন: অমুক আসুন---।”[১]

◆ **আল্লাহর রাস্তায় ধূলিময় হওয়া এবং রোজা রাখার ফজিলত:**

عن أَبِي عَبْسٍ ﷺ أَنَّ رسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ ».أخرجه البخاري.

১. আবু আব্স [ﷺ] থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:“যে ব্যক্তি তার দু’পা আল্লাহর রাস্তায় ধূলিময় করল আল্লাহ তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিবেন।”[২]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا ». متفق عليه.

[১]. বুখারী হাঃ নং ২৮৪১ ও মুসলিম হাঃ নং ১০২৭

[২]. বুখারী হাঃ নং ৯০৭

২. আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় এক দিন রোজা রাখবে আল্লাহ তার চেহারাকে জাহান্নামের আগুন থেকে সত্তর বছরের রাস্তা সমান দূরে করে দিবেন।"[১]

◆ **আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য ঘোড়া পালন করার ফজিলত:**

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« مَنْ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ؛ فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». أخرجه البخاري.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্যে আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাঁর ওয়াদাকে সত্য মনে করে ঘোড়া পালে, কিয়ামতের দিন তার নেকির পাল্লায় সে ঘোড়ার পরিতৃপ্তি সহকারে খাদ্য ও পানীয় এবং মল ও পেশাব সবই ওজন করা হবে।[২]

◆ **সকাল-বিকাল আল্লাহর রাহে পদচারণ করার ফজিলত:**

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». متفق عليه.

আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] হতে বর্ণনা করেন, তিনি [ﷺ] বলেছেন:"অবশ্যই আল্লাহর রাহে এক সকাল বা বিকাল জিহাদ করা দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা কিছু আছে তার চেয়েও অতি উত্তম।"[৩]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ২৮৪০ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১১৫৩

[২]. বুখারী হাঃ নং ২৮৫৩

[৩]. বুখারী হাঃ নং ২৭৯২ ও মুসলিম হাঃ নং ১৮৮০

২- জিহাদের প্রকার

◆ **জিহাদ চার প্রকার:**

১. **নাফস তথা প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ:** দ্বীন শিক্ষা ও সে মোতাবেক আমল করা এবং দ্বীনের প্রতি দা'ওয়াত করা ও সে ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করে প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ করা।

২. **শয়তানের সাথে জিহাদ:** শয়তান মানুষের মাঝে যে সকল সন্দেহ-সংশয় ও কু-কামনা-বাসনা নিক্ষেপ করে সেগুলোকে প্রতিহত করে শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ করা।

৩. **জালেম ও বেদাতী এবং নিকৃষ্ট কাজকারীদের সাথে জিহাদ:** ইহা অবস্থা ও ফায়দা মোতাবেক শক্তিবানের জন্য হাত দ্বারা। যদি সম্ভব না হয় তবে জবান দ্বারা তাও যদি না পারে তবে অন্তর দ্বারা করতে হবে।

৪. **কাফের ও মুনাফিকদের সাথে জিহাদ:** ইহা অন্তর, জবান, মাল ও জান দ্বারা হতে হবে। আর জান দ্বারাই এখানে উদ্দেশ্য।

◆ **আল্লাহর রাহে মুজাহিদদের জন্য জান্নাতের স্তরসমূহ:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: «..... إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَــا بَــيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِــرْدَوْسَ؛ فَإِنَّــهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، أُرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ ».

أخرجه البخاري.

আবু হুরাইরা [ﷺ] কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "নিশ্চয় জান্নাতে একশত স্তর রয়েছে যার সর্বোচ্চটি আল্লাহর রাহের মুজাহিদগণের জন্যে। প্রতি দু'টি স্তরের মাঝের দূরত্ব আসমান-জমিনের দূরত্ব বরাবর। অতএব, যখন তোমরা আল্লাহর কাছে চাও তখন জান্নাতুল ফেরদাউস চাও; কারণ ইহা জান্নাতের মধ্যস্থান ও সর্বোচ্চ

জান্নাত। আর এর উপর রয়েছে রহমানের আরশে 'আযীম। আর এখান থেকেই প্রবাহিত হয় জান্নাতের নহরসমূহ।"[১]

◆ **আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের অবস্থাসমূহ:**

আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের চার অবস্থা:

১. কাফের ও মুশরেকদের বিরুদ্ধে জিহাদ: তাদের অনিষ্ট থেকে মুসলমানদেরকে হেফাজতের জন্য ইহা একান্ত জরুরি। আরো প্রয়োজন তাদের মাঝে ইসলামের প্রচার-প্রসার করার জন্যে। তাদেরকে পর্যায়ক্রমে এখতিয়ার করার সুযোগ দিতে হবে। প্রথমত: ইসলাম গ্রহণ, দ্বিতীয়ত: জিয়িয়া-কর প্রদানে বাধ্য করা, তৃতীয়ত: সর্বশেষ যুদ্ধ ঘোষণা।

২. মুরতাদ তথা দ্বীন ত্যাগকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ: তাদেরকে এখতিয়ার দেওয়া হবে ইসলামে ফিরে আসার আর না হয় হত্যার।

৩. বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে জিহাদ: এরা হলো যারা খলিফার বিরুদ্ধাচরণ করে এবং ফেৎনা-ফেসাদ ছড়াই। যদি এ থেকে ফিরে আসে ভাল আর না হয় তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে।

৪. ডাকাত-ছিনতাইকারীর বিরুদ্ধে জিহাদ: তাদেরকে হত্যা অথবা শূলি কিংবা বিপরীত দিক থেকে হাত-পা কর্তন বা নির্বাসন করতে হবে। রাষ্ট্রপ্রধান তাদের অপরাধ হিসাবে যেটা ভাল মনে করবেন সে ভাবে তাদের প্রতি শাস্তি প্রয়োগ করবেন।

◆ **মহিলাদের জিহাদের বিধান:**

প্রয়োজনে পুরুষদের খিদমতের জন্যে মহিলাদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করাও জায়েজ আছে।

عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْــزُو بِــأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ مَعَهُ، إِذَا غَزَا فَيَسْقِينَ الْمَاءَ،وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى ». متفق عليه.

আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সঙ্গে উম্মে সুলাইম ও কিছু আনসার মহিলা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।

---

[১].বুখারী হাঃ নং ২৭৯০

তাঁরা (মুজাহিদগণকে) পানি পান করাতেন এবং আহতদের সেবা-শুশ্রূষা ও চিকিৎসা করতেন।"[১]

◆ গাজীদেরকে জিহাদে যাওয়ার সময় বিদায় দেওয়া এবং তাঁদের জন্য দোয়া করা মুস্তাহাব। আরো মুস্তাহাব যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার সময় তাঁদেরকে শুভেচ্ছা-স্বাগতম জানানো।

[১]. বুখারী হাঃ নং ৩৮১১ ও মুসলিম হাঃ নং ১৮১০ শব্দ তারই

৩- ইসলামে জিহাদের আদবসমূহ

◆ ইসলামে জিহাদের আদবসমূহের মধ্যে হলো: বিশ্বাসঘাতকতা না করা। যদি যুদ্ধ না করে এমন মহিলা-শিশু ও বৃদ্ধ এবং সাধুদের হত্যা না করা। কিন্তু যদি যুদ্ধ করে বা যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করে অথবা তাদের মতামত ও পরিকল্পনা থাকে তবে হত্যা করা যাবে।

◆ আরো আদব হচ্ছে: অহঙ্কার ও বড়াই এবং লোক দেখানো কাজ না করা। দুশমনের সাক্ষাৎ কামনা না করা। মানুষ ও জীবজন্তুকে আগুন দ্বারা না জ্বালানো।

◆ আরো হলো: শত্রু পক্ষের প্রতি ইসলাম পেশ করা। যদি অস্বীকার করে তবে জিযিয়া-কর দেওয়ার জন্যে বলা। যদি তাও অস্বীকার করে তবে তাদেরকে হত্যা করা বৈধ।

এ ছাড়া ধৈর্যধারণ ও এখলাস এবং সকল প্রকার পাপ থেকে বিরত থাকা। আর বেশি বেশি দোয়া ও আল্লাহ তা'য়ালার নিকট সাহায্য-সহায়তা চাওয়া। নবী [ﷺ] এ দোয়াটি পড়তেন:

«اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ اهْــزِمْهُمْ وَانْصُــرْنَا عَلَيْهِمْ ». متفق عليه.

"আল্লাহুম্মা মুনজিলিল কিতাব, মুজরিয়াস সাহাব, ওয়া হাজিমাল আহজাব, ইহজিমহুম ওয়ানসুরনাা 'আলাইহিমী।"[১]

◆ **যখন দুশমনের ভয় করবে তখন মুসলিম কি বলবে:**

যখন দুশমনের ভয় করবে তখন মুসলিম বলবে:

«اللَّــهُــمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ». أخرجه مسلم.

১. "আল্লাহুম্মাক্ ফীনীহিম বিমা শি'তা।"[২]

«اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ ».أخرجه أحمد وأبو داود

[১]. বুখারী হাঃ নং ২৯৬৬ ও মুসলিম হাঃ নং ১৭৪২

[২]. মুসলিম হা: নং ৩০০৫

২. "আল্লাহুম্মা ইন্নাা নাজ'আলুকা ফী নুহূরিহিম, ওয়া নাঊযুবিকা মিন শুরূরিহিম।" [১]

◆ **জিহাদে রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতি ওয়াজিবসমূহ:**

রাষ্ট্রপ্রধান বা তাঁর প্রতিনিধির প্রতি ওয়াজিব হলো: শত্রুদের অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার সময় সেনাদলের অবস্থা ও অস্ত্র-শস্ত্রের খবরাদি নেওয়া। নিরাশকারী ও গুজব রটনাকারীদেরকে অংশ গ্রহণ করতে বারণ করা। এ ভাবে যারা জিহাদের জন্য উপযুক্ত নয় তাদেরকে নিষেধ করা। আর প্রয়োজন ছাড়া কোন কাফেরদের সাহায্য গ্রহণ না করা। মুজাহিদদের জন্য পাথেয় প্রস্তুত করে দেওয়া। সেনাবাহিনীর সাথে ধীরে ধীরে চলা। তাদের জন্যে সর্বোত্তম বাসস্থান তালাশ করা। আর সৈন্যদের বিপর্যয় ও পাপ থেকে বিরত রাখা। তাদের অন্তর শক্তিশালী করে এমন আলোচনা করা এবং শহীদ হওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা।

তিনি তাদেরকে ধৈর্যধারণ ও সওয়াবের নির্দেশ করবেন। সেনাদলকে ভাগ করে দিবেন। প্রহরী ও বিশেষজ্ঞ দ্বারা তাদের সাহায্য করবেন। দুশমনদের নিকট গুপ্তচর প্রেরণ করবেন। সৈন্য বা সৈন্যদলের যাকে মনে করবেন তাকে অতিরিক্ত দিবেন। যেমন : যারা জিহাদে যাবে তাদের জন্য পঞ্চমাংশ বাদে চার ভাগের এক ভাগ আর তিন ভাগের এক ভাগ পঞ্চমাংশ বাদে ফিরে আসলে। আর তিনি জিহাদের ব্যাপারে দ্বীনদার ও জ্ঞানী ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করবেন।

◆ **আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীদের প্রতি কি ওয়াজিব:**

সৈন্যদের প্রতি পাপ না এমন কাজে রাষ্ট্রপ্রধান বা তাঁর প্রতিনিধির নির্দেশ মানা ও তাঁর সাথে ধৈর্যধারণ করা আবশ্যকীয়। আর তাঁর অনুমতি ছাড়া যুদ্ধ করা জায়েজ নয়। কিন্তু যদি হঠাৎ করে দুশমনদের দেখতে পায় আর তাদের অনিষ্ট ও কষ্টের অশঙ্কা করে তবে তাদের প্রতিহত করা জায়েজ। যদি কোন কাফের প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য আহ্বান করে তাহলে আমীরের অনুমতিক্রমে যে নিজের সম্পর্কে জানে যে তার শক্তি ও বাহাদুরী আছে তার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা মুস্তাহাব। আর যে

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ১৯৯৫৮ ও আবূ দাউদ হাঃ নং ১৫৩৭

আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদ হিসাবে বের হয়ে তার অস্ত্রশস্ত্রসহ মারা যায় তার সওয়াব দ্বিগুণ।

◆ **জিহাদে ধোকা দেয়ার বিধান:**

যদি দেশ প্রধান উত্তরের কোন শহর বা গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান আর দক্ষিণ দিকে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাহলে মনে রাখতে হবে যুদ্ধ হচ্ছে ধোঁকাবাজি। আর এর মাঝে রয়েছে দু'টি উপকার:

প্রথমটি: এর দ্বারা দু'দলের জান-মালের ক্ষতির সংখ্যা কম হবে; যার ফলে নিষ্ঠুরতার স্থানে হবে দয়া।

দ্বিতীয়টি: মুসলমানদের সেনাশক্তি ও যুদ্ধের সরঞ্জামাদি সরবরাহ করার সুযোগ গ্রহণ; কারণ হতে পারে যুদ্ধে ধোঁকা চলবে না।

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّمَا يُرِيدُ غَزْوَةً يَغْزُوهَا إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا .

متفق عليه.

কা'আব ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] যখনই কোন যুদ্ধ করার ইচ্ছা করতেন তখনই ভিন্নটা প্রকাশ করতেন।"[১]

◆ **যুদ্ধের সময়:**

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ ﷺ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَخَّرَ الْقِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ، وَيَنْزِلَ النَّصْرُ . أخرجه أبو داود والترمذي .

নু'মান ইবনে মুকাররেন [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সাথে উপস্থিত ছিলাম। তিনি দিনের প্রথম ভাগে যুদ্ধ না করলে সূর্য ঢলা পর্যন্ত যুদ্ধ করা দেরী করতেন। আর বাতাস প্রবাহিত হত এবং সাহায্য নাজিল হত।"[২]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ২৯৪৮ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৭৬৯

[২]. হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাঃ নং ২৬৫৫ শব্দ তারই, তিরমিযী হাঃ নং ১৬১৩

◆ যখন দুশমনরা মুসলমানদের প্রতি হঠাৎ করে হামলা করে তখন তাদেরকে প্রতিহত করা এবং প্রতিরোধ করা ওয়াজিব সেটা যে কোন মুহূর্তে তারা হামলা করুক না কেন।

◆ **আল্লাহর সাহায্য কখন নাজিল হয় ?**

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নিজের প্রতি তাঁর অলিদের জন্য সাহায্য করা ফরজ করে দিয়েছেন। কিন্তু এর সম্পর্ক কিছু জিনিসের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছেন:

১. মুজাহিদদের অন্তরে ঈমানের হকিকতের পূর্ণতা:

﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾﴾ الروم: ٤٧

“আর আমার প্রতি মুমিনদের সাহায্য করা কর্তব্য।” [সূরা রূম:৪৭]

২. সৎ আমল করে ঈমানের দাবি পূরণ করা:

﴿وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿٤١﴾﴾ الحج: ٤٠ - ٤١

“নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করেন, যারা আল্লাহর সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী শক্তিধর। তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, জাকাত দেবে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। প্রত্যেক কর্মের পরিমাণ আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত।” [সূরা হজ্ব: ৪০-৪১]

৩. তাদের সাধ্যপর শক্তি সঞ্চয় ও প্রস্তুতি গ্রহণ:

﴿وَأَعِدُّوا۟ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴿٦٠﴾﴾ الأنفال: ٦٠

“আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর

তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপরও যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ তাদেরকে চিনেন।" [সূরা আনফাল: ৬০]

৪. তাদের সাধ্যপর প্রচেষ্টা চালিয়া যাওয়া:

(ক) আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ﴾ العنكبوت: ٦٩

"যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।" [সূরা আনকাবূত: ৬৯]

(খ) আরো আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمۡ فِئَةٗ فَٱثۡبُتُواْ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ۝ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَنَٰزَعُواْ فَتَفۡشَلُواْ وَتَذۡهَبَ رِيحُكُمۡۖ وَٱصۡبِرُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴾ الأنفال: ٤٥ - ٤٦

"হে মুমিনগণ! তোমরা যখন কোন বাহিনীর সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও, তখন সুদৃঢ় থাক এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর যাতে তোমরা উদ্দেশ্যে কৃতকার্য হতে পার। আর আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর এবং তাঁর রসূলের। তাছাড়া তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হইও না। যদি তা কর, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। আর তোমরা দৈর্যধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ রয়েছেন ধৈর্যশীলদের সাথে।" [সূরা আনফাল: ৪৫-৪৬]

আর এ দ্বারাই তাদের সহিত আল্লাহর সঙ্গ হয় এবং তাদের প্রতি আল্লাহর সাহায্য নাজিল হয় যেমন নাজিল হয়েছিল নবী-রসূলগণের (আ:)-এর প্রতি। আর যেমন অর্জিত হয়েছিল নবী [ﷺ] এবং তাঁর সাহাবাগণের (রা:)-এর জন্য।

◆ **আমলে একিন ও সবুরের প্রভাব:**

যখন মুসলিম (এক) সত্যভাবে দাঁড়ায়, (দুই) আর তার দাঁড়ানো আল্লাহর সাথে হয়, (তিন) এবং একমাত্র তাঁর জন্যে হয় তখন তার

সামনে মুকাবেলায় কেউ টিকতে পারে না। এমনকি আসমান-জমিন ও এর মধ্যে যারা আছে সবই মিলে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলেও আল্লাহ তাদের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু বান্দা উল্লেখিত তিনটি বা কোন একটিতে বাড়াবাড়ি বা অবহেলা করলে তার পরিণাম ভোগ করবে।

অতএব, যখন বাতিলে দাঁড়াবে তখন সাহায্য করা হবে না। আর যদি মদদ হয়ও তবুও তার শেষ পরিণতি ভাল হবে না এবং সে হবে অপদস্ত ও লাঞ্চিত। আর যদি সত্যভাবে দাঁড়ায় কিন্তু আল্লাহর জন্য না হয় বরং মানুষের প্রশংসা লাভের জন্য তবে সেও সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না; কারণ সাহায্য একমাত্র তার জন্য যে আল্লাহর কালেমাকে উড্ডিন করার জন্যে জিহাদ করে। আর যদি সাহায্য করাও হয় তবে তার ধৈর্যধারণ ও সত্যতার অনুপাতে হবে। ধৈর্যধারণকারীরা সর্বদা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। সুতরাং, ধৈর্যশীল যদি সত্য হয়ে থাকে তবে তার পরিণাম ভাল আর যদি বাতিল হয়ে থাকে তাহলে তার পরিণাম।

আল্লাহর বাণী:

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾ ﴾ [السجدة/ ٢٤].

"তারা সবুর করত বিধায় আমি তাদের মধ্য থেকে ইমাম মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার আদেশে পথ প্রদর্শন করত। তারা আমার আয়াতসমূহে একিন-দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল।" [সূরা সেজদাহ: ২৪]

◆ **যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করার বিধান:**

যখন দু'সেনাদলের মাঝে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে তখন যুদ্ধ ময়দান থেকে পলায়ন করার হারাম। তবে দু'অবস্থা ব্যতিরেকে:

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ ﴿١٥﴾ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٦﴾ ﴾ الأنفال: ١٥ - ١٦

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কাফেরদের সাথে মুখোমুখী হবে, তখন পশ্চাদপসরণ করবে না। আর যে লোক সেদিন তাদের থেকে পশ্চাদপসরণ করবে, অবশ্য যে লড়াইয়ের কৌশল পরিবর্তনকল্পে কিংবা যে নিজে সৈন্যদের নিকট আশ্রয় নিতে আসে সে ব্যতীত-অন্যরা আল্লাহর গজব সাথে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। আর তার ঠিকানা হল জাহান্নাম। বস্তুত: সেটা হল নিকৃষ্ট অবস্থান।" [সূরা আনফাল: ১৫-১৬]

◆ **আল্লাহর রাস্তায় যারা শহীদ:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:" শহীদ পাঁচজন: মহামারিতে, পেটের পিড়ায়, পানিতে ডুবে ও চাপা পড়ে মৃতরা এবং আল্লাহর রাস্তায় যে শহীদ।" [১]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:...... الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ، وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدَةٌ ».

أخرجه أبو داود والنسائي.

২. জাবের ইবনে আতীক [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "আল্লাহ তা'য়ালার রাহে নিহত ছাড়া সাতজন শহীদ: মহামারিতে মৃত্যু ব্যক্তি শহীদ, পেটের পিড়ায় মৃত্যু ব্যক্তি শহীদ, পানিতে ডুবে মৃত্যু ব্যক্তি শহীদ, চাপা পড়ে মৃত্যু ব্যক্তি শহীদ, ফুসফুসের আবরক ঝিল্লির প্রদাহঘটিত (Pleurisy) রোগে মৃত্যু ব্যক্তি শহীদ, আগুনে পুড়ে মৃত্যু

[১]. বুখারী হাঃ নং ২৮২৯ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৯১৪

ব্যক্তি শহীদ ও গর্ভে বাচ্চা অবস্থায় বা বাচ্চা প্রসবের সময় মৃত্যু মা শহীদা।”[১]

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ». أخرجه أبو داود والترمذي.

৩. সাঈদ ইবনে জায়েদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:“ যে তার সম্পদ রক্ষার্থে নিহত হয় সে শহীদ, যে তার দ্বীন রক্ষার্থে নিহত হয় সে শহীদ, যে তার জান বাঁচাতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ এবং যে তার পরিবারকে রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সেও শহীদ।”[২]

◆ **আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়ার ফজিলত:**

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾ فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا۟ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٠﴾ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧١﴾ ﴾ [آل عمران/١٦٩ - ١٧١].

“যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছে তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না। বরং জীবিত এবং তারা তাদের প্রতিপালকের নিকটে রিজিকপ্রাপ্ত। আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তার প্রেক্ষিতে তারা আনন্দ উদযাপন করছে। আর যারা এখনও তাদের কাছে এসে পৌঁছেনি তাদের পেছনে তাদের জন্যে আনন্দ প্রকাশ করে। কারণ, তাদের কোন ভয়-ভীত ও নেই এবং কোন চিন্তা-ভাবনাও নেই। আল্লাহর নিয়ামত ও

[১].হাদীসটি সহীহ, আবূ দাঊদ হাঃ নং ৩১১১, নাসাঈ হাঃ নং ১৮৪৬ শব্দ তারই
[২]. হাদীসটি সহীহ, আবূ দাঊদ হাঃ নং ৪৭৭২, তিরমিযী হাঃ নং ১৪২১ শব্দ তারই

অনুগ্রহের জন্যে তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং তা এভাবে যে, আল্লাহ ঈমানদারদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না।" [সূরা আলে ইমরান:১৬৯-১৭১]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيدُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنْ الْكَرَامَةِ ».متفق عليه.

২. আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [ﷺ] বলেছেন:"শহীদ ব্যতীত আর কেউ জান্নাতে প্রবেশের পর তার শূন্য দুনিয়াতে আবার ফিরে আসতে চাইবে না। সে যে সম্মান ও মর্যাদা দেখেছে তাই দুনিয়াতে এসে দশবার হত্যা হওয়ার আশা পোষণ করবে।" [১]

◆ আল্লাহর রাস্তায় শহীদের কারামত:

শহীদদের আত্মাগুলো সবুজ পাখীর পেটের ভিতরে থাকে। সেসব পবিত্র আত্মার জন্য রয়েছে আরশে ঝুলন্ত প্রদীপ। পাখীরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানে বিচারণ করবে। আর শহীদের জন্যে রয়েছে ছয়টি বৈশিষ্ট্য যেমন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:

« إِنَّ لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَال: يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ ، وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنْ الْجَنَّةِ ، وَ يُحَلَّى عَلَيهِ حُلَّةَ الإِيْمَان ، وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنْ الْحُورِ الْعِينِ ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَيَأْمَنُ مِنْ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ ». أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي في شعب الإيمان.

"নিশ্চয় শহীদের জন্যে আল্লাহর নিকট রয়েছে ছয়টি বৈশিষ্ট্য: তার প্রথম রক্তের ফোঁটা মাটিতে পড়ার সাথে তাকে ক্ষমা করা হবে। তার জান্নাতের স্থান তাকে দেখানা হবে। তাকে ঈমানের পোশাক পরানো হবে। আর ডাগর চোখ বিশিষ্ট বাহত্তর জন হূরের সঙ্গে বিবাহ দেয়া

[১].বুখারী হাঃ নং ২৮১৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৮৭৭

হবে। কবরের আজাব থেকে মুক্তি দেয়া হবে। বড় আতঙ্কের দিনে নিরাপদে থাকবে। তার মাথায় সম্মানের মুকুট পরানো হবে, যার ইয়াকুত পাথর দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা আছে তার চেয়েও মূল্যবান। আর তার আত্মীয়দের থেকে সত্তরজনের ব্যাপারে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।”[১]

◆ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে আহত হবে কিয়ামতের দিন তার রক্তের রঙ রক্তের হবে আর সুগন্ধি হবে মেস্কের এবং এর উপর থাকবে শহীদের ছাপ। আর আল্লাহর রাহে শহীদের ঋণ ছাড়া সমস্ত পাপ মাফ করে দেওয়া হবে।

◆ **একাকী বন্দী হলে তার বিধান:**

যে ব্যক্তি মুসলমানদের যুদ্ধ বন্দীদের প্রতি ভয় করে এবং তার শত্রুদের মুকাবেলা করার ক্ষমতা থাকে। এমন অবস্থায় সে আত্মসমর্পণ করবে। তবে তার জন্য জায়েজ আছে শহীদ হওয়া বা বিজয় লাভ করা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া।

◆ **শত্রুদের প্রতি একাকী হামলা করার বিধান:**

দুশমনদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া এবং তাদের অন্তরে ভয়-ভীতি সঞ্চার করার উদ্দেশ্যে, বিশেষ করে সীমালঙ্ঘনকারী ইহুদির মাঝে নিজেকে দুশমনদের দেশে নিপতীত করা অথবা জালেম কাফেরদের সৈন্যদলে ঝাঁপিয়ে পড়া জায়েজ। এতে সে মারা গেলে ধৈর্যশীল শহীদ ও সত্যিকারে মুজাহিদদের সওয়াব পাবে। এতে রয়েছে কম ক্ষতি এবং শত্রুদের প্রতি বেশি শাস্তি।

◆ **আল্লাহর রাস্তায় নিহত ব্যক্তির বিধান:**

আল্লাহর রাস্তায় নিহত ব্যক্তিকে শহীদ বলা হয়; কারণ সে আল্লাহ ও মানুষকে তার সত্য ঈমানের প্রতি সাক্ষী রেখেছে এবং তার শাহাদতের দ্বারা প্রমাণ করেছে যে এ দ্বীন সত্য। শহীদ প্রকৃত পক্ষে মৃত নয় জীবত। তাই তো আল্লাহ তা'য়ালা শহীদদেরকে মৃত বলতে নিষেধ করেছেন। যাতে করে মানুষ ধারাণা না করে যে, শহীদ মৃত্যুবরণ করে।

---

[১].হাদীসটি সহীহ, সাঈদ ইনবে মানসূর হাঃ নং ২৫৬২, বাইহাকী শু'আবুল ঈমানে হাঃ নং ৩৯৪৯ ও সিলসিলা সহীহা দ্রষ্টব্য হাঃ নং ৩২১৩

কেননা এর ফলে সে জিহাদের ময়দান থেকে মৃত্যুর ভয়ে ভেগে যাবে। এ ছাড়া মানুষ যেন জিহাদ হতে বিরত না থাকে; কারণ মানুষের প্রবৃত্তির স্বভাব হলো মৃত্যু থেকে পলায়ন করা।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾ ﴾ [آل عمران/١٦٩].

"যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে তাদেরকে তোমরা মৃত বল না। বরং তারা তাদের পালনকর্তার নিকট রিজিকপ্রাপ্ত।" [সূরা আলে ইমরান:১৬৯]

﴿ وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَن يُقْتَلُ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتٌۢ ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾ ﴾ [البقرة/١٥٤].

"যাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় নিহত করা হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বল না। বরং তারা জীবিত কিন্তু তোমরা অনুভব করতে পার না।"

[সূরা বাকারা:১৫৪]

◆ **যুদ্ধ বন্দীর প্রকার:**

যুদ্ধের বন্দীরা দু'প্রকার:

১. মহিলা ও শিশু: তারা যুদ্ধবন্দী হলেই দাস-দাসীতে পরিণত হবে।

২. যুদ্ধকারী পুরুষ: রাষ্ট্রপ্রধান ইচ্ছা করলে তাদেরকে কোন বিনিময় ছাড়াই ছেড়ে দিতে পারেন অথবা বিনিময়ের মাধ্যমে ছেড়ে দিবেন। অথবা তাদেরকে হত্যা করবেন। অথবা প্রয়োজন মোতাবেক তাদেরকে দাস বানিয়ে নিবেন।

◆ **গনিমতের মাল বণ্টনের পদ্ধতি:**

গনিমতের মাল ঐ সকল যোদ্ধার জন্য যারা যুদ্ধের ময়দানে হাজির হবে। প্রথমে পঞ্চমাংশ বের করে এরই এক ভাগ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্য যা মুসলমানদের প্রয়োজনে ও উপকারার্থে। আর এক ভাগ রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকটাত্মীয়-স্বজন, এক ভাগ এতিম এবং এক ভাগ মুসাফিরদের জন্যে। অত:পর বাকি গনিমতের মাল চার ভাগ করে যোদ্ধাদের মাঝে বণ্টন করতে হবে। এক অংশ পদাতিক বাহিনীর এবং

তিন অংশ অশ্বারোহী সৈন্যর জন্যে। আর আত্মসাতকারীকে গনিমতের মাল থেকে বঞ্চিত করা হবে। রাষ্ট্রপ্রধান গনিমতের মাল চুরিকারীকে উপযুক্ত শাস্তি দিবেন। আর যুদ্ধ ছাড়া মুশরেকদের থেকে যে সমস্ত মাল নেওয়া হবে যেমন:জিযিয়া ও খাজনা-ভূমিকর ইত্যাদি তা ফায়ের মাল যা মুসলমানদের প্রয়োজন ও উপকারার্থে ব্যয় করা হবে।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾ ﴾ الأنفال: ٤١

"আর এ কথাও জেনে রাখ যে, কোন বস্তু-সামগ্রীর মধ্য থেকে যা কিছু তোমরা গনিমত পাবে, তার এক পঞ্চমাংশ হল আল্লাহর জন্য ও রসূলের জন্য, তাঁর নিকটাত্মীয়-স্বজনের জন্য এবং এতিম-অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য; যদি তোমাদের বিশ্বাস থেকে আল্লাহর উপর এবং সে বিষয়ের উপর যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি ফয়সালার দিনে, যেদিন সম্মুখীন হয়ে যায় উভয় সেনাদল। আর আল্লাহ সবকিছুর উপরই ক্ষমতাশীল।" [সূরা আনফাল: ৪১]

২. আরো আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٧﴾ ﴾ الحشر: ٧

"আল্লাহ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যা দিয়েছেন, তা আল্লাহর, রসূলের, তাঁর আত্মীয়-স্বজনের, এতিমদের, অভাবগ্রস্তদের এবং মুসাফিরদের জন্যে, যাতে ঐশ্বর্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়। রসূল যা তোমাদেরকে দেন, তা গ্রহণ কর

এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।" [সূরা হাশর: ৭]

◆ **কিছু মুজাহিদকে অতিরিক্ত প্রদানের বিধান:**

মুসলমানদের উপকার ভেবে সেনাপতি তার মুজাহিদদের কাউকে অতিরিক্ত গনিমত দিতে পারেন। আর যদি কোন উপকার না দেখেন তবে দিবেন না।

◆ **গনিমতের সম্পদের বিধান:**

১. ক্ষুদ্র সৈন্য দলের গনিমতে সৈনাদল এবং সেনাদলের গনিমতে ছোট সৈন্য দল শরিক হবে। আর যে যুদ্ধ চলাকালিন কাউকে হত্যা করবে সে তার লুণ্ঠনকৃত সবই পাবে। লুণ্ঠন বলতে তার শরীরের পোশাক, অস্ত্রশস্ত্র, বাহন ও মাল।

২. যার মাঝে চারটি শর্ত পাওয়া যাবে তার জন্যই গনিমতের মালে অংশ হবে: সাবালক, বিবেকবান, স্বাধীন ও পুরুষ। এর কোন একটি শর্ত না পাওয়া গেলে তার জন্যে সামান্য কিছু দান করবে অংশ বসাবে না।

◆ **নারী যুদ্ধবন্দীদের সহবাস করার বিধান:**

মহিলারা যুদ্ধবন্দী হওয়ার সাথেই তাদের বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। আর গর্ভবতী হলে বাচ্চা প্রসব এবং গর্ভবতী না হলে এক মাসিক ঋতু হওয়ার পর তাদের সঙ্গে সহবাস করা জায়েজ হবে।

◆ যদি মুসলমানরা তাদের দুশমনদের ভূমি জোরপূর্বক দখল করে তাহলে রাষ্ট্রপ্রধান চাইলে উহা মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করতে পারেন। আর চাইলে দুশনমনের মাঝে ওয়াক্‌ফ করে যার হাতে থাকবে তার প্রতি স্থায়ী খাজনা নির্দিষ্ট করে দিতে পারেন।

◆ মুসলমানদের প্রতি কোন কাফেরের এহসান থাকলে তার এ সুন্দর কাজের প্রতিদান সহজ-সাধ্য পূরণ করা জায়েজ।

◆ **একজনের অঙ্গ অপর জনের শরীরে লাগনোর বিধান:**

১. যদি কোন জীবন্ত মুজাহিদ বা অন্য কোন মানুষের জন্য অন্য জীবিত মানুষের কোন অঙ্গ বা অংশ হস্তান্তর করার প্রয়োজন হয়, আর যদি হস্তান্তর করার ফলে তার বড় ধরনের ক্ষতি সাধন হয় যার কারণে নিজের আসল পূর্ণ বা অধিকাংশই নি:শেষ হয়ে পড়ে। যেমন: হাত বা

পা কিংবা কিডনী কর্তন করে হস্তান্তর করা; ইহা হারাম; কারণ এর দ্বারা একটি নিশ্চিত জীবন অপর একটি অনিশ্চিত জীবনের জন্য হুমকির সম্মুক্ষীন হয়ে দাঁড়াবে। আর যদি হস্তান্তর মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয় যেমন: হার্ট অথবা ফুসফুস কাটার মাধ্যমে তাহলে ইহা জীবন হত্যা এবং কঠিন এক হারাম কাজ বলে বিবেচিত হবে।

২. আর মৃত ব্যক্তির কোন অঙ্গ বা অংশ কেটে জীবিত ব্যক্তির শরীরে লাগানো জায়েজ। যদি জীবিত ব্যক্তির জীবন এর উপর নির্ভরশীল ও প্রয়োজন হয়। যেমন: হার্ট বা ফুসফুস কিংবা কিডনী। এর জন্য শর্ত হলো: মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বে অনুমতি দেয়া এবং যার জন্য স্থানান্তর করা হচ্ছে সেও রাজি হওয়া। এ ছাড়া এর দ্বারা চিকিৎসা সম্ভব এবং অবশ্যই অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা হওয়া।

৪- যিম্মিদের সাথে চুক্তিকরণ

◆ **যিম্মিদের সাথে চুক্তিকরণ:** কাফেরদেরকে তাদের কুফুরির উপর অটল থাকার এ শর্তে স্বীকারোক্তি করা যে তারা জিযিয়া-কর দিবে এবং ইসলামের নিয়ম-কানুন মেনে চলবে। ইহা রাষ্ট্রপতি বা তাঁর প্রতিনিধি সম্পাদন করবেন।

◆ যুক্তিকরণের হকদার হলো: আহলে কিতাবের ইহুদি ও খ্রীষ্টানরা। আর অগ্নি পূজকদের সাথে আহলে কিতাবের মতই আচরণ করতে হবে। তবে তাদের থেকে টেক্স-কর গ্রহণ করতে হবে। আর তাদের নারীদেরকে বিবাহ করা ও তাদের জবাইকৃত পশু জায়েজ নয়। আর যারা মুশরেক তাদের জন্য না আল্লাহ, না তাঁর রসূল এবং না মুমিনদের নিকট কোন চুক্তি রয়েছে। তাদের প্রতি ইসলাম পেশ করতে হবে। চাই তারা ইসলাম কবুল করবে আর না হয় তাদেরকে হত্যা করতে হবে; কারণ ইসলাম শিরক ও পৌত্তলিকতাকে স্বীকার করে না। আর আহলে কিতাবকে তিনটি জিনিসের এখতিয়ার দিতে হবে: ইসলাম অথবা কর প্রদান কিংবা হত্যা।

◆ **জিযিয়ার পরিমাণ:**

রাষ্ট্রপতি বা তাঁর প্রতিনিধি তাদের অর্থনীতির অবস্থার ভিত্তিতে নির্ধারণ করবেন। বাচ্চা, মহিলা, দাস-দাসী, ফকির, পাগল, অন্ধ ও দরবেশদের প্রতি কোন জিযিয়া-কর ধার্য করা যাবে না।

◆ যিম্মীদের প্রতি যা করণীয় যেমন: কর বা ভূমিকর কিংবা দিয়াত (রক্তপণ) অথবা ঋণ ইত্যাদি প্রদান করা। এসবে যদি আমাদের শরিয়তে হারাম কিন্তু তাদের শরিয়তে হারাম না এমন জিনিসের মূল্য প্রদান করে যেমন: মদ ও শূকরের মাংস বিক্রিকৃত মূল্য, তাহলে তা তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করা জায়েজ রয়েছে।

◆ **যিম্মীদের আহকাম:**

যখন যিম্মিরা আমাদেরকে জিযিয়া-কর প্রদান করবে তখন তা গ্রহণ করা আমাদের প্রতি ওয়াজিব এবং তাদেরকে হত্যা করা হারাম। তাদের কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তার জিযিয়া রহিত হয়ে যাবে। আর জিযিয়া

গ্রহণের সময় তাদের জন্য আমরা শক্তির বহি:প্রকাশ করব এবং তাদের লাঞ্ছিত অবস্থায় তাদের হাত থেকে জিযিয়া নিব। তাদের রোগীদেরকে দেখতে যাওয়া, কেউ মারা গেলে শোক প্রকাশ করা এবং তাদের প্রতি এহসান করা এবং তাদের অন্তর বিজয় ও ইসলাম গ্রহণের আশায় করা জায়েজ।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾ ﴾ التوبة: ٢٩

"তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য দ্বীন, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে।" [সূরা তাওবা: ২৯]

২. আরো আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓاْ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ ﴾ الممتحنة: ٨

"দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের দেশ থেকে বহিস্কৃত করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালোবাসেন।" [সূরা মুমতাহিনা: ৮]

◆ **আহলে কিতাব (ইহুদি-খ্রীষ্টান)-এর যে ইসলাম গ্রহণ করবে তার ফজিলত:**

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :«ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ ».

متفق عليه.

আবু বুরদা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "তিনজন ব্যক্তির দ্বিগুণ সওয়াব: আহলে-কিতাবের ঐ ব্যক্তি যে তার নবীর প্রতি ঈমান এনেছে এবং মুহাম্মদ [ﷺ]-এর প্রতিও ঈমান এনেছে। আর ঐ দাস-দাসী যে আল্লাহর হক আদায় করে এবং তার মালিকেরও হক আদায় করে। আর ঐ ব্যক্তি যে তার দাসীকে সুন্দর আদব শিক্ষা দেয়। অত:পর তাকে আজাদ করে নিজেই বিবাহ করে নেয় তার জন্যে দ্বিগুণ সওয়াব।"[১]

◆ যিম্মীদের প্রতি ইসলামের বিধান দ্বারা ফয়সালা করার হুকুম:

রাষ্ট্রপতির প্রতি ওয়াজিব হলো যিম্মিদের জান, মাল ও ইজ্জত-আব্রুর ব্যাপারে ইসলামের বিধান দ্বারা ফয়সালা করবেন। আর যা তারা হারাম বিশ্বাস করে যেমন: জেনা তার সাজা তাদের প্রতি কায়েম করবেন। আর যে সমস্ত তারা হালাল আকিদা পোষণ করে যেমন: মদ ও শূকর এগুলোর ব্যাপারে সাজা কায়েম করা যাবে না। কিন্তু প্রকাশ্যে করতে নিষেধ করবেন।

◆ যিম্মীদেরকে মুসলমানদের হতে পার্থক্য রাখার বিধান:

মুসলমানদের থেকে যিম্মিদের জীবন ও মরণে ভিন্নতা জরুরি করতে হবে; যাতে করে তাদের ব্যাপারে মানুষ ধোঁকায় না পড়ে। নিম্নমানের পোশাক ও বাহন ব্যবহার করবে যাতে করে পার্থক্য প্রকাশ পায়। তাদের ইসলাম গ্রহণের আশা থাকলে মসজিদে প্রবেশ জায়েজ আছে তবে মসজিদে হারাম ছাড়া; কারণ সেখানে কোন মুশরেকের প্রবেশ নিষেধ।

◆ যিম্মীদের সাথে আচরণে নিয়ম:

কোন মজলিসের সামনে ভাগে যিম্মিদের বসতে দেওয়া, তাদের জন্য দাঁড়ানো এবং তাদেরকে সালাম দেওয়া জায়েজ নেই। তবে তারা

[১]. বুখারী হাঃ নং ৯৮ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৫৪

সালাম দিলে "ওয়া 'আলাইকুম" বলে উত্তর দেওয়া ওয়াজিব। তাদের ঈদ-খুশীতে তাদেরকে শুভেচ্ছা দেয়া না জায়েজ। আর তাদেরকে গীর্জা, মন্দির, উপসনালয় ইত্যাদি বানাতে নিষেধ করতে হবে। আরো বাধা দিতে হবে মদ, শূকর, বাদ্যযন্ত্র এবং তাদের কিতাবাদির প্রকাশ করতে। আর মুসলিমের চেয়ে তাদের ঘর-বাড়ি উঁচু করতে নিষেধ করতে হবে।

◆ **আগন্তুক ব্যক্তির জন্য দাঁড়ানোর বিধানঃ**

আগন্তুক মুসলিমকে সম্মান অথবা সাহায্যের জন্য দাঁড়িয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়া জায়েজ। আর কোন বসে থাকা ব্যক্তির জন্য দাঁড়ানো জায়েজ নয়। কিন্তু যদি তার প্রতিরক্ষা ও মুশরেকদেরকে ভীষণ ক্রুদ্ধ করার জন্য হয় তবে জায়েজ। যেমনঃ যখন কুরাইশরা হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় পত্রাদি পাঠাচ্ছিল তখন মুগীরা ইবনে শু'বা [ﷺ] রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর জন্য দাঁড়িয়েছিলেন।

◆ **যিম্মীদের চুক্তি কখন ভেঙ্গে যাবেঃ**

১. যিম্মির চুক্তি ভেঙ্গে যাবে এবং তাকে হত্যা করা বৈধ হবে যদি জিযিয়া দিতে অস্বীকার করে অথবা ইসলামের বিধান না মানে। কিংবা কোন মুসলিমকে হত্যা করে সীমালঙ্ঘন করে। অথবা জেনা করে বা রাহাজানি-ডাকাতি করে কিংবা মুসলমানদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরের কাজ করে। অথবা আল্লাহর নাম, কিংবা তাঁর রসূলের নাম, অথবা তাঁর কিতাব বা শরিয়তকে মন্দভাবে উল্লেখ করে।

২. পূর্বের যে কোন কারণে যিম্মির চুক্তি ভঙ্গ হয়ে গেলে সে যুদ্ধে লিপ্ত কাফের হয়ে যাবে। আর রাষ্ট্রপতির জন্য প্রয়োজন মোতাবেক এখতিয়ার রয়েছে তাকে হত্যা করা। অথবা দাস বানানো কিংবা কোন কিছুর বিনিময় ছাড়াই এহসান করা অথবা বিনিময় নেয়া।

◆ **নিরাপত্তার চুক্তিকরণঃ**

কাফেরকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিরাপত্তা দান করা জায়েজ; যাতে করে সে তার ব্যবসা সামগ্রী বেচতে পারে। অথবা আল্লাহর কথা শুনে ফিরে আসে ইত্যাদি। প্রতিটি মুসলিম, সাবালক, বিবেকবান, স্বেচ্ছায় এমন ব্যক্তির নিরাপত্তা দান বৈধ। যদি তার ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে। আর রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে সকল মুশরেকদের জন্য নিরাপত্তা দান সঠিক

বলে বিবেচিত হবে। অতএব, যখন অঙ্গিকার করা হয়ে যাবে তখন তাকে হত্যা করা, বন্দী করা ও কষ্ট দেয়া হারাম।
আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُۥ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾﴾ التوبة: ٦

"আর মুশরেকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দিবে, যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়, অত:পর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে। এটি এ জন্যে যে এরা জ্ঞান রাখে না।" [সূরা তাওবা:৬]

◆ আরব উপদ্বীপে কাফেরদের বসবাসের বিধান:

ইহুদি, খ্রীষ্টান ও সকল কাফেরদেকে আরব উপদ্বীপে বসবাসের জন্য স্বীকার করা জায়েজ নেয়। কিন্তু কাজের জন্য জরুরি অবস্থাতে তাদের অনিষ্ট হতে নিরাপদের শর্তে জায়েজ। যেমন: দূতাবাসের লোকজন, কর্মচারী ও ব্যবসায়ী ইত্যাদি।

◆ মসজিদে কাফেরের প্রবেশের বিধান:

১. কাফেরদের জন্য মক্কার হারাম এলাকায় প্রবেশ করা জায়েজ নেয়। এ মর্মে আল্লাহর বাণী:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا۟ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦٓ إِن شَآءَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾﴾ التوبة: ٢٨

"হে ঈমানদারগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র। সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল-হারামের নিকট না আসে। আর যদি তোমরা দারিদ্রের আশংকা কর, তবে আল্লাহ চাইলে নিজ করুণায় ভবিষ্যতে তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"
[সূরা তাওবা: ২৮]

২. সাধারণ মসজিদসমূহে কোন কাফেরের প্রবেশ করা জায়েজ নেয়, তবে কোন মুসলিমের অনুমতিক্রমে প্রয়োজনে বা উপকারার্থে জায়েজ।

◆ **বিনা অপরাধে কোন চুক্তিপ্রাপ্ত অমুসলিমকে হত্যা করার পাপঃ**

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا». أخرجه البخاري.

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [ﷺ] বলেছেন: "যে কোন চুক্তিপ্রাপ্ত অমুসলিমকে হত্যা করবে সে জান্নাতের সুগন্ধি পাবে না; যে জান্নাতের সুগন্ধি চল্লিশ বছর দূর হতে পাওয়া যাবে।"[১]

◆ **গীর্জা ও বিভিন্ন উপাসনালয় নির্মাণের বিধানঃ**

মসজিদসমূহ আল্লাহর ঘর। আর গীর্জা ও উপাসনালয়গুলো শিরক ও কুফরির ঘর। সমস্ত জমিন আল্লাহ তা'য়ালার। আর তিনিই মসজিদ বানানো এবং সেখানে তাঁর এবাদত করার নির্দেশ করেছেন। আর আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যদের যাতে এবাদত করা হয় তা হতে নিষেধ করেছেন।

অতএব, কুফরি ও শিরকের কোন উপাসনালয় নির্মাণ করা হারাম; কারণ এগুলোর নির্মাণের দ্বারা বাতিলকে স্বীকার করা, কুফরির নির্দশনকে প্রকাশ করা, পাপ ও সীমালঙ্ঘন কাজে সহযোগিতা করা এবং মানুষের সাথে প্রতারণা করার অন্তর্ভুক্ত।

﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢﴾ [المائدة/٢].

"সৎকর্ম ও আল্লাহভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যে সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।" [সূরা মায়েদা:২]

[১] .বুখারী হাঃ নং ৩১৬৬

﴿ وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٨٥ ﴾ [آل عمران/٨٥].

“আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন তালাশ করবে তা তার থেকে গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখেরাতে অকৃতকার্যদের অন্তর্ভুক্ত হবে।” [সূরা অলে ইমরান: ৮৫]

৫- যুদ্ধ বিরতির সন্ধি

◆ **যুদ্ধ বিরতির সন্ধিপত্র কি:** রাষ্ট্রপতি বা তাঁর প্রতিনিধি দুশমনদের সাথে প্রয়োজন মোতাবেক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যদিও দীর্ঘ সময় হোক যুদ্ধ বিরতির সন্ধিপত্র করবেন। ইহা করা জরুরি এবং উপকারার্থে করা বৈধ; কারণ এর ফলে কোন ওজরে যেমন: মুসলমানদের দুর্বলাতায় জিহাদ দেরী করা এমনকি মালের বিনিময়ে জায়েজ। বদলার মাধ্যমে এবং কোন বদলা ছাড়াও যুদ্ধ বিরতি চুক্তি করা জায়েজ।

◆ যুদ্ধ বিরতির চুক্তিপ্রাপ্তরা কোন মুসলিমের প্রতি অপরাধ করলে তাদের থেকে অপরাধ হিসাবে মাল ও কেসাস নিতে হবে এবং চাবুক মারতে হবে।

◆ **চুক্তি পূর্ণ করার বিধান:**

চুক্তি পূর্ণ করা ওয়াজিব এবং দুশমনদের পক্ষ থেকে ভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত ভঙ্গ করা জায়েজ নেয়। অথবা তারা আমাদের জন্য পূর্ণ না করে কিংবা তাদের থেকে খিয়ানতের ভয় হলে এমতাবস্থায় চুক্তি ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং আমাদের প্রতি তার উপর অটল থাকা জরুরি নয়। আর তাদের পক্ষ থেকে খিয়ানতের ভয় করলে আমরা তাদেরকে চুক্তি ভঙ্গের খবর জানিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাব।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿وَأَوۡفُواْ بِٱلۡعَهۡدِۖ إِنَّ ٱلۡعَهۡدَ كَانَ مَسۡـُٔولٗا ٣٤﴾ الإسراء: ٣٤

"তোমরা অঙ্গিকার পূরণ কর। নিশ্চয় অঙ্গিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।" [সূরা বনি ইসরাঈল:৩৪]

২. আরো আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوۡمٍ خِيَانَةٗ فَٱنۢبِذۡ إِلَيۡهِمۡ عَلَىٰ سَوَآءٍۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡخَآئِنِينَ ٥٨﴾ الأنفال: ٥٨

"তবে কোন সম্প্রদায়ের ধোঁকা দেয়ার ব্যাপারে যদি তোমাদের ভয় থাকে, তবে তাদের চুক্তি তাদের দিকেই ছুঁড়ে ফেলে দাও এমনভাবে

যেন হয়ে যাও তোমরা ও তারা সমান। নিশ্চয় আল্লাহ ধোঁকাবাজ, প্রতারককে পছন্দ করেন না।" [সূরা আনফাল: ৫৮]

◆ **যেসব অবস্থায় যুদ্ধ বিরতির সন্ধি করা ওয়াজিব:**

দুই অবস্থাতে যুদ্ধ বিরতির সন্ধি করা ওয়াজিব:

প্রথম অবস্থা: যখন শত্রুপক্ষ যুদ্ধ বিরতির সন্ধি চাইবে তখন তাদের ডাকে সাড়া দিতে হবে; কারণ এতে রয়েছে রক্তপাত বন্ধ এবং নিরাপত্তার প্রত্যাশা। যেমন নবী [ﷺ] মক্কার মুশরেকদের সাথে হুদাইবয়াতে দশ বছরের যুদ্ধ বিরতির সন্ধিতে করেছিলেন।

আল্লাহর বাণী:

﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلۡمِ فَٱجۡنَحۡ لَهَا وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ ٦١ وَإِن يُرِيدُوٓاْ أَن يَخۡدَعُوكَ فَإِنَّ حَسۡبَكَ ٱللَّهُۚ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَيَّدَكَ بِنَصۡرِهِۦ وَبِٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٦٢ ﴾ [الأنفال/٦١-٦٢].

"আর যদি তারা সন্ধি করতে আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহলে তুমিও সে দিকেই আগ্রহী হও এবং আল্লাহর উপর ভরসা কর। নি:সন্দেহে তিনি শ্রবণকারী, পরিজ্ঞাত। পক্ষান্তরে তারা যদি তোমাকে প্রাতারণা করতে চায়, তবে তোমর জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি তোমাকে শক্তি যুগিয়েছেন স্বীয় সাহায্যে ও মুমিনদের মাধ্যমে।" [সূরা আনফাল: ৬১-৬২]

দ্বিতীয় অবস্থা: সম্মানিত মাসসমূহে যুদ্ধ আরম্ভ না করা। তা হলো: যিলকদ, যিলহজ্ব , মুহররম ও রজব মাস। শত্রুদের সাথে এসব মাসে যুদ্ধ বিরতির চুক্তি করতে হবে। আর যদি তারা এসব মাসে যুদ্ধ করে তাহলে আমরাও আমাদের দ্বীন, জীবন ও ঘর-বাড়ি রক্ষার্থে যুদ্ধ করব।

আল্লাহর বাণী:

﴿ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثۡنَا عَشَرَ شَهۡرٗا فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ يَوۡمَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ مِنۡهَآ أَرۡبَعَةٌ حُرُمٞۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلۡقَيِّمُۚ فَلَا تَظۡلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمۡۚ وَقَٰتِلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ كَآفَّةٗ كَمَا يُقَٰتِلُونَكُمۡ كَآفَّةٗۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ ٣٦ ﴾ [التوبة/٣٦].

“নিশ্চয় আল্লাহর বিধান ও গণনায় মাস বারটি, আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টির দিন থেকে। তন্মধ্যে চারটি সম্মানিত। এটিই সুপ্রতিষ্ঠ বিধান; সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করো না। আর মুশরেকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর সমবেতভাবে, যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে। আর মনে রেখো, আল্লাহ মুত্তাকীনদের সাথে রয়েছেন।” [সূরা তাওবা: ৩৬]

৬- খেলাফত ও আমীরাত (সরকারী নেতৃত্ব)
খালিফার আহকাম

◆ খলিফা নিয়োগ করার বিধান:

মুসলমানদের খলিফা নিয়োগ করা ফরজ। আর ইহা ইসলামের মূল্যবান সম্পদ রক্ষা, মুসলমানদের অবস্থার পরিচালনা এবং দণ্ড-সাজা বাস্তবায়ন, অধিকারসমূহ আদায়, আল্লাহর বিধান দ্বারা ফয়সালা এবং সৎকাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ এবং আল্লাহর প্রতি দা'ওয়াত করার জন্য।

﴿يَـٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَـٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴿٢٦﴾﴾ [ص/٢٦].

"হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, এতএব, তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে ফয়সালা কর এবং খেয়াল–খুশীর অনুসরণ করো না। তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি, এ কারণে যে, তারা হিসাব দিবসকে ভুলে যায়।"
[সূরা স্ব–দ:২৬]

◆ দায়িত্বশীল কারা:

"উলুল আমর" তথা দায়িত্বশীল হলো: সরকারী আমীরগণ (মন্ত্রী ও শাসনকর্তারা) ও উলামাবৃন্দ। তাই উলামাবৃন্দ আল্লাহর শরিয়ত বয়ান করার ব্যাপারে আমাদের বিষয়াদির অভিভাবক। আর আমীরগণ হলেন আল্লাহর শরিয়ত বাস্তবায় ও আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান দ্বারা ফয়সালা করার ব্যাপারে আমাদের বিষয়াদির অভিভাবক। আর আমীরগণ উলামাবৃন্দ ছাড়া এবং উলামাবৃন্দ আমীরগণ ছাড়া কখনো দৃঢ় হতে পারবে না। আর আল্লাহর শরিয়ত জানার জন্য আমীরগণ উলামাবৃন্দের আশ্রয় নিবেন। আল্লাহর বান্দাদের প্রতি আল্লাহর শরিয়ত বাস্তবায়ন

করার ব্যাপারে আলেমগণ আমীরদেরকে ওয়াজ-নসিহত করবেন এবং আমীরদের প্রতি উলাবৃন্দের আনুগত্য করা জরুরি। আর আল্লাহর নাফরমানি না এমন কাজে আমাদের প্রতি উলামাবৃন্দ ও আমীরগণের আনুগত্য করা জরুরি।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩ ﴾ [النساء/٥٩].

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নিদের্শ মান্য কর রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা উলুল আমর তাদের। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ কর– যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ বিদসের উপর বিশ্বসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।" [সূরা নিসা:৫৯]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المـرْءِ المسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَـمْعَ وَلَـا طَاعَةَ». متفق عليه.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [ﷻ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [ﷺ] বলেছেন:"মুসলিম ব্যক্তির প্রতি যা সে পছন্দ করে আর যা পছন্দ করে না পাপের নির্দেশ না হলে তা শুনা ও আনুগত্য করা জরুরি। আর যখন কোন পাপের নির্দেশ করা হবে তখন সে বিষয়ে শুনা ও আনুগত্য করা জরুরি নয়।"[১]

◆ নিম্নের যে কোন একটি পন্থায় রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সুসাব্যস্ত হবে:

[১]. বুখারী হা: নং ৭১৪৪ ও মুসলিম হা: নং ১৮৩৯ শব্দ তারই

১. মুসলমানদের ঐক্যমতে এখতিয়ার করা। আর তাঁর নিয়োগ হবে পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী নেতৃবর্গ যেমন:ওলামাগণ, সৎব্যক্তিবর্গ ও বিশিষ্ট লোকজনের আনুগত্য স্বীকারের দ্বারা।
২. পূর্বের রাষ্ট্রপতির নিয়োগ দ্বারা তাঁর কর্তৃত্ব সাব্যস্ত হওয়া।
৩. পরহেজগারদের নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক মানুষের পরামর্শের ভিত্তিতে ছেড়ে দেওয়া। অত:পর তাঁরা যার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করবেন তিনি হবেন।
৪. মানুষের উপর জোরপূর্বক শক্তি দ্বারা কর্তৃত্ব নেয়া; যার ফলে মানুষ তার বশ্যতা স্বীকার করবে এবং তাকে রাষ্ট্রপতি বলে আহ্বান করবে। এ অবস্থায় আল্লাহর নাফরমানি নয় এমন কাজে জনগণের প্রতি তার আনুগত্য করা জরুরি।

◆ **ঈমান ও সৎ আমলের দ্বারা জমিনে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়:**

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسۡتَخۡلِفَنَّهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ كَمَا ٱسۡتَخۡلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمۡ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرۡتَضَىٰ لَهُمۡ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعۡدِ خَوۡفِهِمۡ أَمۡنٗاۚ يَعۡبُدُونَنِي لَا يُشۡرِكُونَ بِي شَيۡـٔٗاۚ وَمَن كَفَرَ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٥٥ ﴾ النور: ٥٥

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎআমল করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই জমিনে খেলাফত দান করবেন। যেমন তিনি খেলাফত দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। তারা একমাত্র আমার এবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরিক করবে না। এরপর যারা কুফরি করবে তারাই অবাধ্য।" [সূরা নূর: ৫৫]

◆ **খেলাফত কুরাইশদের মাঝে আর মানুষ তাদের অনুসারী:**

عَنْ مُعَاوِيَةَ ﷺ قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« إِنَّ هَـــذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ». أخرجه البخاري.

১. মুআবিয়া [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"নিশ্চয় এ বিষয় (খেলাফত) কুরাইশদের মাঝে যত দিন তারা দ্বীন কায়েম করবে। কেউ তাদের দুশমনি করলে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে জাহান্নামে তার মুখের উপর নিক্ষেপ করবেন।"[১]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لَا يَـــزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ اثْنَانِ ». متفق عليه.

২. ইবনে উমার [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [ﷺ] বলেন:"কুরাইশদের দু'জন বাকি থাকা পর্যন্ত এ বিষয় (খেলাফত) তাদের মাঝেই থাকবে।"[২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :« النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ، مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ ». متفق عليه.

৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"এ (খেলাফত) ব্যাপারে মুসলমানরা মুসলমান কুরাইশদের অনুসারী আর অমুসলিমরা অমুসলিম কুরাইশদের অনুসারী হবে।"[৩]

◆ সরকারী কোন পদ বা দায়িত্ব চাওয়া ও তার প্রতি লোভ করা নিষেধ:

[১]. বুখারী হাঃ নং ৭১৩৯

[২]. বুখারী হাঃ নং ৩৫০১ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৮২০

[৩]. বুখারী হাঃ নং ৩৪৯৫ ও মুসলিম হাঃ নং ১৬৫২

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« لاَ تَسْأَلْ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا ...». متفق عليه.

১. আব্দুল রহমান ইবনে সামুরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] আমাকে বলেন:"তুমি কোন পদ-দায়িত্ব চাইবে না; কারণ চাওয়ার পরে তোমাকে তা দেয়া হলে তার দিকেই তোমাকে সপর্দ করা হবে। আর যদি না চেয়েই তোমাকে তা দেয়া হয় তবে তার প্রতি তোমাকে সাহায্য করা হবে।---"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتْ الْفَاطِمَةُ ». أخرجه البخاري.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] কর্তৃক বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন তিনি [ﷺ] বলেছেন:"নিশ্চয় তোমরা পদ-দায়িত্বের প্রতি লোভ করবে। আর ইহা তোমাদের জন্য কিয়ামতের দিন আফসোস ও লজ্জার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। অতএব, স্তন্যদানকারিণী কতই না উত্তম (দুনিয়াই উপকার) আর দুধ ছাড়ানী মা কতই না জঘন্য।" (মৃত্যুর পর লজ্জা ও আফসোস) [২]

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ قَوْمِي، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: أَمِّرْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَهُ فَقَالَ: « إِنَّا لَا نُوَلِّي هَذَا مَنْ سَأَلَهُ وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ ».متفق عليه.

৩. আবু মূসা [ﷺ] কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি এবং আমার জাতির আরো দু'জন মানুষ নবী [ﷺ]-এর নিকটে প্রবেশ করলাম। দু'জনে একজন বলল: আমাদেরকে দায়িত্ব দান করুন হে আল্লাহর

---

[১]. বুখারী হাঃ ৭১৪৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৬৫২

[২]. বুখারী হাঃ নং ৭১৪৮

রসূল! দ্বিতীয় জনও অনুরূপ কথা বলল। নবী [ﷺ] বললেন: “যারা পদ-দায়িত্ব চায় এবং পাওয়ার লোভ করে আমি তাকে দায়িত্ব অর্পণ করি না।”[১]

◆ **দায়িত্ব ও পদ থেকে বিরত থাকা, বিশেষ করে পদের হক আদায় করতে দুর্বলের জন্য:**

عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ! إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةُ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا». أخرجه مسلم.

আবু যার গেফারী [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি বললাম হে আল্লাহর রসূল আমাকে দায়িত্ব দিবেন না? তিনি [ﷺ] বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] আমার কাঁধে তাঁর হাত মেরে বললেন:“হে আবুযার! তুমি দুর্বল। আর দায়িত্ব একটি আমানত এবং তা কিয়ামতের দিন হবে অপদস্ত ও লজ্জার কারণ। কিন্তু যে তার যথাযথ হক সহকারে গ্রহণ করবে এবং তার প্রতি দায়িত্বের যা তা আদায় করবে সে ছাড়া।”[২]

◆ **ন্যায়পরায়ণ বাদশাহর ফজিলত ও জালেম বাদশাহর শাস্তি:**

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ وَأَقْسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ الحجرات: ٩

“আর তোমরা ইনসাফ কর। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালোবাসেন।” [সূরা হুজুরাত:৯]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ الله .....». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [ﷺ] বলেন:“সাত শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না সেদিন ছায়াস্ত করবেন।

[১]. বুখারী হাঃ নং ৭১৪৯ শব্দ তারই ও মুসলিম ইমারত পর্বে হাঃ নং ১৭৩৩

[২]. মুসলিম হাঃ নং ১৮২৫

ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ও আল্লাহর এবাদতে লালিত-পালিত যুবক-------- ।"[১]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا ». أخرجه مسلم.

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:" নিশ্চয় ইনসাফকারীগণ আল্লাহ তা'য়ালার কাছে দয়াময়ের ডান হাতের পার্শ্বে আলোর মিনারায় থাকবে। আর তাঁর দু'টি হাতই ডান। যারা তাদের বিচার ফয়সালায়, পরিবারে ও যার দায়িত্ব অর্পিত হয় তাতে ইনসাফ করে।" [২]

عَنْ مَعْقِلِ بْنَ يَسَارٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :«مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ».متفق عليه.

৪. মা'কেল ইবনে ইয়াসার [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"যে বান্দাকে আল্লাহ কোন জনগণের দায়িত্বভার অর্পণ করেন। অত:পর সে তার জনগণের সাথে প্রতারণা করত: মারা যায় আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন।"[৩]

◆ খেলাফত ও ইমামতী পুরুষদের জন্য নারীদের জন্য নয়:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ ..لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ

[১]. বুখারী হাঃ নং ১৪২৩ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১০৩১
[২]. মুসলিম হাঃ নং ১৮২৭
[৩]. বুখারী হাঃ নং ৭১৫০ ও মুসলিম হাঃ নং ১৪২ শব্দ তারই

فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ:« لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْــرَأَةً ». أخرجه البخاري.

আবু বাকরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: উষ্ট্রীর যুদ্ধের সময় এ কথাগুলো দ্বারা আল্লাহ আমাকে উপকৃত করেন। যখন নবী [ﷺ]-এর নিকট এ কথা পৌঁছল যে, পারসিকরা পারাস্য-সম্রাট কেসরার মেয়েকে রাণী বানিয়েছে তখন তিনি [ﷺ] বলেন:"ঐ জাতি কখনো কল্যাণকামী হতে পারে না যারা তাদের দায়িত্বশীল বানায় কোন নারীকে।"[১]

◆ **খলিফার দায়িত্ব-কর্তব্য:**

১. আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবী [ﷺ]কে বলেন:

﴿ وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنۢ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعۡضِ ذُنُوبِهِمۡۗ وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ ﴿٤٩﴾ ﴾ المائدة: ٤٩

"আর আমি আদেশ করেছি যে, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করুন; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন- যেন তারা আপনাকে এমন কোন নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা আল্লাহ আপনার প্রতি নাজিল করেছেন। অনন্তর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে নিন, আল্লাহ তাদেরকে তাদের গোনাহর কিছু শাস্তি দিতেই চেয়েছেন। মানুষের মধ্যে অনেকেই নাফরমান।"
[সূরা মায়েদা: ৪৯]

২. আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবী দাউদ [ﷺ]কে বলেন:

﴿ يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدُۢ بِمَا نَسُواْ يَوۡمَ ٱلۡحِسَابِ ﴿٢٦﴾ ﴾ ص: ٢٦

[১].বুখারী হাঃ নং ৭০৯৯

“হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব, তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে ফয়সালা কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি, এ কারণে যে, তারা হিসাব দিবসকে ভুলে যায়।”
[সূরা স্ব–দ:২৬]

◆ **মানুষ রাষ্ট্রপতির সাথে কিভাবে বয়াত করবে:**

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﷺ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ –وفي رواية بعد –أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ قَالَ:« إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ ».متفق عليه.

১. উবাদা ইবনে ছামেত [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: সহজ ও কঠিন এবং পছন্দে ও অপছন্দে আর আমাদের উপর কাউকে অগ্রাধিকার দেয়ার সময় সর্ব অবস্থায় নির্দেশ শ্রবণ ও আনুগত্য করার জন্য আমরা রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সাথে বয়াত করি। এ ছাড়া যে সকল জিনিসের উপর বয়াত করি তা হলো: যোগ্যদের থেকে যেন দায়িত্ব ছিনিয়ে না নেই এবং সর্ব অবস্থাতেই আমরা যেন সত্য বলি। আর আল্লাহর ব্যাপারে যেন কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় না করি। (অন্য বর্ণনায় “যোগ্যদের থেকে যেন দায়িত্ব ছিনিয়ে না নেই” এর পরে আছে। তিনি [ﷺ] বলেন:“কিন্তু যদি সুস্পষ্ট কুফরি দেখ, যার ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট দলিল আছে।”[১] (তবে সম্ভব পর হলে ছিনিয়ে নিতে হবে)

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৭০৫৬ ও মুসলিম ইমারত পর্বে হাঃ নং ১৭০৯ শব্দ তারই

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَلَقَّنَنِي فِيمَا اسْتَطَعْتُ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ .متفق عليه.

২. জারির ইবনে আব্দুল্লাহ [ﷺ] কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন: নবী [ﷺ]-এর কাছে বয়াত করি শ্রবণ ও আনুগত্য করার প্রতি। তিনি [ﷺ] আমাকে তালকীন তথা জানিয়ে দিলেন যে যতটুকু সম্ভবপর। আর প্রতিটি মুসলমানের জন্য কল্যাণ কামনা করা।"[১]

◆ **মুসলমানদের ঐক্যের মাঝে যে ফাটল সৃষ্টি করে তার বিধান:**

عَنْ عَرْفَجَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ». أخرجه مسلم.

আরফাজা [ﷺ] কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"তোমরা সকলে একজন রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে থাকা অবস্থায় যদি কেউ এসে তোমাদের শক্তিকে খর্ব করতে অথবা জামাতের মাঝে ফাটল সৃষ্টি করতে চায়, তাকে তোমরা হত্যা কর।"[২]

◆ **যখন এক সাথে দু'জন খলিফার বয়াত করা হয় তার বিধান:**

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا ». أخرجه مسلم.

আবুসাঈদ খুদরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"যখন দু'জন খলিফার বয়াত করা হয় তখন তাদের মধ্যে দ্বিতীয় জনকে হত্যা কর।"[৩]

◆ **সর্বোত্তম ও সর্বনিকৃষ্ট শাসক:**

---

[১] . বুখারী হাঃ নং ৭২০৪ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৫৬
[২] . মুসলিম হাঃ নং ১৮৫২
[৩] . মুসলিম হাঃ নং ১৮৫৩

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« خِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ:« لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ ». أخرجه مسلم.

আওফ ইবনে মালেক [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন: তিনি [ﷺ] বলেন:"তোমাদের সর্বোত্তম শাসকগণ হলো: যাদেরকে তোমরা ভালোবাস এবং তাঁরাও তোমাদেরকে ভালোবাসে এবং তারা তোমাদের জন্য দোয়া করেন আর তোমরাও তাদের জন্য দোয়া কর। আর তোমাদের সর্ব নিকৃষ্ট শাসকরা হলো যাদেরকে তোমরা ঘৃণা কর এবং তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে ও তোমরা যাদের প্রতি অভিশাপ কর এবং তারাও তোমাদের প্রতি অভিশাপ করে।" বলা হলো: হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি তাদেরকে তরবারি দ্বারা প্রত্যাখ্যান করব না? তিনি [ﷺ] বললেন:" না, যতক্ষণ তারা তোমাদের মাঝে সালাত প্রতিষ্ঠা করবে। আর যখন তোমরা তোমাদের শাসকগোষ্ঠি হতে অপছন্দনীয় কিছু দেখবে, তখন তাদের অপকর্মগুলোকে ঘৃণা করবে এবং আনুগত্যের হাত ছিনিয়ে নিবে না।"[১]

◆ **রাষ্ট্রপতির ঘনিষ্ঠ সঙ্গী-সাথী ও তাঁর উপদেষ্টা-মন্ত্রী পরিষদ:**

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ فَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ تَعَالَى ».

أخرجه البخاري.

আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] কর্তৃক বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন: তিনি [ﷺ] বলেছেন:"আল্লাহ যে কোন নবী প্রেরণ করেছেন এবং যে

[১]. মুসলিম হাঃ নং ১৮৫৫

কোন খলিফা নিয়োগ দিয়েছেন তাঁর দু'ধরণের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী-সাথী রয়েছে। প্রথম প্রকার সঙ্গী-সাথী (মন্ত্রী পরিষদ) যারা তাকে সৎকর্মের আদেশ এবং তার প্রতি উৎসাহিত করে। আর দ্বিতীয় প্রকার ঘনিষ্ঠ সঙ্গী-সাথী (মন্ত্রী পরিষদ) যারা তাকে অনিষ্টকর কর্মের আদেশ করে এবং তার প্রতি উৎসাহিত করে। সুতরাং, নিস্পাপ ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'য়ালা হেফাজত করেন।"[১]

[১]. বুখারী হাঃ নং ৭১৯৮

খলিফার দায়িত্ব-কর্তব্যসমূহ

১. দ্বীন কায়েম করা:

আর ইহা দ্বীনের হেফাজত, তার দিকে দাওয়াত, তার প্রতি ছুঁড়েমারা সকল সংশয় ও সন্দেহের খণ্ডন, তার বিধান ও সাজাসমূহ আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তা দ্বারা মানুষের মাঝে বাস্তবায়ন এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। আর এ সকল কাজের দ্বারাই দ্বীন কায়েম হয়।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ﴿٥٨﴾ ﴾ النساء: ٥٨

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও। আর যখন মানুষের কোন বিচার-মীমাংসা করতে আরম্ভ কর, তখন মীমাংসা কর ন্যায়ভিত্তিক। আল্লাহ তোমাদিগকে সদুপদেশ দান করেন। নিশ্চয় আল্লাহ শ্রবণকারী, দর্শনকারী।" [সূরা নিসা:৫৮]

২. পদ ও দায়িত্বসমূহের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গকে নির্বাচন করা:

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ ﴿٢٦﴾ ﴾ القصص: ٢٦

"নিশ্চয় অপনার চাকর হিসাবে সে-ই উত্তম হবে, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত।" [সূরা কাসাস:২৬]

৩. তাঁর কর্মচারীদের মুহাসাবা তথা হিসাব-নিকাশ নেওয়া:

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْأُتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي قَالَ:« فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا

؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ، ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ: « اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ» ثَلَاثًا. متفق عليه.

আবু হুমাইদ আস-সাঈদী [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী [ﷺ] আজদ গোত্রের একজন মানুষকে (যাকে বলা হত ইবনুল-উতবিয়্যাহ) জাকাত আদায়ের কাজে নিয়োগ দেন। লোকটি যখন জাকাত আদায় করে আগমন করল তখন বলল: ইহা তোমাদের জন্য আর ইহা আমার জন্য হাদিয়া। রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন: "সে কেন তার বাবা বা মার বাড়ীতে বসে থেকে প্রতিক্ষা করে নাই যে, কে তাকে হাদিয়া দিচ্ছে আর কে দিচ্ছে না? যার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম! যে কেউ এর মধ্য হতে কিছু নিবে সে তা রোজ কিয়ামতে তার কাঁধে করে বহণ করে হাজির হবে। যদি উট হয় তবে তার আওয়াজ হবে এবং গাভী হলে তার হাম্বাবর শব্দ করবে ও ছাগল হলে ভ্যা-ভ্যা করবে।" অত:পর তিনি [ﷺ] তাঁর মোবারক হাত এমন ভাবে উত্তোলন করলেন যে, আমরা তাঁর বগলদ্বয়ের লোম দেখতে পাই। তিনি বলেন: "হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি। এভাবে তিনি তিনবার বলেন।"[১]

৪. জনগণের অবস্থার খোঁজ-খবর নেওয়া এবং তাদের বিষয়াদি সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করা:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:« أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ .....». متفق عليه.

ইবনে উমার [ﷺ] কর্তৃক বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন: তিনি [ﷺ] বলেছেন:"সাবধান! তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই

[১]. বুখারী হাঃ নং ২৫৯৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৮৩২

তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। রাষ্ট্রপতি মানুষের প্রতি দায়িত্বশীল তিনি তার দায়িত্ব বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে---।"[১]

৫. জনগণের প্রতি সহানুভূতিশীল ও তাদের জন্য কল্যাণ কামনা এবং দোষ-ত্রুটি তালাশ না করা:

عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« الدِّينُ النَّصِيحَةُ » قُلْنَا :لِمَنْ ؟ قَالَ:« لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ ». أخرجه مسلم.

১. তামীম আদ-দারী [ﷺ] থেকে বর্ণিত নবী [ﷺ] বলেন:" দ্বীন হলো অন্যের জন্য কল্যাণ কামনা ও সৎপরামর্শ দেওয়া। আমরা বললাম: কার জন্যে? তিনি [ﷺ] বললেন: "আল্লাহর জন্যে, তাঁর কিতাবের জন্যে, তাঁর রসূলের জন্যে, মুসলমানদের আয়িম্মা তথা রাষ্ট্রপতি ও তার প্রতিনিধি এবং ওলামাদের জন্যে এবং সাধারণ মুসলমানদের জন্যে।" [২]

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمْ الْجَنَّةَ ». أخرجه مسلم.

২. মা'কেল ইবনে ইয়াসার [ﷺ] কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:" যে কোন রাষ্ট প্রধান মুসলমানদের দায়িত্বভার গ্রহণ করবে। অত:পর তাদের জন্য প্রচেষ্টা ও কল্যাণ কামনা করবে না সে তাদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[৩]

৬. বিভিন্ন বিষয়ে শুরাসদস্যদের সাথে পরামর্শ করা:

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩﴾ [آل عمران/١٥٩].

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৮৯৩ ও মুসলিম হাঃ নং ১৮২৯ শব্দ তারই
[২]. মুসলিম হাঃ নং ৫৫
[৩]. মুসলিম হাঃ নং ১৪২

“এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অত:পর যখন কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ ভরসাকারীদের ভালবাসেন।” [সূরা আল-ইমরান:১৫৯]

৭. জাতির আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা:

﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١٢٨﴾ [التوبة/١٢٨].

“তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল। তোমাদের দু:খ–কষ্ট তার পক্ষে দু:সহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়।” [সূরা তাওবা:১২৮]

৮. জনগণের জন্য উত্তম আদর্শ-নমুনা হওয়া:

১. আল্লাহর বাণী:

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ٤﴾ [القلم/٤].

“নিশ্চয় আপনি সুমহান চরিত্রের অধিকারী।” [সূরা কালাম:৪]

২. আল্লাহ তা‘য়ালার বাণী:

﴿وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ٧٤﴾ الفرقان: ٧٤

“আর আমাদেরকে পরহেজগারদের জন্য ইমাম (অনুসরণীয় ব্যক্তি) বানিয়ে দাও।” [সূরা ফুরকান: ৭৪]

৩. আরো আল্লাহ তা‘য়ালার বাণী:

﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۟ ۖ وَكَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا يُوقِنُونَ ٢٤﴾ السجدة: ٢٤

“তারা সবর করত বিধায় আমি তাদের মধ্য থেকে আয়িম্মা (অনুসরণীয় ব্যক্তিবর্গ) মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার আদেশে পথ প্রদর্শন করত। তারা আমার আয়াতসমূহে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল।”
[সূরা সেজদা: ২৪]

জাতির প্রতি ওয়াজিবসমূহ

খলিফার জন্য মুসলমানদের প্রতি ওয়াজিব হলো:

১. আল্লাহর নাফরমানি না এমন কাজে তাঁর আনুগত্য করা:

(ক) আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩ ﴾ النساء: ٥٩

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা উলুল আমর (রাষ্ট্রপতি ও তার প্রতিনিধি এবং ওলামাগণ) তাদের। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রসূল (কিতাব ও সহীহ হাদীস)-এর প্রতি প্রত্যাপণ কর-যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।" [সূরা নিসা:৫৯]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:« عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ؛ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ ». متفق عليه.

(খ) ইবনে উমার [ﷻ] থেকে বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [ﷺ] বলেন:"পছন্দে-অপছন্দে মুসলিম ব্যক্তির প্রতি (খলিফার নির্দেশ) শুনা ও আনুগত্য করা ওয়াজিব। কিন্তু যদি কোন নাফরমানির নির্দেশ করে তবে তা শুনা ও মানা চলবে না।"[১]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৭১৪৪ ও মুসলিম হাঃ নং ১৮৩৯ শব্দ তারই

২. নসিহত করা ও সৎ পরামর্শ দেওয়া:

عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« الدِّينُ النَّصِيحَةُ » قُلْنَا :لِمَنْ ؟ قَالَ:« لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ ».

أخرجه مسلم.

তামীম আদ-দারী [ﷺ] থেকে বর্ণিত নবী [ﷺ] বলেন:" দ্বীন হলো অন্যের জন্য কল্যাণ কামনা ও সৎপরামর্শ দেওয়া। আমরা বললাম: কার জন্যে? তিনি [ﷺ] বললেন: "আল্লাহর জন্যে, তাঁর কিতাবের জন্যে, তাঁর রসূলের জন্যে, মুসলমানদের আয়িম্মা তথা রাষ্ট্রপতি ও তার প্রতিনিধি এবং ওলামাদের জন্যে এবং সাধারণ মুসলমানদের জন্যে।" [১]

৩. ন্যায় ও সত্য বিষয়াদিতে তাঁর সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা করা:

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾﴾ المائدة: ٢

"সৎকর্ম ও আল্লাহভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা কঠোর শাস্তিদাতা।" [সূরা মায়েদা: ২]

৪. শাসকগোষ্ঠি ও অন্যান্যদের সাথে ধোঁকাবাজি ও খেয়ানত না করা:

১. আল্লাহর বাণী:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَخُونُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓا۟ أَمَٰنَٰتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾﴾

[الأنفال/٢٧-٢٨]

"হে ঈমানদারগণ! খেয়ানত করো না আল্লাহর সাথে ও রসূলের সাথে এবং খেয়ানত করো না নিজেদের পারস্পরিক আমানতে জেনে–শুনে। আর জেন রাখ, তোমাদের ধন–সম্পদ ও সন্তান–সন্ততি অকল্যাণের

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৫৫

সম্মুখীনকারী। বস্তুত: আল্লাহর নিকট রয়েছে মহা সওয়াব।”
[সূরা আনফাল:২৭-২৮]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: « مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا ». أخرجه مسلم.

২. আবু হুরাইরা [রাঃ] থেকে বর্ণিত নবী [ﷺ] বলেন:“যে আমাদের প্রতি অস্ত্র ধারণ করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।”[১]

৫. দায়িত্বশীলদের পক্ষ থেকে জুলুম স্বীকার ও অন্যদের অগ্রাধিকা দেখলে ধৈর্যধারণ করা:

عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ خَلَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا ؟ فَقَالَ :« إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ ».متفق عليه.

১. উসাইদ ইবনে হুযাইর [রাঃ] থেকে বর্ণিত। একজন আনসারী ব্যক্তি রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সাথে একাকী মিলে বলল: অমুককে যেমন কর্মচারী নিয়োগ দিয়েছেন আমাকেও সেরূপ কর্মচারী নিয়োগ দিবেন না? তখন তিনি [ﷺ] বলেন:“যখন তোমরা আমার পরে স্বার্থপরতা ও অগ্রাধিকার দেওয়া দেখবে তখন আমার সাথে হাউজে কাওসারে সাক্ষাৎ করা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করবে।”[২]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنْ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ».متفق عليه.

২. ইবনে আব্বাস [রাঃ] থেকে বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [ﷺ] বলেন: “যে তার রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে কিছু ঘৃণা করবে সে

[১]. মুসলিম হা: নং ১৪৩
[২] . বুখারী হাঃ নং ৩৭৯২ ও মুসলিম হাঃ নং ১৮৪৫ শব্দ তারই

যেন ধৈর্যধারণ করে; কারণ যে তার বাদশাহর আনুগত্য থেকে এক বিঘত খারিজ হয়ে মারা যায় তার মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু হয়।”[১]

৬. শাসনকর্তাদের আনুগত্য করা যদিও তাঁরা অধিকার হতে বঞ্চিত করেন:

سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ:« اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ ». أخرجه مسلم.

সালামা ইবদে ইয়াযিদ আল-জু‘ফী [ﷺ] রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে জিজ্ঞাসা করে বলেন: হে আল্লাহর নবী! যদি আমাদের প্রতি এমন শাসনকর্তাগণ নিয়োগ হয় যারা আমাদের প্রতি তাদের অধিকারসমূহ চায় আর আমাদের অধিকারসমূহ নিষেধ করে। এমতাবস্থায় আমাদেরকে কি আদেশ করেন? রসূলুল্লাহ [ﷺ] তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। অত:পর আবার জিজ্ঞাসা করলে তিনি [ﷺ] আবার মুখ ফিরিয়ে নিলেন। অত:পর দ্বিতীয়বার বা তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করলে সালামাকে আশআস ইবনে কাইস [ﷺ] টেনে নিলেন। তখন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন:“ তাদের কথা শুনবে এবং আনুগত্য করবে; কারণ তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে তারা দায়ী এবং তোমাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে তোমরা দায়ী।”[২]

৭. সর্বাবস্থায়, বিশেষ করে ফেৎনা প্রকাশের সময় মুসলমানদের জামাতবদ্ধ ও রাষ্ট্রপতির সাথে থাকা ওয়াজিব:

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنْ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ

[১]. বুখারী হাঃ নং ৭০৫৩ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৮৪৯

[২]. মুসলিম হা নং ১৮৪৬

إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ ؟ قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ ؟

قَالَ نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنٌ قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ قَالَ قَوْمٌ يَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ فَقُلْتُ هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ ؟

قَالَ نَعَمْ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا قَالَ نَعَمْ قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَرَى إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ ؟

قَالَ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ فَقُلْتُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ ؟

قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ». متفق عليه.

১. হুজাইফা ইবনে ইয়ামান [ﷻ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: মানুষ রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত আর আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করতাম অকল্যাণ সম্পর্কে। এ ভয়ে যে, অকল্যাণ আমাকে পেয়ে বসবে। আমি বললাম হে আল্লাহর রসূল! আমরা জাহেলিয়াত ও অনিষ্টের মাঝে ছিলাম। অত:পর আল্লাহ আমাদের জন্যে এ কল্যাণ এনেছেন। আচ্ছা এ কল্যাণের পর আবার কি অনিষ্ট রয়েছে? তিনি [ﷺ] বললেন: হ্যাঁ, আমি আবার বললাম: আচ্ছা এ অনিষ্টের পর আবার কি কল্যাণ রয়েছে? তিনি [ﷺ] বললেন: "হাঁ, তবে এর মাঝে ধোঁয়া আছে।" আমি বললাম: ধোঁয়া আবার কি? তিনি [ﷺ] বললেন: "এমন এক জাতি আসবে যারা আমার সুন্নত ছেড়ে অন্য সুন্নত পালন করবে এবং আমার হেদায়েত বাদ দিয়ে অন্য হেদায়েত গ্রহণ করবে। তাদের হতে ভাল-মন্দ সবই পাবে।" আমি আবার বললাম: আচ্ছা এ ধোঁয়া মিশ্রিত কল্যাণের পরে আবারো কি অকল্যাণ আছে? তিনি [ﷺ] বললেন: "হাঁ, জাহান্নামের দরজার দাঈরা তথা আহ্বানকারীরা। যারা তাদের ডাকে সাড়া দেবে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।" আমি বললাম: হে আল্লাহর রসূল! আমাদের জন্য তাদের গুণাগুণ বর্ণনা করুন। তিনি [ﷺ]

বললেন: "হ্যাঁ, তারা আমাদের মধ্যের এক জাতি যারা আমাদের ভাষায় কথা বলবে।" আমি বললাম: হে আল্লাহর রসূল যদি সে সময় আমাকে পেয়ে বসে তবে কি করব? তিনি [ﷺ] বললেন:"তখন তুমি মুসলমানদের জামাত ও রাষ্ট্রপতিকে অপরিহার্য করে নিবে।" আমি বললাম: যদি মুসলমানদের সম্মিলত কোন জামাত ও রাষ্ট্রপতি না থাকে তবে কি করব? তিনি [ﷺ] বললেন: "তাহলে সমস্ত দল ছেড়ে দিয়ে একাকী থাকবে, যদিও গাছের শিকড় কামড়িয়ে ধরে হয় না কেন। আর মৃত্যু পর্যন্ত এ অবস্থায় থাকবে।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:« مَنْ خَرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ ». أخرجه مسلم.

২. আবু হুরাইরা [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন: তিনি [ﷺ] বলেন: "যে ব্যক্তি আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাবে এবং মুসলমানদের জামাত ত্যাগ করবে। অত:পর মৃত্যুবরণ করবে তার মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু হবে। আর যে লক্ষহীন রাষ্ট্রপতি ছাড়া গোমরাহী ঝাণ্ডার নিচে যুদ্ধ করে এবং নিজের দলের জন্য রাগ করে অথবা দলের দিকে আহ্বান করে কিংবা দলের জন্যই সাহায্য করে এমতাবস্থায় সে নিহত হলে তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মুত্যু। আর যে আমার উম্মতের উপর বিদ্রোহ করে এবং তার সৎ-অসৎ সকলকে হত্যা করে ও তার মুমিনদের হতে বিরত থাকে না। আর অঙ্গিকার করত: ব্যক্তির অঙ্গিকার পূরণ করে না, সে আমার সুন্নত বহির্ভূত আর আমিও তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।"[২]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৩৬০৬ ও মুসলিম হাঃ নং ১৮৪৭ শব্দ তারই

[২]. মুসলিম হাঃ নং ১৮৪৮

عَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ».متفق عليه.

৩. ইবনে আব্বাস [ﷻ] থেকে বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] হতে বর্ণনা করেন: তিনি [ﷺ] বলেন: "যে তার]দেশে প্রধানের কিছু অপছন্দ জিনিস দেখবে সে যেন ধৈর্যধারণ করে; কারণ যে (মুসলমানদের) জামাত এক বিঘত ত্যাগ করত: মারা যাবে তার মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু হবে।"[১]

৮. রাষ্ট্রপতি ও তাঁর প্রতিনিধিদের শরিয়ত বিরোধী কাজের হিকমত সহকারে প্রতিবাদ করা ওয়াজিব এবং যতক্ষণ তাঁরা সালাত আদায় করবেন ততক্ষণ তাঁদের বিরোধিতা না করা:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّـهُ قَـالَ:« إِنَّـهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَـدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نُقَاتِلُهُمْ ؟ قَالَ لَا مَا صَلَّوْا ». أخرجه مسلم.

উম্মে সালামা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [ﷺ] বলেন:" তোমাদের উপর এমন আমীর নিয়োগ করা হবে যাদের কিছু কর্ম তোমরা সৎ জানবে আর কিছু কর্ম অসৎ জানবে। অতএব, যে ঘৃণা করবে সে বেঁচে যাবে। আর যে প্রতিবাদ করবে সে নিরাপদে থাকবে। কিন্তু যে তাতে সন্তুষ্ট থাকবে এবং অনুসরণ করবে সে ধ্বংস হবে! তাঁরা বললেন: হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি তাদেরকে হত্যা করব না? তিনি [ﷺ] বললেন:" না, যতক্ষণ তারা সালাত কায়েম করবে।"[২]

[১] . বুখারী হাঃ নং ৭০৫৪ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৮৪৯
[২] . মুসলিম হাঃ নং ১৮৫৪

দশম পর্ব

আল্লাহর দিকে দা‘ওয়াত-আহ্বান

এতে রয়েছেঃ

১. ইসলাম ধর্মের পরিপূর্ণতা।
২. মানব সৃষ্টির হিকমাত-রহস্য।
৩. ইসলাম ধর্মের ব্যাপকতা।
৪. আল্লাহর দ্বীনের দিকে দা‘ওয়াত-আহ্বান।
৫. আল্লাহর দিকে দা‘ওয়াতের অপরিহার্যতা।
৬. নবী ও রসূলগণের দাওয়াত নীতিমালা।

قال الله تعالى:

﴿ قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى ۖ وَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٨﴾ ﴾ [يوسف/١٠٨]

আল্লাহর বাণীঃ

“বলে দিন: এই আমার পথ। আমি আল্লাহর দিকে বুঝে সুঝে দা‘ওয়াত দেয়–আমি এবং আমার আনুসারীগণ। আল্লাহ পবিত্র। আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।” [সূরা ইউসুফ:১০৮]

১- পরিপূর্ণ দ্বীন ইসলাম

◆ সৃষ্টিগত রীতির ফিকাহ:

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা মানব জাতিকে সম্মানিত করেছেন এবং এ ইসলামের মাধ্যমেই দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ সাধিত হয়। আল্লাহ তা'য়ালা এ বিশ্ব-জগত সৃষ্টি করেছেন এবং প্রতিটি সৃষ্টিজীবের বিচরণের জন্য পথও নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সে পথে চলার মাধ্যমেই আল্লাহ তা'য়ালার সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হয়। আর প্রতিটি সৃষ্টির চলার পথ কেবল মাত্র একক আল্লাহ তা'য়ালাই পরিবর্তন করতে পারেন অন্য কেউ নয়।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلُۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبۡدِيلٗا ﴿٢٣﴾ ﴾ الفتح: ٢٣

"এটাই আল্লাহ তা'য়ালার রীতি, যা পূর্ব থেকে চালু আছে, আর তুমি আল্লাহ তা'য়ালার রীতিতে কখনও কোন পরিবর্তন পাবে না।"
[সূরা আল-ফাতহ-২৩]

সুতরাং চন্দ্র, সূর্য, রাত, দিন, উদ্ভিদ, প্রাণি, পানি, বাতাস, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র, নক্ষত্র ইত্যাদি সবকিছুরই নির্ধারিত চলার পথ রয়েছে। আর সকল কিছুই আপন পথে চলছে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ لَا ٱلشَّمۡسُ يَنۢبَغِي لَهَآ أَن تُدۡرِكَ ٱلۡقَمَرَ وَلَا ٱلَّيۡلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِۚ وَكُلّٞ فِي فَلَكٖ يَسۡبَحُونَ ﴿٤٠﴾ ﴾ يس: ٤٠

"সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া, এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা, বরং প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে বিচরণ করে চলেছে।" [সূরা ইয়াসীন: ৪০]

◆ শরিয়তগত রীতির সূক্ষ্ম বুঝ:

মানুষও আল্লাহর সৃষ্টি জীব, তারাও তাদের সর্বাবস্থায় এক নির্দিষ্ট পথে চলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে যাতে তারা দুনিয়া ও আখেরাতে

সফলকাম হয়। আর এ পথের নামই হল- দ্বীন ইসলাম। যার মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে সম্মানিত করেছেন এবং তাদের জন্য এ পথকে মনোনিত করেছেন এবং তাদের হতে ইহা ছাড়া অন্য কোন পথকে গ্রহণ করেন না। এ পথকে আঁকড়িয়ে ধরা ও বর্জনের মাধ্যমেই রয়েছে তাদের সফলতা এবং বিফলতা, অবশ্য তারা এ (দ্বীনের) পথ বর্জন ও গ্রহণের ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীন।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْۚ ﴿٢٩﴾ ﴾ الكهف: ٢٩

"বলে দিন সত্য তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ হতে আগত। অতএব, যার ইচ্ছা বিশ্বাস স্থাপন করুক, আর যার ইচ্ছা অমান্য করুক।"
[সূরা কাহাফ: ২৯]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًاۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَآ أُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٣٩﴾ ﴾ البقرة: ٣٨ - ٣٩

"আমি নির্দেশ দিলাম তোমরা সবাই নিচে নেমে যাও, অত:পর যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোন হেদায়াত পৌঁছে, তবে যে ব্যক্তি আমার সে হেদায়াত অনুসারে চলবে, তার উপর না কোন ভয় আসবে, না তারা চিন্তাগ্রস্ত ও সন্তপ্ত হবে। আর যারা তা অস্বীকার করবে এবং আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পাবে, তারাই হবে জাহান্নামবাসী, তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে।"
[সূরা-বাকারা: ৩৮-৩৯]

◆ মানব জাতির প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ:

আল্লাহ তা'য়ালা যখন মানব জাতিকে সৃষ্টি করলেন তখন আসমান ও জমিনের সবকিছু তাদের কাজে নিয়োজিত করে দিলেন এবং তাদের প্রতি আসমানি কিতাব নাজিল করলেন ও নবী-রসূলগণ প্রেরণ করলেন। আর জ্ঞান-গবেষণার মাধ্যম তথা শ্রবণ, দর্শন ও বিবেক-বুদ্ধির পাথেয়

দান করলেন। এ ছাড়া আরো সম্মানিত করলেন আল্লাহর এবাদতের মাধ্যমে যিনি একক ও নেই তাঁর কোন শরীক।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ أَلَمْ تَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُۥ ظَٰهِرَةً وَبَاطِنَةً ﴿٢٠﴾ ﴾ لقمان: ٢٠

"তোমরা কি দেখনা যে, আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য নেয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।"
[সূরা লোকমান: ২০]

২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

﴿ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنۢ بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْـًٔا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾ ﴾ النحل: ٧٨

"আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করেছেন। তোমরা কিছুই জানতে না, তিনি তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দিয়েছেন, যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার কর।" [সূরা নাহল:৭৮]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلطَّٰغُوتَ ۖ ﴿٣٦﴾ ﴾ النحل: ٣٦

"নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক উম্মতের মাঝে রসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহর এবাদত কর এবং তাগুত (আল্লাহ ছাড়া যার এবাদত করা হয়) থেকে বিরত থাক।" [সূরা নাহল: ৩৬]

◆ **সর্ববৃহৎ নিয়ামত:**

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাকে অগণিত বহু নিয়ামত দান করেছেন। ঐসবের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল: তিনি সৃষ্টি করেছেন, সার্বিক সাহায্য-সহানুভূতি দান করেছেন এবং সঠিক পথে প্রদর্শিত করেছেন। আর সর্বোৎকৃষ্ট নিয়ামত হলো ইসলাম, যার দ্বারা নবী মুহাম্মদ (দ:)কে সমগ্র

মানুষের জন্য রসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন। ইসলাম হল: একটি সত্য, ইনসাফ ও এহসান এবং পরিপূর্ণ ও স্থায়ী জীবন বিধান।

ইসলামই মানুষকে তার প্রতিপালক আল্লাহ তা'য়ালার সাথে তাঁর এবাদত, একত্ববাদ, কৃতজ্ঞতা, ভয়-ভীতি, ভরসা, ভালোবাসা, নৈকট্য অর্জন, আনুগত্য স্বীকার, সন্তুষ্ট কামনা, সাহায্য প্রার্থনা ইত্যাদির মাধ্যমে এক গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেয়।

- ◆ মানুষকে আল্লাহর রসূল (দ:) এর সাথে তার আনুগত্য, ভালবাসা, সুন্নতের অনুসরণ, সত্যায়ন ও তাঁর শরিয়ত অনুযায়ী আল্লাহর এবাদতের মাধ্যমে এক গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেয়।
- ◆ মানুষকে অন্য মানুষের সাথে অর্থাৎ মা-বাবা, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, মুসলিম-কাফের, রাজা-প্রজা ইত্যাদির সাথে এক সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেয়।
- ◆ ইসলাম হালাল উপার্জন, হালাল পথে ব্যয় ও ন্যায় সঙ্গত বেচাকেনা, দান- খয়রাত ও উত্তরাধিকারের সম্পদ বণ্টনের নির্দেশ করেছে। অনুরূপ ‍নিষেধ করেছে সুদ-ঘুষ ও ধোঁকাবাজি ইত্যাদি থেকে এবং সকল প্রকার অর্থনৈতিক নীতিমালার এক সুষ্ঠ বিধান দিয়েছে।
- ◆ অনুরূপ ইসলাম সুস্থতা-অসুস্থতা, সচ্ছলতা-অসচ্ছলতা, সুখে-দু:খে ইত্যাদি সর্বাবস্থায় নারী-পুরুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনের এক সুন্দর বিধান দিয়েছে।
- ◆ ইসলাম আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ভালোবাসা ও শত্রুতার সু-দৃঢ় সেতু বন্ধনের মাধ্যমে এক গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি করেছে যা দান-দক্ষিনা, ন্যায়-নিষ্ঠা, সততা, স্বচ্ছতা ও দয়া অনুগ্রহ ইত্যাদির উত্তম আদর্শের আহ্বান জানায়।
- ◆ অনুরূপ ইসলাম শির্ক, বিদাত, অন্যায়ভাবে হত্যা, জুলুম, নির্যাতন, জেনা-ব্যভিচার, মিথ্যা-পাপাচার, চুরি-ডাকাতি, অহংকার-গর্ব, কুফরি, মুনাফেকি, সুদ-ঘুষ, মদ-জুয়া, জাদু-জোতিষী ইত্যাদি সকল প্রকার অন্যায়-ন্যাক্কার ও বিভ্রান্তি মূলক কর্মকাণ্ডকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

- এসবের পরই ইসলাম মানুষের পারলৌকিক জীবনের বিধি-বিধান দিয়েছে যার ভিত্তি হল মানুষের ইহলৌকিক জীবন। অতএব, যে ঈমান আনবে এবং সৎকর্ম করবে সেই প্রবেশ করবে মহাশান্তির স্থান জান্নাতে, উপভোগ করবে এমন সব যা কোন চক্ষু দেখেনি ও শুনেনি কোন কর্ণ এবং কোন অন্তর উপলব্ধি করেনি। থাকবে সেখানে চিরদিন, সুখী হবে মহান আল্লাহ তা'য়ালার চাক্ষুষ দিদার পেয়ে। আর যারা কুফরি অবলম্বন করবে, অবাধ্য-নাফরমান হবে তারা প্রবেশ করবে চিরদিনের জন্য জাহান্নামে। আর যারা শুধু অপরাধী (কাফের নয়) তাদের অপরাধ হিসাবে শাস্তি দেয়া হবে, অথবা আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে ক্ষমা করবেন।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ ٣﴾ المائدة: ٣

"আজ তোমাদের জন্য দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি এবং তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতকে সম্পূর্ণ করে দিয়েছি আর ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনিত করেছি।" [সূরা মায়েদা: ৩]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿لَقَدۡ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ بَعَثَ فِيهِمۡ رَسُولٗا مِّنۡ أَنفُسِهِمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبۡلُ لَفِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٍ ١٦٤﴾ آل عمران: ١٦٤

"আল্লাহ ঈমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য হতে নবী পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেন। বস্তুত: তারা ছিল পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট।"
[সূরা আলে ইমরান:১৬৪]

৩. আল্লাহ্ তা'য়ালার আরো বলেন:

﴿قَدۡ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٞ وَكِتَٰبٞ مُّبِينٞ ١٥ يَهۡدِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضۡوَٰنَهُۥ سُبُلَ ٱلسَّلَٰمِ وَيُخۡرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذۡنِهِۦ وَيَهۡدِيهِمۡ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ ١٦﴾ المائدة: ١٥ - ١٦

"তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ হতে উজ্জ্বল জ্যোতি ও সুস্পষ্ট গ্রন্থ এসেছে। এর দ্বারা আল্লাহ যারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে তাদেরকে শান্তির ও নিরাপত্তার পথ প্রদর্শন করেন এবং তাদেরকে স্বীয় নির্দেশে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আনয়ন করেন এবং সরল সঠিক পথে পরিচালনা করেন।" [সূরা মায়িদাহ: ১৫-১৬]

৪. আল্লাহ্ তা'য়ালা আরো বলেন:

﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدۡخِلۡهُ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ وَذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ١٣ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدۡخِلۡهُ نَارًا خَٰلِدٗا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٞ مُّهِينٞ ١٤﴾ النساء: ١٣ - ١٤

"আর যে আল্লাহ এবং তার রসূলের আনুগত্যে করে, তিনি তাকে জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যেগুলোর তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরদিন থাকবে, এ হল মহাসাফল্য। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হবে, তাঁর সীমালংঘন করবে তিনি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন, সে সেখানে চিরদিন থাকবে। তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।" [সূরা নিসা: ১৩-১৪]

◆ **অতি শীঘ্রই এ দ্বীন-ইসলাম পৃথিবীর সর্বত্রই পৌঁছে যাবে। অত:পর আবার ফিরে আসবে অশ্চর্যভাবে যেমন ভাবে শুরু হয়েছিল।**

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا ......». أخرجه مسلم.

১. সাওবান (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (দ:) বলেন: "আল্লাহ তা'য়ালা আমার জন্য জমিনকে সংকুচিত করেন, তখন আমি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তসহ সবই দেখলাম। নিশ্চয়ই আমার উম্মতের রাজত্ব জমিনের যতটুকু আমার জন্য সংকুচিত করা হয়েছে সেখান পর্যন্ত পৌঁছবে ---।"[১]

عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ عِزًّا يُعِزُّ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلَامَ، وَذُلًّا يُذِلُّ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ ».أخرجه أحمد والحاكم.

২. তামীম আদ-দারী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ (দ:)কে বলতে শুনেছি: অবশ্যই এ (দ্বীনের) কার্যক্রম পৃথিবীর সে সীমানা পর্যন্ত পৌঁছবে, যে পর্যন্ত দিন ও রাত্রি পৌঁছেছে। আল্লাহ তা'য়ালা প্রতিটি পাকা ও কাচা গৃহ পর্যন্ত এ দ্বীন পৌঁছাবেন। সম্মানির ঘরে সম্মানের সাথে আর অসম্মানির ঘরে লাঞ্ছনার সাথে। সম্মানিতকে আল্লাহ ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করবেন। আর অসম্মানিতকে কুফরের মাধ্যমে লাঞ্ছিত করবেন।"[২]

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৮৮৯

[২]. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ১৭০৮২ শব্দ তারই, হাকেম হাঃ নং ৮৩২৬, সিলসিলা সহীহা দ্রঃ হাঃ নং ৩

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ وَهُوَ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا».

أخرجه مسلم وأحمد.

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা:) হতে বর্ণিত, নবী (দ:) বলেন: "ইসলাম বিস্মকর-অপরিচিত অবস্থায় শুরু হয়েছে। আবার ইসলাম বিস্মকর-অপরিচিত অবস্থায় ফিরে আসবে যেমন শুরু হয়েছিল। আর এ ইসলাম দুই মসজিদ (মক্কা ও মদীনার) মধ্যে ফিরে আসবে যেমন সাপ (তার গর্ত হতে বের হয়ে) আবার গর্তেই ফিরে আসে।"[১]

وفي لفظ لأحمد بعد «كَمَا بَدَأَ»: «فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ» قيل: ومَنْ الغرباء؟ قال: «النُّزَّاعُ مِنَ القَبَائِلِ».

মুসনাদে আহমাদের এক বর্ণনায় রয়েছে: "যেমনভাবে আরম্ভ হয়েছিল"-এর পর এসেছে: "অতএব, বিস্মিত-অপরিচিত লোকদের জন্য সুসংবাদ।" জিজ্ঞাসা করা হলো সেই বিস্মিত-অপরিচিত ব্যক্তিবর্গ কারা? তিনি [ﷺ] বললেন: "বিভিন্ন গোত্রের একনিষ্ঠ হিজরতকারীগণ।"

◆ **উত্তীর্ণ ও নাজাতের পথ:**

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের জন্য দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন, দ্বীনের মাধ্যমে নিয়ামতকে সম্পন্ন করেছেন এবং ইসলামকে দ্বীন হিসাবে মনোনিত করে নিয়েছেন। অতএব, যে ব্যক্তি ইসলামকে দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করেছে সে ইহকালে সৌভাগ্যবান হয়েছে এবং আখেরাতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি দ্বীন হতে বিমুখ হয়েছে সে ইহকালে দূর্ভাগ্য এবং আখেরাতে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর ইসলাম ছাড়া আল্লাহ তা'য়ালা কারো পক্ষ হতে অন্য কোন দ্বীন কখনই কবুল করবেন না।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ ٣﴾

المائدة: ٣

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ১৪৬ শব্দ তারই, আহমাদ হাঃ নং ৩৭৮৪

"আজ আমি তোমাদের জন্য দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতকে সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসাবে মনোনিত করে নিলাম।" [সূরা মায়েদা: ৩]

২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٨٥﴾ ﴾ آل عمران: ٨٥

"যে ইসলাম ব্যতিত অন্য দ্বীন অম্বেষণ করে আল্লাহ তার পক্ষ হতে ঐ দ্বীন কখনও গ্রহণ করবেন না আর সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" [সূরা আল-ইমরান: ৮৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:« وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ». أخرجه مسلم.

৩. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (দ:) বলেন: "সেই সত্ত্বার শপথ যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! এ উম্মতের কোন ইহুদি ও খ্রীষ্টান আমার কথা শুনার পর আমার রিসালাতের প্রতি ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করলে সে অবশ্যই জাহান্নামী হবে।"[১]

◆ **মানুষের কার্য-কর্মের ফিকাহ তথা সূক্ষ্ম বুঝ:**

এ দুনিয়াতে যাকিছু আছে সবই স্বল্প ও দ্রুত নি:শেষ হওয়ার সামগ্রী। আর আখেরাতের মুকাবেলায় দুনিয়াতে যা আছে এর কোনই মূল্য নেই। মানুষ এ দুনিয়াতে যা করে সবকিছুর প্রভাব পড়ে নিজের আত্মার উপরে। যদি খারাপ করে তাহলে সে নিজের জন্যেই অনিষ্ট সংগ্রহ করল এবং যদি কল্যাণকর কিছু করে তাহলে নিজের জন্যেই কল্যাণ বয়ে আনল। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ ٱلْءَاخِرَةِ لِيَسُۥٓـُٔوا۟ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا۟ ٱلْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا۟ مَا عَلَوْا۟ تَتْبِيرًا

[১].মুসলিম হাঃ নং ১৫৩

﴿٧﴾ [الإسراء/٧].

"তোমরা যদি ভাল কর, তবে নিজেদেরই ভাল করবে এবং যদি মন্দ কর তবে তাও নিজেদেরই জন্যেই। এরপর যখন দ্বিতীয় সে সময়টি এল, তখন অন্য বান্দাদেরকে প্রেরণ করলাম, যাতে তোমাদের মুখমণ্ডল বিকৃত করে দেয়, আর মসজিদে ঢুকে পড়ে যেমন প্রথমবার ঢুকেছিল এবং যখনেই জয়ী হয়, সেখানেই পুরোপুরি ধ্বংসযজ্ঞ চালায়।"
[সূরা বনি ইসরাঈল:৭]

মানুষের দুনিয়ার সমস্ত কার্য-কর্মের ভিত্তিতে তার আখেরাতে আবাসস্থল নির্মিত হবে যার দ্বারা সে কিয়ামতে পৌঁছবে ও স্থায়ী বাসীন্দা হবে। তাই মানুষের আগের ও পরের, দাঁড়িয়ে ও বসে, কথা বলা ও শুনা, আনুগত্য ও নাফরমানি, আহ্বানকারী ও শিক্ষক, বাড়িতে অবস্থানকারী বা মুসাফির। এ বিভিন্ন ধরনের সমস্ত কার্য-ক্রমের ভিত্তিতে তার আখেরাতের সর্বশেষ মঞ্জিল ও স্থায়ী নিবাস নির্মিত হবে।

মুমিন এ দ্বারা জান্নাতে তার বালাখানা স্থায়ী নিবাস নির্মাণ করবে আর কাফের এ দ্বারা জাহান্নামে তার স্থায়ী জেলখানা নির্মাণ করবে। অতএব, মানুষ আখেরাতে তাই পাবে যা সে দুনিয়াতে সংগ্রহ করবে এবং সেই ফসলই কাটবে যা সে নিজে রোপণ করবে। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ مَّنْ عَمِلَ صَٰلِحًا فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّٰمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٤٦﴾ ﴾ [فصلت/٤٦].

"যে সৎকর্ম করে, সে নিজের উপকারের জন্যেই করে, আর যে অসৎকর্ম করে, তা তার উপরই বর্তাবে। আপনার পালনকর্তা বান্দাদের প্রতি মোটেই জুলুম করেন না।" [সূরা হা-মীম সেজদা:৪৬]

২-মানব সৃষ্টির পিছনে হিকমত ও রহস্য

১. আল্লাহ তা'য়ালা এ বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞান-গরিমা ও শক্তি-ক্ষমতা বিকাশের জন্য; তাইতো সবকিছুই তাঁরই সাথে পবিত্রতা বর্ণনা করে চলেছে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًۢا ﴿١٢﴾ ﴾ الطلاق: ١٢

"আল্লাহ তা'য়ালা সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীও সেই পরিমাণের; এসবের মধ্যে তাঁর আদেশ অবতীর্ণ হয়, যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং সবকিছু তাঁর গোচরীভূত।" [সুরা তালাক: ১২]

২. আল্লাহ তা'য়ালা জ্বীন ও ইনসানকে একমাত্র শিরকমুক্ত একক আল্লাহ তা'য়ালার এবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿٥٧﴾ ﴾ الذاريات: ٥٦ - ٥٧

"আমি জিন ও ইনসানকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি, আমি তাদের কাছে কোন রিজিক চাই না এবং চাই না যে, তারা আমাকে খাওয়াবে।" [সূরা যারিয়াত:৫৬-৫৭]

◆ **মানুষ যে সকল স্তর ও পর্যায় মানুষ অতিক্রম করে:**

আল্লাহ তা'য়ালা মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সময়, স্থান ও অবস্থার বিভিন্ন স্তর ও পর্যায় অতিক্রম করিয়ে সর্বশেষ স্থান জান্নাত অথবা জাহান্নামে চিরস্থায়ী করবেন। এ সকল স্তর ও পর্যায় হলো:

১. মায়ের গর্ভে:

মানুষ যে স্তর বা স্থান সর্বপ্রথম অতিক্রম করে তা হলো মায়ের গর্ভ, এখানে অবস্থান কাল হলো কম-বেশী প্রায় নয় মাস। আল্লাহ তা'য়ালা স্বীয় অসীম জ্ঞান-গরিমা ও কুদরত-হিকমাত এর মাধ্যমে এ গভীর অন্ধকারে তার প্রয়োজনুসারে পানাহার ও আশ্রয় স্থল দিয়ে এক অবয়ব গঠন করেন। মানুষ এ স্তরে কোন জবাবদিহি হবে না। এ স্তরে থাকার হিকমাত হলো দু'টি: প্রথমত: শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পূর্ণতা লাভ। দ্বিতীয়ত: ভিতর-বাহিরে পূর্ণ সৃষ্টির আকৃতি লাভ করে দুনিয়াতে আগমন ঘটানো।

২. পার্থিব জীবনে:

মানুষের জীবনের এ স্তরটি মায়ের গর্ভের চেয়ে আরো ব্যাপক এবং সে তুলনায় এখানে বেশি দিন অবস্থান করে। আল্লাহ তা'য়ালা এ জীবনে মানুষকে জ্ঞান-বুদ্ধি, শ্রবণ-দর্শন ইত্যাদি শক্তি দিয়ে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় বিষয়ের ব্যবস্থা করেন। এর জন্যে প্রেরণ করেন নবী-রসূল এবং তার আনুগত্যের নির্দেশ দেন ও নাফরমানি করতে বাঁধা দেন। আর আনুগত্যের পুরস্কার হলো জান্নাত এবং নাফরমানের শাস্তি হলো জাহান্নাম। এ জীবনে অবস্থানের হিকমাত হলো দু'টি:

প্রথম: আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ঈমান আনয়ন এবং সৎকর্ম সম্পাদন যা আল্লাহ জান্নাত প্রবেশের মাধ্যম বানিয়েছেন।

দ্বিতীয়: আমলসহ পরবর্তী স্তরে গমণের প্রস্তুতি গ্রহণ।

৩. কবরের জীবনে:

ইহা হলো আখেরাতের প্রথম ধাপ, মানুষ সেখানে সমগ্র সৃষ্টির মৃত্যু ও কিয়ামত প্রতিষ্ঠা হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করবে। কবরে অবস্থান হলো পার্থিব জীবনের চেয়ে দীর্ঘ এবং সেখানের শান্তি ও শাস্তি হলো দুনিয়ার চেয়ে ব্যাপক ও পরিপূর্ণ। মূলত: তা হবে মানুষের আমল অনুযায়ী। কবর হবে জান্নাতের একটি বাগিচা অথবা জাহান্নামের একটি গর্ত। সেখান থেকেই শুরু হবে মানুষের কৃতকর্মের ফলাফল ভোগ। অত:পর গমন করবে চিরস্থায়ী স্থান জান্নাতে বা জাহান্নামে।

৪. আখেরাতের জীবনেঃ

আখেরাতের জীবন হলো এক সীমাহীন সাধারণ জীবন। মুমিনদের জন্য রয়েছে সেখানে সর্ব প্রকার নিয়া'মত ও উপভোগের বিষয়। পার্থিব জীবনে যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে, আদর্শ গড়েছে কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ তাকে সন্তুষ্ট করবেন পরিপূর্ণ নিয়ামত দিয়ে, যা সে কখনও দেখেনি, শুনেনি ও অনুভব করেনি। আর যদি ঈমান না আনে এবং সৎকর্ম না করে তাহলে তার প্রতিদান হলো চিরস্থায়ী জাহান্নাম। মুমিন ব্যক্তি যখন কোন স্তর হতে বের হয়ে আরেক স্তরে যায় তখন তার অবস্থা আরো উন্নত হয় এমনকি জান্নাতে গিয়ে সে চিরস্থায়ী হয়ে যায়।

◆ সমস্ত মখলুক সৃষ্টির হিকমত-রহস্যঃ

আল্লাহ তা'য়ালা সমস্ত মখলুক সৃষ্টির মাঝে অনেক মহৎ হিকমত ও রহস্য রয়েছে তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলোঃ

১. আল্লাহ তা'য়ালার এবাদত করার জন্য। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝٥٦ مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ۝٥٧ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ۝٥٨﴾ [الذاريات/٥٦-٥٨].

"আমার এবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের কাছে জীবিকা চাই না এবং এটাও চাই না যে, তারা আমাকে আহার্য যোগাবে। আল্লাহ তো জীবিকাদাতা শক্তির আধার, পরাক্রান্ত।" [সূরা যারিয়াত: ৫৬-৫৮]

২. সৃষ্টিকুলকে আল্লাহর শক্তি ও প্রতিটি জিনিসের তাঁর জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত এ কথা জানিয়ে দেয়া; যাতে করে তারা তাঁর আনুগত্য ও এবাদত করে। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًۢا ۝١٢﴾ [الطلاق/١٢].

“আল্লাহ সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীও সেই পরিমাণে, এসবের মধ্যে তাঁর আদেশ অবতীর্ণ হয়, যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং সবকিছু তাঁর গোচরীভূত।” [সূরা তালাক:১২]

৩. মহান আল্লাহ তা'য়ালা একমাত্র এবাদতের হকদার তার দলিল কায়েম করা।

যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿أَفَلَمْ يَنظُرُوٓا۟ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَـٰهَا وَزَيَّنَّـٰهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ۝٦ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَـٰهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَٰسِىَ وَأَنۢبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيجٍ ۝٧ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۝٨﴾ [ق/٦-٨].

“তারা কি তাদের উপরিস্থ আকাশের পানে দৃষ্টিপাত করে না—আমি কিভাবে তা নির্মাণ করেছি এবং সুশোভিত করেছি? তাতে কোন ছিদ্রও নেই। আমি ভূমিকে বিস্তৃত করেছি, তাতে পর্বতমালার ভার স্থাপন করেছি এবং তাতে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ উদগত করেছি, এটা জ্ঞান আহরণ ও স্মরণ করার মত ব্যাপার প্রত্যেক অনুরাগী বান্দার জন্যে।” [সূরা ক্ব—ফ:৬-৮]

৪. আদেশ ও নিষেধ দ্বারা মখুলককে পরীক্ষা করা; কে তাঁ অনুগত আর কে নাফরমান এবং আরো পরীক্ষা করা যে, কে সবচেয়ে সর্বোত্তম আমলকারী। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُۥ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِنۢ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝٧﴾ [هود/٧].

“তিনিই আসমান ও জমিনকে ছয় দিনে তৈরী করেছেন, তাঁর আরশ ছিল পানির উপরে, তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান যে, তোমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে ভাল কাজ করে। আর যদি আপনি তাদেরকে বলেন যে, নিশ্চয় তোমাদেরকে মৃত্যুর পরে জীবিত উঠানো হবে, তখন

কাফেররা অবশ্য বলে এটা তো স্পষ্ট জাদু।" [সূরা হূদ:৭]

৫. দুনিয়ার আমলের হিসেবে আখেরাতে বান্দাকে প্রতিদান প্রদান করা। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَٰٓـُٔواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى ٣١ ﴾[النجم/٣١].

"আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর, যাতে তিনি মন্দকর্মীদেরকে তাদের কর্মের প্রতিফল দেন এবং সৎকর্মীদেরকে দেন ভাল ফল। " [সূরা নাজম: ৩১]

৬. আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সৃষ্টির প্রতি রিজিক দানের দয়া, অনুকম্পা ও এহসানের বড়ত্বর বর্ণনা করা; যাতে করে বান্দার উপর আল্লাহর অনুকম্পা ও এহসান দেখে তাদের প্রতিপালকের এবাদত করতে সহজ হয়।

﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٤٠ ﴾[الروم/٤٠].

"আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অত:পর রিজিক দিয়েছেন, এরপর তোমাদের মৃত্যু দেবেন, এরপর তোমাদের জীবিত করবেন। তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে এসব কাজের মধ্যে কোন একটিও করতে পারবে? তারা যাকে শরীক করে, আল্লাহ তা থেকে পবিত্র ও মহান।" [সূরা রূম:৪০]

৭. জান্নাতে প্রবেশ ও কিয়ামতের দিন আল্লাহর নৈকট্যলাভ করা। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّٰتٍ وَنَهَرٍ ٥٤ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍۭ ٥٥ ﴾[القمر/٥٤-٥٥].

"আল্লাহভীরুরা থাকবে জান্নাতে ও নির্ঝরিণীতে। যোগ্য আসনে, সর্বাধিপতি সম্রাটের সান্নিধ্যে।" [সূরা কামার:৫৪-৫৫]

◆ **আত্মার পরিপূর্ণ নেয়ামত:**

আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে অতি সুন্দর অবয়বে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সকল সৃষ্টির চেয়ে সম্মানিত করেছেন, মানবদেহের প্রতিটি অঙ্গের এক পূর্ণতা রেখেছেন তা অর্জন না হলে মানুষ এক দু:শ্চিন্তা ও ব্যথা-বেদনার মধ্যে পড়ে যায়। আল্লাহ চোখের পূর্ণতা রেখেছেন দর্শনে, কানের পূর্ণতা রেখেছেন শ্রবণে এবং জিহবার পূর্ণতা রেখেছেন কথা বলাতে। যখন এসব অঙ্গের পূর্ণতা হারিয়ে যায় তখন দেখা দেয় ব্যথা-বেদনা ও অপরিপূর্ণতা।

অনুরূপ আল্লাহ তা'য়ালা আত্মার পরিপূর্ণতা আনন্দ, প্রশান্তি ও আস্বাদ রেখেছেন তার প্রতিপালককে জানা, তাকে ভালোবাসা, তাঁর সন্তুষ্টি মোতাবেক কাজ করা ইত্যাদির মাধ্যমে। অন্তর যখন তার এ পরিপূর্ণতা হারিয়ে ফেলে তখন চক্ষু ও কর্ণের দর্শন, শ্রবণ হারানোর চেয়েও অধিকগুণ অশান্তি ও ব্যথা-বেদনা অনুভব হয়। চক্ষু যেমন সূর্যকে দেখতে পায়, নিখুঁত আত্মাও তেমনি সত্যকে দেখতে পায়।

◆ **ইহকাল ও পরকালের সূক্ষ্ম বুঝ:**

আল্লাহ তা'য়ালা প্রতিটি জিনিসের সৌন্দর্য ও উদ্দেশ্য দিয়েছেন। যেমন উদ্ভিদ এর সৌন্দর্য হলো ডাল-পালা, পাতা ও ফুল, কিন্তু উদ্দেশ্য হলো ফল ও ফসল। অনুরূপ পোশাকের সৌন্দর্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে- উদ্দেশ্য হলো- শরীরকে ঢেকে রাখা, এমনি দুনিয়ারও সৌন্দর্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে, পৃথিবীর বুকে যা কিছু রয়েছে তা হল পৃথিবীর সৌন্দর্য আর ঈমান ও সৎকর্ম হল পৃথিবীর উদ্দেশ্য।

দুনিয়া বা পৃথিবী হল সৌন্দর্য আর আখেরাত হল উদ্দেশ্য। যারা এ উদ্দেশ্যকে ভুলে গেছে তারা সৌন্দর্য নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। নবীগণ (আ:) এবং তাঁদের অনুসারীরা প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনে মশগুল। আর দুনিয়াদাররা দুনিয়ার চাকচিক্য, খেল-তামাশা ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত। মূলত: আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে প্রয়োজন অনুযায়ী দুনিয়া গ্রহণ করতে এবং সামর্থ্য অনুযায়ী আখেরাতের কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

যখন দুনিয়ার চাকচিক্য ও আখেরাতের উদ্দেশ্য মুখোমুখি হয়ে যাবে তখন আখেরাতের উদ্দেশ্য তথা আল্লাহ যা পছন্দ করেন তার আনুগত্য,

তার রসূলের অনুসরণ, আল্লাহর পথে জিহাদ এবং আল্লাহর দ্বীনের প্রচার-প্রসার ইত্যাদিকে অবশ্যই আমরা প্রাধান্য দিব।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۝٧ ﴾ الكهف: ٧

"আমি পৃথিবীস্থ সবকিছুকে পৃথিবীর জন্য সৌন্দর্য স্বরূপ করেছি, যাতে তাদের পরীক্ষা করি যে, তাদের মধ্যে কে অধিক ভাল কাজ করে।" [সূরা কাহাফ: ৮]

২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

﴿ ٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَٰدِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُۥ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَٰمًا ۖ وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنٌ ۚ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلْغُرُورِ ۝٢٠ سَابِقُوٓا۟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ۝٢١ ﴾ الحديد: ٢٠ - ٢١

"তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবন খেল তামাসা, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা এবং ধনজনের প্রাচুর্য ব্যতীত আর কিছু নয়। যেমন এক বৃষ্টির অবস্থা, যার সবুজ ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, এরপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তাকে পীতবর্ণ দেখতে পাও, তারপর তা খরকুটা হয়ে যায়। আর পরকালে আছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ বৈ কিছু নয়। তোমরা অগ্রে ধাবিত হও তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে, যা আকাশ ও পৃথিবীর মত প্রশস্ত। এটা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্যে। এটা আল্লাহর কৃপা তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন, আল্লাহ মহান কৃপার অধিকারী। [সূরা হাদীদ: ২০-২১]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٢٤﴾ ﴾ التوبة: ٢٤

"বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ কর-আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর রাহে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না।" [সূরা তাওবা: ২৪]

◆ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার মুল্যায়ন:

আল্লাহ তা'য়ালা এবং তাঁর রসূল (দ:) আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার মুল্যায়ন সু-স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন তা নিম্নরূপ:

১. দুনিয়ার মূল মুল্য:

আল্লাহ তা'য়ালা নিজেই বর্ণনা করেন:

﴿ وَمَا هَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَ لَهِىَ ٱلْحَيَوَانُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾ ﴾ العنكبوت: ٦٤

"এই পার্থিব জীবন খেল-তামাশা বৈ কিছুই নয়। পরকালের গৃহই প্রকৃত জীবন যদি তারা জানত।" [সূরা আনকাবুত: ৬৪]

২. দুনিয়ার সময়ের মুল্য:

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْءَاخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فِى

ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾ ﴾ التوبة: ٣٨

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হল, যখন আল্লাহর পথে বের হবার জন্য তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর, তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় পার্থিব জীবনের উপকরণ অতি সামান্য।"
[সূরা তাওবা: ৩৮]

৩. ওজনের দৃষ্টিকোনে দুনিয়ার মুল্য:

নবী [ﷺ] বলেন:

«لَوْ كَانَتْ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ ». أخرجه الترمذي.

"আল্লাহ তা'য়ালার নিকট দুনিয়া যদি মশার ছোট্ট একটি ডানার সমতুল্য হতো তাহলে আল্লাহ কোন কাফেরকে এক ঢোক পানিও পান করতে দিতেন না।"[১]

৪. পরিমাপে দুনিয়ার মুল্য:

নবী [ﷺ] বলেন:

«وَاللَّهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ –وَأَشَارَ يَحْيَى بِالسَّبَّابَةِ– فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ تَرْجِعُ ».أخرجه مسلم .

"আল্লাহর কসম! তোমাদের কেউ বিশাল সমুদ্রে এ আঙ্গুলটি (বর্ণণাকারী এহয়া শাহাদাত আঙ্গুলের প্রতি ইঙ্গিত করেন) ডুবিয়ে দিলে তাতে যতটুকু পানি ফিরে আসে আখেরাতের তুলনায় দুনিয়া হল সেরূপ সামান্য তুচ্ছ পরিমাণ।"[২]

৫. আয়তনের দিক থেকে দুনিয়ার মুল্য:

নবী [ﷺ] বলেন:

---

[১].হাদীসটি সহীহ লিগাইরিহি, তিরমিযী হাঃ নং ২৩২০, সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ৯৪৩ দ্রষ্টব্য

[২]. মুসলিম হাঃ নং ২৮৫৮

«مَوْضِعُ حَلَقَةٍ أَوْ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ». أخرجه البخاري.

"জান্নাতে একটি কড়া বা ছড়ি সমপরিমাণ স্থান দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে অনেক উত্তম।"[১]

৬. দেরহাম বা মুদ্রার দিক থেকে দুনিয়ার মুল্য:

مَرَّ النبيُّ ﷺ بِجَدْيٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ ثُمَّ قَالَ:« أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ ؟ فَقَالُوا: مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ وَمَا نَصْنَعُ بِهِ! قَالَ:« أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ ؟» قَالُوا: وَاللَّهِ لَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ عَيْبًا فِيهِ لِأَنَّهُ أَسَكُّ فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ؟ فَقَالَ:« فَوَاللَّهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ ». أخرجه مسلم.

নবী (দ:) একদা ছোট কান ও কাটা বিশিষ্ট একটি মৃত ছাগলছানার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন ঐ মৃত ছাগছানার কান ধরে বললেন: "তোমাদের কে আছে যে এ মৃত ছাগছানাটি এক দিরহামের বিনিময়ে নিতে পছন্দ কর?" সাহাবাগণ (রা:) বললেন: কোন কিছুর বিনিময়ে আমাদের কেউ তা নিতে পছন্দ করে না, আর আমরা তা করবই বা কি? নবী (দ:) বললেন:"এটা তোমাদের হোক তা চাও না?" তাঁরা বললেন: আল্লাহর কসম! এটা যদি জীবিত থাকত তবুও আপত্তি ছিল কারণ তার কান ছোট ও কাটা, অতিরিক্ত তা মৃত। এমতাবস্থায় কি হতে পারে? নবী (দ:) বললেন: "জেনে রাখ, ইহা তোমাদের কাছে যেমন মুল্যহীন ও তুচ্ছ তেমনি তার চেয়েও দুনিয়া আল্লাহ তা'য়ালার কাছে অধিক মুল্যহীন ও তুচ্ছ।"[২]

◆ সৌভাগ্য ও দূর্ভাগ্যের মূল:

আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের ঈমান, সৎকর্ম এবং কুফরি ও অসৎকর্ম অনুযায়ী সৌভাগ্য ও দূভাগ্যকে নির্ধারণ করে রেখেছেন। সুতরাং, যে ব্যক্তি ঈমান এনেছে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ অনুসারে সৎকর্ম করেছে সে দুনিয়াই সৌভাগ্যবান। অত:পর মৃত্যুর সময় ফেরেস্তাদের সুসংবাদ ও সুলভ আচরণে সৌভাগ্যবান। অনুরূপ করবে,

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৩২৫০

[২]. মুসলিম হাঃ নং ২৯৫৭

হাশরে এবং সর্বশেষ জান্নাতে গিয়ে পরিপূর্ণ সৌভাগ্য লাভ করবে। অপর পক্ষে মানুষ তার কুফরি ও অসৎকর্মের কারণে দুনিয়ায় মৃত্যুর সময়, কবরে, হাশরে এবং সর্বশেষ জাহান্নামে গিয়ে চূড়ান্তভাবে দূর্ভাগা হবে।

আর যে ব্যক্তি বিভিন্নভাবে এবং বেশি পরিমাণে আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক কাজ করে, তার জন্য জান্নাতে বিভিন্ন রকম ও বেশি পরিমাণে সুখ-শান্তি ও আরাম আয়েশ থাকবে। পক্ষান্তরে যে বিভিন্ন প্রকার ও বেশি পরিমাণে আল্লাহর অসন্তুষ্টি মূলক কাজ করে তার জন্য জাহান্নামে বিভিন্ন রকম ও বেশি পরিমাণে কষ্ট, দু:খ ও শাস্তি থাকবে।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾ ﴾ النحل: ٩٧

"যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী হোক আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরস্কার দেব যা তারা করত।"
[সূরা নাহল: ৯৭]

২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ أَعْمَىٰ ﴿١٢٤﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ ءَايَٰتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ﴿١٢٦﴾ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنۢ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِۦ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْءَاخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰٓ ﴿١٢٧﴾ ﴾ طه: ١٢٤ - ١٢٧

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তার জীবন সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব। সে বলবে: হে আমার পালনকর্তা! আমাকে কেন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলেন? আমিতো চক্ষুমান ছিলাম। আল্লাহ বলবেন: এমনিভাবে তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, অত:পর তুমি সেগুলো ভুলে

গিয়েছিলে, তেমনিভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাব। এমনিভাবে আমি তাকে প্রতিফল দিব, যে সীমালজ্ঘন করে এবং পালনকর্তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন না করে। আর পরকালের শাস্তি কঠোরতর এবং অনেক স্থায়ী।" [সূরা ত্ব-হা: ১২৪-১২৭]

◆ যে উপকারী জিনিস ত্যাগ করে সে ক্ষতিকর জিনিসে পতিত হয়:

আল্লাহ তা'য়ালার চিরা-চরিত নিয়ম যে, যখন কেউ সক্ষমতা সত্যেও উপকারী বিষয় বর্জন করে তখন আল্লাহ তা'য়ালা তাকে উপকারী বিষয় হতে বঞ্চিত করেন এবং ক্ষতিকারক বিষয়ে ব্যস্ত করে দিয়ে পরীক্ষা করেন। মুশরেকরা যখন আল্লাহর এবাদত বর্জন করল, আল্লাহ তখন তাদেরকে প্রতিমার পূজায় ব্যস্ত করে দিলেন। তারা যখন রসূলের আনুগত্য বর্জন করল তখন বিবেক-বুদ্ধি ও দ্বীন বর্জিত বিষয়ের আনুগত্য শুরু করে দিল। যখন আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ বর্জন করল তখন নিম্নমানের নোংরা গ্রন্থের অনুসরণ করতে লাগল এবং আল্লাহর পথে ব্যয় বর্জন করে শয়তানের পথে ব্যয় করতে লাগল। আর যারা প্রবৃত্তির অনুসরণ বর্জন করে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের অনুসরণ করে, আল্লাহ তা'য়ালা তার জন্য তাঁর ভালোবাসা, আনুগত্য ও এবাদতের পথকে সুগম করে দেন যা তাকে দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে ঊর্ধ্বে নিয়ে যায়।

৩. ইসলাম ধর্মের ব্যাপকতা

◆ ইসলাম বিশ্ব-জাহানের জন্য অনুগ্রহ এবং পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। আল্লাহ তা'য়ালা এর দ্বারা সমগ্র সৃষ্টি রাজির উপকার করেছেন এবং তিনি শেষ নবী ও রসূলগণের নেতা মুহাম্মদ (দ:)কে এই ইসলাম সহকারে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর (দ:) উম্মাতকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত ইসলামের দিকে দাওয়াত প্রদানের দায়িত্ব অর্পন করে সম্মানিত করেছেন।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বিশ্ব-জাহানের রব-পালনকর্তা, তিনি ব্যতীত তাদের জন্য অন্য কোন পালনকর্তা নেই। যেমন: আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

﴿قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ۝١﴾ الناس: ١

"বল আমি মানুষের পালনকর্তার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করছি।" [সূরা নাস-১]

২. আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের অধিপতি। তিনি ব্যতীত কোন প্রকৃত অধিপতি নেই। এই কথার সমর্থনে আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿مَلِكِ ٱلنَّاسِ ۝٢﴾ الناس: ٢

"তিনি বিশ্ব-জাহানের অধিপতি।" [সূরা নাস-২]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা বিশ্ব-মানবের উপাস্য। তিনি ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই। যেমন : আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ ۝٣﴾ الناس: ٣

"তিনি বিশ্ব-মানবের উপাস্য।" [সূরা নাস-৩]

৪. মানুষের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনুল কারীম অবতীর্ণ করেছেন। দলিল: আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ ۝١٨٥﴾ البقرة: ١٨٥

"রমজান মাস হল সে মাস যাতে অবতীর্ণ হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্য পথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ আর সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য বিধানকারী।" [সূরা বাকারা:১৮৫]

৫. আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর দূত মুহাম্মদ (দ:)কে সমগ্র মানব জাতির নিকট প্রেরণ করেছেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ٢٨ ﴾ سبأ: ٢٨

"আমি তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য কেবলমাত্র সুসংবাদ দাতা এবং ভীতি প্রদর্শক রূপে প্রেরণ করেছি কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।" [সুরা সাবা-২৮]

৬. আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে কা'বা শরীফের দিকে মুখ করতে আদেশ করেছেন। মানব মণ্ডলীর জন্য নির্মিত এটিই প্রথম ঘর। এর দিকে মুখ করে মুসলমানরা সালাত আদায় করে এবং এই ঘরকে কেন্দ্র করেই তারা হজ্ব সম্পাদন করে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيۡتٖ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكٗا وَهُدٗى لِّلۡعَٰلَمِينَ ٩٦ فِيهِ ءَايَٰتُۢ بَيِّنَٰتٞ مَّقَامُ إِبۡرَٰهِيمَۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنٗاۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٩٧ ﴾ آل عمران: ٩٦ - ٩٧

"মানুষের জন্য নির্মিত প্রথম ঘর তাই যা বাক্কা তথা মক্কায় অবস্থিত। ইহা বিশ্ব-জাহানের মানুষের জন্য হেদায়েত ও বরকতময়। এতে রয়েছে মাকামে ইবরাহিমের মত সু-স্পষ্ট নিদর্শন। আর যে এর ভিতরে প্রবেশ করেছে সে নিরাপত্তা লাভ করেছে। এবং মানুষের উপর আল্লাহ তা'য়ালার প্রাপ্য হলো তাঁর ঘরে হজ্ব করা যার এ ঘরে পৌঁছার সামর্থ্য রয়েছে। আর যে ইহা অস্বীকার করে (সে যেন জেনে রাখে) আল্লাহ তা'য়ালা সমস্ত বিশ্ব-জগত হতে অমুখাপেক্ষী।"

[সূরা আল ইমরান-৯৬-৯৭]

৭. আল্লাহ তা'য়ালা বর্ণনা করেছেন যে অবশ্যই এই উম্মতই হলো শ্রেষ্ঠ উম্মত। মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উত্থান হয়েছে।

(ক) কুরআনুল কারীম হতে দলিল:

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴿١١٠﴾ ﴾ آل عمران: ١١٠

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উত্থান ঘটান হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ করবে আর খারাপ কাজের বাঁধা প্রদান করবে এবং আল্লাহ তা'য়ালার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করবে।" [সূরা আল-ইমরান-১১০]

(খ) হাদীস নববী হতে দলিল:

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« أَلَا إِنَّكُمْ تُوفُونَ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».

أخرجه أحمد والترمذي.

বাহজ ইবনে হাকীম হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে, তাঁর পিতা তার দাদা হতে, তিনি (তার দাদা) বলেন: আমি নবী করীম (দ:)কে বলতে শুনেছি। তিনি (দ:) বলেছেন:"সাবধান! তোমাদের মধ্যে ৭০টি দলের আবির্ভাব ঘটবে। তম্মধ্যে তোমরাই হবে আল্লাহ তা'য়ালার নিকটে শ্রেষ্ঠ এবং সম্মানিত।"[১]

৮. আল্লাহ তা'য়ালার পথে আহ্বান করা এবং পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম সকল প্রান্তের মানুষের নিকট দ্বীন ইসলাম পৌঁছানো প্রত্যেক মুসলিমের উপর অবশ্যকর্তব্য। যাতে আল্লাহ তা'য়ালার কালেমা তথা তাওহীদ সু-উচ্চ হয় এবং দ্বীন কেবল আল্লাহর জন্যই হয়ে যায়।

(ক) আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى ۖ وَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ

---

[১] .হাদীসটি হাসান, আহমাদ হাঃ নং ২০২৮২ শব্দ তারই, তিরমিযী হাঃ নং ৩০০১

ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٨﴾ ﴾ يوسف: ١٠٨

"বল, এটিই আমার পথ। আমি আল্লাহর দিকে বুঝে সুঝে দাওয়াত দেই এবং আমার অনুসারীরাও। আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র আর আমি মুশরেকদের অন্তর্ভুক্ত নই।" [সূরা ইউসুফ: ১০৮]

(খ) আল্লাহ তা'য়ালার আরো বাণী:

﴿ هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٨﴾ ﴾ آل عمران: ١٣٨

"ইহা মানব মণ্ডলীর জন্য বিবরণ আর মুত্তাকীদের জন্য হেদায়েত এবং উপদেশ।" [সূরা আল-ইমরান: ১৩৮]

(গ) আল্লাহ তা'য়ালার আরো বাণী:

﴿ هَٰذَا بَلَٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِۦ وَلِيَعْلَمُوٓا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُو۟لُوا ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٥٢﴾ ﴾ إبراهيم: ٥٢

"ইহা মানুষের জন্য বার্তা এবং যাতে তারা এর দ্বারা সতর্ক হয় এবং জেনে নেয় যে আল্লাহই একমাত্র উপাস্য এবং যাতে বুদ্ধিমানগণ চিন্তা-ভাবনা করে।" [সূরা ইবরাহিম: ৫২]

৯. আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে এককভাবে তাঁর এবাদত করার জন্য আহ্বান করেছেন। তাঁর সঙ্গে কোন কিছুকে শরিক স্থাপনের জন্য নয় এবং না শরিক তাঁর নামসমূহ, গুনসমূহ এবং কার্যাবলীতে। আর এ দিকে মানুষকে ডাকার দায়িত্ব প্রদান করে তিনি আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। তাই কুরআনুল কারীমে মানুষদেরকে লক্ষ্য করে তাঁর যে প্রথম আহ্বান তা হলো তারা যেন এককভাবে আল্লাহ তা'য়ালার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, তাঁর সঙ্গে কেউ যেন কোন কিছুর মাধ্যমে শরিক না করে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَٰشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾ ﴾ البقرة: ٢١ - ٢٢

"হে মানব মণ্ডলী! তোমরা তোমাদের ঐ প্রতিপালকের এবাদত কর। যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা মুত্তাকী হও। যিনি তোমাদের জন্য জমিনকে বিছানা এবং আসমানকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন এবং তিনি আসমান হতে বৃষ্টি অবতীর্ণ করেন। অত:পর এর দ্বারা তিনি ফল-ফলাদী উৎপন্ন করেন তোমাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য। সুতরাং জেনে বুঝে তোমরা আল্লাহ তা'য়ালার সঙ্গে সমকক্ষ সাব্যস্ত করো না।" [সূরা বাকারা: ২১-২২]

১০. আল্লাহ তা'য়ালা বিশ্ব জগতের প্রতিপালক, তিনি ব্যতীত অন্য কোন প্রতিপালক নেই। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝٢﴾ الفاتحة: ٢

"যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'য়ালার যিনি বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তা।" [সূরা ফাতিহা: ১]

১১. তিনি তাঁর রসূল মুহাম্মদ (দ:)কে বিশ্ব-জগতের ভীতি-প্রদর্শক রূপে প্রেরণ করেছেন।

(ক) আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِۦ لِيَكُونَ لِلْعَٰلَمِينَ نَذِيرًا ۝١﴾ الفرقان: ١

"পরম কল্যাণময় সেই সত্ত্বা যিনি তাঁর বান্দার উপরে পার্থক্যকারী গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন যাতে সে বিশ্ব-জগতের জন্য ভীতিপ্রদর্শক হয়।" [সূরা ফুরকান: ১]

(খ) আল্লাহ তা'য়ালার আরো বাণী:

﴿وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ ۝١٠٧﴾ الأنبياء: ١٠٧

"আমি তোমাকে বিশ্ব-জগতের জন্য কেবল অনুগ্রহরূপে প্রেরণ করেছি।" [সূরা আম্বিয়া: ১০৭]

◆ **যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীনের অনুগত হবে তার বিধান:**

যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীনের অনুগত হবে সে কাফের। চাহে সে ইহুদি হোক বা খ্রীষ্টান হোক কিংবা অগ্নি পূজক ইত্যাদি যেই

হোক। ইহুদিরা কাফের; কেননা তারা নবী-রসুলদেরকে হত্যা করেছে এবং ঈসা [ﷺ]কে মিথ্যারোপ করেছে। আর খ্রীষ্টনরাও কাকের; কারণ তারা বলেছে আল্লাহ তিনজনের একজন এবং মুহাম্মদ [ﷺ]কে মিথ্যারোপ করেছে।

আর তওরাত ও ইঞ্জিল আসমানী কিতাব কিন্তু সেগুলোর মাধ্যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটেছে। অত:পর সেগুলোর আমলকে আল-কুরআন দ্বারা মহান আল্লাহ তা'য়ালা রহিত করে দিয়েছেন।

ইহুদি ও খ্রীষ্টারা মুহাম্মদ [ﷺ]-এর রসূল হিসেবে প্রেরণের পর সকলেই আল্লাহর পক্ষ থেকে গজবপ্রাপ্ত; কারণ তারা সত্যকে জানার পর ত্যাগ করেছে। যার ফলে তারা ক্রোধের উপর ক্রোধ অর্জন কেরছে। আর যে ব্যক্তি ইহুদি ও খ্রীষ্টানদেরকে কাফের বলবে না এবং যে আল্লাহ ছাড়া অন্যের এবাদত করবে সেই কাফের। আমাদের প্রতি ওয়াজিব হলো: যাকে আল্লাহ তা'য়ালা কাফের বলেছেন তাকে কাফের বলা। যাকেই আল্লাহ কাফের বলেছেন সেই কাফের আর যাকে কাফের বলেননি সে কাফের নয়। আর যাকে আল্লাহ কাফের বলেছেন তাকে যারা কাফের বলবে না এর অর্থ দাঁড়াবে যে, আল্লাহ তাদের দ্বীন কবুল করবেন। আর এ কথার দ্বারা আল্লাহর নিম্নের বাণী মিথ্যায় পরিণত হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٨٥﴾ ﴾ [آل عمران/٨٥].

"এবং যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন তালাশ করবে কক্ষনো তার থেকে তা কবুল করা হবে না। আর আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" [সূরা আল-ইমরান: ৮৫]

আর আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে ইহুদি ও খ্রীষ্টান এবং যারা আল্লাহর অন্যে এবাদত করে তাদেরকে কাফের বলে আখ্যায়িত করেছেন।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَٰرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ۖ ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَٰهِهِمْ ۖ يُضَٰهِـُٔونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَبْلُ ۚ قَٰتَلَهُمُ ٱللَّهُ ۚ أَنَّىٰ

يُؤْفَكُونَ ﴿٣٠﴾ [التوبة/٣٠].

"ইহুদিরা বলে 'ওজাইর' আল্লাহর পুত্র এবং খ্রীষ্টানরা বলে 'মাসীহ' আল্লাহর পুত্র। এ হচ্ছে তাদের মুখের কথা। এরা পূর্ববর্তী কাফেরদের মত কথা বলে। আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন, এরা কোন্ উল্টা পথে চলে যাচ্ছে।" [সূরা তাওবা: ৩০]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿وَقَالُوا۟ كُونُوا۟ هُودًا أَوْ نَصَٰرَىٰ تَهْتَدُوا۟ ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِـۧمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٥﴾﴾ [البقرة/١٣٥].

"তারা বলে, তোমরা ইহুদি অথবা খ্রীষ্টান হয়ে যাও, তবেই সুপথ পাবে। আপনি বলুন, কখনই নয়; বরং আমরা ইবরাহীমের ধর্মে আছি যাতে বক্রতা নেই। সে মুশরেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।" [সূরা বাকারা:১৩৫]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَٰثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّآ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ ۚ وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا۟ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٣﴾﴾ [المائدة/٧٣].

"নিশ্চয় তারা কাফের, যারা বলে: আল্লাহ তিনের এক; অথচ এক উপাস্য ছাড়া কোন উপাস্য নেই। যদি তারা স্বীয় উক্তি থেকে নিবৃত্ত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরে অটল থাকবে, তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পতিত হবে।" [সূরা মায়েদা:৭৩]

অতএব, আমাদের প্রতি ওয়াজিব হলো সকল কাফেরদেরকে ইসলামের দিকে দা'ওয়াত-আহ্বান করা সে যেই হোক না কেন এবং যেমনই হোক না কেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ هَٰذَا بَلَٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا۟ بِهِۦ وَلِيَعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٥٢﴾﴾ [إبراهيم/ ٥٢].

“এটা মানুষের একটি সংবাদনামা এবং যাতে এতদ্বারা ভীত হয় এবং যাতে জেনে নেয় যে, উপাস্য তিনিই একক এবং যাতে বুদ্ধিমানরা চিন্তা-ভাবনা করে।” [সূরা ইবরাহীম:৫২]

৪. আল্লাহর দ্বীনের দিকে দা'ওয়াতের ফজিলত

◆ উম্মতের জন্য দ্বীন ইসলামের প্রয়োজন ঐরূপ যেমন শরীরের জন্য রুহ তথা আত্মার প্রয়োজন। সুতরাং, রুহ যখন বিচ্ছিন্ন হয়, তখন শরীর মৃত হয় ও পঁচে নষ্ট হয়ে যায়। উম্মত তথা মুসলিম জাতির ক্ষেত্রটাও অনুরূপ। যখন দ্বীন থেকে সরে যাবে তখন তারা নষ্ট ও ধ্বংস হয়ে যাবে।

◆ **রসূল প্রেরণ করে আল্লাহর অনুগ্রহ:**

১. আল্লাহর রহমত প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিস্তৃত ও প্রশস্ত। বান্দাদের জন্য তাঁর অন্যতম অনুগ্রহ হলো যে, তিনি তাদের নিকটে অনেক নবী-রসূল পাঠিয়েছেন এবং অনেক আসমানি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। নবী-রসূলগণ তাঁদের প্রতিপালক, স্রষ্টা এবং রিজিকদাতা সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করান। আল্লাহ যে সব কাজে সন্তুষ্ট সেগুলো তাদের নিকটে বর্ণনা করেন এককভাবে তাঁর আনুগত্য ও এবাদত করতে আহ্বান করেন এবং এবং তার সাথে কোন কিছুকে শরিক স্থাপনে নিষেধ করেন। আর আল্লাহ তা'য়ালা সওয়াব ও প্রতিদান তার জন্যই প্রস্তুত করে রেখেছেন যে তার আনুগত্য করে এবং শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন যে তার অবাধ্য হয়।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَـٰلَةُ ۚ ﴿٣٦﴾ ﴾ النحل: ٣٦

"অত:পর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে আল্লাহ হেদায়েত করেছেন এবং কিছু সংখ্যকের জন্য বিপথগামিতা অবধারিত করেছেন।"
[সূরা-নহল: ৩৬]

২. যখনই মানুষের ঈমান দুর্বল হয়েছে এবং শিরকে পতিত হয়েছে তখনই আল্লাহ ত'য়ালা তাদের নিকট একজন রসূল পাঠিয়েছেন যাতে করে তিনি তাদেরকে তাওহীদ এবং এককভাবে তাঁর এবাদতের দিকে আহ্বান করেন। পর্যায়ক্রমে তিনি রসূলগণকে পাঠিয়েছেন। আর সব রসূলই বিশেষভাবে স্বীয় গোত্রের নিকটে প্রেরিত হয়েছেন। শেষ নবী

রসূলগণের সরদার। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (দ:)-এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা নবুয়াত ও রিসালতের ক্রমধারা শেষ করেছেন।

◆ আল্লাহ তা'য়ালা মুহাম্মদ (দ:)কে রসূল মনোনীত করেছেন এবং সকল মানবের উদ্দেশ্যে হেদায়েত ও সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন। অত:পর রসূলুল্লাহ (দ:) রিসালতের দায়িত্ব পৌঁছিয়েছেন। তিনি তাঁর প্রতি অর্পিত পবিত্র মহাআমানত যথাযথভাবে আদায় করেছেন। উম্মতকে উপদেশ এবং নসীহত করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালার পথে জিহাদ করেছেন। এমনকি উম্মতকে তিনি এমন শুভ্র ও সচ্ছ পথের উপর রেখে গেছেন যার রাত্রিও দিনের ন্যায় উজ্জ্বল ও ঝকঝকে। আত্মঘাতি ও ধ্বংসশীল ব্যতীত কেউ এ পথ থেকে বিচ্যুত হতে পারে না।

◆ **নবী-রসূলদের ওয়াযীফা তথা কর্তব্য:**

নবী মুহাম্মদ (দ:) সকল নবী ও রসূলদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর উপরে সকল নবী ও রসূলগণের দায়িত্ব-কর্তব্য অর্পণ করেছেন। ফলে তিনি (দ:) নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড তথা জাজিরাতুল আরবে আল্লাহর দিকে আহবানের কাজ সম্পাদন করেন এবং ইহা ছিল একটি নির্দিষ্ট সময়ে, যার পরিমাণ হলো ২৩ বৎসর।

◆ তিনি (দ:) ব্যাপকভাবে তাঁর সময়ের সকল অধিবাসীকে সাধ্যমত দাওয়াত প্রদান করেন। আগে তিনি (দ:) নিজের পরিবারকে দাওয়াত দেন। এরপর আত্মীয়-স্বজন, জ্ঞাতি-গোষ্টিকে অত:পর স্বীয় সম্প্রদায়কে অত:পর মক্কাবাসী ও তার আশেপাশে যারা রয়েছে তাদেরকে। এরপর আরব মরুবাসীকে এরপর সকল মানুষকে। একথা সুস্পষ্ট করার জন্য যে, তিনি (দ:) সকল মানুষের নিকটে আল্লাহ প্রেরিত রসূল। আর তিনি (দ:) বিশ্ব-জগতের জন্য অনুগ্রহ স্বরূপ। ফলে দলে দলে মানুষ ইসলামে প্রবেশ করেছে।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةٗ لِّلنَّاسِ بَشِيرٗا وَنَذِيرٗا وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ٢٨ ﴾ سبأ: ٢٨

"(হে নবী) আমি তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য কেবলমাত্র সুসংবাদ দাতা ও ভীতি প্রদর্শক রূপে প্রেরণ করেছি কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।" [সূরা সাবা: ২৮]

২. অন্যত্র আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧ ﴾ الأنبياء: ١٠٧

"আমি তোমাকে বিশ্ব-মানবের জন্য রহমত তথা অনগ্রহরূপে প্রেরণ করেছি।" [সূরা আম্বিয়া:১০৮]

◆ **হেদায়েতপ্রাপ্তির কারণসমূহ:**

নবী করীম (দ:)-এর যুগে বিভিন্ন কারণে প্রভাবিত হয়ে মানুষ ইসলামে প্রবেশ করেছে। তম্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলো নিম্নরূপ:

১. জবান দ্বারা দাওয়াত:

নবী করীম (দ:) সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় আবুবকর, খাদিজা ও আলী (রা:) সহ অন্যান্যদেরকে দাওয়াত প্রদান করেছেন। ফলে তাঁরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন।

২. শিক্ষার মাধ্যমে দা'ওয়াত:

উমর ইবনে খাত্তাব (রা:) এমনিভাবে কুরআন মজীদ শ্রবণ করে হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়েছেন। যখন তাঁর বোন ফাতেমা স্বীয় গৃহে স্বামী সাঈদ ইবনে জায়েদ এবং (ওস্তাদ) খাব্বাব ইবনে আর্‌তসহ কুরআন মজীদ শিখতে ছিলেন।

৩. এবাদাতের মাধ্যমে দা'য়ওয়াত:

মক্কা বিজয়ের পর মসজিদে হারামে হিন্দ বিনতে উতবা যখন মুসলিমদের সারিবদ্ধ ভাবে সালাত আদায় করতে দেখেন তখন তিনি তা দেখে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। অনুরূপভাবে সুমামা ইবনে উছাল (রা:) এবং অন্যান্য অনেকেই মসজিদে নববীতে ইবাদাত করতে দেখে প্রভাবিত হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন

৪. দান-খয়রাত ও সম্মান প্রদর্শনের দ্বারা দা'ওয়াত:

নবী করীম (দ:) মক্কা বিজয়ের বছরে ছাফওয়ান ইবনে উমাইয়া এবং মু'য়াবিয়াসহ অন্যান্যদের অর্থ-সম্পদ দান করেছিলেন ফলে তারা

ইসলাম গ্রহণ করেছিল। অনুরূপভাবে তিনি (দ:) একজন লোককে একপাল ছাগল দান করলে সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

৫. উত্তম চরিত্র, এহসান, অগ্রাধিকার, সহানুভূতি ও সত্যের মাধ্যমে দা'ওয়াত:

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝٤ ﴾ [القلم/٤].

"আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।" [সূরা কালাম:৪]

◆ মানব জাতিকে দাওয়াত করা উম্মতে মুহাম্মদীর প্রতি ওয়াজিব:

আল্লাহ তা'য়ালা এই উম্মতকে নবী ও রসূলদের দায়িত্ব-কর্তব্য অর্পণ করেছেন আর তা হলো: আল্লাহর দিকে সকল মানুষকে আহ্বান করা। আল্লাহ তা'য়ালা বিভিন্ন রাষ্ট্রের অনেক বান্দাদেরকে জীবিত রেখেছেন যাদের দাওয়াতী কার্যক্রম পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম তথা সকল প্রান্তে কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে।

নবী করীম (দ:) তাঁর সাহাবায়ে কেরামের মাঝে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় পরিশ্রম করেছেন এবং এতে দু'টি বিষয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে:

১. তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ।

২. তাঁরা জ্ঞাত ছিলেন যে, পর্যায়ক্রমে আগত দেশ-দেশান্তরে অবস্থিত বান্দাগণ এই উম্মতের দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনায় কেয়ামত পর্যন্ত দায়িত্বশীল। অতএব, একজন মুসলিম ব্যক্তিগত এবাদাত বর্জনের ক্ষেত্রে যেমন হিসাব-নিকাশের সম্মুখীন হবে তেমনিভাবে সামাজিক উদ্দেশ্য তথা দাওয়াত বর্জনের ক্ষেত্রেও হিসাব-নিকাশের সম্মুখীন হবে। পূর্ণভাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে আল্লাহ তা'য়ালা নবী (দ:)-এর মৃত্যু দান করেন।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۝١١٠ ﴾ آل عمران: ١١٠

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উত্থান ঘটান হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ করবে আর খারাপ কাজে বাঁধা দেবে এবং আল্লাহ তা'য়ালার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করবে।"
[সূরা আল-ইমরান: ১১০]

২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

﴿ وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٠٤ ﴾ آل عمران: ١٠٤

"তোমাদের মধ্য হতে এমন একটি দল থাকা আবশ্যক যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং ভাল কাজের নির্দেশ দেবে আর খারাপ কাজ হতে নিষেধ করবে। আর তারাই হলো সফলকাম।"
[আল-ইমরান: ১০৪]

৩ . আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

﴿ قُلۡ هَٰذِهِۦ سَبِيلِيٓ أَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيۖ وَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ١٠٨ ﴾ يوسف: ١٠٨

"বল, এটিই আমার পথ। আমি আল্লাহর দিকে বুঝে সুঝে দাওয়াত দেই এবং আমার অনুসারীরাও। আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।" [সূরা ইউসুফ: ১০৮]

◆ **জ্ঞান ও বিচক্ষণতা: ইহা তিন প্রকার:**

(ক) দাওয়াত প্রদানের আগে বিদ্যা অর্জন করা। (খ) কোমলতার সাথে দাওয়াত প্রদান করা। (গ) এবং দাওয়াত প্রদানের পর ধৈর্যধারণ করা।

◆ সাহাবায়ে কেরাম (রা:) নবী করীম (দ:)-এর নিকট হতে দাওয়াতের পদ্ধতি ও উপায় লাভ করেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরা (রা:) দাওয়াতের কার্যভার গ্রহণ করেন। এরপর তাঁরা তাদের আরাম-আয়েশ এবং কামনা-বাসনাকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন। আর তাঁদের জীবন, ধন-সম্পদ ও মুল্যবান সময়গুলো বিশ্বে দ্বীন ইসলাম প্রসারের কাজে ব্যয় করেছেন। ফলে আল্লাহ তা'য়ালার দিকে

আহ্বানকারীরা (**لا إلـهَ إلاَّ اللهُ**)-এ কালিমার বোঝা বহন করে চলেছে যাতে পূর্ব -পশ্চিম তথা সিরিয়া, ইরাক..., মিশর, উত্তর আফ্রিকা, রাশিয়া, ট্রান্স অক্সিয়ানাসহ অন্যান্য সকল জায়গার অধিবাসীগণ এই কালেমার অন্তর্ভুক্ত ও অধীন হয়ে যায়।

◆ এইসব রাষ্ট্রে বিজয় এসেছে, তাতে ইসলাম প্রসার লাভ করেছে, শিরকের বদলে তাওহীদ এসেছে এবং কুফরের বদলে এসেছে ঈমান। আর এতে আবির্ভাব ঘটেছে অনেক আলেম ও ধর্মপ্রচারক, এবাদত গুজার ও তাপস, সৎ ও মুজাহিদ ব্যক্তির যা প্রত্যেক মুসলিমের চক্ষুকে শীতল করে। তাঁরাই হলো যুগের শ্রেষ্ঠ মানব। আল্লাহ তা'য়ালা এঁদের উপর সন্তুষ্ট আর তাঁরাও আল্লাহকে পেয়ে সন্তুষ্ট। আল্লাহ তা'য়ালার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার পালনে তারাই সত্যবাদী।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾﴾ التوبة: ١٠٠

"আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মাঝে যারা পুরাতন এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কানন-কুঞ্জ তথা জান্নাতসমূহ। যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত প্রসবণসমূহ। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটাই হলো মহান সফলতা।"
[সূরা তাওবা: ১০০]

◆ **দ্বীনের আমল দুনিয়ার আমলের পূর্বে করা:**

নবী করীম (দ:) এবং তাঁর সাহাবীগণ (রা:) যখন বৈধ ও উপার্জনমূলক আদেশগুলোর উপর দাওয়াত ও প্রচেষ্টা মূলক আদেশাবলী পালনে প্রাধান্য দিয়েছেন তখন তাদের জীবনে ধন-সম্পদসহ অনেক কিছুই হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু এর বিনিময়ে ঈমান ও সৎকর্ম বৃদ্ধি পেয়েছে,

প্রকাশিত হয়েছে প্রকৃত ও আসল চরিত্র, সম্ভব হয়েছে অনেক বিজয় অর্জনের।

আর বর্তমান কালের অনেক মুসলিম যখন দাওয়াত ও প্রচেষ্টামূলক আদেশের উপর উপার্জনমূলক আদেশের প্রাধান্য দিয়েছে তখন ধন-সম্পদসহ অনেক কিছুই বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু এর বিনিময়ে ঈমান ও আমল হ্রাস পেয়েছে। অত:পর তাদের জীবনে দুটি বিষয়ের উদ্ভব ঘটেছে।

১. ইহুদিদের ন্যায় ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূত করণের গুরুত্ব।

২. খ্রীষ্টানদের ন্যায় কামনা-বাসনা মিটানোর গুরুত্ব।

সুতরাং, যখনই উদ্দেশ্যের পরিবর্তন ঘটেছে তখনই দুনিয়া ও শারীরিক স্বার্থ শক্তিশালী হয়েছে এবং দ্বীন ও আত্মার স্বার্থ দুর্বল হয়েছে। আর যত চেষ্টা-প্রচেষ্টা তা শুধুই দুনিয়ার জন্য হয়েছে -দ্বীনের জন্য নয়। আর দ্বীন ইসলাম এতিমের মত হয়েছে, যে এতিম মানুষের দারে দারে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু এমন কাউকেও সে পায় না যে তার জামিনদার বা দায়িত্বশীল হবে; কারণ দুনিয়ার কামনা-বাসনা নিয়ে তারা ব্যস্ত।

◆ কিয়ামত পর্যন্ত দ্বীন ইসলামের স্থায়িত্ব:

এই দ্বীন ইসলাম কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। মুহাম্মদ (দ:)-এর উম্মতের মধ্য হতে একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত দ্বীনের উপরে বিজয়ী থাকবে। এ ব্যাপারে রসূল (দ:)- এর বাণী:

عَنْ مُعَاوِيَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« لَا تَـــزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةً بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْـــرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ ». متفق عليه.

মু'য়াবিয়া (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ (দ:)কে বলতে শুনেছি: "আমার উম্মতের মধ্যে সর্বদা একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত

মানুষের উপর বিজয়ী থাকবে। যারা তাদের অপদস্ত কিংবা বিরোধিতা করার চেষ্টা করতে তারা কোন ক্ষতি করতে পারবে না ।”[১]

◆ আল্লাহর দিকে দা'ওয়াতের ফজিলত:

প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে ঈমান আনে, এবাদত সম্পাদন করে এবং আল্লাহর দিকে অন্যদেরকে ডাকে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে বিভিন্নভাবে সম্মানিত করেন। তিনি ঐ ব্যক্তিকে সম্মানিত করেন যার সম্মানিত হওয়ার কোন কারণ থাকে না। যেমন: বেলাল (রা:) ও সালমান ফারেসি (রা:)। আর তিনি দ্বীনের কার্যাবলীর প্রতি তার ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন যে ভালোবাসার টানে সে ইহা সম্পাদন করে এবং মানুষকে সে দিকে ডাকে। আবার আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টিরাজির অন্তরের মধ্যেও তার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর অদৃশ্য শক্তির দ্বারা তাকে সাহায্য করেন, দোয়া কবুল করেন, তার জন্য মানুষের অন্তরে শ্রদ্ধা সৃষ্টি করে দেন। আর তাকে ঐরূপ প্রতিদান দেবেন যে রূপ প্রতিদান দিবেন তার দা'ওয়াতে হেদায়েতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে। আরও তাকে সঠিক পথ ও হেদায়েতের উপরে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বলেন:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا وَقَالَ إِنَّنِى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾﴾ فصلت: ٣٣

“যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি একজন মুসলিম তথা আজ্ঞাবহ, তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার হতে পারে।” [হা-মী-ম সেজদাহ: ৩৩]

২. হাদীসে রসূল (দ:):

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا». أخرجه مسلم.

[১]. বুখারী হাঃ নং ৭১ ও মুসলিম ইমারাত পর্বে হাঃ নং ১০৩৭ শব্দ তারই

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (দ:) বলেন: "যে হেদায়েত বা সঠিক পথের দিকে মানুষকে আহ্বান করবে সে ঐ ব্যক্তিদের ন্যায় প্রতিদান ও সওয়াবপ্রাপ্ত হবে যারা তার ডাকে সাড়া দেয়ার ফলে হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়েছে। অথচ সাড়া দানকারীদের প্রাপ্ত প্রতিদান হতে একটুও কম করা হবে না। আর যে ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করবে সে তার আহ্বানে সকল ভ্রষ্টদের সমপরিমাণ একাই পাপি হবে। এতে কারো কোন পাপ কমানো হবে না।"[১]

৩. হাদীসে রসূল (দ:):

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ:« ...انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ، فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ ».متفق عليه.

সাহল ইবনে সা'দ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (দ:) আলী ইবনে আবি তালিবকে খয়বারের যুদ্ধের দিবসে বলেন: "তুমি খুব ধীর শান্তভাবে যাও, এমনকি তুমি তাদের আঙ্গিনায় যাবে অত:পর তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করবে এবং তাদের উপরে আল্লাহ তা'য়ালার যে হক বাস্তবায়ন ও পালন করা ওয়াজিব তা জানিয়ে দেবে। আল্লাহর কসম! যদি আল্লাহ তা'য়ালা তোমার মাধ্যমে একজন লোককেও হেদায়েত বা সঠিক পথ দেন তাহলে সেটা হবে তোমার জন্য লাল উটের চেয়েও উত্তম।"[২]

◆ আল্লাহর দিকে দা'ওয়াতের পন্থাসমূহ:

উম্মতের নারী-পুরুষ সকলের জ্ঞান ও শক্তি অনুযায়ী আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত করা ওয়াজিব। আর আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দুই পন্থায় হয়:

প্রথম পন্থা: নরমভাবে: ইহা হচ্ছে আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত হিকমত ও সুন্দর ওয়াজের দ্বারা এবং দলিল-প্রমাণাদি সুন্দর ও নরম পদ্ধতিতে

---

[১] .মুসলিম হাঃ নং ২৬৭৪

[২]. বুখারী হাঃ নং ৪২১০ ও মুসলিম হাঃ নং ২৪০৬

সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা। আর শুরু ও শেষে সর্বাবস্থায় এ পন্থা অবলম্বন করা উচিত।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾ ﴾[النحل/١٢٥].

"স্বীয় পালনকর্তার পথের প্রতি আহ্বান করুন হিকমত ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দযুক্ত পন্থায়। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছে।" [সূরা নাহ্ল:১২৫]

দ্বিতীয় পন্থা: শক্তি ও কঠিনভাবে দা'ওয়াত করা। আর তা হলো আল্লাহর রাহে জিহাদের মাধ্যমে। যখন কাফেররা দা'ওয়াত গ্রহণ করবে না তখন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের শক্তির পন্থা অবলম্বন করা নির্দিষ্ট হয়ে পড়বে। যতক্ষণ তারা একমাত্র আল্লাহর এবাদত এবং তাঁর দণ্ড-বিধি বাস্তবায় না করবে ততক্ষণ জিহাদ করতে হবে। আর এর ফলে আল্লাহর সমস্ত দ্বীন প্রতিষ্ঠিত এবং সকল প্রকার ফেতনা দূর হবে। জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দ্বারা হুজ্জত কায়েম ব্যতীত চলবে না।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ ٱنتَهَوْا۟ فَلَا عُدْوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٩٣﴾ ﴾[البقرة/١٩٣].

"আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অত:পর যদি তারা নিবৃত হয়ে যায়, তাহলে কারো প্রতি কোন জবদস্তি নেই, কিন্তু যারা জালেম (তাদের ব্যাপার আলাদা)।" [সূরা বাকারা:১৯৩]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلۡكُفَّارَ وَٱلۡمُنَٰفِقِينَ وَٱغۡلُظۡ عَلَيۡهِمۡۚ وَمَأۡوَىٰهُمۡ جَهَنَّمُۖ وَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ ٩﴾ [التحريم/٩].

"হে নবী! কাফের ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। সেটা কতই না নিকৃষ্ট স্থান।" [সূরা তাহরীম:৯]

◆ **আমলের ব্যাপারে মানুষের প্রকার:**

আমলের ব্যাপারে মানুষ দুই প্রকার:

(ক) যে দুনিয়া লাভের জন্য চেষ্টা করে অত:পর লাভের ফল ছেড়ে মারা যায়।

(খ) যে পরকাল লাভের জন্য চেষ্টা করে অত:পর ইহা অর্জনের পর মারা যায়। মুমিন তারাই যারা পরকাল লাভের জন্য চেষ্টা করে। এরা দু'প্রকার:

১. যে শুধুমাত্র এবাদত বন্দেগীতে নিয়োজিত থাকে অত:পর তার মৃত্যুর পর সব আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে সে তিন পদ্ধতিতে সওয়াব পেতে থাকবে যথা: (ক) সদ্‌কা জারিয়া। (খ) উপকারী ইলম তথা জ্ঞান। (গ) সৎ সন্তানাদি যারা তার জন্য দোয়া করবে।

২. যে ব্যক্তি এবাদত ও আল্লাহর দিকে আহ্বান করার কাজে নিয়োজিত থাকে এবং আল্লাহর কালেমাকে সুউচ্চে স্থাপনের জন্য চেষ্টা ও পরিশ্রম করে, তাহলে তার এসব আমলের ধারাবাহিকতা চলতেই থাকে এবং সওয়াবও পেতেই থাকে; কারণ প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যার কারণে অন্য কেউ হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়েছে কেয়ামত পর্যন্ত হেদায়েতপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনুরূপ সওয়াব বা প্রতিদান তিনিও পাবে।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿أَجَعَلۡتُمۡ سِقَايَةَ ٱلۡحَآجِّ وَعِمَارَةَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ كَمَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَجَٰهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۚ لَا يَسۡتَوُۥنَ عِندَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٩ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ أَعۡظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ

ٱلۡفَآئِزُونَ ٢٠ يُبَشِّرُهُمۡ رَبُّهُم بِرَحۡمَةٖ مِّنۡهُ وَرِضۡوَٰنٖ وَجَنَّٰتٖ لَّهُمۡ فِيهَا نَعِيمٞ مُّقِيمٌ ٢١ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًاۚ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجۡرٌ عَظِيمٞ ٢٢ ﴾ التوبة: ١٩ - ٢٢

"তোমরা কি হাজীদের পানি সরবরাহ ও মসজিদুল হারাম আবাদকরণকে সেই লোকের সমান মনে কর, যে ঈমান রাখে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি এবং যুদ্ধ করেছে আল্লাহর রাস্তায়, এরা আল্লাহর দৃষ্টিতে সমান নয়। আর আল্লাহ জালেম লোকদেরকে হেদায়েত করেন না। যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের জানমাল দিয়ে জিহাদ করেছে, তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহর কাছে আর তারাই যাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন তাদের পরওয়ারদেগার স্বীয় দয়া ও সন্তেষের এবং জান্নাতের, সেখানে আছে তাদের জন্য স্থায়ী শান্তি। তথায় তারা থাকবে চিরদিন। নি:সন্দেহে আল্লাহর কাছে আছে মহাপুরস্কার।" [সূরা তাওবা: ১৯-২২]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿وَمَنۡ أَحۡسَنُ قَوۡلٗا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ٣٣﴾ فصلت: ٣٣

"যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি একজন মুসলিম তথা আজ্ঞাবহ, তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার হতে পারে।" [হা-মী-ম সেজদাহ: ৩৩]

৫. আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত করার বিধান

◆ আল্লাহর দিকে দাওয়াতের গুরুত্বঃ

মহান আল্লাহ তা'য়ালা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে ইসলামের সকল বিধান সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করেছেন। আর বিষদ ব্যাখ্যা রসূলুল্লাহ (দ:) হাদীসে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু দাওয়াতের বিষয়টি অন্যান্য বিধানের চেয়ে ভিন্নতর। আল্লাহ তা'য়ালা এ বিষয়টিকে কুরআনের মধ্যে বিষদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমনটা নবীগণের এবাদতের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। না ইবরাহিম (আ:)-এর সালাত, না আদম (আ:)-এর হজ্ব, না দাউদ (আ:)-এর রোজা কোনটাই বিস্তারিত আলোচনা করেন নাই। তদ্রুভাবে কোন সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠাবান ব্যক্তির ঘটনাও বর্ণনা করেন নাই।

কিন্তু কুরআনে নবীগণের দাওয়াতের বিষয়টি বিষদভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমনঃ মূসা (আ:)-এর দাওয়াতের বিভিন্ন দিক বিভিন্ন আংগিকে কুরআনের ২৯ জায়গায় বর্ণনা করেছেন। সে হিসেবে নূহ, ইবরাহিম, মূসা, ঈসা, হুদ, সালেহ, শু'য়াইব, লূত, ইউসূফ (আলাইহিমুস সালাম)-এর দাওয়াতের বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন। কেননা, এ উম্মাত দাওয়াত ইলাল্লাহ'র দায়িত্বভার নিয়ে পৃথিবীতে তাঁর আগমন ও পদযাত্রা শুরু করেছে। আর পূর্বের সকল নবীগণই তাঁদের আদর্শ।

◆ দা'ওয়াত আরম্ভের সময়ঃ

প্রথম দিন থেকেই দা'ওয়াত আরম্ভঃ

ইসলামের বিধানগুলো অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুসলমানদের ঈমান গ্রহণ করা এবং তাদের উপর বিধান অবতীর্ণ হওয়া এ দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মাঝে দীর্ঘদিনের এক বিশাল ব্যবধান রয়েছে।

◆ অথচ ঈমান গ্রহণ করা এবং দাওয়াত দেয়া এ দুটি বিধানের মাঝে কোন প্রকার ব্যবধান পরিলক্ষিত হয় না; কারণ এ উম্মাত পূর্বেকার নবীগণের ন্যায় দাওয়াতের এক গুরুত্বপূর্ণ মিশন নিয়ে এ ধরাতে আগমন করেছে। প্রত্যেক নবীগণ ঈমান আনার পর তাদের অনুসারীদের ধর্মের বিধান শিক্ষা দিতেন। কিন্তু আমাদের প্রিয় নবীর

ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন দেখা যায়। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে নবুয়াতের দায়িত্বভার দিয়ে ভূষিত করার পর তাঁর উম্মাতকে ঈমান আনার সাথে সাথে দাওয়াত ইলাল্লাহ'র প্রশিক্ষণ দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। অত:পর মদীনায় ইসলামের অন্যান্য বিধি-বিধান গুলো শিক্ষা দেন। কেননা এ প্রেরিত উম্মত পৃথিবীতে দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে নবীদের মত।

◆ আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত করার বিধান:

আল্লাহ তা'য়ালা এ উম্মাতকে সকল উম্মাতদের মধ্য থেকে নির্বাচন করেছেন। আর এ দ্বীন ও দাওয়াত ইলাল্লাহ এ দুটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে সম্মানিত করেছেন। তাই প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর তাঁর শক্তি সামর্থ্য ও জ্ঞান অনুসারে দাওয়াত ইলাল্লাহর কাজে আত্মনিয়োগ এক অপরিহার্য দায়িত্ব।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى ۖ وَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٨﴾ ﴾ يوسف: ١٠٨

"(হে হাবীব) তুমি বল, এই হচ্ছে আমার পথ; আমি মানুষদের আল্লাহর দিকে আহ্বান করি পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান ও সচেতনতার সাথে, আমি ও আমার অনুসারীরা, আল্লাহ সুমহান পবিত্র এবং আমি কখনো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।" [সূরা ইউসুফ:১০৮]

দাওয়াত সম্পর্কে কুরআনের এ আয়াত খুবই ব্যাপক; কারণ দাওয়াতের কোন সময় উল্লেখ করা হয় নাই, তাই রাত্র-দিন সর্বাবস্থায় দাওয়াতের সময়। কোন স্থান উল্লেখ করা হয় নাই, তাই পূর্ব মেরু হতে পশ্চিম মেরু, দক্ষিণ মেরু হতে উত্তর মেরু পুরোটাই দাওয়াতের ক্ষেত্র। কোন বংশ উল্লেখ করা হয় নাই, তাই আরব, অনারব সকলেই তার অন্ত র্ভুক্ত। কোন স্তর ও শ্রেণী বিন্যাস করা হয় নাই, তাই মুনিব-দাস, ধনী-গরিব সবাই তার অন্তর্ভুক্ত। কোন বর্ণ উল্লেখ করা হয় নাই, তাই সাদা কালো সকলেই অন্তর্ভুক্ত। অতএব, দাওয়াত ইলাল্লাহ তথা আল্লাহর দিকে দাওয়াত সকল মুমিন-মুসলিমের এক অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য।

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ هَٰذَا بَلَٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا۟ بِهِۦ وَلِيَعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٥٢﴾ ﴾ إبراهيم: ٥٢

"এ (কুরআন) হচ্ছে মানুষের এক মহাপয়গাম, যাতে করে এ গ্রন্থ দিয়ে (পরকালীন আজাবের ব্যাপারে) তাদের সতর্ক করে দেয়া যায়, তারা যেন (এর মাধ্যমে) এও জানতে পারে, তিনিই একমাত্র মাবুদ, (সর্বোপরি) বোধশক্তি পূর্ণ ব্যক্তিরা যাতে করে (এর দ্বারা) উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।" [সূরা ইবরাহিম: ৫২]

৩. মহানবী (দ:) বিদায় হজ্বের ভাষণে আরব-অনারব, নারী-পুরুষ ধনী-গরিব, রাজা-প্রজা সকল মুমিনদের উদ্দেশ্যে বলেন:

« لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ ». متفق عليه.

"উপস্থিত ব্যক্তিদের উচিৎ অনুপস্থিত ব্যক্তিদের নিকট (এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো) পৌঁছানো। কেননা, হতে পারে উপস্থিত ব্যক্তি এমন ব্যক্তির নিকট বাণী পৌঁছাবে যে তার চেয়েও অধিক সংরক্ষণকারী হবে।"[১]

৪. হাদীসে রসূল (দ:):

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». أخرجه البخاري.

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [ﷺ] থেকে বর্ণিত নবী [ﷺ] বলেন:"একটি আয়াত হলেও আমার থেকে বর্ণনা কর। আর বনি ইসরাঈলদের থেকে ইসরালিয়াত তথা তওরাত ও ইঞ্জিলের বর্ণানাগুলো বর্ণনা কর তাতে কোন অসুবিধা নেয়। আর যে স্বেচ্ছায় আমার প্রতি মিথ্যারোপ করে সে তার ঠিকানা জাহান্নামে বানায় নেয়।"[২]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৬৭৯

[২]. বুখারী হাঃ নং ৩৪৬১

৫. আল্লাহর কালেমা তাওহীদ উড্ডিন ও প্রচার-প্রসার করার মাধ্যমে মানব জীবনে অর্জন হতে পারে হেদায়েতের মত অমূল্য নিয়ামত।
আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٦٩ ﴾ العنكبوت: ٦٩

"যারা আমার পথে জিহাদ করে আমি অবশ্যই তাদের আমার পথে পরিচালিত করবো। নি:সন্দেহে আল্লাহ সৎব্যক্তিদের সাথে রয়েছেন।" [সূরা আনকাবুত: ৬৯]

◆ **সাধনার হকিকত:**

মানব জীবনে আল্লাহর জন্য সাধনা ও প্রচেষ্টা প্রকৃত রূপ তখনই উদ্ভাসিত হয়, যখন মানুষের সকল প্রকার কাজ এবং প্রতিটি বস্তু তারই উদ্দেশ্যে বিসর্জিত হয় এবং এ নীতির উপর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অবিচল থাকে। আল্লাহ তা'য়ালার ধন-ভাণ্ডারে সবচেয়ে মুল্যবান বস্তু হেদায়েত। কিন্তু তাঁর এ অমূল্য সম্পদ সৃষ্টির সল্প সংখ্যক লোকদের অর্জন হয়। যারা এ দূর্লভ বস্তু অনুসন্ধান করে এবং তা সাধিত হওয়ার জন্য নির্লস প্রচেষ্টা চালায় তারাই হল মুমিন। তাই আল্লাহ তা'য়ালা প্রতিদিন ফরজ সালাতে সে হেদায়েত তালাশ করার জন্য ১৭বার নির্দেশ দিয়েছেন।
আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ٦ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ٧ ﴾ الفاتحة: ٦ - ٧

"তুমি আমাদের (সরল ও) অবিচল পথটি দেখিয়ে দাও। (তাদের পথ) যাদের ওপর তুমি অনুগ্রহ করেছ। তাদের পথ নয়, যারা গজবপ্রাপ্ত (ইহুদি) এবং যারা পথভ্রষ্ট (খ্রীষ্টান)।" [সূরা ফাতিহা: ৬-৭]

◆ **আল্লাহর কালেমা তাওহীদকে উড্ডিন করার প্রচেষ্টা:**

আল্লাহর কালেমা তাওহীদকে উড্ডিন করার প্রচেষ্টার তিনটি পর্যায় রয়েছে:
১. অমুসলিমদের হেদায়েতের আশায় দাওয়াত ও প্রচেষ্টা।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۚ بَلْ هُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣﴾ ﴾ السجدة: ٣

"তারা কি একথা বলতে চায়, এ কিতাবটা (কোন ব্যক্তি) রচনা করে নিয়েছে? (না) বরং এ হচ্ছে তোমাদের মালিকের কাছ থেকে (নাজিল করা) একটি সত্য (কেতাব, আমি এটা এজন্য নাজিল করেছি) যাতে করে এ দ্বারা তুমি এক জাতিকে (জাহান্নাম থেকে) সাবধান করে দিতে পার, যাদের কাছে (নিকট অতীতে) তোমার আগে কোন সতর্ককারী আসেনি; সম্ভবত তারা হেদায়েতলাভ করতে পারে।" [সূরা সাজদাহ: ৩]

২. পাপি ও অবাধ্যদের অনুগত করা, অমনযোগী ও অসতর্কদের স্বরণ করিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে দাওয়াত ও প্রচেষ্টা।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ ﴾ آل عمران: ١٠٤

"তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল থাকা উচিৎ, যারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে ডাকবে, সত্য ও ন্যায়ের আদেশ দেবে, আর অসত্য ও অন্যায় কাজ থেকে (তাদের) বিরত রাখবে: (অত:পর যারা এ দলে শামিল হবে) সত্যিকার অর্থে তারাই সাফল্য মণ্ডিত হবে।

[সূরা আল ইমরান: ১০৪]

৩. সৎ মানুষকে একজন সংস্কারক হিসাবে এবং নিজে স্মরণকারীকে অন্যাকে স্মরণকারী হিসাবে তৈরীর জন্যে দাওয়াত ও প্রচেষ্টা।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ وَٱلْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِى خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ ﴿٣﴾ ﴾ العصر: ١ - ٣

"সময়ের শপথ! নিশ্চয় সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে এবং একে অপরকে সত্যের ও ধৈর্যধারণ করার উপদেশ দেয়।" [সূরা আসর: ১-৩]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

﴿ فَذَكِّرۡ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكۡرَىٰ ٩ ﴾ الأعلى: ٩

"উপদেশ ফলপ্রসূ হলে উপদেশ দান করুন।" [সূরা আ'লা: ৯]

◆ সাহাবায়ে কেরাম (রা:) যখন দাওয়াতের গুরুত্ব ও ফজিলতের প্রয়োজনীয়তার অনুভব করেন সাথে সাথে দাওয়াত ও শিক্ষা-দিক্ষার কাজে প্রতিযোগীতার মাধ্যমে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। তাইতো দেখা যায় বিশ্বব্যাপী দাওয়াতের বিস্তৃতি ঘটাতে তাঁরা অকালান্ত পরিশ্রম ও যুদ্ধের মাধ্যমে নিজেদের জানমাল বিসর্জন দিয়ে প্রতিযোগীতা করেছেন। তাঁরা মানুষদেরকে আল্লাহর পথে প্রজ্ঞা ও কোমল আচরণের মাধ্যমে আহ্বান করতেন। তাদের হৃদয়ে ছিল সহানুভূতি ও সহমর্মিতার এক বিশাল সমুদ্র; যার প্রমাণ হাদীস ও ইতিহাসের গ্রন্থে বিদ্যমান।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ ١٢٥ ﴾ النحل: ١٢٥

"(হে নবী) তুমি তোমার প্রতিপালকের পথে (মানুষদের) প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দ্বারা আহ্বান কর, (কখনো তর্কে যেতে হলে) তুমি এমন এক পদ্ধতিতে যুক্তি তর্ক করো যা সবচাইতে উৎকৃষ্ট পন্থা; নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক (এটা) ভাল করেই জানেন যে, কে তাঁর পথ থেকে বিপদগামী হয়ে গেছে, (আবার) যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে রয়েছে তিনি তাঁর সম্পর্কেও সবিশেষ অবহিত আছেন।" [সূরা নাহল:১২৫]

◆ **আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত করা ওয়াজিব:**

প্রত্যেকের জ্ঞান ও শক্তি হিসেবে আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত করা ওয়াজিব। মুসলমানরা দুই প্রকার:

১. আলেম ব্যক্তি যিনি নিজে সত্য প্রকাশ করতে সক্ষম। তিনি মানুষকে সত্যের আনুগত্য করার জন্যে দা'ওয়াত করবেন। যেমন আলে ফেরাউনের মুমিন ব্যক্তি বলেছিল।

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِيٓ ءَامَنَ يَٰقَوۡمِ ٱتَّبِعُونِ أَهۡدِكُمۡ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ٣٨ يَٰقَوۡمِ إِنَّمَا هَٰذِهِ ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَا مَتَٰعٞ وَإِنَّ ٱلۡأٓخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلۡقَرَارِ ٣٩ ﴾ [غافر/ ٣٨-٣٩].

"মুমিন লোকটি বলল: হে আমার জাতি, তোমরা আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করব। হে আমার জাতি, পার্থিব এ জীবন তো কেবল উপভোগের বস্তু, আর পরকাল হচ্ছে স্থায়ী বসবাসের গৃহ।" [সূরা মুমিন: ৩৮-৩৯]

২. মুসলিম কিন্তু আলেম নয়। এ ব্যক্তি মানুষকে দা'ওয়াত করবে রসূল ও আলেমদের আনুগত্যের জন্যে। যেমন ইয়াসীনের সাথী সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَجَآءَ مِنۡ أَقۡصَا ٱلۡمَدِينَةِ رَجُلٞ يَسۡعَىٰ قَالَ يَٰقَوۡمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلۡمُرۡسَلِينَ ٢٠ ٱتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسۡـَٔلُكُمۡ أَجۡرٗا وَهُم مُّهۡتَدُونَ ٢١ ﴾ [يس/ ٢٠-٢١].

"অত:পর শহরের প্রান্তভাগ থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এল। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায় তোমরা রসূলগণের অনুসরণ কর। অনুসরণ কর তাদের, যারা তোমাদের কাছে কোন বিনিময় কামনা করে না, অথচ তারা সুপথপ্রাপ্ত।" [সূরা ইয়াসীন:২০-২১]

প্রত্যেকে আল্লাহর দিকে দা'ওয়াতের কাজ করবে; যাতে করে কোন শরিক ছাড়াই একমাত্র আল্লাহর এবাদত প্রতিষ্ঠিত হয়। আলেম তথা জ্ঞানী ব্যক্তি নিজেই সত্য প্রকাশ করবেন এবং যে আলেম না তিনি মানুষকে আলেমদের কথা মানার জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান করবেন; কারণ তাঁরা আল্লাহ সম্পর্কে সবচেয়ে অধিক অবগত।

◆ মুসলিম উম্মার দায়িত্ব:

আল্লাহর প্রতি আহ্বান করা উম্মতে মুহাম্মদীর নৈতিক দায়িত্ব। প্রক্ষান্তরে দৈনন্দিন মানবিক সমস্যার সমাধান তথা ফতোয়া দান

সকলের উপর ওয়াজিব নয়, বরং যারা শরিয়তের বিধান সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল ও অভিজ্ঞ একমাত্র তারাই ফতোয়া দিবেন। আর যারা শরীয়তের বিধান সম্পর্কে অনবিজ্ঞ তারা জনগণের প্রশ্নের উত্তরে অবিজ্ঞ পণ্ডিত ও বিজ্ঞ আলেম যাদের ফিকাহ শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান, তিক্ষ্ণ বিবেচনা ও প্রখর ধী-শক্তি রয়েছে তাদের নিকট যাওয়ার ব্যাপারে পরামর্শ দিবে। তাইতো সাহাবীদের জীবনে দেখা যায় যে, ফতোয়া প্রদানকারী সাহাবীদের সংখ্যা ছিল হাতে গণা কয়েকজন মাত্র। যেমন : মু'য়ায ইবনে জাবাল (রা:), আলী (রা:), জায়েদ ইবনে সাবেত (রা:), ইবনে আব্বাস (রা:) সহ আরো কয়েকজন সাহাবী ফতোয়া প্রদানে নিয়োজীত ছিলেন। আর অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম (রা:) ফতোয়া প্রদানের বিষয় থেকে এড়িয়ে থাকার চেষ্টা করতেন। এ থেকে প্রতিয়মান হয় যে, সাহাবাদের জীবদ্দশায় ফতোয়া প্রদান সকলের জন্য বৈধ ছিল না। কিন্তু দাওয়াতের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। বরং ইহা সকলের জন্য তার জ্ঞান ও যোগ্যতা অনুসারে ওয়াজিব। সুতরাং, আলেম ও ফিকাহ বিশারদগণ তারাই ফতোয়া দানে উপযুক্ত। তাইতো আল্লাহ তা'য়ালা অজানা বিষয় জ্ঞানী ও বিজ্ঞদের জিজ্ঞাসা করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ فَسْـَٔلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ النحل: ٤٣

"অতএব, যদি তোমরা না জানো তাহলে আহলুযযিক্র (কুরআন-সুন্নাহর সঠিক জ্ঞানের অধিকারীদের) জিজ্ঞাস কর।" [সূরা নাহল: ৪৩]

দাওয়াত প্রদান, সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখা সকল জন-সাধারণের নৈতিক দায়িত্ব। তাই সকলকে তার জ্ঞান, সাধ্য-সামর্থ্য ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে দাওয়াতের কাজে অংশ গ্রহণ করা জরুরি। তাইতো রসূলুল্লাহ (দ:)-এর অনুসারীগণ সালাত, জাকাত, রোজাসহ শরিয়তের অন্যান্য বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব থেকে প্রথম দিন হতেই পথহারা মানুষদেরকে আল্লাহর প্রতি দাওয়াত ও আহবানের কাজে রত ছিলেন।

মূলত: উম্মতে মুহাম্মদীর মেজাজ ও মন মানসিকতা এমন হওয়া উচিৎ যে, আল্লাহর কালেমাকে উড্ডিন করার জন্যে কোরবানি ও প্ররিশ্রম করা এবং অধিক আমল নয় বরং সঠিক আমলই করাই একমাত্র তাদের কাম্য হওয়া।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى ۖ وَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٨ ﴾ يوسف: ١٠٨

"(হে হাবীব) তুমি বলে দাও, এ হচ্ছে আমার পথ, আমি মানুষদের আল্লাহর দিকে আহ্বান করি; আমি ও আমার অনুসারীরা পূর্ণ সচেতনতার সাথেই (এ পথে) আহ্বান জানাই; আল্লাহ তা'য়ালা মহান, পবিত্র এবং আমি কখনও মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।"
[সূরা ইউসুফ: ১০৮]

২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١ ﴾ التوبة: ٧١

"আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা হচ্ছে একে অপরের বন্ধু। এরা (অন্য মানুষকে) ন্যায় কাজের আদেশ দেয়, অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে, তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে, জাকাত আদায় করে, (জীবনের সব কাজে) আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রসূল (দ:)-এর (বিধান) অনুসরণ করে। এরাই হচ্ছে সেসব মানুষ; যাদের উপর আল্লাহ তা'য়ালা অচিরেই তাঁর রহমত নাজিল করবেন; আল্লাহ তা'য়ালা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান।" [সূরা তাওবা: ৭১]

◆ আল্লাহর পথে দা'ওয়াত ত্যাগের শাস্তি:

১. উম্মতের জীবন থেকে সর্বপ্রথম যে জিনিসটি বের হয়ে গেছে তা হলো: আল্লাহর প্রতি আহবানের প্রবল ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা। অত:পর বের

হয়ে গেছে জীবনের সর্বোচ্চ বিসর্জনের মন-মানসিকতা। এরপর বের হয়ে গেছে সরল জীবন যাপন। ইসলামের শত্রুরা মুসলমানদের এ বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের প্রাণপন প্রচেষ্টা চালিয়ে তাদের জঘন্য লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে। যার প্রেক্ষিতে মানুষের সামাজিক অবস্থার চরম অবক্ষয় ঘটেছে। যার কারণে মানুষের চেষ্টা এবং সকল বিসর্জন একমাত্র পার্থিব জীবনের স্বাচ্ছন্দ ও বিলাসিতার জন্যে ব্যয় হচ্ছে এবং মানুষ আনন্দে বসবাস করার জন্যে সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যার কারণে মানুষ ব্যভিচার-মদ্যপান করাকে খারাপ মনে করলেও দাওয়াত পরিহার করার মত অপরাধকে সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছে।

২. এবাদত এবং দাওয়াত রসূল (দ:) ও তাঁর সাহাবাদের জীবদ্দশায় প্রতিটি মানুষের এক অপরিহার্য দায়িত্ব বলে বিবেচিত হত। কিন্তু যুগের আবর্তন ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এবাদতকে দায়িত্ব মনে করলেও দাওয়াতকে এক শ্রেণীর লোকদের জন্যে বিশেষ করে নির্দিষ্ট মনে করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে একটা বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, প্রথম যুগের লোকেরা যে কার্যসাধন করে সফলতা অর্জন করেছে পরবর্তী লোকের সফলতা সম্পূর্ণভাবে তার উপরেই নির্ভর করে।

◆ সৎকর্মের আদেশ ও অসৎকর্মের নিষেধের হিকমত:

সৎকর্মের আদেশ ও অসৎকর্মের নিষেধের তিনটি হিকমত:

প্রথম হিকমত: যার ওয়াজ করা হয় তা দ্বারা উপকৃত হওয়ার আশা। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾ ﴾ [الذاريات/٥٥].

"এবং বোঝাতে থাকুন; কেননা, বোঝানো মুমিনদের উপকারে আসবে।" [সূরা যারিয়াত:৫৫]

দ্বিতীয় হিকমত: অবহেলা যা শাস্তির কারণ তা থেকে বাঁচার উপায়।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟ يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُوا۟ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ

لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾ [المائدة/٧٨-٧٩].

"বনি ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফের, তাদেরকে দাঊদ ও মরিয়মের ছেলে ঈসার মুখে অভিশাপ করা হয়েছে। এটা এ কারণে যে, তারা অবাধ্যতা করত এবং সীমালজ্ঘন করত। তারা পরস্পরকে মন্দ কাজে নিষেধ করত না, যা তারা করত। তারা যা করত তা অবশ্যই মন্দ ছিল।" [সূরা মায়েদা:৭৮-৭৯]

﴿وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٦٤﴾﴾ [الأعراف/١٦٤].

"আর যখন তাদের মধ্য থেকে এক সম্প্রদয় বলল, কেন সে লোকদের সদুপদেশ দিচ্ছেন, যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিতে চান কিংবা আজাব দিতে চান–কঠিন আজাব? সে বলল, তোমাদের পালনকর্তার সামনে দোষ ফুরাবার জন্য এবং এজন্য যেন তারা ভীত হয়।" [সূরা আ'রাফ:১৬৪]

তৃতীয় হিকমত: আল্লাহর রসূলগণের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে সৎকর্মের আদেশ ও অসৎকর্মের নিষেধ করে হুজ্জত কায়েম করা। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾﴾ [النساء/١٦٥].

"সুসংবাদদাতা ও ভীতি–প্রদর্শনকারী রসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রসূলগণের পরে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করার মত কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে। আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশীল, প্রাজ্ঞ।" [সূরা নিসা:১৬৫]

◆ **মুসলিম নর-নারীর প্রতি ওয়াজিব:**

মুসলিম নর-নারীর প্রতি দু'টি ওয়াজিব তথা অপরিহার্য করণীয়:

প্রথম ওয়াজিব: দ্বীন ইসলাম দ্বারা কোন শরিক ছাড়া এমাত্র আল্লাহর এবাদত করা এবং আল্লাহ ও রসূল (দ:)-এর আনুগত্য করা। এ ছাড়া

আল্লাহর নির্দেশিত বিধানগুলো বাস্তবায়ন করা এবং নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ পরিহার করা।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ ﴾ النساء: ٣٦

"তোমরা এক আল্লাহ তা'য়ালার এবাদত কর এবং কোন কিছুকে তাঁর সাথে শরিক কর না।" [সূরা নিসা: ৩৬]

২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَوَلَّوۡاْ عَنۡهُ وَأَنتُمۡ تَسۡمَعُونَ ٢٠ ﴾ الأنفال: ٢٠

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর এবং শোনার পর কখনো তা থেকে বিমুখ হয়ো না।" [সূরা আনফাল:২০]

দ্বিতীয় ওয়াজিব: আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহ্বান করা, সৎকর্মের আদেশ দেয়া এবং অসৎকাজ হতে বিরত রাখা।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٠٤ ﴾ آل عمران: ١٠٤

"তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে ডাকবে সত্য ও ন্যায়ের আদেশ দিবে আর অসত্য ও অন্যায় কাজ থেকে (তাদের) বিরত রাখবে; অত:পর যারা এ দলে শামিল হবে সত্যিকার অর্থে তারাই সাফল্য মণ্ডিত হবে।
[সূরা আল-ইমরান: ১০৪]

২. হাদীসে রসূল (দ:):

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً ..» أخرجه البخاري.

"রসূলুল্লাহ (দ:) বলেন:"তোমরা আমার পক্ষ হতে একটি আয়াত হলেও তা পৌঁছিয়ে দাও।"[1]

[1]. বুখারী হাঃ নং ৩৪৬১

৩. আরো হাদীসে রসূল (দ:):

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخدري ﷺ قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ ». أخرجه مسلم.

আবু সাঈদ খুদরী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (দ:)কে বলতে শুনেছি:"তোমাদের যে কেউ কোন ঘৃণকাজ দেখবে তার উচিৎ হাত দ্বারা প্রতিহত করা; আর যদি তা অসম্ভব হয়ে পড়ে তবে মুখ দ্বারা প্রতিবাদ করবে; আর তাও অসম্ভব হলে মনে মনে তা ঘৃণা করবে। আর এটাই হল দুর্বল ঈমান।"[১]

◆ **শরিয়তে লোকসানের ফিকাহ–সূক্ষ্ম বুঝ:**

শরিয়তে লোকসান হলো: মানুষ তার প্রতিপালকের নিকট থেকে যে অংশ প্রাপ্য সে ব্যাপারে প্রতারণা করা। আর ইহাই হলো সুস্পষ্ট লোকসান। অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তাকে হারালো, তার দ্বীন হারালো, তার সময় নিবষ্ট করল, তার বয়সকে নি:শেষ করল, জান্নাত হতে মাহরুম হলো এর চাইতে কঠিন লোকসানকারী আর কিছুই নেই।

প্রতিটি মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতে লোকসানকারী, তবে যার মাঝে চারটি গুণ রয়েছে সে ব্যতিরেকে: আল্লাহর প্রতি ঈমান, সৎকর্ম, আপোসে একে অন্যকে সত্যের অসিয়ত এবং আপোসে একে অন্যকে ধৈর্যের অসিয়ত।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿وَٱلۡعَصۡرِ ۝١ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ ۝٢ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ ۝٣﴾ [العصر/١-٣].

"কসম যুগের, নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকিদ করে সত্যের এবং তাকিদ করে সবুরের।" [সূরা আসর:১-৩]

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৪৯

আর আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে দুনিয়াতে এক বিশাল পুঁজি দান করেছেন। আর তা হলো মানুষের রাত-দিনের সম্মিলিত বয়স। আল্লাহ মানুষকে এ পুঁজি দ্বারা ব্যবসা করার জন্যে নির্দেশ করেছেন; যাতে করে দুনিয়া ও আখেরাতে সুখী হতে পারে।

এ ব্যালেন্সকে পরিচালনার ব্যাপারে মানুষ দুই প্রকার:

১. বিবেকবান ব্যক্তি: যে এ ব্যালেন্সকে পরিচালনা করে তার পালনকর্তার সাথে ব্যবসা করে। যিনি প্রতিটি আমলের দশগুণ থেকে সাতশ প্রর্যন্ত দান করেন। এমনকি এতো সওয়াব দান করেন যা তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। সে তার সময়কে একবার এবাদতে, একবার দা'ওয়াতে, একবার পাঠ দানে, একবার সংস্কার ও এহসানে কাজে লাগাই।

২. আহমক ও নির্বোধ: যে এ ব্যালেন্স নিয়ে খেল-তামাশা করে। তাই তো সে তার মূল্যবান সময় বিনষ্ট করে আল্লাহর অসন্তুষ্টিতে।

◆ সময় হতে উপকৃত হওয়ার ফিকাহ—সূক্ষ্ম বুঝ:

আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে ঘোষণা করেছেন, তিনি মুমিনের জানমাল জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করেছেন। তাই সময় ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রতিটা মুসলমানের সে পন্থা অবলম্বন করা উচিৎ, যে পন্থা অবলম্বন করেছেন রসূলুল্লাহ (দ:)। একজন মুসলিম তার প্রতি আল্লাহর ফরজগুলো আদায় করবে এবং প্রতিদিন সর্বঅবস্থাতে মহান আল্লাহর নির্দেশাবলি বাস্তবায়ন করবে। যেমন: ওযুর সময়, পানাহারের সময়, ঘুমানোর সময়সহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। আর কিছু সময় রুজি উপার্জন ও জীবিকার জন্য ব্যয় করবে। আর অধিকাংশ সময় পথহারা মানুষদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করবে যাতে করে মানুষ আল্লাহর দাসত্ব স্বীকার করার পাশাপাশি আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় মেনে নিতে সক্ষম হয়।

প্রক্ষান্তরে যখন অবসর পাবে অথবা মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করা সহজ না হবে তখন জ্ঞানার্জন করবে অথবা অন্য মুসলিমকে দ্বীনের বিধি-বিধান শিক্ষা দেয়ার কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করবে। তাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে মুসলিম ভাইদের খিদমতে ও তাদের প্রয়োজন পূরণে এবং সৎ ও পূণ্যের কাজে সাহায্য-সহযোগীতা করবে। তাও যদি

সম্ভব না হয় তাহলে নফল এবাদত যেমন: অনির্দিষ্ট সুন্নতসমূহ, কুরআন তেলাওয়াত ও জিকিরসহ আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনকারী সৎকর্মে নিজেকে নিয়োজিত রাখবে।

◆ আহ্বানকৃতদের প্রকার ও তাদের দাওয়াতের পদ্ধতি:

মানুষ বিভিন্ন প্রকার। তাই মানুষের প্রকার ও তাদের অনুভব-ক্ষমতা ও কর্মের পার্থক্যের কারণে দাওয়াতের হুকুমও বিভিন্ন প্রকার হবে। যেমন:

১. যাদের ঈমানে ত্রুটি আছে এবং বিধি-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ:

এ শ্রেণীর লোকদের আচরণগত আঘাতে দাঈ তথা আহ্বানকারীকে ধৈর্যধারণ করতে হবে, তাদেরকে পূর্ণ মহব্বত ও কমলভাবে শিক্ষা দিতে হবে এবং সহানুভূতির সঙ্গে নির্দেশনা করতে হবে। যেমন আচরণ করেছিলেন রসূল (দ:) একজন বেদুঈনের সাথে।

عن أَنَس بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْ مَهْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« لَا تُزْرِمُوهُ دَعُوهُ » فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ:« إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ». قَالَ:فَأَمَرَ رَجُلًا مِنْ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ. متفق عليه.

আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা রসূল (দ:)-এর সাথে বসে ছিলাম। এমন সময় এক বেদুঈন এসে উপস্থিত হল এবং মসজিদে পেশাব করতে শুরু করল। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম বলে উঠলেন: থাম! থাম! আনাস (রা:) বলেন: রসূলুল্লাহ (দ:) (লোকটিকে কিছু না বলে) সাহাবাদের বললেন:"তোমরা তাকে বাঁধা দিও না, তাকে তার কাজ করতে দাও" সাহাবায়ে কেরাম তাকে ছেড়ে দিলেন, লোকটি পেশাব করল। পরক্ষণে রসূলুল্লাহ (দ:) তাকে ডেকে বললেন: "নিশ্চয়ই

এ মসজিদ মল-মূত্র ত্যাগের স্থান নয় বরং ইহা আল্লাহর জিকির, সালাত আদায় ও কুরআন তেলাওয়াতের স্থান।" এরপর রসূলুল্লাহ (দ:) সবার মাঝ থেকে একজন ব্যক্তিকে পানি আনার নির্দেশ করলেন। সে লোকটি এক বালতি পানি এনে পেশাবের উপর ঢেলে দিলেন।"[১]

২. যাদের ঈমানে দুর্বলতা রয়েছে কিন্তু দ্বীনের আহকাম সম্পর্কে জ্ঞাত:

এ শ্রেণীর লোকদের হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে দাওয়াত দিতে হবে এবং তাদের জন্য দোয়া করতে হবে, যাতে করে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় ও মহান প্রতিপালকের আনুগত্য করে এবং পাপ থেকে আল্লাহর নিকট তওবা করে।

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﷺ قَالَ: إِنَّ فَتًى شَابًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَــا رَسُولَ اللَّهِ! ائْذَنْ لِي بِالزِّنَا؛ فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ، فَزَجَرُوهُ قَالُوا: مَهْ ! مَهْ ! فَقَالَ:« ادْنُهْ». فَدَنَا مِنْهُ قَرِيبًا قَالَ: فَجَلَسَ قَالَ:« أَتُحِبُّهُ لِأُمِّكَ ؟ » قَالَ: لَا، وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ. قَالَ:« وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ». قَالَ:« أَفَتُحِبُّهُ لِابْنَتِكَ؟». قَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ. قَالَ:« وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَــاتِهِمْ» قَالَ: « أَفَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ ؟ » قَالَ: لَا، وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ. قَالَ:« وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ». قَالَ:« أَفَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ ؟» قَالَ: لَا، وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ. قَالَ:« وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ». قَالَ:« أَفَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ ؟ » قَالَ: لَا، وَاللَّــهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ. قَالَ:« وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِمْ ». قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ:« اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ، وَطَهِّرْ قَلْبَهُ، وَحَصِّنْ فَرْجَهُ.» فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ . أخرجه أحمد والطبراني.

আবু উমামা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: একজন যুবক রসূলুল্লাহ (দ:)-এর কাছে এসে বলল: হে আল্লাহর রসূল (দ:)! আমাকে জেনা-ব্যভিচার করার অনুমতি দিন। একথা শুনা মাত্রই উপস্থিত জনগণ তার

[১]. বুখারী হাঃ নং ২১৯ ও মুসলিম হাঃ নং ২৮৫ শব্দ তারই

দিকে মার মুখি হয়ে তাকে ধমক দিয়ে বলল: থাম, থাম। রসূলুল্লাহ (দ:) বললেন: "তাকে কাছে নিয়ে এস।" যুবকটি রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নিকটে বসলো। রসূলুল্লাহ (দ:) তাকে বললেন:"তুমি কি তোমার মায়ের সাথে এ ধরনের কাজ করা পছন্দ কর? উত্তরে যুবকটি আল্লাহর শপথ করে বলল: না, আমি তা কখনো পছন্দ করি না, আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন। রসূলুল্লাহ (দ:) যুবকটিকে বললেন:"এ ধরনের কাজ কোন মানুষই তাদের মায়েদের জন্য পছন্দ করে না।" রসূলুল্লাহ (দ:) যুবকটিকে আবারও জিজ্ঞাসা করলেন:"তুমি কি তোমার মেয়ের সাথে এ ধরনের কাজ পছন্দ কর? উত্তরে যুবকটি আল্লাহর শপথ করে বলল: না, আমি তা কখনো পছন্দ করি না, আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন। রসূলুল্লাহ (দ:) বললেন: কোন মানুষই এ ধরনের কাজ তাদের মেয়েদের জন্য পছন্দ করে না।" রসূলুল্লাহ (দ:) যুবকটিকে আবারও জিজ্ঞাসা করলেন: "তুমি কি তোমার বোনের সাথে এ ধরনের কাজ পছন্দ কর? উত্তরে যুবকটি আল্লাহর শপথ করে বলল: না, আমি তা কখনো পছন্দ করি না, আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন। রসূলুল্লাহ (দ:) বললেন: কোন মানুষই এ ধরনের কাজ তাদের বোনদের জন্য পছন্দ করে না।" রসূলুল্লাহ (দ:) যুবকটিকে আবারও জিজ্ঞাসা করলেন: "তুমি কি তোমার ফুফুর সাথে এ ধরনের কাজ পছন্দ কর? উত্তরে যুবকটি আল্লাহর শপথ করে বলল: না, আমি তা কখনো পছন্দ করি না, আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন। রসূলুল্লাহ (দ:) বললেন: কোন মানুষই এ ধরনের কাজ তাদের ফুফুদের জন্য পছন্দ করে না।" রসূলুল্লাহ (দ:) যুবকটিকে আবারও জিজ্ঞাসা করলেন: "তুমি কি তোমার খালার সাথে এ ধরনের কাজ পছন্দ কর? উত্তরে যুবকটি আল্লাহর শপথ করে বলল: না, আমি তা কখনো পছন্দ করি না, আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন। রসূলুল্লাহ (দ:) বললেন: কোন মানুষই এ ধরনের কাজ তাদের খালাদের জন্য পছন্দ করে না।" আবু উমামা বলেন: এরপর রসূলুল্লাহ (দ:) স্বীয় হাত মোবারক যুবকটির উপর রেখে বললেন: "হে আল্লাহ! তার গুনাহ মাফ করুন, তার অন্তরকে পূত-পবিত্র করুন এবং তার গুপ্তাঙ্গকে সংরক্ষণ

করুন।" বর্ণনাকারী বলেন: এরপর ঐ যুবকটি আর কোন দিন হারামের প্রতি দৃষ্টি ফেলেনি।"[১]

৩. যাদের ঈমানে দৃঢ়তা রয়েছে কিন্তু দ্বীনের আহকাম সম্পর্কে অজ্ঞ:

এ শ্রেণীর লোকদের ইসলামের বিধি-বিধান বর্ণনা এবং পাপ করার ভয়াবহ পরিণতি বর্ণনা করার মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে দাওয়াত দিবে এবং তার হতে উপস্থিত ঘৃণ কাজকে দূর করতে হবে।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ:« يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ». فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ، قَالَ: لَا وَاللَّهِ لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . أخرجه مسلم.

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (দ:) কোন একজন পুরুষ মানুষের হাতে স্বর্ণের একটি আংটি দেখতে পান। রসূলুল্লাহ (দ:) আংটিটি খুলে ফেলে দিয়ে বললেন:"তোমাদের কেউ যদি জাহান্নামের জলন্ত অংগারের সাথে ঠেস দিয়ে থাকতে চায়, তাহলে সে যেন সোনার আংটি ব্যবহার করে।" রসূলুল্লাহ (দ:) চলে যাওয় পর লোকটিকে বলা হলো: আংটিটি নিয়ে তা দ্বারা উপকৃত হও। লোকটি বলল: আল্লাহর শপথ! ঐ বস্তু কখনো গ্রহণ করবো না যা আল্লাহর রসূল (দ:) ফেলে দিয়েছেন।"[২]

৪. যাদের ঈমানে দৃঢ়তা রয়েছে ও বিধান সম্পর্কেও জ্ঞাত:

এ শ্রেণীর লোকদের কোন প্রকার আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়। এদেরকে শক্তভাবে নিষেধ করতে হবে এবং এদরে সঙ্গে পূর্বের বর্ণিত সবার চেয়ে

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ২২৫৬৪ শব্দ তারই, তবারানী কবীরে ৮/১৬২ ও সিলসিলা সহীহা দ্রঃ হাঃ নং ৩৭০

[২]. মুসলিম হাঃ নং ২০৯০

বেশি কঠিন ব্যবহার করতে হবে। যাতে করে পাপের কর্মে অন্যান্যদের জন্য নমুনা না হয়। যেমন রসূলুল্লাহ (দ:) তাবুক যুদ্ধ হতে পেছনে থাকা তিনজন সাহাবীকে পঞ্চাশ দিন-রাত বয়কট করে রেখেছিলেন এবং মানুষদেরকে এদের সংস্পর্শ পরিত্যাগে নির্দেশ করেছিলেন। পূর্ণাঙ্গ ঈমান এবং বিধান সম্পর্কে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তাবুক যুদ্ধ হতে পেছনে থাকার কারণে এ পরিস্থিতি তাদের তওবা গ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত ছিল। আর তাঁরা হলেন: হেলাল ইবনে উমাইয়া, মুরারা ইবনে রাবিহ এবং কা'ব ইবনে মালিক। এ ঘটনা বুখারী ও মুসলিম শরীফে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।" [১]

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿وَعَلَى ٱلثَّلَٰثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّىٰٓ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوٓاْ أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّآ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوٓاْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١١٨﴾﴾ التوبة: ١١٨

"এবং অপর তিনজনকে যাদের পেছনে রাখা হয়েছিল, যখন পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্বেও তাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গেল এবং তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠলো; আর তারা বুঝতে পারলো যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন আশ্রয়স্থল নেই। অত:পর তিনি সদয় হলেন তাদের প্রতি যাতে তারা ফিরে আসে। নি:সন্দেহে আল্লাহ দয়াময় করুনাশীল।" [সূরা তাওবা:১১৮]

৫. যারা ঈমানে ও শরিয়তের বিধানে অজ্ঞ রয়েছে:

এ শ্রেণী লোকদেরকে সর্বপ্রথমে "লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ"-এর দিকে আহ্বান করতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালার নাম ও গুনাবলী, নিয়ামত ও কুদরত, শান্তি ও শাস্তি ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হবে। তাদের অন্তরে যখন ঈমান দৃঢ় হয়ে যাবে তখন শরিয়তের বিধান সালাত অত:পর জাকাত ইত্যাদি পর্যায়ক্রমে শিক্ষা দিতে হবে।

[১]. বুখারী হাঃ নং ৪৪১৮ ও মুসলিম হাঃ নং ২৭৬৯

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ:« إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ».متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (দ:) যখন মু'য়ায ইবনে জাবাল (রা:)কে ইয়ামেনে প্রেরণ করলেন তখন তাকে বললেন: নিশ্চয় তুমি আহলে কিতাব (ইহুদি-খ্রীষ্টান)−এর নিকট যাচ্ছ। অতএব, তোমার সর্বপ্রথম দাওয়াত যেন হয় আল্লাহর এবাদত সম্পর্কে, তারা যখন আল্লাহর পরিচয় ভালোভাবে জেনে নিবে, তখন তাদের বলবে যে, আল্লাহ তা'য়ালা দিনে ও রাতে তোমাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন। ইহা যখন তারা মেনে নিবে তখন বলবে যে, আল্লাহ তোমাদের মাল-সম্পদ হতে জাকাত দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। জাকাত ধনীদের থেকে নিয়ে গরিবদের মাঝে বিতরণ করা হবে। ইহা মেনে নিলে তাদের জাকাত গ্রহণ কর এবং মানুষের সর্বোত্তম সম্পদ নেয়া হতে বিরত থাকবে।"[১]

◆ **পর্যায়ক্রমে দা'ওয়াত ইলাল্লাহ করা:**

দাঈ তথা আহ্বানকারী কাফেরের নিকট ইসলাম পেশ করবে। যদি আসল কাফের শর্ত ছাড়া ইসলামে প্রবেশ করতে বিরত থাকে যেমন: সালাত কায়েম বা জাকাত প্রদান ইত্যাদি করবে না, তাহলে তার ইসলাম কবুল করা হবে; কারণ অপূর্ণভাবে হলেও ইসলামে প্রবেশেই রয়েছে উপকার। কেননা পরিপূর্ণভাবে কুফুরিতে বাকি থাকার চাইতে পরে পুরা আশা করা যায় তাই উত্তম।

আর নবী [ﷺ] ইসলামে প্রবেশের জন্য শুধুমাত্র দু'টি সাক্ষ্যই যথেষ্ট ভেবে প্রত্যেকের ইসলাম কবুল করে নিতেন। এ দ্বারাই তার জীবনের

[১]. বুখারী হাঃ নং ১৪৫৮ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৯

নিরাপত্বা দান করতেন। পরে যখন দ্বীনের মজা আস্বাদন করবে তখন আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সকল আদেশ মানতে আনন্দ পাবে।

ইসলামের প্রতি আসল কাফেরের চিত্তাকার্ষণ করতে হবে এবং যাতে সে সন্তুষ্ট তাই মেনে নিতে হবে; কারণ সে ইসলামের হকিকত এখনো বুঝতে সক্ষম হয়নি যার ফলে তার প্রতি কিছু কাজ ভারি মনে করছে। যখন সে ইসলামে প্রবেশ করবে এবং আসল মুসলমানদের সাথে মেলামেশা করবে, দ্বীন শিখবে তখন তার ঈমান মজবুত হয়ে যাবে এবং দ্বীনের মজা অনুভব করবে। যার ফলে একদিন কঠিন আগ্রহী ও দ্বীনকে শক্তভাবে আঁকড়িয়ে ধরবে যা হবে কিছু আসল মুসলমানের চাইতে বেশি মজবুত যেমনটি বাস্তবতা প্রমাণ করে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهما أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِي الله عَنْه عَلَى الْيَمَنِ قَالَ : « إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ الله فَإِذَا عَرَفُوا الله فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الله قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الله فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ ».متفق عليه.

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] যখন মু'য়ায ইবনে জাবল [ﷺ]কে ইয়ামেনে প্রেরণ করনে তখন তিনি [ﷺ] বেলন:"তুমি আহলে কিতাবের নিকট যাচ্ছ। সর্বপ্রথম যার দিকে তাদেরকে আহ্বান করবে তা হলো: এক আল্লাহর এবাদত করার জন্য। যখন তারা আল্লাহর পরিচয় জেনে নেবে তখন তাদেরকে খবর দেবে: আল্লাহ তাদের প্রতি দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করে দিয়েছেন। যখন তারা ইহা করবে তখন তাদেরকে খবর দেবে: আল্লাহ তাদের সম্পদের উপর জাকাত ফরজ করেছেন যা ধনী লোকদের থেকে নিয়ে তাদের ফকিরদের মাঝে বণ্টন করতে হবে। যদি তারা ইহা মেনে নেই তাহলে তাদের থেকে জাকাত গ্রহণ করবে, তবে মানুষের উত্তম

সম্পদ নেয়া থেকে ভয় করবে।"[১]

عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ اللَّيْثِي عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ : أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَسْلَمَ عَلَى أَنْ يُصَلِّيَ صَلاَتَيْنِ فَقَبِلَ مِنْهُ. أخرجه أحمد.

২. নাসর ইবনে 'আসেম লাইসী থেকে বর্ণিত তিনি তাদের একজন মানুষ থেকে বর্ণনা করেন। সে নবী [ﷺ]-এর নিকট এসে এ শর্তে ইসলাম গ্রহণ করে যে, সে মাত্র দুই ওয়াক্ত সালাত কায়েম করবে। নবী [ﷺ] তার এ শর্ত মেনে নেন।"[২]

عَنْ وَهَبٍ قَالَ:سَأَلْتُ جَابِراً عَنْ شَأْنِ ثَقِيفٍ إِذْ بَايَعَتْ، قَالَ: اِشْتَرَطَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أن لا صدقة عليها ولا جهاد، وأنه سمع النبيَّ ﷺ بعد ذلك يقول: « سَيَتَصَدَّقُونَ وَيُجَاهِدُونَ إِذَا أَسْلَمُوا ». أخرجه أبوداود.

৩. ওয়াহব থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি জাবেরকে ছকীব গোত্রের (ইসলাম) কবুলের বয়াত ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, তারা নবী [ﷺ]-এর প্রতি তাদের উপর না কোন জাকাত আর না জিহাদ এ শর্ত করে। আর তিনি নবী [ﷺ]কে এরপরে বলতে শুনেছেন যে, যখন তারা ইসলাম কবুল করবে তখন অচিরেই জাকাত প্রদান এবং জিহাদও করবে।"[৩]

◆ **আল্লাহর দিকে দাওয়াতকারীর অবস্থাসমূহ:**

আল্লাহর পথে আহ্বান করার কাজে যারা নিজেকে আত্মনিয়োগ করেছে আল্লাহ তাদের প্রতিপালনের পাশাপাশি কখনও সুখ অথবা দু:খ দিয়ে পরীক্ষা করেন। মানুষের মাঝে এমন এক শ্রেণীর লোক পাওয়া বা দেখা যায়, যারা তার সাহায্য সহযোগীতায় এগিয়ে আসে। অপর দিকে আরেক শ্রেণীর লোক পাওয়া যায় যারা সর্বদা তাদের হেয় প্রতিপন্ন ও

---

[১]. বুখারী হা: নং ১৪৫৮ শবদ তারই ও মুসলিম হা: নং ১৯

[২]. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হা: নং ২০২৮৭

[৩]. হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হা: নং ৩০২৫

ছোট করার কাজে ব্যস্ত থাকে। তাই প্রত্যেক দাঈ তার দাওয়াতী জীবনে দু'টি অবস্থার সম্মুখীন হয়ে থাকে:

প্রথমত: সাধারণ মানুষ তার ডাকে সাড়া দিয়ে দলে দলে প্রবেশ করতে থাকে। যেমন রসূলুল্লাহ (দ:)-এর মদীনায় অবস্থান কালে হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত: আবার কখনও কখনও দেখা যায় যে, ডাকে সাড়া না দিয়ে বরং পৃষ্ট প্রদর্শন করে থাকে। যেমন রসূলুল্লাহ (দ:)-এর তয়েফের দাওয়াত দেয়ার সময় হয়েছিল। হ্যাঁ, দাঈর ডাকে সাড়া দিয়ে ইসলামে প্রবেশ করা যেমন আনন্দ ও খুশীর বিষয়; কখনও সেটা আবার ক্ষতির কারণও হয়ে দাঁড়ায়। কারণ মানুষের দলবদ্ধতার কারণে তার মধ্যে অহংকার ও অহমিকা এবং পদের লোভ-লালসা কাজ করতে থাকে। এমতাবস্থায় শয়তান তার দ্বীন ধর্ম ও আল্লাহ ভীরুতাকে অপহরণ করে নেয়ার চেষ্টা চালায় এবং তার অন্তরে পার্থিব ও জীবনের লোভ-লালসা পদের ভালোবাসা বদ্ধমূল করে দেয় আর এটাই তার ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

পক্ষান্তরে দাওয়াতে সাড়া না দিয়ে পৃষ্ট পদর্শন করা যদিও ক্ষণিকের জন্যে বিষন্নতা ও দু:খের বিষয়। প্রকৃতপক্ষে সেটাই দায়ীর জন্য উত্তম। কারণ, এর দ্বারা এক দিকে তার সম্পর্ক আল্লাহর সাথে দৃঢ় ও মজবুত হতে থাকে। অপর দিকে সফলতার দ্বারও উম্মুক্ত হতে থাকে। যেমন রসূলুল্লাহ (দ:)-এর জীবনে দেখা যায় যে, তয়েফবাসী রসূলুল্লাহ (দ:)-এর ডাকে সাড়া না দিয়ে তাঁর শরীরকে রক্তাক্ত করে সেখান থেকে বের করে দিয়েছিল। এরপর মহান আল্লাহ ইসলামের অনেক মহৎ কার্যাদিকে সহজ করে দিয়েছিলেন। যেমন : মক্কায় প্রবেশ, ইসরা ও মেরাজ এরপর মদিনায় হিজরত এরপর চতুর্দিকে ইসলামের বিজয়ের সূচনা হয়।

◆ দোয়া ও দা'ওয়াতকে জমা করা:

নবী [ﷺ] কখনো মুশরেকদের প্রতি বদদোয়া করতেন আবার কখনো তাদের হেদায়েতের জন্য দোয়া করতেন।

প্রথমটি: তাদের শক্তিশালী হওয়ার এবং তাদের কঠিন অনিষ্টের সময়। যেমন নবী [ﷺ] খন্দকের যুদ্ধের সময় সালাত কায়েম করা হতে ব্যস্ত হওয়ার কারণে তাদের প্রতি বদদোয়া করেছিলেন।

عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَحْزَابِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَلَأَ اللهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، شَغَلُونَا عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتْ الشَّمْسُ». متفق عليه.

আলী [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আহজাবের দিনে রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"আল্লাহ তাদের (কাফের-মুশরেকদের) বাড়ি-ঘর ও কবরগুলোকে আগুন দ্বারা ভরপুর করে দেন। তারা আমাদেরকে সূর্য ডুবার পূর্বে আসরের সালাত কায়েম করতে বিরত রেখেছে।"[১]

দ্বিতীয়টি: তাদের ইসলাম কবুলের প্রত্যাশায় এবং আল্লাহ তা'য়ালার দ্বীনের প্রতি তাদের চিত্তকার্ষণ করার সময়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَدِمَ الطُّفَيْلُ وَأَصْحَابُهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ دَوْسًا قَدْ كَفَرَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ اللهَ عَلَيْهَا، فَقِيلَ: هَلَكَتْ دَوْسٌ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْساً وَائْتِ بِهِمْ ».متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, তুফাইল ও তার সাথীরা আগমন করে বলে, হে আল্লাহর রসূল! দাওস কবিলা কুফরি করেছে এবং ইসলাম কুবল করতে অস্বীকর করেছে। অতএব, তাদের প্রতি বদদোয়া করুন। বলা হলো: দাওস গোত্র ধ্বংস হয়ে যাবে। তখন নবী [ﷺ] বলেন: "হে আল্লাহ দাওস গোত্রকে হেদায়েত দান করুন এবং তাদেরকে নিয়ে আসুন।"[২]

◆ বর্তমানে দাওয়াতী কাজ আঞ্জামদাতাদের প্রকার:

১. যারা আল্লাহর দিকে দাওয়াতকারীদের চরিত্রে প্রভাবিত হয়ে দাওয়অতের কাজ করে। কিন্তু যখন কোন দাঈর সাথে সমস্যঅ ঘটে

[১]. বুখারী হা: নং ২৯৩১ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ৬২৭

[২]. বুখারী হা: নং ২৯৩৭ ও মুসলিম হা: নং ২৫২৪ শব্দ তারই

তখন দাওয়াত ছেড়ে বসে এবং সকল দাঈদের সঙ্গে শক্রতা আরম্ভ করে। এর উদ্দেশ্যে ত্রুটি থাকার কারণে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে এ মহৎ কাজ থেকে ফিরিয়ে নেন।

২. যারা দাওয়াতী কাজ অঞ্জাম দেয় নিজেদের সমস্যা সমাধান ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য। তাই যখন তাদের অবস্থা সুন্দর হয় এবং পার্থিব উন্নতি ঘটে তখন তাওয়াতী কাজ হতে কেটে পড়ে। তাই আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে এ মহৎ কাজ থেকে ফিরিয়ে নেন।

৩. যারা এই কাজে আত্মনিয়োগ করে; কারণ এতে রয়েছে অনেক সওয়াব ও প্রতিদান। এদের উদ্দেশ্য সওয়াব অর্জন করা, এরা অন্যদেরকে নিয়ে কোন কিছু ভাবে না। যার ফলে যখন তারা তাওয়াত ছাড়া অন্যত্রে সহজে বেশি সওয়াব অর্জন করতে পারে তখন দাওয়অতী কাজ ত্যাগ করে বসে।

৪. যারা দাওয়াতী কাজ করে মহান আল্লাহর নির্দেশ মনে করে। তারা ইহাকে একটি এবাদত মনে করে কাজ করতে থাকে। এদের উদ্দেশ্য মহৎ তাই আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে দৃঢ়তা দান করেন, সাহায্য করেন। এদের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নির্দেশাবলি ও দাওয়াতী কাজ করার সুযোগ করে দেন। আর ইহাই হচ্ছে সর্বোচ্চ মর্যাদা ও সম্মান।

৬- নবী-রসূলগণের দাওয়াতের নীতিমালা

◆ **নবী-রসূলগণের দা'ওয়াতের স্তর:**

সকল নবী-রসূলগণকে আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবীতে তিনটি দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন:

১. সকল মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা।

২. আল্লাহ তা'য়ালা পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তার পরিচয় দান করা।

৩. আল্লাহ তা'য়ালা পর্যন্ত পৌঁছার পর মানুষের অবস্থার বর্ণনা দেওয়া।

প্রথমটি: তাওহীদ ও ঈমানের বর্ণনা।

দ্বিতীয়টি: বিধি-বিধানের বর্ণনা।

তৃতীয়টি: শেষ দিবসের বর্ণনা এবং সে দিনে যা হবে যেমন: সওয়াব, আজাব, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদির বর্ণনা।

◆ **প্রথম স্তরের বাস্তবায়ন:**

আল্লাহর দিকে দাওয়াত: আল্লাহর সত্ত্বা, তাঁর সুমহান নামসমূহ ও গুনাবলী এবং তার কার্যাদির পরিচয় দেয়া। আরো বর্ণনা করতে হবে আল্লাহর মহত্ব ও অসীম শক্তি। আল্লাহ তা'য়ালা সমস্ত পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা ও মালিক এবং নিয়ন্ত্রক। এ ব্যতীত সবই সৃষ্টিরাজি যাদের হাতে কিছুই করার নেই। অতএব, তিনিই একমাত্র সকল এবাদতের প্রকৃত হকদার। ইহাই হলো: প্রথম ও সুন্দর এবং সর্বোচ্চ স্তর।

◆ **দ্বিতীয় স্তরের বাস্তবায়ন:**

এই প্রকার দাওয়াতের উদ্দেশ্য মানুষকে শরীয়তের বিধি-বিধান, মানব জীবনের করণীয় ও বর্জনীয়, অন্যদের প্রাপ্য, হালাল এবং হারামের বিধি-বিধান জানিয়ে দেওয়া। মক্কার দাওয়াত ছিল: আল্লাহ ও আখেরাতের এবং নবী-রসূলগণসহ তাঁদের উম্মতের অবস্থার বর্ণনা। আর মদীনায় আল্লাহ তা'য়ালা দ্বীনের সকল বিধি-বিধান পূর্ণ করেন। যার ফলে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনেছে তারা উহা গ্রহণ করবে এবং কাফের ও মুনাফেকরা এ দেখে বিমূখ হবে।

◆ **তৃতীয় স্তরের বাস্তবায়ন:**

আখেরাতের কথা স্মরণ করাতে হবে। আর উত্তম কথার মাধ্যমে সৎকাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান ও অসৎকাজের প্রতি ভীতি প্রদর্শন করতে হবে। জান্নাতের সুখ-শান্তি ও জাহান্নামের কঠিন আজাবের কথা স্মরণ করাতে হবে।

◆ **আল্লাহ দিকে দা'ওয়াতের উত্তম নমুনা:**

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের প্রিয় নবী (দ:)কে পূর্বের সকল নবী-রসূলদের অনুসরণ করতে বলেছেন। বিশেষ করে মিল্লাতে ইবরাহিমের আনুগত্য করতে বলেছেন। কারণ, মিল্লাতে ইবরাহিম হচ্ছে: দ্বীনের জন্যে নিজের জানমাল, মাতৃভূমি, স্ত্রী, সন্তান সবকিছু বিসর্জন করা। তাই আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে রসূলুল্লাহ (দ:)-এর জন্য নির্দিষ্ট বিষয়াদি ছাড়া সকল বিষয়ে আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন।

১. আল্লাহ তা'য়ালা কিছু সংখ্যক নবী-রসূলগণের আলোচনা করার পর বলেন:

﴿ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُۖ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقْتَدِهْۗ ﴿٩٠﴾ ﴾ الأنعام: ٩٠

"আল্লাহ এদের সবাইকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন। অতএব, (হে মুহাম্মদ (দ:)!) তুমি এদের পথেরই অনুসরণ কর।"
[সূরা আন'আম: ১২৩]

২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًاۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾ ﴾ النحل: ١٢٣

"অত:পর আমি তোমার উপর অহি পাঠালাম যে তুমি একনিষ্ঠভাবে ইবরাহিমের মিল্লাত অনুসরণ কর। আর সে কখনো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।" [সূরা নাহল: ১২৩]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْأَخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ

كَثِيرًا ﴿٢١﴾ ﴾ الأحزاب: ٢١

"তোমাদের জন্যে অবশ্যই রসূলের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে। এমন প্রতিটি ব্যক্তির জন্যে, যে আল্লাহর সাক্ষাৎ পেতে আগ্রহী এবং যে পরকালের মুক্তির আশা করে; আর যে বেশি পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করে।" [সূরা আহযাব: ২১]

◆ **আল্লাহর দিকে দা'ওয়াতে নবী-রসূলদের সীরাত:**

নবী-রসূলগণের কার্যক্রম ও তাঁদের চরিত্রসমূহ তাঁদের সীরাত তথা জীবনী থেকে গ্রহণ করতে হবে। নবী-রসূলগণ আল্লাহ তা'য়ালার দিকে দাওয়াতের কাজে সুদীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম করেছেন এবং আল্লাহর রাস্তায় তাঁদের পা ধূসরিত হয়েছে। তাঁরা আল্লাহর কালেমা তথা তাওহীদকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে তাঁদের জানমাল ব্যয় করেছেন এবং এর জন্য তাঁদের ললাট ঘর্মসিক্ত হয়েছে এবং আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যের জন্য তাঁদের পা ফেটে-ফুটে গেছে। তাঁরা আল্লাহর দ্বীনের জন্য কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন ও নির্যাতিত হয়েছেন, মাতৃভূমি থেকে বহিস্কৃত হয়েছেন, জিহাদ করেছেন এবং শহীদও হয়েছেন, শিহরিত ও বিতাড়িত হতে হয়েছে তাঁদের। আর বিভিন্ন সময় অপবাদ ও অকথ্য ভাষায় গালি-গলাজ ও তিরস্কার এবং মারধর খেয়েছেন। কিন্তু তারপরেও তাঁরা স্বীয় জাতির প্রতি দয়া প্রদর্শন এবং ধৈর্যধারণ করেছেন, যার ফলে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদেরকে সাহায্য করেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا۟ عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا۟ وَأُوذُوا۟ حَتَّىٰٓ أَتَىٰهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِ ٱللَّهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِى۟ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٣٤﴾ ﴾ الأنعام: ٣٤

"তোমার আগেও বহু রসূলকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়েছিল, কিন্তু তাদের মিথ্যাবাদী করা ও নির্যাতন চালাবার পরও তারা ধৈর্যধারণ করেছেন। শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে সাহায্য এসেছে। আল্লাহর কথার রদবদলকারী কেউ নেই। আর কিছু রসূলদের সংবাদ তোমার কাছে পৌঁছেছে।" [আন'আম:৩৪]

◆ দা'ওয়াতের পর মানুষের আবস্থাসমূহ:

নবী-রসূলগণ সকলেই দাওয়াতী কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের এ দাওয়াতের পরে কেউ ঈমান এনেছে আর কেউ ঈমান আনে নাই। যারা নবী-রসূলগণের ডাকে সাড়া দিয়ে ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা সুখ, দু:খ ও দুর্দশা দিয়ে পরীক্ষা করেছেন। আর এর মূল কারণ হল: সত্য এবং মিথ্যাবাদীদের মাঝে পার্থক্য করার জন্য। আর যারা ঈমান আনে নাই তাদের জন্য অপেক্ষা করছে বড় দীর্ঘস্থায়ী বেদনাদায়ক শাস্তি।

একথা সত্য যে, (দুনিয়ার জিন্দেগীতে) প্রতিটি আত্মা শাস্তির যোগ্য চাই সে কাফের হোক বা মোমেন হোক। দুনিয়াতে মোমেনের শাস্তি যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে শাস্তি মনে হয় প্রকৃতপক্ষে তাঁদের জন্য আখেরাতের অনাবিল শান্তি অপেক্ষা করছে এবং সেখানে তাঁদের কোন শাস্তি থাকবে না। আর কাফের যদিও এ পৃথিবীতে আনন্দে জীবন-যাপন করছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আখেরাতে তার জন্য জাহান্নামের শাস্তি অপেক্ষা করছে।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓاْ أَن يَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۝٢ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَٰذِبِينَ ۝٣ ﴾ العنكبوت: ٢ - ٣

"মানুষ কি মনে করে যে, এ কথার জন্যেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা বিশ্বাস করি, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না। আমিত তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিলে। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং জেনে নেবেন মিথ্যুকদেরকে।"
[সূরা আনকাবুত:২-৩]

২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

﴿ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِى ٱلْبِلَٰدِ ۝١٩٦ مَتَٰعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ۝١٩٧ ﴾ آل عمران: ١٩٦ - ١٩٧

"নগরীতে কাফেরদের চাল-চলন যেন তোমাকে ধোঁকা না দেয়। এটা হলো সামান্য ফায়দা-এরপর তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর এটি হলো অতি নিকৃষ্ট অবস্থান।" [সূরা আলে ইমরান:১৯৬-১৯৭]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

﴿فَلَا تُعۡجِبۡكَ أَمۡوَٰلُهُمۡ وَلَآ أَوۡلَٰدُهُمۡۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَتَزۡهَقَ أَنفُسُهُمۡ وَهُمۡ كَٰفِرُونَ ۝٥٥﴾ التوبة: ٥٥

"সুতরাং, তাদের মাল-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে বিস্মিত না করে। আল্লাহর ইচ্ছা হলো এগুলো দ্বারা দুনিয়ার জীবনে তাদের আজাবে নিপতিত রাখা এবং প্রাণ বিয়োগ হওয়া কুফরি অবস্থায়।"
[সূরা তাওবা-৫৫]

◆ নবী-রসূল ও তাঁদের অনুসারীদের কার্যাদি:

নবী-রসূলগণ এবং তাদের অনুসারীরা জমিনে সৎকর্ম, ঈমান এবং তাওহীদের মত মূল্যবান হাদিয়া নিয়ে বিচরণ করতেন এবং মানুষকে এদিকে আহ্বান করতেন। মূলত: তাঁদের নিকট পার্থিব জীবনের কোন বস্তু প্রিয় ছিল না বরং সবচাইতে প্রিয় বস্তু ছিল ঈমান এবং সৎআমল। তাঁদের চাওয়া-পাওয়া ছিল আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং জান্নাত ও তার দালান-কোঠা পাওয়া। আর এর জন্যই তাঁরা চেষ্টা এবং কষ্টের সময় ধৈর্যধারণ করেছেন। তাঁদের এই বিসর্জন দেখে আল্লাহ তা'য়ালা তাদের উপর খুশি হয়েছেন। তাঁদের এই বিসর্জন দাওয়াতকারীদের জন্য জীবন চলার মূল্যবান পাথেয় হয়ে রয়েছে।

নবী-রসূলগণের দা'ওয়াতের কিছু নীতিমালা

◆ **তাওহীদ ও আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং কোন শরিক ছাড়া একমাত্র আল্লাহর এবাদতের জন্য দা'ওয়াত করা:**

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ ٢٥﴾ الأنبياء: ٢٥

"আমি তোমার আগে এমন কোন নবী পাঠাইনি যার কাছে অহি দ্বারা আমি একথা বলিনি যে, আমি ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেয়। অতএব, তোমরা একমাত্র আমারই এবাদত কর।" [সূরা আম্বিয়া: ২৫]

২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ١ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ٢ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ٣ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ٤﴾ الإخلاص: ١ - ٤

"(হে মুহাম্মদ) তুমি বলো, তিনিই আল্লাহ, তিনি এক ও একক। তিনি কারই মুখাপেক্ষী নন। তার থেকে কেউ জন্ম নেয়নি এবং তিনিও কারো থেকে জন্ম গ্রহণ করেননি। আর তার সমতুল্য দ্বিতীয় কেউ নেই।" [সূরা এখলাস: ১-৪]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلطَّٰغُوتَ ٣٦﴾ النحل: ٣٦

"আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতির কাছে রসূল পাঠিয়েছি, (যাতে করে তারা বলে) তোমরা এক আল্লাহর এবাদত কর এবং তাগুত তথা শিরকে বর্জন কর। " [সূরা নাহল:৩৬]

◆ **মানুষের নিকট আল্লাহর দ্বীনকে পৌঁছানো এবং তাদের জন্য কল্যাণ কামনা করা:**

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَٰلَٰتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُۥ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿٣٩﴾ ﴾ الأحزاب: ٣٩

"সেই নবীগণ আল্লাহর পয়গাম প্রচার করতেন ও তাঁকে ভয় করতেন। তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করতেন না। আর হিসাব গ্রহণের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।" [সূরা আহজাব: ৩৯]

২. আরো আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ أُبَلِّغُكُمْ رِسَٰلَٰتِ رَبِّى وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٢﴾ ﴾ الأعراف: ٦٢

"তোমাদেরকে আমার প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছাই এবং তোমাদেরকে সদুপদেশ দেই। আর আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমনসব বিষয় জানি, যেগুলো তোমরা জান না।" [সূরা আ'রাফ: ৬২]

৩. আরো আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٦٧﴾ ﴾ المائدة: ٦٧

"হে রসূল! পৌঁছে দিন, আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই পৌঁছালেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষের কাছ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফের জাতিকে হেদায়েত দান করেন না।" [সূরা মায়েদা: ৬৭]

◆ **মানুষের ঘর-বাড়ি, হাট-বাজার ও গ্রাম-গঞ্জে গিয়ে তাদের দাওয়াত দেয়া:**

১. আল্লাহ তা'য়ালা কূসা (আ:) সম্পর্কে বলেন:

﴿ ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِـَٔايَٰتِى وَلَا تَنِيَا فِى ذِكْرِى ﴿٤٢﴾ ٱذْهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ﴿٤٣﴾ فَقُولَا لَهُۥ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿٤٤﴾ ﴾ طه: ٤٢ - ٤٤

"তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনাবলীসহ যাও এবং উভয়ে আমার স্বরণে শৈথিল্য কর না, তোমরা উভয়ে ফেরাউনের কাছে যাও সে খুব উদ্ধত হয়ে গেছে, অতপর তোমরা তাকে নম্র কথা বল, হয়তো সে চিন্তা-ভাবনা করবে অথবা ভীত হবে।" [সূরা-ত্বহা: ৪২-৪৪]

২. রসূলুল্লাহ (দ:) মানুষের সাক্ষাৎ করতেন এবং তাদের বাড়ী-ঘরে যেতেন, দাওয়াতের জন্য তাদের গোত্রে গোত্রে নিজেকে উপস্থাপন করতেন এবং তিনি বলতেন:

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ! قُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا ». أخرجه أحمد.

"হে মানব সমাজ! তোমরা "লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ" বল তাহলে সফলকাম হবে।"[১]

عَنْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ﷺ – وفيه– حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ ..... فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ، فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنَ ... . متفق عليه.

৩. উসামা ইবনে জায়েদ (রা:) হতে বর্ণিত, একদা নবী (দ:) সা'দ ইবনে উবাদা (র:)কে অসুস্থতার সময় দেখতে যান।--- এ হাদীসে রয়েছে: তিনি [ﷺ] মুসলিম, মুশরেক ও ইহুদিদের সম্মিত এক মজলিসের পাস দিয়ে অতিক্রম কালে তাদেরকে সালাম দেন। অত:পর তিনি [ﷺ] বাহন থেকে নেমে তাদেরকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত করেন এবং তাদেরকে কুরআন পাঠ করে শুনান.....।"[২]

◆ সর্বদা আল্লাহর প্রশংসা ও জিকির এবং সর্বাবস্থায় তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা:

১. আল্লাহ তা'য়ালা ইবরাহিম [عليه السلام] সম্পর্কে বলেন:

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ১৬৬০৩

[২]. বুখারী হাঃ নং ৫৬৬৩ ও মুসলিম হাঃ নং ১৭৯৮ শব্দ তারই

﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ ۚ إِنَّ رَبِّى لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿٣٩﴾ ﴾ إبراهيم: ٣٩

"সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে বার্ধক্যকালে ইসমাঈল এবং ইসহাককে দান করেছেন। নিশ্চয়ই আমার পালনকর্তা দোয়া শ্রবণকারী।" [সূরা ইবরাহিম: ৩৯]

عَنْ عَائِشَةَ رضي اله عنها قَالَتْ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ .أخرجه مسلم.

২. আয়শা (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (দ:) সর্বাবস্থায় আল্লাহর জিকির তথা স্মরণ করতেন।"[১]

عَنْ الْأَغَرِّ الْمُزَنِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ ». أخرجه مسلم.

৩. আল-আগাররুল মুজানী (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (দ:) বলেছেন: "আমার হৃদয় (কখনো) বেখেয়াল বা অবসাদগ্রস্ত হয়। আর আমি দৈনিক একশতবার আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই।"[২]

◆ **আল্লাহর প্রতি আহ্বান জানিয়ে কাফের শাসকদের প্রতি পত্র প্রেরণ:**

عَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى كِسْرَى وَإِلَى قَيْصَرَ وَإِلَى النَّجَاشِيِّ وَإِلَى كُلِّ جَبَّارٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى . أخرجه مسلم.

আনাস (রা:) হতে বর্ণিত যে, নবী (দ:) আল্লাহর দিকে আহ্বান জানিয়ে কিসরা (পারস্য সম্রাট-খসরু), কায়সার (রোম সম্রাট), নাজ্জাসীসহ (আবিসিনিয়ার বাদশাহ) প্রত্যেক শাসকের নিকট পত্র প্রেরণ করেন।"[৩]

---

১. মুসলিম হাঃ নং ৩৭৩
২. মুসলিম হাঃ নং ২৭০২
৩. মুসলিম হাঃ নং ১৭৭৪

◆ **আল্লাহর দিকে এবং যে পথ আল্লাহ তা'য়ালা পর্যন্ত পৌঁছে দেয় সে পথের দিকে দাওয়াত দেয়া। আর দাওয়াত কবুলকারীদের জন্য শেষ দিনে যা প্রতিদান রয়েছে:**

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى ۖ وَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٨﴾ ﴾ يوسف: ١٠٨

[হে নবী! (দ:)] "আপনি বলুন: এটাই আমার পথ, আমি এবং আমার অনুসারীরা আল্লাহর দিকে বুঝে সুঝে ডাকি। আল্লাহ পবিত্র এবং আমি মুশরেকদের দলের অন্তর্ভুক্ত নই।" [সূরা ইউসুফ: ১০৮]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ۚ ﴿١٢٥﴾ ﴾ النحل: ١٢٥

"আপনার প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করুন উত্তম উপদেশ ও হিকমতের সাথে। আর তাদের সাথে বিতর্ক করুন উত্তম ও শ্রেষ্ঠ পন্থায়।" [সূরা নাহল: ১২৫]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ فَرِيقٌ فِى ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِى ٱلسَّعِيرِ ﴿٧﴾ ﴾ الشورى: ٧

"এমনিভাবে আমি আপনার উপর আরবী ভাষায় কুরআন নাজিল করেছি, যাতে মক্কা ও তার আশে পাশের লোকদের সতর্ক করেন এবং সতর্ক করেন সমাবেশের দিন সম্পর্কে, যাতে কোন সন্দেহ নেই। একদল প্রবেশ করবে জান্নাতে আর অপরদল প্রবেশ করবে জাহান্নামে।" [সূরা আশ-শুরা: ৭]

◆ **মানুষকে তাদের মাতৃভাষায় দাওয়াত দেওয়া:**

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوۡمِهِۦ لِيُبَيِّنَ لَهُمۡۖ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهۡدِي مَن يَشَآءُۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ٤ ﴾ إبراهيم: ٤

"আমি সকল রসূলকেই তাদের স্বজাতির ভাষা-ভাষী করেই প্রেরণ করেছি, যাতে তাদেরকে পরিস্কার বোঝাতে পারে। অত:পর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন। তিনি পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়।" [সূরা ইবরাহিম:৪]

◆ **এবাদত ও দাওয়াতের কাজে ভারসাম্যতা বজায় রাখা:**

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡمُزَّمِّلُ ١ قُمِ ٱلَّيۡلَ إِلَّا قَلِيلٗا ٢ نِّصۡفَهُۥٓ أَوِ ٱنقُصۡ مِنۡهُ قَلِيلًا ٣ أَوۡ زِدۡ عَلَيۡهِ وَرَتِّلِ ٱلۡقُرۡءَانَ تَرۡتِيلًا ٤ ﴾ المزمل: ١ - ٤

"হে বস্ত্রাবৃতকারী! কিছু অংশ ছাড়া সারা রাত্রি এবাদতের জন্য দণ্ডায়মান হোন। অর্ধেক রাত্রি অথবা তার চেয়ে কিছু কম। অথবা তার চেয়ে কিছু বেশি করুন এবং কুরআন পড়ুন সুবিন্যস্ত ও সুস্পষ্টভাবে।" [সূরা মুযযাম্মিল:১-৪]

২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡمُدَّثِّرُ ١ قُمۡ فَأَنذِرۡ ٢ وَرَبَّكَ فَكَبِّرۡ ٣ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرۡ ٤ وَٱلرُّجۡزَ فَٱهۡجُرۡ ٥ ﴾ المدثر: ١ ــ ٥

"হে চাদরাবৃতকারী! উঠুন, সতর্ক করুন। আপন পালনকর্তার মহাত্ম ঘোষণা করুন। আপন পোশাক পবিত্র করুন এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন।" [সূরা মুদ্দাসসির:১-৫]

◆ **নবী-রসূলগণের (আ:)-এর সাথে তাঁদের উম্মতের অবস্থার বর্ণনা দেয়া:**

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِۦ فُؤَادَكَ ۚ وَجَآءَكَ فِى هَٰذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٠﴾ ﴾ هود: ١٢٠

“আর আমি রসূলগণের সব বৃত্তান্তই আপনাকে বলেছি যার দ্বারা আপনার হৃদয়কে মজবুত করছি। আর এতে এসেছে আপনার জন্য মহাসত্য এবং মুমিনদের জন্য নসীহত ও স্মরণীয় বিষয়সমূহ।” [সূরা হুদ: ১২০]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ لَقَدْ كَانَ فِى قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١١١﴾ ﴾ يوسف: ١١١

“তাদের কাহিনীতে বুদ্ধিমান ও জ্ঞানীদের জন্যে রয়েছে অনেক শিক্ষণীয় বিষয়; এটা কোন মনগড়া কথা নয় বরং এর পূর্বে যে আসমানী কিতাব রয়েছে তার সত্যায়নকারী, প্রত্যেক বিষয়ের বিবরণ প্রদানকারী, রহমত ও হেদায়েত স্বরূপ মুমিনদের জন্য।” [সূরা ইউসুফ: ১১১]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧٦﴾ ﴾ الأعراف: ١٧٦

“আপনি কাহিনীসমূহ বর্ণনা করুন, সম্ভবত: তারা চিন্তা-ভাবনা করবে।” [সূরা আ'রাফ:১৭৬]

◆ ভয়-ভীতি ও বিপদের সময় কাফেরদের সাথে সৌজন্য ব্যবহার করা:

১. আল্লাহ তা'য়ালার বলেন:

﴿ لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِى شَىْءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُوا۟ مِنْهُمْ تُقَىٰةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾ ﴾ [آل عمران/٢٨].

"মুমিনগণ যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কোন কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা কর, তবে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে আল্লাহ তাঁর সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করেছেন এবং সবাইকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।" [সূরা আল-ইমরান:২৮]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ١٠٦ ﴾ [النحل/١٠٦].

"যার উপর জবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে সে ব্যতীত যে কেউ বিশ্বাসী হওয়ার পর আল্লাহতে অবিশ্বাসী হয় এবং কুফরির জন্য মন উন্মুক্ত করে দেয় তাদের উপর অপতিত হবে আল্লাহর গজব এবং তাদের জন্যে রয়েছে শাস্তি।" [সূরা নাহ্ল:১০৬]

◆ অবিরত আল্লাহর দিকে আহ্বান করা এবং বিরোধীদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ فَٱصۡدَعۡ بِمَا تُؤۡمَرُ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٩٤ إِنَّا كَفَيۡنَٰكَ ٱلۡمُسۡتَهۡزِءِينَ ٩٥ ٱلَّذِينَ يَجۡعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَۚ فَسَوۡفَ يَعۡلَمُونَ ٩٦ ﴾ الحجر: ٩٤ - ٩٦

"অতএব, আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দিন যা আপনাকে আদেশ করা হয় এবং মুশরিকদের পরওয়া করবেন না। ঠাট্টা-বিদ্রুপকারীদের জন্য আপনার পক্ষে আমিই যথেষ্ট। যারা আল্লাহর সাথে অন্য মাবুদ সাব্যস্ত করে, তারা অতিসত্বর জেনে নিবে।" [সূরা হিজর: ৯৪-৯৬]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿٤٥﴾﴾ القلم: ٤٤ - ٤٥

"অতএব, যারা এই হাদীস (আল-কুরআনকে) মিথ্যা বলে তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন আমি ধীরে ধীরে তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাব যা তারা টেরও পাবে না; আমি তাদেরকে সময় দেই। নিশ্চয়ই আমার কৌশল মজবুত।"[সূরা কলম: ৪৪-৪৫]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ ۖ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٧﴾﴾ القصص: ٨٧

"কাফেররা যেন আপনাকে আল্লাহর আয়াত থেকে বিমুখ না করে সেগুলো আপনার প্রতি অবতীর্ণ হওয়ার পর। আপনি আপনার পালনকর্তার দিকে দাওয়াত দিন এবং কিছুতেই মুশরিকেদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।" [সূরা কাসাস: ৮৭]

৪. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿٥٢﴾﴾ الفرقان: ٥٢

"অতএব, আপনি কাফেরদের আনুগত্য করবেন না, তাদের বিরুদ্ধে (কুরআন)-এর সাহায্যে কঠোর জিহাদ করুন।" [সূরা ফুরকান: ৫২]

◆ **প্রতিরোধকারী কাফের ও মুনাফেকদের প্রতি কঠোরতা করা:**

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ﴾ [الفتح/٢٩].

"মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল।" [সূরা মুহাম্মদ:২৯]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ

ٱلۡمَصِيرُ ﴿٧٣﴾ [التوبة/٧٣].

"হে নবী, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করুন এবং মুনাফেকদের সাথে; তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করুন। তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম এবং তাহল নিকৃষ্ট ঠিকানা।" [সূলা তাওবা:৭৩]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلۡكُفَّارِ وَلۡيَجِدُواْ فِيكُمۡ غِلۡظَةٗۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ ﴿١٢٣﴾ [التوبة/١٢٣].

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক। আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।" [সূরা তাওবা:১২৩]

◆ **যারা দ্বীনকে কবুল করবে না তাদের জন্য চিন্তা ও আফসোস না করা:**

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ فَلَعَلَّكَ بَٰخِعٞ نَّفۡسَكَ عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِمۡ إِن لَّمۡ يُؤۡمِنُواْ بِهَٰذَا ٱلۡحَدِيثِ أَسَفًا ﴿٦﴾ ﴾ الكهف: ٦

"তারা যদি এই হাদীসের (আল-কুরআনের) প্রতি ঈমান না আনে তবে তাদের পশ্চাত্যে সম্ভবত: আপনি আফসোস করতে করতে নিজেকে ধ্বংস করবেন।" [সূরা-কাহফ: ৬]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ قَدۡ نَعۡلَمُ إِنَّهُۥ لَيَحۡزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَۖ فَإِنَّهُمۡ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ يَجۡحَدُونَ ﴿٣٣﴾ ﴾ الأنعام: ٣٣

"আমার জানা আছে যে তারা যা বলে তা আপনাকে চিন্তিত করে। তারা তো আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে না বরং জালেমরা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করছে।" [সূরা আনআম: ৩৩]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَٰتٍۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٨﴾﴾ فاطر: ٨

"সুতরাং, আপনি তাঁদের জন্য অনুতাপ করে নিজেকে ধ্বংস করবেন না, তারা যা করে সে বিষয়ে নিশ্চয়ই আল্লাহ অবগত।" [সূরা ফাতির: ৮]

◆ **সুসংবাদ ও ভয়-ভীতি প্রদান করা:**

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ شَٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٤٥﴾ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِۦ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿٤٦﴾ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ﴿٤٧﴾﴾
الأحزاب: ٤٥ - ٤٧

"হে নবী আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করেছি। আর আল্লাহর আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহবায়করূপে এবং উজ্জ্বল প্রদিপ রূপে। আপনি মোমিনদের সুসংবাদ দিয়ে দিন যে, তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরাট অনুগ্রহ রয়েছে।"
[সূরা আহযাব: ৪৫-৪৭]

২. আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴿٤٨﴾﴾ الأنعام: ٤٨

"আমি রসূলগণকে প্রেরণ করি সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শকরূপে।" [সূরা আন'আম: ৪৮]

عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ:« بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا، وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا».
أخرجه مسلم.

৩. আবু মূসা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আল্লাহর রসূল (দ:) যখন কোন সাহাবীকে তাঁর কাজে প্রেরণ করতেন তখন বলতেন: "তোমরা

সুসংবাদ দিও এবং ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিও না ও সহজ করিও এবং কঠোরতা করিও না।"[১]

◆ সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা:

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ مَعَهُۥٓ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾ ﴾

الأعراف: ١٥٧

"যারা আনুগত্য করে নিরক্ষর নবীর যার কথা লিখিত আকারে পায় তাদের নিকট সংরক্ষিত তওরাত ও ইঞ্জিলে। তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন সৎকর্মের, বারণ করেন অসৎকর্ম থেকে, তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন ও নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তুসমূহ এবং তাদের উপর থেকে সে বোঝা নামিয়ে দেন ও বন্দীত্ব অপসারিত করেন যা তাদের উপর বিদ্যমান ছিল। সুতরাং, যে সবলোক তার উপর ঈমান এনেছে, তাকে শক্তিশালী করেছে, তাকে সাহায্য করেছে এবং সে নূরে (আলো)-এর অনুসরণ করেছে যা তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তারাই হলো সফলকাম।" [সূরা আ'রাফ: ১৫৭]

◆ মুমিনদের হৃদয়কে তাদের প্রতিপালকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা এবং তারা যে আমল করে তার জন্য জান্নাতের ওয়াদা শুনানো:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ

[১]. মুসলিম হাঃ নং ১৭৩২

يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ، وَجَفَّتْ الصُّحُفُ ». أخرجه أحمد والترمذي.

১. ইবনে আব্বাস (রা:) বর্ণিত তিনি বলেন: আল্লাহর রসূল (দ:) বলেছেন: "হে বৎস! অবশ্যই আমি তোমাকে কিছু কথা শিক্ষা দিব তা হল: আল্লাহর বিধি-নিষেধকে হেফাজত করবে আল্লাহ তা'য়ালা তোমাকে হেফাজত করবেন। আল্লাহর আদেশ-নিষেধ সংরক্ষণ করবে তাহলে তুমি তাকে তোমার সামনে (সহযোগিতায়) পাবে। যখন চাইবে তখন একমাত্র আল্লাহর কাছেই চাইবে। আর যখন সাহায্য চাইবে তখন শুধু আল্লাহর নিকট সাহায্য চাইবে। মনে রেখ, যদি সমস্ত সৃষ্টিরাজি একত্রিত হয়ে তোমার উপকার করতে চায় তাহলে ততটুকু উপকার করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। অপর পক্ষে তারা একত্রিত হয়ে যদি তোমার কোন ক্ষতি বা অনিষ্ট করতে চায় তাহলে ততটুকু ক্ষতি করতে পারবে যতটুকু তোমার জন্য আল্লাহ লিখে রেখেছেন। কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং ভাগ্যলিপিসমূহ শুকিয়ে গেছে।"[১]

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ». أخرجه البخاري.

২. সাহল ইবনে সা'দ (রা:) হতে বর্ণিত তিনি রসূলুল্লাহ (দ:) হতে বর্ণনা করেন, তিনি [ﷺ] বলেছেন: "যে ব্যক্তি তার জামিন হবে দুই চোয়ালের মাঝের বস্তুর (জিহ্বা) এবং দুই পায়ের মাঝের বস্তুর (গুপ্তাঙ্গের) আমি তার জন্য জান্নাতের জামিনদার হব।"[২]

◆ **মানুষের সাথে সুন্দর কথা বলা:**

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ٧٠ يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ

---

[১].হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ২৬৬৯ ও তিরমিযী হাঃ নং ২৫১৬

[২]. বুখারী হাঃ নং ৬৪৭৪

ذُنُوبَكُمْۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ٧١﴾ [الأحزاب/٧٠-٧١].

"হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।" [সূরা আহজাব:৭০-৭১]

২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

﴿وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ يَنزَغُ بَيۡنَهُمۡۚ إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ كَانَ لِلۡإِنسَٰنِ عَدُوّٗا مُّبِينٗا ٥٣﴾ [الإسراء/٥٣].

"আমার বান্দাদেরকে বলে দিন, তারা যেন যা উত্তম এমন কথাই বলে। শয়তান তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধায়। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।" [সূরা বনি ইসরাঈল:৫৩]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

﴿ٱذۡهَبَآ إِلَىٰ فِرۡعَوۡنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ٤٣ فَقُولَا لَهُۥ قَوۡلٗا لَّيِّنٗا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوۡ يَخۡشَىٰ ٤٤﴾ [طه/٤٣-٤٤].

"তোমরা উভয়ে ফেরাউনের কাছে যাও সে খুব উদ্ধত হয়ে গেছে। অত:পর তোমরা তাকে নম্র কথা বল, হয়তো সে চিন্তা-ভাবনা করবে অথবা ভীত হবে।" [সূরা ত-হা:৪৩-৪৪]

◆ **দাওয়াতের বিনিময়ে পারিশ্রমিক না চাওয়া:**

১. আল্লাহ তা'য়ালা মুহাম্মদ (দ:) সম্পর্কে বলেন:

﴿قُلۡ مَا سَأَلۡتُكُم مِّنۡ أَجۡرٖ فَهُوَ لَكُمۡۖ إِنۡ أَجۡرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ شَهِيدٞ ٤٧﴾ سبأ: ٤٧

"আপনি বলুন, আমি তোমাদের কাছে কোন বিনিময় বা পারিশ্রমিক চাই না বরং তা তোমরাই রাখ। আমার পুরস্কার তো আল্লাহর কাছে আছে। প্রত্যেক বস্তুই তাঁর সামনে।" [সূরা সাবা: ৪৭]

২. আল্লাহ তা'য়ালা নূহ (আ:) সম্পর্কে বলেন:

﴿ وَمَآ أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ أَجۡرٍۖ إِنۡ أَجۡرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٠٩ ﴾ الشعراء: ١٠٩

"আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-প্রতিপালনকর্তাই দিবেন।" [সূরা শুয়ারা: ১০৯]

◆ **সৃষ্টির প্রতি রহমত-দয়া করা:**

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ مُّحَمَّدٞ رَّسُولُ ٱللَّهِۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلۡكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيۡنَهُمۡۖ ٢٩ ﴾ الفتح: ٢٩

"মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল এবং তার সাহাবাগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মাঝে একে অপরের প্রতি দয়াশীল।" [সূরা ফাতহ: ২৯]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧ ﴾ الأنبياء: ١٠٧

"আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছি।" [সূরা আম্বিয়া: ১০৭]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ :ادْعُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ قَالَ:« إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَّانًا، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً».أخرجه مسلم.

৩. আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: বলা হল-হে আল্লাহর রসূল (দ:)! মুশরেকদের উপর বদদোয়া করুন। তিনি (দ:) বললেন: আমি অভিশাপকারীরূপে প্রেরিত হইনি, আমি প্রেরিত হয়েছি রহমত স্বরূপ।"[১]

◆ **সহানুভূতি, দয়া, কৃপা ও করুণা প্রদর্শন করা:**

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ لَقَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولٞ مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ عَزِيزٌ عَلَيۡهِ مَا عَنِتُّمۡ حَرِيصٌ عَلَيۡكُم بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ رَءُوفٞ رَّحِيمٞ ١٢٨ ﴾ التوبة: ١٢٨

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৫৯৯

"তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল। তোমাদের দু:খ-কষ্ট তাকে পীড়া দেয়। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল ও দয়াময়।" [সূরা তাওবা: ১২৮]

◆ **কোমলতা, ক্ষমা ও মার্জনা করা:**

১. আল্লাহ তা'য়ালা মুহাম্মদ (দ:) সম্পর্কে বলেন:

﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾ ﴾ آل عمران: ١٥٩

"আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন হৃদয় হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। কাজেই আপনি তাদের মাফ করে দিন, তাদের জন্য ক্ষমা কামনা করুন এবং কাজে কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অত:পর কোন কাজের যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন তখন আল্লাহর প্রতি ভরসা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ ভরসাকারীদেরকে ভালোবাসেন।"
[সূরা বনি ইসরাঈল: ১৫৯]

২. আল্লাহ তা'য়ালা মূসা ও হারূন (আ:)কে লক্ষ্য করে বলেন:

﴿ ٱذْهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ﴿٤٣﴾ فَقُولَا لَهُۥ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿٤٤﴾ ﴾ طه: ٤٣ - ٤٤

"তোমরা দু'জন ফেরাউনের নিকট যাও, নিশ্চয়ই সে সীমালংঘন করেছে। তোমরা তার সাথে নরম ভাষায় কথা বল, হয়তো বা সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে।" [ত্ব-হা: ৪৩-৪৪]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা মুহাম্মদ (দ:)কে বলেন:

﴿ خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ ﴿١٩٩﴾ ﴾ الأعراف: ١٩٩

"আর ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তুলুন, সৎকাজের নির্দেশ দিন এবং মূর্খ-অজ্ঞদের থেকে দূরে সরে থাকুন।" [সূরা আ'রাফ: ১৯৯]

৪. আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর হাবীব মুহাম্মদ (দ:)কে বলেন:

﴿ فَٱصۡفَحۡ عَنۡهُمۡ وَقُلۡ سَلَٰمٞۚ فَسَوۡفَ يَعۡلَمُونَ ٨٩ ﴾ الزخرف: ٨٩

"অতএব, আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন এবং বলুন: সালাম, তারা শিঘ্রই জানতে পারবে।" [সূরা যুখরুফ: ৮৯]

◆ **সত্যবাদীতা:**

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدۡقِ وَصَدَّقَ بِهِۦٓ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُتَّقُونَ ٣٣ ﴾ الزمر: ٣٣

"যারা সত্য নিয়ে আগমণ করেছে এবং সত্যকে সত্য মেনে নিয়েছে তারাইতো মুত্তাকী।" [সূরা যুমার: ৩৩]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَٱذۡكُرۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ إِبۡرَٰهِيمَۚ إِنَّهُۥ كَانَ صِدِّيقٗا نَّبِيًّا ٤١ ﴾ مريم: ٤١

"আপনি এই কিতাবে ইবরাহিমের কথা স্মরণ করুন। নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন মহাসত্যবাদী নবী।" [সূরা মারইয়াম: ৪১]

◆ **ধৈর্য ও সহনশীলতা:**

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَلَقَدۡ كُذِّبَتۡ رُسُلٞ مِّن قَبۡلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰٓ أَتَىٰهُمۡ نَصۡرُنَاۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِ ٱللَّهِۚ وَلَقَدۡ جَآءَكَ مِن نَّبَإِيْ ٱلۡمُرۡسَلِينَ ٣٤ ﴾ الأنعام: ٣٤

"আপনার পূর্ববর্তী অনেক রসূলকে মিথ্যা বলা হয়েছে। তারা এতে সবুর (ধৈর্য) করেছে। তাঁদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছা পর্যন্ত তাঁরা নির্যাতিত হয়েছে। আল্লাহর বাণী কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। আপনার কাছে রসূলগণের কিছু কাহিনী পৌঁছেছে।" [সূরা আনআম: ৩৪]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ فَٱصۡبِرۡ إِنَّ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقّٞۖ وَلَا يَسۡتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ٦٠ ﴾ الروم: ٦٠

"অতএব, আপনি সবুর করুন। আল্লাহর ওয়াদা সত্য। যারা বিশ্বাসী নয় তারা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে।" [সূরা রূম: ৬০]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ فَٱصۡبِرۡ صَبۡرٗا جَمِيلًا ٥ ﴾ المعارج: ٥

"অতএব, আপনি উত্তম ধৈর্যধারণ করুন।" [সূরা মাআরিজ: ৫]

◆ **এখলাস–একনিষ্ঠতা:**

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ فَٱعۡبُدِ ٱللَّهَ مُخۡلِصٗا لَّهُ ٱلدِّينَ ٢ ﴾ الزمر: ٢

"আমি আপনার প্রতি এ কিতাব যথার্থভাবে অবতীর্ণ করেছি। অতএব, আপনি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর এবাদত করুন।" [সূরা যুমার: ২]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ هُوَ ٱلۡحَيُّ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱدۡعُوهُ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَۗ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٦٥ ﴾ غافر: ٦٥

"তিনি চিরঞ্জিব, তিনি ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই। অতএব, নিষ্ঠার সাথে তাঁর এবাদত কর (তাকে ডাক)। সকল প্রশংসা বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহর জন্য।" [সূরা গাফের-মুমিন: ৬৫]

◆ **খেদমত-সেবা, বিনয়-নম্রতা এবং দানশীলতা ও বদান্যতা:**

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ هَلۡ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ضَيۡفِ إِبۡرَٰهِيمَ ٱلۡمُكۡرَمِينَ ٢٤ إِذۡ دَخَلُواْ عَلَيۡهِ فَقَالُواْ سَلَٰمٗاۖ قَالَ سَلَٰمٞ قَوۡمٞ مُّنكَرُونَ ٢٥ فَرَاغَ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ فَجَآءَ بِعِجۡلٖ سَمِينٖ ٢٦ فَقَرَّبَهُۥٓ إِلَيۡهِمۡ قَالَ أَلَا تَأۡكُلُونَ ٢٧ ﴾ الذاريات: ٢٤ - ٢٧

"আপনার কাছে ইবরাহিমের সম্মানিত মেহমানের বৃত্তান্ত এসেছে কি? যখন তাঁরা তার কাছে উপস্থিত হয়ে বলল: সালাম, তখন তিনি বললেন:(আপনাদের প্রতিও) সালাম। (আপনারা তো) অপরিচিত

লোক। অত:পর তিনি গৃহে প্রবেশ করলেন এবং ভুনা করা একটি মোটা গো বৎস নিয়ে হাজির হলেন। তিনি গো বৎসটি তাদের সামনে রেখে বললেন: আপনারা আহার করছেন না কেন?" [সূরা যারিয়াত:২৪-২৭]

২. আল্লাহ তা'য়ালা মূসা (আ:) ও দুইজন মহিলার সাথে তার ঘটনার বর্ণনা করে বলেন:

﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِى حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَآءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰٓ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّى لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿٢٤﴾ ﴾ القصص: ٢٣ - ٢٤

"যখন তিনি মাদইয়ানের কূপের ধারে পৌঁছলেন, তখন কূপের কাছে একদল লোককে পেলেন তারা জন্তুদেরকে পানি পান করানোর কাজে রত। আর তাদের পশ্চাতে দু'জন মহিলাকে দেখলেন তারা তাদের জন্তুদেরকে আগলিয়ে রাখছে। তিনি (মূসা আ:) বললেন: তোমাদের কি ব্যাপার? তারা বলল: আমরা আমাদের পশুদেরকে পানি পান করাতে পারি না। যে পর্যন্ত রাখালরা তাদের পশুকে নিয়ে সরে না যায়। আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ। অত:পর মূসা তাদের পশুদের পানি পান করালেন। অত:পর তিনি ছায়ার দিকে সরে গেলেন এবং বললেন: হে আমার রব! আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ নাজিল করবেন আমি তার মুখাপেক্ষি।" [সূরা কাসাস: ২৩-২৪]

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ؛ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ». أخرجه البخاري.

৩. উমার (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (দ:)কে বলতে শুনেছি:"তোমরা আমার প্রশংসার ব্যাপারে ঐরূপ বাড়াবাড়ি কর না যেরূপ বাড়াবাড়ি করেছে খ্রীষ্টানরা ঈসা (আ:) এর ব্যাপারে। আমি

আল্লাহর একজন বান্দা। সুতরাং, তোমরা (আমাকে) বল: আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল।"[১]

◆ দুনিয়ার চাকচিক্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿١٣١﴾ ﴾ طه: ١٣١

"আমি তাদের পরীক্ষা করার জন্য দুনিয়ার চাকচিক্য ও ভোগবিলাস হতে যা তাদেরকে প্রদান করেছি আপনি তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না। আপনার রবের রিজিক উত্তম ও অধিক স্থায়ী।" [ত্ব-হা: ১৩১]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِىِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ ﴿٢٨﴾ ﴾ الكهف: ٢٨

"আপনি নিজেকে তাদের সাথে আবদ্ধ রাখুন যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহ্বান করে এবং আপনি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবেন না।" [সূরা কাহফ: ২৮]

◆ আনুগত্যে উৎসাহ প্রদান ও পাপ কাজে ভীতি প্রদর্শন:

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدْخِلْهُ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَـٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾ ﴾ النساء: ١٣ - ١٤

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৩৪৪৫

"যে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে তাকে তিনি এমন জান্নাতে যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। আর এটাই মহান সফলতা। আর যে আল্লাহ এবং তার রসূলের অবাধ্য বা নাফরমান হবে এবং তার সীমা অতিক্রম করবে তাকে তিনি জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করাবেন এবং তার জন্য রয়েছে অপমান ও লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।" [সূরা নিসা:১৩-১৪]

◆ **কল্যাণ ও মঙ্গলের কাজে দ্রুত ঝাপিয়ে পড়া:**

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا۟ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا۟ لَنَا خَٰشِعِينَ ۝٩٠﴾ الأنبياء: ٩٠

"তারা সৎকর্মে ঝাপিয়ে পড়ত, তারা আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকত এবং তারা ছিল আমার কাছে বিনীত।" [সূরা আম্বিয়া: ৯০]

◆ **আল্লাহর কালেমা তাওহীদকে উড্ডিন করতে জানমাল কুরবানি করা:**

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿لَٰكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ جَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَٰتُ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۝٨٨﴾ التوبة: ٨٨

"কিন্তু রসূল ও সেসব লোক যারা তার সাথে ঈমান এনেছে তারা যুদ্ধ করেছে নিজেদের জানমাল দিয়ে। তাদের জন্যই নির্ধারিত রয়েছে কল্যাণসমূহ এবং তারাই সফলকাম।" [সূরা তাওবা: ৮৮]

◆ **আল্লাহর পথে জিহাদ করা:**

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿وَكَأَيِّن مِّن نَّبِىٍّ قَٰتَلَ مَعَهُۥ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا۟ لِمَآ أَصَابَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا۟ وَمَا ٱسْتَكَانُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّٰبِرِينَ ۝١٤٦﴾ آل عمران: ١٤٦

"আর বহু নবী ছিলেন; যাদের অনেক সঙ্গী-সাথীরা তাদের পক্ষ হয়ে জেহাদ করেছে, আল্লাহর পথে তাদের কিছু কষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু আল্লাহর রাহে তারা হেরে যায়নি, ক্লান্ত হয়নি এবং দমেও যায়নি।" [সূরা আল-ইমরান: ১৪৬]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلۡكُفَّارَ وَٱلۡمُنَٰفِقِينَ وَٱغۡلُظۡ عَلَيۡهِمۡۚ وَمَأۡوَىٰهُمۡ جَهَنَّمُۖ وَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ ٧٣ ﴾ التوبة: ٧٣

"হে নবী! আপনি কাফের-মুনাফেকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকুন। তাদের উপর কঠোরতা আরোপ করুন। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম, আর তা কতইনা মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল।" [সূরা তাওবা: ৭৩]

◆ **জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা দান:**

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَقُل رَّبِّ زِدۡنِي عِلۡمٗا ١١٤ ﴾ طه: ١١٤

"আর (হে নবী ﷺ) আপনি বলুন, হে আমার পালনকর্তা! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন।" [সূরা ত্বহা: ১১৪]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ قَالَ لَهُۥ مُوسَىٰ هَلۡ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمۡتَ رُشۡدٗا ٦٦ ﴾ الكهف: ٦٦

"মূসা (আ:) তাকে (খাজির আ: কে) বলল: আমি কি আপনার অনুসরণ করতে পারি এই শর্তে যে, আপনাকে সত্য পথের যে জ্ঞান শেখানো হয়েছে, তা থেকে আমাকে কিছু শিক্ষা দেবেন।" [সূরা কাহফ: ৬৬]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلۡأُمِّيِّـۧنَ رَسُولٗا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبۡلُ لَفِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٖ ٢ ﴾ الجمعة: ٢

"তিনি সেই সত্ত্বা যিনি নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তার আয়াতসমূহ, তাদের পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। যদিও তারা ইতিপূর্বে ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল।" [সূরা জুমু'আহ: ২]

◆ **সর্বদা এবাদত ও অধিক জিকির দ্বারা অন্তর পরিশুদ্ধিকরণ ও রুহ (আত্মা) ও শরীরকে মজবুত ও শক্তিশালী করা:**

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّٰجِدِينَ ﴿٩٨﴾ وَٱعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينُ ﴿٩٩﴾ ﴾ الحجر: ٩٧ - ٩٩

"আমি জানি যে আপনার (অন্তর) সংকুচিত হয়ে যায় তাদের কথাবার্তায়। অতএব, আপনি আপনার রবের প্রশংসার সাথে তসবিহ পাঠ করুন এবং আপনি সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। আর একিন (মৃত্যু) না আসা পর্যন্ত আপনার প্রতিপালকের এবাদত করতে থাকুন।" [সূরা হিজর:৯৭-৯৯]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾ ﴾ الأحزاب: ٤١ - ٤٢

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে বেশি বেশি স্বরণ কর এবং তার পবিত্রতা ঘোষণা কর সকাল-সন্ধ্যায়।" [সূরা আহযাব: ৪১-৪২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ فَاطِمَةَ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ خَادِمًا ، وَشَكَتْ الْعَمَلَ فَقَالَ:« مَا أَلْفَيْتِيهِ عِنْدَنَا» قَالَ:« أَلَا أَدُلُّكِ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكِ مِنْ خَادِمٍ ؟ تُسَبِّحِينَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَحْمَدِينَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُكَبِّرِينَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ حِينَ تَأْخُذِينَ مَضْجَعَكِ ». متفق عليه.

৩. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, ফাতেমা (রা:) নবী [ﷺ]-এর নিকট এসে একজন দাসীর আবেদন এবং কাজ-কর্মের কষ্টের অভিযোগ

করলেন। অত:পর তিনি (দ:) বললেন: "তুমি আমার নিকট কি পেতে চাও?" এরপর নবী (দ:) বললেন: "আমি কি তোমাকে দাসী অপেক্ষা উত্তম বিষয়ের সন্ধান দিব না? যখন তুমি বিছানায় শয়ন করতে যাও তখন ৩৩বার 'সুবহানাল্লাহ', ৩৩বার 'আল-হাম্‌দুলিল্লাহ' এবং ৩৪বার 'আল্লাহু আকবার' বলবে।"[১]

◆ **মুশরেকদের জন্য হেদায়েতের দোয়া করা:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَدِمَ الطُّفَيْلُ وَأَصْحَابُهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ دَوْسًا قَدْ كَفَرَتْ وَأَبَتْ ، فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهَا، فَقِيلَ :هَلَكَتْ دَوْسٌ فَقَالَ:« اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَائْتِ بِهِمْ ».متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা (রা:) বলেন: তোফাইল ও তার সাথীরা আগমন করে বলল: হে আল্লাহর রসূল (দ:)! 'দাওস' গোত্র কুফরি করেছে এবং ঈমান আনতে অস্বিকার করেছে। সুতরাং, তাদের উপর বদদোয়া করুন। অত:পর বলা হলো: 'দাওস' গোত্র ধ্বংস হোক। আল্লাহর রসূল (দ:) বললেন:" হে আল্লাহ! তুমি 'দাওস' গোত্রকে হেদায়েত দান করুন এবং আমার নিকট নিয়ে আসুন।"[২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الْإِسْلَامِ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فَدَعَوْتُهَا يَوْمًا فَأَسْمَعَتْنِي فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَكْرَهُ -وفيه- قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! .... فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« اللَّهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ ». أخرجه مسلم.

২. আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি আমার মাকে ইসলামের দাওয়াত দিতাম আর তিনি মুশরেক ছিলেন। একদা আমি তাকে দাওয়াত দিলে তিনি রসূলুল্লাহ (দ:)-এর ব্যাপারে এমন কিছু আমাকে শোনালেন যা আমি অপছন্দ করি। ----------বর্ণনায় রয়েছে:

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৩১১৩ ও মুসলিম হাঃ নং ২৮২৮ শব্দ তারই

[২]. বুখারী হাঃ নং ২৯৩৭ ও মুসলিম হাঃ ২৫২৪

আমি রসূলুল্লাহ (দ:)কে বললাম: আপনি আল্লাহ তা'য়ালার নিকট দু'আ করুন যেন তিনি আবু হুরাইরার মাকে হেদায়েত দান করেন। আল্লাহর রসূল (দ:) বললেন: "হে আল্লাহ! আবু হুরাইরার মা'কে হেদায়েত দান করুন।"[১] [এরপর আবু হুরাইরার মা ইসলাম গ্রহণ করেন]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود ﷺ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِي نَبِيًّا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ: « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ». متفق عليه.

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন: যেন আমি নবী (দ:)-এর দিকে দেখছি তিনি (দ:) কোন একজন নবীর কথা বর্ণনা করছেন, যাঁকে তাঁর জাতি প্রহার করে রক্তাক্ত করে দিয়েছে। আর তিনি মুখমণ্ডল হতে রক্ত মুছছেন আর বলছেন: "হে আল্লাহ! আপনি আমার জাতিকে ক্ষমা করুন; কেননা তারা অজ্ঞ-অবুঝ।"[২]

◆ **সর্বসময় ও সর্বাবস্থায় দাওয়াতের জন্য প্রস্তুত থাকা:**

১. আল্লাহ তা'য়ালা নূহ (আ:) সম্পর্কে বলেন:

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ۝٥ ﴾ نوح: ٥

"তিনি (নূহ আ:) বললেন: হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার জাতিকে দিবানিশি দাওয়াত করেছি।" [সূরা নূহ: ৫]

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﷺ قَالَ :دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ ، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةً عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ:« إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ». متفق عليه.

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৪৯১
[২]. বুখারী হাঃ নং ৩৪৭৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ ১৭৯২

২. উবাদা ইবনে সামেত (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন: আমাদেরকে নবী (দ:) ডাকলেন। অত:পর আমরা তাঁর হাতে বয়াত করলাম। উবাদা (রা:) বলেন: তিনি (দ:) যে সব বিষয়ের উপর আমাদের থেকে বয়াত গ্রহণ করলেন তার মাঝে ছিল: সুখে-দু:খে, পছন্দে-অপছন্দে এবং আমাদের উপর অন্যদের প্রাধান্য দিলেও আমরা কথা শুনব ও মানব। আর শাসকগোষ্ঠির যেন বিরোধিতা না করি। কিন্তু যদি শাসকগোষ্টি থেকে সুস্পষ্ট কুফরি প্রকাশ পায় এবং সে কথা বা কাজটা যে কুফরি তার ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট দলিল থাকে তাহলে ভিন্ন কথা।"[১]

◆ **পরামর্শ করা:**

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ ١٥٩﴾ آل عمران: ١٥٩

"(হে নবী দ:) আপনি তাদের (সাহাবাদের) সাথে কার্যক্ষেত্রে পরামর্শ করুন।" [সূরা আল-ইমরান: ১৫৯]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ ٣٨﴾ الشورى: ٣٨

"মুমিনদের কার্যাদি পরস্পর পরামর্শের মাধ্যমে সম্পাদন হয়।" [সূরা শূরা: ৩৮]

◆ **আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও ভরসা রাখা:**

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدۡ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذۡ أَخۡرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثۡنَيۡنِ إِذۡ هُمَا فِي ٱلۡغَارِ إِذۡ يَقُولُ لِصَٰحِبِهِۦ لَا تَحۡزَنۡ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَاۖ ٤٠﴾ التوبة: ٤٠

[১]. বুখারী হাঃ নং ৭০৫৫,৭০৫৬ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ ১৭০৯

"তোমরা যদি তাকে সাহায্য সহযোগীতা না কর তাহলে আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেছেন যখন তাকে কাফেররা (মক্কা থেকে) বের করে দিল, তিনি ছিলেন দু'জনের একজন। যখন তারা দু'জন (সাওর) গুহায়, আর তিনি তার সাথী (আবু বকর রা:)কে বললেন: চিন্তা কর না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথেই আছেন।" [সূরা তাওবা:৪০]

২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

﴿فَلَمَّا تَرَٰٓءَا ٱلۡجَمۡعَانِ قَالَ أَصۡحَٰبُ مُوسَىٰٓ إِنَّا لَمُدۡرَكُونَ ٦١ قَالَ كَلَّآۖ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهۡدِينِ ٦٢ فَأَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱضۡرِب بِّعَصَاكَ ٱلۡبَحۡرَۖ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرۡقٖ كَٱلطَّوۡدِ ٱلۡعَظِيمِ ٦٣﴾ الشعراء: ٦١ - ٦٣

"যখন উভয় দল (মূসা আ:)-এর দল ও ফেরাউনের দল) পরস্পরকে দেখল, তখন মূসার সঙ্গীরা বলল: আমরা যে ধরা পড়ে গেলাম, মূসা বললেন: কখনও নয়, আমার সাথে আমার পালনকর্তা আছেন। তিনি আমাকে পথ বলে দিবেন। অত:পর আমি মূসাকে আদেশ করলাম, তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রকে আঘাত কর, ফলে তা বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বত সদৃশ হয়ে গেল।"
[সূরা আশ-শুআরা: ৬১-৬৩]

◆ সর্বাবস্থায় দু'য়া করা এবং সালাতের দিকে ছুটে যাওয়া:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿كَذَّبَتۡ قَبۡلَهُمۡ قَوۡمُ نُوحٖ فَكَذَّبُواْ عَبۡدَنَا وَقَالُواْ مَجۡنُونٞ وَٱزۡدُجِرَ ٩ فَدَعَا رَبَّهُۥٓ أَنِّي مَغۡلُوبٞ فَٱنتَصِرۡ ١٠ فَفَتَحۡنَآ أَبۡوَٰبَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءٖ مُّنۡهَمِرٖ ١١ وَفَجَّرۡنَا ٱلۡأَرۡضَ عُيُونٗا فَٱلۡتَقَى ٱلۡمَآءُ عَلَىٰٓ أَمۡرٖ قَدۡ قُدِرَ ١٢ وَحَمَلۡنَٰهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلۡوَٰحٖ وَدُسُرٖ ١٣﴾ القمر: ٩ - ١٣

"তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়ও মিথ্যারোপ করেছিল। তারা মিথ্যারোপ করেছিল আমার বান্দা নূহের প্রতি এবং বলেছিল-এ তো পাগল! তারা তাকে হুমকি প্রদর্শন করেছিল। অত:পর সে তার পালনকর্তাকে ডেকে বলল: আমি অক্ষম, অতএব, আপনি সাহায্য করুন। তখন আমি খুলে

দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বর্ষণের মাধ্যমে এবং ভূমি থেকে প্রবাহিত করলাম ঝর্না। অত:পর সব পানি মিলিত হল এক পরিকল্পিত কাজে। আমি নূহকে আরোহণ করালাম এক কাষ্ঠ ও পেরেক নির্মিত জলযানে।” [সূরা কামার: ৯-১৩]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴿٩﴾﴾ الأنفال: ٩

“যখন তোমরা ফরিয়াদ করতে আরম্ভ করেছিলে স্বীয় পালনকর্তার নিকট তখন তিনি তোমাদের ফরিয়াদে সাড়া দিলেন। (এবং বললেন:) আমি তোমাদের ধারাবাহিকভাবে আগত হাজার ফেরেস্তার মাধ্যমে সাহায্য করব।” [আনফাল-৯]

৩. আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٤٥﴾﴾ البقرة: ٤٥

“তোমরা সাহায্য চাও ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে। অবশ্য তা বড় কঠিন, তবে আল্লাহভীরু ও বিনয়ীদের উপর তা কঠিন নয়।” [সূরা বাকারা: ৪৫]

عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى.

أخرجه أحمد وأبو داود.

৪. হুযাইফা (রা:) থেকে বণিত তিনি বলেন: আল্লাহর রসূল (দ:)কে যখন কোন বিষয় চিন্তিত করত তখন তিনি সালাত আদায় করতেন।”[১]

- **সর্বাবস্থায় আল্লাহর নিকট প্রার্থনা ও তাঁরই নিকট অভাব অভিযোগ পেশ করা:**

১. আল্লাহ তা'য়ালা ইয়াকুব (আ:) সম্পর্কে বলেন:

[১].হাদীসটি হাসান, আহমাদ হাঃ নং ২৩৮৮ ও আবূ দাঊদ হাঃ নং ১৩১০

﴿ قَالَ إِنَّمَآ أَشۡكُواْ بَثِّي وَحُزۡنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعۡلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ٨٦ ﴾ يوسف: ٨٦

"তিনি (ইয়াকুব আ:) বলেন: আমি আমার দু:খ ও অস্থিরতার কথা আল্লাহর নিকট পেশ করছি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি যা জানি তোমরা তা জান না।" [ইউসুফ:৮৬]

২. আল্লাহ তা'য়ালা আইয়ূব (আ:) সম্মন্ধে বলেন:

﴿ وَأَيُّوبَ إِذۡ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرۡحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ٨٣ فَٱسۡتَجَبۡنَا لَهُۥ فَكَشَفۡنَا مَا بِهِۦ مِن ضُرّٖۖ وَءَاتَيۡنَٰهُ أَهۡلَهُۥ وَمِثۡلَهُم مَّعَهُمۡ رَحۡمَةٗ مِّنۡ عِندِنَا وَذِكۡرَىٰ لِلۡعَٰبِدِينَ ٨٤ ﴾ الأنبياء: ٨٣ - ٨٤

"এবং স্মরণ করুন আইয়ূবের কথা, যখন তিনি তার পালনকর্তাকে আহ্বান করে বলেছিলেন, আমাকে দু:খ-কষ্ট স্পর্শ করেছে। আর আপনি সর্বাধিক দয়াবান। অত:পর আমি তার আহবানে সাড়া দিলাম এবং তার দু:খ-কষ্ট দূর করে দিলাম এবং তার পরিবারবর্গ ফিরিয়ে দিলাম আমার পক্ষ থেকে কৃপাবশত: আর এটা এবাদতকারীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ।" [সূরা আম্বিয়া: ৮৩-৮৪]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা জাকারিয়া (আ:)-এর ব্যাপারে বলেন:

﴿ وَزَكَرِيَّآ إِذۡ نَادَىٰ رَبَّهُۥ رَبِّ لَا تَذَرۡنِي فَرۡدٗا وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلۡوَٰرِثِينَ ٨٩ فَٱسۡتَجَبۡنَا لَهُۥ وَوَهَبۡنَا لَهُۥ يَحۡيَىٰ وَأَصۡلَحۡنَا لَهُۥ زَوۡجَهُۥٓۚ ٩٠ ﴾ الأنبياء: ٨٩ - ٩٠

"আর জাকারিয়ার কথা স্বরণ করুন যখন তিনি তার পালনকর্তাকে আহ্বান করলেন: হে আমার রব! আমাকে একা রেখ না। তুমি তো সর্বোত্তম ওয়ারিস। অত:পর আমি তার দোয়া কবুল করলাম এবং তাকে দান করলাম ইয়াহয়াকে এবং তার জন্য তার স্ত্রীকে প্রসবযোগ্য করে দিয়েছিলাম।" [সূরা আম্বিয়া: ৮৯-৯০]

◆ **উত্তম ও ভাল সমাজ ও পরিবেশকে আঁকড়ে ধরা আর মন্দ সমাজ ও পরিবেশ থেকে হিজরত করা:**

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴾ التوبة: ١١٩

"হে ইমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে অবস্থান কর।" [সূরা তাওবা: ১১৯]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُۥ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَانَ أَمْرُهُۥ فُرُطًا ﴾ الكهف: ٢٨

"আপনি তাদের সাথে নিজেকে আবদ্ধ রাখুন যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের রবকে তার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহ্বান করে। আর আপনি দুনিয়ার জিন্দেগির চাকচিক্যের আশায় তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরাবেন না। আর আপনি তার আনুগত্য করবেন না যার মনকে আমার স্বরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, সে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কাজ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা।" [সূরা কাহফ: ২৮]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَٰمُوسَىٰٓ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجْ إِنِّى لَكَ مِنَ ٱلنَّٰصِحِينَ ۝ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَتَرَقَّبُ ۖ قَالَ رَبِّ نَجِّنِى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾ القصص: ٢٠ - ٢١

"এ সময় শহরের প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে আসল এবং বলল: হে মূসা! রাজ্যের পরিষদবর্গ আপনাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে। অতএব, আপনি বের হয়ে যান। আমি আপনার হিতাকাংক্ষী। অত:পর তিনি সেখান থেকে ভীত অবস্থায় বের হয়ে পড়লেন পথ দেখতে দেখতে। তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে জালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা কর।" [সূরা কাসাস: ২০-২১]

৪. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾ الأنعام: ٦٨

"যদি শয়তান আপনাকে ভুলিয়ে দেয়, তবে স্বরণ হওয়ার পর জালেমদের সাথে আর বসবেন না।" [সূরা আনআম: ৬৮]

◆ **শরিয়ত সম্মত ব্যবস্থাপনা গ্রহণের সাথে সাথে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হওয়া এবং আমিত্বকে জলাঞ্জলী দেওয়া:**

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿قُل لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي نَفۡعٗا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ وَلَوۡ كُنتُ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ لَٱسۡتَكۡثَرۡتُ مِنَ ٱلۡخَيۡرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوٓءُۚ إِنۡ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٞ وَبَشِيرٞ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ ١٨٨﴾ الأعراف: ١٨٨

"আপনি বলে দিন যে, আমি আমার কল্যাণ-অকল্যাণ সাধনের মালিক নই তবে আল্লাহ যতটুকু চান। আর আমি যদি গায়েব জানতাম তাহলে বহু মঙ্গল অর্জন করতে পারতাম এবং আমাকে অনিষ্ট পৌঁছত না। আমি তো একজন ভীতি প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদদানকারী মুমিনদের জন্য।" [সূরা আ'রাফ : ১৮৮]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿فَلَمۡ تَقۡتُلُوهُمۡ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمۡۚ وَمَا رَمَيۡتَ إِذۡ رَمَيۡتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبۡلِيَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ مِنۡهُ بَلَآءً حَسَنًاۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ١٧﴾ الأنفال: ١٧

"সুতরাং তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি বরং আল্লাহই তাদের হত্যা করেছেন। আর আপনি মাটি নিক্ষেপ করেননি, যখন আপনি মাটি নিক্ষেপ করেন বরং তা আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন যেন ঈমানদারদের প্রতি যথাযথ এহসান করতে পারেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, পরিজ্ঞাত।" [সূরা আনফাল:১৭]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَعَزَّ جُنْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَغَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ». متفق عليه.

৩. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত যে রসূলুল্লাহ (দ:) বলতেন:"এক আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই। যিনি তাঁর সৈন্যদলকে

শক্তিশালী করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই বাহিনীসমূহের উপর বিজয়ী হয়েছেন, সুতরাং তাঁর পরে আর কিছু নেই।"[১]

◆ **আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়ন করা যদিও তা বিবেক সম্মত না হয়:**

যেমনভাবে নূহ (আ:) শুকনো পাড়ে নৌকা তৈরী করেন এবং ইবরাহিম (আ:) স্ত্রী-পুত্রকে মানব শূন্য স্থানে রেখে আসেন। এমনকি যেখানে তরুলতাও না এবং মূসা (আ:)কে আদেশ করেন অজগর সাপ ধরতে এবং সমুদ্রের পানির প্রহার করতে। এসব (যুক্তির বিপরীত হলেও) আল্লাহর আদেশে তাঁরা করেছেন।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿وَيَصۡنَعُ ٱلۡفُلۡكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيۡهِ مَلَأٞ مِّن قَوۡمِهِۦ سَخِرُواْ مِنۡهُۚ قَالَ إِن تَسۡخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسۡخَرُ مِنكُمۡ كَمَا تَسۡخَرُونَ ٣٨﴾ هود: ٣٨

"তিনি (নূহ আ:) নৌকা তৈরী করতে লাগলেন আর তার জাতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যখন পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করত, তখন তাকে বিদ্রূপ করত। তিনি বললেন: তোমরা যদি আমাদের সাথে উপহাস কর তবে আমরাও তোমাদের সাথে উপহাস করব যেমন তোমরা উপহাস করতে।" [সূরা হূদ: ৩৮]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿رَّبَّنَآ إِنِّيٓ أَسۡكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيۡرِ ذِي زَرۡعٍ عِندَ بَيۡتِكَ ٱلۡمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ٣٧﴾ إبراهيم: ٣٧

(ইবরাহিম (আ:) বললেন) "হে আমাদের পালনকর্তা! আমি আমার এক সন্তানকে তোমার পবিত্র গৃহের নিকটে, চাষাবাদহীন উপত্যকায় বসবাস করায়েছি। হে আমার রব! যাতে তারা সালাত কায়েম করে।"
[সূরা ইবরাহিম: ৩৭]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৪১১৪ ও মুসলিম হাঃ ২৭২৪

﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَٰمُوسَىٰ ﴿١٧﴾ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُاْ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَـَٔارِبُ أُخْرَىٰ ﴿١٨﴾ قَالَ أَلْقِهَا يَٰمُوسَىٰ ﴿١٩﴾ فَأَلْقَىٰهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴿٢٠﴾ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ ﴿٢١﴾ ﴾ طه: ١٧ - ٢١

"(হে মূসা!) তোমার ডান হাতে ওটা কি? মূসা বললেন: এটা আমার লাঠি, আমি এর উপর ভর দেই এবং এর দ্বারা আমার ছাগলপালের জন্য গাছের পাতা ঝেড়ে ফেলি এবং এতে আমার অন্যান্য কাজও চলে। আল্লাহ বললেন: হে মূসা, তুমি ওটা নিক্ষেপ কর। অত:পর তিনি তা নিক্ষেপ করলেন-অমনি তা সাপ হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল। আল্লাহ বললেন: তুমি তাকে ধর এবং ভয় কর না। আমি এখনি ওকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেব।" [সূরা ত্ব-হা: ১৭-২১]

৪. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ فَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾ ﴾ الشعراء: ٦٣

"অত:পর আমি মূসাকে অহি করলাম; তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রকে আঘাত কর। ফলে তা বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বত হয়ে গেল।" [সূরা শুআরা: ৬৩]

- **আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতে গিয়ে কষ্ট ও বিতাড়িত হলে সহ্য করা:**

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾ ﴾ البقرة: ٢١٤

"তোমরা কি এই ধারণা করছ যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, অথচ এখনও তোমাদের পূর্ববর্তীদের মত (দু:খ-কষ্ট) তোমাদের পৌঁছেনি।

তাদের স্পর্শ করেছে আপদ, দু:খ-দুর্দশা আর এমনিভাবে শিহরিত ও প্রকম্পিত হয়েছে যে, রসূল এবং তার সাথে যারা ঈমান এনেছে তারা সবাই বলে ফেলেছে যে, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে। (মনে রেখ) আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে।" [সূরা বকারা: ২১৪]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَمَا لَنَآ أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَا سُبُلَنَا ۚ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَآ ءَاذَيْتُمُونَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿١٢﴾ ﴾ إبراهيم: ١٢

"(রসূলগণ বললেন) আমাদের আল্লাহর উপর ভরসা না করার কি কারণ আছে? অথচ তিনি আমাদেরকে আমাদের পথ বলে দিয়েছেন; তোমরা আমাদের যে কষ্ট দিচ্ছ তাতে আমরা সবুর করব। আর আল্লাহর উপরই তো ভরসাকারীদের ভরসা করা উচিত।" [সূরা ইবরাহিম:১২]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ ۖ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَٰكِرِينَ ﴿٣٠﴾ ﴾ الأنفال: ٣٠

"আর যখন কাফেররা আপনাকে কেন্দ্র করে ষড়যন্ত্র পাকাতে ছিল যে তারা আপনাকে বন্দী করবে অথবা হত্যা করবে অথবা দেশ থেকে বের করে দিবে। তারা ষড়যন্ত্র করছে আর আল্লাহও ষড়যন্ত্র করছেন। মূলত: আল্লাহই উত্তম ও উৎকৃষ্ট ষড়যন্ত্রকারী।" [সূরা আনফাল: ৩০]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ ؟ قَالَ:« لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيتُ وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ؛ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ ...».متفق عليه.

৪. আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি নবী (দ:)কে বলেন: আপনার জীবনে কি উহুদের যুদ্ধের দিনের চেয়ে কঠিন দিন আর কখনও

এসেছে? তিনি (দ:) বললেন: "তোমার জাতির কাছ থেকে যে কষ্ট পেয়েছি তা তো পেয়েছিই। আর সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছি "আকাবার" দিন। (তয়েফে) যখন আমি পেশ করলাম আমার দাওয়াত ইবনে আব্দে ইয়ালীল ইবনে আব্দে কুলালের নিকট। সে আমার ডাকে সাড়া দিল না। আমি বিষণ্ন অবস্থায় চলতে থাকলাম। আর 'কারনুস সাআলিব' নামক স্থানে আমি জ্ঞান ফিরে পাই।----"[১]

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«لَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ، وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَا لِي وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَيْءٌ يُوَارِيهِ إِبْطُ بِلَالٍ ».

أخرجه الترمذي وابن ماجه.

৫. আনাস (দ:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (দ:) বলেছেন: আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতে গিয়ে আমাকে যেমন ভয় দেখানো হয়েছে তেমন ভয় আর কাউকে দেখানো হয়নি। আমাকে যেমন কষ্ট দেওয়া হয়েছে এমন কষ্ট আর কাউকে দেওয়া হয়নি। আমার জীবনে এমনও মাস অতিবাহিত হয়েছে যে মাসে আমার আর বেলালের জন্য কোন খাদ্য ছিল না তবে বেলালের বগলের নিচে যতটুকু গোপন করে রাখতো ততটুকু ব্যতীত।"[২]

◆ নিন্দা-ভর্ৎসনা, ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও মিথ্যা অপবাদে ধৈর্য্যধারণ করা:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ كَذَٰلِكَ مَآ أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرٌ أَوۡ مَجۡنُونٌ ﴾ ﴿٥٢﴾ الذاريات: ٥٢

"এমনিভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের কাছে যখনই কোন রসূল আগমন করেছেন তখন তারা বলেছে: এ তো জাদুকর, না হয় পাগল।"
[সূরা যারিয়াত: ৫২]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৩২৩ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ ১৭৯৫

[২]. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ২৪৭২ শব্দ তারই, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ১৫১

﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُوا۟ مِنْهُم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١٠﴾ ﴾ الأنعام: ١٠

"নিশ্চয়ই আপনার পূর্ববর্তী রসূলগণের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ আর উপহাস করা হয়েছে। অত:পর যারা তাদের সাথে উপহাস করেছিল তাদেরকে সে ঐ শাস্তি বেষ্টন করে নিল, যা নিয়ে তারা উপহাস করত।"
[সূরা আন'আম:১০]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ بَلْ قَالُوٓا۟ أَضْغَٰثُ أَحْلَٰمٍۭ بَلِ ٱفْتَرَىٰهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِـَٔايَةٍ كَمَآ أُرْسِلَ ٱلْأَوَّلُونَ ﴿٥﴾ ﴾ الأنبياء: ٥

"এ ছাড়া তারা আরও বলে: অলীক স্বপ্ন; বরং সে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে, না সে একজন কবি। অতএব, সে আমাদের কাছে কোন নিদর্শন আনয়ন করুক, যেমন নিদর্শনসহ আগমন করেছিলেন পূর্ববর্তীগণ"
[সূরা আম্বিয়া: ৫]

৪. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّٰجِدِينَ ﴿٩٨﴾ وَٱعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينُ ﴿٩٩﴾ ﴾ الحجر: ٩٧ - ٩٩

"আমি জানি যে, তাদের কথা-বার্তায় আপনার হৃদয় সংকীর্ণ হয়ে যায়। সুতরাং আপনি আপনার পালনকর্তার প্রশংসার সাথে পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। আর একিন (মৃত্যু) আসা পর্যন্ত আপনার রবের এবাদত করতে থাকুন।"
[সূরা হিজর: ৯৭-৯৯]

◆ **বিরোধী কাফেরদের সামনে দিঢ়তা ও শক্তি প্রকাশ করা:**

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿قُلْ إِنَّنِى هَدَىٰنِى رَبِّىٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ

ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٦١﴾ [الأنعام/١٦١].

"আপনি বলে দিন: আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করেছেন।–একাগ্রচিত্ত ইবরাহীমের বিশুদ্ধ ধর্ম। সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।" [সূরা আন'য়াম:১৬১]

২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيٓ إِبْرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ قَالُوا۟ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُا۟ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥٓ﴾ [الممتحنة/٤].

তোমাদের জন্যে ইবরাহীম ও তার সঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল: তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার এবাদত কর তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানিনা। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে।" [সূরা মুমতাহিনা:৪]

আল্লাহ তা'য়ালা ফেরাউনের জাদুকররা যখন ঈমান আনে সে সম্পর্কে বলেন:

﴿قَالُوا۟ لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلَّذِى فَطَرَنَا ۖ فَٱقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِى هَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَآ ﴿٧٢﴾ إِنَّآ ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَٰيَٰنَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ ۗ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ ﴿٧٣﴾﴾ [طه/٧٢-٧٣].

"জাদুকররা বলল:আমাদের কাছে যে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে তার উপর এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তার উপর আমরা কিছুতেই তোমাকে প্রাধান্য দেব না। অতএব, তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার। তুমি তো শুধু এই পার্থিব জীবনই যা করার করবে। আমরা আমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান এনেছি–যাতে তিনি আমাদের পাপ এবং তুমি

আমাদেরকে যে জাদু করতে বাধ্য করেছ, তা মার্জনা করেন। আল্লাহ শ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী।" [সূরা ত-হা:৭২৭৩]

◆ **শত্রুর সংখ্যা বেশি হলেও তাদের মোকাবেলায় অনড়-অটল ও দৃঢ় থাকা, বীরত্ব প্রকাশ করা এবং আল্লাহর উপর ভরসা করা:**

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَٱتۡلُ عَلَيۡهِمۡ نَبَأَ نُوحٍ إِذۡ قَالَ لِقَوۡمِهِۦ يَٰقَوۡمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيۡكُم مَّقَامِي وَتَذۡكِيرِي بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلۡتُ فَأَجۡمِعُوٓاْ أَمۡرَكُمۡ وَشُرَكَآءَكُمۡ ثُمَّ لَا يَكُنۡ أَمۡرُكُمۡ عَلَيۡكُمۡ غُمَّةٗ ثُمَّ ٱقۡضُوٓاْ إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ ٧١ ﴾ يونس: ٧١

"এবং তাদের উপর পাঠ করুন নূহের সংবাদ, যখন তিনি তার জাতিকে বললেন: হে আমার জাতি! যদি আমার অবস্থান এবং আল্লাহর আয়াতসমূহের মাধ্যমে নসীহত করা ভারী বলে মনে হয়ে থাকে, তবে আমি আল্লাহর উপর ভরসা করছি। এখন তোমরা সবাই মিলে নিজেদের ব্যাপারাদি এবং তোমাদের ব্যাপারে যেন তোমাদের উপর অস্পষ্ট না থাকে। অত:পর আমার সম্পর্কে যা কিছু করার করে ফেল এবং আমাকে অব্যাহতি দিও না।" [সূরা ইউনুস:৭১]

২. আল্লাহ তা'য়ালা হুদ (আ:) সম্পর্কে বলেন:

﴿ قَالَ إِنِّيٓ أُشۡهِدُ ٱللَّهَ وَٱشۡهَدُوٓاْ أَنِّي بَرِيٓءٞ مِّمَّا تُشۡرِكُونَ ٥٤ مِن دُونِهِۦۖ فَكِيدُونِي جَمِيعٗا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ٥٥ إِنِّي تَوَكَّلۡتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمۚ مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُۢ بِنَاصِيَتِهَآۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ ٥٦ ﴾ هود: ٥٤ - ٥٦

"তিনি (হুদ আ:) বললেন: নিশ্চয়ই আমি আল্লাহকে সাক্ষী করছি আর তোমরাও সাক্ষী থাক যে, আল্লাহর সাথে যাদেরকে তোমরা শরিক স্থাপন করছ তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তাঁকে ছাড়া তোমরা সবাই মিলে আমার অনিষ্ট করার প্রয়াস চালাও। অত:পর আমাকে কোন অবকাশ দিও না। নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর উপর ভরসা করছি যিনি আমার ও তোমাদের রব। পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী

নেয় যা তাঁর আয়ত্বের বাইরে। নিশ্চয়ই আমার রব সরল পথের উপর আছেন।" [সূরা হূদ: ৫৪-৫৬]

◆ **বিপদমুক্তি ও প্রয়োজন মেটানোর জন্য আল্লাহর শক্তি ও কুদরত থেকে উপকৃত হওয়া:**

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَٰضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقۡدِرَ عَلَيۡهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبۡحَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٨٧ فَٱسۡتَجَبۡنَا لَهُۥ وَنَجَّيۡنَٰهُ مِنَ ٱلۡغَمِّۚ وَكَذَٰلِكَ نُـۨجِي ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٨٨ ﴾ الأنبياء: ٨٧ - ٨٨

"এবং মাছওয়ালার (ইউনুস আ:)-এর কথা স্মরণ করুন যিনি রাগ করে চলে গিয়েছিলেন। অত:পর মনে করে ছিলেন যে আমি তাকে সংকীর্ণতায় ফেলব না। এরপর তিনি অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করলেন: তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তুমি নির্দোষ, আমি গুনাহগার। অত:পর আমি তার আহবানে সাড়া দিলাম এবং তাকে দু:চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম। আর আমি এমনিভাবে বিশ্বাসীদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি।" [সূরা আম্বিয়া: ৮৭-৮৮]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَإِذِ ٱسۡتَسۡقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوۡمِهِۦ فَقُلۡنَا ٱضۡرِب بِّعَصَاكَ ٱلۡحَجَرَۖ فَٱنفَجَرَتۡ مِنۡهُ ٱثۡنَتَا عَشۡرَةَ عَيۡنٗاۖ قَدۡ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٖ مَّشۡرَبَهُمۡۖ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ مِن رِّزۡقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ ٦٠ ﴾ البقرة: ٦٠

"স্মরণ করুন সে সময়ের কথা যখন মূসা তাঁর জাতির জন্য পানি প্রার্থনা করলেন তখন আমি বললাম: আপনার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করুন। অত:পর সে পাথর থেকে বারটি ঝর্না নির্গত হল। তাদের সব গোত্রই আপন আপন ঘাট চিনতে পারল। আল্লাহর দেওয়া রিজিক খাও ও পান কর আর জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টি কর না।" [সূরা বাকারা: ৬০]

◆ **মর্যাদা ও ক্ষমতাশীল ব্যক্তিদের দা'ওয়াতের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা:**

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٢٣﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٢٤﴾﴾ غافر: ٢٣ - ٢٤

"নিশ্চয়ই আমি মূসাকে পাঠিয়েছিলাম আমার নিদর্শন ও সুস্পষ্ট দলিলসহ। ফেরাউন, হামান ও কারুনের নিকট। তারা সবাই বলল: (মূসা) জাদুকর, মিথ্যাবাদী।" [সূরা গাফের: ২৩-২৪]

২. আল্লাহ তা'য়ালা মূসা (আ:)কে বলেন:

﴿ اذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ﴿٤٢﴾ اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿٤٣﴾ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿٤٤﴾﴾ طه: ٤٢ - ٤٤

"তুমি এবং তোমার ভাই আমার নিদর্শনাবলী নিয়ে যাও আর আমার স্মরণের ব্যাপারে শিথিলতা করিও না। তোমরা দু'জনেই ফেরাউনের নিকটে যাও, নিশ্চয়ই সে সীমালঙ্ঘন করেছে। তাকে নরম কথা বল সম্ভবত সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে।" [ত্বা-হা-৪২-৪৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لَوْ آمَنَ بِي عَشَرَةٌ مِنْ الْيَهُودِ لآمَنَ بِي الْيَهُودُ ».متفق عليه.

৩. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত তিনি নবী (দ:) থেকে বর্ণনা করেন তিনি [ﷺ] বলেছেন: "যদি আমার প্রতি দশজন ইহুদি ঈমান আনতো তাহলে গোটা ইহুদি জাতি ঈমান আনতো।"[১]

◆ **ভিতরে-বাহিরে, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে দ্বীনের উপর দৃঢ়-বহাল থাকা:**

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٢﴾﴾ هود: ١١٢

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৩৯৪১ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৭৯৩

"সুতরাং আপনি এবং আপনার সাথে যারা তওবা করেছে সবাই দৃঢ় বহাল থাকুন যেমন আপনি আদিষ্ট হয়েছেন এবং সীমালঙ্ঘন করবেন না। নিশ্চয়ই তোমরা যা কিছু করছ তার প্রতি তিনি দৃষ্টি রাখেন।" [সূরা হুদ: ১১২]

২. আল্লাহ তা'য়ালা শু'আয়েব (আ:) সম্পর্কে বলেন:

﴿وَمَآ أُرِيدُ أَنۡ أُخَالِفَكُمۡ إِلَىٰ مَآ أَنۡهَىٰكُمۡ عَنۡهُۚ إِنۡ أُرِيدُ إِلَّا ٱلۡإِصۡلَٰحَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُۚ وَمَا تَوۡفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِۚ عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُ وَإِلَيۡهِ أُنِيبُ ٨٨﴾ هود: ٨٨

"আর আমি চাই না যে তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ করি সে কাজে নিজেই আবার লিপ্ত হয়ে যাই। আমি তো সংশোধন করতে চাই সাধ্যানুযায়ী। আল্লাহ ছাড়া আমার কোন ক্ষমতা নেই। তারই উপর ভরসা করি এবং তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করি।" [সূরা হূদ: ৮৮]

উপসংহার

এর মাধ্যমেই একমাত্র আল্লাহর দয়া ও অনুকম্পায় কিতাবটি সম্পূর্ণ ও সমাপ্ত হল।

فَالْحَمْدُ ، الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، وَلَهُ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ، أَهْلُ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

সুতরাং, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যার অনুগ্রহে সৎকর্মসমূহ পূর্ণতা লাভ করে। তাঁরই জন্য সকল গুণগান ও শুকরিয়া, তিনি প্রশংসা ও মর্যাদার অধিকারী। বান্দা যা বলে তিনি তার বেশি হকদার।

হে আল্লাহ! আমরা সবাই আপনার বান্দা। যাকে আপনি প্রদান করেন তাকে বাঁধা দানকারী কেউ নেই। পক্ষান্তরে যাকে আপনি বঞ্চিত করেন তাকে প্রদানকারী কেউ নেই। কোন মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিকে তার মর্যাদা কোনই উপকার করবে না।

﴿رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا وَمَا لَهُۥ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنۡ خَلَٰقٖ ﴿٢٠٠﴾﴾ البقرة: ٢٠٠

"হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি দান করুন।" [সূরা বাকারা:২০০]

﴿رَبَّنَا هَبۡ لَنَا مِنۡ أَزۡوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعۡيُنٖ وَٱجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾﴾ الفرقان: ٧٤

"হে আমাদের রব! আমাদেরকে চক্ষু শীতলকারী স্ত্রী-সন্তান দান করুন এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বা শাসক বানান।" [ফুরকান:৭৪]

﴿رَبَّنَا لَا تُزِغۡ قُلُوبَنَا بَعۡدَ إِذۡ هَدَيۡتَنَا وَهَبۡ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحۡمَةًۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡوَهَّابُ ﴿٨﴾﴾ آل عمران: ٨

"হে পরওয়ারদেগার! হেদায়েত দানের পর আমাদের হৃদয়কে বক্র করে দিবেন না। আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য রহমত প্রদান করুন। নিশ্চয়ই আপনি অধিক প্রদানকারী।" [সূরা আল-ইমরান:৮]

﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ ﴿٢٣﴾ ﴾ الأعراف: ٢٣

"হে আমাদের লালনকারী! আমরা আমাদের আত্মার উপর জুলুম করেছি। যদি আপনি ক্ষমা ও দয়া না করেন তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।" [সূরা আ'রাফ:২৩]

﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ۖ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ ۚ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَـٰفِرِينَ ﴿٢٨٦﴾ ﴾ البقرة: ٢٨٦

"হে আমাদের রব! যদি আমরা ভুলে যাই বা ভুল করি তাহলে আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। আমাদের উপর এমন বোঝা চাপিয়ে দিবেন না যেমন বোঝা চাপিয়ে ছিলেন আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর। হে আমাদের প্রতিপালনকারী! আমাদের উপর এমন বোঝা চাপাবেন না যা বহন করার সাধ্য আমাদের নেই।

(হে আমাদের রব!) আমাদেরকে মার্জনা করুন, ক্ষমা করুন এবং রহম করুন। কেননা, আপনিই একমাত্র আমাদের মাওলা-অভিভাবক। সুতরাং, কাফের জাতির উপর আমাদেরকে বিজয় দান করুন।"
[সূরা বাকারা:২৮৬]

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ انْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْكَ.

সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহ্, সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিক, আশহাদু আল্লাা ইলাাহা ইল্লাা আনত্, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইক্।"

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينْ.